গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বঙ্গবন্ধুর দর্শন
সমবায়ে উন্নয়ন

সমবায়ের সাফল্যগাথা



সমবায় অধিদপ্তর

আগারগাঁও, ঢাকা

সমবায়ের
সাফল্যগাথা




মুজিব
শতবর্ষ
MUJIB
100

সমবায়ের
সাফল্যগাথা

প্রধান সম্পাদক
মোঃ আমিনুল ইসলাম
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

সমবায় অধিদপ্তর
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সমবায়ের সাফল্যগাথা

উপদেষ্টা

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পৃষ্ঠপোষক

মোঃ রেজাউল আহসান
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ আমিনুল ইসলাম
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

মোঃ আসাদুজ্জামান
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)

মোঃ রিয়াজুল কবীর
যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)

মোঃ আবুল খায়ের
উপনিবন্ধক (ইপি/পিপি)

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সম্পাদক

উৎসর্গ

দেশের সম্মানিত সমবায়ীদের

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মনিরুল ইসলাম
মুদ্রণ
তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮সি/১, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল
৭ নভেম্বর ২০২০, ২২ কার্তিক ১৪২৭
মূল্য
১,০০০ (এক হাজার) টাকা

গ্রন্থস্বত্ব
সমবায় অধিদপ্তর

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত

ফোন : ৯১৪০৮৭৭,৮১২৯৬৫৪,৯১০৩৪০৯, ৮১২৭৯৪৩
ই-মেইল : coop_bangladesh@yahoo.com, ওয়েব সাইট : www.coop.gov.bd,ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

সমবায় হচ্ছে ইনক্লুসিভ আর্থসামাজিক উন্নয়নের আদি পন্থা। সমবায় এমন একটি উন্নয়ন-পদ্ধতি যা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ নিজেদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সমানভাবে অনুসরণ করতে পারেন। বলা যায়, এ হচ্ছে একধরনের সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক উন্নয়ন মডেল। ইতিহাস-পূর্বকালে এদেশে সমবায় ছিল না কি না, তা আজও জানা যায়নি। তবে এটা সত্য যে, আজ পৃথিবীর প্রায় দু'শটির মতো দেশে সমবায়কে উন্নয়নের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ১৯০৪ সালে সমবায়ের প্রচলন করে। উদ্দেশ্য ছিল আর্থসামাজিকভাবে শোষিতবঞ্চিত পিছিয়ে পড়া জনশ্রেণিকে জমিদার-মহাজনদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ থেকে যতটা পারা যায় রক্ষা করা এবং তাদের টিকিয়ে রাখা। সুফল পাওয়া গিয়েছিল তাৎক্ষণিকভাবেই। সেটি লক্ষ করে দিনমজুর-জেলে-কামার-কুমার-তাঁতি ইত্যাদি সাধারণ শ্রেণির মানুষের মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা কবি কাজী নজরুল ইসলাম সমবায়কে স্বাগত জানিয়ে রচনা করেছিলেন 'সমবায়-সংগীত' যার শুরুর কথাগুলো ছিল এমন : 'ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়রে, আয় / দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র, সমবায়, সমবায়।' ভারতীয় উপমহাদেশের শুরু থেকেই সমবায়কে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের মডেল হিসেবে গ্রহণ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ১৯০৯ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, একই বছর খুলনায় রাড়ুলী সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক এবং ১৯১৪ সালে বগুড়ায় বগুড়া সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু দুটি মহৎ কাজ করেন : সমবায়-সংগীত রচয়িতা বিদ্রোহী কবিকে ভারত থেকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে জাতীয় কবির সম্মানে সযত্নে রাখার ব্যবস্থা এবং সমবায়কে পিছিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পন্থা হিসেবে গ্রহণ। তিনি সমবায়ের আর্থসামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালি সমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, "আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে।'

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও উন্নয়ন-দর্শন ভালোবেসে সমবায় সেক্টরকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান এবং সমবায়ের মাধ্যমে দেশের অপেক্ষাকৃতভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের আর্থসামাজিক অগ্রগতি সাধনে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছেন। আমরা সমবায় বিভাগের কর্মীরা

তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৯ প্রকারের সমবায় সমিতি রয়েছে। মোট সমিতির সংখ্যা ১,৯০,৫৩৪টি যার ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য সংখ্যা ৮৮,৩৩, ৯৪৪ জন এবং মহিলা সদস্য ২৬,৪৯, ৮০৩। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি, নারীর ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্রের তৃণমূলায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, তৃণমূল স্তরে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের বিকাশসাধন প্রভৃতি সেক্টরে সমবায়ের সাফল্য গৌরব-উজ্জ্বল। বিআইডিএস তাদের ২০১১ সালের এক গবেষণায় বলেছিল যে দেশে জিডিপি-তে সমবায় সেক্টরের অবদান ১.৮৯%। কিন্তু এটা পূর্ণাঙ্গ পরিমাপ নয়। বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসার, ক্ষুদ্রঋণদান ও সঞ্চয়, কৃষি, খাদ্য, মৎস্যচাষ, পশুপালন, কুটিরশিল্প, বস্ত্রশিল্প, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আবাসন, পরিবহন, পানিসম্পদের সুষম ব্যবহার, স্বাস্থ্যসেবা, দুগ্ধশিল্পের প্রসার প্রভৃতি প্রতিটি সেক্টরের মূলে ও সঙ্গে ছিল এবং আছে সমবায়। কিন্তু অর্থনীতিতে সমবায়ের এই সহযোগী ভূমিকার অবদান পরিমাপ করার কোনো পদ্ধতি ও প্রচেষ্টা গ্রহণ আজও হয়ে ওঠেনি। সেটা হলে দেখা যাবে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় সেক্টরের অবদান অনেকগুণ বেশি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের **জন্মশত বার্ষিকী** চলমান। তিনি ছিলেন সমবায়-বান্ধব নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর অতুলনীয় অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এবছরের জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন'। সমবায়ের সাফল্য নিয়ে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো প্রকাশনা নেই। সেই শূন্যতা পূরণ করতেই '**সমবায়ের সাফল্যগাথা**' শীর্ষক এই প্রকাশনা । এটি বাংলাদেশের অগ্রগতিতে সমবায়ের অবদানের সামগ্রীক বা পরিপূর্ণ কোনো মূল্যায়ন নয়। সেটা করা অনেক কঠিন ও দীর্ঘ গবেষণানির্ভর কাজ। সেই কাজটি দেশপ্রেমিক গবেষকগণ কোনো একদিন করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা এই প্রকাশনায় দেশের সাফল্য-উজ্জ্বল কতিপয় সমবায় সমিতিকে উপস্থাপন করেছি মাত্র।

আজ বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের পতন এবং সুদনির্ভর পুঁজিবাদের প্রকটায়নের প্রভাব পড়েছে সর্বত্র। সম্পদের মেরুকরণ ঘটছে অতীতের যে-কোনো সময়ের তুলনায় দ্রুততর গতিতে এবং তা দিনদিন ভয়ংকর থেকে ভয়ংকরতর হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় সমাজের গরিব, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের টিকে থাকা এবং আর্থসামাজিক অগ্রগতির পথ হিসেবে সমবায়ই সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হিসেবে বিবেচিত ও গৃহীত হতে পারে বলে আমরা মনে করি। এবং এটাও সত্য যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমবায় আন্দোলন এখন নতুন রূপে নতুন করে জোরদার হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিকভাবে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির মানুষ সমবায় সমিতির মাধ্যমে নিজেদের সামগ্রীক অগ্রগতি সাধনে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসছেন। দেশে নতুনভাবে নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা দিনিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের প্লট ও ফ্ল্যাট সরবরাহ করা হচ্ছে যা আগে একটি অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। এমন প্রেক্ষাপটে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে আমাদের এই উদ্যোগ সময়োচিত, প্রয়োজনীয় ও গভীরভাবে গুরুত্ববহ বলে আমরা মনে করি।

এই সাফল্যগাথা প্রস্তুতকরণ ও প্রকাশের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান বেশকিছুদিন যাবত আমাদের পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও তাগিদ দিয়ে এসেছেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি মহোদয় সবসময় আমাদের অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। আমরা তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

যেসকল সম্মানিত সমবায়ী নেতৃবৃন্দ প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমাদের এ প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করেছেন, আমরা তাঁদের প্রতিও সমানভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের সহকর্মীগণ, বিশেষত দেশের ৮টি বিভাগের বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক নিজ নিজ বিভাগের সফলতম সমবায় সমিতিসমূহের তথ্য-উপাত্তসমৃদ্ধ বিবরণ দিয়ে আমাদের কাজকে সহজ ও সম্ভব করে তুলেছেন, আমরা তাদের সবার প্রতি ধন্যবাদ ও ভালোবাসা জানাই।

'**সমবায়ের সাফল্যগাথা**' শীর্ষক আমাদের এই প্রকাশনা উন্নয়ন-গবেষক ও সমবায়ীদের কিছুটা হলেও কাজে লাগবে এবং এই পথ ধরে গবেষকগণ দেশের সমবায়-সেক্টর নিয়ে গবেষণায় এগিয়ে আসবেন বলে আমাদের গভীর বিশ্বাস।

মোঃ আমিনুল ইসলাম
প্রধান সম্পাদক

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের মহান স্থপতি, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন সমবায়ের মাধ্যমে এদেশের চির অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি মিলবে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় তিনি কৃষি ও সমবায় বিষয়ক মন্ত্রী হন। মহান মুক্তিযুদ্ধের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে তিনি মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্তির করেন। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে সেচ, সার, বীজ ও কীটনাশক ভর্তুকিমূল্যে কৃষক/কৃষি সমবায় সমিতির সদস্যদের প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সমবায় ভাবনায় প্রতিটি ইউনিয়নে কোঅপারেটিভ ভিলেজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের আলোকে সমবায় সেক্টরকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এদেশের পিছিয়ে থাকা মানুষকে সমবায়ের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নতি সাধনে পৃষ্ঠপোষকতা ও দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি **জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী**তে তাঁর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে যৌক্তিকভাবেই ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে '**বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন**'।

বাংলাদেশে ২৯ ক্যাটাগরির মোট ১,৯০,৫৩৪টি সমবায় সমিতি রয়েছে। এসকল সমবায় প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ৮৮,৩৩,৯৪৪ জন এবং মহিলা সদস্য ২৬,৪৯,৮০৩ জন। বঙ্গবন্ধুর দর্শন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের তত্ত্বাবধানে সমবায় অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর্থসামাজিক উন্নয়ন অগ্রগতি ছাড়াও যেকোনো দুর্যোগ মহামারিতে সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায়ীদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। কোভিড-১৯ কারোনাকালেও মাঠ পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সমবায়ীগণ দুর্গত মানুষকে সহায়তা করে আসছেন।

বিভিন্ন সেক্টরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমবায় সমিতির মাধ্যমে নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। সমবায়ীগণ নিজেদের উদ্যোগে নিজেরাই স্বাবলম্বী হচ্ছেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করছেন। সমবায়ীদের এ সকল কর্মকাণ্ডের সফলতার কিছু কিছু খবর মাঝে মাঝে জাতীয় দৈনিক, এবং বেতার, টেলিভিশনে বিছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমবায়ের সাফল্য নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রকাশনা নেই। ফলে বাংলাদেশের উন্নয়নে সমবায়ের অবদান যথাযথভাবে রাষ্ট্রীয় সংস্থা কিংবা উন্নয়ন-গবেষকদের দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই উপলব্ধি থেকেই '**সমবায়ের সাফল্যগাথা**' শীর্ষক প্রকাশনা। এটি বাংলাদেশের অগ্রগতিতে সমবায়ের অবদানের সামগ্রীক বা পূর্ণাঙ্গ কোনো মূল্যায়ন নয়। সেটা করা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ও গবেষণানির্ভর একটি কাজ। সেই কাজটি গবেষকগণ ভবিষ্যতে করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। এ প্রকাশনা গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রকাশনায় দেশের সফল কিছু সমবায় সমিতিকে উপস্থাপন করা হয়েছে মাত্র।

সমবায়ের সাফল্যগাথা প্রস্তুতকরণ ও প্রকাশের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় স্বল্প সময়ে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহোদয়ের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এ কাজে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সকল বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক এবং জেলা সমবায় কর্মকর্তাগণ। তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। স্বল্প সময়ে এ প্রকাশনাটি প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি থাকতে পারে। ভুলত্রুটি ও বানান বিভ্রাট ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। প্রকাশনাটির মানোন্নয়নে যেকোনো গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সকলকে ধন্যবাদ
জয়তু সমবায়

সূচি

প্রথম অধ্যায়

সমবায় সম্পর্কে ভাষণ : শেখ মুজিবুর রহমান ১৩
সমবায়-সংগীত : কাজী নজরুল ইসলাম ১৫
বাংলাদেশ, সমবায় এবং বঙ্গবন্ধু : মোঃ আমিনুল ইসলাম ১৭
নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় : হরিদাস ঠাকুর ২৮
এক নজরে বাংলাদেশের সমবায় ৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঢাকা বিভাগ

- বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ ৩৬
- বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ৪৩
- দি খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৪৮
- বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ৫১
- নাগরী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৫৩
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ ৫৫
- কিংশুক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৫৭
- জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ ৫৯
- দি মেট্রোপলিটান খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ ৬১
- আইসিডিডিআর,বি কর্মচারীবৃন্দের বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৬৩
- সততা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৬৫
- মঠবাড়ী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৬৬
- টুঙ্গিপাড়া দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ ৬৮
- স্বদেশ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ৭০
- বাঙ্গালহাওলা আশার আলো বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৭১
- ধান গবেষণা কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতি লিঃ ৭৩
- ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ ৭৪
- তুমিলিয়া খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৭৬
- ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ৭৮
- ইদিলপুর আনারসচাষি বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৮০
- গণ উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৮২
- শুলপুর খ্রিষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৮৩
- হাঁসাড়া আদর্শ সমবায় সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি লিঃ ৮৬
- শাপলা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ৮৮
- হাজারীবাগ মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৮৯
- আগারগাঁও মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ৯০
- উত্তর জলিড়পাড় আশার আলো মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ৯২
- কলিগ্রাম বসুন্ধরা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ৯৩
- ধারাবাশাইল জনকল্যাণ সমবায় সঞ্চয় ঋণদান সমিতি লিঃ ৯৪
- বানিয়ারচর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ৯৫
- বাঘাদিয়া নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি ৯৫
- ভেন্নাবাড়ি প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ ৯৬
- উত্তর গোপালগঞ্জ সন্ধানী দুগ্ধ সমবায় সমিতি লিঃ ৯৭
- শাপলা সমবায় সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি লিঃ ৯৮
- রূপসী-বাংলা কৃষি উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৯৯
- শরীয়তপুর পৌরসভা দুগ্ধ সমবায় সমিতি লিঃ ১০০
- পাটিকর শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ১০১
- ভাদুন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ১০৩
- মায়ের ছায়া শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ১০৫
- সোনারগাঁ কারুপল্লি ও কারুশিল্প দোকান মালিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ১০৬
- হযরত শাহ্ আলী স্মরণী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ১০৭
- ইভা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ১০৮
- ঢাকা সাংবাদিক গৃহসংস্থান সমবায় সমিতি লিঃ ১১০
- শিমুলকান্দি প্রত্যাশা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড ১১১
- ঢাকা খ্রীষ্টিয়ান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড= ১১৩
- লবণদহ ভেলী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ১১৪
- চাকরিজীবী সিরাজগঞ্জ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড ১১৫
- দি মর্নিং ষ্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ১১৬
- ইসলামী ব্যাংক অফিসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ১১৮
- মিরপুর থানা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ১১৯
- মমতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড ১২০
- মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড ১২১
- আশার আলো মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ১২২
- ধরেন্ডা খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ১২৩
- মোহাম্মদপুর হাউজিং পিসিকালচার এন্ড ফার্মিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড ১২৫
- দোহার নবাবগঞ্জ উইভার্স কো-অপারেটিভ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়ন লিঃ ১২৬
- আগারগাঁও বাজার বণিক সমবায় সমিতি লিঃ ১২৭
- কো-অপারেটিভ মার্কেট ব্যবসায়ী সমবায় সঞ্চয় সমিতি লিঃ ১২৮
- ভাই ভাই কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ১২৯
- বন্ধন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইনিয়ন লিঃ ১৩০
- কেটুনহিন্দু কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ১৩১
- গাজীপুর ডিপ্লোমা প্রকৌশলী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ১৩২
- ফাওকাল খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ১৩৩
- আদর্শ কল্যাণ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ১৩৪
- বন্দর উপজেলা ফুল চাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ ১৩৫
- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা-শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার পুনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ১৩৬

চট্টগ্রাম বিভাগ

- বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতি ১৩৮
- দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ১৪১
- চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ১৪৫
- বাকলিয়া মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ১৪৭
- দি চিটাগাং আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ১৪৯
- দি চিটাগাং কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ ১৫৩
- কোতয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশন লিঃ ১৫৫
- আশার আলো সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ১৫৯
- রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড ১৬১
- বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ ১৬৪
- দি কুমিল্লা কো-অপারেটিভ কারখানা লিঃ ১৬৭
- দুর্গারামপুর আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ১৭০
- খাগড়াছড়ি সড়ক পরিবহন চালক সমবায় সমিতি লিঃ ১৭২
- অগ্রণী গন্ধব্যপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ ১৭৪

- বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ ১৭৬
- কধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ১৭৮
- দি বাগোয়ান কোয়েপাড়া আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাংক ১৮০
- চান্বি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ ১৮২
- ধলঘাট আর্বান সমবায় সমিতি লিঃ ১৮৪
- বন্দর নগরী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ১৮৬
- বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ১৮৮
- বাকলিয়া মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ১৯০
- দি কেলিশহর আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ১৯২
- দি বুড্ডিস্ট কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ১৯৪
- সমন্বয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ১৯৭
- এএফসিসি এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ১৯৯
- দি কসবা কো-অপারেটিভ কর্পোরেশন লিঃ ২০০
- সৃজন ইসলামী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ২০২
- রাঙ্গামাটি কাঠ ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ ২০৪
- চাঁদপুর মৎস্য বণিক সমবায় সমিতি লিঃ ২০৫
- উত্তরণ গৃহায়ন সমবায় সমিতি লিঃ ২০৭
- পল্লী মা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ২০৯
- বড় মহেশখালী ইউনিয়ন সমবায় মাল্টিপারপাস সমিতি লিঃ ২১০
- মধ্য দরবেশপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ২১২
- মনাটেক যাদুগানালা মৎস্যচাষ বহুমুখী সঃ সঃ লিঃ ২১৩
- সিরাজপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ২১৫

খুলনা বিভাগ

- জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ২১৮
- কামারালী পল্লি উন্নয়ন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ২২০
- গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ২২৩
- মোহনা আদর্শ যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ২২৫
- যশোর সমবায় ব্যাংক লিঃ ২২৭
- আল-আমিন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ২২৮
- বৈঠাহারা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ২৩০
- আমভিটা সমবায় মৎস্য ও কৃষি খামার সমিতি লিঃ ২৩১
- যশোর সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ ২৩৩
- মোবারকগঞ্জ চিনিকল কর্মচারী সঞ্চয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি লিঃ ২৩৫
- আস্থা সমাজ উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ২৩৬
- শংকরপুর বন্ধন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ২৩৭
- নবরুপা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ২৪১
- তেরোঘরিয়া ঈদগাহ পাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ২৪৩
- চাঁদপুর সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ২৪৪
- চাঁদবিল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ২৪৬
- কুষ্টিয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ ২৪৮
- খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ২৪৯
- খেয়া বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ২৫১
- বেড়াশুলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ২৫৩
- শার্শা থানা মুক্তিযোদ্ধা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ২৫৪
- চণ্ডিপুর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ ২৫৬
- মহম্মদপুর থানা মুক্তিযোদ্ধা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ২৫৭
- দীপ্ত মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ২৫৮
- কপোতাক্ষ হস্ত ও কারুশিল্প মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ২৫৯
- কেশবপুর পাইলট স্কুল-০৩ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি লিঃ ২৬২
- সুন্দরবন মৌয়াল শ্রমজীবী সমবায় সমিতি ২৬৫
- পল্লী উন্নয়ন কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড ২৬৭
- মুক্তি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ২৬৯
- প্রগতি নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ২৭১
- মোমিননগর সমবায় শিল্প ইউনিয়ন লিঃ ২৭৩

বরিশাল বিভাগ

- বরিশাল সংযুক্ত তাঁতি সমবায় সমিতি লিঃ ২৭৬
- ভেদুরিয়া সমবায় ঋণদান ও সর্বোন্নতি বিধায়ক সমিতি লিঃ ২৭৮
- নলচিড়া কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ২৮০
- বরিশাল আর্যলক্ষ্মী সমবায় সমিতি লিমিটেড ২৮২
- মূলাদী মুক্তিযোদ্ধা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ২৮৪
- আলিফ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ২৮৫
- জনতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ২৮৭
- ডি পি জনতা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ ২৮৯
- তিতাস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ২৯০
- সারেংগল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ ২৯১
- রেনেঁসা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ২৯২
- চর সামাইয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ২৯৩

রংপুর বিভাগ

- স্বনির্ভর বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড ২৯৬
- অনিবার্ন মৎস্যচাষি সমবায় সমিতি লিঃ ২৯৮
- ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ২৯৯
- সুইহারী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৩০২
- কাম টু সেভ (সিটিএস) বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৩০৪
- ফুলছড়ি উপজেলার মীম কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ ৩০৮
- উষা সেভিংস নেড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ৩১০
- মহিমাগঞ্জ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৩১২
- সীমান্ত বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৩১৪
- দক্ষিণ বাহাগিলি বসুনিয়াপাড়া জনকল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৩১৬
- নীলফামারী সু-প্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ৩১৭
- রুপালী সোস্যাল মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ৩১৯
- আমিন বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ ৩২১
- সোভা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড ৩২৩
- পল্লি কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ ৩২৫
- সাঁকো ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ ৩২৭
- করতোয়া বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৩৩১
- সুন্দরদিঘী দাড়ারপাড় নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ৩৩৩
- জিয়াবাড়ি সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ ৩৩৫
- জামাদারগছ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ৩৩৮
- মাঝিপাড়া কৃষি খামার ক্ষুদ্র চা-চাষি সমবায় সমিতি লিঃ ৩৩৯
- বোচাগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৩৪১
- গণউন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৩৪২
- পাচঁগাছী ইউনিয়ন নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ৩৪৪
- প্রাথমিক শিক্ষক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৩৪৫
- মায়াবাজার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৩৪৬
- ধনতোলা আইসিএম কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ ৩৪৮
- কনফিডেন্স সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ৩৪৯
- কান্ডারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৩৫১
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ৩৫৪

- মোহনা হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ৩৫৬
- মিঠাপুকুর স্ব-নির্ভর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ৩৫৮
- চৌধুরী গোপালপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৩৫৯
- মিলনপুর আদর্শ-কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৩৬১
- গুড নেইবারস্ পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ ৩৬৩
- পি এস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ৩৬৫
- রাসা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড ৩৬৭
- আদিতমারী শাপলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৩৬৯
- ছায়াপথ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৩৭১
- শতদল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড ৩৭৩
- ঝলঝলী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড ৩৭৪
- ধর্মপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় ৩৭৭
- বীরগঞ্জ সু-প্রতিবেশী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ৩৭৯
- সিংগার ডাবড়ী হাট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৩৮১

রাজশাহী বিভাগ

- নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ৩৮৪
- অগ্রণী সেচ প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ ৩৮৯
- দ্বারিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ ৩৯১
- গাঁজা উৎপাদনকারী পুনর্বাসন সমবায় সমিতি লিমিটেড ৩৯৩
- জীনিয়াস মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ৩৯৫
- উত্তর জয়পুর চলন্ত গতি বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৩৯৭
- জোতবাজার বণিক সমবায় সমিতি লিঃ ৩৯৯
- আরডা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ৪০১
- বরেন্দ্র মাল্টি পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ৪০৩
- সমতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৪০৪
- আমরা লিচুতলা মানব কল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ৪০৫
- ইউনিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৪০৭
- ঘাসফুল মহিলা সমবায় ৪০৯
- জোনাইল আদর্শ মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৪১১
- নতুন কুঁড়ি বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৪১৩
- পল্লী কৃষি উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৪১৫
- বড়গাছি মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড ৪১৭
- বালিঘাটা (পাঁচবিবি) বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৪১৯
- মুন্ডুমালা মহিলা সমবায় সমিতি ৪২১
- সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ৪২২
- সুরশুনীপাড়া আদিবাসী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৪২৫

সিলেট বিভাগ

- সানরাইজ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৪২৮
- লাল বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ ৪৩০
- কালিগজিয়া আদিবাসী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ৪৩২
- আড়িয়ামুগুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ৪৩৪
- ফুলবাড়িয়া কম্প্রিহেনসিভ ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ৪৩৬
- জনকল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ৪৩৮
- কসবা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ৪৪০
- ঘাটিয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ৪৪২
- ড্রীমস্ আনলিমিটেড বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৪৪৪
- সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড ৪৪৭
- বড়ছড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ ৪৫২
- এসসিবিআরএমপি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুফলভোগী কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ ৪৫৫
- সেবা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ৪৫৭
- দোয়ারাবাজার সনাতন শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ৪৫৯
- কালাগাং রোয়ার হাওর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ ৪৬১
- কলাগাঁও চারাগাঁও ট্রলি পরিবহন মালিক সমবায় সমিতি লিঃ ৪৬৩
- বলাকা কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড ৪৬৪
- রূপালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ৪৬৫
- কমলগঞ্জ গুড নেইবারস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ৪৬৬
- সুনই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ৪৬৮
- দিশারী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ৪৬৯
- গোলাপগঞ্জ কাঁচা বাজার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ৪৭০
- রাইজিংসান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৪৭২
- শানবাড়ি আজমিরীগঞ্জ কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ ৪৭৪

ময়মনসিংহ বিভাগ

- মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ৪৭৬
- পাটগুদাম দুলদুল ক্যাম্প ভূমিহীন সমবায় সমিতি লিঃ ৪৭৮
- সেভ দ্যা লাইফ উইম্যান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ৪৭৯
- মাছের সংসার মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ৪৮১
- আদর্শ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৪৮৩
- রথখোলা কামারবাড়ী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ ৪৮৫
- কেন্দুয়া উপজেলা নার্সারি মালিক সমবায় সমিতি লিঃ ৪৮৭
- বন্ধন শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ৪৮৮
- শতদল বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৪৮৯
- দিগপাইত ইউনিয়ন নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ ৪৯১
- মুক্তাগাছা থানা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ৪৯৩
- আশার আলো কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ৪৯৫
- রূপসী-বাংলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৪৯৬
- দূর্বার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৪৯৭
- মানব বন্ধন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ৪৯৮
- ময়মনসিংহ সদর উত্তর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ ৪৯৯

তৃতীয় অধ্যায়

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ও জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৮ বিতরণ অনুষ্ঠান ৫০১
সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডের ছবি ৫০২



সমবায় সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

(জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনের প্রদত্ত ভাষণ)

আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পারে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ- সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার, ধনী চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে। সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি এক জোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন, তবে আর মধ্যবর্তী ধনী ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাঙলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প, যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখি মানুষ। সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য আমরা ইতোমধ্যে সমস্ত বড় শিল্প, ব্যাংক, পাটকল, চিনিকল, সুতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছি। জমির সর্বোচ্চমালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা।

কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল- ভোগের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয়, তবে অতীতের ঘুনে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমুল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষক-গোষ্ঠীর ক্রীড়ানক। তাই সেখানে ছিল কোটারী স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ ধরনের ভুয়া সমবায় কোনো মতে সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন, কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন, সমবায় সংস্থাগুলোকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন।

এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে, সমবায় সংস্থাগুলো যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতি-সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারী স্বার্থ সমবায়ের পবিত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, আমার সমস্ত পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে দেব। আমার প্রিয় কৃষক মজুর জেলে তাঁতি ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে।

বাংলাদেশ সমবায় সংস্থার বিভিন্ন স্তরে বহুবিধ অব্যবস্থা, অযোগ্যতা ও দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে জমে জমে দুর্নীতির পাহাড় তৈরি হয়েছে। সমবায় সংস্থার অবাধ বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে দুর্নীতির জগদ্দল পাথরকে সরাতেই হবে। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্নীতির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে-কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার- আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব সৃষ্টির-উম্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।

আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা হবে তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।



সমবায়-সংগীত

কাজী নজরুল ইসলাম

‘ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয় রে, আয়।
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র- ‘সমবায়, সমবায়!’
ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে!
দারিদ্র্য, ঋণ, অভাবে জ্বলেছি না চিনে পরস্পরে!
মিলিত হইনি তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে!
সেই দুর্গতি-দুর্গ ভাঙিব সমবেত পদঘায়।।
মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে,
মানুষ শুধুই মিলিবে না কি রে মিলনের এ নিখিলে?
জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িব নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়।।
দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের জাঁতাকলে
এক হয় নাই বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে।
সকল দেশের সকল মানুষ আজি সহস্র দলে
মিলিয়াছি আসি- রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়।।

বাংলাদেশ, সমবায় এবং বঙ্গবন্ধু

মোঃ আমিনুল ইসলাম*



হাজার বছরের প্রাচীন বাংলাদেশের মাটি, নদনদী, বৃক্ষ-তরুলতা, পশুপাখি ও মানুষ। নানারকমের চড়াই-উৎরাই আর রাজনৈতিক জোয়ারভাটার মধ্য দিয়ে সুদূর অতীত থেকে আজকের দিনে পদার্পণ করেছে বাংলাদেশ। প্রসঙ্গত এ কথা উল্লেখ্য, আজকের বাংলাদেশ অনেক নেতা, অনেক মনীষী, অনেক কবি-শিল্পী, অনেক সমাজসংস্কারক, অনেক বাউল, অনেক সাধক, অনেক পির আউলিয়া, এবং অসংখ্য খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সম্মিলিত মেধা ও শ্রমের ফসল। তবে সেই ফসলকে একটি স্বাধীন ও আপন উঠান উপহার দেওয়ার কৃতিত্ব মূলত একজন মানুষের। তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ স্বাধীনতা অর্জন-সংগ্রামের নেতৃত্বটি ছিল তাঁরই। এ কারণেই সবাইকে ছাড়িয়ে উঠে তিনি স্বাধীনতার স্থপতি এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত। অতীতে আমরা এক অর্থে কিছুটা স্বশাসিতই ছিলাম। কিন্তু সেটা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু সেটুকুও আমরা ধরে রাখতে পারিনি। এক সময় নিজেদের ভুলে নিজেদের বিভেদে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশরা দখল করে নেয় বাংলা ভূখণ্ডসহ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ। অত্যাচার আর শোষণে পতিত হয় প্রাচীন সভ্যতার মাতৃভূমি। কৃষকসহ সাধারণ মানুষ পিষ্ট হতে থাকে অর্থনৈতিক অভাবের জাঁতাকলে। ব্রিটিশরা নিজেদের বরাবরই শ্রেষ্ঠ জাতি বলে দাবি করে। তাই শোষণের পাশাপাশি তারা কিছু ভালো উদ্যোগও গ্রহণ করেছিল। সেসবের একটি হচ্ছে সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন। ব্রিটিশরা ১৯০৪ সালে এদেশে সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন করে যা তাদের হাজারো অপকর্মের বিপরীতে একটি মহৎ প্রচেষ্টা বলে গণ্য হতে পারে। মূলত ব্রিটিশদের সৃষ্ট জমিদার মহাজনদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ থেকে সাধারণ কৃষকদের রক্ষা করতে তারা সমবায় ব্যাংকিং প্রথার প্রচলন করে যা কালক্রমে নানা পেশাজীবী মানুষের আর্থসামাজিক সুরক্ষার পথ হিসেবে বিস্তৃত হতে থাকে।

সমবায় এর আর্থসামাজিক দ্যোতনা বিচার করে বলা হয়ে থাকে ‘সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators.) সহজ কথায় সমবায় হচ্ছে মানুষের নিজেদের দ্বারা সংগঠিত, অর্থায়িত ও নিজেদের মধ্য থেকে নির্বাচিত নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত সংগঠন যা স্বভাবে স্বাধীন, আচরণে গণতান্ত্রিক, দৃষ্টিতে দূরগামী, বৈশিষ্ট্যে সহমর্মী এবং ভাবনায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বলা হয় মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা। কিন্তু গরিব, পিছিয়ে থাকা, শোষিত বঞ্চিত মানুষের পক্ষে একা একা নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু দশজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা সহজেই সম্ভব। সেজন্যই বলা হয় ‘দশের লাঠি একের বোঝা’। আর সমবায় সমিতিতে সকলেই একে অন্যের সহায়ক সহকর্মী বলে সেখানে যে নীতি অবলম্বন করা হয় তা হচ্ছে ‘সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে’। এমন নীতি নিয়ে সম্মিলিত হলে প্রতিজ্ঞায় ও প্রচেষ্টায় সফলতা অনিবার্য। সেজন্যই বিদ্রোহী কবি সাধারণ মানুষের কবি কাজী নজরুল ইসলাম সমবায়কে

স্বাগত জানিয়ে রচনা করেছিলেন '**সমবায়-সংগীত**' যা নিম্নরূপ :

'ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয় রে, আয়।
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র- 'সমবায়, সমবায়!'
ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে!
দারিদ্র্য, ঋণ, অভাবে জ্বলেছি না চিনে পরস্পরে!
মিলিত হইনি তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে!
সেই দুর্গতি-দুর্গ ভাঙিব সমবেত পদঘায়।।
মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে,
মানুষ শুধুই মিলিবে না কি রে মিলনের এ নিখিলে?
জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িব নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়।।
দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের জাঁতাকলে
এক হয় নাই বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে।
সকল দেশের সকল মানুষ আজি সহস্র দলে
মিলিয়াছি আসি- রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়।।

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপরে উপস্থাপিত সমবায়-সংগীতে সমবায়ের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজনীয়তা ও মহিমা চমৎকারভাবে এবং পরিপূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে। মূলত সমবায় হচ্ছে একতাই বল, গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধতা, পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং জনগণই ক্ষমতার উৎস প্রভৃতি আপ্তবাক্যের অনুকূলে ও পথ ধরে মানুষের সমবেত শক্তির উদ্বোধন, উন্মোচন ও বিকাশ সাধনের প্রকৃষ্টতম পন্থা। অসাধারণ ক্ষমতাধর বা প্রতিভাধর মানুষ একা একা অনেক কিছু অর্জন করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ পারেন না। সাধারণ মানুষ পারেন যখন তারা একতাবদ্ধ হন। তাদের জন্যই এ কথাটি প্রযোজ্য, 'United We stand, Divided We fall'. সমবায় হচ্ছে বিভাজিত নেতৃত্বহীন সাধারণ মানুষকে একতাবদ্ধ করে সামগ্রীক উন্নতি অর্জনের পথ।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন

প্রশ্ন উঠতে পারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনদর্শনের সঙ্গে সমবায়ের কী এমন সম্পর্ক রয়েছে যে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন' এমন একটি প্রতিপাদ্যকে আমরা বেছে নিয়েছি যা হতে পারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি চিরায়ত স্লোগান? যারা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনকে খণ্ডিতভাবে দেখেন, তাদের পক্ষে এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। কিন্তু যারা তাঁকে সামগ্রীকভাবে দেখতে চান, দেখতে পান, তাদের পক্ষে বিষয়টি বুঝতে পারা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম!' সেই মুক্তি মানেই হচ্ছে আর্থসামাজিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক উন্নয়ন অগ্রগতি। সেটা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের শোষণভিত্তিক বিলিয়নার হওয়ার বিপরীত অবস্থান। বঙ্গবন্ধুর দর্শন ছিল ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণমুক্ত, গ্রামবান্ধব স্বনির্ভর গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। তাঁর জীবনদর্শন ছিল এদেশের গণমানুষের সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা; সেই গণমানুষ হলেন গ্রামের দিনমজুর, দরিদ্র কৃষক এবং শহরের গরিব সম্প্রদায়- তাদের জীবন ছিল শোষণে-বঞ্চনায়-দারিদ্র্যে-উপেক্ষায় অনেকটাই প্রাণহীন, অনেকখানি শুষ্ক মরুভূমি। আমাদের দেশের কবিরাই সেই অবস্থার যথাযথ ছবি এঁকে রেখেছেন :

'তবে সকলেই জানেন--সকলেরই বৃষ্টি চায়।
বৃষ্টি চায়--রাজবাড়ীর সোনালি আঁশের চাষি
বৃষ্টি চায়--মঙ্গাপীড়িত তিস্তাপাড়ের জেলে
বৃষ্টি চায়--প্রাইমারীর বেতনবিহীন মাস্টার
বৃষ্টি চায়--সুন্দরবনের বৃক্ষ-হরিণ-ময়ূর
বৃষ্টি চায়-- শুকিয়ে আসা ভাওয়াইয়া গানের গলা।'
(আঙুল ছুঁয়েছে আকাশ / আমিনুল ইসলাম)

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল, দর্শন ছিল এই জনপদে সেই 'বৃষ্টি' এর ব্যবস্থা করা যার জন্য প্রয়োজন ছিল স্বাধীনতার এবং দরিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার। তিনি সেটাই করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু এই মানুষগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন যা ছিল তাঁর সোনার বাংলার গড়ে তোলার মূল লক্ষ্য। তিনি জগৎ-নন্দিত সেই একই ভাষণে আরও বলেছিলেন,' আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, আমি এদেশের মানুষের মুক্তি চাই।' এই মুক্তি কেবল পতাকার রং বদল আর জাতীয় সংগীতের পরিবর্তন নয়; সেটা হচ্ছে মূলত সেই সময়ে শোষিত-বঞ্চিত-অবহেলিত-শিক্ষাদীক্ষাহীন-সম্পদহীন মানুষের সামগ্রীক উন্নয়ন ও যাবতীয় দুঃখের অবসান নিশ্চিতকরণ।

প্রসঙ্গত সমবায় মানুষকে একত্রিত করে, সমবেত করে, একতাবদ্ধ করে, উদ্বুদ্ধ করে সমষ্টিগত লক্ষ্যার্জনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে। বঙ্গবন্ধু সারাদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, তাদের সুপ্তশক্তির উদ্বোধন করেছিলেন সমষ্টিগত লক্ষ্যার্জনের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে। স্বভাবতই তা ছিল জাতীয় পর্যায়ের কারণ তিনি ছিলেন আমাদের শ্রেষ্ঠতম একনম্বর জাতীয় নেতা।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন এবং সমবায়

আর হ্যাঁ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আখ্যায়িত 'দুঃখ জয়ের নবীনমন্ত্র সমবায়'-কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক মুক্তির পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক মন্ত্রী থাকাকালেই সমবায়ের দিকে তীক্ষ্ণ নজর পড়ে তাঁর। সাধারণ নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত বেতার টেলিভিশন ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, '**ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সূতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্যে অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণদানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।**' বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু দুটি মহৎ কাজ করেন : সমবায়-সংগীত রচয়িতা বিদ্রোহী কবিকে ভারত থেকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে জাতীয় কবির সম্মানে সযত্নে রাখার ব্যবস্থা এবং সমবায়কে পিছিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পন্থা হিসেবে গ্রহণ। তিনি সমবায়ের আর্থসামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্রের উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালিসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, "**আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে।**

তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জাতির পিতার সমবায় ভাবনাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগ্য নেতৃত্ব ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনিও সমবায়ের মাধ্যমে দেশের অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা গরিব ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষকে আর্থসামাজিকভাবে এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও আর্থিক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। সমবায়ের মূল চালিকাশক্তি এর সদস্যগণ। তাদের সার্বিক উন্নয়নকল্পে বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছেন ব্যাপক

বিআইডিএস এর ২০১১ সালের এক গবেষণালব্ধ তথ্য অনুয়ায়ী, বাংলাদেশের জিডিপি-তে সমবায় সেক্টরের অবদান ১.৮৯%। কিন্তু বাস্তবে সমবায় সেক্টরের অবদান কয়েকগুণ বেশি। কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, বস্ত্রখাত, দুগ্ধ উৎপাদন, আবাসন, ক্ষুদ্রঋণদান ও সঞ্চয়, কুটিরশিল্প, চামড়াজাত শিল্প, মৃৎশিল্প, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি সেক্টরে আমাদের অর্থনীতিতে যে অবদান, সেই অবদানের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমবায়ের সহযোগী ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। কিন্তু সেই অবদান যথাযথভাবে পরিমাপ করা যায়নি বলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমবায়ের অবদান আজও উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

কর্মযজ্ঞ। সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩), সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ ও জাতীয় সমবায় নীতিমালা, ২০১২ এবং সমবায় সেক্টরের জন্য রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধিকরণ, সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, আর্থিক ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের ফলে সরকারের ব্যাপক কর্মমুখর ও লক্ষ্যাভিসারী কর্মসূচির ফলশ্রুতিতে সমবায় সেক্টরে দারিদ্র্য বিমোচনসহ সমবায়ীদের জীবনমানের ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য নতুন নতুন সমবায় সমিতি। বর্তমানে এ সকল সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯০,৫৩৪টি যার ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮৮,৩৩,৯৪৪ জন, মহিলা সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৬,৪৯,৮০৩ জন। এ সকল সমবায় সমিতির মোট কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৪,৪৯২.১৪ কোটি টাকা এবং অংশগত মূলধন ১,৭৭৩.১৪ কোটি টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ ৬,৩৫৪ কোটি টাকা। সমবায়ের মাধ্যমে ৯,৩৭,৪৩৬ জন মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। উল্লেখ্য, এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্য খাতের পাশাপাশি দুগ্ধ খাতে সমবায়ের কার্যক্রম ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। এছাড়া দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্দ করে দেশের মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠছে আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠছে গৃহায়ন সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পরিবহন খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় তথা পরিবহন সমবায় সমিতি পরিবহন সেবা প্রদানসহ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। টেকসই পরিবেশ গড়তে সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক বনায়নকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট এর মাধ্যমে সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইন ও বিধির আওতায় নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন, বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি। উল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংশ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমবায় অধিপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নেও সমবায় অধিদপ্তর সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বিআইডিএস এর ২০১১ সালের এক গবেষণালব্ধ তথ্য অনুয়ায়ী, বাংলাদেশ জিডিপি-তে সমবায় সেক্টরের অবদান ১.৮৯%। কিন্তু বাস্তবে সমবায় সেক্টরের অবদান কয়েকগুণ বেশি। কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, বস্ত্রখাত, দুগ্ধ উৎপাদন, আবাসন, ক্ষুদ্রঋণদান ও সঞ্চয়, কুটিরশিল্প, চামড়াজাত শিল্প, মৃৎশিল্প, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি সেক্টরে আমাদের অর্থনীতিতে যে অবদান, সেই অবদানের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমবায়ের সহযোগী ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। কিন্তু সেই অবদান যথাযথভাবে পরিমাপ করা যায়নি বলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমবায়ের অবদান আজও উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

আর্থসামাজিক উন্নয়নের সাথে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে সমবায়ের কার্যকর ভূমিকা

মানবসমাজ চলমান রয়েছে আমরা যাদের বলি 'সাধারণ জনগণ', মূলত তাদের কর্মপ্রবাহের শক্তিমন্ত্রে। যারা খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদন করেন, তারাই সচল রেখেছেন জীবনের গতি; তাদের কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে সমাজ-সংসার-সভ্যতা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঐকতান' নামক কবিতায় বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন :

'চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল-
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার'।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি'।

সমবায় অধিদপ্তর মূলত এসব 'সাধারণ মানুষ'-দের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পন্থা হিসেবে সমবায়কে গ্রহণ করে আসছে। আমরা সেসবের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করতে চাই।

১. কৃষকদের ঋণ সরবরাহ ও শোষণ হতে মুক্তির সূচনা

ব্রিটিশ আমলে জমিদারি প্রথা চালু করায় সাধারণ কৃষক-জেলে-তাঁতিদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে যা সেই সময়ে রচিত উপন্যাস-নাটক-কবিতা-গানে বাণীবদ্ধ হয়ে আছে আজও। মেহনতি মানুষের কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সুবিখ্যাত ' ওঠ রে চাষি জগদ্বাসী, ধর কষে লাঙল' গানে সেই অবস্থার ছবি তুলে ধরেছিলেন জীবন্তভাবে যার কয়েকটি লাইন এমন,

'ও ভাই আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায়-বা সেই গান গেল ভাই, কোথায় সে-কৃষাণ?
ও ভাই মোদের রক্ত জল হয়ে আজ ভরতেছে বোতল।।
আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাই কো আমার হাত।'

কিন্তু ব্রিটিশরা নিজেদের সভ্য জাতি বলে দাবি করে এবং এদেশের সাধারণ মানুষ সবাই ক্ষুধায়-রোগে-শোকে-বঞ্চনায় ব্যাপকভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে তাদের শাসন টিকিয়ে রাখাও কঠিনতর হয়ে যাবে ভেবে তারা কৃষক-জেলে-তাঁতি প্রভৃতি সাধারণ মানুষদের বাঁচাতে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তার একটি হচ্ছে সমবায় ব্যাংকিং। ব্রিটিশরা ১৯০৪ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সমবায় পদ্ধতি চালু করে। বর্তমান বাংলাদেশে ১৯০৯ সালে সমবায় ব্যাংকিং চালু করা হয়। সেগুলোর নাম ছিল এলাকাভিত্তিক সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক। ১৯০৯ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ১৯০৯ সালে খুলনায় রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ১৯১৪ সালে বগুড়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে প্রায় শ'খানেক কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব ব্যাংক আওতাধীন কৃষক সমবায় সমিতিগুলোকে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ দিত। এতে করে কৃষকগণ জমিদার-মহাজনদের চক্রবৃদ্ধি অতিসুদের শোষণ থেকে নিজেদের কিছুটা হলেও রক্ষা করার বিকল্প পথ পায়। সময়ের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা হলে সমবায় ব্যাংকিং একটি যুগান্তকারী ঘটনা ছিল কিন্তু নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও নেতৃত্বের ব্যর্থতাজনিত কারণে পরবর্তীতে সেই সোনালি সাফল্য অনেকখানি ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও ঋণ সরবরাহ অব্যাহত আছে। সমবায় ব্যাংকের পাশাপাশি কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকগুলো কৃষকদের ঋণ সরবরাহ করে আসছে। এক্ষেত্রে সমবায় ব্যাংকগুলোর পাইওনিয়ারিং ভূমিকা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না।

২. তৃণমূলে গণতন্ত্রায়ন ও সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন

সাধারণ মানুষেরা এককভাবে চিরদিনই ক্ষমতাহীন এবং একতার অভাবে সমষ্টিগতভাবে ব্যক্তিত্বরহিত। বিপরীতে জমিদার-মহাজন-ভূস্বামী-শিল্পপতি-রাজনীতিবিদ শ্রেণির মানুষ ক্ষমতাবান। সাধারণ মানুষ তখনই ক্ষমতার উৎস যখন তারা সচেতনভাবে একতাবদ্ধ। এ কাজটি মূলত গণতন্ত্রের। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা চলে যেতে বাধ্য হওয়ার পরই কেবল উপমহাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু বাংলাদেশ ভূখণ্ডে সেটাও অচিরে উধাও হয়ে যায়। কিন্তু সমবায় মানুষকে তৃণমূল স্তরেই গণতন্ত্রের স্বাদ ও সাফল্য দিয়ে এসেছে ব্রিটিশ আমল থেকেই। সমবায় সমিতি পরিচালিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্য হতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং সেই পরিচালনার কাজটিও হয় নিজেদের সুলিখিত ও বিধিবদ্ধ সংবিধান বা উপ-আইন অনুসরণ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি সমবায় সমিতি হচ্ছে এক একটি ক্ষুদ্র গণতন্ত্র বা Mini Democracy। এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের তৃণমূলায়ন। এটা হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র (Quality Democracy)। এখানে ভোট কেনাবেচা নেই; মিডিয়াবাজি নেই; ভোট ডাকাতি নেই; সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা নেই; পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুঁড়ি নেই; গালাগালি নেই; নির্বাচনোত্তর সহিংস প্রতিশোধপরায়ণতা নেই। সাধারণ মানুষের, পিছিয়ে পড়া মানুষের সুপ্ত ও অব্যবহৃত ক্ষমতার উদ্বোধন ঘটে সমবায় সমিতির মাধ্যমে। তারা আপনা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমবেত হয়ে নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিজেদের দ্বারা নিজেদের নেতৃত্বে নিজেদের সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটায়। ভূপেন হাজারিকার গাওয়া একটি বিখ্যাত গানে বৃহত্তর সমাজের মানুষের অবস্থা তুলে ধরে বলা হয়েছে, "ব্যক্তি যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্বরহিত/তবে শিথিল সমাজকে ভাঙ্গো না কেন!' সমবায় হচ্ছে ব্যক্তিকে তার আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থপরতার খোয়াড় থেকে বের করে আনার এবং ব্যক্তিত্বরহিত সমষ্টিকে প্রবল ব্যক্তিত্বে জাগিয়ে তোলার মোক্ষম মন্ত্র। সমবায় সমিতিই হচ্ছে 'জ্ঞানবিহীন নিরক্ষরের খাদ্যবিহীন নাগরিকের নেতৃবিহীনতার মৌনতা' ভাঙার অব্যর্থ অস্ত্র। সমবায়ই সফলভাবে শেখাতে পারে: 'আমরা দুর্বল নই, আমরা পারি'। বাংলাদেশে সমবায়ের অতীত ও বর্তমান ভূমিকার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হলে সমবায়ের এই মানবশক্তির উদ্বোধন ও গ্রামবাংলার আনাচকানাচের গণতন্ত্রায়নের বিষয়টি সোনালি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে বলে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ দৃঢ় বিশ্বাস।

৩. কৃষি সমবায়

স্বাধীনতার আগে ও পরে এদেশের কৃষিখাতের উন্নয়নে কৃষি সমবায় সমিতির অবদান গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আমরা উপরে কৃষকদের উন্নয়নে সমবায় ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভূমিকা তুলে ধরেছি। দারিদ্র্যপীড়িত, অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অসামান্য। এক্ষেত্রে আখতার হামিদ খান এর দ্বি-স্তর সমবায় সমিতির অবদানের কথা না বললেই নয়। এই মহান ব্যক্তির মহৎ উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে ৮০'র দশকের মাঝামাঝি এদেশে সবুজ বিপ্লব সূচিত হয়। কৃষিকাজ বলতে জমিতে ফসল ফলানো, মাছ চাষ, হাঁসমুরগি পালন, গবাদিপশুপালন, মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদন এসব কিছুর সমষ্টিকে বুঝায়। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা পালন করে আসছে সমবায় । ব্রিটিশ আমলে যখন কৃষকরা মহাজন-জমিদারদের চক্রবৃদ্ধি সুদসংবলিত ঋণের কবলে পড়ে জর্জরিত, তখন সমবায় ব্যাংকগুলোই কৃষকদের পাশে সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ বাংলাদেশ যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তার সবখানি কৃতিত্ব কৃষি বিভাগের একার নয়; এর মূলে আছে সমবায়। কিন্তু সমবায়ের এই সহযোগী ভূমিকার মূল্যায়ন নেই, সমবায়ের অবদানের পরিমাপ নেই। ফলে স্বীকৃতিও নেই। এটা সমবায় বিভাগের একটা দুর্ভাগ্য। কৃষি সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে : কৃষি/কৃষক সমবায় সমিতি (৫২,৩২৬টি), কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক (৭৫টি), কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি

(৬৫টি), ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি (১০,০৬৩টি), উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় অ্যাসোসিয়েশন (৪৮৮টি) ও প্রাথমিক জমি বন্ধকি ব্যাংক (৬৮টি)। বর্তমানে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ৭২,৪৬০ টি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক কর্তৃক এ সকল কৃষি সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৪. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে ইস্ট পাকিস্তান প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরে উক্ত ব্যাংকটিকে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং এটি একটি জাতীয় সমবায় সমিতি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক প্রধানত কৃষি সমবায় সমিতির জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, সদস্যদের ও অসদস্য সকলের কাছ থেকে সকল প্রকার আমানত গ্রহণ এবং আমানতের উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সমপরিমাণ হারে সুদ প্রদান করে থাকে। সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় আখচাষি সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং সমবায় জমি বন্ধকি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে এ ব্যাংকটির কৃষিঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৪৭১, শেয়ার মূলধন ৭৩০.৫২ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৩,২৫৬.৩০ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ১৯,২১৯.০৫ লক্ষ টাকা। সমিতিটি ২০১৯-'২০ অর্থবছরে ২১.৬২ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করেছে। মোট সম্পদের পরিমাণ ১৪০.২৮ কোটি টাকা। ২০১৯-'২০ অর্থবছরে সমবায় ব্যাংক ঋণ বিতরণ করেছে ৫১২৮.৩৮ লক্ষ টাকা এবং ঋণ আদায় করেছে ৭,০৭৭.১৪ লক্ষ টাকা। সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হয় যে বেশ কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের ভূমিকা ম্লান হয়ে পড়েছে। এনজিও তৎপরতা, নানা ধরনের বেসরকারি ব্যাংকের আধিক্য এবং ব্যাংক পরিচালনায় দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও ভিশনারী নেতৃত্বের অভাবে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। তবে সরকার চেষ্টা করছে ব্যাংকটিকে তার সফল ভূমিকায় ফিরিয়ে আনতে। সমবায় বিভাগের কর্মী হিসেবে আমরা আশাবাদী হতে চাই।

৫. বাজারজাতকরণ সমবায়

কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় বিক্রয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি, প্রাথমিক ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি ইত্যাদি বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্তির। বর্তমানে দেশে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ৬৩৯টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ২৭,৯৭৪ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৭৮১.৭৯ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,৫৯৫.৫৬ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৪৭৮.২৮ লক্ষ টাকা এবং নিট লাভের পরিমাণ ১৬৭.২৮ লক্ষ টাকা। সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরকে অনেক বেশি কাজ করতে হবে অনেক দূর যেতে হবে। সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাটি এখন প্রকট। বিশেষত উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতিগুলো এ সমস্যায় ভুগছে সবচেয়ে বেশি। এটি সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দেরও অবগতিতে আছে। সমবায় অধিদপ্তর এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে চিন্তাভাবনা করে আসছে এবং ই-মার্কেটিং, উপজেলা স্তরে সমবায় বাজার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নেওয়ার কাজ শুরু করেছে।

৬. বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ

কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রদান ও পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মধ্য দিয়ে সদস্য সমিতিসমূহকে সমৃদ্ধিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪৭টি, শেয়ার মূলধন ৪৬.৬১ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৪৬.৬৬ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ০.৩৪ লক্ষ টাকা। এই সমিতিগুলো প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে। কিন্তু এ ধরনের সমবায় সমিতি যত বেশি সফল হবে, উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে সমবায় তত বেশি কার্যকর হবে। সমবায় অধিদপ্তরের সহকর্মীদের এ দিকটির প্রতি আরও বেশি গভীর ও দূরগামী দৃষ্টি দিতে হবে।

৭. শিল্প সমবায়

আমরা একসময় বস্ত্র শিল্পে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলাম। আমাদের তাঁতিদের তৈরি মসলিনের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' কবিতায় ঢাকাই শাড়ির কথা আছে : 'ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া/পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর।' নজরুলের একটি বিখ্যাত প্রেমের গানের প্রথম দু'লাইন এরকম : 'আমি ময়নামতীর শাড়ি দেবো চলো আমার বাড়ি/ওগো ভিন্ গেরামের নারী।' বস্ত্রশিল্পে আমাদের স্বনির্ভরতার পিছনে ছিলেন তাঁতি সম্প্রদায় এবং তাদের সংগঠিত করেছিল তাঁতি সমবায় সমিতিগুলো। দুঃখের বিষয় হলো নানবিধ কারণে বস্ত্র শিল্পের এখন দুর্দিন; দুর্দিন তাঁতি সমবায় সমিতিগুলোরও। দেশ ও জাতিকে অনেক দিয়ে তাঁতি সমবায় সমিতিগুলো এখন হাড্ডিসার। এসব সমিতিকে আবার জাগিয়ে ও পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারলে দেশেরই লাভ হবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক তাঁতি সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সুতা পাকানো সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় হস্তশিল্প সমবায় ফেডারেশন ও প্রাথমিক মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি ইত্যাদি শিল্প সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্তির। বর্তমানে দেশে এ প্রকারের মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ৩,২১০ টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,২৯,৬৩৭ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১,৩৬৬.৫০ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১১,৭০০.৪৮ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ৪টি জাতীয় সমবায় সমিতি (বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিমিটেড, বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লিমিটেড, দি ইষ্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লিমিটেড, সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিমিটেড) এ সকল কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

ক. বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিঃ

সমবায়ী তাঁতিদের জন্য বিদেশ থেকে রং, রাসায়নিক দ্রব্য, সুতা ও তাঁতের খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানিসহ তাঁতিদের ঋণ প্রকল্প ও স্থানীয় মিলের সুতা বিতরণ করাসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫২। সমিতির শেয়ার মূলধন ৪২.৮১ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ১৭১.৮৩ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ০.০৬ লক্ষ টাকা।

খ. বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লিঃ

পাট এক সময় ছিল 'সোনালি আঁশ'; তখন পাটকল সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিগুলো ছিল পাটকল শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম। আজ সেসব কেবল সোনালি স্মৃতি। পাটকলগুলো এখন ভাঙা জমিদার বাড়ি; পাটকল শ্রমিকেরা নিঃস্ব প্রায় মানবপ্রজাতি। পাটচাষিদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদানকল্পে একটি পূর্ণাঙ্গ পাটকল স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা (লিঃ) একটি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি হিসেবে ১৯৪৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৪৫। সমিতির শেয়ার মূলধন ৩.৭৩ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ১৬১.৭০ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ

২.৩৬ লক্ষ টাকা ।

গ. দি ইষ্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লিঃ

পাট উৎপাদনকারীদের অধিক পাট উৎপাদনের উৎসাহ প্রদান, পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনকারীদের ন্যায্যমূল্য প্রদান, পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারী শ্রমিকদের জন্য সমবায় পাটকল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দি ইষ্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লিঃ। পরবর্তীতে বিগত ১৭/০৫/৮৬ খ্রি. তারিখে এর নাম আংশিক সংশোধনপূর্বক দি ইষ্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লিঃ নামে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৮৭৫। সমিতির শেয়ার মূলধন ২২.৫২ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৫.৫৬ লক্ষ টাকা ।

ঘ. সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিঃ

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আমলে কতিপয় তন্তুবায় বহুমুখী সমবায় সমিতি এবং কিছু ব্যক্তি সদস্যদের সমন্বয়ে তাঁতিদের প্রস্তুতকৃত কাপড় আধুনিক পদ্ধতিতে ডাইং ও ক্যালেন্ডার করার প্রয়াসে এক বা একাধিক ক্যালেন্ডারিং ফ্যাক্টরি করার জন্য ১৯৫১ সালের ১০ জুন তারিখে ইষ্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ কটন স্পিনিং মিলস্ লিঃ নামে সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালের ২৭ মার্চ উপ আইন সংশোধনের মাধ্যমে সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিঃ নামে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,৩৬০টি, শেয়ার মূলধন ৪.১৩ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৯৫.৩৩ লক্ষ টাকা।

ঙ. মৃৎশিল্প উন্নয়নে সমবায়

আমাদের অর্থনীতিতে, আমাদের সভ্যতায়, আমাদের সংস্কৃতিতে, আমাদের সাহিত্যেসবখানেই মৃৎশিল্পের অবদান ও সোনালি ছাপ বিদ্যমান। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, ময়নামতির শালবণবিহার, উয়ারি বটেশ্বর, যেখানেই আমরা চোখ রাখি, সেখানেই মাটির টেরাকোটার অমর নিদর্শন আজও দেখতে পাই। এদেশ তো বলা যায় কামার-কুমার-কৃষকদের হাতে তৈরি। একসময় ঘরে ঘরে মাটির বাসনকোসন ব্যবহৃত হতো। এমনকি পূজোর মূর্তিগুলোও বৃহত্তর অর্থে মৃৎশিল্পের অন্তর্গত। মৃৎশিল্পীদের নিয়ে সেই বহুদিন আগে থেকেই একাধিক নামকরা সমবায় সমিতি রয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হয়ে কুমিল্লার বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এ সমিতির সঙ্গে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মচেতনা ও দেশপ্রেমের এক অনুপম স্মৃতি জড়িত রয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকহানাদার বাহিনী সমিতির অফিস ও উৎপাদন কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয়। এতে করে সমিতির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুমিল্লায় আসলে তাকে মৃৎশিল্পের নাজুক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর থেকে সমিতিকে এককালীন ৭৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন। সাথে স্বল্পমূল্যে ২০০ সিএফটি কাঠ এবং প্রয়োজনীয় টিন দেবার ব্যবস্থা করেন। এর মাধ্যমে সমিতির আবার পুনর্জন্ম হয়।

৮. মৎস্য সমবায়

মাছে-ভাতে বাঙালি প্রবাদটি বাঙালি জাতির সমবয়সি। মাছ হচ্ছে পৃথিবীর সেরা প্রাণীজ প্রোটিন যার কোনো নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। একসময় বাংলায় জেলে সম্প্রদায়ের অবস্থা খুবই মজবুত ছিল। তারাই আদি বাঙালি। বরেন্দ্র অঞ্চলের জেলে সম্প্রদায় যারা কৈবর্ত নামে পরিচিত ছিলেন একসময় পালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার আয়ু ছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। সেই বিদ্রোহের নাম কৈবর্ত বিদ্রোহ। আজও বরেন্দ্র অঞ্চলের নওগাঁ জেলায় দিবর দিঘি ও দিব্বকস্তম্ভ সেই বিজয়ের স্মৃতিসৌধ হয়ে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'পদ্মা নদীর মাঝি' প্রভৃতি কালজয়ী উপন্যাসে মৎস্যজীবীদের সুখ-দুঃখ ছবি হয়ে রয়েছে। কিন্তু আজ দেশের নদনদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। তার সাথে ওয়াটার লর্ড-গণের শোষণ। ফলে বিচ্ছিন্নভাবে মৎস্যজীবীদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হচ্ছে সমবায়। সে কাজটি করে যাচ্ছে সমবায় অধিদপ্তর। দেশের পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে। বর্তমানে দেশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য। সকল প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর অন্তর্ভুক্তির। বর্তমানে জাতীয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমিতির সর্বমোট সংখ্যা ১০,০৩০টি (প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ৯,৯৫৫টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা ৭৪টি, জাতীয় সমবায় সমিতি ১টি), ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৩,৯০,৫২৭ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২,৪৯৭.৮৯ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৫,৬৪১.১৭ লক্ষ টাকা এবং নিট লাভের পরিমাণ ১,৬১৪.১৭ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ

বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ সমবায় আইনে নিবন্ধিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর এক বৃহত্তর অংশ মৎস্যজীবী। মাছ হচ্ছে দেশের আপামর জনসাধারণের প্রোটিন চাহিদা মিটানোর প্রধান উৎস এবং দেশের অর্থনীতিতে এর এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মৎস্য ধরার সরঞ্জাম ক্রয় ও ন্যায্যমূল্যে সদস্যদের মাঝে বিতরণ, সদস্যদের কল্যাণে মৎস্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং জলমহাল অধিগ্রহণ করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৬৪ সালের ১২ মার্চ দেশের মৎস্যজীবী সমবায়সমূহের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৯১টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, শেয়ার মূলধন ১৩.৬৬ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ২০৫.৮৬ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৪৪.১৭ লক্ষ টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ ৭৭৩.৬০ লক্ষ টাকা।

৯. মহিলা সমবায় সমিতি

সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধত্ব, ধর্মীয় গোঁড়ামিজনিত বাঁধানিষেধের বেড়াজাল, অশিক্ষা, হীনম্মন্যতা প্রভৃতি নারীদের চার-দেয়ালে-বন্দি করে মানবেতর জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। নারীর তার আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার ছিল না। সম্পদের মালিকানা পুরোটাই ছিল পুরুষের হাতে। শিক্ষার অধিকার ছিল শুধুই পুরুষের। পারিবারিক চৌহদ্দির/ঘরের বাইরে যাওয়ার অধিকার ছিল না নারীর। খেলাধুলা-গানসহ সব রকম চিত্তবিনোদনের সুযোগ থেকে সে ছিল পুরোপুরি বঞ্চিত। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা উঠে গেলেও বাল্যবিবাহ, অকালবৈধব্য, যৌতুক প্রথা, অকালমৃত্যু, স্বামীগৃহে চতুর্মুখী নির্যাতন নারীর নিত্যসঙ্গী ছিল। বাল্যবিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, স্বামীসহ পতিগৃহের সকলের সেবাকরণ, পুরুষের যৌনচাহিদা পূরণকরণ, সন্তান উৎপাদন, রান্না বান্না এসব কাজে আবদ্ধ থেকে চারদেয়ালের মধ্যে ঘরকন্না করাই ছিল নারীর অপরিহার্য নিয়তি।

নারীও যে পুরুষের মতোই পুরোপুরি মানুষ, নারীও যে সকল কাজে পুরুষের সমান উপযুক্ত, নারীরও যে পুরুষের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাধীন পেশার অধিকার থাকা প্রয়োজন, নারীর যে সমান আত্মমর্যাদার ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ থাকা দরকার, পুরুষজাতির মগজে ও ইচ্ছায় এসব ঠাঁই পেত না। সামাজিক-পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। মুসলমান নারীরও অবস্থা ছিল করুন। ভয়ংকর পর্দাপ্রথা নারীকে অবরোধবাসিনীর মানবেতর বন্দি জীবনে আটকে রেখেছিল। সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বর্ণনা করেছেন : "নারীদের জীবন্ত সত্তার স্বীকৃতি না দিয়ে সংস্কারবদ্ধ সমাজ তাদের দেহ ও মনকে জড়পিণ্ডবৎ করে রেখেছিল। মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষাদান নিষিদ্ধ ছিল।...তাদের বাংলা শিক্ষাদান ছিল সমাজ ও ধর্ম বিরুদ্ধ। অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মুসলিম পরিবারে কঠোর অবরোধ প্রথার প্রচলন করা হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস মুসলিম নারীর জন্য ছিল চিররুদ্ধ। ...গুরুতর রূপে অসুস্থ হলেও মেয়েদের ডাক্তার বা কবিরাজ দেখানো হত না পর্দা নষ্ট হওয়ার ও দোজখে যাওয়ার ভয়ে।...খান্দানী এবং অর্থশালী লোকের পত্নীরা ছিল তাদের ভোগের বস্তু.... আর গরিব লোকের স্ত্রীরা ছিল ক্রীতদাসীরও অধম।"

১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত বেতার টেলিভিশন ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সূতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্যে অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণদানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।'

বেগম রোকেয়া ছিলেন উপরে বর্ণিত অচলায়তন থেকে নারীর শৃঙ্খলমুক্তির অগ্রদূত। তিনি মেয়েদের ঘরে বন্দি না রেখে শিক্ষাদান করে কর্মস্থলে ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ ও প্রণোদনা দান করেছিলেন। একইসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন নারী জাগরণের কবি। তিনি নারীদের উদ্দেশ্যে লিখে গেছেন বহু কবিতা, গান ও প্রবন্ধ। নারীর ভেতরে সুপ্তশক্তিকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করে তার শুভ উদ্বোধন ঘটাতে আগুন-ঝরানো ভাষায় তিনি রচনা করে গেছেন 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' গান, 'নারী' শীর্ষক কবিতা। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'নারী' কবিতায় বলেছেন,

'সেদিন সুদূর নয়--
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাইবে নারীরও জয়।'

আজ সারাদেশে এবং দেশের বাইরেও বাংলাদেশের নারীর জয়জয়কার। এক্ষেত্রে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তবে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা গ্রামের অশিক্ষিত মায়েদের মতোই যা অগোচরে রয়ে যায় সুধীমহলের, উন্নয়ন-গবেষকদের। সমবায় সমিতিগুলো অশিক্ষিত-আধাশিক্ষিত নারীদের প্রচলিত প্রথাবদ্ধ অচলায়তনের বাইরে এনে নানা পেশায় ও ব্যবসায় সম্পৃক্ত করছে। তাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের চেয়ে বেশি ঘটছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস-আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা। 'বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির' প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি একজন গোলাপ বানু তারই উজ্জ্বলতম উদাহরণ। এমন কত গোলাপ বানু তৈরি হচ্ছে দেশের আনাচেকানাচে ! পিছনে কাজ করছে হাজারো সমবায় সমিতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ের নারীর দুরবস্থাকে পুরুষের নানামুখী ষড়যন্ত্রের ফল হিসেবে দেখেছিলেন এবং তা থেকে উত্তরণের পথ না দেখে হতাশ হয়ে বলেছিলেন, 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/কেহ নাহি দিবে অধিকার।' নারীকে তার আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার এনে দিয়েছে শিক্ষা ও সমবায়। সমবায় সমিতিগুলো নারী শিক্ষা নিশ্চিতকরণেও সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে।

মহিলাদের অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং তাদের সকল স্বার্থ রক্ষার জন্য গঠিত হয়েছে মহিলা সমবায় সমিতি। জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মহিলা সমবায় সমিতি, প্রাথমিক মহিলা সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক বিআরডিবিভুক্ত মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ এর অন্তর্ভুক্তির। সারাদেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯০,৫৩৪টি এবং মোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য সংখ্যা ৮৮,৩৩,৯৪৪ জন এবং মহিলা সদস্য সংখ্যা ২৬,৪৯,৮০৩ জন। মোট সমবায় সমিতির মধ্যে শুধুমাত্র মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে ২৭,৪৪৮টি। এসব মহিলা সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৯,৭২,৪০৩ জন। শুধুমাত্র মহিলা সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৯,৯৪৯.৫৬ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২২,৯১৬.৪০ লক্ষ টাকা এবং নিট লাভের পরিমাণ ৮৯.১৭ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

নারীসমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সদস্যভুক্ত মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার হস্তজাত পণ্য উৎপাদন, সেলাই, অ্যাম্ব্রয়ডারি ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ১৯৭৭ সালের মে মাসে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৯টি কেন্দ্রীয় মহিলা সমবায় সমিতি, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ০.০৯ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ০.১০ লক্ষ টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ ১.৫৬ লক্ষ টাকা।

১০. পরিবহন সমবায়

পরিবহন খাতের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে কেন্দ্রীয় ট্রাক চালক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় টেক্সি চালক সমবায় সমিতি। প্রাথমিক সমবায় সমিতি যেমন প্রাথমিক অটোরিক্সা, অটোটেম্পো, টেক্সিক্যাব, মটর, ট্রাক ও ট্যাংক/লরি চালক সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক মটর মালিক ও শ্রমিক সমবায় সমিতি ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্তির। বর্তমানে এ ধরনের প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সর্বমোট সমিতির সংখ্যা ১,৩৪৬টি, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,০৫,২২৭ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৭৬৩.৯২ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের

পরিমাণ ৬,১০৩.০৬ লক্ষ টাকা।

১১. গৃহায়ন সমবায়

বাংলাদেশ আয়তনের দিক থেকে ছোট একটি দেশ অথচ জনসংখ্যার দিক থেকে অন্যতম বৃহত্তম (বিশ্বের অষ্টম) দেশ। ফলে আবাসনের বিষয়টি দিনদিন সমস্যা হয়ে উঠছে। অনেক মানুষ এতটুকু একখানি সুন্দর বাসার জন্য ছটফট করছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাসনা প্রকাশ করে লিখেছিলেন,

‘বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন-মনে;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।’

পৃথিবীর অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও এই এতটুকু বাসা পাওয়া কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় সরকার এবং হাউজিং কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি অনেক সমবায় সমিতি জমি কিনে আপন সদস্যদের মাঝে প্লট ও ফ্ল্যাট সরবরাহ করছে। এটি সমবায়ের একটি সময়োপযোগী ডাইমেনশন। ঢাকাসহ বড় বড় শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমবায়ভিত্তিক গৃহনির্মাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা লক্ষণীয়। ফলে সারা দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। প্রাথমিক গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট মালিক সমবায় সমিতি এর অন্তর্ভুক্তির। বর্তমানে এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ২২৮টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৫৩,৮৯৯ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৩,৭৮৭.০৩ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৬,৮৯৯.৭৪ লক্ষ টাকা। আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে ঢাকা খ্রিস্টান মেট্রোপলিটন হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি ইতোমধ্যেই একটি উজ্জ্বল মডেলে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন পেশার মানুষ সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের জন্য মানসম্মত আবাসন ব্যবস্থা করে চলেছেন এবং সেসব সমিতির সংখ্যা দিনদিন বেড়ে চলেছে। হয়তো একদিন গ্রাম পর্যায়েও এ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে।

১২. দুগ্ধ সমবায়

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের ‘আমার সন্তান’ কবিতায় অন্নপূর্ণা দেবীকে পার করার বিনিময়ে দেবীর কাছে একজন মা--ঈশ্বরী পাটুনীর প্রার্থনা ছিল, ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।’ দেবী তা মঞ্জুর করেছিলেন : তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান/দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।’ কিন্তু সেই বর বাংলার সব ঘরে পৌঁছায়নি। আমরা নজরুলের ‘দারিদ্র’ শীর্ষক কবিতাতেই সেই বঞ্চনার চিত্র দেখেছি :

‘পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!- মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি!’

কিন্তু এখন আর সেই অসহ অবস্থা নেই। আজ বাংলার ঘরে ঘরে দুধ পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে যাচ্ছে সমবায়। আর এ ধরনের সমবায়কে জাতীয় রূপ দেওয়ার এবং তার মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধশিল্পে স্বনির্ভর করার সমবায়ী স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং হতদরিদ্র কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবিস্মরণীয় অবদান রাখছে। এসব সমিতির মধ্যে আছে প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ। এই সমিতির উৎপাদিত পণ্যের ব্রান্ড নাম মিল্ক ভিটা। বর্তমানে প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতির সংখ্যা ২,৫১৭টি, ব্যক্তি সদস্য ১,১৭,৭৫৮ জন, শেয়ার মূলধন ৬৫৪.০৬ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৮৬৮.৩২ লক্ষ টাকা এবং নিট লাভের পরিমাণ ১৮৫.৬৯ লক্ষ টাকা। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার ‘সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প’ নামে একটি শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করে। উক্ত প্রকল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন যা দিয়ে দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এই প্রকল্পের নাম ‘বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড’ নামে নামকরণ করা হয়। মিল্ক ভিটা গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি অবদান রেখে চলেছে। মিল্ক ভিটা তরল দুধের পাশাপাশি ঘি, মাখন, আইসক্রিম, মিষ্টি দই, টক দই, ক্রিম, চকোলেট, লাবাং, রসগোল্লা, সন্দেশ, রসমালাই ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপণন করছে। বর্তমানে মিল্ক ভিটার সদস্য ৬৫টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৪,৪১৪.৭৯ (চুয়াল্লিশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ উনসত্তর হাজার) লক্ষ টাকা। সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৭৭.৩০ লক্ষ টাকা। সংরক্ষিত তহবিল ৪,৫৩২.৭৬ (পাঁচচল্লিশ কোটি বত্রিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার) লক্ষ টাকা। এই সমিতি ২০১৯-’২০ অর্থবছরে প্রায় ৪.৩২ কোটি লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে। ফলে সমবায়ী দুগ্ধ খামারিগণ আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছে। কয়েক বছর আগেও সমিতিটির বাৎসরিক লাভ ছিল ১৬/১৭ কোটি টাকা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে এই সমিতির নিট লাভ কমে আসছে প্রতি বছর এবং এখন তা হতাশাজনক স্তরে নেমে যেতে বসেছে। কিন্তু এ অবস্থা থেকে উত্তরণ অপরিহার্যভাবে আবশ্যক। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৭/১৮ কোটি প্রায়। দুধের প্রয়োজনীয়তা ও বাজার দুই-ই অনেক বড়। লাখ লাখ মানুষ গরু পালন ও দুগ্ধ উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনে দিতে হলে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ-কে আরও বেশি বেগবান, আরও বেশি বিস্তৃত, আরও বেশি লাভজনক করে তোলা ছাড়া পথ নেই। সমবায় অধিদপ্তর সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ-কে সকল প্রকার সাপোর্ট ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে। এটি অচিরেই প্রত্যাশিত সাফল্য লাভে সক্ষম হবে বলে আমরা আশা করি।

১৩. বীমা সমবায়

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এবং বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লিঃ নামে দুটি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে আরও অনেক সমবায় সমিতি গড়ে ওঠার অবকাশ আছে। বিশেষত প্রবাসী কর্মী এবং প্রবাস ফেরত কর্মীদের জন্য এ ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করা যেতে পারে। সমবায় অধিদপ্তর বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে।

ক. বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আশির দশকের মাঝামাঝি সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করার পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়ীদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা প্রসূত নিরলস প্রচেষ্টায় সমন্বিত কার্যকর সহযোগিতার ভিত্তিতে ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে ‘বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০১, শেয়ার

মূলধন ৬৩.৭৭ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৭৮.৮৮ লক্ষ টাকা ।

খ. বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লিঃ

সমবায় সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লিঃ' নামে এ সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬০৯, শেয়ার মূলধন ৮.৫৬ লক্ষ টাকা ।

১৪. সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়

গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক এবং আরও কিছু এনজিও দাবি করে আসছে যে তারাই দেশে ক্ষুদ্রঋণ চালু করেছে। অথচ এ কাজটি ব্রিটিশ আমলেই শুরু করেছিল সমবায় ব্যাংকগুলো। আসলে ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক ব্যাংকিং ও ঋণদান ব্যবস্থার প্রচলনের সাথে জড়িয়ে আছে

দুধের প্রয়োজনীয়তা ও বাজার দুই-ই অনেক বড়। লাখ লাখ মানুষ গরু পালন ও দুগ্ধ উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনে দিতে হলে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ-কে আরও বেশি বেগবান, আরও বেশি বিস্তৃত, আরও বেশি লাভজনক করে তোলা ছাড়া পথ নেই। সমবায় অধিদপ্তর সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ-কে সকল প্রকার সাপোর্ট ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে। এটি অচিরেই প্রত্যাশিত সাফল্য লাভে সক্ষম হবে বলে আমরা আশা করি।

সমবায়। আর সেই ব্যাংকগুলোই শিখিয়েছে কীভাবে সঞ্চয়কে বাড়তি লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করতে হয়, কীভাবে শোধ করতে হয় ঋণের কিস্তি। আমাদের কাছ থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা নিয়ে নেপালের সমবায়ীরা সেদেশে চালু করেছে সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি। তাদের সাফল্য এখন ঈর্ষণীয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি, প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমবায় সমিতি ইত্যাদি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্তির। বর্তমানে এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ১২,৩৮১টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১৪,৪২,৫১৩ জন। এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্ব) নামে একটি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। কালব এর সদস্য সংখ্যা ৮১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি, শেয়ার মূলধন ৩২১.৯০ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,১৮৬.৩৪ কোটি টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ২৯.৭৭ কোটি টাকা ।

১৫. আশ্রয়ণ সমবায়

আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভুক্ত কর্মসূচি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চল পরিদর্শনে যান এবং ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারগুলোকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-'০২) মেয়াদে ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৫টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৪৭,২১৫টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০০২-'১০) মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে ৬০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩৩টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে প্রায় ৫৮,৭০৩টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ২৫টি সংস্থা জড়িত। সারা দেশে জুন/২০ পর্যন্ত ১,৪৭০টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে, সদস্য সংখ্যা ১,৫৯,৬৮২ জন, শেয়ার মূলধন ১০৪.৭৯ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৫৪০.৪০ লক্ষ টাকা।

১৬. পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি

একজন মনীষী মন্তব্য করেছেন যে, যদি পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তবে তা হবে পানি নিয়ে। দিনদিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, ভূগর্ভস্থ পানির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে বর্জ্য নিষ্কাশন প্রভৃতি কারণে নদী-সমুদ্র-ভূগর্ভস্থ পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে ওঠার ফলে পানিসংকট প্রকটতর হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের জন্য আরেকটি কারণ হলো অভিন্ন নদীগুলোর উজানে পানি প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে নদীগুলোর মরে যাওয়া বা মৃতপ্রায় হয়ে ওঠা। এ অবস্থায় সুপরিকল্পিত ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে দেশের পানি ও পানিসম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আর এক্ষেত্রে সমবায় হতে পারে একটি প্রকৃষ্ট পন্থা।

পানিসম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ক্ষেত্র বিশেষে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় পানিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো। এই অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকার সকল শ্রেণির জনগণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। ভূ-উপরিস্থিত পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ডস সরকার এতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের বিধিবদ্ধ কার্যাবলি নিয়মিত তদারকি করে থাকে। জুন'১৯ পর্যন্ত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৩৩৪টি, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৪,৪২,৮৩১ জন, শেয়ার মূলধন ৯০৩.২৫ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৪,২৪৩.৩৫ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরী মূলধন ৭,০৫৩.৪৬ লক্ষ টাকা।

১৭. করোনা মহামারি মোকাবিলায় সমবায় সমিতির কার্যক্রম

এ বছরের প্রায় শুরু থেকে নতুন করোনা ভাইরাস (SARS- Cov2) বা কোভিড-১৯ এ যখন পুরো বিশ্ব টাল মাটাল তখন এদেশের সমবায় সমিতিগুলো শুধু নিজেদের টিকিয়ে রাখতেই সমর্থ হয়নি, অধিকন্তু আর্তমানবতার সেবায় সফলভাবে এগিয়ে এসেছে। এ সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ৯৭৭টি সমবায় সমিতি করোনা মহামারির প্রথম ৪ মাসে প্রায় ১,৯৬,৪৩৪ (এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারশ চৌত্রিশ) জন দুর্গত সদস্যদের মাঝে প্রায় ৯,৪৩,৬৯,২৮০ (নয় কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার দুইশ আশি) টাকার ত্রাণ বিতরণ করেছে । এছাড়াও ঢাকার বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ তাদের সদস্যদের প্রায় ০৬ (ছয়) কোটি টাকা ঋণের সুদ মওকুফ করেছে।

অধিকন্তু সমবায় সমিতিগুলো করোনায় আক্রান্ত সদস্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আসছে। সমবায় সমিতিগুলো নিজ সদস্যদের মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং প্রয়োজনে হাইব্রিড সরবরাহ করছে। তারা সদস্যদের করোনা মহামারি মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করছে এবং আক্রান্ত সদস্যদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করছে। সমবায়ের মূলনীতি 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে',- এটি এই করোনা মহামারিকালে নতুন করে দেখতে পাচ্ছি আমরা।

- **সমবায় অধিদপ্তরের বিশেষ কিছু কার্যক্রম**

সমবায় অধিদপ্তর আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ(ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। সমবায় অধিদপ্তর উপজেলা বাস্তবায়ন টাস্ক ফোর্স কর্তৃক নির্বাচিত ও পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে সমিতি গঠন ও নিবন্ধন করে যাতে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পুনর্বাসিতদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায় করা হয়ে থাকে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সমবায় অফিসার পুনর্বাসিতদেরকে নিয়ে ৩ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির পরিবার প্রতি ২০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে উক্ত ঋণ ৩০ হাজার টাকায় উন্নীত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫০ হাজার পুনর্বাসিত পরিবারের অনুকূলে ঋণ বিতরণের জন্য ৫০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। ঋণ আদায় ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমগুলোকে ঋণ আদায়ের মাসিক অগ্রগতি, ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন (ত্রৈমাসিক), অডিট অগ্রগতি প্রতিবেদন, অভিযোগ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয় ভাগ করে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

- **বঙ্গবন্ধুর দর্শনের আলোকে গৃহীত সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ**

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনার পথ ধরে সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে সমবায় সমিতিগুলো নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজেদের সমস্যা সমাধান ও ভাগ্যোন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে যার সংক্ষিপ্তসার উপরে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতা এই যে এগুলো সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সমবায়ীদের উপকারভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির করে তাদের সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হয়। এগুলো বাস্তবায়নের পদ্ধতি গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক নয়। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসিয়ালি শেষ হওয়ার পর তা রিভলভিং ফান্ডের সহায়তায় চলতে থাকে এবং নতুন নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তির হয়। এই বিশেষত্বের কারণে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ তাদের নির্বাচনি এলাকায় সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। তেমন কয়েকটি প্রকল্পের কথা এখানে তুলে ধরা হলো :

ক. বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

১. উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০১৬ হতে ৩০/৬/২০২১ ; প্রকল্প ব্যয় : ১৫১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা।
২. দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০১৬ হতে ৩০/৬/২০২১; প্রকল্প ব্যয় : ২৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা।
৩. আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে 'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন'; প্রকল্পের নৃ-তাত্ত্বিক কম্পোনেন্টের মেয়াদ : ১/৭/২০১৬ হতে ৩০/৬/২০২১; নৃ-তাত্ত্বিক কম্পোনেন্টের ব্যয় : ৪০ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।

খ. ২০২০-'২১ অর্থবছরের এডিপিতে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির প্রকল্পসমূহ

১. 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প'; প্রকল্পের মেয়াদ: ১/৭/২০২০ হতে ৩০/৬/২০২২; প্রকল্প ব্যয় : ৪৯ কোটি ৭৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ।
২. দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০২০ হতে ৩০/৬/২০২৩; প্রকল্প ব্যয় : ৪৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা।
৩. দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ ;প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০২০ হতে ৩০/৬/২০২৪; প্রকল্প ব্যয় : ১৫৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা।
৪. সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ভেল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০২০ হতে ৩০/৬/২০২৪; প্রকল্প ব্যয় : ১২১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা।
৫. সমবায়ের মাধ্যমে হাওড় অঞ্চলে বিকল্প জীবনযাত্রা সৃষ্টি প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ: ১/৭/২০২০ হতে ৩০/৬/২০২৪; প্রকল্প ব্যয় : ১৮০ কোটি ০৭ লক্ষ টাকা।

- **বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

১. সমবায় সেক্টরে উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা ও পণ্য পৌঁছানো;
২. সমবায়ীদেরকে নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশেষায়িত পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে দক্ষ করে গড়ে তোলা;
৩. আন্তঃসমবায় সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় মূলনীতির বাস্তবায়ন করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সমবায়ীদের অনলাইন প্লাটফর্মে এনে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার লিংকেজ গড়ে তোলা;
৪. নতুন নতুন ক্ষেত্রে (যেমন: গার্মেন্টস সেক্টর, প্রবাসীদের কর্মসংস্থানের জন্য পতিত জমিতে কৃষি উৎপাদন, স্কুল কো-অপারেটিভ, ট্যুরিজম কো-অপারেটিভ, হেলথ কো-অপারেটিভ ইত্যাদি) সমবায়কে নতুন আঙ্গিকে সম্প্রসারণ।

- **চলমান এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের শিক্ষা থেকে সমবায় সেক্টরে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ**

১. সমবায় অধিদপ্তরের বিদ্যমান দুগ্ধ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা নিয়ে সারাদেশে দুগ্ধ সেক্টরের উন্নয়নে চলমান প্রকল্পের পাশাপাশি নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা এবং চরাঞ্চলে এসব প্রকল্পের আওতা বৃদ্ধি করা।পাশাপাশি গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন ও মহিষ পালন প্রকল্প গ্রহণ;
২. ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত গারো প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় দেশের অন্যান্য জেলায় এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা এবং তাদের পেশার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমবায়ভিত্তিক ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ;
৩. উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য

প্রকল্প গ্রহণ করা এবং এর আওতায় প্রতিটি জেলায়/বিভাগে শো-রুম স্থাপন এবং মার্কেটিং লিংকেজ স্থাপন;

৪. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের জন্য প্রকল্পভিত্তিক কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করা এবং গঠিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে আধুনিক যন্ত্র ও প্রযুক্তি সরবরাহকরণ;

৫. সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সহ জাতীয় পর্যায়ের সমবায় প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬. সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি/ আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহ) ও মাঠ পর্যায়ের সমবায় অফিসসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য অবকাঠামোসহ আধুনিক সুবিধা নিশ্চিতকরণে প্রকল্প গ্রহণ এবং

৭. আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজড করা এবং সকল সেবা অনলাইনে প্রদানের জন্য অধিদপ্তরসহ সমবায় সংগঠনসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প গ্রহণ। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীতকরণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন; সেটি বাস্তবায়নে সমবায় হবে অন্যতম প্রধান মাধ্যম এবং গড়ে উঠবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

আমরা সবাই জানি, জাতির পিতা ছিলেন পুঁজিবাদী শোষণের বিপক্ষে। আশার কথা, সাম্প্রতিককালে পুঁজিবাদের প্রবল আগ্রাসনের মুখে সমবায় এখন নতুন করে সাড়া জাগিয়েছে সারাবিশ্বে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট জনসংখ্যার ৪০% এবং কানাডায় ৩৩% মানুষ সমবায়ের সাথে জড়িত। বিশ্বে ১০ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান করেছে সমবায়। ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়ায় ৯০% কৃষক হচ্ছেন সমবায়ী : নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় ৯০% ডেইরি পণ্য সমবায়-ভিত্তিতে উৎপাদিত; জাপানে ভোক্তা সমবায় সমিতি (Consumers Cooperatives) সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ যার ৯০% মহিলা; ইউরোপে সমবায়ীর সংখ্যা ১৪ কোটি মানুষ; সেখানে ৩ লাখ সমবায় সমিতি ২৩ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান করেছে;

ভারতে White Revolution সৃষ্টিকারী Gujarat Co- operative Milk Marketing Federation Ltd. (GCMMF) হচ্ছে সেদেশের বৃহত্তম খাদ্যপণ্য বাজারজাতকরণ অর্গানাইজেশন যার পণ্যের ব্রাণ্ড নাম 'আমূল' এবং যা ভারতকে পৃথিবীর বৃহত্তম দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনকারী দেশে উন্নীত করেছে। বাংলাদেশেও সমবায় দিন দিন অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। জুলাই ২০০৯ থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ১১ বছরে ১,৩৭,৮৫০টি নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে। উন্নয়নের পন্থা হিসেবে এটি সমবায়ের উজ্জ্বল ভূমিকার স্বাক্ষর বহন করে।

জাতীয় কবি এবং জাতির পিতা দেশকে ভালোবাসা এবং সমবায় উন্নয়ন পদ্ধতি, উভয় ক্ষেত্রে সমরূপ ভাবনার মানুষ ছিলেন। একজন ছিলেন রাজনৈতিক ভাবনার কবি; আরেক জন ছিলেন রাজনীতির কবি। একজন ছিলেন স্বাধীনতার দাবি উত্থাপনকারী কবি; আরেকজন ছিলেন স্বাধীনতা নামক কবিতাটি রচনার কবি। তাঁদের দুজনকে একসূত্রে গ্রোথিত করে রচিত আমার একটি কবিতা দিয়ে আলোচনার উপসংহার টানতে চাই। কবিতাটির নাম '**কথা বলে ওঠে জাতীয় কবির মাজার**' :

'(দোয়েল চত্বরে সুবেহ সাদেকের হাওয়া মেখে শাহবাগমুখী হেঁটে যেতে থাকা পথিককে মাঝপথে ইশারায় ডাক দিয়ে কথা বলে ওঠে জাতীয় কবির মাজার)

ভোরের হাওয়া অনেক খেয়েছো-এবার একটা অনুরোধ শুনে যাও!
আমি তো আপনাকে ছাড়া কাউকে কখনো কুর্নিশ করিনি;
কিন্তু এই নাও আমার মরণোত্তর সালাম--এটি পৌঁছে দিও
সবুজের স্নেহমাখা টুঙ্গিপাড়ায়- যেখানে ঘুমিয়ে আছে
আমার স্বপ্নের রূপকার শেখ মুজিব;
সে-ই আমার হৃদয়ের ডাকটা ষোলআনা শুনতে পেয়েছিল;
তোমরা তাকে ভালোমতো বোঝোনি--যেমন বোঝোনি আমাকে।
বাংলা বাঙালির হয়েছে দেখে খুউব খুশি হয়েছি-
যদিও বিভাজনে আমার সায় ছিল না;

কোলকাতায় ওরা কেমন আছে জানি না। তবে লালসবুজের এই অর্জনকে ছোট করে দেখি না আমি। হে পথিক! ঘুমোত্তর হাওয়ায় গা ভাসিয়ে চলেছো তুমি পা দিয়ে স্বাধীন সড়কের বুকে। আমি ঘুমুতে পারিনি আজো; হানাহানির শব্দে বন্ধচোখেও আমার ঘুম আসে না;
আমি তো চেয়েছি মানুষের মাথা ছাড়িয়ে যাক
বিধাতার আরশের ছাদ;
কিন্তু তোমরা এখনো ডিঙাতে পারোনি--
বিভেদ-বঞ্চনার বামন পাহাড়।
হে বাঙালি! বাংলা তো তোমাদের হলো;
এবার গড়ে তোলো-- আমি যাকে বলেছি
'ধূলায় তাজমহল'।
তাহলেই ঝটপট ঘুমিয়ে পড়বো আমি।

মানুষ তো কত কিছুই ভুলে যায়; স্মরণের ধূসর পথ বেয়ে সেদিন যদি ফুল দিতে আর নাও আসো, আমার কোনো দুঃখ থাকবে না।'

জাতীয় কবির 'ধূলায় তাজমহল' আর জাতির পিতার সোনার বাংলা হচ্ছে দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণমুক্ত, বঞ্চনামুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত, নারী পুরুষের সম-অধিকারে সমুন্নত আধুনিক শিক্ষায় আলোকিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের গ্রাম বাংলা। জাতীয় কবি, বেগম রোকেয়া, জাতির পিতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ও সম্পূরক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায়ীগণ। সেদিন সুদূর নয় যেদিন বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশের কাতারে শামিল হবে। বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে প্রতিটি গ্রাম হয়ে উঠবে এক একটি ক্ষুদ্র সোনার বাংলা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য দিকনির্দেশনায় এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কাজ করে যাচ্ছে সমবায় অধিদপ্তর। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় উজ্জ্বল ভূমিকায় অবতীর্ণ সমবায় ও সমবায় অধিদপ্তর। বিজয় আমাদের নিশ্চিত।

জয় বাংলা!
জয় বঙ্গবন্ধু!
জয়তু সমবায়!

---

* **মোঃ আমিনুল ইসলাম :** নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর
(লেখক নাম : আমিনুল ইসলাম)

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়

হরিদাস ঠাকুর



নারী ও সমবায় শক্তির প্রতীক-উন্নয়নের প্রতীক। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে এখনো পৃথিবীর পিছিয়ে থাকা এবং পিছিয়ে রাখা মানুষের মূল অংশটি হচ্ছে নারী। এটি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের জন্য কমবেশি প্রযোজ্য। মূলত সমবায়ের জন্ম হয়েছিল পিছিয়ে থাকা মানুষগুলোকে সংগঠিত করে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে নিতে। সেজন্য জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত, শিখে যা আয় রে আয়/দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র সমবায়, সমবায়।' বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মূল ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু সমবায় অনেক আগে থেকেই নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার মহিলা সমবায় সমিতি আছে দেশে। পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করে আসছে নারী-উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প। আসলে ব্যাংকিং, কৃষি, মাছ চাষ, মৃত্তিকা শিল্প, কুটিরশিল্প, তাঁত শিল্প, প্রতিটি সেক্টরের মূলে ছিল সমবায় সমিতি ও সমবায় বিভাগ। নারীর ক্ষমতায়নেও সমবায়ের ভূমিকা ও সাফল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমবায় বিভাগের দৃষ্টির আড়ালে এসব অর্জন ও সাফল্য এখনো অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি মুজিববর্ষে 'নারীর ক্ষমতায়ন : অর্জন, সমস্যা ও সম্ভাবনা' শিরোনামে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছে এবং সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টির স্বরূপ উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

নিকট অতীতে নারীর অবস্থা ছিল বন্দিনীর সমতুল্য। 'অসূর্যস্পৃশ্যা' নারী ছিল পুণ্যবতীর প্রতীক যার জন্য চারদেয়ালে বাঁধা সংসার নামক অচলায়তন ছিল তার সবখানি পৃথিবী। রান্নাবান্না আর পুরুষের সেবা করাই ছিল তার কাজের সিলেবাস। মুক্ত পৃথিবী ছিল শুধু পুরুষের কর্মক্ষেত্র। বেগম রোকেয়ার রচনাবলীতে আমরা এই দৃশ্য দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থের 'মুক্তি' নামক কবিতাতেও বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে যার একটা অংশ নিম্নরূপ :

বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কি বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা-
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।

কিন্তু সব নারী এই বন্দিদশা মন থেকে মেনে নেননি। তারা মুক্তির জন্য ছটফট করেছেন। চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মুক্তির দিশা পাননি। পথ পাননি অচলায়তন ভেঙে বাইরে আসার। বিধাতারে কাছে সঙ্গোপনে ফরিয়াদ জানিয়েছেন আর অভিশাপ দিয়েছেন নারী হয়ে জন্মানোর নিয়তিকে। তারপরও সেই অবস্থার মধ্য থেকেই দু'চারজন নারী সাহসী হয়ে উঠেছেন নারীর মুক্তির পক্ষে। পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহ আমাদের জানান দেয়, নারীরা আজ সমাজ ও সংসারে উন্নয়নের পরীক্ষিত হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মহুয়া' কাব্যের 'সবলা' কবিতায় নারী তার স্বাধিকারের প্রশ্নে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন-

নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার?
হে বিধাতা -

যাব না বাসর ঘরে বাজায়ে কিঙ্কিনী
আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিনী।

এই দৃঢ়চেতা নারীর আপন ভাগ্য জয় করার ইস্পাতকঠিন প্রত্যয়ে সমবায় শক্তি জোগায়। প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা 'নারী' কবিতায় সাম্যের কবি, বিদ্রোহের কবি, নারী জাগরণের কবি কাজী নজরুলের নারী পুরুষ সম্পর্কিত অমিততেজী ভাষ্য উচ্চারণ করতে পারি :

বিশ্বে যা কিছু এলো পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান্।
কোনোকালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়লক্ষী নারী।
সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক', নারীরা আছিল দাসী!
চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না;
হাতে রুলি, পায় মল,
মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও-শিকল!
যে ঘোমটা তোমা' করিয়াছে ভীরু, ওড়াও সে আবরণ,
দূর ক'রে দাও দাসীর চিহ্ন, যেথা যত আভরণ!
সেদিন সুদূর নয়-
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!

সমবায়কে পাথেয় করে রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে'রাই আজ অসাধারণ হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজ প্রগতির পথে-জীবনের রথে। আর তাইতো গৌরী প্রসন্ন মজুমদারে কথায় ঘরবন্দি নারীদের যে চিত্রকল্প পাই তা আজ নির্বাচিত হতে চলেছে 'নারীর ক্ষমতায়নের হাত ধরে'।

খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার,
এই তোমাদের পৃথিবী
এর বাইরে জগত আছে তোমরা মাননা।
তোমাদের কোনোটা হাসি কোনোটা ব্যথা,
কোনোটা প্রলাপ কোনোটা কথা,
তোমরা নিজেই জাননা।
এর বাইরে জগত আছে তোমরা মানোনা
তোমরা নিজেই জাননা।
খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার এই তোমাদের পৃথিবী।

আমরা জানি আমাদের এই বাংলা ভূখণ্ডে নারী জাগরণের পথিকৃত বেগম রোকেয়া। বেগম রোকেয়ার হাত ধরেই বাংলার অবহেলিত বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা নারীরা জাগরণের পথে এসেছে-স্বপ্ন দেখতে শিখেছে। রোকেয়ার যুগে নারীরা ছিল অন্তঃপুরবাসিনী-অবগুণ্ঠনবতী ও অসূর্যস্পর্শা। এই অবস্থায় বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর স্বাতন্ত্র্যতা ও নারী স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বেগম রোকেয়া। বিশ শতকের প্রথমে বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণ সূচনালগ্নে নারীশিক্ষা ও নারী জাগরণে তিনিই প্রথম নেতৃত্ব দেন। মুসলমান সমাজের ঘোর অন্ধকার যুগে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে রোকেয়ার ভূমিকা ছিল একক, ব্যতিক্রমী এবং অনন্যসাধারণ। অবরোধ প্রথার শেকল ভেঙে তিনি বেরিয়ে আসেন অসামান্য সাহস, প্রবল আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। বেগম রোকেয়াই প্রথমবারের মতো বাঙালি মুসলিম সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকারের দাবি তুলে ধরেন এবং নারী স্বাধীনতার পক্ষে নিজের মতবাদ প্রচার করেন। নারী জাগরণের পথিকৃত বেগম রোকেয়া নারীর ক্ষমতায়নের ভবিষ্যৎ রূপরেখা এঁকেছিলেন এভাবে : **তোমাদের কন্যা শিশুদিগকে শিক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দাও দেখিবে তারা নিজেদের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া নিতে পারিবে।**

আমাদের সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। নারী অবলা-তারা কঠিন কাজ করতে পারে না। বিশাল চাপ সামলাতে পারে না। অথচ যেকোনো কঠিন কাজ নারী অবলীলায় করতে পারে। তারা ঘর সামলান দক্ষতার সাথে-তারা অফিস সামলান যোগ্যতার সাথে-তারা দুর্গম পথ পাড়ি দেন দৃঢ় মনোবল নিয়ে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্রই তাদের দৃপ্ত পদচারণা। উদাহরণ দিলে আমরা নারীর প্রাকৃতিক শক্তিমত্তার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবো।

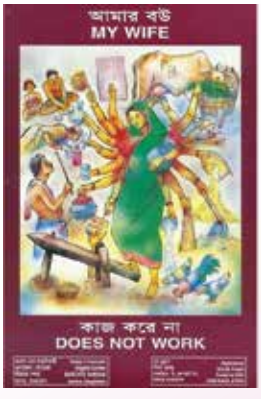
ক. বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোকে আমরা জানি, একজন মানুষ একবারে ৪৫ ইউনিট ব্যথা সহ্য করতে পারে। একজন নারী/মা যখন একটি শিশুকে জন্মদান করেন, তখন তিনি ৫৭+ ইউনিট ব্যথা সহ্য করেন। এই ব্যথা ২০টি হাড্ডি একসাথে ভেঙে যাওয়ার থেকেও বেশি। কাজেই আমরা বুঝতে পারি একজন নারী কত কষ্টসহিষ্ণু, নিবেদিতপ্রাণ ও সৃষ্টিশীল কাজে কত সংগ্রামী। (তথ্য : ফেসবুক থেকে)।

খ. গবেষণা তথ্যানুযায়ী, একজন নারী দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ থেকে ২০ ঘণ্টা কাটায় পরিবারের বিভিন্ন কাজের জন্য।

গ. একজন নারী প্রতিদিন গড়ে ৪৫ ধরনের গৃহস্থালির কাজ করেন এবং বিপরীতে একজন পুরুষ করেন মাত্র ২২ ধরনের কাজ। গবেষণা বলছে ৪৫ রকমের গৃহস্থালির কাজ পেশাজীবীর মাধ্যমে করাতে গেলে প্রতিমাসে ১০ থেক ২০ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। এই হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর গৃহস্থালির কাজের বার্ষিক অর্থনৈতিক মূল্য দাঁড়ায় ৯০১ থেকে ২ হাজার কোটি ডলার। (৭৫,৬৮৪ কোটি থেকে ১, ৬৮,০০০ কোটি টাকা)।

নারীকে তাই কোনোভাবেই অবহেলা বা হেলার চোখে দেখার অবকাশ নেই শারীরিক-মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে।

উপরের বৈজ্ঞানিক-সামাজিক-আর্থিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে 'বাঁচতে শেখা' এনজিও প্রকাশিত একটি চমৎকার পোস্টারের মাধ্যমে অনুধাবন করা যেতে পারে। অ্যাঞ্জেলা গোমেজ প্রতিষ্ঠিত 'বাঁচতে শেখা' নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করে থাকে। তাদের পোস্টারটি নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে :





নারীর বহুমাত্রিক কাজের পোস্টার

'নারীকে তার প্রাপ্য দিলে-দেশ ও দশের সুফল মিলে'-নারী দিবসের এ স্লোগান শুধু কথার কথা নয়, একটি জীবনধর্মী ও উন্নয়নকামী আপ্তবাক্য। একটি গতিশীল ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে নারীর প্রতি আমাদের যথাযথ মূল্যায়ন ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। আমরা

সমবায়ের মাধ্যমে কর্ম স্রোতে এনে আমাদের মা-বোন-কন্যা-জায়া হিসেবে নারীর অবস্থানকে সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারি যেখানে WOMAN শব্দটির অর্থ হবে-

W Workforce and Wealth কর্মশক্তিতে সম্পদ
O Organized and Operating সংগঠিত কার্যক্রম
M Motivation and Manager চেতনাগত দক্ষ ব্যবস্থাপক
A Active and Accountable দায়বদ্ধতায় সক্রিয়
N Nice and New Horizon নবদিগন্তের চেতনাদীপ্ত কর্মী

উপরিউক্ত আলোচনার সারাংশে আমরা বলতে পারি, সমবায় নারীকে জাগ্রত করে তাকে উন্নয়নের পথে পরিচালিত করতে পারে। প্রচলিত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়- 'সমবায় হচ্ছে সমমনা লোকদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংঘবদ্ধ সংগ্রামী সংগঠন'। সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির ধ্রুপদি সংজ্ঞা মতে, 'সমবায় হচ্ছে সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা।' সমবায়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে COOPERATIVE. COOPERATIVE শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'COOPERARI' থেকে। এখানে 'পড়' এর অর্থ 'সাথে' ('with') এবং 'operari' শব্দের অর্থ 'কাজ করা' ('to work')। সুতরাং 'COOPERARI' শব্দের অর্থ দাড়ায় একসাথে কাজ করা। ("working together.")।

ভাষা শাস্ত্রীদের মতে, ভাষার প্রথম উত্তম পুরুষের বহুবচনান্ত পদের ('আমরা') সৃষ্টি হয়েছে এবং এর পরে একবচনান্ত পদ অর্থাৎ 'আমি' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। এই 'আমরা' শব্দের প্রত্যয় ও দ্যোতনাই 'সমবায়' নামক সমষ্টিগত কর্মপ্রয়াসের নির্যাস বলে অভিহিত। সমবায় 'আমি' কে 'আমরা'য় পরিণত করে শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটায়। ব্যাকরণগতভাবে বলা যায়, 'আমি' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'ও' অপর দিকে 'আমরা' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'We'। 'আমি এর চেয়ে 'আমরা' অনেক বেশি শক্তিশালী কারণ আমি 'একক ব্যক্তি' কিন্তু আমরা হচ্ছে 'ব্যক্তির সমষ্টি'। বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসন থেকে আমরা জানি,'আমিত্ব' ত্যাগ করতে বলা হয়েছে প্রতিটি ধর্মে। কারণ 'আমি' থেকে 'আমরা'য় পরিণত হলে কঠিন কাজও সহজে সম্পাদন করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় : Illness মানে অসুস্থতা। কিন্তু এই Illness শব্দের I কে (আমি) We (আমরা) দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হলে হয়ে যায় Wellness যার অর্থ সুস্থতা। এভাবেই সমবায় সমাজে একক ব্যক্তিকে সমষ্টিতে পরিণত করে সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ ঘটায়। এটাই সমবায়ের মৌল চেতনা। নারীর ক্ষমতায়নেও সমবায় এ আদর্শেই কাজ করে।

৩০ জুন ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত বাণীতে জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন : আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ- সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। অপরদিকে ২৫ নভেম্বর,২০১৮ খ্রি. তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন : সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি। সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল। জাতির পিতার সমবায় দর্শন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের আলোকে আমরা নারীর ক্ষমতায়নের সমবায়ের ভূমিকা ও কার্যকারিতার বিষয়ে বলতে পারি :

- সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর।
- সমবায় সমিতি সমাজে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করে এবং যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে।
- সমবায় সমিতি একক প্রচেষ্টার পরিবর্তে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সফলতার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী।
- সমবায় সমিতি গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায়।
- সমবায় সমিতি পরোপকার শেখায় নিজের প্রয়োজনে মিটাতে উদ্বুদ্ধ করে।
- সমবায় সমিতি সমাজের মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা, ভালোবাসা বৃদ্ধি করে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম
- পরিচালনা একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসে।
- সমবায় সমিতি ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে। সমতাভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে।
- সমবায় সমিতি সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে তা বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবাহ তৈরি করে।
- সমবায় সমিতি সমতা ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।
- সমবায় সমিতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজিক উন্নয়নে কাজ করে।
- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি সমবায় সমিতির অন্যতম প্রধান দিক।
- অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরি করে।
- সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করে।
- মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়।
- মহিলাদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

সমবায় সমিতির মাধ্যমে যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং যা নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেসব হলো-

১. নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি: সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি হয়। পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থা বিনিয়োগের অবস্থানের জ্ঞান লাভ করে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়।

২. পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন: সমবায় সমিতির সদস্যগণ বিভিন্ন গোত্র, শ্রেণি পেশার হয়ে থাকে। সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সম্পর্কের উন্নয়ন হয়ে থাকে।

৩. গ্রুপভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নেতৃত্ব তৈরি : সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রুপভিত্তিক কার্যক্রম তাদের সফলতার পথ প্রশস্ত করে। সমিতি পরিচালনাকারীগণের মধ্যে নেতৃত্ব তৈরি করে। সমিতির মহিলা সদস্যদের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অংশগ্রহণ তাদের ক্ষমতায়িত করে।

৪. সামাজিক সমতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি: সমবায় সমিতি সমাজে বিদ্যমান ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে এককভাবে নয় সামষ্টিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে। মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে তাদের সমাজে ও পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৫. অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ : ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। আর্থিক সচ্ছলতা মানুষকে ক্ষমতায়িত করে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে সাধারণ মহিলাদের আর্থিক উন্নয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তাদের সচ্ছলতা ফিরে আসে। এতে নারীদের পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা তাদেরকে ক্ষমতায়নের পথে অনেক দূর

এগিয়ে নিয়ে যায়।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৌশলগতভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের সপ্তম অধ্যায়ের ৭.৩ অনুচ্ছেদে 'গ্রামীণ উন্নয়ন' বিষয়ক বিষয়াবলি বর্ণিত হয়েছে। এখানে ৭.৩.৩ উপ-অনুচ্ছেদসমূহে পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে সমবায় বিভাগের সম্পৃক্তি ও কৌশল বিষয়েও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের সপ্তম অধ্যায়ের ৭.৩৩ অনুচ্ছেদে সমবায়ের মাধ্যমে নারীর উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে : Livelihood development for disadvantaged women reducing vulnerability of women through building awareness through skill development and employment generation among the disadvantaged women living in south- west area of the country; increasing income of the targeted people; forming capital through savings will pursued.

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals- SDG) এর ৫ নং অভীষ্টে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে আমরা বিশ্বনেতাদের অঙ্গীকার পাই এভাবে :

> **Women**-Achieve gender equality and empower all women and girls
> জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন।

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি সমবায় বিভাগও নারী উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে আসছে। সমবায়ভিত্তিক বেশকিছু প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ও হচ্ছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে :

১. সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি;
২. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) (Copmprehensive Village Development Programme- CVDP)
৩. Family Welfare and Income Generation Activities Through the Rural Co- operatives.
৪. গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন।
৫. সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ।
৬. 'আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্পে'র আওতায় পরিচালিত 'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কম্পোনেন্ট'।
৭. বৃহত্তর ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ প্রকল্প।
৮. দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরি সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প।

এসব প্রকল্পের কয়েকটি শুধুমাত্র নারীদের জন্য পরিচালিত। অন্যগুলো নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নারীর উন্নয়নে গৃহীত একটি প্রকল্প "উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প"। দেশের ৭টি বিভাগের ২৫টি জেলার ৫০টি উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাক্কলিত টাকা ১৫১.৫৭০৩ কোটি। মেয়াদ জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২১। উপকারভোগী ১০,০০০ জন সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ নারী। প্রত্যেককে ২টি করে বকনা/গাভি কেনার জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং খাদ্য ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য ২০ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ, তদারকি, গবাদি পশুর চিকিৎসা বিনামূল্যে পাচ্ছেন। এই প্রকল্পভুক্ত ১৩,৯৬৮টি গাভি বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ৬.৫০ লিটার দুধ দিচ্ছে। দৈনিক উৎপাদন ২৮,৩০৬ লিটার। প্রতি লিটার ৪০ টাকা দরে দুধ কিনে নেয় মিল্ক ভিটা। দৈনিক দুধ বিক্রয়লব্ধ অর্থ আসছে ১১.৩২ লক্ষ টাকা। এটি একদিকে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছে, সংসারে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

সরকার ও সমবায় বিভাগের নারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বেশকিছু মহিলা সমিতি ও মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতি সফলতার শীর্ষে উঠে এসেছে। এর মাধ্যমে নারীরা সমবায়ে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদের উন্নয়নের পাশাপাশি সংসার ও সমাজে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের প্রায়োগিকতাকে তুলে ধরছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ রকম সফল মহিলা সমবায়ীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ হিসেবে আমরা বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির উদ্যোক্তা গোলাপ বানুর নাম উল্লেখ করতে পারি। এদম প্রান্তিক অবস্থা থেকে তিনি আজ নারী উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি সমবায়ের পতাকাতলে এসে রাষ্ট্রীয়ভাবে হয়েছেন শ্রেষ্ঠ সমবায়ী ও জয়িতা।

মুজিববর্ষকে সামনে রেখে '**নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় : অর্জন, সমস্যা ও সম্ভাবনা**' শিরোনামে একটি গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির উদ্যোগে। এ গবেষণায় নারীর ক্ষমতায়নে নির্ধারিত মানদ- অনুসরণ করা হয়েছিল। এসব মানদণ্ডকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো :

ক. অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত :

১) আয় বৃদ্ধি হয়েছে কি না?
২) মর্যাদা বেড়েছে কি না?
৩) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?
৪) পারিবারিক ও সমিতি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা/সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি না?
৫) পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা বেড়েছে কি না?
৬) পরিবার ও সমাজকে সহায়তা করা ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?
৭) সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?
৮) কর্মসংস্থান হয়েছে কি না?
৯) আয়ের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কতটুকু?
১০) নিজস্ব আয় নিয়ে নিজের স্বাধীনতা কতটুকু?

খ. পারিবারিক ও মানসিক পরিপ্রেক্ষিত :

১) পরিবারের সম্পদের উপর অধিকার কতটুকু?
২) পরিবারের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা কতটুকু?
৩) অসমতা বা নারীর প্রতি অবহেলা সম্পর্কে ধারণা কতটুকু?
৪) চলাফেরায় কতটুকু স্বাধীনভাবে ও নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারে?
৫) নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতটুকু স্বাধীন?

গ. স্বাস্থ্য পরিপ্রেক্ষিত :

১) নিজের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কতটুকু স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

২) সন্তানের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কতটুকু স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

এ গবেষণায় বেশকিছু উল্লেখযোগ্য ফাইন্ডিংস/ফলাফল পাওয়া গেছে। এসব উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ/ফলাফল হলো :

১) সমিতির সদস্য মহিলাগণ মূলত ৬টি পেশায় জড়িত। তাদের মধ্যে গৃহিণীরা (৬০%) স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি উদগ্রীব। চাকরিজীবী ১৫%; ব্যবসায়ী ১৩%; কুটিরশিল্প ৪%; এবং টেইলারিং ২% । বিবাহিত মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বেশি।

২) মহিলাদের সাধারণ সদস্য ৬১%। সভাপতি হয়েছেন ৭%, সম্পাদক ৯%, নির্বাহী কমিটির সদস্য ১৩%; সহসভাপতি ৫% এবং কোষাধ্যক্ষ ৫%।

৩) গবেষণায় দেখা গেছে মহিলারা গড়ে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা এবং সর্বনিম্ন ২০ টাকার শেয়ারের মালিক। গড় শেয়ার মূল্য ৬৬২৮ টাকা।

৪) সমিতিগুলোর ৯৬% ব্যবসা বা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে এবং ৯৯% সদস্য নিজেদের সম্মানিত হওয়ার বোধ অর্জন করেছেন।

৫) পুরুষতান্ত্রিক বেড়াজাল থেকে মুক্তিলাভে সমবায় সমিতি তাদের সহায়তা করছে বলে অধিকাংশ নারী মনে করেন।

৬) সমিতির ৯৯% মহিলা সদস্য মনে করেন যে সংসারে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেড়েছে।

৭) জরিপকৃত ১০৭ টি মহিলা সমবায় সমিতির মধ্যে ৪৫ টি সমিতি থেকে মহিলারা স্থানীয়/জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। অংশগ্রহণকারী নারীদের ৫৮% নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।

৮) ৯৮% উত্তরদাতা মনে করেন যে সমিতিতে সংযুক্ত হওয়ার ফলে তাদের স্বাস্থ্যজ্ঞান বেড়েছে। ডাক্তার/ ক্লিনিকের সাথে যোগাযোগের সক্ষমতা বেড়েছে।

৯) ৯৭% উত্তরদাতা নারী মনে করেন যে, সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ায় তাদের আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছে।

১০) অংশগ্রহণকারী ৯৯% নারী করনে যে সংসারে তারা আর অবহেলিত নন।

১১) নারী সমবায়ী যাদের ভবিষ্যতে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে বা ব্যবসায়িক উদ্যোগে জড়িত হতে চান, তাঁদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যেসবচেয়ে বেশি সংখ্যক (২৮%) ব্যবসা করতে আগ্রহী। ২৭% চান হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর খামার; ১০% সেলাই কাজ; গাভিপালন ও দুগ্ধখামার চান ৯%। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নারী সমবায়দের চিন্তাচেতনায় ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। এতদিন যাবৎ যেসব কাজ "শুধুই পুরুষের কাজ" বলে গণ্য করা হতো, সমবায়ী নারীরা সেসব কাজে বেশি করে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

১২) বিবাহিত মহিলাগণ আর্থসামাজিকভাবে স্বনির্ভর ও সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বেশি আকাঙ্ক্ষী।

গবেষণার আলোকে বেশকিছু সুপারিশ ও মতামত পাওয়া গেছে। এগুলো হলো :

১) সমবায় বিভাগের নারীদের দ্বারা সমবায় সমিতি গঠন করে তাদেরকে সফল করার বিষয়ে ইতোপূর্বে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করে কার্যক্রম গ্রহণ করে আরও কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাবে।

২) নারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরবর্তী সাপোর্ট দিলে তাদের সফলতা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে।

৩) সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নারী সমবায়ী তথা সমবায়ীদের সঙ্গে সংযোগ আরও বাড়াতে ও নিবিড় করতে হবে।

৪) মহিলা সমবায় সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর থেকে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা প্রয়োজন।

৫) সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭) মহিলা সমবায়ীদের উচ্চমূল্য সংযোজনকারী পণ্য উৎপাদন প্রশিক্ষণ (Training with High Value Addition) প্রদান করে যথাযথ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা (Marketing System with Proper Linkage) এর প্রসারণ ঘটাতে হবে।

সমবায় নারীর ক্ষমতায়নে কীভাবে কাজ করে-এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছিল 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় : অর্জন, সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক গবেষণায়। প্রাপ্ত ফলাফলকে আমরা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করতে পারি নিম্নোক্তভাবে :

বাংলাদেশের নারীদের জীবনে মোটাদাগে ৪টি 'NOT' আছে । এই ৪টি 'NOT' তাদের জীবনের আর্থসামাজিক সক্ষমহীনতার পরিচায়ক। সমবায় তাঁর আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের জীবন থেকে এই ৪টি 'NOT'তুলে দিয়ে তাদের সার্বিক উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে। আমরা সাধারণ একজন নারীর জীবন উপলব্ধি থেকে এই ৪টি 'NOT'এর দ্যোতনা বুঝতে পারি এভাবে :

ক.

সমবায়ে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে নারীর জীবনের সেকালের হতাশাজনক গল্প

I have NOT kept my PROMISES to my family and friends. I Can NOT PROVIDE for all their needs. I do NOT PLAN ahead for time and my future is NOT ASSAUED.

(Life with 4 NOTs)

[পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের কাছে দেওয়া ওয়াদা আমি রাখতে পারি না। তাদের সব চাহিদা আমি পূরণ করতে পারি না। আমি সামনের দিনের পরিকল্পনা করতে পারি না এবং আমার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত না।]

(চারটি না যুক্ত জীবন)

খ.

সমবায়ে সম্পৃক্ত হওয়ার পর নারীর জীবনের একালের উদ্দীপনাময় গল্প

I have kept my PROMISES to my family and friends. I Can PROVIDE for all their needs. I do PLAN ahead for time and my future is ASSAUED.

(Life without 4 NOTs)

[পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের কাছে দেওয়া ওয়াদা আমি রাখতে পারি। তাদের সব চাহিদা আমি পূরণ করতে পারি। আমি সামনের দিনের পরিকল্পনা করতে পারি এবং আমার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত ।]

(চারটি না মুক্ত জীবন)

গ.

সমবায়ে সম্পৃক্ত হওয়ার পর নারীর জীবনের আত্মবিশ্বাসী উপলব্ধি

Proper Planning and Income Generating Activities (IGA) today holds the Key to a Better Future.

[আজকের সঠিক পরিকল্পনা এবং আয়বর্ধন কর্মকাণ্ডই আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে।]

ঘ.

সমবায়ে সম্পৃক্ত হওয়ার পর নারীর আত্মবিশ্বাসী গর্বিত উচ্চারণ

I was bad- I became Better- Better is now the Best.

[আমরা খারাপ ছিলাম-ভাল হয়েছি- বর্তমানে সর্বোচ্চ ভাল অবস্থায় আছি।]

ঙ.

সমবায়সম্পৃক্ত আত্মবিশ্বাসী নারীর জীবনে 'NOT'এর ইতিবাচক অর্থ

NOT means Next Opportunities Tomorrow

সমবায়ের মাধ্যমে একজন অসহায় ও উন্নয়নবিহীন নারীর জীবনের ৪টি 'NOT' কেটে যাওয়ার বাস্তব উদাহরণ মিসেস গোলাপ বানুর সমবায় অভিযাত্রার কাহিনী। মিসেস গোলাপ বানু একটি সফল ও টেকসই সমবায় প্রতিষ্ঠান 'বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ', ঢাকা এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। [সমিতির নিবন্ধন নম্বর : ২১৯/৯৬, ঠিকানা : ১১৬০, নূরের চালা, ভাটারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২]। তিনি মনে করেন সমবায় সমিতি হচ্ছে গরিব মানুষের ২৪ ঘণ্টার ব্যাংক। সমবায় হচ্ছে গরিব-অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার/ উন্নতি করার অবলম্বন বা হাতিয়ার। নিঃস্ব/রিক্ত মানুষকে কেউ ঋণ/সহায়তা দেয় না। কারণ তাদের দৃশ্যমান সম্পদ নেই জামানত রাখার মতো। কিন্তু সমবায় গরিব অসহায় মানুষকে বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করে ঋণ/সহায়তা দেবে কারণ আপনার দৃশ্যমান সম্পদ না থাকলেও রয়েছে অমূল্য অদৃশ্য সম্পদ যা হচ্ছে আপনার সততা ও নিষ্ঠা। সমবায় আপনার এই সততা ও নিষ্ঠাকে মূল্য দেয়। সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি হওয়ার জন্য এই দুটিকে তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। সমিতির সফলতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য নিম্নরূপ :

১) বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির বর্তমান মোট সদস্য ১,৩৫,০০০ জন (সমিতির মূল সদস্য : ৬০,০০০ জন এবং ক্ষুদে বা সহযোগী সদস্য ৭৫,০০০ জন)।

২) ১,৩৫,০০০ জন মহিলা/মেয়ে শিশুর জীবনযাত্রার সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে একটি মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে।

৩) সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন : ৪৬০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২৫০ কোটি টাকাই সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কল্পে বিনিয়োজিত আছে। সমিতিতে ১২ ধরনের বিভিন্ন প্রকল্প চলমান।

৪) বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমিতি এবং সমিতির সদস্যদের পরিবারের মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। সমিতিতে বর্তমানে ১০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী সরাসরি কর্মে নিয়োজিত আছেন। এদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা উভয় প্রকারের কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছে। এছাড়া সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

৫) সমিতিটি তাদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৩, ২০১১, ২০১৫ এবং ২০১৭ সালে জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়েছে।

৬) ২০১১ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) ৪০ তম ক্রেডিট ইউনিয়ন ফোরামে ইন্টান্যাশনাল রিকগনিশন এওয়ার্ড জিতেছেন।

৭) সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গোলাপ বানু ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়েছেন।

৮) সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গোলাপ বানু ২০১৪ সালে বেগম রোকেয়া পদক পেয়েছেন।

সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সফলতা একটি বিরাট অর্জন বলেই ধরে নেওয়া যায় এবং কবি কাজী নজরুলের উদাত্ত আহ্বানকেই জাগ্রত করে :

জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা ॥

নারীর ক্ষমতায়নের পথে বাধাগুলো হচ্ছে পুরুষতন্ত্র প্রযোজিত ধর্ম, রাষ্ট্র, অর্থব্যবস্থা, সম্পত্তির মালিকানা বিষয়ক আইনকানুন ও বিধিবিধান, উত্তরাধিকার বিষয়ক আইন, শিক্ষাব্যবস্থা এবং নানাবিধ প্রথা এবং এসব বিষয়ে নারীদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতা। এমনকি উচ্চশিক্ষিত নারীরাও এই বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় আজও সচেতন নন। নারী তার নিজের নামটাও নিজের করে ধরে রাখতে পারেন না। তার নামের অংশ হয়ে থাকে পুরুষতান্ত্রিক পদবী। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যায়। একসময়ের মার্কিন ফাস্ট লেডি ছিলেন হিলারী রডহাম ক্লিন্টন। তার জন্মগত ও সার্টিফিকেটের নাম হিলারী রডহাম। রডহাম তার পিতার নামের অংশ। বিল ক্লিন্টনের সঙ্গে বিয়ে হলে সেখানে আরেকটি পুরুষ নাম যোগ হয়ে হয়েছে হিলারী রডহাম ক্লিন্টন। এটা নারীর উপর পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দওয়া প্রথা। তেমনি নারীকে হতে হবে স্লিম, ক্ষীণতনু যাতে পুরুষ বলনৃত্যের সময় তাকে ইচ্ছেমতো একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে পারে, শূন্যে তুলে ঘোরাতে পারে। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' কথাটির মাঝেও পুরুষের আধিপত্য ও নারীর ভোগ্যপণ্য হয়ে থাকার ইঙ্গিত আছে। বলিউডের সালমান খান আর কারিনা কাপুর খান-দের শারীরিক রূপ ও সামর্থ্য দেখলেও পুরুষতন্ত্রের রূপটা দেখতে পাওয়া যায়। এখান থেকে নারীকে বের হয়ে আসার আহ্বান আজকালকার দু'একজন কবির কবিতাতেও দেখতে পাওয়া যায় যা আমাদের আশান্বিত করে :

সোনাভান- ইন্টারনাল অডিটের চোখে একবার, অন্ততঃ
একবার নিজের আয়নায় নিজেকে নিয়ে দেখো-
এভাবে আর কতদিন তুমি অন্যের দিন যাপন করবে?
এভাবে আর কতদিন তুমি যাপন করবে অন্যের রাত?

ইতিহাস অথবা কিংবদন্তী, পুঁথি অথবা পুরাণ- যা-ই হোক-
আমাদের বিশ্বাসের পায়ে ভর দিয়ে
তুমি কঠিন সত্যে ফিরে এসো টুঙ্গি শহরের সোনাভান
ক্যাটওয়াকের বিড়ালিনী নয়, বলনৃত্যের শংসিত পুতুল নয়
তোমার পদাঘাতে কেঁপে ওঠুক মতলববাজের রঙিন মঞ্চ।

সোনাভান, তুমি কেন আর শুধুই অন্যের ব্রতের সহায় হয়ে থাকবে?
এবার ঠিক করে নাও তোমার নিজের ব্রত নিজের গন্তব্য
সিদ্ধান্ত এই হোক-আর নয় তোমার নামের শেষে অন্যের নামের
উপনিবেশ; এবং কারো আর অর্ধাংশ হয়ে থাকাও নয় তোমার।
(সোনাভান/ আমিনুল ইসলাম)

নারীদেরই নারীর ক্ষমতাহীনতার কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে। বাস্তবে যার হাতে ঐশ্বর্য ও অর্থনীতি এবং নেতৃত্ব, তার হাতেই সকল ক্ষমতা। যুগ যুগ ধরে পুরুষজাতি তাদের দখলে রেখে এসেছে ঐশ্বর্য, অর্থনীতি ও নেতৃত্ব। সমবায় নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে, ঘরের বাইরে এসে আয়-উপার্জনমূলক কাজ করতে এবং সর্বোপরি নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় নারীদের অব্যর্থভাবে পথ দেখায়, সহযোগিতা প্রদান করে। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে প্রায় ২৭,৪৪৮টি মহিলা সমবায় সমিতি আছে। দেশের ১,১৪,৮৩,৭৪৭ জন সমবায়ীর মধ্যে ২৬,৪৯,৮০৩ জন মহিলা, যা মোট সদস্যের প্রায় ২৩%। অন্যান্য সমবায় সমিতিগুলোতেও নারীর সদস্য রয়েছেন। বাংলাদেশে সমবায় সমিতিগুলো নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, নেতৃত্বের বিকাশ এবং আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে কার্যকরভাবে ভূমিকা পালন করে আসছে। নারী যেসবকিছুতেই পুরুষের সমকক্ষ এবং সে পুরুষের অধীন হওয়ার জন্য তার জন্ম নয়, পুরুষের ভোগের সামগ্রী বা খেলার পুতুল হওয়া তার কাজ নয়, এসব বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণের কাজও লোকচক্ষুর অন্তরালে করে যাচ্ছে সমবায় সমিতিগুলো। সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঘরে ঘরে অসংখ্য গোলাপ বানু গড়ে উঠবেন, এমনটাই আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যাশা ও প্রার্থনা।

হরিদাস ঠাকুর : অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা



এক নজরে বাংলাদেশের সমবায়

(মার্চ ২০২০ পর্যন্ত)

মোট সমবায় সমিতি	১,৯০,৫৩৪ টি
মোট সদস্য	১,১৪,৮৩,৭৪৭ জন
পুরুষ	৮৮,৩৩,৯৪৪ জন
মহিলা	২৬,৪৯,৮০৩ জন
সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধন	১৪,৪৯,২১৪.৫৪
সমবায় সমিতির ভৌত সম্পদ	৩,২৬,৮৭৫.৭০
সমবায় সমিতির বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদ	১,৯২,২৪৯.৪৫
সমবায় সমিতির মজুদ তহবিল (ব্যাংকে গচ্ছিত)	১,১৬,৩২১.২৬
সমবায় এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান	৯,৩৭,৪৩৬ জন
সমবায় সমিতির অংশগত মূলধন	১,৭৭,৩৮৭.৫৭
সমবায় সমিতির সঞ্চয় আমানত	৮,৩৩,৬৪৬.০৬
সমবায় সমিতির সংরক্ষিত তহবিল	৯৬,৮৩৪.৭৫
সমবায় সমিতির ঋণ গ্রহণ	৯,১৬,০৪৬.০৮
সমবায় সমিতির ঋণ বিতরণ	১৯,৪৬,৬৪০.৪০
সমবায় সমিতির ঋণ আদায়	১৪,২৪,৯৫৩.৭৯
সমবায় সমিতির ঋণ পরিশোধ	৮,৩১,১৬৬.৭৯
লভ্যাংশ বিতরণকারী সমবায় সমিতির সংখ্যা	১,৮৪৮টি
লভ্যাংশ বিতরণের পরিমাণ	১,০৭০.৪৬

টাকার পরিমাণ লক্ষ টাকায়



বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ



কাল্‌ব রিসোর্ট এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

টাকার পরিমাণ লক্ষ টাকায়

বিবরণ	সংখ্যা
মোট সমিতি	৪০,২০৪টি
মোট সদস্য	৩৬,৫৩,১৫৩ জন
পুরুষ	২৮,১০,৬০৫ জন
মহিলা	৮,৪২,৫৪৮ জন
কার্যকরী মূলধন	৬,১৫,৬০৪.১২
ভৌত সম্পদ	১,২৫,৭৩২.০৪
আর্থিক সম্পদ	৩৮,৮৫৭.২১

ঢাকা বিভাগ



কিংশুক পার্টিসিপেটরী হাই স্কুল



রেজিঃ নং : ৩,১৯৬৫
স্থাপিত : ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ
নিজস্ব জমির পরিমাণ : ৯৯.৩০ একর
মোট কারখানা : ৫১ টি
দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র : ৪৮ টি
প্রক্রিয়াজাত কারখানা : ৩ টি
কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা : ১,১২৬ জন
কেন্দ্রীয় সমিতি : ৬৫টি
প্রাথমিক সমিতি : ৩,২৭৪টি
সমিতির সদস্য : ১,৩৪,৭২৮ জন
প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী : ৮.০৫ লক্ষ
সবুজ ঘাস চাষ : ২,৫১২ একর
বাথান : ১০২৫ একর

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ

জেলা : ঢাকা

বাংলাদেশ ভুখণ্ডে কারখানাভিত্তিক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৪৬ সালে। পাবনা-সিরাজগঞ্জ জেলায় নামমাত্র মূল্যে দুধ বিক্রয় হতো, সেহেতু দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা কলকাতাকে মার্কেট হিসেবে চিহ্নিত করে 'ন্যাশনাল নিউট্রিশন কোম্পানি' নামে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার অভিপ্রায়ে সিরাজগঞ্জ জেলার লাহিড়ী মোহনপুর এলাকায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন করার জন্য মেশিনারিজ নিয়ে আসে। কারখানার স্থাপনা কার্যক্রম শুরু হলেও দেশ বিভক্তির কারণে ১৯৪৭ সালে এ উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে জনাব মুখলেছুর রহমান তাঁর নিজস্ব সম্পদ বিনিময় সূত্রে কারখানাটির মালিকানা গ্রহণ করেন। কারখানাটির নাম পরিবর্তন করে 'ইষ্টার্ন মিল্ক প্রোডাক্টস' দেয়া হয় এবং স্থাপনা কাজ ১৯৫২ সালে সমাপ্ত করা হয়। কারখানা হতে তখন দুধ, ঘি, মাখন ইত্যাদি দুগ্ধজাত পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করে কলকাতা শহরে স্বল্প পরিসরে কিছু দিন মিল্ক ভিটা নামে বাজারজাত করা হতো।

১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি সমবায় ব্যবস্থাপনায় এনে সমবায়ভিত্তিক প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং পুরানো নাম সংশোধন করে প্রতিষ্ঠানটির নাম রাখা হয় 'ইষ্টার্ন মিল্ক প্রডিউসার্স কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিঃ'। প্রাথমিকভাবে সমবায় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ফলপ্রসূ না হওয়ায় ১৯৬৮ সালে সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি কর্তৃক উক্ত কারখানাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়। একই সময়ে আর্থিকভাবে দেউলিয়াত্বের কারণে ঢাকার তেজগাঁও এ 'অষ্টো ডেয়রী' নামে বোতলজাত দুগ্ধ উৎপাদন ও বিপণনের আরেকটি প্রতিষ্ঠান সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি কর্তৃক দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়। সমবায় মার্কেটিং সোসাইটিও প্রতিষ্ঠান দু'টোর আর্থিক অবস্থার উন্নতি অর্জনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। প্রতিষ্ঠান দু'টি সীমিতভাবে কিছুদিন উৎপাদন ও বিপণন কর্মকাণ্ড পরিচালনা হলেও সঠিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সহযোগিতার অভাবে ১৯৭০ সালের প্রথমদিকে কারখানা দু'টোর উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, কৃষক-শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু, মেহনতি জনতার কণ্ঠস্বর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মেহনতি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, কৃষকের উৎপাদিত দুধের ন্যায্যমূল্য এবং শহরের ভোক্তা শ্রেণির মধ্যে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ সরবরাহের নিমিত্তে নিজস্ব উৎপাদন ক্ষেত্র দিয়ে দুগ্ধ চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে ভারতের 'আমূল' পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে দুগ্ধ সংকট নিরসনের পদ্ধতি নিরূপণের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি) ও ডেনমার্ক'এর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সী ড্যানিডা'এর সহায়তায় দুই পরামর্শক যথাক্রমে মিঃ ক্যাসট্রপ ও মিঃ নেলসন কর্তৃক এদেশের দুগ্ধ শিল্প নিয়ে স্টাডি করা হয়। বাংলাদেশ সরকার স্টাডি দু'টির সুপারিশ বিবেচনা করে পূর্বতন কারখানা দু'টির দায়-দেনা পরিশোধ করে নতুন এলাকায় 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে ১৯৭৩ সালে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন

প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারের ১৩.১২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তায় দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় নিম্নোক্ত দু'টি মৌলিক আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে ১৯৭৭ সালে 'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড' নামকরণ করা হয়।

উদ্দেশ্য

- শতাব্দী ধরে বঞ্চিত এবং মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া-দালাল শ্রেণি কর্তৃক নিগৃহীত এ অঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকবৃন্দকে সমবায়-এর মাধ্যমে সুসংগঠিত করে, তাদের গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত দুধের জন্য ন্যায্যমূল্য প্রদানভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি;
- শহরাঞ্চলে, যেখানে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়, সেখানে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

ভিশন

দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা ।

যে আইন দ্বারা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত

সমবায় সমিতি আইন; ২০০১ ও সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০১৩);এর ১০ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয় এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক একটি উপ-আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা) পরিচালিত হয়ে আসছে। ইহার নিবন্ধন নং ৩, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ;

মিল্ক ইউনিয়নের সাংগঠনিক কাঠামো

মিল্ক ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত শেখ নাদির হোসেন লিপু সভাপতি এবং ১১ জন সদস্য সমন্বয়ে উক্ত কমিটি গঠিত। নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১ জন, মহাব্যবস্থাপক ২ জন, অতি: মহাব্যবস্থাপক ৪ জন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১,১২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।

মিল্ক ভিটার কার্যকরী এলাকা

বিভাগ : ৭ টি

সমিতির সংখ্যা

নং	বিভাগের নাম	মোট প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা	মোট কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা	সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা
১	রাজশাহী বিভাগ	১৩৭৩	১০	৬৭৮৯০
২	রংপুর বিভাগ	৪৮৩	৪	১৫৪৫৬
৩	ঢাকা বিভাগ	৫৩১	১৪	১৬৯৯২
৪	চট্টগ্রাম বিভাগ	১৪৭	১৩	৪৭০৪
৫	খুলনা বিভাগ	৩৩৪	১৪	১০৬৮৮
৬	বরিশাল বিভাগ	৯০	৫	৩১৫০
৭	ময়মনসিংহ	১২৯	৫	৪৬৮৮
	সর্বমোট	**৩০৮৪**	**৬৫**	**১৩৪৭২৮**

২০০১-০২ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বছরওয়ারী মিল্ক ইউনিয়নের আয় ও ব্যয়ের হিসাব (লক্ষ টাকায়) :

আর্থিক বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	মোট লাভ/ক্ষতি
২০০১-২০০২	১৫৭৯১.৮৩	১৫১০৭.৭৬	৬৮৪.০৭
২০০২-২০০৩	১৭২৫২.৯৮	১৬৭৯৯.৯৫	৪৫৩.০৩
২০০৩-২০০৪	১৮৩২৯.১৪	১৭৪৪৩.১১	৮৮৬.০৩
২০০৪-২০০৫	১৯১২৪.৫২	১৮৪৭২.৬৩	৬৫১.৮৯
২০০৫-২০০৬	২৩২০৪.৬০	২২৮০৮.১১	৩৯৬.৪৯
২০০৬-২০০৭	২৩১৫৯.৭০	২৩১২৪.২২	৩৫.৪৮
২০০৭-২০০৮	২২৯৯৪.০২	২১৯৬০.৮৯	১০৩৩.১৩
২০০৮-২০০৯	৩২১২৩.৯৯	৩০৬১২.১১	১৫১১.৮৮
২০০৯-২০১০	৩৬৯৪৭.২১	৩৫৩৬৫.২৫	১৫৮১.৯৬
২০১০-২০১১	৩৭৩৪৮.৩৫	৩৬৪৪২.৭১	৯০৫.৬৪
২০১১-২০১২	৪৪৬৮৫.১৫	৪৩৮৭৯.৪৪	৮০৫.৭১
২০১২-২০১৩	৪৫৪৫৬.০৬	৪৩৭৪৩.৯৯	১৭১২.০৭
২০১৩-২০১৪	৪০৭৯৩.০০	৪০৬১৮.০০	১৭৫.০০
২০১৪-২০১৫	৪৫৫০১.১৯	৪৪৯০৭.৫৭	৫৯৩.৬২
২০১৫-২০১৬	৪৪৬৩৩.৪২	৪৩৩৩১.৫৫	১৩০১.৮৭
২০১৬-২০১৭	৩৪৯৮৮.৮৩	৩৪৫৬৬.৫০	৪২২.৩২
২০১৭-২০১৮	৩৫১৯৪.৯৩	৩৪৮৪১.৪৮	৩৫৩.৪৫
২০১৮-২০১৯ (জুন)	৩৪,৩১৪.৭২	৩৪,০৫১.২১	২৬৩.৫১ (প্রায়)

জেলা : ৪১ টি
উপজেলা : ১৩৭ টি
ইউনিয়ন : ৪৯০ টি
গ্রাম : ২,৩১৯ টি

বিভাগওয়ারী মিল্ক ইউনিয়নের আর্থিক চিত্র
(অর্থবছর ৩০/০৬/২০১৯খ্রি. পর্যন্ত)

- সরকারি ঋণ : ২৬.২০ কোটি টাকা
- সরকারি ইক্যুইটি : ৪১.৫০ কোটি টাকা (৫৪.৫৪%)
- সমবায়ীদের অংশগত মূলধন : ৪২.২০ কোটি টাকা (৫০.৪৬%)
- আবর্তক ঋণ (সরকারি) : ৫.০০ কোটি টাকা



- স্থায়ী সম্পদের মূল্য (অবচয় বাদে) : ১১৮.১৭ কোটি টাকা
- অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য (অবচয় বাদে) : ১২৪.১৯ কোটি টাকা
- নিট মুনাফা (২০১৮-২০১৯) : ২.৬৪ কোটি টাকা (অনিরীক্ষিত)
- বাৎসরিক টার্নওভার : ৩০৫.৬৬ কোটি টাকা
- সামাজিক কল্যাণ খাতে (CSR) বছরিক অনুদান : ০.১৪ কোটি টাকা
- স্থায়ী আমানত : ৮৯.৫৫ কোটি টাকা
- চলতি তহবিল : ৩০.০০ কোটি টাকা (প্রায়)।

সমিতি বিভাগের ২০১৮-২০১৯ (জুন'১৯ পর্যন্ত) বছরের তথ্যাবলি :

- দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমাণ (লিটার) : ৫.০০ কোটি লিটার
- মোট গবাদিপশুর সংখ্যা : ৩.১০ লক্ষ টি
- জরুরি ও ভ্রাম্যমাণ পশু চিকিৎসা : ৭০০০০ টি
- মোট টীকা দান : ১.৬০ লক্ষ ডোজ
- কৃত্রিম হিমায়িত বীজ উৎপাদন : ১.২৫ লক্ষ ডোজ
- কৃত্রিম হিমায়িত বীজ বিতরণ : ১.২০ ডোজ
- কৃত্রিম প্রজনন : ১,০৮,৮৮৯ ডোজ
- শংকর জাতের গো-শাবক জন্ম : ৩৮,৬৩৯ টি
- মোট ব্রিডিং বুলের সংখ্যা : ৮ টি
- উচ্চ ফলনশীল ঘাস চাষ : ২৫১২ একর
- উচ্চ ফলনশীল ঘাসের বীজ বিতরণ : ১০ টন
- বাথান জমি বিতরণ : ১০২৫ একর
- বাথান জমি ভোগকারী সমিতির সংখ্যা : ৪০ টি
- ভ্যাকসিন, ঔষধ ক্রয় ও বিতরণ : ১.৬০ কোটি টাকা
- নাইট্রোজেন গ্যাস সরবরাহ : ৩,৬০০ লিটার
- গোখাদ্য বিতরণ : ২,০৫০ মে : টন
- মডেল ফার্ম ও গাভি ঋন বিতরণ : ২.৫ কোটি
- মোট পশু চিকিৎসক : ৪১ জন (৩৩ জন পুরাতন এবং ৮ জন নতুন)
- সম্প্রসারণ কর্মকর্তা : ১২ জন
- সমিতি সংগঠক : ৮৬ জন
- এল.এফ.এ.আই : ২০৯জন
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : ৩৭২ জন

বিনামূল্যে প্রদানকৃত মিল্ক ভিটার সেবাসমূহ

- গবাদিপশুর নিয়মিত টীকা প্রদান করা;
- অসুস্থ্য গবাদি পশুর চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ঔষধ সরবরাহ করা;
- উন্নতমানের ফ্রিজিয়ান ও জার্সি বুলের সিমেন দিয়ে কৃত্রিম প্রজনন করা;
- উচ্চফলনশীল সবুজ ঘাসের কাটিং ও বীজ

প্রদান করা;
- মাত্র ৫% সার্ভিস চার্জে গাভি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা;
- উন্নতমানের দানাদার গোখাদ্য প্রকৃতমূল্যে সরবরাহ করা;
- গবাদিপশু প্রতিপালনের জন্য খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- গবাদিপশু প্রতিপালনের জন্য খামারীদের কারিগরি জ্ঞান প্রদান করা;
- উল্লিখিত সেবাসমূহ মিল্ক ইউনিয়নের সকল সমবায়ী খামারীদের প্রদান করা হচ্ছে।

দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়নে সম্ভাবনা

- দেশে এবং বিদেশে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যসামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে;
- গ্রামীণ পর্যায়ে প্রচুর দক্ষ জনশক্তি ও কৃষকদের দুগ্ধ উৎপাদনে আগ্রহ বিদ্যমান;
- গবাদিপশু লালনপালন উপযোগী পর্যাপ্ত খাসজমি সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- উপকূলীয় চরাঞ্চলে স্বল্প খরচে মহিষের লালনপালন সুবিধা;
- সরকারের বাজেটে দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ রাখা;
- দাতা সংস্থার মাধ্যমে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- গ্রামীণ কৃষকদের উৎপাদিত দুগ্ধ বাজারজাতকরণের জন্য পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে মিল্ক ভিটার কার্যক্রমের সমন্বয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা;

করণীয় বিষয়সমূহ

- পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাসের যোগান বৃদ্ধির জন্য সরকারের সকল পতিত, খাসজমি চাষের আওতায় এনে ঘাস চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- কৃষির অন্যান্য সেক্টরের ন্যায় ঘাস চাষিদের পৃথক প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- গোখাদ্য তৈরির সকল কাঁচামালের আমদানি পর্যায়ে এবং স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদনকৃত পণ্যের উপর সকল ধরনের আইটেমের উপর ভ্যাট ও শুল্ক মওকুফ করা;
- বিএলআরআই, ডিএলআইএসসহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঘাস চাষের উপর প্রয়োগিক গবেষণা জোরদার করা এবং কৃষকদের মাঝে তা সম্প্রসারণ করা;
- দানাদার গোখাদ্যের কাঁচামাল আমদানি, বিপনণ এবং গবাদিপশুর খাদ্য তৈরিতে সব ধরনের ভ্যাট/ট্যাক্সসহ যাবতীয় শুল্ক

দুগ্ধ শীতলীকরণ কারখানাসমূহ

স্থান	ঠিকানা		ধারণ ক্ষমতা ক্ষমতা (লিটার)	চালুর তারিখ
	উপজেলা	জেলা		
বাঘাবাড়ীঘাট	শাহজাদপুর	সিরাজগঞ্জ	১,৬২,০০০	নভেম্বর, ১৯৭৭
টেকেরহাট	রাজৈর	মাদারীপুর	২০,০০০	ডিসেম্বর, ১৯৭৭
টাঙ্গাইল	সদর	টাঙ্গাইল	৫,০০০	জুন, ১৯৭৫
মানিকগঞ্জ	সদর	মানিকগঞ্জ	৫,০০০	সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫
শ্রীনগর	শ্রীনগর	মুন্সিগঞ্জ	২,০০০	মে, ১৯৯৪
রংপুর	বিসিক শিল্প এলাকা	রংপুর	২০,০০০	ডিসেম্বর, ১৯৯৫
ভাংঙ্গুড়া	ফরিদপুর	পাবনা	১০,০০০	অক্টোবর, ১৯৯৯
লাহিড়ীমোহনপুর	উল্লাপাড়া	সিরাজগঞ্জ	১০,০০০	নভেম্বর, ২০০০
ভৈরব	ভৈরব	কিশোরগঞ্জ	৫,০০০	এপ্রিল, ২০০১
রায়পুর	রায়পুর	লক্ষীপুর	৫,০০০	ফেব্রুয়ারী, ২০০২
নাটোর	সদর	নাটোর	-	জানুয়ারি, ২০০৩
ইসলামপুর	ইসলামপুর	জামালপুর	৫,০০০	মে, ২০০৩
গাবতলী	গাবতলী	বগুড়া	৫,০০০	জানুয়ারি, ২০০৪
সাতক্ষীরা	সদর	সাতক্ষীরা	১০,০০০	জুলাই, ২০০৫
নওগাঁ	বিসিক শিল্প এলাকা	নওগাঁ	৫,০০০	আগষ্ট, ২০০৫
রামগঞ্জ	রামগঞ্জ	লক্ষীপুর	৫,০০০	অক্টোবর, ২০০৫
শিবপুর	নরসিংদী	নরসিংদী	২,০০০	এপ্রিল, ২০০৬
খুলনা	সদর	খুলনা	৫,০০০	জুন, ২০০৬
চিরিরবন্দর	রানীবন্দর	দিনাজপুর	৫,০০০	সেপ্টেম্বর, ২০০৬
ঈশ্বরদী	ঈশ্বরদী	পাবনা	৫,০০০	সেপ্টেম্বর, ২০০৬
সোনাগাজী	সোনাগাজী	ফেনী	৫,০০০	জানুয়ারি, ২০০৮
সুবর্ণচর	সুবর্ণচর	নোয়াখালী	৫,০০০	জানুয়ারি, ২০০৮
শাহজাদপুর পূর্বাঞ্চল	শাহজাদপুর	সিরাজগঞ্জ	১০,০০০	মে, ২০০৮
জামালপুর	সদর	জামালপুর	৫,০০০	জুন, ২০০৮
পঞ্চগড়	সদর	পঞ্চগড়	৫,০০০	ফেব্রুয়ারী, ২০১১
ত্রিশাল	ত্রিশাল	ময়মনসিংহ	২,০০০	জানুয়ারি, ২০১২
অভয়নগর	অভয়নগর	যশোর	৫,০০০	মার্চ, ২০১২
শ্রীপুর	শনিপুর	গাজীপুর	১,৫০০	অক্টোবর'২০১২
টুঙ্গীপাড়া	টুঙ্গীপাড়া	গোপালগঞ্জ	৩,০০০	মে' ২০১২
মাদারগঞ্জ	মাদারগঞ্জ	জামালপুর	১০,০০০	ফেব্রুয়ারী, ২০১৩
ধনবাড়ী	ধনবাড়ী	টাঙ্গাইল	৫,০০০	জুন, ২০১৩
পটিয়া	পটিয়া	চট্টগ্রাম	১০,০০০	জুন, ২০১৩

দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ করখানা (Pasteurization Plant)

স্থান	ভূমি (একর)	দৈনিক উৎপাদন (লিটার)	উৎপাদন শুরু	উৎপাদিত পণ্য
ঢাকা দুগ্ধ কারখানা	৮.৪৬	১,১০,০০০	মে, ১৯৭৬	পাস্তুরিত তরল দুধ (প্যাকেট)
বাঘাবাড়ীঘাট দুগ্ধ কারখানা	১৯.৮৮	১,৬২,০০০	নভেম্বর, ১৯৭৭	পাস্তুরিত তরল দুধ ও অন্যান্য
টেকেরহাট দুগ্ধ পাস্তুরাইজেশন কারখানা	১৬.১১	২০,০০০	ডিসেম্বর, ১৯৭৭ (পুনরায় মার্চ ২০১৬)	পাস্তুরিত তরল দুধ (প্যাকেট)

অন্যান্য পণ্যের কারখানা সমূহ (Other Product Plant)

কারখানার নাম	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা (লিটার)	উৎপাদন শুরু	উৎপাদিত পণ্য
পাউডার প্লান্ট,বাঘাবাড়ীঘাট	৭৬৮ কেজি/ঘণ্টা	সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭	পাউডার দুধ উৎপাদন
ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, বিডিপি	১৩,৮০০ লিঃ/ঘণ্টা	মার্চ, ২০০৪	পানি বিশুদ্ধকরণ
কনডেন্সড মিল্ক প্লান্ট, বিডিপি	১,০০,০০০	জুলাই, ২০০৬	কনডেন্সড মিল্ক উৎপাদন (চালুর জন্য প্রক্রিয়াধীন)
ক্যান মেকিং প্লান্ট, বাঘাবাড়ীঘাট	১২,০০০ ক্যান/ঘণ্টা	জুন, ২০০৮	কনডেন্সড মিল্ক (চালুর জন্য প্রক্রিয়াধীন)
ইউ এইচ টি মিল্ক প্লান্ট, বিডিপি	১,০০,০০০	মে, ২০০৯	ইউ এইচ টি দুধ উৎপাদন (চালুর জন্য প্রক্রিয়াধীন)
শিবপুর কারখানা	৯,০০০ বোতল/ঘণ্টা	প্রক্রিয়াধীন	মিনারেল ওয়াটার প্লান্ট (চালুর জন্য প্রক্রিয়াধীন)
ক্যান্ডি ও চকোলেট প্লান্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	৫০০ কেজি/ঘণ্টা	মার্চ, ২০০৬	চকোলেট ও কভারচার উৎপাদন
ইউএইচটি প্লান্ট, মিরপুর, ঢাকা	৪০,০০০ /ঘণ্টা	জুন, ২০০৬	ইউএইচটি ফ্লেভার্ড মিল্ক (চালুর জন্য প্রক্রিয়াধীন)
লাবাং উৎপাদন কারখানা, মিরপুর, ঢাকা	১০০/ঘণ্টা	সেপ্টম্বর, ২০১৫	২৫০ ও ৫০০ এমএল লাবাং বোতল উৎপাদন



রেয়াদ দেয়া;

- এ সেক্টরকে Thrust Sector হিসেবে ঘোষণা;
- দেশের দুগ্ধ শিল্পকে জাতীয় অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মিল্ক ভিটাকে আবর্তিত করে জাতীয় দুগ্ধ নীতি তৈরি;
- গুজরাটের ন্যায় বাংলাদেশে দুধের অন্যতম স্থান হিসেবে বাঘাবাড়ীঘাটে এনডিবিবি'র ন্যায় ডেইরি বোর্ড গঠন এবং তার প্রধান কার্যালয় সেখানে তৈরি করা;
- ডেইরি বোর্ডের চেয়ারম্যান হতে আরম্ভ করে অন্যান্য সকল সদস্যকেই দুগ্ধ শিল্পের সাথে জড়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডেনরি টেকনোলজিষ্ট, ডেনরি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত প্রাক্তন আমলাসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে গঠন করা।

মিল্ক ভিটার পণ্যসমূহ

- পাস্তুরিত প্যাকেটজাত তরল দুধ
- টক দধি
- মাখন
- চকোবার
- ননীযুক্ত গুড়োদুধ
- রসমালাই
- ননীবিহীন গুড়োদুধ
- লাবাং
- আইসক্রিম
- কাঁচা ছানা
- ঘি
- রসগোল্লা
- মিষ্টি দধি

মিল্ক ইউনিয়ন কর্তৃক গৃহীত নিম্ন বর্ণিত চলমান প্রকল্প গুলোর সংক্ষিপ্তসার (Synopsis) :

চলমান প্রকল্প :

- সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে গুঁড়ো দুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) : ১০,৫৯৩.২৩ লক্ষ টাকা। ১ম সংশোধিত ডিপিপি গত০২/১০/২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।
- দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প : ৪,২৪৮.৭২ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প : ৩৪,৪১৯.২৯ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

নতুন প্রকল্প :

- গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় মিল্ক ভিটার গবাদিপশুর ঔষধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন প্রকল্প : ৩৩,০৫২.৮৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অর্থায়ন ও জনবলের প্রস্তাবসংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০২/০৮/২০১৮ইং তারিখের পত্রের আলোকে ডিপিপি সংশোধনপূর্বক ১৭/১২/২০১৮খ্রি : তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ৫টি বিভাগে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, ৩২টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, ১১৪টি বিক্রয় কেন্দ্র এবং ১টি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন : ১,৫২,১৮৪.০০ লক্ষ টাকা। গত ১৭/১২/২০১৮ খ্রি : তারিখে প্রকল্পের খসড়া ডিপিপি সংশোধনপূর্বক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- মাদারীপুরের টেকেরহাটে উৎপাদিত দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে চিজ

স্থান	ঠিকানা		ধারণ ক্ষমতা ক্ষমতা (লিটার)	চালুর তারিখ
	উপজেলা	জেলা		
মতলব (উত্তর)	মতলব	চাঁদপুর	১,৫০০	জুন, ২০১৩
ঠাকুরগাঁও	সদর	ঠাকুরগাঁও	৫,০০০	এপ্রিল, ২০১৪
বোয়ালমারী	বোয়ালমারী	ফরিদপুর	৫,০০০	মে, ২০১৫
ঝিকরগাছা	ঝিকরগাছা	যশোর	৫,০০০	অক্টোবর, ২০১৫
পীরগঞ্জ	রংপুর	রংপুর	৫,০০০	জানুয়ারি, ২০১৬
গঙ্গাচড়া	রংপুর	রংপুর	৫,০০০	জানুয়ারি, ২০১৬
বদরগঞ্জ	রংপুর	রংপুর	১০,০০০	ডিসেম্বর, ২০১৭
জলঢাকা	নীলফামারী	নীলফামারী	২,০০০	ডিসেম্বর, ২০১৭
আগৈলঝরা	বরিশাল	বরিশাল	১,৫০০	এপ্রিল, ২০১৬
গলাচিপা	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	১,৫০০	মে, ২০১৬
দৌলতপুর	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	২,০০০	অক্টোবর, ২০১৬
ভেড়ামারা	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	২,০০০	অক্টোবর, ২০১৬
কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	২,০০০	এপ্রিল, ২০১৭
কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	২,০০০	ডিসেম্বর, ২০১৭
ফকিরহাট	বাগেরহাট	বাগেরহাট	৭,০০০	মে, ২০১৮
শার্শা	শার্শা	যশোর	১০,০০০	৭ এপ্রিল, ২০১৯
তালা	তালা, সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা	৫,০০০	
পাংশা	পাংশা, রাজবাড়ী	রাজবাড়ী	৫,০০০	
কুমারখালী	কুমারখালী, কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	২,০০০	৭ জুলাই, ২০২০

প্রস্তাবিত দুগ্ধ শীতলীকরণ কারখানা সমূহ

স্থান	ঠিকানা	
	উপজেলা	জেলা
কোম্পানিগঞ্জ, কবিরহাট	কোম্পানিগঞ্জ, কবিরহাট	নোয়াখালী
উলিপুর	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
ভুরুঙ্গামারী	ভুরুঙ্গামারী	
নাগেশ্বরী	নাগেশ্বরী	
ফুলবাড়ী	ফুলবাড়ী	
সন্দ্বীপ	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম
আনোয়ারা	আনোয়ারা	
মিরেরশ্বরাই	মিরেরশ্বরাই	
শেরপুর	শেরপুর	শেরপুর
লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	লালমনিরহাট

বিভিন্ন আর্থিক বছরে মিল্ক ভিটার দুগ্ধ সংগ্রহ এবং দুধের মূল্য পরিশোধ (লক্ষ লিটার এবং কোটি টাকা) :

আর্থিক বছর	মোট দুগ্ধ সংগ্রহ (লিঃ) (লক্ষ লিটার)	প্রতি লিটার দুধের গড় দাম (টাকা)	মোট দাম (কোটি টাকা)
২০০১-২০০২	৫৩৮.১০	১৬.১৬	৮৬.৯৬
২০০২-২০০৩	৫৬৮.৩৭	১৬.৯১	৯৬.১১
২০০৩-২০০৪	৬২৭.৮৫	১৬.৬৭	১০৪.৬৬
২০০৪-২০০৫	৬৮৫.১৪	১৭.৪৫	১১৯.৫৬
২০০৫-২০০৬	৭৩৬.২৬	১৮.৯৩	১৩৯.৩৭
২০০৬-২০০৭	৬৯৭.৬২	১৯.৭৯	১৩৮.০৬
২০০৭-২০০৮	৫৫৩.৮৯	২৪.৮৩	১৩৭.৫৩
২০০৮-২০০৯	৬৫৭.৮২	৩০.৯৮	২০৩.৭৯
২০০৯-২০১০	৭২৩.৪৫	২৯.৩৬	২১২.৪০
২০১০-২০১১	৭২৩.২৯	৩২.০৮	২৩২.০৩
২০১১-২০১২	৭১৪.০০	৩৭.৯৭	২৭১.১১
২০১২-২০১৩	৬৭৪.৪৯	৩৯.৩১	২৬৫.১৪
২০১৩-২০১৪	৬২৭.৩০	৪০.৮৪	২৫৬.১৯
২০১৪-২০১৫	৬৭৬.৩৮	৪১.৮৫	২৮৩.০৭
২০১৫-২০১৬	৬২৭.৭৪	৪০.২২	২৫২.৪৮
২০১৬-২০১৭	৫২৮.৩৫	৩৯.৭৫	২১০.০২
২০১৭-২০১৮	৪৭০.৩২	৩৮.৭১	১৮২.০৮ (অনিরীক্ষিত)
২০১৮-২০১৯ (মে)	৪৩৪.৫৬	৩৯.২৬	১৭০.৬০



প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প : ৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা। ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে, মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অপেক্ষায়।

- ৩০ তলা বিশিষ্ঠ দুগ্ধ ভবন নির্মাণ প্রকল্প' : ৩১,৯২৫.৭৪৩৬ লক্ষ টাকা। ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে, যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চালু রয়েছে।
- বৃহত্তর খুলনা বিভাগে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প : ৩৪,৪১৯.২৯ লক্ষ টাকা। ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে, যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চালু রয়েছে।
- বৃহত্তর দিনাজপুর জেলায় দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুধালো গাভির জাতউন্নয়ন ও দুগ্ধের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প : ৩৪,০৫০.০০ লক্ষ টাকা। ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে, মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অপেক্ষায়।

উপসংহার

সফল সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত মিল্ক ইউনিয়ন সরকারের আর্থিক সহযোগিতা কর্মকাণ্ড সুদৃঢ় করবে। দেশের সম্ভাব্য দুগ্ধ এলাকায় দরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক ও স্বল্পবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করে এ প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য একটি ন্যায্যমূল্য ভিত্তিক নিশ্চিত বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়া আরো প্রসারিত করা হবে। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সার্বিকভাবে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক অবদান রেখে গ্রামীণ কৃষকের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি দেশের ২৫ টি জেলায় কর্মযোগ পরিচালনা করলেও ভবিষ্যতে সারা দেশ ব্যাপী মিল্ক ইউনিয়নের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা রয়েছে। মিল্ক ইউনিয়নের এ কর্ম বিস্তৃতির ফলে একদিকে যেমন অতি স্বল্প সময়ে দেশ আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, তেমনি দেশের দুগ্ধ উৎপাদকারী কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়ে তা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক অবদান রাখবে।

মিল্ক ভিটার মাধ্যমে গ্রামের পণ্য আসছে শহরে, শহরের অর্থ যাচ্ছে গ্রামে ফলে গড়ে উঠেছে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নের এক সেতুবন্ধন।



রেজি : নং ২১৯/৯৬
সদস্য সংখ্যা : ৬০,০০০ জন
শেয়ার মূলধন : ৩০,৪৯০,৫০০ টাকা
সম্পদ ও পরিসম্পদের পরিমাণ :
৪৭,১০,০০০,০০০ টাকা

বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

থানা : ভাটারা
জেলা : ঢাকা

১৯৮৯ ইং সনে এপ্রিল মাসে ওয়ার্ল্ডভিশন অব বাংলাদেশ একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থা,অত্র অঞ্চলে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। তাদের প্রধান কার্যক্রমগুলো ছিল নিম্নরূপ :

- দরিদ্রতা দূরীকরণ।
- শিক্ষার মান উন্নয়ন।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা।
- মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান।
- নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষা।
- জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
- আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা।
- নারীদের মধ্যে ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি।

১৯৯০ সালের অক্টোবর মাস থেকে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং এক এলাকায় সর্বোচ্চ ২০ জন মহিলাকে নিয়ে এক একটি দল সংগঠিত হয়। মোট দলের সংখ্যা ছিল ২০টি ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪০০ জন। বয়স্ক শিক্ষার সাথে সমবায় সমিতির ধারণা ও আমাদের দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করা হত এবং শুনতে শুনতে যখন সকলে সচেতন ও নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য উৎসাহী হলেন। পরবর্তী মাস থেকে সমবায় সমিতির জন্য চাঁদা দেয়া শুরু করলেন। পরে মোট পাঁচটি দলে ১০০ জন মহিলাকে বা শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমবায় সমিতির যাত্রা শুরু হয়। প্রথমে একজনের মাসিক চাঁদা ৫০ টাকা করে মোট ৫,০০০ টাকা মূলধন দিয়ে যাত্রা শুরু হয়। দলগুলোর এলাকা ছিল গুলশান থানার মধ্যে নুরেরচালা, খিলবাড়িরটেক, বাড্ডা, জগন্নাথপুর ও ফাসেরটেক। সমিতিকে প্রাথমিকভাবে গঠন করার জন্য যারা সর্বদা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন এবং অবদান রেখেছেন, তাদেরকে আজ আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি এবং তাদের মধ্যে ছিলেন মিঃ নিত্য অধিকারী (বর্তমান ম্যানেজার) ও প্রাক্তন সভানেত্রী মিসেস গোলাপ বানু। ১৯৯৪ সনের জানুয়ারি মাসে সব কয়টি দলকে একত্রিত করা হয় এবং সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সর্বমোট ৫২৮ জনে দাঁড়ায়। তখনকার সময় ওয়ার্ল্ডভিশনের নিয়ম ছিল এক একটি দলে ২০ জনের বেশি মহিলা থাকতে পারবে না। তার জন্য সঞ্চয়ী দলগুলোতে বেশি সদস্য সংখ্যা নেওয়া হয় নাই। যখন জানা গেল বারিধারা পরিবার উন্নয়ন প্রকল্প ফেইস আউট হয়ে যাবে তখন অল্প অল্প করে সঞ্চয়ী দলে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় ও ওয়ার্ল্ডভিশন অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠানটি থাকবে না বলে উক্ত সমবায় সমিতি কীভাবে পরিচালিত হবে তার জন্য পরবর্তীতে ঢাকা জেলা সমবায় অফিস থেকে ১৯৯৬ সনের ১৪ নভেম্বর সমিতি বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ নামে নিবন্ধন করা হয়। সমিতির নিবন্ধন নং : ২১৯/৯৬। ঐ মুহূর্তে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২,৩৭৬ জন। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭ সনের ৩০ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ডভিশন অব বাংলাদেশ তাদের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করে তখন কার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট সমিতির সকল দায়দায়িত্ব হস্তান্তর করে যায়। সেই মুহূর্তে সর্বমোট মূলধন ছিল ৭৫,০০,০০০ টাকা। ওয়ার্ল্ডভিশন অব বাংলাদেশ যাবার মুহূর্তে কিছু অর্থ দিয়ে সমিতিকে সহায়তা করেছে ও অফিস কার্যক্রম সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে



পরিচালনার লক্ষ্যে কিছু আসবাবপত্র ও মহিলাদের নিয়ে সেলাই কাজ করার জন্য ৬টি মেশিন দিয়ে যায়। ১ নভেম্বর ১৯৯৭ থেকে সমিতিতে নতুন করে ও সমিতির নিজস্ব নিয়মনীতি নিয়ে সঞ্চয়ী প্রকল্প চালু করা হয়। ১৯৯৮ সনে সমবায় সমিতির নিজস্ব জমি ক্রয় ও আধাপাকা ভবন নির্মাণ করে নতুন রূপে সমিতির কার্যক্রম আরম্ভ করা হয় ও বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য প্রকল্প চালু করে সদস্যদের আরো অধিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে আসছে। সমিতি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা উৎস থেকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে নাই। এই সমিতি সদস্যদের শেয়ার, সঞ্চয় আমানত ও অন্যান্য আমানত সংগ্রহ করে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ৪৭১ কোটি টাকা নিজস্ব তহবিল ও পুঁজি গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। সদস্যদের প্রয়োজনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ প্রদান সহ অন্যান্য কল্যাণমুখী ও সেবামূলক কাজ পরিচালনায় স্থির রয়েছে। বর্তমান সমিতি মূল সদস্য সংখ্যা ৬০,০০০ জন এর উপরে রয়েছে।

সমিতির প্রধান কার্যালয়

বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর দাগ নং ১১৬০, নুরেরচালা, ভাটারা ঢাকা -১২১২ তে নিজস্ব ৪ কাঠা জায়গা রয়েছে, পরবর্তীতে পাশাপাশি নতুন করে ৩.৫ কাঠা জমি সমিতির জন্য ক্রয় করা হয়েছে। এখন সর্বমোট ৭.৫ কাঠা সমিতির নিজস্ব জমি রয়েছে তারমধ্যে পূর্বে ক্রয়কৃত ৪ কাঠার জমির উপরে সমিতির ৬ তলাবিশিষ্ট বিল্ডিং রয়েছে এবং সম্পূর্ণ বিল্ডিং অফিস কাজকর্ম চলছে। সমিতির নিজস্ব মূলধন দিয়ে বিল্ডিংটি নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা আশাবাদী খুব শীঘ্র বাকি জমিতে নতুন বিল্ডিং তৈরি করা হবে ও ইতোমধ্যে রাউজক থেকে সাড়ে ছয় তলা বিল্ডিং এর অনুমোদন পাওয়া গেছে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমিতির সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের প্রতি সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারিবারিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন, নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, সদস্যের মৃত্যুর পরেও তার পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা, বাল্যবিবাহ বন্ধ, যৌতুক প্রথা বন্ধ, ঋণ নিরাপত্তা স্কিমের মাধ্যমে সদস্যদের মৃত্যুর পরে ৫ লক্ষ টাকা মওকুফ করা, শেয়ার নিরাপত্তা স্কিমের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান, সদস্যদের জন্য ফ্ল্যাট তৈরি করে কিস্তিতে পরিশোধের সুয়োগ প্রদান, বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করে বিধবা সদস্যদের মধ্যে সেবা প্রদান, সদস্যদের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিষয়ে উৎসাহ দেয়া,আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ, উৎপাদনমূলক ও ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি / লাভজনক উদ্দেশ্যে সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণের জন্য তহবিল সৃষ্টি করা এবং সর্বজনীনভাবে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করাই এই সমিতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেগুলো সামনে রেখে ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ



এর ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিভিন্ন উপকমিটিসহ সকলে গতিশীলভাবে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

সমিতির সম্পদ ও পরিসম্পদের পরিমাণ

সদস্যদের এক মুষ্টি চাল জমা করতে করতে আজ সমিতিতে সদস্যদের মধ্যে ৩০ জুন ২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত সমিতির সম্পদ ও পরিসম্পদের পরিমাণ প্রায় ৪৭১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

সমিতির বর্তমান কার্যক্রম

বর্তমান সমিতিতে ১২টি প্রকল্প বা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে যথা :

- সঞ্চয়ী প্রকল্প
- ক্রেডিট প্রকল্প (বিশেষ শেয়ার আমানত)
- মরণোত্তর সেবা প্রকল্প
- বারিধারা মহিলা স্পেশাল ডিপোজিট স্কিম (বিএমএসডি প্রকল্প)
- স্পেশাল (মর্টগেজ) ঋণ প্রকল্প
- এফডিআর প্রকল্প
- হাউজিং প্রকল্প
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (ডায়াবেটিক মাপা, বাচ্চাদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল প্রদান, গর্ভবতী মহিলাদের টিকা প্রদান)
- দ্বিগুণ বা ডাবল ডিপোজিট স্কিম
- ঋণ নিরাপত্তা স্কিম (এলপিএস)
- শিক্ষা প্রকল্প
- শেয়ার নিরাপত্তা স্কিম
- লাখপতি স্কিম।

আদায়কৃত শেয়ার মূলধন

নতুন করে যারা আমাদের সমিতির মূল সদস্যপদ গ্রহণ করবেন তখন তাদের নিকট থেকে ১টি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা করে মোট ৫টি শেয়ার প্রদান করা হবে। মোট ৫টি শেয়ার দাম ৫০০ টাকা হিসেবে নেওয়া হয়। তাদেরকে সমিতি থেকে ৫০০ টাকা মূল্যের ১টি শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়ে থাকে। ৩০ জুন ২০২০ইং তারিখ পর্যন্ত তাদের আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ৩০,৪৯০,৫০০ টাকা রয়েছে।

সঞ্চয়ী প্রকল্প

সমিতির সদস্য হতে হলে প্রথমে এই প্রকল্পে ৫০০ টাকা জমা রাখতে হবে ও সর্বনিম্ন প্রতিমাসে ৫০ টাকা করে জমা দেওয়া যাবে এবং এই সঞ্চয়ী হিসেবে যেকোনো সময় জমা রাখা যাবে ও যেকোনো সময় তার জমাকৃত আমানত উত্তোলন করে নিতে পারবে। জমাকৃত আমানতের উপর বার্ষিক ৭% সুদ প্রদান করা হয়ে থাকে। ৩০ জুন ২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত সঞ্চয়ী হিসাবকারীর সদস্য সংখ্যা ৮১,৫১৫ জন ও তাদের জমাকৃত



আমানত ১১,৮৫,১৫৩,৮৫৫ টাকা।

ক্রেডিট প্রকল্প

এই প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্য হওয়ার ৬ মাস পরে উক্ত সদস্য ঋণের জন্য আবেদন করতে পারে। একজন সদস্য প্রথমে সাধারণত ২০,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৮,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারে ও ৩৬, ৪৮, ৬০, ৬৬, ৭২ ও ৮৪ কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য। উক্ত ঋণের সুদ হার বার্ষিক ১২%। যে সকল সদস্য তাদের ঋণের কিস্তি নিয়মিতভাবে প্রদান করে থাকে তাদের মোট বার্ষিক সুদের উপর ২০% রিবেট প্রদান করা হয়ে থাকে ও বিশেষ শেয়ার আমানতের উপর ৮.৫% লভ্যাংশ বা সুদ প্রদান করা হয়ে থাকে। এই প্রকল্পের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬০,৩১৫ জন ও জমাকৃত বিশেষ শেয়ার আমানত ২,১০,২৪,৪২,৩৯৩ টাকা এবং সদস্যদের নিকট ঋণ হিসেবে ৩,৫৫,৭১,৪০,৪৬৬ টাকা পাওনা রয়েছে।

মরণোত্তর সেবা প্রকল্প

একজন সদস্য বার্ষিক ২৪০ টাকা প্রিমিয়াম বছরের শুরুতে এককালীন জমা দিয়ে থাকে। এই প্রকল্পে সদস্য হওয়ার ১ বছর পর ম্যাচিউরিটি লাভ করে। অর্থাৎ ১ বছর পরে কোনো সদস্য মারা গেলে তার উত্তরাধিকারী/ উত্তরাধিকারীগণকে এককালীন ৬০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে উক্ত আমানতের পরিমাণ ১০,৪৯,২২,৩২১ টাকা।

বিএমএসডি প্রকল্প

প্রকল্পটি ৫,৮ ও ১০ বছর মেয়াদ ভিত্তিতে ১০০ টাকা থেকে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত চালু রয়েছে। সদস্যদের বি এম এস ডি এর জমার বিপরীতে ৯০% ঋণের সুবিধা রয়েছে। তাছাড়া সদস্যরা ইচ্ছা করলে ক্রেডিট বই থেকে ঋণ গ্রহণের সময় উক্ত হিসেবের টাকা জামানত হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এই প্রকল্পের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭,৪১১ জন। এই প্রকল্পে আমানতের পরিমাণ ২৯,৪৯,৪৩,৭২২ টাকা। ৫ বছরের জন্য ৮% হারে চক্রবৃদ্ধি, ৮ বছরের জন্য ৯.৫০%,ও ১০ বছরের জন্য ১০% হারে চক্রবৃদ্ধি লাভ দেয়া হয় ও মেয়াদের পূর্বে হিসাবটি যেকোনো সময় বন্ধ করলে বিএমএসডি-এর নিয়ম অনুযায়ী টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে।

স্পেশাল (মর্টগেজ) ঋণ প্রকল্প

সমিতির কার্য এলাকার মধ্যে যে সকল সদস্যের নিজের নামে জমি রয়েছে সে সকল সদস্য জমি বন্ধক রেখে এই প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে আবেদনকারীকে তার জমির মূল দলিল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি সমিতির অফিসে জমা দিতে হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে একজন সদস্যকে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা বিশেষ ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়ে থাকে। সুদের হার ১২% এবং সর্বাধিক ৪৮ কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য। বন্ধকি ঋণ হিসেবে ৩,২৪,০৫,৮৪০ টাকা পাওনা রয়েছে।

এফডিআর প্রকল্প

এই প্রকল্পে বর্তমানে ৬ মাস থেকে ১,২,৩,৪ ও ৫ বছর মেয়াদে যথাক্রমে ৭%,৭.৫%,৮%,৯% ও ৯.৫% হার সুদে বিনিয়োগের সুব্যবস্থা আছে। বর্তমানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্যদের ১৬,৫৩,৯৩,১৫০ টাকা বিভিন্ন মেয়াদে এফডিআর (দীর্ঘমেয়াদি) হিসেবে সমিতিতে জমা রাখা আছে।

হাউজিং প্রকল্প

বর্তমানে উক্ত প্রকল্পে ৯৫৮ জন সদস্য রয়েছে। এই প্রকল্পে সদস্যপদ লাভের পর প্রতি মাসে নূন্যতম ৫০ টাকা করে জমা দিতে হয়। সঞ্চিত আমানতের উপর ৬.৫০% হারে সুদ প্রদান করা হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে হাউজিং প্রকল্পের মাধ্যমে গাজীপুর জেলার টঙ্গী হায়দরাবাদ এলাকায় ১২.৫ বিঘা ও গাজীপুর জেলার শফিপুর বাজার এলাকায় প্রায় ২ বিঘা জমি ক্রয় করে প্রত্যেক অ্যালোটিদের/ সদস্যদের মধ্যে ২.৫ কাঠা করে মোট ৯৬টি প্লট সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে সদস্যপদ বাধ্যতামূলক নয়।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প

সদস্যদের ও এলাকার দরিদ্র মহিলাদের অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সমিতির

শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত তহবিল গঠনের পাশাপাশি ইপিআই ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি মাসে ২ জন (মেডিসিন ও গাইনী বিশেষজ্ঞ) মহিলা ডাক্তার ও ২ জন স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা সদস্যদের ও সমিতির কার্যক্রম এলাকার মধ্যে মহিলা ও বাচ্চাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে বৃহৎ আকারে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সমিতির সদস্যদের ও এলাকার দরিদ্রতম জনসাধারণের মধ্যে দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। বর্তমান করোনা ভাইরাসের কারণে কার্যক্রমটি বন্ধ রয়েছে।

ঋণ নিরাপত্তা স্কিম (এলপিএস)

জুলাই ২০১১ ইং সন থেকে উক্ত স্কিমটি চালু করা হয়। এই স্কিমের আওতায় কোনো সদস্য ঋণ গ্রহণ করার পর ঋণ থাকা অবস্থায় মারা গেলে (এলপিএস পলিসি অনুযায়ী) তার পরিবারকে বকেয়া ঋণ পরিশোধ করতে হবে না। এর জন্য সদস্যকে ঋণ গ্রহণ করার সময় এককালীন শতকরা .৩০ টাকা (১,০০০-৫০,০০০ টাকা) পর্যন্ত, শতকরা ০.৫০ টাকা (৫১,০০০-১,৫০,০০০ টাকা) পর্যন্ত, শতকরা ০.৬০ টাকা (১,৫১,০০০-৫,০০,০০০ টাকা) পর্যন্ত প্রদান করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ ১০,০০০ টাকা ঋণের জন্য মাত্র ৩০ টাকা, ১,০০,০০০ টাকা ঋণের জন্য মাত্র ৫০০ টাকা এবং ৫,০০,০০০ টাকা ঋণের জন্য মাত্র ৩,০০০ টাকা এককালীন প্রদান করতে হয়।

দ্বিগুণ মুনাফা প্রকল্প

সমিতির সদস্যদের অধিক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত নভেম্বর ২০১০ মাস থেকে উক্ত প্রকল্পটি চালু আছে। বর্তমানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্যদের ২৭,৫৪,৪৬,২০০ টাকা আমানত হিসেবে সমিতিতে জমা রাখা আছে।

শিক্ষা তহবিল

যখন কোনো সদস্য সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে তখন হাজার প্রতি ১ টাকা করে উক্ত তহবিলে সদস্যদের কাছ থেকে জমা রাখা হয়। উক্ত তহবিল ২০১৪ সাল থেকে শুরু করে প্রতি বছর যে সকল সদস্যদের ছেলেমেয়েরা এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় জিপি এ-৫ প্রাপ্ত সেই সকল ছেলেমেয়েদের সমিতি থেকে সংবর্ধনা ও লাভ অফ টোকেন প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে উক্ত তহবিলটি সদস্যদের ছেলেমেয়েদের কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারে পরিকল্পনা রয়েছে।

শেয়ার নিরাপত্তা স্কিম

সমিতির সদস্য নমিনীদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে গত ১ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে উক্ত স্কিমটি চালু করা হয়েছে প্রতি অর্থবছরে মোট বিশেষ শেয়ার আমানতের উপর ০.৬০% হারে কেটে নেয়া হবে এবং যে সকল সদস্যদের ১ লক্ষ টাকার উপরে বিশেষ শেয়ার আমানত জমা রয়েছে অফিস তাদের নিকট থেকে সবোর্চ্চ ১ লক্ষ পর্যন্ত শেয়ার নিরাপত্তা স্কিমের জন্য টাকা কেটে নেবে, ১ লক্ষ টাকা উপরে নেওয়া হবে না। উক্ত টাকা কেটে নেয়ার পরে যদি কোনো সদস্যের মৃত্যুবরণ করে উক্ত স্কিমের মাধ্যমে যত টাকা শেয়ার জমা ছিল তার সমপরিমাণ টাকা অফিস তার নমিনীকে প্রদান করবে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা। উক্ত তহবিলে ১,৬১,৫১,০৪৭ টাকা রয়েছে।

লাখপতি স্কিম

উক্ত স্কিমটি গত ১ জানুয়ারি ২০২০ ইং তারিখ থেকে সমিতির সদস্যদের মধ্যে ও ভবিষ্যৎ আর্থিক পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে স্কিমটি চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৫৭ জন। বর্তমানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্যদের ৭১,৬৩,২১০ টাকা আমানত হিসেবে সমিতিতে জমা রাখা আছে।

সমিতির সাফল্য

- ১ নভেম্বর ২০০৩ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে মনোনীত হয় ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন।
- সভানেত্রী মিসেস গোলাপ বানু ২০০৫ সনে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে জাতীয়ভাবে মনোনীত হন।
- ২০১০ সনের নভেম্বরে জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে ঢাকা জেলা সমবায় অফিস থেকে সমবায় পত্রিকা প্রকাশ করে। যেখানে বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ কে 'সফল সমিতি' হিসেবে প্রকাশ করা হয়।
- ৫ জুন ২০১১ ম্যানেজার মি. নিত্য অধিকারী মানবাধিকার পরিবেশ ও সাংবাদিক সোসাইটি (মাপসাস) থেকে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে মাদার তেরেসা গোল্ড মেডেল অর্জন করেন।
- ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর থেকে 'আকুর' ৪০ তম ক্রেডিট ইউনিয়ন ফোরাম মিটিংয়ে বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ তার ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অর্ন্তজাতিকভাবে সমবায় পুরস্কার অর্জন করেন।
- ২৩ অক্টোবর ২০১১ ম্যানেজার মি. নিত্য অধিকারী মানবাধিকার পরিবেশ ও সাংবাদিক সোসাইটি (মাপসাস) থেকে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে মহাত্মাগান্ধী গোল্ড মেডেল অর্জন করেন।
- ১৯ নভেম্বর ২০১১ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে মনোনীত হয় ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন।
- ১৯ নভেম্বর ২০১১ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ-এর সভানেত্রী গোলাপ বানু জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে মনোনীত হন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন।
- ৯ ডিসেম্বর ২০১৪ ইং তারিখে সভানেত্রী মিসেস গোলাপ বানু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর নিকট থেকে 'বেগম রোকেয়া পদক' অর্জন করেন।
- ১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ ইং তারিখ ম্যানেজার মি. নিত্য অধিকারী শ্রেষ্ঠ সমবায়ী ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য 'হিউম্যান রাইটস গোল্ড মেডেল' অর্জন করেন।

সমিতির স্থায়ী সম্পদ

বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর দাগ নং ১১৬০, নুরেরচালা, বাড্ডা, ঢাকা -১২১২ তে নিজস্ব ৪ কাঠা জায়গা রয়েছে ও বর্তমানে উক্ত জায়গায় সমিতির ৬ তলা বিশিষ্ট নিজস্ব বিল্ডিং রয়েছে এবং সেখানে অফিসের কাজকর্ম চলছে। উক্ত বিল্ডিংটি নিজস্ব আর্থায়নে নির্মাণ করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ ভবনটি অফিস পরিচালনার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আর্থিক অবস্থা ও কার্যক্রম

প্রতি মাসে কমপক্ষে ১,২০০-১,৬০০ জন সদস্যকে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে ও গড়ে মাসিক সাধারণ ঋণ, বিএমএসডি ঋণ ও বিশেষ ঋণের পরিমাণ প্রায় ১৭-১৮ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে সীমিত আকারে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

৩০ জুন ২০২০ইং তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৩৮ হাজার ৬০০ এর সদস্যদের নিকট ঋণ পাওনা রয়েছে। আমরা আশাবাদী উক্ত সদস্যগণ ঋণ গ্রহণ করে গাড়ি, বাড়ি, ব্যবসা, জমি ক্রয়, পোল্ট্রি ফার্ম, মুদি দোকান, কম্পিউটার ক্রয়, উচ্চশিক্ষা, কুটিরশিল্প ও সদস্যদের ছেলেমেয়েদের বিদেশ পাঠানো ইত্যাদি কাজে সংশ্লিষ্ট রয়েছে এবং অনেক সদস্য স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন ও অন্যকে চাকরির করার সুযোগ করে দিচ্ছেন।

সংবর্ধনা

প্রতি বছর সদস্যদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষায়



উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে যে সকল ছাত্রছাত্রী এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ এ উত্তীর্ণ হয় বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ও তাদের মধ্যে সাধারণ পুরস্কার প্রদান করে থাকে। ২০১৯ সালে ৮২ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাধারণ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ২০২১ সালের মধ্যে আমাদের সমিতির সম্পদ ও পরিসম্পদ ৬০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও ২০০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীতে উত্তীর্ণ ও সকলকে মানব সম্পদে পরিণত করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- ৫টি সেবা কেন্দ্রে (নর্দ্দা, ভাটারা ছোলমাইদ, বাড্ডা আবদুল্লাবাগ, সাতারকুল ও খিলক্ষেত বরুয়া) স্থায়ীভাবে জমি ক্রয় করে ও নিজস্ব জমিতে বিল্ডিং তৈরি করে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা ও অত্র এলাকার সদস্যদের সার্বিক সেবা প্রদান করা। ইতোমধ্যে দুটি সেবা কেন্দ্রের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে ও নিজস্ব বিল্ডিংয়ে অফিসের কাজ চলছে।
- গাজীপুর জেলার শফিপুর এলাকায় বৃদ্ধাশ্রমের জন্য ২ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়েছে এবং ২০২২ সালে বিল্ডিং তৈরি করে সমিতির সদস্যদের মধ্যে যারা অসহায় ও বিধবা মহিলা তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে ও সমিতির আয় থেকে পরিচালনার চিন্তা রয়েছে।
- সমিতির সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করে পরবর্তীতে গর্ভবতী মহিলা, গুরুতর অসুস্থ্য রোগী ও মৃত সদস্য এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বল্প খরচে সেবা প্রদান করা।
- প্রতিটি সেবা কেন্দ্রে জমি ক্রয় করে ও বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে সদস্যদের মধ্যে স্বল্প দামে ও কিস্তিতে ফ্ল্যাট বিক্রয় করা এবং প্রতিটি বিল্ডিংয়ে কমিউনিটি তৈরি করে সামাজিকভাবে সেবা প্রদান ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।
- প্রতিটি সেবা কেন্দ্রে কোয়ালিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যাতে স্বল্প ব্যয়ে সদস্যদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ গ্রহণ এবং পরিবারকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুন্ন রাখা।
- বর্তমান ৮ লক্ষ টাকা ঋণের ধাপ বৃদ্ধি করে ১৫ লক্ষ টাকায় উত্তীর্ণ করা।
- অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা সদস্যদের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও ভবিষ্যতে মিনি হসপিটাল স্থাপনা করা।
- আরো হাউজিং প্রকল্পের জমি ক্রয় করে সদস্যদের মধ্যে স্থায়ীভাবে আবাসন সমস্যা সমাধান করা।
- সমিতির সদস্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে ইংরেজি শিক্ষা কোর্স চালু করা।
- সমিতির সদস্যদের মধ্যে কুটিরশিল্পের মাধ্যমে সদস্যদের আয়ের উৎস বৃদ্ধি করা।
- এলাকার পরিবেশ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকা।
- আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সমিতির সম্পদ ও পরিসম্পদ ১,০০০ কোটি টাকায় উত্তীর্ণ করা।
- আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সমিতির কর্মচারী কর্মকতা ৩০০ সংখ্যায় উত্তীর্ণ করা।



নিবন্ধন নং : ৪২/১৯৫৮
তারিখছ ৩ জুলাই ১৯৫৫ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩৯,১৪৫ জন
কর্মসংস্থান : ৬১৭ জন
কার্যকারী মূলধন : ৬,০৬,৭০,১৬,১০৭

দি খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

থানা : তেজগাঁও
জেলা : ঢাকা

দি খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা' বাংলাদেশে পাওনিয়ার সমবায় আন্দোলনের ফসল। ১৯৫৫ সালে শুরু হওয়া এই সমবায় সমিতি বর্তমানে 'ঢাকা ক্রেডিট' নামেই বহুল পরিচিত। তবে নিবন্ধনকৃত নথিতে 'দি খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা' নামেই উল্লেখ রয়েছে। ৬৫ বছর ধরে অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সাথে এর কার্যক্রম চলছে। সমিতির মূলনীতি হলো প্রতিষ্ঠাতার একটি কথা- "ক্রেডিট ইউনিয়নে অসৎ ব্যক্তির স্থান নেই।"

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ৩ জুলাই একজন মিশনারি যাজক চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি ঢাকা ক্রেডিট-এর গোড়াপত্তন করেন। ৫০ জন প্রতিষ্ঠাকলীন সদস্যের মোট ২৫ টাকা মূলধন নিয়ে তৎকালীন খ্রিষ্টানদের আর্থিক দুর্দশা থেকে মুক্তি দিতে যাত্রা শুরু করা এই সমবায় প্রতিষ্ঠান ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের বেঙ্গল কো-অপারেটিভ অ্যাক্টের অধীনে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ক্রেডিট নিবন্ধন লাভ করে (নম্বর ৪২/১৯৫৮)।

ফাদার ইয়াংয়ের ঢাকা ক্রেডিট প্রতিষ্ঠা করার পরই উৎসাহিত হয়ে ঢাকা শহরসহ দেশের বিভিন্ন খ্রিষ্টান মিশনকেন্দ্রিক সমবায় সমিতি, বহুমুখী সমিতি, কো-অপারেটিভ হাউজিংয়ের মতো সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

৬৫ বছর পর, বর্তমানে ঢাকা ক্রেডিটের মোট সম্পদ-পরিসম্পদের পরিমাণ হলো ৭৭৯ কোটি টাকা। ১০ জুলাই ২০২০ এর হিসাব অনুযায়ী এর সদস্য সংখ্যা ৪২ হাজার ৮২০ জন। তবে এই সংখ্যা প্রতিদিনই ক্রমবর্ধমান। মহীরুহ এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ৬১৭ জন কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে। তবে সদস্যরা ঋণ নিয়ে যেসকল আয়মূলক কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি করেছেন, সেখানেও আরো অনেক জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। চারটি জেলায় যেমন- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও মুন্সিগঞ্জে সমিতির কার্যক্রম চলছে।

ঢাকা ক্রেডিটের ১২টি সেবাকেন্দ্র এবং ১৯টি কালেকশন বুথ রয়েছে। ঢাকা ক্রেডিট সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে চালু করেছে নানা ধরনের সঞ্চয়ী ও ঋণ সেবা। বর্তমানে সমিতির ১৬টি সঞ্চয়ী ও ৩৩টি ঋণ সেবা চালু রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে প্রায় ৩০টি বড় বড় সমাজসেবামূলক ও লাভজনক প্রকল্প। যেমন- রিসোর্ট, চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার, সমবায় বাজার, সিকিউরিটি, জিম, গেস্ট হাউজ ও কমিউনিটি সেন্টার, কালচারাল একাডেমি, মাসিক সমবার্তা, ডিসিনিউজ পোর্টাল, ইন্টারনেটভিত্তিক ডিসিটিভি, ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুল, ছাত্র প্রকল্প, আইএলটিএস, স্পেশাল ইংলিশ কোর্স, স্বাস্থ্যনিরাপত্তা স্কীম, স্বাস্থ্য প্রকল্প, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, সদস্যদের মৃতদেহ সৎকার তহবিল, নারী হোস্টেল, বিউটি পার্লার ও আবাসিক প্রশিক্ষণ হোস্টেল, আর্কাইভ ইত্যাদি। সমিতির সকল সদস্য খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হলেও এর অনেক প্রকল্পের সেবা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। সকল ধর্মের-বর্ণে মানুষকে আরো কার্যকরভাবে সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সমবায় অঙ্গনে-ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রকল্প ৩০০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণাধীন রয়েছে গাজীপুরে; পূর্বাচলের অতি সন্নিকটে। ২০২২ সালে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে এবং সেবাকাজের নজির সৃষ্টি



হবে।

ঢাকা ক্রেডিটের ৯টি নিজস্ব বহুতল ভবন অফিস রয়েছে। প্রধান কার্যালয়ে সমিতির রয়েছে ১৮টি বিভাগ। এছাড়াও উপদেষ্টা কমিটি, নারী কমিটি, যুব কমিটি, শিক্ষা কমিটি, স্পোর্টস কমিটি, পার্সোনাল কমিটি, সেবাকেন্দ্র পরিচালনা কমিটি, স্কুল পরিচালনা কমিটির মতো উল্লেখযোগ্য ৫৩টি উপকমিটি রয়েছে।

বর্তমানে এই সমিতির রয়েছে ২২ সদস্যবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি। তার মধ্যে চারজন অফিস বিয়ারার হলেন- পংকজ গিলবার্ট কস্তা, প্রেসিডেন্ট; আলবার্ট আশিস বিশ্বাস, ভাইস-প্রেসিডেন্ট; ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, সেক্রেটারি; পিটার রতন কোড়াইয়া, ট্রেজারার। আটজন ডিরেক্টর হলেন- পাপিয়া রিবেরু, আনন্দ ফিলিপ পালমা, সলোমন আই রোজারিও, প্রত্যেস রাংসা, পাপড়ী প্যাট্রিশিয়া আরেং, মনিকা গমেজ, সজল যোসেফ গমেজ ও পল্লব লিনুস ডি'রোজারিও। পাঁচজন ক্রেডিট কমিটি সদস্য হলেন- সুকুমার লিনুস ক্রুশ, চেয়ারম্যান; ও সদস্যরা হলেন- জনি এস গমেজ, অন্তর মানখিন, লরেন্স পিটার গমেজ ও উমা ম্যাগডেলিন গমেজ। সুপাভাইজরি কমিটির পাঁচজন সদস্যের মধ্যে চেয়ারম্যান জন গমেজ ও সদস্যরা হলেন প্রিয়ন্ত সি কস্তা, ষ্টেলা হাজরা, বার্নার্ড পংকজ ডি'রোজারিও ও মাধবী অনিতা গমেজ।

ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল

ঢাকা ক্রেডিটের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রকল্প হলো ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল। আধুনিক অবকাঠামো এবং উন্নতমানের চিকিৎসা সেবার অবারিত দ্বার নিয়ে শুরু করতে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনে এই প্রকল্পটি। রাজধানী ঢাকার অদূরে কালিগঞ্জের মঠবাড়িতে ২৫ বিঘা জমিতে এই হাসপাতাল অতিশিঘ্রই যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে। ৩০০ শয্যার এই হাসপাতালের পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজ, নার্সিং কলেজ এবং নার্সিং হোম নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে।

ঢাকা ক্রেডিট রিসোর্ট এ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার

ঢাকার অদূরে কালীগঞ্জের মঠবাড়িতে সমিতির নিজস্ব সাড়ে সাত বিঘা জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে 'ঢাকা কেডিট রিসোর্ট এ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার'। মনোরম ও নিরাপদ পরিবেশে বিভিন্ন ট্রেনিং এবং অবকাশকালীন সময় কাটানোর জন্য ঢাকা ক্রেডিট রিসোর্ট এ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার একটি নির্ভরযোগ্য স্থান। আবাসিক সুবিধা, ট্রেনিং/কনফারেন্স হল, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ, গ্যাস-পানি সরবরাহ, নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা ও প্রশিক্ষিত সিকিউরিটি গার্ড, দ্রুত গতির ইন্টারনেট (ওয়াইফাই) সেবাসহ রয়েছে নানা ধরনের সুব্যবস্থা।

ডিসি চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার

২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ঢাকা ক্রেডিট 'ডিসি চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করেছে। সদস্যদের শিশুদের পাশাপাশি অন্যান্য সকল ধর্মের ১৮ মাস থেকে ৬ বছরের শিশুদের এখানে রেখে দিবাযত্নসহ অক্সফোর্ড পাঠ্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে ঢাকা ক্রেডিট সমিতি। শিশুদের সুস্থ মানসিক বিকাশ, গানবাজনা, নাচ, শরীর চর্চা, আর্টস ও ক্র্যাফ্টসসহ নানা বিষয়ে শিক্ষার পাশাপাশি নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে ওঠার নিয়শ্চয়তা দিচ্ছে এই আন্তর্জাতিকমানের চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার।

সমবায় বাজার

সমবায় বাজার ঢাকা ক্রেডিট কর্তৃক পরিচালিত একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। রাসায়নিক বিষমুক্ত, নিত্যপ্রয়োজনীয় মানসম্মত পণ্য, ন্যায্যমূল্য, সিসি ক্যামেরা ও শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত, গুণগতমানের নিশ্চয়তায় সমৃদ্ধ একটি নিরাপদ পরিবেশবান্ধব বাজার প্রতিষ্ঠান। ঢাকা ক্রেডিটের প্রধান কার্যালয় এবং সাভারে চলমান আউটলেট। করোনার মহামারিতে সমবায় বাজারের পণ্য হোম ডেলিভারি দেওয়া হচ্ছে।

ঢাকা ক্রেডিট সিকিউরিটি সার্ভিস

আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি ঢাকা ক্রেডিট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এমনকি বাসাবাড়ির নিরাপত্তার জন্য 'ঢাকা ক্রেডিট সিকিউরিটি সার্ভিস' নামক একটি প্রকল্প চালু করেছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও এপার্টমেন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের অধীনে অসংখ্য বেকার যুবক ও মধ্যবয়সী ব্যক্তিকে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ঢাকা ক্রেডিটের প্রধান কার্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি ও

স্থাপনায় নিরাপত্তাকর্মী সরবরাহ করে যাচ্ছে।

কালচারাল একাডেমি

ঢাকা ক্রেডিট সদস্যদের আর্থিক চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি সমাজের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নে ২০০৮ সালে 'কালচারাল একাডেমি' প্রকল্প শুরু করেছে। বর্তমানে তেজগাঁও চার্চ সংলগ্ন স্কুলে এবং নন্দা সেবাকেন্দ্রে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। একাডেমিতে নাচ, গান, তবলা, গিটার, অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ইংরেজি ও আইইএলটিএস শিক্ষা

ঢাকা ক্রেডিট সাধারণ সদস্যদের ইংরেজিতে কথা বলা ও লেখায় পারদর্শী করার লক্ষ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়াও আইইএলটিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উদ্দেশে স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের কোর্স শুরু করেছে। এযাবৎ এই কোর্স সম্পন্ন করে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন ১ হাজার ৪৪১ জন শিক্ষার্থী। ঢাকা ক্রেডিটের প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত এই কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুল

আর্থিক সেবার পাশাপাশি ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আদর্শ জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় অবদানের লক্ষ্যে সদস্য ও সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ঢাকার নন্দায় সকল ধর্মের শিক্ষার্থীর জন্য 'ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুল' পরিচালনা করে যাচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে শুরু হওয়া এই স্কুলে নার্সারী থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রমে রয়েছে প্রায় ৫০০ জন শিক্ষার্থী।

ঢাকা ক্রেডিট স্বাস্থ্যনিরাপত্তা স্কীম

ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা একজন সদস্যকে স্বাস্থ্যসেবার চেক প্রদান করছেন। ঢাকা ক্রেডিট সদস্যদের অসুস্থকালীন সময়ে নিরাপত্তা প্রদান ও আর্থিক সুবিধার জন্য ঢাকা 'ক্রেডিট স্বাস্থ্যনিরাপত্তা স্কীম' পরিচালনা করছে। সঞ্চয়ের পাশাপাশি সদস্যরা মাসিক ৫০ থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত জমা দিয়ে ৫০ হাজার থেকে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হাসপাতাল বিলের সুবিধা পেতে পারেন সমিতি থেকে। এই পর্যন্ত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা প্রকল্পের অধীনে ৬৭৬ জনকে চিকিৎসার জন্য ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ৩ কোটি ৩৯ লাখ ১৫ হাজার ৭ শত ৯৭ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

ঢাকা ক্রেডিট অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

সদস্যদের পরিবারের জরুরি প্রয়োজনে রোগী স্থানান্তর বা দেশের যেকোনো প্রান্তে মৃতদেহ নেওয়ার জন্য ঢাকা ক্রেডিট অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পরিচালনা করে যাচ্ছে।





ঢাকা ক্রেডিট জিম

সমিতির সদস্যদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার লক্ষ্যে ঢাকা ক্রেডিট একটি জিম পরিচালনা করে আসছে। ঢাকা ক্রেডিটের সদস্য বা তাদের সন্তানরা উক্ত জিমের সদস্য হতে পারবে। স্বল্পমূল্যে এখানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যায়াম বা শরীর সঞ্চালনা করা করা যায়। বিশেষভাবে যুবশ্রেণি এই সুবিধার উপকারভোগী।

ঢাকা ক্রেডিট ছাত্রী হোস্টেল

রাজধানী ঢাকা শহরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য গ্রাম থেকে আসা মেয়েদের আবাসন সমস্যা দূর করতে ঢাকার মনিপুরীপাড়া ও সাধনপাড়ায় দুটি ছাত্রী হোস্টেল পরিচালনা করে আসছে। মেয়েদের নিরাপদ আবাস্থলের নিশ্চয়তা দিয়ে অভিভাবকদের ভাবনাহীন করার লক্ষ্যে এই হোস্টেল-কার্যক্রম চলছে।

ডিসি বিউটি পার্লার

গুলশানের সন্নিকটে নন্দায় অবস্থিত ঢাকা ক্রেডিটের সর্বাধুনিক প্রকল্প হচ্ছে ডিসি বিউটি পার্লার। এটি সাশ্রয়ী মূল্যে নারীদের সৌন্দর্যচর্চার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। এখানে নারীদের থাকা-খাওয়াসহ প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

জাতীয় সমবায় পুরস্কার

দি খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ জাতীয় সমবায় পুরস্কার গ্রহণ করেন।



নিবন্ধন নং : ০২
তারিখ : ১৬-০২-১৯৬০
সদস্য সংখ্যা : ১,০৫,৩৫৭ জন
(পুরুষ : ৭৩,৭৪১ জন, মহিলা : ৩১,৬১৬ জন।)
কার্যকরী মূলধন : ১২৭,৬৮,৫৩,৭৬১.৩২ টাকা।

বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

থানা : পল্টন
জেলা : ঢাকা

পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের অর্থনৈতিক সাহায্য ও স্বাবলম্বী করার অভিপ্রায়ে ১৯৫৯ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর জনাব জাকির হোসেন, চীফ সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আজফার এবং পুলিশের আইজি জনাব এ. কে. এম হাফিজ উদ্দিন সমবায় ভিত্তিতে একটি স্টোর খোলার চিন্তা করেন। ১৯৫৯ সালে ১৫ আগষ্ট ঢাকা পুলিশ ক্লাবের উদ্বোধনকালে মাননীয় গর্ভনর মহোদয় তৎকালীন ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ আবদুল হক-কে উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করেন।

জনাব এম. এ হক বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেন। সমবায় ভিত্তিতে জেলা ও মহকুমা সদরে স্টোর প্রতিষ্ঠা করে তা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না ভেবে তিনি সর্বস্তরের পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সদস্য করে কেন্দ্রীয়ভাবে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবেন। অবশেষে তার অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৬০ সালে 'পূর্ব পাকিস্থান পুলিশ সমবায় সমিতি লিঃ' নামে এই সমিতি আত্মপ্রকাশ করে। ইংরেজিতে পুলিশ ওয়েলফেয়ার এর সংক্ষিপ্ত নামকরণ 'পলওয়েল' রাখা হয়। ১৯৬০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি এই সমিতি সরকারের সমবায় বিভাগের নিবন্ধন লাভ করে। সোসাইটি বর্তমানে ড. বেনজীর আহমেদ বিপিএম (বার) ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ ও চেয়ারম্যান, পলয়েলের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

কর্মসংস্থান

- সোসাইটিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ও কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা : ৩৩ জন।
- পুরুষ : ৩২ জন।
- মহিলা : ১ জন।
- পলওয়েল সুপার মার্কেটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১,৫০০ জন।
- উত্তরাস্থ পলওয়েল কারণেশন মার্কেটে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২,০০০ জন।
- জোনাকী সিনেমা হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪০ জন।
- সি এন জি স্টেশনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪০ জন।
- পলওয়েল আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সোসাইটির সদস্যদের মাঝে প্রতি বছর নিয়মিত লভ্যাংশ বিতরণ করা হলেও সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক, শিক্ষা, অনুদান, বাসস্থান ও সদস্যদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। নিম্নে সমিতির কিছু কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরা হল :

অনুদান ও বৃত্তি

সোসাইটির সদস্যদের অসুস্থজনিত কারণে অনুদান ও সদস্যদের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। যেমন- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৩১,২৬,০২৪ টাকা, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৩৬,১৪,৫২১ টাকা প্রদান করেছে।

আবাসন প্রকল্প

টঙ্গীস্থ দাড়াইল মৌজায় সোসাইটির সদস্যদের বাসস্থানের জন্য ৩৭.৫ বিঘা ক্রয় করে ৫



কাঠার ৫৯টি এবং ২.৫ কাঠার ৯১টি এবং ১০ কাঠার ১টিসহ মোট ১৫১টি প্লট বিতরণ করা হয়েছে।

পলওয়েল সুপার মার্কেট

বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ৬৯/১ নয়াপল্টন, ঢাকায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট হতে আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প হিসেবে ইহা অনুমোদিত হয়। এর ভাড়া আয় সোসাইটির আয়ব্যয় হিসেবে দেখানো হয় যা দিয়ে সদস্যদের লভ্যাংশ পরিশোধ করা হয়। বর্তমানে মার্কেটে ৩৬৩টি দোকান রয়েছে এবং এতে প্রায় প্রত্যক্ষভাবে ১,৫০০ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। পলওয়েল সুপার মার্কেট হতে প্রতি বছর ভাড়া ও অনান্য খাত প্রায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা আয় হয়।

জোনাকী সিনেমা হল

১৯৬৮ সালে সোসাইটির আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প হিসেবে জোনাকী সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকার প্রথম শ্রেণির সিনেমাহলগুলোর মধ্যে জোনাকী সিনেমা হল ছিল অন্যতম। ০৯-০৩-১৯৬৮ সালে সিনেমা হলটি চালু করা হয়। এর ভাড়া আয় সোসাইটির আয়ব্যয় হিসেবে দেখানো হয় যা দিয়ে সদস্যদের লভ্যাংশ পরিশোধ করা হয়। সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমে এটি জাতীয় সংস্কৃতিতে ভূমিকা রাখছে তাছাড়া আবগারি শুল্ক ও আয়কর প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রাখছে। জোনাকী সিনেমা হল হতে প্রতি বছর ভাড়া বাবদ প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা আয় হয়।

পলওয়েল পেট্রোল পাম্প

রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাকের মোড়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পক্ষে সি এন্ড বি এর ডেপুটি সেক্রেটারীর নিকট হতে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, পূর্ব পাকিস্তান পলওয়েলের নামে পরিচালনার জন্য ১টি পেট্রোল পাম্পের জায়গা গ্রহণ পূর্বক সোসাইটির সেক্রেটারীর নিকট হস্তান্তর করেন। যাহা মালিবাগ পেট্রোল পাম্প নামে পরিচিত। ঢাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই পেট্রোল পাম্পের গুরুত্ব অপরিসীম। এর ভাড়া আয় সোসাইটির আয়ব্যয় হিসেবে দেখানো হয় যা দিয়ে সদস্যদের লভ্যাংশ পরিশোধ করা হয়। ইহা আবগারি শুল্ক, আয়কর ও ভ্যাট প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রাখছে। পলওয়েল পেট্রোল পাম্প হতে প্রতি বছর ভাড়া বাবদ প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা আয় হয়।

পলওয়েল কারণেশন শপিং সেন্টার

বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর আরেকটি লাভজনক বাণিজ্যিক উদ্যোগ পলওয়েল কারণেশন শপিং সেন্টার বা পলওয়েল কমপ্লেক্স-২। এটি ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে উত্তরা মডেল টাউন সেক্টর ৮ এ অবস্থিত। শপিং সেন্টারের ভাড়া সোসাইটির আয়ব্যয় হিসেবে দেখানো হয় যা দিয়ে সদস্যদের লভ্যাংশ পরিশোধ করা হয়। বর্তমানে মার্কেটে ৩৪৫টি দোকান এবং ৮টি ওয়ান স্টপ মল রয়েছে এবং এতে প্রায় প্রত্যক্ষভাবে ২,০০০ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং ব্যবসায়ীরা আয়কর শুল্ক এবং ভ্যাট প্রদান করে জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রাখছে। পলওয়েল কারণেশন শপিং সেন্টার হতে প্রতি বছর ভাড়া ও অনান্য খাত প্রায় ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা আয় হয়।

আয়কর

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আয়কর বাবদ ৪২ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৩ টাকা প্রদান করা হয়েছে। যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

সমবায় উন্নয়ন তহবিল

দেশের সমবায় আন্দোলনে ভূমিকা রাখার জন্য অত্র সমিতি প্রতি বছর নিট লাভের ৩% হারে সমবায় উন্নয়ন তহবিল প্রদান করে থাকে। এ খাতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৯,৩৭,৮০৭.৪৫ টাকা এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১০,৮৪,৩৫৬.৫৯ টাক পরিশোধ করা হয়েছে।

জাতীয় সমবায় পুরস্কার

সমবায় ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য অত্র সমবায় সমিতি ১৯৮৫ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।



নিবন্ধন : ২৩
তারিখ : ১১/০৮/১৯৮৪ খ্রি.
সংশোধিত-১৯/২০০৯,৪৬/২০১৩,৫৫/২০১৪।
সদস্য সংখ্যা : ৫৭১৯ জন।
(পুরুষ : ২,৮৫৮ জন, মহিলা : ২,৮৬১ জন)
আদায়কৃত শেয়ার : ১৯,১২,৪২,৩০৬
সঞ্চয় আমানত : ৭৮,৭৮,৮৪,৫৮৫
কার্যকরী মূলধন : ১৩০ কোটি টাকা
বিনিয়োগের পরিমাণ : ৮২,৬০,০৬,৩৩২ টাকা

নাগরী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : কালীগঞ্জ
জেলা : গাজীপুর

১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে গাজীপুর জেলা, কালীগঞ্জ উপজেলাধীন নাগরীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাগরী খ্রিস্টান সমবায় ঋণদান সমিতি। সফল ও গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় নাগরী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিষদের সুযোগ্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন মি. সুমন লরেন্স রোজারিও। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়নকে পরিচিত করতে ও সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করতে পাশাপাশি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে বিরতিহীন অবদান রেখে যাচ্ছে। বর্তমানে নাগরী ক্রেডিটের ১৭টি সঞ্চয়ী প্রোডাক্ট ও ১৯টি ঋণ প্রোডাক্ট চলমান আছে। নাগরী ক্রেডিটের তহবিলের পরিমাণ আর্থিক বছর (২০১৯-২০২০) পর্যন্ত ১৩১ কোটি টাকা প্রায়। বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিষদ দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সদস্য-সদস্যদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের লক্ষ্য ও মূলসুর

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী ক্রেডিটের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সমবায় পুরস্কার অর্জন

'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ের উন্নয়ন' মূলসুর অনুসরণ করে বিগত ২ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের জন্য সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট সমবায় শ্রেণির ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ জাতীয় সমবায় পুরস্কার লাভ করে নাগরী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন নাগরী ক্রেডিটের পক্ষে সমিতির চেয়ারম্যান মি. সুমন রোজারিও।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন-সমবায়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো বলেন-সমবায়ের কাজে যারা দক্ষ তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, সৎ ভাবে তারা যেন কাজ করে, সেভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হব। এ বছর সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ের উন্নয়ন'।

হাইব্রিড বিতরণ কর্মসূচি

"মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য" এই মূলসুরে নাগরী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড কর্তৃক নোভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী মহামারির এই ক্রান্তিলগ্নে সমাজে পিছিয়ে পড়া, দুস্থ, অসহায়, নিপীড়িতদের সাহায্যার্থে হাইব্রিড (ত্রাণ) বিতরণ করা হয়।

চাল-৫ কেজি, ডাল-১ কেজি, আটা-২ কেজি, সয়াবিন তেল-১ লিটার, সাবান-১টি। মোট ১,৫৭৬টি পরিবারের মধ্যে ৮,২৪,৭১০ টাকা মূল্যের হাইব্রিড (ত্রাণ) বিতরণ করা হয়েছে।

প্রবীণহিতৈষী/প্রতিবন্ধীদের ভাতা প্রদান

বিগত ২৪/০৭/২০ তারিখে নাগরী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ কর্তৃক

মহামারির এই ক্রান্তিলগ্নে প্রবীণহিতৈষী ও প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের জন্য প্রণোদনা হিসেব বাৎসরিক ভাতা প্রদান করা হয়েছে। প্রণোদনা ভাতা হিসেবে (ক) প্রতিবন্ধী : ৫২ জন (খ) প্রবীণ : পুরুষ-২৪৯, মহিলা-১৯৩ জন। সর্বমোট ৪৯৪ জন সদস্যদের ১,০০০ টাকা করে, মোট ৪,৯৪,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

মহান বিজয় দিবস, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও প্রাক-বড়দিন উদযাপন

বিগত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে সমিতির সম্মানিত সদস্য-সদস্যদের অংশগ্রহণে নব-জ্যোতি ভবনে মহান বিজয় দিবস, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও প্রাক-বড়দিন উৎসব উদযাপন করা হয়। সমিতির সকল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে উক্ত অনুষ্ঠানে শিশু ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে মহা আড়ম্বরে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফা : জয়ন্ত এস গমেজ, পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় সিস্টার মেরী কিরণ এস.এম.আর. এ, প্রধান শিক্ষক, পানজোরা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়। সমিতির চেয়ারম্যান, মি. সুমন রোজারিও, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, ব্যবস্থাপনা পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ, উপদেষ্টামণ্ডলী ও সদস্য-সদস্যদের নিয়ে প্রাক-বড়দিনের কেক কাটেন এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সহযোগী সদস্যদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

নতুন (৪টি) আর্থিক প্রোডাক্ট উদ্বোধন

বিগত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি. তারিখে সমিতির সদস্য-সদস্যদের অংশগ্রহণে নব-জ্যোতি ভবনে সমিতির নতুন ৪টি আর্থিক প্রোডাক্ট উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফা : জয়ন্ত এস গমেজ, পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহীন সুলতানা, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, মি. রোমেল এইচ ক্রুশ, জেনারেল ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত), কাল্‌ব, মি. সঞ্চয় ডমিনিক রোজারিও, চেয়ারম্যান, মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ। সমিতির চেয়ারম্যান, মি. সুমন রোজারিও, ব্যবস্থাপনা পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ, কর্মীবৃন্দ, উপদেষ্টামণ্ডলী ও সদস্য-সদস্যদের নিয়ে নতুন ৪টি আর্থিক প্রোডাক্ট উদ্বোধন করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

বিগত ৮ মার্চ ২০১৯ খ্রি. আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সমগ্র বিশ্বের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে এবং



অত্র সমিতির প্রত্যেক নারী সদস্যের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসার নিদর্শন দেখিয়ে নাগরী সেন্ট নিকোলস উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ব্যবস্থাপনা পরিষদ এ দিবসটি পালন করেন। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফা : জয়ন্ত এস গমেজ, পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লি। প্রায় ১,০০০ জন নারী সদস্যের অংশগ্রহণ এ উক্ত অনুষ্ঠান হয়ে উঠে প্রাণবন্ত এছাড়াও র‍্যালী,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা এবং সমিতির ৯৭ জন ব্রতধারী/ব্রতধারিণী মায়েদের সম্মানে ভূষিত করা হয়।

ত্রিবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা

বিগত ১০ মে ২০১৯ খ্রি. তারিখে ঢাকা ক্রেডিট রিসোর্ট এ নাগরী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ত্রিবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা অনুষ্ঠিত হয়। মূলভাব : "টেকসই পরিকল্পনাই হোক নাগরী ক্রেডিট এর আগামীর পথচলা"। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ১৩০ জন।

লক্ষ্যমাত্রা

- পেশাদারিত্ব আনায়ন ও এইচআরডি বিভাগ চালু করা।
- কর্মী ও নির্বাহীদের উন্নয়নের জন্য নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
- কাজের ধরন অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- গুণগত নেতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য ডিরেক্টরস কম্পিটেন্সি কোর্সের ব্যবস্থা করা।
- নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সাধারণ সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- কৌশলগত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য কন্সালটেন্ট নিয়োগ ও সুনির্দিষ্ট উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে (স্টাফ) দায়িত্ব প্রদান করা।
- ত্রিবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি বিশেষ উপকমিটি গঠন করা।
- নাগরী ক্রেডিট ইউনিয়নকে একটি আদর্শ ক্রেডিট ইউনিয়ন হিসেবে পরিচিত করা।

সেন্ট নিকোলাস উচ্চবিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রদান

শতবর্ষী ঐতিহ্যবাহী সেন্ট নিকোলাস উচ্চবিদ্যালয়ের ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় ফা : জয়ন্ত এস গমেজ, পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন নাগরী ক্রেডিটের চেয়াম্যান, মি. সুমন রোজারিও। নাগরী ক্রেডিট সেন্ট নিকোলাস উচ্চবিদ্যালয়ের ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাবের জন্য ১২টি কম্পিউটার ও ১টি ডিভিডি রাইডার অনুদান হিসেবে প্রদান করেন। নাগরী ক্রেডিট বিশ্বাস করে উক্ত অনুদানকৃত কম্পিউটার ছাত্রদের ডিজিটাল ও আধুনিক শিক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

কর্মসংস্থান

মোট কর্মচারীর সংখ্যা ২৯ জন ও ২ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী। স্বকর্মসংস্থান ৩,১০০ জন সদস্য সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান তৈরি করা হয়েছে।

সমিতির সম্পত্তির বিবরণ

স্থাবর : জমির পরিমাণ ৩১১.৪৮ শতাংশ, বাজারমূল্য ৩,৮০,৩৩,৫১২ টাকা। অস্থাবর : অফিস ভবন, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, কম্পিউটার, অ্যাম্বুলেন্স, মাইক্রোবাস ইত্যাদির মূল্য ১,১৫,৭২,২২১ টাকা



নিবন্ধন নং : ০৮;
তারিখ : ২৫-১০-১৯৪৮
সদস্য সংখ্যা : ৫৫৬৯ জন।
(পুরুষ : ৪৪২৯ জন, মহিলা : ১১৪০ জন।)
কার্যকরী মূলধন ৩১১.৭৪ কোটি।
কর্মসংস্থান : সমিতিতে বর্তমানে ৩২ জন কর্মকর্তা ও ১৯ জন কর্মচারীসহ মোট ৫১ জন কর্মরত রয়েছে

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ

থানা : মতিঝিল
জেলা : ঢাকা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অধিকতর স্বাবলম্বী করে তোলার মহৎ প্রয়াসে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে মাত্র ২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৮৭৫ পুঁজি নিয়ে সমিতির যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে যার পরিসম্পদ প্রায় ৩৩৮ কোটি টাকা। বিভিন্ন প্রয়োজনে সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ সমিতির প্রধান কার্যক্রম হলেও সমিতি সদস্যদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন ধরনের স্কীম পরিচালনা, সিএসআর কার্যক্রমসহ নানামুখী সেবা প্রদান করে থাকে। নিম্নে সমিতির কিছু কার্যক্রমের বিবরণ উল্লেখ করা হলো :

ঋণদান কার্যক্রম

সমিতিতে ৪ ধরনের ঋণ চালু রয়েছে। যথা :

- স্বল্পমেয়াদি ঋণ : ২০ কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য। এককালীন সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা;
- দীর্ঘমেয়াদি ঋণ : ৩৬ কিস্তিতে পরিশোযোগ্য। সর্বোচ্চ পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা;
- গৃহ সামগ্রী ঋণ : ৩৬ কিস্তিতে পরিশোযোগ্য। সর্বোচ্চ পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা;
- এ্যানি পারপাস লোন : ৬০ কিস্তিতে পরিশোযোগ্য। সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা।

অনুদানসংক্রান্ত

- রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট : সমিতির কোনো সদস্য ব্যাংকের চাকরি হতে চূড়ান্তভাবে অবসর গ্রহণের পর সমিতিতে তাঁর জমাকৃত চাঁদা ফেরত দেয়ার পাশাপাশি উহার অতিরিক্ত রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট হিসেবে সমিতি হতে বর্তমানে ২,০০,০০ টাকা করে প্রদান করা হয়;
- ডেথ বেনিফিট : সমিতির কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারী (গণ) কে বর্তমানে দাফন-কাফন খরচের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ১০,০০০ টাকাসহ মোট ১,৫০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

ঐচ্ছিক সঞ্চয় সংক্রান্ত

- মেয়াদি আমানত : সমিতিতে সদস্যদের জন্য ৩ মাস, ৬ মাস ও ১২ মাস মেয়াদি আমানত ছাড়াও চালু রয়েছে ৩ বছর মেয়াদি বিশেষ মেয়াদি আমানত।
- মাসিক শিক্ষা আমানত : সমিতির সদস্যদের ছেলেমেয়েদের উচ্চতর শিক্ষায় সহায়তা করার জন্য ৩ বছর, ৫ বছর ও ৮ বছর মেয়াদি মাসিক শিক্ষা আমানত স্কীম চালু রয়েছে। স্কীমটিতে মাসিক সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জমা রাখার সুযোগ রয়েছে।
- মুদারাবা হজ আমানত : সমিতির সদস্য ও তাঁর পোষ্যদের ধর্মীয় কাজে সহায়তা করার জন্য হজের সম্ভাব্য ব্যয় বিবেচনা করে এ স্কীমটি চালু করা হয়। উক্ত স্কীমটি ২ বছর, ৫ বছর, ৮ বছর ও ১০ বছর মেয়াদে টাকা জমা রাখার সুযোগ রয়েছে।

সিএসআর কার্যক্রম

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমিতি এর সদস্যদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যথা :



আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি : সদস্যদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় উৎসাহিত করার জন্য সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আলাউদ্দিন আহমেদের নামে অত্র সমিতি কর্তৃক আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। সদস্যদের ছেলেমেয়ে যারা পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ এবং এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পরীক্ষায় নির্ধারিত গ্রেড পয়েন্ট পেয়ে উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে এ বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। বৃত্তি পাওয়ার জন্য পরবর্তী শ্রেণিতে অধ্যয়নরত থাকা বাধ্যতামূলক। ২০০৮ সাল হতে চালু হওয়া এই সিএসআর কার্যক্রমে এ পর্যন্ত ৪,২৪৭ জন ছাত্র/ছাত্রীকে মোট ১.৬৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। ইহা সমিতির একটি চলমান কার্যক্রম।

চিকিৎসা অনুদান কার্যক্রম : দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত সদস্যদের আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তাকে প্রধান করে চিকিৎসা অনুদান প্রদানের নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক তার আলোকে বর্তমানে বিভিন্ন সদস্যদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক অনুদান (সম্পূর্ণ অফেরতযোগ্য) প্রদান করা হচ্ছে। ইহা সমিতির একটি চলমান কার্যক্রম।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের আর্থিক সহায়তা স্কীম : বিশ্বের সকল সম্পদে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। স্বাভাবিক মানুষের পাশাপাশি শারিরীক মানসিক দিক থেকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সমিতির সদস্যদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সহায়তা করার জন্য ২০১৩ সালে উক্ত স্কীমটি চালু করা হয়। এ পর্যন্ত সদস্যদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মোট ২০৩ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকে মোট ১৪.৮০ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। ইহা সমিতির একটি চলমান কার্যক্রম।

মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের সম্মাননা প্রদান : সমিতি কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত ১১০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত ২ জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে সমিতির পক্ষ হতে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ব্যাংকে নবনিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন : বাংলাদেশ ব্যাংকে নবনিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমিতির বিভিন্ন স্কীম ও কল্যাণমুখি কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রতি বছর সমিতি কর্তৃক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়ে থাকে। ইহা সমিতির একটি চলমান কার্যক্রম।

রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

নিজস্ব ভবন-শুভেচ্ছা প্লাজা : সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে হাটখোলা রোডে ১০ কাঠা জমির ওপর ১০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট শুভেচ্ছা প্লাজা নামে ৬ তলা বাণিজ্যিক ভবন রয়েছে; যা বর্তমানে সমিতির স্থায়ী আয়ের একটি উৎস। বর্তমানে ভবনটি বুকভ্যালু প্রায় ২২.৬৫ কোটি টাকা।

শান্তিবাগ গৃহায়ন প্রকল্প : সমিতি কর্তৃক গৃহায়ন প্রকল্পের আওতায় রাজারবাগস্থ শান্তিবাগে ৫৬.৩৬ কাঠা জমির উপর ১০ তলা বিশিষ্ট ৪টি ভবনে ১৪০টি ফ্ল্যাট নির্মাণপূর্বক সদস্যদের মাঝে বিক্রয় ও হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গৃহায়ন কমপ্লেক্স পরিচালনার জন্য সেখানে "বাংলাদেশ ব্যাংক কো-অপারেটিভ রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স ফ্ল্যাট ওনার্স কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ" গঠনপূর্বক তাদের নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করা হয়েছে।

ভূমি প্রকল্প (গাছা প্রকল্প) : সমিতির সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্লট আকারে বিক্রয়ের জন্য টঙ্গীর গাছা ও সাতাইশ মৌজায় বিভিন্ন দাগে ৩ কাঠা ও ৫ কাঠা পরিমাপের প্রায় ১০৬ টি প্লটের জন্য প্রায় ৩৫০ কাঠা জমি ক্রয়ের বিষয়ে নবোদয় হাউজিং লিঃ এর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে জমির রেজিষ্টার্ড বায়নানামা সম্পাদন করা রয়েছে। বায়নাকৃত জায়গার মাটি ভরাটসহ রাস্তা তৈরি ও অন্যান্য উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে প্লট বিক্রয় করা হচ্ছে।

ইতিপূর্বে প্রাপ্ত সমবায় পুরস্কার

সমবায় ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য অত্র সমিতিকে ১৯৫৪ ও ১৯৯২ এবং সম্প্রতি ২০১৬ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে জাতীয় স্বর্ণপদক এবং ২০০৮ সনে তৎকালীন সম্পাদক গাজী সাইফুর রহমান শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ করেন।



নিবন্ধন নং : ০৪৯
তারিখ : ২৩/০৯/১৯৯০
সদস্য সংখ্যা : ৭৪ জন
কার্যকরী মূলধন ২৫৬,১০,৫১,৯২৮
কর্মসংস্থান : প্রত্যক্ষভাবে : ৩৯২ জন
পরোক্ষভাবে : ২,৭৪৪ জন

কিংশুক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

থানা : মিরপুর
জেলা : ঢাকা

১৯৮৭ সালের ১ জানুয়ারিতে ৭ জন যুবকের ৩৫০ টাকা পুঁজি নিয়ে কিংশুক বহুমুখী সমবায় সমিতির যাত্রা শুরু। মিলেমিশে সবাই চলবে এমন একটি সাধারণ ভাবনা থেকে সমিতির নামকরণ করা হয় 'মিশুক' সমবায় সমিতি। উদ্যোক্তা ৭ জনের প্রত্যেকে দশ জন করে সদস্য সংগ্রহ করে মোট ১১ জনের ৭টি দল গঠন করে সমিতির সদস্য সংগ্রহ কর্মকাণ্ড শুরু করে। এভাবে সদস্য হয় ৭ জন থেকে ৭৭ জন। প্রতিটি দলকে বাংলাদেশের বিখ্যাত এক একটি নদীর নামে নামকরণ করা হয়। সমিতির প্রথম সাধারণ সভায় স্থানীয় কিছু আগ্রহী যুবকের একান্ত অনুরোধে দলের সংখ্যা এগারোতে উন্নীত করা হয়। প্রতি দলে ১১ জন করে ১১ দলে মোট ১২১ জন সদস্যের দলভিত্তিক সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে। নিয়মিত সঞ্চয় আদায়, সভা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে সমিতির মূলধন ও সদস্যদের মধ্যে সমবায় চেতনার দৃঢ়তা। এরপর নিবন্ধনের জন্য ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত দীর্ঘ তিন বছর ধরে চলতে থাকে সমবায় চর্চার অনুশীলন।

১৯৯০ সালে সমিতি নিবন্ধনের জন্য উদ্যোগী হলে 'মিশুক' নামের পরিবহনের সাথে সমিতির নামের সাদৃশ্যতার কারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় সমিতির নাম পবির্তন করে নামকরণ করা হয় 'কিংশুক' যা একটি- গন্ধহীন পলাশ জাতীয় ফুলের নাম। ২৩/০৯/১৯৯০ তারিখে কিংশুক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ নামে সমিতি নিবন্ধিত হয়। নিবন্ধন সংখ্যা ৪৯।

সমিতির ১২১ জন শেয়ারহোল্ডার সদস্য নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক তিন বছর মেয়াদের জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও ৪ জন সদস্য।

কিংশুক যে মৌলিক বিশ্বাস নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে

সমবায় চেতনা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। প্রকৃতির চিরায়ত নিয়মে মানুষ যখনই কোনো দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে তখনই তা সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করেছে। সকলের সম্মিলিত এ অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হলো 'সমবায়'। একক প্রচেষ্টায় সফলতা অর্জন যেখানে অসম্ভব বলে প্রতিভাত হয়েছে, সমবায়ী চেতনায় 'সম্মিলিত প্রচেষ্টা' সেখানে অব্যর্থ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

মানুষের অফুরন্ত সুপ্ত ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জাতির ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব। এর জন্যে প্রয়োজন মানুষকে উদ্যোগীকরা। ঋণ মানুষকে আরো ঋণগ্রস্ত করে; পক্ষান্তরে উদ্যোগ মানুষকে স্বাবলম্বী করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগকে বৃহৎ কর্মকাণ্ডে রূপদানের কৌশল হলো 'সমবায়'।

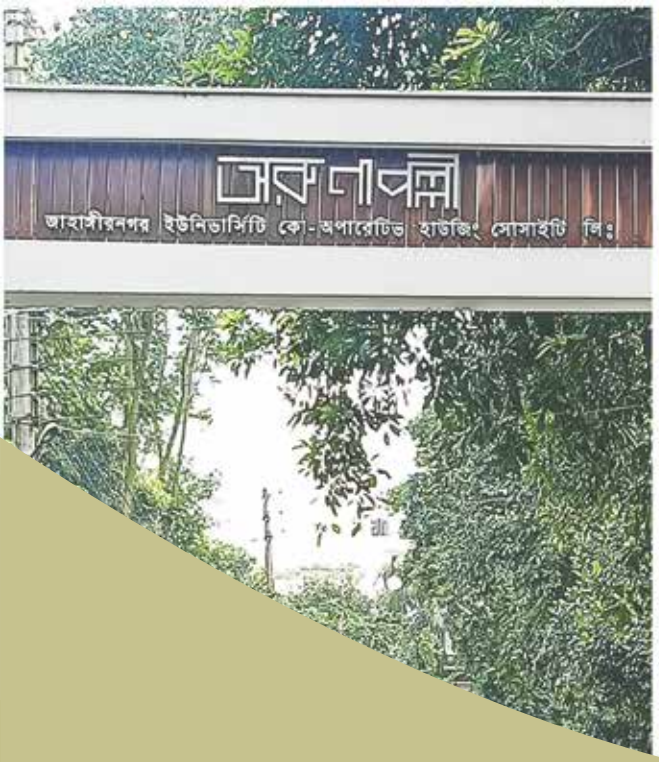


সমবায় মানবিক উৎকর্ষ সাধন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি পরীক্ষিত মাধ্যম।

কিংশুক কোনো অনুদান গ্রহণ কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী নয়। এতে মানুষতার কর্মক্ষমতা হারিয়ে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বীতা অর্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সমবায়ের বিকল্প নেই। কিংশুক তার প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই এই বিশ্বাস ও প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি অভিজ্ঞতা ও কর্মক্ষমতার আলোকে ব্যবসায়িক সম্ভবনা ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কিংশুক সমবায় বিকাশ, বিক্রয় ও বিপণন কেন্দ্র, কিংশুক আবাসন, কিংশুক সিএনজিরি ফুয়েলিং স্টেশন, কিংশুক পার্টিসিপেটরী হাইস্কুল, কিংশুক ইকো-ট্যুরিজম, কিংশুক এগ্রোফুড প্রোডাক্টসহ বিভিন্ন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করে সুদৃঢ় লক্ষ্য নিয়ে অদ্যাবধি কাজ করে যাচ্ছে।







নিবন্ধন নং ১৩৯৫
তারিখ : ২৭.০৬.১৯৭৫ইং।
সদস্য সংখ্যা ৪০৫ জন
শেয়ার মূলধন ৩২,৮৯০
সঞ্চয় আমানত২,৩৯,৯০০
জমির মূল্য ৯,২৯,৯৬,৩৭২
বিবিধ সঞ্চিতি ৩,০১,৮২,২৭১/৩৭
এফ ডি আর ৩০,০০,০০০

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : সাভার
জেলা : ঢাকা

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ (অরুণাপল্লী)-এ বিগত তিন বছরের গৃহীত পরিকল্পনার মধ্যে বেশির ভাগই বাস্তবায়িত হয়েছে। পরিকল্পনাসমূহ নিম্নরূপ :

- সমিতির অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের দৈনন্দিন চাহিদা মিটানোর জন্য একটি শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ করা;
- আই পি ক্যামেরা স্থাপন করা;
- রাস্তা পাকাকরণ;
- কর্মকর্তা-কর্মচারী বসবাসের সুবিধার্থে কর্মচারী ব্যারাক নির্মাণ;
- পানি নিষ্কাশনের জন্য পাকা ও কাচা ড্রেইন নির্মাণ;
- মৎস্যচাষ প্রকল্প লাভজনক করা;
- বৃক্ষরোপণ;
- কবরস্থান নির্মাণ;
- সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিনা সুদে ঋণ প্রদান;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ;
- সমিতির অভ্যন্তরে বসবাসকারী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি কল্পে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান;
- নিজস্ব অর্থায়নে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ;
- যাত্রী ছাউনি নির্মাণ;
- সমিতির অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মাইক্রোবাস সেবা চালু করা;
- ডেঙ্গু মশা নিধনে সমিতির অভ্যন্তরে ও সীমানা এলাকায় মশা নিধন প্রকল্প গ্রহণ;
- বেওয়ারিশ কুকুর ও বিড়ালের ভ্যাক্সিনেশন প্রকল্প;

এছাড়াও বিভিন্ন সেবামূলক ও উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সোসাইটির অভ্যন্তরে বসবারকারীদের জীবনমান উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ : যেমন-

- সমিতির সদস্যদের দৈনন্দিন বেয়ামের জন্য বেয়ামাগার ও ওয়াক ওয়ে নির্মাণ করা;
- পাকা ড্রেন নির্মাণ ও সুয়ারেজ ব্যবস্থা;
- সমিতির দ্বিতীয় প্রবেশপথ নির্মাণ করা;
- খেলার মাঠের সৌন্দর্য বর্ধন;
- মাল্টিপারপাস খেলার মাঠে উন্নত করা;
- মহিলা ক্লাব চালু করা;
- স্কুল প্রতিষ্ঠা করা;
- কর্মচারীদের জীবনমান উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ;
- অরুণাপল্লী জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় মসজিদ পাঠাগার উন্নয়ন করা;
- সোসাইটিতে বসবারকারীদের ডেঙ্গু নিধনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ফলদ, ঔষধি ও নান প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করা;
- লং টেনিস, ব্যাডমিন্টন ও ভলিবল কোর্ট নির্মাণ করা;
- সমিতির সদস্যদের দৈনন্দিন চাহিদা মিটানোর জন্য কাঁচা-পাকা বাজার সম্প্রসারণ করা ইত্যাদি।

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর চার তলা ভিত সংবলিত ২ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, তিন তলা বিশিষ্ট অরুণাপল্লী শপিং কমপ্লেক্স, চার তলা ভিত সংবলিত এক তলা মাল্টিপারপাস হল রয়েছে। এছাড়াও

অরুণাপল্লীর অর্থায়নে ২ তলা বিশিষ্ট অরুণাপল্লী জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

১ একর জায়গার উপর সমিতির নিজস্ব কবরস্থান রয়েছে। মৎস্যচাষের জন্য সমিতির নিজস্ব দুটি পুকুর, একটি খেলাম মাঠ, শিশু পার্কের জন্য নির্ধারিত স্থান রয়েছে। এছাড়াও সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে থ্রি-ফেইজ বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে, প্রায় ৪.০০ কি.মি. পাকা রাস্তা ও ২.৫০ কি.মি. ম্যাকাডার বেইসকোর্সকরা রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। সমিতির অভ্যন্তরে ১২টি যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করা হয়েছে। বসবারকারীদের বিনোদনের জন্য পুকুর পাড়ে জলমাচা ও রাস্তার মাঝে মাঝে বেঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও সোসাইটির নিজস্ব দুটি পানির পাম্প রয়েছে।

সমিতির মাসিক কার্যক্রম

সমিতির জন্মলগ্ন হতেই ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসছে। প্রতি মাসেই ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা আয়োজনের মাধ্যমে সমিতির উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। তাছাড়া আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছরই সরকারি অডিট সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রতি বছর সমবায় সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশ দিবস, সমবায় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস পালিত হয়ে আসছে। অডিট সম্পন্নের ২ মাসের মধ্যে নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবে সোসাইটির পক্ষ হতে ৯০০ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও হাত ধোয়ার প্রোগ্রাম, বাধ্যতামূলক মাস্ক ব্যবহার, দুরত্ব বজায় রাখা এবং হ্যান্ড সেনিটাইজার ব্যবহার ইত্যাদি প্রগ্রাম সম্পন্ন করা হয়েছে।

সমিতির গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কার্যক্রম

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, সমবায় দিবস, বিশ্ব এইড্স দিবস, বৃক্ষরোপণ দিবস, বিশ্ব মা দিবস, পোলিও দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, সাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস পালন করা হয়।

সমিতির কর্মচারীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান, তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং কর্মচারী ব্যারাক নির্মাণ করে বিনা ভাড়ায় থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও কর্মচারীদের বিনা সুদে ঋণ প্রদান ও চাকরি শেষে গ্রাচ্যুইটি প্রদান করা হয়।

সমিতির অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য স্বল্প সুদে গৃহনির্মাণ ঋণ





দেয়া হয়েছে;

প্রতি বছর নিয়মিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সদস্যদের চাহিদামাফিক বৃক্ষের চারা সরবরাহ করা হয়;

সমিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে ২টি পুকুরে মাছ চাষ করা হয়। স্বল্প মূল্যে উক্ত মাছ সদস্যদের ও কর্মচারীদের মাঝে বিক্রয় করা হয়।

প্রতি বছর ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে বইমেলা এবং ১লা বৈশাখে মেলার আয়োজন করা হয়।



নিবন্ধন নং : ২৮২
০৬-০৬-১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ
সদস্য সংখ্যা ১,০৪৫ জন
শেয়ার মূলধন : ২৭,১৩,৫৫,০৫৫ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ৪৩,৬১,০৭৩ টাকা
কুঋণ তহবিল : ৩,৭১,৯৩৪ টাকা
মোট মূলধন : ১২,১৯,০০,৬০,৯৮৪ টাকা।

দি মেট্রোপলিটান খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

থানা : তেজগাঁও
জেলা : ঢাকা

দি মেট্রোপলিটান খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়। রেজিস্ট্রেশন নং ২৮২, রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ০৬-০৬-১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ। সর্বশেষ সংশোধিত রেজিস্ট্রেশন নং : ৯৪, তারিখ ০২-০৪-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ। ঠিকানা : চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

২১৩ জন কর্মীকে সোসাইটিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে এবং সোসাইটির ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে ২০০০ এর বেশি সদস্য স্বকর্মসংস্থানে সক্ষম হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা ঋণ গ্রহণ করে ৪৩ জন ছাত্র দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৫ জন ছাত্র বিদেশের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছে।

সাধারণ সভা বার্ষিক

সমবায় সমিতি আইন, বিধি এবং সোসাইটির নিবন্ধিত উপ-আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করে সোসাইটি নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় সোসাইটির ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২ আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সাধারণ সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয়সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতি মন্ত্রী জনাব স্বপনভট্টাচার্য এম.পি মহোদয় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

নির্বাচন

সমবায় সমিতি আইন, বিধি এবং সোসাইটির নিবন্ধিত উপ-আইন অনুসরণ করে যথাসময়ে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হয়। ২৬ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সোসাইটির ব্যবস্থাপনা কমিটির সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ ও বার্ষিক অডিট

প্রতি অর্থ-বছরে সোসাইটির অভ্যন্তরীণ ও বার্ষিক অডিট যথাসময়ে সম্পাদন করানো হয় এবং তদনুসারে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় ও বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনের সুপারিশ ও পরামর্শের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সর্বশেষ বিগত ১০-০২-২০২০ তারিখে সমিতির ২০১৮-২০১৯ খ্রিষ্টাব্দের বার্ষিক অডিট সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৭-০৩-২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত মাসিক সভায় উক্ত প্রতিবেদন উপস্থাপিত এবং বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে সুপারিশ মোতাবেক সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

সোসাইটির সর্বমোট প্লট প্রকল্প সংখ্যা ৬৮টি, মোট জমির পরিমাণ ২৪,৩৭৭.৩৩ শতাংশ। মোট প্লট সংখ্যা ৩,৪৫০টি। সোসাইটির সর্বমোট ফ্ল্যাট ভবন সংখ্যা ৭৮টি, জমির পরিমাণ ৫৩৫.৮৩১ শতাংশ। মোট ফ্ল্যাট সংখ্যা : ৮১৬টি। ২০১৮-২০১৯ খ্রি. অর্থবছরে জমি ক্রয় ৩,৪৩৪.০০ শতাংশ, নতুন ১৬টি

ফ্ল্যাট বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলমান আছে যার দ্বারা আরও ১৬০টি পরিবারের আবাসনের ব্যবস্থা করা যাবে। ফ্ল্যাট ভবন নির্মাণের নিমিত্তে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১২৯.৫৫ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়েছে।

সেবামূলক কার্যক্রম

সোসাইটির জ্যেষ্ঠসদস্য/সদস্যদের বৃদ্ধ বয়সের কথা চিন্তা করে গাজীপুরস্থ মঠবাড়িতে সোসাইটির বৃদ্ধাশ্রম 'শান্তিরনীড়' এর নির্মাণকাজ চলমান আছে।

যুবসমাজের উন্নয়নের জন্য পৃথক তহবিল রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা সেমিনার ও যুবউন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানের নিয়মিত আয়োজন করা হয়ে থাকে।

যুবাদের শিক্ষা, ক্রীড়া ও মানবিক উন্নয়নে সোসাইটি সর্বদা ভূমিকা রেখে থাকে।

বর্তমান ছাত্র-সমাজ আগামীর দেশনায়ক তাদের উচ্চশিক্ষার কথা বিবেচনা করে সোসাইটি স্বল্প সুদে উচ্চশিক্ষা ঋণ প্রদান করে থাকে।

সোসাইটির কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে হাতে-কলমে শিক্ষা অর্জন ও দক্ষতালাভের জন্য রয়েছে 'ছাত্রপ্রকল্প'। এ প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ দেয়া হয়েছে। ফলে সোসাইটির মেধাবী দরিদ্র ছাত্রছাত্রীগণ তাদের কাজের মাধ্যমে অর্জিত আয় দ্বারা শিক্ষাব্যয় নির্বাহ করার পাশাপাশি কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করেছে।

সোসাইটির মহিলা সদস্যদের কল্যাণে রয়েছে নারী উন্নয়ন তহবিল।

দুস্থ ও বিধবা নারীদের স্বকর্মসংস্থানের নিমিত্তে বিনা সুদে এক লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য যে কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সোসাইটি সেবার হাত সম্প্রসারিত করে বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক, প্রতিষ্ঠান ও সমবায় সমিতিকে পিপিই সরবরাহ করেছে। দরিদ্য সদস্য-সদস্যদের ১,২০০ জনকে দেয়া হয়েছে খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা। পাশাপাশি সোসাইটির কর্ম এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মতভাবে হাত ধৌতকরণের জন্য মোট ২০টি জন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বেসিন, প্রয়োজনীয় হ্যান্ডওয়াস লিকুইড/সাবান বিনামূল্যে সরবরাহ করেছে।

সোসাইটির আয়বর্ধক কার্যক্রম

সোসাইটি দুইটি বাণিজ্যিক-কাম-আবাসিক ভবন ইতোমধ্যেই গাজীপুরস্থ পাগাড় ও ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানাধীন হাসনাবাদে নির্মাণ করেছে। উক্ত প্রকল্প দুটি থেকে সোসাইটি ইতোমধ্যেই লাভবান হয়েছে।

দি এমসিসিএইচএস এলপিজি ফিলিং



স্টেশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা গাজীপুর জেলার টঙ্গী-কালীগঞ্জ-সিলেট রাস্তার পাশে দড়িপাড়া নামক স্থানে অবস্থিত। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী যথা পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন, এলপিজি এবং গাড়ি ধৌতকরণের মধ্য দিয়ে আয় বৃদ্ধি করা।

দি এমসিসিএইচএস রিসোর্টসেন্টার-কাম-হাইওয়ে রেস্টুরেন্ট: প্রকল্পটি ঢাকা-কালিগঞ্জ-সিলেট মহাসড়কের দড়িপাড়ায় অবস্থিত। এ প্রকল্পটি রেস্টুরেন্ট-কাম-ক্লাবহাউজ হিসেবে বিবেচিত হবে।

দি এমসিসিএইচএস রিসার্চ এডুকেশন ট্রেনিং এবং রিসোর্ট সেন্টার: সোসাইটির পূবাইল প্রকল্প-০৩, ডেমরপাড়া মৌজায় ৭৩০ শতাংশ জমির উপর একটি আধুনিক রিসোর্ট-কাম ট্রেনিং সেন্টার এর কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

দি এমসিসিএইচএস রিসোর্ট-কাম-থিমপার্ক প্রকল্প (বিন্দান): বিন্দান রিসোর্ট প্রকল্পটি নাগরী ইউনিয়নের উলুখোলা বাজার থেকে হাটা দূরত্বেও মধ্যে মনোরম নিরিবিলি পরিবেশে অবস্থিত। মুলত এ প্রকল্পটি একটি শিশু কেন্দ্রিক পর্যটন কেন্দ্র।

দি এমসিসিএইচএস অটোরাইস প্রকল্প: বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি সোসাইটি দিনাজপুর এলাকার সাথে যৌথ উদ্যেগে পিছিয়ে পড়া আদিবাসিদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এবং সোসাইটি আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য অটোরাইস প্রকল্প হাতে নেবার পরিকল্পনা করছে।

দি এমসিসিএইচএস হর্টিকালচার এন্ড লাইভস্টক প্রজেক্ট: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা "বাংলাদেশের ১ ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না রাখার" ঘোষণাকে সামনে রেখে এবং আশু কর্মসংস্থানে ব্যপক ভূমিকা রাখার মধ্য দিয়ে সদস্যদেরসহ অন্যান্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সাভারে একটি সমন্বিত খামার করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কার্যক্রম শুরু করেছি। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের জমিও ফ্ল্যাট ভাড়া প্রদান করে স্থায়ী আয়ের উৎস সৃষ্টি করা হয়েছে। যেহেতু সোসাইটি সীমিত লাভে সদস্য-সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধান করে থাকে সেহেতু বাণিজ্যিক বিষয়টি থাকলেও তা খুব বেশি প্রাধান্য পায় না। সদস্য-সদস্যদের কল্যাণেই সোসাইটি সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, তারপরও সোসাইটি লাভবান হয়ে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে সদস্যদের প্রতি আর্থিক বছরে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ মোতাবেক লভ্যাংশ প্রদান করা হয়।

জাতীয় সমবায় পুরস্কার

দি মেট্রোপলিটান খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ।

এছাড়াও সোসাইটির ঋণদান কার্যক্রম, সঞ্চয়ী ও সদস্যপদ প্রদানসহ সোসাইটি সমবায়ী আইন এবং সোসাইটির নিবন্ধিত উপ-আইন অনুসারে বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করে যাচ্ছে।



নিবন্ধন নং
০৫/১০/১৯৭২ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা ২,৫৬২ জন
কর্মসংস্থান : ৫২ জন
কার্যকরী মূলধন : ৯৩,৯০,০৪,৫৭০ টাকা

আইসিডিডিআর,বি কর্মচারীবৃন্দের বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

থানা : বনানী
জেলা : ঢাকা

আইসিডিডিআর,বি কর্মচারীবৃন্দের বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ একটি সফল সমবায় সংগঠন। আইসিডিডিআর,বি এর কর্মচারীবৃন্দকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তিরির বিধান রেখে ০৫/১০/১৯৭২ খ্রি. তারিখে সমবায় অধিদপ্তর হতে নিবন্ধন গ্রহণ করে অদ্যাবদি সফলতার সাথে সমবায় আইন ও বিধিমালার আলোকে সমবায় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। সমিতিটি আইসিডিডিআর,বি (২য় তলা) মহাখালী, ঢাকা-১২১২ অফিস স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আইসিডিডিআর,বি'র সর্বোচ্চ পদধারী থেকে সর্বনিম্ন পদধারী ২,৫৬২ জন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়ে এ সমিতির সদস্য। বর্তমানে সমিতিতে ১২ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যমান রয়েছে যার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মাহাবুব উল আলম। সমিতিতে যথাসময়ে নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। সমিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়মিত। বিগত ২০১৭-১৪ সনে সমিতিতে ৪৩,১৪,৯০৫ টাকা নিট লাভ হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা কমিটি কঠোর পরিশ্রম, সততা, সংগঠনের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং যুগপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলশ্রুতিতে সমিতির নিজস্ব অর্থে ঢাকা মহানগরীতে গড়ে তোলা সম্পদের মধ্যে ক. ঢাকা জেলার উত্তর খান মৌজায় ৯৪ শতাংশ জমি রয়েছে। যার মূল্য ৪,৯৩,৯৪,৮৯৮ টাকা। উক্ত জমিতে চালের কুড়ার ওর স্যালাইন এর কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। খ. সমিতির নামে ছোট বড় ৩৮ টি গাড়ি রয়েছে। গাড়িগুলো আইসিডিডিআর,বি হাসপাতালে চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হয়।

সমিতিটি নিয়মিত সরকারি তহবিলে অডিট ফি ও আয়কর প্রদান করে থাকে। ২০১৭-১৮ কর বর্ষে অগ্রিম ৯৪,৭৯৮ টাকা আয়কর প্রদান করা হয়েছে। সমবায় উন্নয়ন তহবিল হিসেবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭৪,০৪০ টাকা সমবায় অধিদপ্তরে প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ সনে সমিতির সদস্যদের মাঝে ৪৩,৫৭,৭৬৭ টাকা লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়েছে। ৩০/০৬/২০১৮ ইং তারিখে সমিতির বণ্টনযোগ্য মুনাফার পরিমাণ ৪৬,৬৬,৩৬০ টাকা।

সমিতিতে বেতনভুক্ত নিজস্ব কর্মচারী হিসেবে ৫২ জন নিয়োজিত রয়েছে। ফলে বেকারত্ব দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

সমিতিটি ১৯৯৫,২০০২ ও ২০১৬ খ্রি. সনে ৩ বার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার লাভ করেছে।

চাউলের গুঁড়া ও গ্লুকোজের তৈরি খাবার স্যালাইন উৎপাদন ও বিপণন প্রকল্প

ইএমসিএস ফার্মা লিমিটেড : আইসিডিডিআর,বি কর্মচারীবৃন্দের বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ -এর একটি প্রকল্প যেখানে চাউলের গুঁড়া এবং গ্লুকোজের খাবার স্যালাইন উৎপাদন হচ্ছে।

ডায়রিয়া চিকিৎসায় খাওয়ার স্যালাইন সারা দেশব্যাপী বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে।



সভ্যদের মাঝে ঋণদান কার্যক্রম
সমিতির কর্মকতা-কর্মচারীগণ নিরলসভাবে সভ্যদের বিভিন্ন প্রকার সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। সভ্যগণ তাঁদের মাসিক বেতন থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু টাকা সঞ্চয় করেন এবং তাঁদের পারিবারিক প্রয়োজনে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা পাচ্ছেন।

আবাসন প্রকল্প
সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে জমি ক্রয় করে সুলভমূল্যে সমিতির সভ্যদের ঢাকা সিটি করপোরেশনের মধ্যে ৮০টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যেখানে সভ্যগণ গৃহনির্মাণ করছেন। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে।

পরিবহন প্রকল্প
এই প্রকল্পের আওতায় সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে ৪০টিরও বেশি বিভিন্ন ধরনের গাড়ি ক্রয় করে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন বছরের শেষে সভ্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন করা যাচ্ছে, পাশাপাশি ৫০ জনেরও বেশি ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়েছে।



ফটোকপি প্রকল্প
সমিতির এটিও একটি লাভজনক প্রকল্প। এই প্রকল্পে যেমন কর্মসংস্থান হয়েছে সেই সাথে অর্জিত লাভ সমিতির সদস্যদের মাঝে বছর শেষে বণ্টন করা সম্ভব হচ্ছে।

এই সমিতি এই পর্যন্ত তিনবার- ১৯৯৫, ২০০২ এবং ২০১৫ সলে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে।



নিবন্ধন নম্বর-৩২৫
তারিখ :০২/০৯/২০১০খ্রি.
কর্মসংস্থান : ১ জন
শেয়ার মূলধন : ২,২৪,১৬৫ টাকা
নিজস্ব মূলধন : ৩,৪২,৯৬৫ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৬২,৮৫,৭৮১ টাকা

সততা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : সোনারগাঁ
জেলা : নারায়ণগঞ্জ

সমিতির সংরক্ষিত তহবিল ৭১,২৭৯ টাকা, কুঋণ তহবিল ৪৭,৫২১ টাকা। স্থায়ী আমানত ১,০৯,২৮,৮৭৬ টাকা, স্থায়ী আমানত ১৪,৩১,৭৭৮ টাকা এবং সদস্যদের ডিপিএস ৪৩,২৩,৭২৩ টাকা। এছাড়া এককালীন আমানত ও স্থায়ী আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৩,৫২,৮৮৯ টাকা ও ৬,৫০,০৭৩ টাকা।

সোনারগাঁ উপজেলাধীন সাদিপুর ইউনিয়নের নানাখী মৌজা ও কুমারচর মৌজায় সমিতির ৩টি জমির (১২.৫ শতাংশ,৯.১০ শতাংশ ও ৬ শতাংশ) মোট মূল্য ২২,৮৮,৯৮৮ টাকা।

এছাড়া সমিতিতে ১,০০,২৭৭ টাকার আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম এবং ১২,২২,০৫৮ টাকা মূল্যের যানবাহন রয়েছে। সমিতি সরকার বা বিদেশি সংস্থা বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হতে কোনো ঋণ গ্রহণ করেনি। সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত লভ্যাংশ বণ্টন করা হয় এবং সমিতি কর্তৃক নিয়মিতভাবে অডিট ফি ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিশোধ করা হয়।

সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ-নির্দেশ সমিতি কর্তৃক যথাযথভাবে প্রতিপালন/অনুসরণ করা হয়।

উন্নয়ন/সম্প্রসারণ কার্যক্রম

সমিতির সদস্য সন্তানদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানসহ গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। কিছু কিছু সদস্যদের নিজস্ব আয় হতে গরিব ও অসহায় মানুষের আর্থিক সাহায্য করা হয়। সমিতির বিনিয়োজিত অর্থে নিজস্ব মূলধন ও ধারকৃত মূলধনের অনুপাত : ০১ঃ১০৭। সমিতির যাবতীয় হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতঃ তা নিজস্ব কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

কর্মসংস্থান

সমিতি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সমিতিতে ১ জন বেতনভুক্ত কর্মচারী রয়েছে। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের স্বাবলম্বী করার জন্য সদস্যদের মাঝে নিয়মিত মতবিনিময় করা হয় এবং সদস্যদের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে সমিতির সদস্যদের সঠিক পরামর্শ ও ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড

সদস্য ও জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সমিতি কাজ করে যাচ্ছে। সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় দিবস ও অন্যান্য বিভিন্ন দিবসে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সমিতির নামে কোনো মামলা মোকদ্দমা নাই। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম ও ধর্মীয় কাজে অনুদান প্রদান করা হয়।



নিবন্ধন : ২৪
তারিখ : ১১/০৮/১৯৮৪
সদস্য সংখ্যা : ২,৩৮৬ জন।
শেয়ার মূলধন : ৮,৯৭,১৯,৯৪৫ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১৫,৩০,৪৬,৭৫০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১০১,৪৬,৭৮,৬৬৫ টাকা
বিনিয়োগের পরিমাণ : ৪১,৮১,০১,৪৭৩ টাকা

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : কালীগঞ্জ
জেলা : গাজীপুর

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ১৯৬২ সালের ২ জুন প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতির রেজিস্ট্রেশন নং : ২৪/১৯৮৪। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন প্রয়াত ফাদার চার্লস জে' ইয়াং এবং মঠবাড়ী ধর্মপল্লির ফাদার এবং অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা-জুবিলী ভবন, গ্রাম : মঠবাড়ী,ডাকঘর : উলুখোলা, উপজেলা : কালীগঞ্জ, জেলা : গাজীপুর। উক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নের শুরুতে ২৯ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করা হয়। প্রথমে ২৫ পয়সা প্রতি মাসে জমা প্রদান এর মধ্য দিয়ে শুরু হয়। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন স্বর্গীয় মি. আগস্টিন ছেড়াও। বর্তমানে এই ক্রেডিটের সদস্য সংখ্যা ২,৩৮৬ জন এবং কার্যকরী মূলধন ১১২,২৭,৮২,৭০৫ ৩০ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত। সমিতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রায় ১,১৯,০০,০০০ টাকা নিট লাভ করতে সমর্থ হয়। বর্তমান বোর্ড অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করছে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, গত ৮ মার্চ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয় যেখানে ক্রেডিটের বেশিরভাগ নারী সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদেরকে ক্রেডিট সম্পর্কে এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়।

তাছাড়াও বিভিন্ন যুব উন্নয়ন কার্যক্রম, শিক্ষা সেমিনার, মৃত সদস্যদের সৎকার বাবদ আর্থিক অনুদান ও খেলাপি ঋণ আদায়কল্পে সদস্যদের নিয়ে প্রতি গ্রামে ও কেন্দ্রীয়ভাবে সমিতির ভবনে সভা করা হয়।

সমিতিতে বর্তমানে ২০ জন কর্মী তাদের শ্রম ও সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। সমিতির বর্তমান চেয়ারম্যান মি. সঞ্চয় ডমিনিক রোজারিও ও সেক্রেটারি মি. রনি আন্তনী রোজারিও সহ ২২ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্য দিয়ে সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়।

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর বিভিন্ন প্রোডাক্ট রয়েছে যার মধ্য দিয়ে সমিতির মূলধন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। আমাদের প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে :

শেয়ার

- সঞ্চয়
- মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প
- দ্বীমাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প
- স্থায়ী আমানত
- শিশু সেভিংস স্কীম
- দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয় প্রকল্প
- মাসিক ডিপোজিট পেনশন স্কীম
- ডাবল ডিপোজিট
- ঋণ নিরাপত্তা স্কীম প্রকল্প
- প্লট প্রকল্প
- হাউজিং ডিপোজিট স্কীম

ঋণ

- সাধারণ ঋণ
- দ্বীমাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্পের বিপরীতে ঋণ
- মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্পের বিপরীতে ঋণ
- ডাবল ডিপোজিটের বিপরীতে ঋণ







- এফডিআর এর বিপরীতে ঋণ
- কনজুমার ঋণ
- ব্যবসা ঋণ
- ক্যাপাসিটি বেসড ঋণ
- সলভেন্সি ঋণ
- বেতনের বিপরীতে ঋণ
- মর্টগেজ ঋণ

সমিতি থেকে সদস্যরা তাদের নিজেদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য সহজ শর্ত ও কিস্তিতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সদস্যরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছে। সাধারণত যেসব উদ্দেশ্যে সদস্যরা ঋণ গ্রহণ করে তা হচ্ছে : জমি ক্রয়, ব্যবসা, গাড়ি/অটো রিক্সা ক্রয়, ফ্ল্যাট ক্রয়, গবাদি পশু ক্রয়, মৎস্য খামার, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, শিক্ষা, বিদেশ গমণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ বিগত ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আয়কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী সমস্ত আয়কর পরিশোধ করেছে। পাশাপাশি সরকারি কোষাগারে বিগত ১০ বছর ধরে নিয়ম অনুযায়ী CDF প্রদান করা হচ্ছে। মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর বর্তমানে ৪১৮.১৭ শতাংশ জমি রয়েছে যার বর্তমান মূল্য ২৭,১৯,০৮,৪২৩ টাকা। মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ২০১১ সালে জাতীয় সমবায় পুরস্কার অর্জন করে।

কোভিড-১৯ (করোনা) পরিস্থিতিতে আমরা মঠবাড়ী ক্রেডিটের পক্ষ থেকে ৮০০ সদস্যদের পরিবার প্রতি আমরা হাইব্রিড বিতরণ করেছি।

সমিতিটি মোট ১১,৯৭,০৮৫ টাকার পণ্যসামগ্রী করোনা মহামারির কারণে সদস্যের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেছে। উক্ত সামগ্রী সকল সদস্যদের পরিবারে ক্রেডিট থেকে পৌঁছে দেওয়া হয়। তাছাড়াও সমিতির পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর করোনা তহবিলে মহামান্য কার্ডিনালের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।



নিবন্ধন নং ১৪২
তারিখ : ২২/০৪/২০১৩ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১৮০ জন
আত্মকর্মসংস্থান : ১২৫ জন
শেয়ার মূলধন : ৪,৪২,৩৩০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৯,৯৫,০৩০ টাকা
বণ্টনযোগ্য সঞ্চয় সুদ : ১৭,৬০১ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১৪,৩৭,৩৬০ টাকা।

টুঙ্গিপাড়া দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : টুঙ্গিপাড়া
জেলা : গোপালগঞ্জ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম স্থান মধুমতি নদীর পাড় ঘেঁষে গড়ে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী টুঙ্গিপাড়া উপজেলা। "দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের তৎকালীন প্রকল্প পরিচালক জনাব মো. আসাদুজ্জামান, অতিরিক্ত নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয় টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সমাধি জিয়ারত করতে এসে তিনি জাতির জনকের পুণ্য ভূমিতে উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদনসহ এলাকার জনগণকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে একটি দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার ফলশ্রুতিতে স্থানীয় উপজেলা সমবায় অফিসার ও সমিতির বর্তমান সভাপতি মুন্সী রফিকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি জনাব সৈয়দ বদরুল হাসানের সক্রিয় সহযোগিতা এবং অত্র এলাকার প্রবীণ সমবায়ী মরহুম খান সাহেব শেখ মোশারফ হোসেনের যোগ্য উত্তরসূরি বিশিষ্ট সমবায়ী জনাব শেখ নাদির হোসনে লিপু, বর্তমান সভাপতি "বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ", ঢাকা মহোদয়ের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ সংলগ্ন তার বাবার বৈঠক খানায় ১২৫ জন প্রস্তাবিত সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত প্রথম সাংগঠনিক সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জেলা সমবায় দপ্তর, গোপালগঞ্জ থেকে ১৪২ নং : নিবন্ধন মূলে ২২/০৪/২০১৩ খ্রি. তারিখ নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। নিবন্ধিত ঠিকানা : গ্রাম ও পো : পাটগাতী, উপজেলা : টুঙ্গিপাড়া, জেলা : গোপালগঞ্জ। সমিতির কর্ম এলাকা : টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা, পাটগাতী, ডুমুরিয়া ও গোপালপুর ইউনিয়ন ব্যাপী।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সদস্যদের সঞ্চয় করার উৎসাহ দানসহ সঞ্চয়ের মাধ্যমে আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- দারিদ্র্য বিমোচন, স্বকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ।
- উন্নত/শংকর জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণসহ সমবায়ভিত্তিক জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সহায়ক হিসেবে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার মাধ্যমে ছোট, বড় ও মাঝারি আকারের দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।
- সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত দুধ মিল্ক ভিটা ও স্থানীয় বাজারে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

উন্নয়নের পূর্বশর্ত প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান এ উপলব্ধি থেকেই চলমান সমিতির ১২৫ জন সদস্যর প্রত্যেককেই স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত জাতের গাভি লালনপালনের উপর ৫ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।



সমবায় অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত "দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে বর্ণিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশে সমবায় একাডেমিসহ খুলনা, বরিশালে অবস্থিত আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বার্পাড কোটালীপাড়াসহ স্থানীয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট হতে একাধিকবার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে অর্জন

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব মুন্সী রফিকুল ইসলাম বিগত ৪২ বছর যাবৎ সমবায় কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় তার সাংগঠনিক তৎপরতাসহ সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমিতিটি আজ এ পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার কৃতিত্বস্বরূপ ২০১৪ সনে দুগ্ধ ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ করেন। এছাড়া তিনি সরকারি অর্থায়নে বিশিষ্ট সমবায়ী হিসেবে মালয়েশিয়ায় প্রশিক্ষণ মূলক ভ্রমণ করণে। একই সমিতির সহ-সভাপতি বিশিষ্ট সমবায়ী জনাব সৈয়দ বদরুল হাসান ও সরকারি অর্থায়নে থাইল্যান্ড ও মিল্ক ভিটার অর্থায়নে ভারতের গুজরাটে প্রশিক্ষণ মূলক ভ্রমণ করণে। এসব প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তিনি নিয়মিত বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে থাকেন।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

বেকার নারী ও পুরুষদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি উৎপাদন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণে এ সমিতি ভূমিকা রেখে চলছে। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১৮০ জন। তার মধ্যে ২৫ জন সদস্যের ৫০ হতে ১০০টির মতো উন্নত জাতের গাভি সংবলিত খামারের সংখ্যা ২৫টি। ৩০ এর উর্ধ্বে গবাদি পশু লালনপালনকৃত খামারের সংখ্যা ৪০টি। এছাড়া ২টি হতে ৩০টি গাভির অসংখ্য ছোট ও মাঝারি আকাররে দুগ্ধ খামার গড়ে উঠেছে। সমিতিতে সরাসরি আত্মকর্মসংস্থান হয়েছে ১২৫ জন। এছাড়া চলমান দুগ্ধ খামারে নিয়োজিত আছে শতাধিক কর্মচারী। তাদের মাসিক বেতন ৫,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকার মধ্যে। বর্তমানে সমিতিতে গড় দৈনিক দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ১,৫০০ লিটার প্রায়।

সমিতির বর্তমানে আর্থিক বিবরণ

বর্তমানে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১৮০ জন। ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে মোট শেয়ার মূলধন ৪,৪২,৩৩০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৯,৯৫,০৩০ টাকা, বণ্টনযোগ্য সঞ্চয় সুদ ১৭,৬০১ টাকা মোট কার্যকরী মূলধন ১৪,৩৭,৩৬০ টাকা। এছাড়া "দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সমিতির অনুকূলে বরাদ্দকৃত ঋণ তহবিল হিসেবে ১,৩৭,৫০,০০০ টাকা সুদ বিহীন ঋণ হিসেবে সমিতির সদস্যদের মধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বর্ণিত সমিতিটি তার সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছ। উল্লেখ্য যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মস্থান ও তার নির্বাচনি এলাকায় এ সমিতিটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে উন্নত জাতের গবাদি পশু লালনপালন করতে দেখা যেত না। বর্তমানে প্রায় ঘরে ঘরে উন্নত জাতের গাভি পালনের দৃশ্য দেখা যায়। এককথায় বলা যায় সমিতিটির প্রতিষ্ঠাসহ উন্নয়নমূলক ভূমিকায় যার নাম উল্লেখ না করলেই নয় তিনি জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, অতিরিক্ত নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক, "দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয়।



নিবন্ধন নং ১২৭
তারিখ : ০৯/০৩/২০১৭ খ্রি.
তারিখ : ০৫/০৪/২০১৮ খ্রি.
সমিতির সদস্য সংখ্যা : ২৫৪ জন
শেয়ার মূলধন : ২,২০,৭০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩৯,৬১,৭৪১ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৪৭,২২,৭১৫ টাকা।

স্বদেশ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : কাশিয়ানী
জেলা : গোপালগঞ্জ

২০১৭ সালের প্রথম দিকের কথা, গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার মহেশপুর ইউনিয়নের বাথানডাঙ্গা এলাকার কতিপয় শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক যখন কোনো কর্ম পাচ্ছিল না এবং ব্যবসা করার মতো যথেষ্ট পুঁজিও তাদের ছিল না ফলে বেকারত্বের অভিশপ্ত তারা ছিল দিশেহারা। ঠিক সেই মুহূর্তে বেকারদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিসহ সমবেত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে "দুঃখ জয়ের মন্ত্র" নিয়ে এগিয়ে আসলেন তাদেরই একজন জনাব দেলোয়ার মুন্সী। সে অনুযায়ী ১০ জানুয়ারি ২০১৭ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তারা মিটিং করে একটি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে স্বল্প স্বল্প পুঁজি একত্রিত করে পর্যায়ক্রমে নিজেদের মধ্যে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে মোতাবেক তারা কার্যক্রম শুরু করে সংগঠনটি সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধনের জন্য উপজেলা সমবায় অফিসার, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ এর সাথে যোগাযোগ করে। মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জনাব মোঃ দেলোয়ার মুন্সী এর বাসভবনে প্রস্তাবিত সমিতির সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জেলা সমবায় দপ্তর, গোপালগঞ্জ থেকে রেজি: নং : ১২৭, তারিখ ০৯/০৩/২০১৭ খ্রি. মূলে সমিতি নিবন্ধনপ্রাপ্ত হন। নিবন্ধিত ঠিকানা : গ্রাম : বাথানডাঙ্গা বাজার, পো : পদ্মবিলা, উপজেলা : কাশিয়ানী, জেলা : গোপালগঞ্জ। পরে সমিতির কার্যক্রম ও সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপ-আইন সংশোধন করে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- সদস্যদের সঞ্চয় করার উৎসাহ দানসহ সঞ্চয়ের মাধ্যমে আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

বেকার নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণে এ সমিতি ভূমিকা রেখে চলেছে। সমিতিতে মোট সদস্য সংখ্যা ২৮০ জন। সমিতি থেকে প্রায় ১৫০ জন সদস্য ঋণ গ্রহণ করে ডেইরি ফার্ম, ঔষধের দোকান, মুদির দোকান, রডের দোকান দিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে। সমিতির উদ্যোগে এ পর্যন্ত ২৫০ জনের স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া মাসিক বেতনের ভিত্তিতে সমিতিতে ৫ জন ব্যক্তি কর্মরত রয়েছেন। সমিতির উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার দুগ্ধ ও সবজির চাহিদা পূরণ হয়েছে। এভাবে বেকারত্ব দূরীকরণ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমিতিটি ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে।



নিবন্ধন নং : ৩৮
তারিখ : ১৯/০৮/২০০৭
সদস্য সংখ্যা : ৩,৮২৮ জন।
শেয়ার মূলধন : ৪,২৫,০৯,১৭১ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১,১৯,৮৩,৬৯৬ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১০,৫০,৫৯,২২৮ টাকা
বিনিয়োগের পরিমাণ : ১০,২৩,১৩,৭১৭ টাকা

বাঙ্গালহাওলা আশার আলো বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : কালীগঞ্জ
জেলা : গাজীপুর

রাজধানী ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার প্রাণ কেন্দ্র কালীগঞ্জ থানার বাঙ্গালহাওলা গ্রামে অবস্থিত। সমিতির নিজস্ব জায়গার উপর অবস্থিত সমিতির স্থায়ী কার্যালয়। কালীগঞ্জ কাপাসিয়া হাইওয়ের পাশে অবস্থিত এই সমিতি।

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে এই সমিতি প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করে ও সবাইকে একত্রিত করে উন্নতি করার লক্ষ্যে কাজ করছে এই সমিতি।

সমিতির স্বপ্ন

একটি সুখী, সমৃদ্ধ, ন্যায়ভিত্তিক, তথ্য সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভরশীল, আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

সমিতির প্রতিষ্ঠা ইতিহাস

কালীগঞ্জ থানার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম নাম বাঙ্গালহাওলা। এই গ্রামের কয়েকজন দরিদ্র সাধারণ কৃষক, ক্ষুদ্র পরিসরে ছোট্ট একটি সমিত গঠনের চিন্তায় একমত পোষণ করে। সমিতির গঠন এর জন্য একটি দল গঠন করে। তখন তারা সঞ্চয়ী মনোভাবে ৫ টাকা করে প্রতি মাসে জমা করে। তখন ২০ জন মিলে দল গঠন করে এবং সমিতির কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯/০৮/২০০৭ খ্রি. তারিখে সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়। বাঙ্গালহাওলা আশার আলো বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে এলাকার অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, দরিদ্র, জনগোষ্ঠী, একত্রিত হবার একটা সুযোগ পেয়েছে। এই সংগঠন এর মাধ্যমে একত্রিত হয়ে পরস্পর জানার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সমিতির উন্নয়ন কার্যক্রম

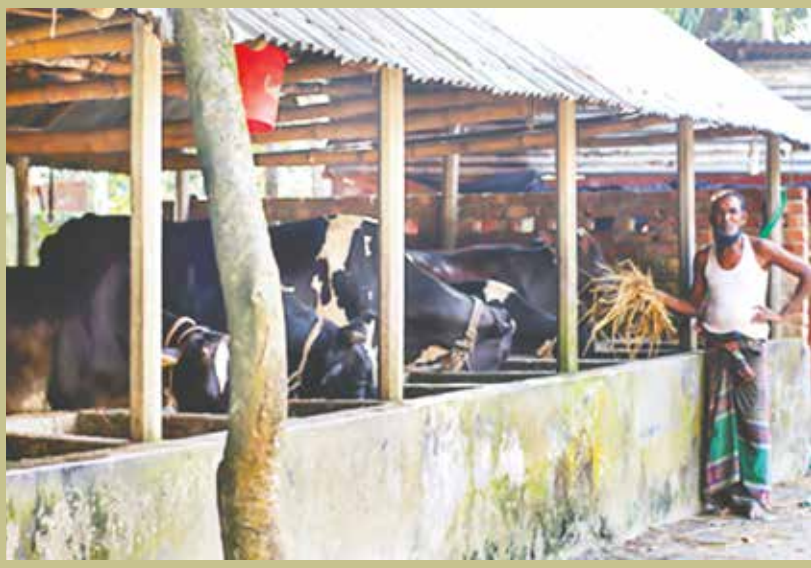
বাঙ্গালহাওলা আশার আলো বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ সাধারণ সদস্য বা ক্রেডিট প্রকল্প এর যারা সদস্য তারা সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষিকাজ, গাড়ি ক্রয়, ঘর নির্মাণ, চিকিৎসার জন্য, শিক্ষা ঋণ, গরু ক্রয়, জমি ক্রয়, বিদেশের জন্য, বিবাহের জন্য, মৎস্যচাষ, সেলাই মেশিন, আসবাবপত্র, নলকূপ ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে সদস্যরা ঋণ গ্রহণ করতে পারে। স্বল্প সুদে সাধারণ মানুষ ঋণ গ্রহণ করতে পারে এই সমিতি থেকে।

বাঙ্গালহাওলা আশার আলো বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এই অল্প সময়ের পথ চলায় আরো কিছু নতুন নতুন উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করার পদক্ষেপ নিয়েছে,সদস্যের কথা চিন্তা করে একটি 'সমবায় বাজার' গঠন করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। যার ফলশ্রুতিতে সমিতির সদস্যরা যেন ন্যায্যমূল্যে তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দৈনন্দিন সকল পণ্য যেন সমিতির এই সমবায় বাজার থেকে নিতে পারে।

সমিতির বিভিন্ন প্রকল্প

- ক্রেডিট প্রকল্প।
- সঞ্চয় প্রকল্প।
- সহযোগী সঞ্চয় প্রকল্প।
- মেয়াদি আমানত (ডিপিএস) প্রকল্প।
- স্থায়ী আমানত প্রকল্প।





ক্রেডিট প্রকল্প

এই প্রকল্পে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সদস্য পুরুষ ১,৫৯৫ জন, মহিলা ১,৯৭১ জন, মোট সদস্য দাঁড়ায় ৩,৫৬৬ জন।

এ প্রকল্পের সদস্যরা সাধারণ সদস্য হিসেবে সদস্য পদ লাভ করে। সদস্য হিসেবে সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। সমিতির নির্বাচন হলে ভোট দিতে পারে। এ প্রকল্পের সদস্য হতে পারে শুধুমাত্র যারা কালীগঞ্জ উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা। বাঙ্গালহাওলা আশার আলো বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে সকলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারছে, তাছাড়া নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের পথ সুগম করার শক্তি পাচ্ছে এবং নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে দেশের বেকার সমস্যার সমাধানের অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। দেখা যায় সদস্যরা ঋণ গ্রহণের জন্য অন্য কারো কাছে, হাত বাড়াতে হচ্ছে না। সমিত ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

সঞ্চয় প্রকল্প

এ প্রকল্পের সদস্যরা তার সঞ্চয়ী হিসেবে যেকোনো পরিমাণ টাকা জমা রাখতে পারে আবার মাসের যেকোনো সময় অফিস চলাকালীন টাকা উত্তোলন করতে পারবে।

৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সঞ্চয় প্রকল্পে পুরুষ ১,৫৯৫ জন, মহিলা ১,৯৭১ জন, মোট সঞ্চয় প্রকল্প দাঁড়ায় ৩,৫৬৬ জন



এ প্রকল্পে সাধারণ সদস্যরাও এখানে হিসাব খুলতে পারে এবং সঞ্চয় জমা করতে পারে। এবং টাকা উত্তোলন করতে পারে। এখানে বাৎসরিক ৬% হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় জমানো টাকার উপরে। সদস্যদের সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরি করার জন্য এ প্রকল্প করা হয়।

সহযোগী সঞ্চয় প্রকল্প

এ প্রকল্প হচ্ছে, শিশু সঞ্চয় প্রকল্প ১৮ বছরের নিচে যেসব শিশু রয়েছে তারা এই প্রকল্পের সদস্য হতে পারে। প্রতি মাসের অফিস চলাকালীন সময় টাকা জমা দিতে পারে এবং উত্তোলন করতে পারে। সমিতির শিশু সদস্যদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এই সঞ্চয়ী হিসেবের সদস্যদেরকে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সম্পূর্ণ ফ্রিতে সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে খাতা ও কলম বিতরণ করা হয়।



নিবন্ধন নং : ২২২৪
তারিখ : ৩০/০৯/১৯৭২ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১০৭ জন
শেয়ার মূলধন : ৮৬,৮৪,৬৫০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩৫,৬১,০৪৪ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১,৫৫,৫২,২৫৭ টাকা
বিনিয়োগ : ২,২০,৬০,০০০ টাকা

ধান গবেষণা কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : গাজীপুর সদর
জেলা : গাজীপুর

সমিতিটির যাত্রা শুরু হয় ১৯৭২ সালের শুরুতে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে কর্মরত কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর উদ্যোগে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আর্থিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ২০ জন সদস্যের সমন্বয়ে নিবন্ধন নং : ২২২৪ মূলে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে গঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৮৬,৮৪,৬৫০ টাকা, আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৩৮,৬২,৯৮৫ টাকা, সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১,৫৫,৫২,২৫৮ টাকা।

সমিতির কার্যকরী মূলধন হতে সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, কেন্টিন, ফার্মেসি, একটি হোমিও ফার্মেসি ও ফটোকপির দোকান ভাড়া প্রদানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সমিতির সদস্যদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের জন্য ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সমিতির মাধ্যমে ১৪টি দোকান স্থাপন করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করা হয়।

সমিতির অর্থায়নে সমিতির সদস্যের সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কাজে অনুদান ও চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। তাছাড়া সমিতির মাধ্যমে দুস্থদের শীতবস্ত্র বিতরণ, ক্যাম্পাসে মশা নিধন অভিযান পরিচালনা করা হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে সদস্যদের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে সমিতির মাধ্যমে আবাসিক এলাকায় জীবাণুনাশক ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। তাছাড়া সমিতির দোকানের সামনে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত হ্যান্ডওয়াশ সরবরাহ করা হচ্ছে।

সমিতিতে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষ প্রচেষ্টায় সমিতিটি উত্তরোত্তর লাভবান হচ্ছে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা এবং কার্যক্রমের স্বচ্ছতার কারণে সমিতিতে কোনো ঋণখেলাপি সদস্য নেই। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনায় হাল সনে সমিতির নিট লাভের পরিমাণ ২৮,৮১,৭২৮ টাকা।

সমিতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা, সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা, নিয়মিত বার্ষিক অডিট সম্পাদন, সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্য সম্পাদিত হয়। সমবায় আন্দোলনকে এবং সমবায় বিভাগকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ জাতীয় সমবায় দিবস এবং আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন এবং জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সমিতি প্রতি বছর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া সদস্যদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন সভা, সেমিনার এর আয়োজন করা হয়ে থাকে।



নিবন্ধন নং : ১০
তারিখ : ১৮/০৯/১৯৮৫ খ্রি.
তারিখ : ২৫/১০/২০১৭ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১০৪ জন।
শেয়ার মূলধন : ৪,৭১,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৫,৩৪,৮৮০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৭৭,২৪,৮৭৮ টাকা
বিনিয়োগের পরিমাণ : ২৪,২০,১৬,০০৭ টাকা

ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ

উপজেলা : গাজীপুর সদর
জেলা : গাজীপুর

সমবায় আন্দোলনের এই বিক্ষিপ্ত বিকাশ ও এগিয়ে চলার পথে এতদঞ্চলে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সচিবালয়কেন্দ্রিক কিছু সমবায় প্রয়াস গড়ে উঠে। ঢাকা সচিবালয় কর্মচারী সমবায় সমিতি ও ক্যান্টিন শুরুর এই সমবায় আন্দোলনের মধ্যে খুবই ক্ষুদ্র ও সীমিত পদক্ষেপে ঢাকা শহরের লালবাগ এলাকায় গ্রন্থ বিতান লাইব্রেরিকেন্দ্রিক একটি প্রয়াস আজকের এই স্বনামধন্য "ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ", যার অবস্থান গাজীপুরে।

১৯৪৭ এ ভারত বিভক্তির কারণে বিপুল সংখ্যক মুসলমান পাকিস্তানে আসার এবং তদ্রূপভাবে হিন্দুদের ভারতে চলে যাবার অপশন দেয়। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবীও এর আওতায় আসে। তেমনিভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সচিবালয় ও পার্শ্ববর্তী সরকারি দপ্তরে চাকরিরত কিছু যুবক লালবাগের ঐ লাইব্রেরিতে দিন শেষে বসতেন,পড়াশুনা করতেন, ভবিষ্যৎ আবাসন নিয়ে চিন্তা করতেন। যেহেতু এই উদ্যোগী চাকরিজীবীদের অধিকাংশ ভারত থেকে এসেছেন বাড়ি ঘর ফেলে কাজেই তাদের মধ্যে একটি আবাসন নিশ্চিত করার আকাঙ্ক্ষা ছিল অগ্রহণ্য। এরই মধ্যে ১৮ জন উদ্যোগী হয়ে ঢাকা শহর সংলগ্ন এলাকায় একটি আবাসিক সমিতি গঠন কল্পে কিছু কিছু করে মাসিক চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে পুঁজি গঠন শুরু করলেন ১৯৫৪-'৫৫ সনের দিকে। ক্ষুদ্র জমার মাধ্যমে পুঁজি বৃদ্ধির সাথে সাথে বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত হলো। ছোট একটা কমিটি/সমিতির মাধ্যমে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঢাকার আশেপাশে জমি খোঁজা শুরু হলো একটি আবাসিক এলাকা গঠনকল্পে।

১৮ জন মিলে ৩ নভেম্বর ১৯৫৯ সনে "ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ" নামে একটি সংগঠন ০৫/১৯৫৯ নম্বর সরকারি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নিয়ে যাত্রা শুরু করেন দৃঢ় পদক্ষেপে। ঢাকার অদূরে জয়দেবপুর মৌজায় কিছু জায়গার সন্ধান করে সরকারের কাছে পরিকল্পনা ও আবেদন পেশ করলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার জয়দেবপুর মৌজার বর্তমান ছায়াবীথি এলাকার ১৮.৮৭ একর জমি দুটি পৃথক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ১৯৬৩ সনে একোয়ার করে ২১/১০/১৯৬২ খ্রি. তারিখে ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ এর নিকট বিক্রি ও হস্তান্তর করে। তারপর শুরু হয় বিশাল কর্মযজ্ঞ, জয়দেবপুর তখন একটি ইউনিয়ন পরিষদ মাত্র। জয়দেবপুর মৌজার এই এলাকা পূর্ব জয়দেবপুর ফনীর টেক নামে অবহিত জঙ্গলাকীর্ণ জনপদ বা চক্কর নামেও পরিচিত ছিল। বর্তমানের মধ্যপাড়া পার হয়ে দ্বিতীয় অংশ উত্তর পাড়া, জোড়পুকুর বর্তমানের উত্তর ছায়াবীথি। যা ঠাকুরপাড়া নামে অভিহিত ছিল। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০৪ জন। আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ৪,৭১,০০০ টাকা, আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৫,৩৪,৮৮০ টাকা, সমিতির কার্যকরী মূলধন ৭৭,২৪,৮৭৮ টাকা।

১৯৬৪ সনে দুইকক্ষ বিশিষ্ট ৮৪টি বাড়ির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলো, ১৯৬৫ সনে সদস্যরা এখানে বসবাস শুরু করল। ইতোমধ্যে এই সমবায় সমিতির সস্য দ্রুত বাড়তে থাকল এবং জয়দেবপুরে সংকুলান না হওয়ায় ঢাকা





জেলার সাভারে জমি ক্রয় করে সেখানেও ছায়াবীথির সদস্যদের ছোট ছোট প্লট বরাদ্দ দেয়া হলো। সাভারেও বাড়ি নির্মাণের উদ্যোগ চলল। কিন্তু দূরত্ব ও প্রশাসনিক অসুবিধার কারণে ০৪/১০/১৯৮৪ খ্রি. তারিখের বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদন হয় এবং ১১/০১/১৯৮৫ খ্রি. তারিখে দ্বিতীয় বিশেষ সাধারণ সভায় গাজীপুর ও সাভারে ২টি পৃথক ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। দুইটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যতিক্রমিক সমবায় সমিতিতে বিভক্ত হয়। সমিতি দুটি পৃথক পৃথক রেজিস্ট্রেশন করে। ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ এর রেজিস্ট্রেশন নম্বর হয় ১০, তারিখ ১৮.৯.১৯৮৫ খ্রি.। বর্তমানে এই সমিতির সদস্যদের মাঝে ১০৪টি প্লট/বাড়িতে বিভক্ত। সমিতির সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য স্কুল, মসজিদ ও লাইব্রেরি স্থাপন করেছে। যার স্বীকৃতিস্বরূপ ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ ২০০৩ সালে বাংলাদেশের গৃহায়ন/ফ্ল্যাট মালিকশ্রেণির শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বর্ণপদক লাভ করে।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এবং একই সাথে গাজীপুর জেলার আবাসন এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ এর প্লটে বহুতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ কর্মসূচির উদ্যোগ একটি সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সমিতির মূল উদ্দেশ্য সমবায়ী মনা নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, সুশিক্ষিত এবং সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিদের জন্য/সদস্যদের জন্য



সমিতির প্লটে সুপ্রশস্ত রাস্তা আর সুসজ্জিত বৃক্ষরাজির দুইপাশে পরিকল্পিত বহুতলা বিশিষ্ট আবাসন সুবিধার ব্যবস্থা করা। ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ এর বর্তমান পরিকল্পনা বহুতলা ভবন নির্মাণের মাধ্যমে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এ জন্য ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়ে সদস্য বৃদ্ধির কাজ এগিয়ে চলছে। সমিতির সদস্যদের প্লটে তিন ভাবে বহুতলা ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে; সদস্যদের বিনিয়োগের মাধ্যমে সমিতি নির্মাণ করছে, সমিতির তালিকাভুক্ত ডেভেলপার কোম্পানি নির্মাণ করছে আবার সদস্য ইচ্ছা করলে নিজেও বহুতলা ভবন নির্মাণের মাধ্যমে ফ্ল্যাট বিক্রয় করে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উদ্যোগে সদস্যদের মধ্যে নতুন প্রত্যাশার দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ায় বাহির থেকেও সদস্য হওয়ার আগ্রহ ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। তবে সদস্য বাছাইয়ে সমবায়ীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ এর ফ্ল্যাট কিনে সদস্য হলে সে সমিতির যৌথ সম্পদেরও অংশীদার হবেন। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন সমিতির সদস্য বৃদ্ধি পাবে, অপরদিকে ফ্ল্যাট ক্রয়ের মাধ্যমে সদস্যের ওয়ারিশগণও সমানুপাতিক জমিসহকারে সমিতির গর্বিত সদস্য হওয়ার সুযোগ পাবে।

ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ এর প্রস্তাবিত বহুতলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণসংক্রান্ত কর্মসূচিটি সারা দেশে সমবায়ীদের জন্য একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী কর্মসূচি। কর্মসূচিটির সফল বাস্তবায়ন হলে সারা দেশের জন্য একটি অনুকরণীয়/অনুসরণীয় মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং আগত নতুন সদস্যদের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনাগত ভবিষ্যৎ একটি সুশৃঙ্খল আবাসিক সমবায় সমিতি হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকারের প্রত্যয় নিয়ে ছায়াবীথি সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।



মূল নিবন্ধন : ২৬
তারিখ : ২২/১২/১৯৮৪ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৬,০০২ জন
শেয়ার মূলধন : ১২,৮৩,৯০৮৬৮ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩৪,৩৭,২২,৭১৫ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৫৩,৯৪,৬১,৩৪০ টাকা
বিনিয়োগের পরিমাণ : ৪৬,৮২,৫৯,০৩৮ টাকা

তুমিলিয়া খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : কালীগঞ্জ
জেলা : গাজীপুর

আর্চবিশপ লরেন্স লিও গ্রেনার,সিএসসি বৃত্তি
কবির ভাষায় বলতে গেলে,"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, সব শিশুরই অন্তরে"-এ চিন্তা মাথায় রেখে ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে তুমিলিয়া ক্রেডিটের ৫০ বছরের সুবর্ণজয়ন্তীতে স্মরণিকায় বিজ্ঞাপন, অনুদান সংগ্রহ করে জুবলী উদযাপনের পর ৮ লক্ষ টাকার "আর্চবিশপ লরেন্স লিও গ্রেনার, সিএসসি বৃত্তি" নামক একটি তহবিল তৎকালীন বোর্ড রেখে যান। এ থেকে গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ, সকাল ১০ টায় আর্চবিশপ লরেন্স লিও গ্রেনার, সিএসসি বৃত্তি পরীক্ষায় তুমিলিয়া ও দড়িপাড়া ধর্মপল্লির খ্রিস্টান ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিদ্যালয় হতে ৫ম শ্রেণি পর্যায়ে ৫০ জন এবং ৮ম শ্রেণি পর্যায়ে ৪৮ জন, মোট ৯৮ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তুমিলিয়া বালক উচ্চবিদ্যালয়ের ৪টি শ্রেণিকক্ষে এই বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার ভিত্তিতে গত ৩১ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে সকল পরীক্ষার্থী ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে ট্যালেন্টপুল গ্রেডে ৮ জন এবং সাধারণ গ্রেডে ১৪ জন, মোট ২২ জন ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পায়। ট্যালেন্টপুল গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ১ বছরের বেতন প্রদান করা হবে এবং সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের ৬ মাসের বেতন প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে, বৃত্তিপ্রাপ্ত ২২ জন ছাত্রছাত্রীর বেতন বাবদ ৬০,০০০ টাকা সরাসরি বিদ্যালয়ে প্রদান করা হয়েছে।

অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের মালিক সদস্য-সদস্যাগণ। সদস্য-সদস্যাগণের বিপদের মুহূর্তে পাশে দাঁড়িয়েছে সবার প্রাণপ্রিয় তুমিলিয়া ক্রেডিট। নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের কারণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও গণ পরিবহন সাধারণ ছুটি ও বন্ধ করে দেয়ায় সমিতির অনেক সদস্য-সদস্যা চাকরি হারিয়েছেন বা বেতন পাচ্ছে না। তাছাড়া, বয়স্ক, বিধবা ও দরিদ্র সদস্যগণও এই দুর্যোগকালীন সময়ে বহু কষ্টে জীবনযাপন করছেন। তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্যে সমিতির ৭টি কর্ম এলাকায় ২৪৫ জন সদস্য-সদস্যার মধ্যে চাল-১০ কেজি, ডাল-১ কেজি, আলু-৫ কেজি, সয়াবিন তেল-১ কেজি, লবণ-১ কেজি ও ১টি করে সাবান বিতরণ করা হয়। করোনা ভাইরাস-এর স্বাস্থ্যবিধি মেনে সদস্য-সদস্যদের বাড়ি বাড়ি ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সমিতির ৭টি কর্ম এলাকায় নিয়মিত প্রত্যেক সদস্য-সদস্যাকে ৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পূর্বে যারা সমিতি হতে ত্রাণ পেয়েছে তারা এ আওতার বাইরে ছিল। একজন সদস্য তার পরিবারের সকলের টাকা একত্রে গ্রহণ করতে পেরেছেন। স্বাস্থ্যবিধি পালন করে সমিতির ৭টি কর্ম এলাকায় আলাদাভাবে নগদ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। যে সকল সদস্য টাকা নিতে পারেনি তাদের টাকা সঞ্চয়ী হিসেবে স্থানান্তর করা হয়েছে। কিন্তু, ঋণখেলাপিদের টাকা নিয়মিত সদস্যদের সাথে দেয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে, সংলাপ করে নগদ অর্থ ৫০০ টাকা করে



দেয়া হয়েছে। আর যারা আহ্বানে সাড়া দেয়নি,তাদের টাকা খেলাপি ঋণ হতে সমন্বয় করা হবে।

ছাত্র প্রকল্প

আজকের শিশু আগামী দিনের কর্ণধার। সদস্য-সদস্যদের সন্তানেরা যেন হাতেকলমে কাজ শিখে এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে-এ জন্য অত্র সমিতির সকল সদস্য-সদস্যদের কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই প্রকল্প পূর্ব থেকেই চালু করা হয়েছে। এখানে ছাত্রছাত্রীরা সপ্তাহে ২ দিন বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং অফিসের নিয়মকানুন, শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে বা পালন করতে পারে। এই সকল অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে চাকরি ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খুব সহজেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ছাত্র প্রকল্পের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গত ১৭ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে গত ২৪ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ জন ছাত্রছাত্রীদের ছাত্র প্রকল্পে নিয়োগ দেয়া হয়। গত ৩১ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে ২০ জন নতুন ছাত্রছাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয় এবং পুরাতন ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সনদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়াও পুরাতন ছাত্রছাত্রীদের মধ্য হতে দ্বিতীয়বারের মত মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে আরো মোট ৫ জন ছাত্রছাত্রীকে ছাত্র প্রকল্পে নিয়োগ দেয়া হয়। পুরাতন ও নতুন ছাত্রছাত্রী



মিলে সর্বমোট ২৫ জন ছাত্রছাত্রী ছাত্র প্রকল্পের অধীনে কাজ করছে এবং নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করছে।

সেন্ট জনস্ আর্ট নেড কালচারাল একাডেমি

অত্র সমিতির সদস্য-সদস্যদের সন্তান পড়াশোনার পাশাপাশি প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে আর্ট, সংগীত, নৃত্য ও তবলা প্রশিক্ষণের জন্য সেন্ট জনস্ আর্ট নেড কালচারাল একাডেমি ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বোর্ড চালু করেছে। এই একাডেমিতে রয়েছে বিটিভি সহ অন্যান্য চ্যানেলের অভিজ্ঞ শিল্পী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। অল্প খরচে, অতি সুন্দর পরিবেশে, অধিক যত্নসহকারে এই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ শেষে, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে ও বেতারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য সহযোগিতা করা হয় এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

কর্মসংস্থান

মোট কর্মচারীর সংখ্যা : ২৯ জন
স্বকর্মসংস্থান : ১২০ জন সদস্য/সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান করা হয়েছে।

সমিতি সম্পত্তির বিবরণ

স্থাবর : ৪,৬৫,৮৪,৮৭৪ টাকা
অস্থাবর : ৪৯,২৮,৭৬,৪৬৬ টাকা

সমিতিতে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্যচাষ, গাভি পালন, সমবায়ী দোকান স্থাপন, কুটিরশিল্প।



নিবন্ধন নং : ১২৯৫
তারিখ : ২৪/১১/২০০৯ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১,০৯১ জন।
শেয়ার মূলধন : ২,২৭,২০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১,২৭,২৩,৩৬৫ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৩,৩৮,২৫,৫৪০ টাকা
বিনিয়োগের পরিমাণ : ১,৯৮,০৬,৪৩৪ টাকা

ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : গাজীপুর সদর
জেলা : গাজীপুর

গল্পটা কিছু স্বপ্নবাজ মানুষের ক্লান্তিহীন পরিশ্রম আর প্রত্যয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষে ৯ বন্ধুর প্রত্যেকে মাসিক ১ হাজার টাকার সঞ্চয় দিয়ে শুরু স্বপ্নপূরণ যাত্রার। বন্ধুদের স্বপ্নকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিতে সঞ্চয়ের ধারাবাহিকতায় যুক্ত হন তাদের স্ত্রীরাও। এ স্বপ্নযাত্রায় সারথিদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ২০ জনে।

২০০৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে,গাজীপুর জেলা সমবায় অফিসার মহোদয়ের নিকট হতে 'ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড' নামে নিবন্ধন নং : ১২৯৫, তারিখ : ২৪/১১/২০০৯ খ্রি. মূলে নিবন্ধন সনদ অর্জন করে প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। নিবন্ধনের পাশাপাশি সততা আর দক্ষতার কারণেই বর্তমানে 'ট্রাষ্ট' এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪,০০০ জন, আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ২,২৭,২০০ টাকা, আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২,০৩,১৫,১৮৫ টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৩,৩৮,২৫,৫৪০ টাকা। বর্তমানে সমবায় পণ্য ব্র্যান্ডিংয়েও রাখছে বিশেষ ভূমিকা।

সমবায়ীদের উৎসাহ প্রদান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ' বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করে আজ অনেকের কাছে হয়ে উঠেছে দৃষ্টান্ত। উৎপাদনমুখী সমবায় গড়ার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি সদস্যদের আত্মবিশ্বাস ও গাজীপুর জেলা সমবায় কর্মকর্তার অনুপ্রেরণায় 'ট্রাষ্ট কো-অপারেটিভ ডেইরি ফার্ম' প্রায় দেড় বছর ধরে নিরলসভাবে কাজ করছে। বর্তমানে নিজস্ব এই খামারের উৎপাদিত খাঁটি দুধ সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। এছাড়া সমিতির চলমান প্রকল্পসমূহ হলো গরু মোটাতাজাকরণ, বায়োগ্যাস প্রকল্প, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প, গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান। সোসাইটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে 'ট্রাষ্ট' গাজীপুর জেলায় একটি সুপরিচিত সমবায় সংগঠন। আগামিতে সমিতির মূলধন বৃদ্ধিসাপেক্ষে নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ সমবায় দপ্তরের সহযোগিতায় বাস্তবায়নের পরিকল্পনাও রয়েছে- সমবায় বাজার, ট্রাষ্ট মিল্ক সেলসেন্টার, ট্রাষ্ট মিষ্টি, ঘি, মাখন, মিষ্টিজাত দ্রব্য, ট্রাষ্ট ফ্যাশন, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আবাসন প্রকল্প ইত্যাদি। যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সমবায় বান্ধব সফটওয়্যার ব্যবহার করবে 'ট্রাষ্ট'।

সমবায়ে বিশেষ অবদান রাখায় 'ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড' ২০১৭ সালে সমবায় দিবস উপলক্ষে গাজীপুর জেলা সমবায় দপ্তর থেকে অর্জন করে সম্মাননা স্মারক।

২০১৮ সালে 'ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড'-এর ৩ জন সদস্য বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত 'সমিতি ব্যবস্থাপনা' কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করে অর্জন করেছেন প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকারীর 'সনদ' এবং পুরস্কার। 'ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ



সোসাইটি লিমিটেড' সততা এবং দক্ষতার অনন্য উদাহরণ হিসেবে গাজীপুরবাসীর কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। সদস্যদের সঞ্চিত আমানতের উপর লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যগণ লাভবান হচ্ছে। এছাড়া 'ট্রাষ্ট' হতে নিম্নআয়ের সদস্যগণ স্বল্প লাভে ঋণ নিয়ে অনেকে স্বাবলম্বী হয়েছে এবং হচ্ছে।

সমবায় পণ্যমেলা গাজীপুর ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় ট্রাষ্ট লাবান, ট্রাষ্ট দই, ট্রাষ্ট রসমালাই স্থান পায়। মিল্ক ভিটা সহ প্রায় ৪০টি সমবায় প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করে। মেলা পর্যবেক্ষণ করেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, অতিরিক্ত নিবন্ধক, যুগ্ম নিবন্ধক ও উপনিবন্ধক গণসহ a2i প্রতিষ্ঠান। মেলায় পণ্যের গুণাগুণ ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে 'ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড' প্রথম পুরস্কার ও সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন।

এরই মধ্যে পাইলট প্রকল্প 'ট্রাষ্ট ফ্যাশন' এর যাত্রা শুরু করেছি। সেখানে সমিতির সদস্যরাই কাজ করছেন। কর্মসংস্থান সৃষ্টিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও অঙ্গীকার।

২০২২ সালের মধ্যে 'ট্রাষ্ট মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড'-এর স্বপ্নযাত্রায় যোগ হচ্ছে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'ট্রাষ্ট কো-অপারেটিভ হাসপাতাল ও ডায়াগনোষ্টিক সেন্টার'। যা গাজীপুরবাসীর জন্য নিরাপদ এবং সঠিক চিকিৎসাসেবার দৃষ্টান্ত হবে এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের।





রেজি নং : ৫১১
তারিখ : ১৩-১১-১৯৭৭
সংশোধিত রেজি নং : ৩৬
তারিখ : ১২-০৭-২০০৬
সদস্য সংখ্যা : ১৩৬ জন
শেয়ার মূলধন : ৫,২৪,০৩১ টাকা।
সঞ্চয় : ৯,২৩,১৩৩ টাকা।

ইদিলপুর আনারসচাষি বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : মধুপুর
জেলা : টাঙ্গাইল

আদিকাল থেকে মানুষ বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সমষ্টিগতভাবে মোকাবিলা করতে আগ্রহী ছিলেন।

সমষ্টিগত কাজের মাধ্যমে জয় পরাজয়, সফলতা-ব্যর্থতা মানুষকে হেয় করতে পারেনি। সমষ্টিগত কাজের ধারাবাহিকতা সফলতাই মানুষকে সংগঠিত করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং এক সময় তা সমবায় আন্দোলনে রূপ নেয়। সেই চিন্তাভাবনার আলোকে টাঙ্গাইল জেলাধীন মধুপুর উপজেলার অরণ্য বেষ্টিত অনুন্নত এলাকা ইদিলপুর বাসীর ভাগ্যোন্নয়নের জন্য এলাকার স্বনামধন্য মরহুম জে ভি আর চিসিম ও মরহুম আব্দুল হালিম তালুকদার দ্বয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনগ্রসর দরিদ্র আনারসচাষি কৃষকদের নিয়ে ১৯৭৭ খ্রি. সনের ইদিলপুর আনারসচাষি বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। মধুপুর গড় অঞ্চলে বা লালমাটি এলাকায় অন্য কোনো ফসল উৎপাদিত হত না বিধায় মিজি গারুনী নামে এক মহিলা আসামের মেঘালয় থেকে গরুর গাড়ি যোগে কিছু আনারসের চারা এনে পরীক্ষামূলক ভাবে আনারসের চাষ শুরু করে। এক পর্যায়ে বৈপ্লবিক উৎপাদন শুরু হলেও প্রান্তিক চাষিরা তাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। উৎপাদন শুরু হওয়ার ফলে সুবিধাভোগী মহাজনের খপ্পরে থেকে নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রান্তিক দরিদ্র কৃষকরা সমবায়ের পতাকা তলে একত্রিত হয়ে সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নেতৃত্ব বিকাশে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নিবন্ধন

ইদিলপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী সাতটি গ্রামের ধর্ম, বর্ণ, জাতিবেদ ভুলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও মুসলমান ১১ জন কৃষকদের নিয়ে ইদিলপুর আনারসচাষি বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (যাহার রেজি নং ৫১১, তারিখ : ১৩/১১/১৯৭৭ খ্রি.) মূলে সমবায় বিভাগ কর্তৃক নিবন্ধন করা হয়।

সদস্য

সমিতির প্রারম্ভিক সদস্য সংখ্যা ১১ জন থেকে বর্তমানে ১৩৬ জন সদস্যে উন্নীত হয়েছে। আদায়কৃত শেয়ারের পরিমাণ ৩,০০০ টাকা থেকে ৫,২৪,০৩১ টাকা মূলধন সৃষ্টি করেছে। সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৩,০০০ টাকা থেকে বর্তমানে ৯,২৩,১৩৩ টাকা দাঁড়িয়েছে।

অর্জন

সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যগণ আনারস চাষ করে নিজেরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। শুধু তাই নয় আনারস চাষের ফলে এর সম্প্রসারণ শুধু মধুপুর গড় অঞ্চলেই নয় দেশের অন্যান্য লালমাটি অঞ্চলেও এর চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে। বাজারজাতকরণের ফলে সারা দেশে বিভিন্ন বাজারে আনারসের বাজার বিস্তার ঘটেছে। এখন মধুপুরের প্রধান অর্থকরী ফসল হচ্ছে এই আনারস। অত্র সমিতি ১৯৮২,১৯৮৮ এবং ২০০২ সালে স্বর্ণপদকসহ জাতীয়ভাবে ৩ বার পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়।

সমিতির সম্পদ

সমিতি তার সভ্য নির্বাচনি এলাকার ইদিলপুর ও আউশনারা মৌজায় ৮.১৯ একর জমি ২



লক্ষ ৮২ হাজার ৯ শত ৭৮ টাকায় ক্রয় করেছে। যাহার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৪ কোটি টাকার উপরে। উক্ত জমির উপর ইদিলপুর বাজার সংলগ্ন ১টি দোতলা ৩২ (১৮ ফুট, প্রস্থ ১০ শতাংশ জমির উপর ১টি বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে, যা সমিতির অফিস ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং যার নির্মাণ মূল্য ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৭২ টাকা। সমিতির সদস্যদের মাধ্যমে ক্রয়কৃত জমির লিজ প্রদান পূর্বক আনারস, কলা, আদা, হলুদ, পেঁপে ও কচু উৎপাদন করে থাকে। এছাড়াও সমিতির কাঁঠাল, আম, লিচু বাগান রয়েছে। যাহা থেকে প্রতি বছর প্রায় ২ লক্ষ টাকা আয় হয়ে থাকে। এছাড়াও সমিতিতে কাঠের অভাব পূরণকল্পে বনজ বৃক্ষরোপণ করে সবুজ বেষ্টনী গড়তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।



কর্মসংস্থান

সমিতির দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে ১ জন বেতনভুক্ত নিয়মিত কর্মচারী রয়েছে। তিনি সমিতির যাবতীয় রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, হিসাব লিপিবদ্ধকরণসহ যাবতীয় কার্যক্রম সমম্পাদন করেন। এছাড়াও ৩০০ জন সদস্যদের মধ্যে আনারস, কলা, লিচু, কাঁঠাল, লেবু, হলুদ, কচু, পেঁপে, আদা ইত্যাদি ফসল উৎপাদনের খাতে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মধ্যমে এবং ৫০ জন সদস্যকে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, গরু বাছুর মোটাতাজাকরণে উদ্বুদ্ধ করে পরোক্ষভাবে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন।

সমিতির অন্যান্য কার্যক্রম

বর্তমানে সমিতির দরিদ্র সদস্যদের ছেলেমেয়েদের পড়া লেখার জন্য সমিতির তহবিল থেকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও সমিতির উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ যাতীয় দিবসসমূহ পালন করা হয়। সমিতির মৃত সদস্যদের মধ্যে মরণোত্তর ভাতা প্রদানের কার্যক্রম চালু রয়েছে। সমিতির উৎপাদিত আনারস হতে সদস্যগণ জ্যাম, জেলি, আচার, জুস, চিপস তৈরি এবং বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়াধীন আছে।

সমিতির উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণের জন্য কোনো স্থায়ী বাজার না থাকা, পণ্য সংরক্ষণের জন্য কোনো হিমাগার না থাকায় সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বর্ষা মৌসুমে নষ্ট হচ্ছে। এতে সদস্যগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উৎপাদিত পণ্যের স্থায়ী বাজার না থাকায় সমবায়ী এবং উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণের কোনো হিমাগার না থাকায় কৃষকগণ তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সমবায়ী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য স্থায়ী বাজার স্থাপন, উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণের জন্য হিমাগার স্থাপন এবং আনারস হতে তৈরি জ্যাম, জেলি, আচার, জুস, চিপস বিএসটিআই-এর অনুমোদনের প্রয়োজনীয় সহয়তা প্রদান এবং পচনশীল ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ফুড প্রসেসিং কারখানা স্থাপন করা হলে উৎপাদনকারীগণের উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা যাবে। ফলে সমবায়ীদের আয়ের উৎস বৃদ্ধি পাবে। সমবায় বাজার স্থাপনের মাধ্যমে আন্তঃসমবায় নেটওয়ার্ক গঠন করা হলে সদস্য ও ভোক্তাগণ উভয়ই লাভবান হবে।



নিবন্ধন নং : মূল-৯২
তারিখ : ০৮/৮/২০০৫
সদস্য সংখ্যা : ২৭,৫৭৫ জন
কর্মচারীর সংখ্যা : ১৬৩ জন
স্বকর্মসংস্থান : ৯০৩৩ জন
আদায়কৃত শেয়ার : ২,২২,১৮,৪০০ টাকা
আদায়কৃত সঞ্চয় আমানত : ৫৭,১৮,১৪,৯৯৯ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৭৪,৮৮,৯৩,০৯৩ টাকা

গণ উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : শিবচর
জেলা : মাদারীপুর

কর্ম সমিতির সম্পত্তির বিবরণ
ক) স্থাবর ৭,৭৭,৫৯,২৭৪ টাকা
খ) অস্থাবর ৩৫,৬২,৭১৮ টাকা
বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৯,৭৪,৩২,৪৯৯ টাকা

গণ উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার প্রাণকেন্দ্র শিচর বাজারের পাশে গুয়াতলা বরহামগঞ্জ এ অবস্থিত। সমিতিটি বিগত ০৮/০৮/২০০৫ তারিখে ৯২ নং : বন্ধনে জেলা সমবায় কার্যালয়, মাদারীপুর হতে নিবন্ধন লাভ করে। মাত্র ৭০ জন সদস্য ও ৫,০০,০০০ টাকা নিজস্ব মূলধন নিয়ে সমিতিটি যাত্রা শুরু করে। বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে সমিতিটি বর্তমান অবস্থানে এসে পৌঁছায়। ২২,৩৫৭ জন পুরুষ ও ৫,২১৮ জন মহিলাসহ বর্তমানে সমিতির মোটসদস্য সংখ্যা ২৭,৫৭৫ জন। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। সমিতির নিজস্ব জমিতে 'গণ-উন্নয়ন সমবায় ভবন' নামে ১০ তলা বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। উক্ত ভবনে সমবায়ী ও স্থানীয় জনগণের সুচিকিৎসার জন্য একটি আধুনিক হসপাতাল নির্মাণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করতে যাচ্ছে। যার ম্যাধমে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং অত্র এলাকার সমবায়ী ও সাধারণ জনগণের আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে। সমিতিতে বর্তমানে সরাসরি ১৬৩ জন কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। তারা নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম চলমান ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। সমিতির সদস্যগণ সমিতি থেকে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন, বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য উৎপাদন, মহিলা সদস্যগণ সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পোশাক তৈরির মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করছেন ও স্বাবলম্বী হচ্ছেন। সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে ১০ হাজারের অধিক সদস্য নিজেদের আর্থসামাজিক তথা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে চলছেন। ফলে বেকার সমস্যা সমাধানে সমিতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও সমিতির নিজস্ব ৩০ শতক জমিতে শাকসবজি চাষ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে সমিতিতে গরু মোটাতাজাকরণ ও দুগ্ধ প্রকল্প গ্রহণ করার বিষয়ে পরিকল্পনা রয়েছে।

মাদারীপুর জেলাধীন নিবন্ধিত গণ উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এটি অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া আত্মনির্ভরশীল হতে অনেক মানুষকে সাহায্য করে যাচ্ছে। যদি এভাবে সমিতিটির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে তাহলে অত্র এলাকার সমবায় দপ্তরের ভাবমূর্তি আর উজ্জ্বল হবে।



নিবন্ধন নং : ১৪/১৯৮৮
সদস্য সংখ্যা : ১,৬৯২ জন
শেয়ার আমানত : ১১,৪৩,৬৭,৩৬১
সঞ্চয় আমানত : ৫,৬৬,৮৮,০০৫
ডিডি সঞ্চয় আমানত : ১,৪৫,৪১,০৭৯
এসডিপিএস আমানত : ২,৪১,২৮,৪১৪
সঞ্চয়পত্র আমানত : ৯,৪২,৫১,৮৬১

শুলপুর খ্রিষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : সিরাজদিখান
জেলা : মুন্সিগঞ্জ

ক্রেডিট ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত একটি সমবায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ক্রেডিট শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ক্রেডো থেকে এসেছে যার অর্থ-আমি বিশ্বাস করি। ক্রেডিট ইউনিয়নের মূল শক্তি হলো সদস্যগণ নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য একে অপরকে বিশ্বাস করার মাধ্যমে ক্রেডিট ইউনিয়নে শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত হিসেবে টাকা জমা রাখবে ও নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋণ গ্রহণ করবে এবং যথাসময়ে নিয়মমাফিক ঋণের টাকা ফেরত দিবে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ঢাকা ও আশেপাশের ধর্মপল্লির অধিকাংশ খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী ছিলেন আর্থিকভাবে অসচ্ছল। বিভিন্ন সুদখোর মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চসুদে ঋণ গ্রহণ করে খ্রিস্টানগণ তাদের মূল্যবান জমি জমা এবং বসতবাটি হারাতে বসেছিল। এই প্রেক্ষাপটে সাধু যোসেফ ধর্মপল্লি, শুলপুরের খ্রিষ্টভক্তদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়য়ের লক্ষ্যে আজকের "শুলপুর খ্রিষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ" গঠনে স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন মিঃ পিটার পল গমেজ (অ্যাডভোকেট ও পাকিস্তানের যোগাযোগবিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)। শ্রদ্ধেয় মিঃ পিটার পল গমেজ এর উদ্যোগে ঢাকায় বসবাসরত মিঃ নিকোলাস পল রোজারিও, মিঃ সুবোধ রোজারিও, মিঃ নিকোলাস রোজারিও (শিক্ষক), মিঃ নিধন ডি রোজারিও (স্বনামধন্য সাহিত্যিক), মিঃ ভিনসেন্ট গমেজ (বিচান্তি), মিঃ হেনরী গমেজ (উকিল), মিঃ জর্জ দেবল ডি : ক্রুশ, মিঃ হরলাল দেশাই, মিঃ ডেভিড গমেজ (শিক্ষক) এবং গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ "শুলপুর খ্রিষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন" গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিশেষভাবে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন মিঃ নিকোলাস পল রোজারিও। ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনে সহযোগিতায় ছিলেন ফাদার চার্লস জে. ইয়াং, সিএসসি এবং তৎকালীন শুলপুর ধর্মপল্লির পাল পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার উইস, সিএসসি। মিঃ পিটার পল গমেজ এর উদ্যোগে ২৮ মে, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে রোজ শনিবার বিকালে মিশন প্রাঙ্গণে গ্রামের মাতব্বর এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরের দিন ২৯ মে, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে রোজ রবিবার প্রথম ও ২য় খ্রিষ্টযোগে ঘোষণার মধ্য দিয়ে সকাল ১০ : ০০ ঘটিকার সময় শুলপুর সাধু যোসেফ গির্জার দক্ষিণ পাশে বকুল গাছের নিচে আনুষ্ঠানিকভাবে "শুলপুর খ্রিষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন"-এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভায় সদস্যপদ লাভের জন্য ভর্তি ফি ২৫ পয়সা এবং শেয়ার জমা ১ টাকা ধার্য করা হয়। প্রথম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, বিগত ০৩-০৬-১৯৭৯ খ্রি. তারিখে কেন্দ্রীয় সমিতি "দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ" (কাল্‌ব) স্থাপতি হয়। বর্তমান শুলপুর খ্রিষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, "কাল্‌ব" এর প্রতিষ্ঠাতা সহযোগী সদস্য। বিগত ০৩-০৪-১৯৮৬ সালে কাল্‌ব সমবায় অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন লাভ করে এবং শুলপুর খ্রিষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ

ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ বিগত ২৬-০২-১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কাল্‌ব এর পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করে। কাল্‌ব সদস্য নং : ১০। এছাড়াও বিগত ১৯-১২-২০১০ খ্রি. তারিখে কেন্দ্রীয় সমিতি "দি সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন অব খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভস্ (কাক্কো) লিমিটেড এর সদস্য পদ লাভ করে। সদস্য নম্বর-২০।

সদস্যদের জন্য গৃহীত কর্মসূচি

- সদস্যদের স্বনির্ভরতা এবং আপদকালীন সময়ে ক্রেডিট ইউনিয়নের ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা হয়।
- কোনো সদস্য অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা বাবদ এককালীন সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
- কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তার সৎকার কাজের জন্য ১০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
- সদস্যদের জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও সরকারের সমবায় বিভাগ এবং কাল্‌ব ও কাক্কো আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ, অফিস কর্মী ও সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়।
- সদস্যদের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা হয় যাতে বিপদের সময় একে অন্যকে রক্ত দিয়ে সাহয্য করতে পারে।
- গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার কোর্স, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কোর্স এবং ধর্মীয় শিক্ষা, মাদক দ্রব্য সমন্ধে সচেতন করা এবং জীবন গঠনের জন্য বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
- নবজাতক শিশুর জন্য ক্রেডিট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একশত টাকা জমাসহ বিনামূল্যে সঞ্চয়ী হিসাব করে দেওয়া হয়।
- জাতীয় সমবায় দিবস, আন্তর্জাতিক ক্রেডিট ইউনিয়ন দিবস উদযাপন করা হয়। জাতীয় সমবায় দিবসে ক্রেডিট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সিরাজদিখান উপজেলায় অনুষ্ঠিত সমবায় মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি ও অন্যান্য জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার পালন করা হয়।
- এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত ও নির্ভুল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ২০১১ সাল থেকে শুলপুর খ্রিষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর যাবতীয় লেনদেন ও হিসাব প্রস্তুতে কেন্দ্রীয় সমিতি কাল্‌ব এর নিজস্ব (এটুজেড কোম্পানি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত) সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও সদস্যদের বিভিন্ন নোটিশ ও তথ্য সরবরাহের জন্য এসএমএস সার্ভিস ও ক্রেডিট ইউনিয়নের নিজস্ব ফেইসবুক একাউন্ট রয়েছে।
- অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি ছিল ক্রেডিট ইউনিয়নের জন্য জমি ক্রয় করে অফিস ভবন নির্মাণ করা। সেই লক্ষ্যে ১৯৯১-১৯৯২ অর্থবছর থেকে বিল্ডিং ফান্ড তৈরি করা হয় এবং ২০১৬ সালে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি বহুল প্রতীক্ষিত জমি ক্রয় করতে সক্ষম হয়। (ক) জমির পরিমাণ ৩৮ শতাংশ (খ) দালিলিক মূল্য ৯৫,০০,০০০ টাকা (গ) বহিমূল্য ১,০৫,৮২,৫০০ টাকা। ইতোমধ্যে বিশেষ সাধারণ সভার অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী ভবন নির্মাণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করা হয়।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ক্রেডিট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।





কেস স্টাডি

- মিঃ রমেশ গমেজ, সদস্য নং : ১৩৫৪, পিতা : লুইস গমেজ, গ্রাম : বড়শিকারপুর। তিনি ক্রমান্বয়ে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ১৮০ শতাংশ পুকুরে মাছের চাষ, গাভি পালন ও কৃষিকাজ করে আসছেন। পুকুরে মাছ বিক্রয় করে তিনি বছরে প্রায় ২ লক্ষ টাকা লাভ করেন। তার খামারে বর্তমানে ৫টি ফিজিমিয়ান গাভি রয়েছে। এই খামার

থেকে দুধ ও বাছুর বিক্রয় করে তিনি বছরে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা লাভ করেন। কৃষিজমি থেকে শাকসবজি বিক্রয় করে বছরে প্রায় ১ লক্ষ টাকা লাভ করেন। তিনি গরুর গোবর বায়োগ্যাস তৈরিতে ব্যবহারের পর জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করেন। এতে তার জ্বালানি সাশ্রয় হয় এবং সার ক্রয়ের খরচ কম হয়।

- মিঃ সঞ্জিত পিরীজ, সদস্য নং : ১৭০৫, পিতা : ফ্রান্সিস পিরীজ, গ্রাম : মজিদপুর। তিনি অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে গাভি ক্রয় করে লালনপালন করে। বর্তমানে তার খামারে ছয়টি ফিজিশিয়ান গাভি ও দুইটি বাছুর রয়েছে। তিনি বছরে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার দুধ বিক্রয় করেন। গাভির বাছুর বিক্রয় করেন প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকায়। তার এই আয় থেকে তিনি একতলা পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছেন।
- মিঃ নির্মল রড্রিক্স, সদস্য নং : ১৫২৭, পিতা : ডানিয়েল রড্রিক্স, গ্রাম : বড়ইহাজী। তিনি অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে ২ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের একটি দোকান সফলভাবে পরিচালনা করে আসছেন। বর্তমানে তার দোকানে মজুত পণ্যসামগ্রীর আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। দোকান থেকে আয় দিয়ে তার সংসার ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন।
- তুষার ডি : ক্রুশ, সদস্য নং : ১৬৯০, পিতা : লরেন্স ডি : ক্রুশ, গ্রাম : শুলপুর। তিনি ক্রমান্বয়ে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ৫ শতাংশ জায়গার উপর পোলট্রি ফার্ম করেছেন। তিনি প্রতি ব্যাচে ১ হাজার মুরগি পালন করে থাকেন। এতে বছরে তিনি প্রায় ৩ লক্ষ টাকা লাভ করে থাকেন।

সফল হওয়ার বর্ণনা

- ১৯৯৬ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলা সমবায় কর্তৃক জেলা পর্যায়ে 'শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি' পুরস্কার লাভ করে।
- ১৯৯৯-২০০০ সালে সমিতির সদস্য বৃদ্ধি ও মূলধন বৃদ্ধির জন্য কাল্‌ব প্রদত্ত ২টি প্রথম পুরস্কার লাভ করে।
- কাল্‌ব কর্তৃক 'শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি' ফাদার ইয়াং ফাউন্ডেশন রৌপ্যপদক-২০০২ লাভ করে।
- ২০১০-২০১১ খ্রিষ্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সিরাজদিখান থানা কর্তৃক 'সর্বোচ্চ সিডিএফ' প্রদানকারী হিসেবে 'শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি' পুরস্কার লাভ করে।
- ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে মুন্সিগঞ্জ জেলা সমবায় কর্তৃক জেলা পর্যায়ে 'শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি' পুরস্কার লাভ করে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ক্রেডিট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও সরকারের সমবায় বিভাগ এবং কাল্‌ব ও কাক্কো আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ, অফিস কর্মী ও সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার কোর্স, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা কোর্স এবং গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। পাল পুরোহিতের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ধর্মীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মাদক দ্রব্য সমন্ধে সচতেন করা এবং জীবন গঠনের জন্য বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অভিভাবকদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন খেলাধুলায় শুলপুর রোমান কাথলিক ফুটবল ক্লাবকে আর্থিক সাপোর্ট প্রদান করা হয়। অসুস্থকালীন সময়ে চিকিৎসা সেবামূল্য হিসেবে সদস্যদেরকে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। কোনো সদস্য মারা গেলে তার সৎকার কাজের জন্য উক্ত সদস্যের পরিবারে এককালীন ১০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সময় সদস্যদের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়, যাতে বিপদের সময় একজন সদস্য অন্য সদস্যকে রক্ত দিয়ে সাহায্য করতে পারে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মহামারি করোনা ভাইরাস চলাকালে সদস্যগণকে সচেতন করার জন্য মাইকিং ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি জন সদস্যকে ১,০০০ টাকা করে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সকল সদস্যকে সর্বমোট ১৬,৮৫,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।







নিবন্ধন নম্বর- ০১
তারিখ :২৩/০৭/১৯৮৪ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১৮৯ জন
(পুরুষ : ১৩৬ জন, মহিলা : ৫০ জন)
শেয়ারের পরিমাণ : ৫১,৪৪,০০০
সঞ্চয় আমানত : ৯০,৫৮,৭০৬
লভ্যাংশের পরিমাণ : ৪,৫০,১১৯

হাঁসাড়া আদর্শ সমবায় সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি লিঃ

উপজেলা : শ্রীনগর
জেলা : মুন্সীগঞ্জ

সমিতিটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত একটি সমবায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অত্র সমিতির মূল শক্তি হল সদস্যগণ নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য একে অপরকে বিশ্বাস করার মাধ্যমে সমিতিতে শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত হিসেবে টাকা জমা রাখে। জনাব মোঃ শেখ ওমর আলীর উদ্যোগে ১ জুলাই, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে গ্রামের মাতব্বর এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাঁসাড়া গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে "হাঁসাড়া আদর্শ সমবায় সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি লিঃ" এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভায় সদস্যপদ লাভের জন্য ভর্তি ফি ১০ টাকা, শেয়ার বাবদ ৫০ টাকা এবং মাসিক সঞ্চয় ২০ টাকা ধার্য করা হয়। প্রথম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়।

সমিতির গৃহীত কর্মসূচি

- সমিতির নিজস্ব জায়গায় ৪২টি দোকানঘর তৈরি করে সদস্যদের নিকট ভাড়া দেয়া হয়েছে।
- সমিতির মাধ্যমে ১টি মৎস্য আড়ৎ পরিচালনা করা হয়।
- সমিতির মাধ্যমে হাঁসাড়া বাজার ডাক গ্রহণ করা হয়েছে।
- মৎস্য আড়তে মাছের যোগান নিশ্চিতের নিমিত্তে সদস্যদের মাছ চাষের জন্য ঋণ/দাদন প্রদান করা হয়ে থাকে।
- কোনো সদস্য অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা বাবদ এককালীন সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
- কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তার সৎকার কাজের জন্য দশ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
- সদস্যদের জন্য আয় বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও সরকারের সমবায় বিভাগ আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ, অফিস কর্মী ও সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়।
- গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- জাতীয় সমবায় দিবসে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শ্রীনগর উপজেলায় অনুষ্ঠিত সমবায় মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়। আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস ২১ শে ফেব্রুয়ারি ও অন্যান্য জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার পালন করা হয়।
- এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

সমিতির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে জমি ক্রয় করে অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়। সমিতির জায়গায় ৪২টি দোকানঘর তৈরি করে মার্কেট তৈরি করা হয়। দোকানঘরগুলো সমিতির সদস্যদের নিকট ভাড়া প্রদান করা হয়।
- সমিতির নিজস্ব জমির পরিমাণ ২৮৩ শতাংশ।
- জমির উন্নয়ন খরচসহ মোট মূল্য :

১,১২,৩২,৪৫৭ টাকা। বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় তিনগুণ।

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

সফল হওয়ার বর্ণনা

- সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং নিজস্ব উপ-আইন সঠিকভাবে পরিপালন করে সমিতিটি পরিচালিত হয়।
- সমিতির নিজস্ব ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী মৎস্যচাষের জন্য সদস্যদের ঋণ প্রদান করা হয়।
- সমিতির নিজস্ব চাকরি বিধি ও কর্মী ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করে থাকেন।
- পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণ দক্ষতা অর্জনের জন্য সমবায়ের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন।
- সমিতির দক্ষ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি এবং ঋণ কমিটি রয়েছে।
- খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য পরিচালকমণ্ডলী ও অফিস কর্মকর্তাগণ প্রতিমাসে ঋণ খেলাপিদের সাথে আলোচনা সভা এবং ঋণ খেলাপিদের বাড়ি ভিজিট করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ও মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করেন।
- সমিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে পরামর্শ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সময় সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা করা হয়।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক নিদিষ্ট সময়ে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে সমবায় অফিস কর্তৃক অত্র সমিতির নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে যথাযথ সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এযাবৎ যথাসময়েই পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাবলি ও নিরীক্ষা সংশোধনী রিপোর্ট যথাসময়ে উপজেলা সমবায় অফিসের মাধ্যমে জেলা সমবায় অফিসে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও জেলা সমবায় অফিস, উপজেলা সমবায় অফিস কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক সকল তথ্য যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়।

সম্পদ ও বিনিয়োগ

স্থায়ী সম্পদের মূল্য : জমি, অফিস ঘর ও মার্কেট (দোকানঘর) ১,১২,৩২,৪৫৭ টাকা।



অস্থায়ী সম্পদের মূল্য : আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম ১,১৪,০৬৯ টাকা। ঋণ পাওনা : মৎস্য আড়ৎ দাদন ৯৯,৪৭,৬২৩ টাকা

বিভিন্ন তহবিল

সংরক্ষিত তহবিল ৩৪,২৯,৬৫৪ টাকা
কুঋণ সঞ্চিত তহবিল ১৬,৪৪,৭৩৬ টাকা

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও সরকারের সমবায় বিভাগ আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ, অফিস কর্মী ও সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়। মহামারি করোনা ভাইরাস চলাকালে সদস্যগণকে সচেতন করা এবং হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।



নিবন্ধন নং ৭২
তারিখ : ১৪.০২.২০১৮ খ্রি.

শাপলা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : কাশিয়ানী
জেলা : গোপালগঞ্জ

২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকের কথা, গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার কাশিয়ানী সদর এলাকার কতিপয় শিক্ষিত নারী আত্মমর্যাদা, স্বকর্মসংস্থান ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়ে 'দুঃখ জয়ের মন্ত্র' নিয়ে এগিয়ে আসেন।তাদেরই একজন জনাব সাদিয়া আফরিরে নেতৃত্বে মিটিং করে একটি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে স্বল্প স্বল্প পুঁজি একত্রিত করে পর্যায়ক্রমে নিজেদের মধ্যে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে মোতাবেক তারা কার্যক্রম শুরু করে সংগঠনটি সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধনের জন্য উপজেলা সমবায় অফিসার, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ এর সাথে যোগাযোগ করে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- সদস্যদের সঞ্চয় করার উৎসাহ দানসহ সঞ্চয়রে মাধ্যমে আর্থিক সার্মথ বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বকর্মসংস্থান মূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করণ।
- সমাজসেবামূলক সামগ্রীক কার্যক্রমে নারীদের অবদান রাখা।

সমিতির কার্যক্রমের বিবরণ

সমিতির বিক্রীত শেয়ারের মূল্য এবং সদস্যগণের নিকট থেকে আদায়কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ই সমিতির একমাত্র পুঁজি। আপাতত সমিতির উৎপাদনমুখী হস্তশিল্পের কাজে সমিতির ক্ষুদ্র পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে। এ ছোট্ট পুঁজি নিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে শাপলা মহিলা সমবায় সমিতি সফলতার দিকে এগিয়ে চলেছে।

সদস্য নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সমিতিটির উদ্যোগে হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতির সদস্যসহ অন্যান্য মহিলা সমিতির প্রায় দুইশত নারী সদস্যকে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা হয়েছে। সমিতির সদস্যগণ প্রতিনিয়ত গ্রাহকের চাহিদার ভিত্তিতে ব্লক বাটিক ও সুতার কাজের বিভিন্ন ডিজাইনের থ্রি পিস, শাড়ি ও বেডসিট তৈরি করে বিক্রি করছেন। গত অর্থবছরে প্রায় দুই লক্ষ টাকার পণ্য ক্রয় বিক্রয় হয়েছে।

স্বীকৃতি প্রাপ্তি

সদ্য বিদায়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সাব্বির আহমেদ এ সমিতির পণ্যের একজন নিয়মিত কাস্টমার ছিলেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অ্যাসোসিয়েশন ফর রাইটস এন্ড পিস (এআরপি)-এর উদ্যোগে উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বস্ত্র ও কুটিরশিল্প মেলায় শাপলা মহিলা সমবায় সমিতি প্রথম স্থান অর্জন করে ইউএনও মহোদয়ের নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন।



নিবন্ধন নং : ২৪
তারিখ ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ
সদস্য সংখ্যা ৩০১১ জন
কর্মসংস্থান ৫২ জন
শেয়ার মূলধন : ৩,৮৯,০১,৭৩৩ টাকা
কার্যকারী মূলধন ৪,০০,৮১,৭৯৩.০০

হাজারীবাগ মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

হাজারীবাগ
জেলা : ঢাকা

২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়। রেজিস্ট্রেশন নং ৫০, রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ৩০-০১-২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ। সর্বশেষ সংশোধিত রেজিস্ট্রেশন নং : ২৪, তারিখ ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ। শেয়ার মূলধন ৩,৮৯,০১,৭৩৩ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৩,৬৫,২৬২.০০ টাকা, কুঋণ তহবিল ১,৭৬,২৫১.০০টাকা, কল্যাণ তহবিল ৩১,২১৮.০০ টাকা, দাতব্য তহবিল ৭৪,৫৪০.০০ টাকা ওয়ার্ল্ড ভিশন অনুদান তহবিল ৪,৪১,৫০০ টাকা, দুর্যোগ তহবিল ২,৪৩,৪৮৮ টাকা, শিক্ষা তহবিল ২,৬৭,৩৩৫ টাকা বৃদ্ধাশ্রম তহবিল ৯৭,৫০৬টাকা মোট মূলধন : ৪,০০,৮১,৭৯৩ টাকা। অন্যান্য সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ প্রায় ৭ কোটি টাকা।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

সমিতির সদস্যদের জন্য আবাসন গড়ার উদ্দ্যশ্যে মোট ৩৩ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়েছে।

সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি

শিশু শিক্ষা কর্মসূচি

ভাগলপুর কার্যালয়ের নিচ তলায় ভাগলপুর আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকাল ৮ টা থেকে ১ টা পর্যন্ত ৬টি ক্লাশে মোট ১৫০ জন শিশুকে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্কুলে এলাকার গরিব ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এখানে ৭ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত আছেন। সমিতির স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজনা করা হয়। সমিতির কর্ম এলাকা সাভার থানার অন্তর্গত তেতুলঝোড়া ইউনিয়নের পানপাড়ায় দুস্থ শিশুদের জন্য সমিতি একটি শিশু স্কুল পরিচালনা করছে। এখানে ২৫ জন দুস্থ শিশু লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছে। সমিতি থেকে এই শিশুদের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়।

শিক্ষা সহযোগিতা কর্মসূচি

সমিতির কর্ম এলাকার ১ মাস থেকে ১৭ বছর বয়সের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য শিশু-কিশোর সঞ্চয় প্রকল্প নামক একটি প্রকল্প চালু করা হয়। এই প্রকল্পে প্রায় ৭,০০০ শিশু-কিশোর সদস্য রয়েছে। শিশুরা প্রতিমাসে ১০০ টাকা সঞ্চয় জমা করে। সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে বছরে কমপক্ষে একবার সমিতির শিশু-কিশোর সঞ্চয় প্রকল্পের প্রায় ৯,০০০ শিশুর মাঝে ২৫,০০০টি খাতা বিতরণ করা হয়। এই সমস্ত সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের শীতের সময় কম্বল ও বিছানার চাদর বিতরণ করা হয় ও ঈদের সময় সেমাই -চিনি বিতরণ করা হয়। এছাড়া প্রতিবছর শিশু-কিশোর সঞ্চয় প্রকল্পের প্রায় ৫০ জন জিপিএ ও গোল্ডেন জিপিএ প্রাপ্ত কৃতি ছাত্রছাত্রীর মাঝে ১,৫০০ হারে টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

গিফট বক্স বিতরণ

সমিতির কর্ম এলাকার প্রায় ৮৫০ সুবিধাবঞ্চিত শিশুর মাঝে ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে অপারেশন জেনারেশন নামক একটি সংস্থা ও স্থানীয় দাতাদের সহযোগিতায় ১,৩০০ গিফট বক্স বিতরণ করা হয়। উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠনের মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া জেলা প্রশাসক,



ঢাকা ও পরবর্তীতে মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, এডিসি শিক্ষা, ঢাকা জেলা প্রশাসক অফিস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিশুদের মাঝে গিফট বক্স বিতরণ করেন। এই গিফট বক্স পেয়ে এলাকার ৮৫০ জন সুবিধাবঞ্চিত শিশু খুবই খুশি হয়।

বিশেষ সাহায্য সহযোগিতা

সমিতির সদস্যদের কঠিন ও জটিল রোগের অপারেশন করা হয়, সমিতির কল্যাণ তহবিল ও দুর্যোগ তহবিল থেকে গরিব সদস্য/সদস্যর আত্মীয়স্বজনদের চিকিৎসা সহযোগিতা ও অগ্নীতে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা হয়।

নের্তৃত্ব ও হিসাব ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

সমিতির সদস্য, নের্তৃবৃন্দ ও কর্মীদের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে নের্তৃত্ব গঠন, সচেতনতা বৃদ্ধিবিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

স্বীকৃতি অর্জন

সমিতি এই অল্প সময়ের মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর থেকে ডাচ-বাংলা সমবায় মেলা সার্টিফিকেট লাভ করেছে। ওয়ার্ল্ড ভিশন ঢাকা শিশু এডিপি কর্তৃক আয়োজিত পুষ্টি মেলা-২০১১ তে সমিতি প্রথম স্থান অর্জন করে। ৩৮তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমবায় মেলায় হাজারীবাগ মহিলা বহুমুখী সমবায় লিঃ সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে ২য় স্থান অর্জন করে পুরস্কার অর্জন করেছে। মানবাধিকার ও পরিবেশ সাংবাদিক সোসাইটি - মাপসাস, শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে বিশেষ অবদান রাখায় হাজারীবাগ মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ কে বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১২ উপলক্ষে মাদার তেরেজা স্বর্ণপদক এ ভূষিত করেছে। সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি মোঃ ফজলুল করিম এ পুরস্কার প্রদান করেন। পরবর্তীতে মহাত্মাগান্ধী স্বর্ণপদক ও হিউম্যান রাইটস স্বর্ণপদক অর্জন করেন।

হাজারীবাগ মহিলা সমিতির মূল্যবোধ

- সততা বজায় রেখে সেবা প্রদান করা
- সবাই মিলে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করা
- পারস্পরিক বিশ্বাস বজায় রাখা
- সকলকে নিঃস্বার্থভাবে সহযোগিতা করা
- সদস্যদের সুখে-দুঃখে সহভাগিতা করা
- পরস্পরকে শ্রদ্ধা করা
- সমিতির নিয়মকানুন মেনে চলা।

সমিতির স্বীকৃতি লাভ

৩৮ তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে ২০০৫ সালে আয়োজিত সমবায় মেলায় হাজারীবাগ মহিলা বহুমুখী সমবায় লিঃ সারা বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে ও পুরস্কার অর্জন করেছে। ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর সাধারণ সদস্যদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার অয়োজন করে থাকে। সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধক এই সমিতি পরিদর্শন করেছেন ও বিভাগীয় নিবন্ধক এই সমিতি ইনসপেকশন করে খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

সমিতি এই অল্প সময়ের মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর থেকে ডাচ-বাংলা সমবায় মেলা সার্টিফিকেট লাভ করেছে। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৪ এ সমিতির ৩টি ছবি ছাপানো হয়েছে এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের ক্যালেন্ডার ২০০৫ এর জুন মাসে উন্নয়ন ও সমবায় শিরোনামে এই সমিতির একটি ছবি ছাপানো হয়েছে। শুধু তাই নয় ওয়ার্ল্ড ভিশন ইউকে-তে বিগত সেপ্টেম্বর, ২০০৪ মাসে একটি ম্যাগাজিনে এই হাজারীবাগ মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর কৃতকার্যতার কথা ছবিসহ ছাপানো হয়েছে যা পরবর্তীতে তাদের ওয়েবসাইটে প্রচার করেছিল। প্রতি ২ বছর পরপর বিটিভি ও বিটিভি ওয়ার্ল্ডে সমিতির কার্যক্রমের প্রতিবেদন ১৫ মিনিট সম্প্রচার করা হয়।

ক্যাফেটারিয়া ও ক্যাটারিং সার্ভিস

ক্যাফে জয়িতা জাতীয় সংসদ : জাতীয় সংসদ ভবনের ৯ম তলায় জয়িতা ফাউন্ডেশনের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি ক্যাফে ব্যবসায় হাজারীবাগ মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ অংশীদার হয়। ক্যাফেটির নাম ক্যাফে জয়িতা যা একটি ভিআইপি ক্যাফেটারিয়া। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ মার্চ ২০১৭ ইং ক্যাফেটি উদ্বোধন করেন। ক্যাফেতে সমিতির সদস্য ও সদস্য পরিবারের ৩০ জন মেয়ে কর্মরত আছে ও একজন মেয়ে ম্যানেজারও কর্মরত আছেন। হাজারীবাগ মহিলা সমবায় সমিতি বর্তমানে ক্যাফেটি বেশ সুনামের সাথে পরিচালনা করছে। এই ক্যাফে ব্যবসায় সমিতি প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে।



নিবন্ধন নং : ২৭৫
তারিখ :১৩/০৩/২০০৬ইং
সদস্য সংখ্যা ২,০১৪ জন।
আদায়কৃত শেয়ার : ২,৭২,০৫,১৯৫ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ২,৬২,৯৩,৩৫০ টাকা
জমির মূল্য : ৯,২৯,৯৬,৩৭২ টাকা
কার্যকরী মূলধন ৬,২২,৯৩,০৬৩ টাকা

আগারগাঁও মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

পশ্চিম আগারগাঁও
জেলা : ঢাকা

কর্মসংস্থান
মোট কর্মচারীর সংখ্যা ৮ জন।
স্বকর্মসংস্থান ২,০১৪ জন।

সমিতির সম্পত্তির বিবরণ
স্থাবর (বিবরণ ও বর্তমান বাজার মূল্য) : সমিতির নামে ১৪৮.০০ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়। যাহার মূল্য ৭১,৬৭,৮০০ টাকা।
অস্থাবর : ২,৯০,৮৩৫ টাকা।

সমিতিতে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প
সমিতির নামে ১৪৮.০০ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়।
বিনিয়োগের পরিমাণ : জমি ক্রয় ও ঋণ প্রদান ৫,৩৯,০৩,৮২২ টাকা।
বিবিধ সঞ্চিতি ৩,০১,৮২,২৭১ টাকা
এফডিআর ৩০,০০,০০০ টাকা

বিনিয়োগের ধরন
জমি ক্রয় ও ঋণ বিতরণ এবং মিনি গার্মেন্টস।

উৎপাদিত পণ্য
সদস্যদের ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিচালনার করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে যেমন :

- ব্লক বাটিক
- কারচুপি
- পার্লারের কাজ
- হ্যান্ডিক্র্যাফট
- ফ্যাশন ডিজাইন
- মার্চেন্ডাইজিং
- গার্মেন্টস মেশিন অপারেটর ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণের পর সদস্যদের স্বল্প লাভে ঋণ ও চাকরির ব্যবস্থা করা হয়।



নিবন্ধন নং ৪১
তারিখ : ৮/৫/২০০৮ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১৪০ জন
অংশগত মূলধন : ১.৮৪ লক্ষ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৫.৮২ লক্ষ টাকা।
সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল : ১৪.৩৪ লক্ষ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৭৪.৩৮ লক্ষ টাকা।

উত্তর জলিড়পাড় আশার আলো মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : মুকসুদপুর
জেলা : গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার কালিগ্রাম গ্রামের কতিপয় অসচ্ছল ও অর্ধশিক্ষিত মহিলা নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দলগত উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিসিডিবি। তাদের পথ চলার সহযোগী হিসেবে সিসিডিবির কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদের পুরোপুরি শামিল করে সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে সমিতিতে স্বচ্ছতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে পরিচালনার জন্য সমবায় বিভাগের মাধ্যমে বিগত ৮/৫/২০০৮ তারিখে ৪১ মূলে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। প্রাথমিকভাবে সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামের হতদরিদ্র ছিন্নমূল মহিলাদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সমিতি বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে শক্ত ভিত গড়তে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা,বিশ্বাস নিয়মিত শেয়ার-সঞ্চয় জমাদানে অংশগ্রহণ এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে সততা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির কৌশলী ভূমিকার কারণে সমিতিটি প্রায় ৭৪,০০,০০০ টাকা মূলধন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ইতোমধ্যেই সমিতিটি একটি সফল সমবায় সমিতি হিসেবে এলাকায় পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪০ জন। যার অধিকাংশ সদস্য সমিতির ছায়াতলে এসে নিজেদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। সমিতির সদস্যরা শঙ্খ, ঝিনুক, কড়ির বিভিন্ন রকমের শো-পিচ, কানের দুল চুলের ব্যান্ড সহ নানারকমের রকমারি জিনিস,ব্রোঞ্জের ইমিটেশন সামগ্রী তৈরি করে টেকেরহাট এবং জলিড়পাড় পাইকারি বাজারে বিক্রি করে। এসকল পণ্যসামগ্রী তৈরি করে যে সকল সদস্য ছিলেন দরিদ্র,ভূমিহীন সমিতির সহায়তায় তারা আজ সচ্ছলতার সাথে জীবনযাপন করছেন,ভূমির মালিক হয়েছেন। সমিতি হতে সদস্যদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বন্ধু চুলা পাইপ সরবরাহ করা হয়। বিনা সুদে গরিব মেধাবীদের সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ বাবদ ৫,০০০ টাকা প্রদান করে তাদের শিক্ষা গ্রহণে সহযোগিতা করা এবং আর্তপীড়িতদের চিকিৎসা দানের বিষয়ে সমিতির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এক নজরে সমিতির কার্যক্রম

সদস্যদের পরস্পরের সাথে পরস্পরের সুসম্পর্ক ব্যবস্থাপনা কমিটির সততার কারণে সমিতিটি শক্ত আর্থিক ভিত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সমিতিতে নিয়মিতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা ও যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সমিতিতে সমিতির সদস্য কর্তৃক খরিদকৃত শেয়ারের ও জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর লভ্যাংশ ও সুদ বণ্টন করা হয়। হাজারও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সমিতির কর্মকর্তাগণ সমিতিটিকে ধীরে ধীরে টেকসই উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাওয়ার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।



নিবন্ধন নং ৩৯
তারিখ : ৮/৫/২০০৮ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১৪০ জন
অংশগত মূলধন : ১.৯৮ লক্ষ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৬.৫৬ লক্ষ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল : ১.২৯ লক্ষ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৭১.৬৪ লক্ষ টাকা।

কলিগ্রাম বসুন্ধরা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : মুকসুদপুর
জেলা : গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার কালিগ্রাম গ্রামের কতিপয় অসচ্ছল ও অর্ধশিক্ষিত মহিলা নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দলগত উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিসিডিবি। তাদের পথ চলার সহযোগী হিসেবে সিসিডিবির কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদের পুরোপুরি শামিল করে তারা সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে সমিতিতে স্বচ্ছতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে পরিচালনার জন্য জেলা সমবায় কার্যালয়, গোপালগঞ্জ বিগত ৮/৫/২০০৮ তারিখে ৩৯ নং : নিবন্ধন লাভ করে। এরপর হাঁটি হাঁটি পা পা করে দীর্ঘ একযুগের ও বেশি পথ চলা সমিতিটির। ইতোমধ্যেই সমিতিটি একটি সফল সমবায় সমিতি হিসেবে এলাকায় পরিচিতি লাভ করে। সাফল্যের ঝুঁড়িতে ২০১৪ সালে জাতীয় পর্যায়ে মহিলা সমিতির ক্যাটাগরিতে ছিনিয়ে আনে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪০ জন। যার অধিকাংশ সদস্য সমিতির ছায়াতলে এসে নিজেদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।

কিছু সদস্য আছেন যারা সমিতি হতে ঋণ নিয়ে পাটজাত বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরি করে ঢাকার বিভিন্ন শোরুমে বিক্রি করেন। সমিতির একজন সদস্য আছেন যিনি সমিতি হতে ঋণ নিয়ে অন্যান্য সদস্যদের দিয়ে নকশিকাঁথাসহ হাতের কাজের বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে সারা দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। অনেক সদস্য সমবায় একাডেমি,কুমিল্লা এবং ফরিদপুর আঞ্চলিক ইনস্টিটিউট হতে সেলাইয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্থানীয় বাজারে সমিতি হতে ঋণ নিয়ে টেইলারিং এর দোকান দিয়েছে এবং অন্যান্য সদস্যদের দোকানে নিয়োগ করে তাদের ও উপার্জনের ব্যবস্থা করে স্বাবলম্বী করেছে, আবার বাড়িতে বসে সেলাই মেশিনের ঋণ নিয়ে সেলাইয়ের কাজ করে সংসারে সচ্ছলতার সাথে জীবন নির্বাহ করছে। কিছু সদস্য আছেন যারা গাভি ঋণ নিয়ে দুগ্ধ উৎপাদন করে স্থানীয় বাজারে দুগ্ধ বিক্রিসহ ঘি তৈরি করে সেগুলো ও বাজারজাত করছে। অনেকে আবার ঋণ নিয়ে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে এঁড়ে গরু বিক্রি করে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলেছে। এ সমিতির বিশেষত্ব এই যে, সমিতির প্রায় ৫০ জন সদস্য নিজেদের ছোট ছোট নারী উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।

এক নজরে সমিতির কার্যক্রম

সদস্যদের পরস্পরের সাথে পরস্পরের সুসম্পর্ক এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সততার কারণে সমিতিটি শক্ত আর্থিক ভিত্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সমিতিতে নিয়মিতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা এবং যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শত প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও সমিতিটি তার সদস্যদের নিয়ে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। আর এভাবে তারা সমবায়ের মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শামিল হবার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।



নিবন্ধন নং ৩৪
তারিখ : ১৯.০৫.২০০৩ খ্রি.
কর্মসংস্থান : ৫ জন
স্বকর্মসংস্থান : ৮০০ জন
অংশগত মূলধন : ৩,১০,৬৮,৭৩১ টাকা।

ধারাবাশাইল জনকল্যাণ সমবায় সঞ্চয় ঋণদান সমিতি লিঃ

উপজেলা : কোটালীপাড়া
জেলা : গোপালগঞ্জ

সদস্যদের নিকট শেয়ার বিক্রি, সদস্যদের নিকট থেকে নিয়মিত সঞ্চয় আদায়, বার্ষিক নিট লাভ থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন তহবিল এবং বিশেষ প্রয়োজনে কোনো সদস্যের নিকট থেকে গৃহীত ঋণই সমিতির পুঁজি গঠনের মূল উৎস। ৩০.০৬.২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত সমিতির ৩,১০,৬৮,৭৩১ টাকা।

সমিতি ৩০.০৬.২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত ১,২০০ সদস্যের মাঝে ২,৯৬,০৮,৬৬০ টাকা সম্পূর্ণ জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করেছে। এ ঋণ গ্রহণ করে সদস্যগণ ডেইরি ফার্ম, মুদি দোকান, সবজি উৎপাদনসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। সমিতিটি অজপাড়া গাঁয়ের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমিতির উদ্যোগে এ পর্যন্ত ৮০০ জনের স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া মাসিক বেতনের ভিত্তিতে সমিতিতে ৫ জন ব্যক্তি কর্মরত রয়েছেন। সমিতির উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের ফলে বিভিন্ন চাহিদা পূরণ হয়েছে। এভাবে বেকারত্ব দূরীকরণ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমিতিটি ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে।





বানিয়ারচর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
সদস্য সংখ্যা : ১০০ জন
কর্মসংস্থান : ৪০ জন
শেয়ার মূলধন : ৩,০০,০০০
সঞ্চয় আমানত : ১,৫০,২০০

বাঘাদিয়া নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
সদস্য সংখ্যা : ১০০ জন
কর্মসংস্থান : ৩৮ জন
শেয়ার মূলধন : ২,৭২,৫০০
সঞ্চয় আমানত : ১,৩৭,৯০০

বানিয়ারচর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ বাঘাদিয়া নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি

উপজেলা : মুকসুদপুর
জেলা : গোপালগঞ্জ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে কখনো দেশের সামগ্রীক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীদের তাই উন্নয়নের অংশগ্রহণের অংশীদার হতে সমবায় অধিদপ্তরের বস্তবায়নাধীন নারী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গঠিত হয় বানিয়ারচর নারী উন্নয়ন প্রকল্প এবং বাঘাদিয়া নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি। দুটি সমিতির ১০০ জন করে মোট ২০০ জন সুবিধাবঞ্চিত নারী মাথাপিছু ১,২০,০০০ টাকা ঋণ পেয়ে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের সুযোগ পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের আগ্রহ, কর্মচাঞ্চল্য এবং স্বাবলম্বী হবার আত্মপ্রত্যয়। সমিতি দুটির একটি তথ্যচিত্র নিচে দেওয়া হলো।

বানিয়ারচর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
- ঋণ দাদন : ১,১৬,৪০,০০০
- ঋণ আদায় : ১৫,৪৪,৫৮০
- সার্ভিস-চার্জ আদায় : ৩,২০,৩০০
- গাভির সংখ্যা : ১৫৬টি
- দুগ্ধ উৎপাদন : ৫৯,২৬৫ লিটার

বাঘাদিয়া নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
- ঋণ দাদন : ১,১৭,৬০,০০০
- ঋণ আদায় : ১৩,৬৭,২৪০
- সার্ভিস-চার্জ আদায় : ২,২৬,১৪০
- গাভির সংখ্যা : ১৬৩টি
- দুগ্ধ উৎপাদন : ৫১,৩৩০ লিটার

সমিতিগুলোর আর্থিক অবস্থার উন্নতির এ ধারা অব্যাহত থাকলে সুবিধাবঞ্চিত এ সকল নারীগণ নিজেদের নারী ক্ষুদ্র ডেইরি উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে এবং দেশের টেকসই উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রাণীসম্পদ কার্যালয়, মুকসুদপুর হতে গাভি পালন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা এ বিষয়ে নিজেদের অনেক সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছে। কদিন আগেও যে



নারীর অভাব-অনটন ছিল নিত্যসঙ্গী,নিজের সামান্য প্রয়োজনটুকু মিটানোর সামর্থ্য ছিল না যার,আজ সে তার স্বামীর সহযোগী হয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহের হাল ধরেছে। সুযোগ তৈরি হয়েছে সংসারে তার বাকস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার। পালন করছে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া আরো ভালোভাবে চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব। অর্থনৈতিক সচ্ছলতার কারণে তারা অংশগ্রহণ করছে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে। ইতোমধ্যেই সদস্যবৃন্দ আর্থসামাজিক উন্নয়নে যে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে তা এ এলাকার মহিলাঙ্গনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা হতে পারে অন্য সমবায় সমিতির পথিকৃৎ।



নিবন্ধন নং : ২৯০
তারিখ : ০৬.০৭.১৯৮৩ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩৭
পুরুষ : ২২ জন, মহিলা : ১৫ জন
অংশগত মূলধন : ২.৯৭ লক্ষ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ০.০৭ লক্ষ টাকা
সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল : ৮০.৩ লক্ষ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১২ লক্ষ টাকা

ভেন্নাবাড়ি প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : গোপালগঞ্জ সদর
জেলা : গোপালগঞ্জ

সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য

সভ্যগণকে সমবায় নীতি ও আদর্শ শিক্ষা দেওয়া,তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ও সমঝোতা মনোভাব গড়ে তোলা এবং পরিকল্পিতভাবে উন্নত জীবনযাপনের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। নিজেদের আর্থিক উন্নতি অর্জনের লক্ষ্যে আয় বৃদ্ধির জন্য সভ্যগণকে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা গ্রহণে উৎসাহিত করা। সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় আমানত জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা।



সমিতির মাধ্যমে সদস্যগণ কীভাবে উপকৃত হচ্ছে

আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সমাজের স্বল্প আয়ের সাধারণ জনগণ (সদস্য) সমিতিতে প্রতিমাসে শেয়ার ক্রয় এবং সঞ্চয় জমা করে মূলধন গঠন করা। প্রয়োজনে সমিতি থেকে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ অথবা গরু মোটাতাজাকরণ, প্যাকেট উৎপাদন, কৃষি/ উৎপাদনমুখীখাতে বিনিয়োগ করে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন সাধন করে থাকে। ৩৭ জন সদস্য উন্নত জাতের গাভি পালনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে স্বকর্ম সৃষ্টি করছে। এছাড়াও সমিতির হিসাবাদি সংরক্ষণসহ অন্যান্য কাজে নিয়মিত ও খণ্ডকালীন ১ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।



সমিতির নিবন্ধন নং : ১৯৭
তারিখ : ২২.০৮.১৩ খ্রি.
অংশগত মূলধন : ৭.৩৫ লক্ষ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১.৩১ লক্ষ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১৫২.৩০ লক্ষ টাকা

উত্তর গোপালগঞ্জ সন্ধানী দুগ্ধ সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : গোপালগঞ্জ সদর
জেলা : গোপালগঞ্জ

ঋণ কার্যক্রম (লক্ষ টাকায়)
ক) ঋণ দাদন (ক্রমপুঞ্জীভূত) : ১৪৫.৩৬
খ) ঋণ আদায় (ক্রমপুঞ্জীভূত) : ৩০.০১
সম্পদ (লক্ষ টাকায়)
খ) অস্থাবর : ১৪৫.৩৬

সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য

সভ্যগণকে সমবায় নীতি ও আদর্শ শিক্ষা দেওয়া,তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ও সমঝোতা মনোভাব গড়ে তোলা এবং পরিকল্পিতভাবে উন্নত জীবনযাপনের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। নিজেদের আর্থিক উন্নতি অর্জনের লক্ষ্যে আয় বৃদ্ধির জন্য সভ্যগণকে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা গ্রহণে উৎসাহিত করা। সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় আমানত জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা।



সমিতির মাধ্যমে সদস্যগণ কীভাবে উপকৃত হচ্ছে

আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে সমাজের স্বল্প আয়ের সাধারণ জনগণ (সদস্য) সমিতিতে প্রতিমাসে শেয়ার ক্রয় এবং সঞ্চয় জমা করে মূলধন গঠন করা। প্রয়োজনে সমিতি থেকে স্বল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ অথবা গরু মোটাতাজাকরণ, প্যাকেট উৎপাদন, কৃষি/ উৎপাদনমুখীখাতে বিনিয়োগ করে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন সাধন করে থাকে। ১৪১ জন সদস্য উন্নত জাতের গাভি পালনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে স্বকর্ম সৃষ্টি করছে। এছাড়াও সমিতির হিসাবাদি সংরক্ষণসহ অন্যান্য কাজে নিয়মিত ও খণ্ডকালীন ১ জন কর্মচারী স্ব-কর্মে নিয়োজিত রয়েছে।



নিবন্ধন নং : ১৯
তারিখ : ০৪/১১/২০০১ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৬,২০৫ জন।
শেয়ার মূলধন : ৪,৫০,৪২০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১০,০২,৮০৪ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ২৪,২৯,৩৮,৪৬৮ টাকা
বিনিয়োগের পরিমাণ : ১৪,৯৫,৪৪,০০০ টাকা

শাপলা সমবায় সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি লিঃ

উপজেলা : গাজীপুর সদর
জেলা : গাজীপুর

৪ নভেম্বর ২০০১ খ্রি. সালে ১৯ নং : নিবন্ধন মূলে ২০ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬,২০৫ জন। বর্তমানে সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ৪,৫০,৪২০ টাকা, আদায়কৃত আমানতের পরিমাণ ২৩,৫১,২৫,১৬৮ টাকা। সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ২৪,২৯,৩৮,৪৬৮ টাকা। সমিতির কার্যকরী মূলধন হতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমিতির সদস্যগণ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সদস্যদের মধ্যে ১৪,৯৫,৪৪,০০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং উক্ত খাত হতে ২,১৯,১৬,৫৬৪ টাকা মুনাফা আদায় হয়েছে। সমিতিতে হাল সনে নিট লাভের পরিমাণ ১,৫৫,৫২,২৮০ টাকা। হাল সনে সমিতির কর্তৃপক্ষ ৪৬,৫৬৮ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল জমা প্রদান করেছেন।

সমিতির মাধ্যমে ১৭ জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে ৭৮৫ জন মহিলা এবং ২,৭৮০ জন পুরুষ সদস্যের স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির ৬ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষ ব্যবস্থাপনায় সমিতিটি প্রতি বছর লাভবান হচ্ছে। প্রতি বছর সমিতির নিট লাভ হতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ অর্থ সমবায় উন্নয়ন তহবিল সমবায় বিভাগে জমা প্রদান করছেন।

সমবায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম যেমন- দুস্থদের সাহায্য সহযোগিতা করা, প্রতি ঈদে প্রায় ৫০০ জন দরিদ্র মানুষকে নতুন কাপড় এবং খাদ্যদ্রব্য বিতরণের মাধ্যমে সাহায্য সহযোগিতা করেন। এছাড়া সমিতির মাধ্যমে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। করোনা পরিস্থিতিতে সমিতি কর্তৃপক্ষ বিগত ১৬/০৫/২০২০ খ্রি. তারিখে ৬০০ জন সদস্যের মধ্যে ৩,৬০,০০০ টাকা মূল্যের প্রতি পরিবারে চাল ৫ কেজি, ডাল-১ কেজি, পেঁয়াজ-১ কেজি, আলু-৩ কেজি, তেল-১ লিটার, সেমাই-১ প্যাকেট, চিনি-১/২ কেজি, সাবান-১টি করে বিতরণ করেন।

সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হাসপাতাল নির্মাণ করার পরিকল্পনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সমিতির কর্তৃপক্ষ স্ব-উদ্যোগে সদস্যদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মোবাইল সার্ভিসিং এর ব্যবস্থা করেছেন।

সমিতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা, সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা, নিয়মিত বার্ষিক অডিট সম্পাদন, সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্য সম্পাদিত হয়। সমবায় আন্দোলনকে এবং সমবায় বিভাগকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ জাতীয় সমবায় দিবস এবং আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন এবং জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সমিতি প্রতি বছর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া সদস্যদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন সভা, সেমিনার এর আয়োজন করা হয়ে থাকে।



নিবন্ধন নং :
কর্মসংস্থান : ৫ জন শেয়ার মূলধন
৭,২৫,৬০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত ৩,২৭,০০০ টাকা

রূপসী-বাংলা কৃষি উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : ইটনা
জেলা : কিশোরগঞ্জ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শেয়ার, সঞ্চয় আমানত আদায় ও সংরক্ষিত তহবিলসহ অন্যান্য পরিমাণ/অবস্থা/এতৎসংক্রান্ত কার্যক্রম : শেয়ার মূলধন ৭,২৫,৬০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৩,২৭,০০০ টাকা, নিয়মিত শেয়ার, সঞ্চয় আদায় করা হচ্ছে এবং লাভ হতে নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি করা হয়।

সরকার বা বিদেশি সংস্থা বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ এবং ঋণ পরিশোধের অবস্থা : সরকার/বিদেশি সংস্থা/অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নিকট হতে কোনো ঋণ গ্রহণ ব্যতীত সমিতির সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় করতঃ নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি করিয়া সদস্যদের মাঝে বিনিয়োগ করে সাফল্য জনকভাবে কার্যক্রম চালাচ্ছে।

সদস্যদের বার্ষিক লভ্যাংশ বণ্টন,অডিট সেস ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল প্রদান : নিরীক্ষা বছরে নিট লাভ না হওয়ায় অডিট ফি ও সি.ডি.এফ ধার্য হয়নি এবং লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়নি।

উন্নয়ন/সম্প্রসারণ কার্যক্রম

- সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। টেইলারিং,ক্ষুদ্র ব্যবসা, সবজি চাষ ও গবাদি পশুপালনসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রয়েছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্থিক সাহায্য ও বিভিন্ন সেবা দেওয়া হয়। বর্তমানে মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর কারণে প্রায় ১,২০০ জন লোকের মাঝে মাস্ক, সাবান ও হেক্সিসল বিতরণ করা হয়েছে।
- জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ১৩,৫২,০০০ টাকা ঋণ দাদন করা হয়েছে এবং ৪,০৮,৪৩৫ টাকা আদায় করা হয়েছে। ফলে সদস্যগণ ক্রমাগত স্বাবলম্বী হচ্ছে।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড

- বৃক্ষরোপণ, শিক্ষা স্বাস্থ্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ কর ও জনহিতকর কাজ করছে।
- "বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন" এই আন্দোলনকে আরো গতিশীল করার জন্য সমিতির সদস্যগণ সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও জাতীয় দিবসে অংশগ্রহণ করে থাকেন।
- সমিতির বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রচার ও প্রসার প্রক্রিয়া কাজ অব্যাহত আছে।

সামাজিক কার্যক্রমে অবদান

অত্র সমিতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালে সদস্যদের আর্থিক ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে দুর্গতদের সাহায্য করে থাকেন। বাল্যবিবাহ রোধ ও যৌতুক প্রতিরোধে ভূমিকা রাখছে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস দমন, সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ, সচেতনতা সৃষ্টি ও মাদক নির্মূলে ভূমিকা রাখছে।



নিবন্ধন নং : ০১৪,
তারিখ : ০৫/০৫/২০১৫খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা : ১২৫ জন
(পুরুষ ৯৮ জন, মহিলা ২৭ জন)।
কর্মসংস্থান : ১ জন।
স্বকর্মসংস্থান : ১২৫ জন।
আদায়কৃত শেয়ার : ৩,৭৩,৭০০ টাকা।
আদায়কৃত সঞ্চয় আমানত : ১,৩৬,২৮২ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ১,১৯,৮৭,২৮৪ টাকা।

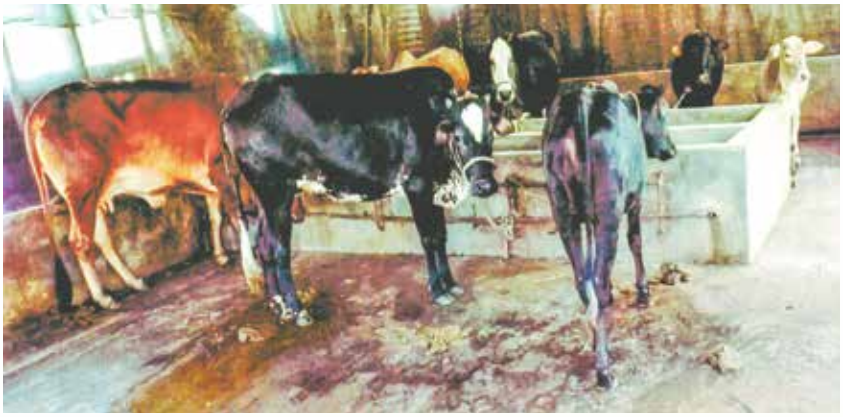
শরীয়তপুর পৌরসভা দুগ্ধ সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : শরীয়তপুর সদর
জেলা : শরীয়তপুর

সমিতিতে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প
দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প।

বিনিয়োগের পরিমাণ
বিনিয়োগ ১,৬৭,৫০,০০০ টাকা। আদায় : ৫২,৮৪,৩২০ টাকা।
বিনিয়োগের স্থিতি : ১,১৪,৬৫,৬৮০ টাকা।

বিনিয়োগের ধরন
দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ সমিতি সদস্যদের মাঝে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বকনা ক্রয়ের জন্য ঋণ হিসেবে প্রদাণ করা হয়।



উৎপাদিত পণ্যের তথ্য
দুগ্ধবতী গাভির সংখ্যা ৯০টি এবং দৈনিক উৎপাদিত তরল দুধের পরিমাণ গড়ে ৭ লিটার হিসেবে ৬৩০ লিটার।
ক) বিগত ৩ বছর ক্রমাগতভাবে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে এবং সমিতি
নিবন্ধনের পর হতে প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
খ) প্রকল্প থেকে গৃহীত ঋণ সদস্যগণকে বকনা/ গাভি ক্রয়ের জন্য প্রথম পর্যায়ে ২% হারে ১,১০,০০০ টাকা করে ১২৫ জন সদস্যকে ১,৩৭,৫০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৩৩ জন সদস্যকে ৪% হারে আবর্তক তহবিল নির্দেশিকা মোতাবেক ১,০০,০০০ টাকা করে ৩৩,০০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সদস্যগণের নিকট থেকে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৫৬,৪২,০২০ টাকা।



নিবন্ধন নং : ৮১৩
তারিখ : ০৮/০৭/২০১২ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১০২ জন
শেয়ার মূলধন : ২২,০০০ টাকা
সঞ্চয় : ১,১৮,৭৩০ টাকা।
ব্যাংকে জমা : ১,৪০,৫৭৩ টাকা।

পাটিকর শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : টংগীবাড়ি
জেলা : মুন্সিগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জ জেলার টংগীবাড়ী উপজেলা হতে ৮ কি.মি. দূরের একটি গ্রাম পাইকপাড়া। স্থানীয়ভাবে এলাকাটি পাইট্টালপাড়া নামে পরিচিত। এখানে রয়েছে শখানেক হিন্দু নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস। যাদের একমাত্র পেশা পাটি তৈরি করে বিক্রি করা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তারা এই পাটি বুননের কাজ করে আসছে। আলাপচারিতায় জানা যায় পাটি বুননের কাজ ছাড়া তারা অন্য কোনো কাজই জানে না। পূর্বপুরুষের কাজ ধরে রাখা তারা পুণ্যের মনে করে।

সমবায় সমিতি গঠন

পাইট্টালপাড়ার পাটিকররা আলাদা আলাদাভাবে কাজ করত। ফলে এই ব্যবসায় সফলতার জন্য যে পুঁজির প্রয়োজন তা তারা জোগাড় করতে পারত না। এ সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি প্রথম নজর দেন মুন্সিগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব আজিজুল আলম। তার উদ্যোগেই শুরু হয় পাটিকরদের সংগঠিত করার কাজ। ব্যক্তি উদ্যোগে ক্ষুদ্র ব্যবসায় সফলতা আনা কঠিন অথচ সমবায়ের সম্মিলিত উদ্যোগে যে সফলতা আনা সহজ এটি তাদের বোঝায় উপজেলা সমবায় অফিসার, রীনা বসাক। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমেই ০৮/০৭/১২ইং তারিখে "পাটিকর শ্রমজীবী সমবায় সমিতি" নিবন্ধন পায়। অশিক্ষিত, সুবিধাবঞ্চিত, শ্রমজীবী এই মানুষগুলোকে সংগঠিত করা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। কারণ দারিদ্র্যের কষাঘাতে এই মানুষগুলোর পরস্পরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস কম। এক্ষেত্রে রিনা বসাক ধন্যবাদ পাবার দাবিদার।

নারী-পুরুষের সম্মিলিত কর্মযজ্ঞ

পাটিকর পাড়ায় ঢুকতে প্রথমেই দেখা যায় এক পাশে পুকুর অন্যপাশে মন্দির। আর একটু ভিতরে গেলেই চোখে পড়ে পাটি বুনানোর পাতা যা উঠান জুড়ে রোদে শুকানো হচ্ছে। আর দেখা যাবে থরে থরে পাতার বান্ডিল স্তুপ করে রাখা হয়েছে। কিছু পাতার বান্ডিল পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। পাটি বুনানোর এই পাতাকে স্থানীয় ভাষায় বলে মুত্রা। এই মুত্রা সংগ্রহ করা হয় সিলেট থেকে। প্রতিটি ঘরেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে করে পাটি বুননের কাজ। বিশেষ করে বিকেল বেলা বসে পাটি বুননের ধুম। মনে হয়ে যেন কোনো উৎসবে মেতেছে পাটিকররা। একটি ৪/৫ হাত সাইজের পাটি বুনতে সময় লাগে ২ দিন। পরিবারের স্বামী-স্ত্রী, সন্তানরা সকলেই পাটি বুননের এক একটি প্রক্রিয়া তথা ধাপের সাথে জড়িত। কেউ বটি দিয়ে পাতা কাটছে, কেউ সেই পাতা পানিতে ভিজাচ্ছে, কেউ বুনছে কেউ বা আবার বিক্রির জন্য পাটি নিয়ে হাটে যাচ্ছে। নারী-পুরুষের সম্মিলিত এই কর্মকাণ্ড সমবায়ের মূল মন্ত্রকেই ধারণ করে।

সমিতির বর্তমান অবস্থা

পাটিকর শ্রমজীবী সমবায় সমিতিটি ২০১২ সালের জুলাই মাসে নিবন্ধনের পর গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলছে। সমবায়ের মূল মন্ত্র ধারণ কওে পর্যায় ক্রমে সমিতির সদস্য হওয়ার যোগ্য নারী পুরুষকে সংগঠিত করে সদস্য সংখ্যা ৬৫ জনে উন্নীত হয়। তাদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে প্রতিমাসে যার



যার যেরূপ আর্থিক সামর্থ্য তার উপর ভিত্তি করে ধরাবাধা নিয়মের বাইরে উৎসাহ মনে নিয়মিত সঞ্চয় জমাতে শুরু করে। ৬৫ জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় মিলিয়ে তাদের মোট মূলধন এখন ৮২,০০০ টাকা। এত টাকা জমাতে পেরে তাদের মনে অনেক আনন্দ আর অনেক অজানা পরিকল্পনা। কিভাবে কোথায় এ টাকা খাটালে লাভবান হওয়া যাবে শুধু তারই ভাবনা তাদের মনে দোলা দেয়। উপজেলা সমবায় অফিসার, টুংগীবাড়ী ও জেলা সমবায় অফিসার, মুন্সিগঞ্জ এর তৎপরতা বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক হতে ১২/০৭/১৪ইং তারিখ ১৮ জন সদস্যকে জনপ্রতি ৩০,০০০ টাকা করে ঋণ দেয়া হয়েছে। সমিতির সদস্যরা ঋণ পেয়ে খুবই খুশি। কারণ ব্যবসার জন্য তাদের মারাত্মক পুঁজি সংকট রয়েছে। কথা হয় সমিতির সম্পাদক ঝুনু রানী দে সহ আরো কয়েকজন সদস্যের সাথে। ঋণ পেয়ে কি করেছেন জানতে চাইলে তিনি জানান যে, ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগ করেছেন। ফলে লাভ বেশী হয়েছে। সংসারে দুই মেয়ে রয়েছে যাদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে চান তিনি। অন্য সদস্যরাও প্রত্যেকে তাদের জীবনযাত্রার ইতিবাচক পরিবর্তনের কথা জানান। এভাবেই পাটিকর পাড়ার শ্রমজীবী মানুষেরা ভবিষ্যৎ আর্থিক সচ্ছলতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। সহযোগিতা পেলে প্রান্তিক পর্যায়ে সমবায়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন করা যায় ইতোমধ্যেই তার কিছুটা প্রমান রেখেছে এই সমিতিটি।

ঝুমুরের বেঁচে থাকার অবলম্বন

পাটিকর শ্রমজীবী সমবায় সমিতির একজন সদস্য ঝুমুর। মেয়েটির বয়স কত তা ঠিক বোঝা যায় না। হতে পারে পঁচিশ আবার এমনও হতে পারে পঁয়ত্রিশ। হালকা পাতলা গরনের মেয়েটির একটি চোখ অন্ধ। ছোট বেলায় পাটির পাতা (মুত্রা) কাটতে গিয়ে চোখে আঘাত পায়। চিকিৎসার অভাবে চোখটি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মুত্রা কাটা আর পাটি বোনা তার থেমে থাকে নি। কারণ জীবিকা তার একটাই। হতদরিদ্র একচোখ অন্ধ মেয়েটিকে বিয়ে করার মত উদার পুরুষ তার সমাজে নেই। মা আর ভাইকে নিয়ে তার সংসারে বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন পাটি বুনানোর কাজ। সমিতির সদস্য হতে পেরে ঝুমুর নিজের জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে। বিএসবিএল এর ৩০,০০০ টাকা ঋণ ঝুমুরের জীবনের মোর ঘুরিয়ে দিয়েছে। সমিতির সদস্য হবার কারণে বিভিন্ন মেলায় সে অংশগ্রহণ করেছে। ঝুমুর এখন আর ফেলনা নয়। বেঁচে থাকার আনন্দ আর অবলম্বন সে খুঁজে পেয়েছে।

সত্যিকারের সমবায়

শত বছরের প্রাচীন ও পরীক্ষিত একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া হচ্ছে সমবায়। সমবায় সমিতির প্রধান লক্ষ হচ্ছে আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মহিলাদেও ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং সর্বোপরি টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। পাটিকর শ্রমজীবী সমবায় সমিতির সদস্যরা এসব তত্ত্বকথা জানে না। তারা জানে না সমবায় আইন ও বিধিমালার ধারা, উপধারা বা অনুচ্ছেদেও কঠিন কঠিন কথা। কিন্তু নিজেদের অজান্তেই তারা বাস্তবায়ন করে চলছে সমবায়ের লক্ষ ও উদ্দেশ্য। নিজের অজান্তেই পাটিকর পাড়ায় চলছে দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা আর মহিলাদের কর্মসংস্থা যা মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রধান শর্ত। এভাবেই শত শত সমবায় সমিতির মাঝে সত্যিকারের সমবায় চর্চা খুঁজে পাওয়া যাবে পাটিকর শ্রমজীবী সমবায় সমিতির কর্মকাণ্ডের মাঝে।



নিবন্ধন নং : ১৬
তারিখ : ৯ এপ্রিল,১৯৯৬
সদস্য সংখ্যা : ৮৬১ জন
মূলধন : ১৬,৭২,৮০,৭৮২ টাকা

ভাদুন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : গাজীপুর সদর
জেলা : গাজীপুর

ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, ৪১ নং ওয়ার্ড, ভাদুন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ভাদুন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন। ভাদুন ও আশেপাশের গ্রামগুলোতে সকল সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করেন। চারিদিকে তাকালে দেখা যাবে সবুজে ঘেরা আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেঁপে অনেক রকমের ফলই এখানে জন্মে। তাছাড়া বিভিন্ন রকমের ধান সবজি চাষতো আছেই। গ্রামগুলোতে বিভিন্ন উপাসনালয় আছে, আমাদের সম্প্রদায়ে রয়েছে একাধিক মন্দির, শ্মশান। সেখানে পালিত হয় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান। একতাবদ্ধ হয়ে এই গ্রামের লোকজন বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করে থাকে, যা এই ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

একতাবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করলেও এলাকার বেশির ভাগ মানুষই ছিল অসচ্ছল। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলে ধনী মহাজনদের নিকট হতে সুদে টাকা নিতে হতো। এই টাকা ফেরত দিতে গিয়ে অনেকে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল। এমনি অবস্থায় অত্র এলাকার-ই জামাই সুদর্শন সরকার কালেব চাকরির সুবাদে, ভাদুন গ্রামে একটি সমিতি গঠনের আলোচনা করেন। বিষয়টি নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করে ১৯৯৩ সালে ২৪ ডিসেম্বর ভাদুন সর্বজনীন দুর্গা মন্দিরে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে কীভাবে নিজেদের জমানো টাকা দিয়ে আর্থিক সচ্ছলতা আনা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে ভাদুন সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথম অবস্থায় ভাদুন ও নৈপাড়া গ্রামের লোকজনকে নিয়ে সদস্য করে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাসিক মিটিং ভাদুন সর্বজনীন দুর্গা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হলেও লেনদেন কার্যক্রম চলত প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি সুনীল দেবনাথের পড়ার ঘরে। মাসিক সর্বনিম্ন ১০ টাকা করে চাঁদা নিয়ে প্রথম মাসেই (জানুয়ারি ১৯৯৪) ৭৭ জন সদস্য পদ গ্রহণ করে।

১৯৯৬ সালে ৯ এপ্রিল ১৬ নং : বন্ধন মূলে ভাদুন সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি,ভাদুন সমবায় মিতব্যয় ও সঞ্চয় সমিতি লিঃ নামে সমবায়ে নিবন্ধন লাভ করে। ১৯৯৬ সালে ২০ সেপ্টেম্বর কাল্‌ব সদস্যপদ গ্রহণ করে। ১১/০৭/২০০৭ খ্রি. তারিখে সংশোধিত রেজি : এর মাধ্যমে নাম পরিবর্তন হয়ে ভাদুন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ নাম হয়।

১৯৯৮ সালে ১ মে সাব-কাওলা দলিলের মাধ্যমে মাত্র ৫,০০০ টাকা দিয়ে ৫.২৫ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়। জমি রেজিস্ট্রি খরচ হয় ১,৯৬৭ টাকা। ২০০১ সালে ২৫ এপ্রিল তারিখ মহেন্দ্র সরকারের সঙ্গে এওয়াজ পরিবর্তনের মাধ্যমে জমি নিয়ে বর্তমান টিনসেড বিল্ডিংটি অফিস ঘর হিসেবে নির্মিত হয়। যার নির্মাণ ব্যয় ২,১৯,৪৩৫ টাকা। এই অফিসে ২০০২ সাল হতে কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রতিষ্ঠার পর দ্রুত এই সমিতির ক্রমবিকাশ ঘটতে শুরু করে। যখন প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি সুনীল দেবনাথের বাড়িতে সমিতির কার্যক্রম



চলত, তখন কাল্‌ব সদস্য পদ লাভের পর ১৯৯৬ সনে আকুর মেম্বার সার্ভিস নেলিটা সানরকে ও ম্যানেজার রঞ্জিত হিটিয়াটি সমিতি পরিদর্শনে এসে অভিভূত হন। ২০০৮ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর এশিয়ার ১৯টি দেশের ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিনিধি দল এই সমিতি পরিদর্শনে আসেন। এদের মধ্যে থাইল্যান্ডের অতিথি মিঃ সিদ্দিকু বেনজুয়েল অত্র সমিতির শিশুদের নাচ, গানে সন্তুষ্ট হন। তিনি দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়ার জন্য তহবিল গঠনের জন্য ১০০ ইউএস ডলার (৭,৩০০ টাকা) প্রদান করেন। উক্ত অর্থের সঙ্গে ডা. নিরঞ্জন বিশ্বাস ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কিছু কিছু অর্থদান করেন। ২০০৯ সালে সমিতির ১৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্তক্রমে লাভ হতে ৩% স্থানান্তরের মাধ্যমে দারিদ্র্য ছাত্রবৃত্তি প্রদান তহবিল গঠন করা হয়। ২০১৪ সালে ২৪ নভেম্বর নেপালের ১৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের সমবায় মন্ত্রণালয়েল সচিবসহ এই সমিতি পরিদর্শন করেন। ২০১৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে আবার নেপালের প্রতিনিধি দল আসেন। ২০০৯ সারে অত্র সমিতি গাজীপুর অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ সমিতি প্রথম স্থান এবং কালেব আমনত বৃদ্ধিতে প্রথম স্থান হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

সমিতির অর্জন

সদস্য সংখ্যা : শুরুতে সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৭ জন। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৮৬১ জন। তাছাড়া পরিবারের একজন শিশু জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকিশোর সদস্য হচ্ছে।

আর্থিক : ১৯৯৪-১৯৯৫ (প্রথম) অর্থবছরে ১,১১,২৬১ টাকা মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে (৩০ জুন ২০১৯ খ্রি.) পর্যন্ত সমিতির মূলধন ১৬,৭২,৮০,৭৮২ টাকা। ক্রেডিট ইউনিয়নের শেয়ার, সঞ্চয় ছাড়া শিশু কিশোর সঞ্চয়, সা : সঞ্চয়, বি.ডি. পি.এস সঞ্চয়, সেভিংস বক্স সঞ্চয়, বিভিন্ন মেয়াদি আমানত চালু থাকায় দ্রুত মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জমি : বর্তমান অফিসটি ৩ কাঠা জমির মধ্যে অবস্থান করছে। পাশে নতুন অফিস ভবন নির্মাণের জন্য রাস্তাসহ প্রায় ৮ কাঠা,ভাদুন বাজার মার্কেট করার মতো ৪ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়েছে। তাছাড়া কামারগাঁও মৌজায় ২.৫ কাঠা জমিতে বাড়ি ভাড়া দেয়া আছে। এই জমি ক্রেডিট ইউনিয়নের বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন : জমি ক্রয় , হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্য খামার, সদস্যদের অটো গাড়ি ও অন্যান্য গাড়ি ক্রয়ে অর্থায়ন করা হচ্ছে। ক্রেডিট ইউনিয়নের অনেক সদস্য সমিতির অর্থে ছোট বড় অনেক দোকানের মাধ্যমে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করছে।

শিক্ষার মান উন্নয়ন : ক্রেডিট ইউনিয়ন হতে অল্প সুদে ঋণ নিয়ে অনেক ছেলে মেয়ারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এতে করে পরিবারের সন্তানেরা লেখাপড়ায় উৎসাহিত হচ্ছে।

হিসাব সংরক্ষণ : ক্রেডিট ইউনিয়ন হতে অল্প সুদে ঋণ নিয়ে অনেক ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এতে করে পরিবারের সন্তানেরা লেখাপড়ায় উৎসাহিত হচ্ছে।

শিক্ষা সেমিনার : ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্য-সদস্যা ও বোর্ড, উপ কমিটির সদস্যদের বাৎসরিক কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষা-সেমিনার করে ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাছাড়া কাল্‌ব কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ নেতৃত্ব গঠন ও ক্রেডিট ইউনিয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন কৌশল শিক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসেবা : প্রতি মাসে ১ জন অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা সদস্য-সদস্যা ও তাদের সন্তানদের অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের মধ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অফিসে ওজন মাপার যন্ত্র, প্রেশার ও ডায়াবেটিক্স রোগীদের জন্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ : প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্য-সদস্যদের সন্তানদের যারা দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রছাত্রী তাদেরকে নগদ অর্থ প্রদান এবং শিশুদের মাঝে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

অবদান ও প্রত্যাশা

এলাকার শত শত বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এ সমিতির মাধ্যমে। কৃষিজমি চাষ, হাঁস-মুরগি খামার, মৎস্যচাষ, মুদি দোকান, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দর্জি সেলাইসহ নানা কাজে গ্রামীণ মানুষকে ঋণ সুবিধা দিয়ে এ সমিতির মাধ্যমে এলাকায় নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের দ্বার উন্মোচন করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, গৃহনির্মাণ, গৃহ সংস্কার এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমেও উপকারভোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমান অফিসে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। সেজন্য সমিতির নিজস্ব জমিতে একটি বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।



নিবন্ধন নং : ৮৮
তারিখ :০৮/০৪/২০১৩খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১,০১৬ জন।
মূলধন : ২,২৭,৬৮৮ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৩,১৭,৩৫,২৯৫ টাকা
শেয়ার মূলধন : ১,২৮,৬০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩,১২,১৮,৫২৬ টাকা

মায়ের ছায়া শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : রূপগঞ্জ
জেলা : নারায়ণগঞ্জ

সমিতির আসবাবপত্র ২,১৭,৭৩৯ টাকা, মটর সাইকেল ১,৬৮,৪৮০ টাকা। সমিতির লাভ হতে সৃষ্ট সংরক্ষিত তহবিল : ৫৯,৪৮৭ টাকা ও কুঋণ তহবিল ৩৯,৬০১ টাকা রয়েছে। এছাড়া ২০১৮-২০১৯খ্রি. অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী লাভের পরিমাণ ২,৮৫,৫৮৬ টাকা। সমিতির অবস্থা লাভ। সমিতির উহার মূলধন সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান ছাড়াও মৎস্যচাষ খাতে বিনিয়োগ করেছে। কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি হতে সমিতি ব্যবস্থাপনা কমিটি ঋণ গ্রহণ করেনি। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করে থাকে। সমিতিতে প্রতি বছর নিয়মিত বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আইন ও বিধি অনুযায়ী হয়ে থাকে। বর্ণিত সমিতিতে সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা ০৫/০৫/২০১৯খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে ও এছাড়া ২০১৮-১৯খ্রি. অর্থবছরে ১১টি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উন্নয়ন/সম্প্রসারণ কার্যক্রম

সমিতির ঋণ দাদন কার্যক্রম ছাড়াও উহার মূলধন মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে। সমিতিটি বর্তমানে ৪০,৮০,৫০০ টাকা মৎস্যচাষে বিনিয়োগ করেছে। প্রকল্প হতে ইতোমধ্যে মাছ বিক্রি করে ১,৮৪,৫৫৫ টাকা লাভ হয়েছে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি মাছ চাষ করে ও বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে সমিতির কর্তৃপক্ষের মাছ রপ্তানির পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও ভবিষ্যতে গরুর খামারের মাধ্যমে দেশের দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণসহ নিজস্ব আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

কর্মসংস্থান

সমিতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সমিতিতে বর্তমানে ৮ জন কর্মচারী রয়েছে। বিগত সনে কর্মচারীর বেতন বাবদ ৮,১৬,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া ৭৫৭ জন কে পরোক্ষভাবে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সমিতি হতে উপকারভোগী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩,৭৮৫ জন। সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে অনেকে ক্ষুদ্র ব্যবসা, গাড়ি ক্রয়, গাভি ক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যৎ পরিবহন সার্ভিস চালু করে প্রায় ১,০০০ জন সদস্যকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা সমিতির রয়েছে।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড

সমবায় আন্দোলন বেগবান করতে সমিতির কর্ম এলাকায় কর্মহীন সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা রয়েছে। সমিতিটি তার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করে থাকে। সমিতিটি কর্ম এলাকায় গরিব অসহায় রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে থাকে ও গরিবের অসহায় মানুষ যৌতুক বিহীন বিবাহের আয়োজন করে থাকে।



নিবন্ধন নম্বর : ৩৩৩
তারিখ : ০৪/০৯/২০০০খ্রি.।
শেয়ার মূলধন : ৪৯,৮৯০ টাকা।
নিজস্ব মূলধন : ৬০৭২০.০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ১০,১১,১২৬ টাকা।

সোনারগাঁ কারুপল্লি ও কারুশিল্প দোকান মালিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : সোনারগাঁ
জেলা : নারায়ণগঞ্জ

সমিতির সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৭,৭৭৪ টাকা, কুঋণ তহবিলের পরিমাণ ৩,০৫৬ টাকা। সমিতিতে সদস্যদের সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১০,১১,১২৬ টাকা। সমিতি ২০১৮-১৯ সনে ৮,৪০০ টাকা লভ্যাংশ সদস্যদের মাঝে বিতরণ করেছে। সমিতি সরকার বা বিদেশি সংস্থা বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হতে কোনো ঋণ গ্রহণ করেনি। সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত লভ্যাংশ বণ্টন করা হয় এবং সমিতি কর্তৃক নিয়মিতভাবে অডিট ফি ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিশোধ করা হয়।

উন্নয়ন কার্যক্রম

সমিতির কর্ম এলাকায় অবস্থিত সোনারগাঁ জাদুঘরস্থ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে সমিতির সদস্যদের একাধিক দোকান রয়েছে। এ সকল দোকানের মাধ্যমে সদস্যরা হাতের তৈরি জামদানী শাড়ি,সুতা ও মাটির তৈরি বিভিন্ন তৈসজপত্র উৎপাদন ও বিক্রির মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করে থাকে। সমিতি তাদের এ সকল উৎপাদিত পণ্য নিয়ে বিভিন্ন সময়ে মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে এবং এ সকল পণ্যের ব্যাপক চাহিদা ও পরিলক্ষিত হয়।

এছাড়াও ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের পাশাপাশি গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন ও অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। সমিতির আয় হতে গরিব ও অসহায় মানুষদের আর্থিক সাহায্য করা হয়।

কর্মসংস্থান

সমিতির কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সমিতির মাধ্যমে ৪৭ জন সদস্যকে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের স্বাবলম্বী করার জন্য সদস্যদের মাঝে নিয়মিত মতবিনিময় করা হয় এবং সদস্যদের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে সমিতির সদস্যদের সঠিক পরামর্শ ও ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা হয়। সমিতির সদস্যদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে তৈরি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড

সদস্য ও জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সমিতি কাজ করে যাচ্ছে। সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সদস্যদেরকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।



নিবন্ধন নং : ৮৯/৮৭
সদস্য সংখ্যা ১৪৪
কার্যকরী মূলধন ৫৫,৪৭,৪৬,২৬২ টাকা
কর্মসংস্থান : সমিতির স্টাফ সংখ্য ৫৬ জন

হযরত শাহ্ আলী স্মরণী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

থানা : মিরপুর
জেলা : ঢাকা

জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়ার নেতৃতে ১৯৮৭ ইং সনে সমমনা বন্ধুদের নিয়ে গঠন করা হয় হযরত শাহ্ আলী স্বরণী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ। সমিতি গঠনের পূর্বে গৃহ সংস্থান অধিদপ্তর থেকে নিলামে অংশগ্রহণ করে মোঃ শাহজাহান মিয়া নিজ নামে ৩০ কাঠা জমি বরাদ্দ পান। উক্ত জমির দখল পেতে জীবন বাজি রাখতে হয় এবং অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে উক্ত জমির দখল পাওয়া যায়। পরবর্তীতে অত্যন্ত উঁচু মনের পরিচয় দিয়ে উক্ত জমি সমিতির নামে মোঃ শাহজাহান মিয়া রেজিষ্ট্রি করে দেন। অতঃপর আরো ২.৫ কাঠা জমি ক্রয় করে মোট ৩২.৫ কাঠা জমির উপর ১৪ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করেন। তার মনের বাসনা ছিল বাণিজ্যিক-কাম আবাসিক ভবন নির্মাণ করে সদস্যদের ২টি করে দোকান এবং বসবাসের জন্য ১টি করে ফ্ল্যাট দেওয়া। কিন্তু রাজউক এর অনুমতি না পাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রত্যেক সদস্যকে ২টি করে দোকান ও একটি করে স্পেস বরাদ্দ দেয়া হয়। এতে সম্মানিত সদস্যদের পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থ -সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে, যা জনাব মরহুম শাহ্জাহান মিয়ার একতা, সততা, কর্মনিষ্ঠা, দক্ষতা ও মমতার ফসল হিসেবে গন্য।

যেহেতু ১৯৮৭ ইং সনের ১০ই মে পূর্ত মন্ত্রণালয় হতে টেন্ডারের মাধ্যমে মিরপুর হাউজিং এস্টেট এর মেইন রোড-১ ও ৩ এর বাণিজ্যিক প্লট নং : ১/এ সেকশন-১০, মিরপুর, ঢাকার (যাহার পরিমাণ ৩০ কাঠা) প্লটটি মোঃ শাহজাহান মিয়া টেন্ডারে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে উত্তীর্ণ হন এবং ২২-০৪-১৯৯০ ইং তারিখের ৫২০১ নং স্মারকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে বরাদ্দ লাভ করে উক্ত মোঃ শাহজাহান মিয়া অত্র সমিতি গঠন করেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিগত ২৯-০৫-৯৪ ইং তারিখের ৩২৬৮ নং দলিল যোগে একটি চুক্তিপত্র দলিল অত্র সমিতিকে সম্পাদন করিয়া দেন এবং ১নং রোড এর ১৭ নং প্লট যাহার পরিমাণ ২.৫০ কাঠা খরিদ করা হয় যাহার তারিখ ১৩-১০-১৯৯৪ ইং দলিল নং : ৬৫৩০। সমিতি উক্ত প্লটের উপর বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়।

এছাড়াও সমিতির মার্কেট ভবনে (শাহ আলী প্লাজা) প্রথম তলা হতে ১৪ তলা পর্যন্ত ভবনে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।



নিবন্ধন নং : ৮৯
তারিখ : ২৩.০৫.২০১১খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা : ৮৮৩ জন।
কর্মসংস্থান : ১৯ জন
স্বকর্মসংস্থান : ৭৭৪ জন
শেয়ার মূলধন : ১,২৫,৫০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৩,৮৮,৬০,৪৮২ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৩,৯২,৬৩,৯১৭ টাকা।

ইভা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : ফরিদপুর সদর
জেলা : ফরিদপুর

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু,হাজী শরিয়তুল্লাহ,পল্লি কবি জসিমউদ্দিনসহ অনেক প্রখ্যাত গুণি জনের পবিত্রভূমি বৃহত্তর ফরিদপুর। এই ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর সদর উপজেলায় অনেক সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আয়বর্ধক ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এগিয়ে চলেছে "ইভা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।" যে সমিতিটি বিগত ২০১১ সনে মাত্র ২০ জন সদস্য ও ২০,০০০ টাকা পুঁজি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতিকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু করার জন্য পরিকল্পনামাফিক কাজ করে যাচ্ছে। সমিতিটি সরকারের এসডিজি অর্জনে স্থানীয়ভাবে ভূমিকা সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি

সমিতির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৪০,২৮,৭৮০ টাকা। এরমধ্যে স্থায়ী সম্পদ হিসেবে ফরিদপুর জেলা পরিষদের মালিকানাধীন স্বর্ণকুটির মার্কেট বিল্ডিং এর ২য় তলায় ২টি দোকানসহ পজিশন ক্রয় করা হয়েছে। যার মূল্য ১১,৪২,০০০ টাকা। এছাড়া অস্থাবর সম্পদের মধ্যে সমিতিতে গাড়ি, মটরসাইকেল, কর্মীদের বাইসাইকেল, আসবাবপত্র, কম্পিউটার সামগ্রীসহ অফিস সরঞ্জামাদি রয়েছে।

সমিতিতে চলমান প্রকল্পসমূহ

সমিতিতে বর্তমানে ৪টি প্রকল্প চালু রয়েছে, এগুলো হচ্ছে: ট্রেডভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প, উৎপাদনমুখী ডেইরি ফার্ম প্রকল্প, আয়বর্ধণমূলক রিক্সা প্রকল্প ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক আধুনিক কম্পিউটার ট্রেনিং প্রকল্প।

বর্তমানে ট্রেডভিত্তিক ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসার জন্য ও বাড়িতে বিভিন্ন ব্যক্তিগত খামার তৈরি, দোকান স্থাপন, বিবিধ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নে এই ট্রেডভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প চালু রয়েছে। বর্তমানে এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ২,৬০,০০,০০০ টাকা। সমিতিতে বর্তমানে ৭১৫ জন সদস্য এই ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের মাধ্যমে তার নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছে। এক্ষেত্রে সমিতি ঐ ঋণী সদস্যদের ঋণের ট্রেডভিত্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ফলে এই সফলতায় আসতে পেরেছে।

সমিতির অর্থায়নে ২০১৯ সনে প্রগতি ডেইরি ফার্ম গড়ে ওঠে বর্তমানে উক্ত ডেইরি ফার্মে ২৪টি উন্নতজাতের গাভি ও ৫টি বাচ্চা রয়েছে। ফার্ম হতে প্রতিদিন ১২০-৩০ লিটার দুধ বিক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে। এ প্রকল্পে বর্তমানে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৭০,০০,০০০ টাকা। এই ফার্মে সরাসরি ৪ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। অপরদিকে দুধ ও বাছর উৎপাদনের পাশাপাশি শিশু খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে সমিতিটি ভূমিকা রাখছে। খামারের গবর দিয়ে জালানী ও জৈবসার তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের মাধ্যমে খামার বড় করা ও বায়োগ্যাস উৎপাদনের বিষয়ে সমিতির বর্তমান সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি পরিকল্পনা হাতে নিতে যাচ্ছে।

আয়বর্ধনমূলক রিক্সা প্রকল্প সমিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হয়ে বর্তমানে আত্ম-



প্রকাশ করেছে। বর্তমানে সমিতিতে ৪০টি অটোরিক্সা রয়েছে। যে রিক্সাগুলো এলাকার বেকার লোকেদের কর্মসংস্থানের অন্যতম হাতিয়ার। যেসব দরিদ্র লোকজন অর্থের অভাবে কোনো ব্যবসা বা নিজস্ব রিকসা ভ্যান, ইজিবাইক কিনতে পারছে না। তারা অত্র সমিতির এই রিকসাগুলো ভাড়া নিয়ে সারাদিন চালিয়ে পরিবারের জন্য আয় করে দিন শেষে খুশিমনে বাড়িতে ফিরতে পারছে। বিনিময়ে প্রতিটা রিক্সার জন্য সমিতি প্রতিদিন ২০০ টাকা ভাড়া পাচ্ছে। রিক্সা প্রকল্পে বর্তমানে সমিতির বিনিয়োগ প্রায় ১৭,০০,০০০ টাকা। এ প্রকল্পের ব্যাপক চাহিদা থাকায় এবং সাধারণ জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি রিক্সা বৃদ্ধির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের আশা প্রকাশ করেছে। এ প্রকল্পে ৪০ জন বেকার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সমিতিতে কম্পিউটার শিক্ষাবিষয়ক আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে স্বল্প খরচে ৩ মাস ও ৬ মাস ব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। একসঙ্গে প্রায় ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার ব্যবস্থা রয়েছে। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্পে বর্তমানে সমিতির বিনিয়োগ প্রায় ১০,০০,০০০ টাকা। সমিতিতে বর্তমানে ১৯ জন লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৭৭৪ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে সমিতিটি বর্তমানে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

সমিতির সামাজিক কার্যক্রমে অবদান

সমবায় সমিতি একটি অর্থনৈতিক লাভজনক



প্রতিষ্ঠান হলেও সমিতির অন্যতম একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো আর্ত-মানবতায় কাজ করা। সমিতিটির বর্তমান সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর শীতার্তদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ, দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখায় সহায়তার জন্য অর্থ,বই খাতা,স্কুলড্রেস ও চিকিৎসা সহায়তা ইত্যাদি দিয়ে থাকে। সমিতির দরিদ্র সদস্যদের/অসদস্যদের কর্মসংস্থানের জন্য রিক্সা প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। এই মুজিবশতবার্ষিকী উপলক্ষে সরকারের পাশাপাশি সদস্যদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করে পরিবেশ রক্ষায় সামাজিক বনায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করা হয়েছে। বর্তমান করোনাভাইরাস প্রাদূর্ভাব মোকাবিলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের মধ্যে একাধিকবার বিভিন্ন হাইব্রিড বিতরণ করে সমিতিটি অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। যা স্থানীয় প্রশাসন ও ও সমবায় অধিদপ্তর সহ বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

সমবায় পুরস্কার

অত্র সমিতিটি ফরিদপুর জেলায় সমবায় অঙ্গনে বিভিন্ন অবদান রাখায় জেলা প্রশাসন ও সমবায় বিভাগের নিকট হতে ২০১৭ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে জাতীয় সমবায় দিবসে সফল সমবায় সমিতির পুরস্কার লাভ করেছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে এবং সমিতিতে লাভজনক প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সমিতির বর্তমান সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে।



নিবন্ধন নং : ৮২
তারিখ :২৮/০৫/১৯৮৪ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১৮০ জন
(পুরুষ : ১৫০ জন, মহিলা : ৩০ জন)
কার্যকরী মূলধন : ৯৮,৩০,১৬৩.০০ টাকা।

ঢাকা সাংবাদিক গৃহসংস্থান সমবায় সমিতি লিঃ

থানা : পল্লবী
জেলা : ঢাকা

মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম একটি হলো বাসস্থান। এ অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কতিপয় নিঃস্বার্থবাদী উদ্যোগী সাংবাদিক তাদের পরিবারের আবাসন বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে সমিতি প্রতিষ্ঠা করে ১৯৮৪ সনের মে মাসে ''ঢাকা সাংবাদিক গৃহসংস্থান সমবায় সমিতি লিঃ'' নামে সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভ করে। সমিতির মূল লক্ষ্য স্থির করা হয় সরকার থেকে নির্ধারিত মূল্যে জমি লিজ গ্রহণ করে আবাসন প্রকল্প এর মাধ্যমে সদস্যদের প্লট আকারে বরাদ্দ প্রদান করে প্লট বরাদ্দ প্রাপ্তদের সমন্বয়ে আধুনিক হাউজিং গড়ে তোলা। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সমিতির তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ও সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমানে পল্লবীস্থ কালসী রোড সংলগ্ন ২৩ বিঘা জমি দলিল নং : গ/৫, ৫৬৭২৬৮৩-ঘড়-৩৭৬৮, তারিখ :০৩/০৯/১৯৯১ মূলে সরকার থেকে বরাদ্দমূলে ক্রয় করা হয়। সদস্যদের জন্য গৃহীত জমি উন্নয়ন করে বসতি স্থাপনের উপযোগী করে তোলার কাজ শুরু হয় এবং প্রতিটি ১,৪২৫ বর্গফুট বা ১.৯৯ শতাংশ আয়তনের ১৮১ টি প্লট সৃষ্টি করে ১৮০ জন সাংবাদিকের মধ্যে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ১টি প্লট সমিতির অফিস এর জন্য রাখা হয়। সদস্যকে প্লট বরাদ্দ করার পর সমিতির বাসস্থান এলাকায় বসতি স্থাপন শুরু হয়ে যায়। সমিতির পরিচালকগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আবাসিক এলাকায় রাস্তা নির্মাণ, গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ, পানির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, মসজিদ, খেলার মাঠ ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এখানে সকল প্রকার আধুনিক নাগরিক সুবিধাদি সহ বহুতল বিশিষ্ট সুরম্য ভবন সমৃদ্ধ কয়েক হাজার মানুষের বসতি নিয়ে একটি পরিকল্পিত বসতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বসতি এলাকায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার দায়িত্ব সমিতির মাধ্যমে পরিচালনা করে একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান

সমিতির তত্ত্বাবধানে মোট ২৭ জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন, তন্মধ্যে সমিতির কার্যালয়ে ৩ জন, মসজিদে ইমামসহ ৩ জন, আবাসিক এলাকার নিরাপত্তার কাজে ৯ জন এবং স্কুলে শিক্ষকসহ ১২ জন।

সোসাইটির সদস্যদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক, শিক্ষা, অনুদান, বাসস্থান ও সদস্যদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। নিম্নে সমিতির কিছু কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরা হল :

ভবন নির্মাণ : সমিতির সাংবাদিক আবাসিক এলাকায় প্লট-৩৫, রোড-১, এ সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত স্কুল, কমিউনিটি সেন্টার কাম অফিস ভবন এর স্থিতি ৩৫,২৩,৯৬৯.০০ টাকা।

মসজিদ ও দোকান : সমিতির আবাসিক এলাকায় সমিতির নিজস্ব অর্থ এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে দান ও অনুদানে নির্মিত মসজিদ ও তৎসংলগ্ন দোকানের মূল্যস্থিতি ৪০,০১,৪৭৮.০০ টাকা।

বৃক্ষরোপণ : সমিতির সাংবাদিক আবাসিক এলাকায় প্লট-৩৫, রোড-১, এ সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে ৫০,০০০ টাকার বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।



নিবন্ধন নং : ৪১
তারিখ : ০৯/১২/২০১৪ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৬০৯ জন
কর্মসংস্থান : ৭ জন
শেয়ার মূলধন : ২২,৭৭,০৮১ টাকা
শেয়ার : ১৪,৯৬,০০০ টাকা
সঞ্চয় : ১৩,৮২,৩৬১ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ৪,৬৮,৬৪৮ টাকা

শিমুলকান্দি প্রত্যাশা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড

উপজেলা : ভৈরব
জেলা : কিশোরগঞ্জ

২০১৪ সালের মে মাসে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা "হেইফার ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও পল্লি বিকাশ কেন্দ্র এর পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতায় ইইপিএফআইসিই প্রকল্পের আওতাভুক্ত উপকারভোগীদের একতাবদ্ধ হয়ে থাকা, নারীউন্নয়ন ও টেকসই আর্থিক উন্নয়ন এর লক্ষ্যে পল্লির নারীদের একত্রীকরণের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। শিমুলকান্দি প্রত্যাশা মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড কর্ম এলাকার নারীদের নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল তৈরি করে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য তাদের চাহিদার উপর গুরুত্ব দিয়ে ক্ষুদ্রঋণ, ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা তৈরি, সঞ্চয়, নারী উৎপাদনকারী সৃষ্টি, লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস, নারী ক্ষমতায়ন, সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, খাদ্যনিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সহায়তা ও শিশু শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এই সমবায় সমিতির মূল কাজ।

অর্থনৈতিক অবস্থা

স্থাবর সম্পত্তি ৮৬,১২৫ টাকা। অস্থাবর ৪,০৩,০১৬।

সরকার বা বিদেশি সংস্থা বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ এবং ঋণ পরিশোধের অবস্থা : স্বল্পমেয়াদি ঋণ (ব্যক্তি) : ২,৫৮,৮৭০ টাকা। নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে থাকে।

আইনকানুন প্রতিপালন পরিস্থিতি

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ-নির্দেশ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিপালন/অনুসরণ করা হচ্ছে।
- আইন ও বিধিমোতাবেক প্রয়োজন অনুসারে বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।
- যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

উন্নয়ন/সম্প্রসারণ কার্যক্রম

- সমিতি তার সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করে থাকে। যেমন দুগ্ধ উৎপাদন, সেলাই প্রশিক্ষণ, অ্যামব্রয়ডারি,গরু মোটাতাজাকরণ, হাসঁ-মুরগি পালন তৈরি পোশাক উৎপাদন ও বিপণন করে সমিতি লাভবান হচ্ছে।
- সমিতি শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সেবামূলক কার্যক্রম করে থাকে। তা ছাড়া বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারীনির্যাতন রোধ ও নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।
- তৈরি পোশাক ও স্যানিটেশন সামগ্রী উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ করে থাকে এবং তা লাভজনক।

কর্মসংস্থান

- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি : গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধউৎপাদন, হাঁস-মুরগি পালন, অ্যামব্রয়ডারি, সেলাই প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রঋণ রে মাধ্যমে সমিতির কর্ম এলাকার মধ্যে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে
- স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটি বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে ৭ জন



কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

- গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধউৎপাদন, হাঁস-মুরগি পালন, অ্যামব্রয়ডারি, সেলাই প্রশিক্ষণ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড

- বাল্যবিবাহ রোধ, স্যানিটেশন, যৌতুকবিরোধী আন্দোলন, বৃক্ষরোপণ দেশ ও জাতির কাজ করে যাচ্ছে।
- পুঁজিগঠনমূলক বিভিন্ন চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন।
- দেশের বিভিন্ন দিবসে অংশগ্রহণ করে লিফলেট, পোস্টার, ব্রুশিয়ার, ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে প্রচার প্রকাশনার কাজে অংশগ্রহণ করে।
- বৃক্ষরোপণ, বয়স্ক শিক্ষা, যৌতুকবিরোধী আন্দোলন, নারীর ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সামাজিক কার্যক্রমে অবদান রাখছে।





নিবন্ধন নং : ১৫২
তারিখ : ১১-০৩-১৯৮২
সদস্য সংখ্যা : ১৪,৩৫৯ জন।
(পুরুষ : ৭,৮৬৯ জন, মহিলা : ৬,৪৯০ জন।)
কর্মসংস্থান : ৩৪ জন
সঞ্চয় আমানত ১৩,০৭,২৭,২৮৩ টাকা।
মেয়াদি আমানত : ১৮,৪৫,৩৬,৫০০ টাকা।
হাউজিং সঞ্চয় আমানত : ১,০৯,১৪,৮৩৩ টাকা

ঢাকা খ্রীষ্টিয়ান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড

থানা : রমনা
জেলা : ঢাকা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে ঢাকা জেলার খ্রীষ্টিয়ানদের স্বাবলম্বী করে তোলার মহৎ প্রয়াসে ১১/০৩/১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠাতা সিতাংশু সেন এর নেতৃত্বে মাত্র ২০ জন সদস্য এবং ২০,০০০ টাকা পুঁজি নিয়ে সমিতির যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে যার পরিসম্পদ প্রায় ৭২.৬৩ কোটি টাকা।

বিভিন্ন প্রয়োজনে সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ সমিতির প্রধান কার্যক্রম হলেও সমিতি সদস্যদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন ধরনের স্কীম পরিচালনার নানামুখী সেবা প্রদান করে থাকে। নিম্নে সমিতির কিছু কার্যক্রমের বিবরণ উল্লেখ করা হলো :

সমিতিতে ৪ ধরনের ঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। যথা :

সাধারণ ঋণ : সমিতির সদস্যদের ক্রেডিট প্রকল্পে জমাকৃত টাকার ভিত্তিতে এ ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ঋণ প্রদানের পূর্বে ঋণের অর্থের ৬০% ব্যাংক চেকের জামিন গ্রহণ করা হয়। এ ঋণের বিপরীতে ১২% সুদ গ্রহণ করা হয়।

সি.ই.এস ঋণ কার্যক্রম : চিলড্রেন এডুকেশন স্কীমের জমাকৃত অর্থের ৯০% হিসেবে এ খাতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ঋণের বিপরীতে ১২% সুদ গ্রহণ করা হয়।

বিডিডিএস ঋণ কার্যক্রম : বহুমুখী ডিপোজিট স্কীমের জমাকৃত অর্থের ৯০% হিসেবে এ খাতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ঋণের বিপরীতে ১৩% সুদ গ্রহণ করা হয়।

মডর্গেজ ঋণ বা ফ্ল্যাট ঋণ : সদস্যদের ফ্ল্যাট ক্রয়ের বিপরীতে এ ঋণ প্রদান করা হয়।

জমিসংক্রান্ত

সমিতির নামে সাভার প্রকল্প-১ ও সাভার প্রকল্প-২ নামে দুইটি প্রকল্প রয়েছে। উক্ত প্রকল্পে মোট ১৭.২৮ কাঠা ৫৩ শতাংশ জমি ক্রয় করা আছে। উক্ত জমির মূল্য- ৯,১০,১৭,১৬৮ টাকা।

দালানকোঠা

সমিতির নামে ৩৭০, দিলু রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১০০০ ঠিকানায় ৬ তলা বিশিষ্ট নিজস্ব অফিস ভবন রয়েছে।
সমিতির নামে মিরপুরে ৮ তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং ১৪ টি ফ্ল্যাট রয়েছে। এবং ভাটারায় ৭ তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং এবং ১৮ টি ফ্ল্যাট রয়েছে।

মূলধন ও দায়

সঞ্চয় আমানত ১৩,০৭,২৭,২৮৩ টাকা।
সিএস মেয়াদি আমানত ৬৯,২১,২৪৮ টাকা।
বিডিএস আমানত ৩,০২,২৩,৫৫৪ টাকা।

বিভিন্ন তহবিল

মরণোত্তর তহবিল : সদস্যদের মৃত্যু হলে মৃত সদস্যদের সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে মরণোত্তর তহবিল গঠন করা হয়েছে। উক্ত তহবিলে ২,৫৭,৬৬,১৬১.০০ টাকা রয়েছে।

শিক্ষা তহবিল : সদস্যদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা তহবিল গঠন করা হয়েছে। উক্ত তহবিলে ১৭,৪৭,০৭১ টাকা রয়েছে।



নিবন্ধন নং : ১১৩১
তারিখ : ৩ মে ২০১০ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা ২৩৪ জন
কর্মসংস্থান : ১২ জন
শেয়ার মূলধন : ২,২৪,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৮,৭৩,৬০০
কার্যকরী মূলধন : ৩,৭৮,৮৫,০০০ টাকা

লবণদহ ভেলী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : গাজীপুর সদর
জেলা : গাজীপুর

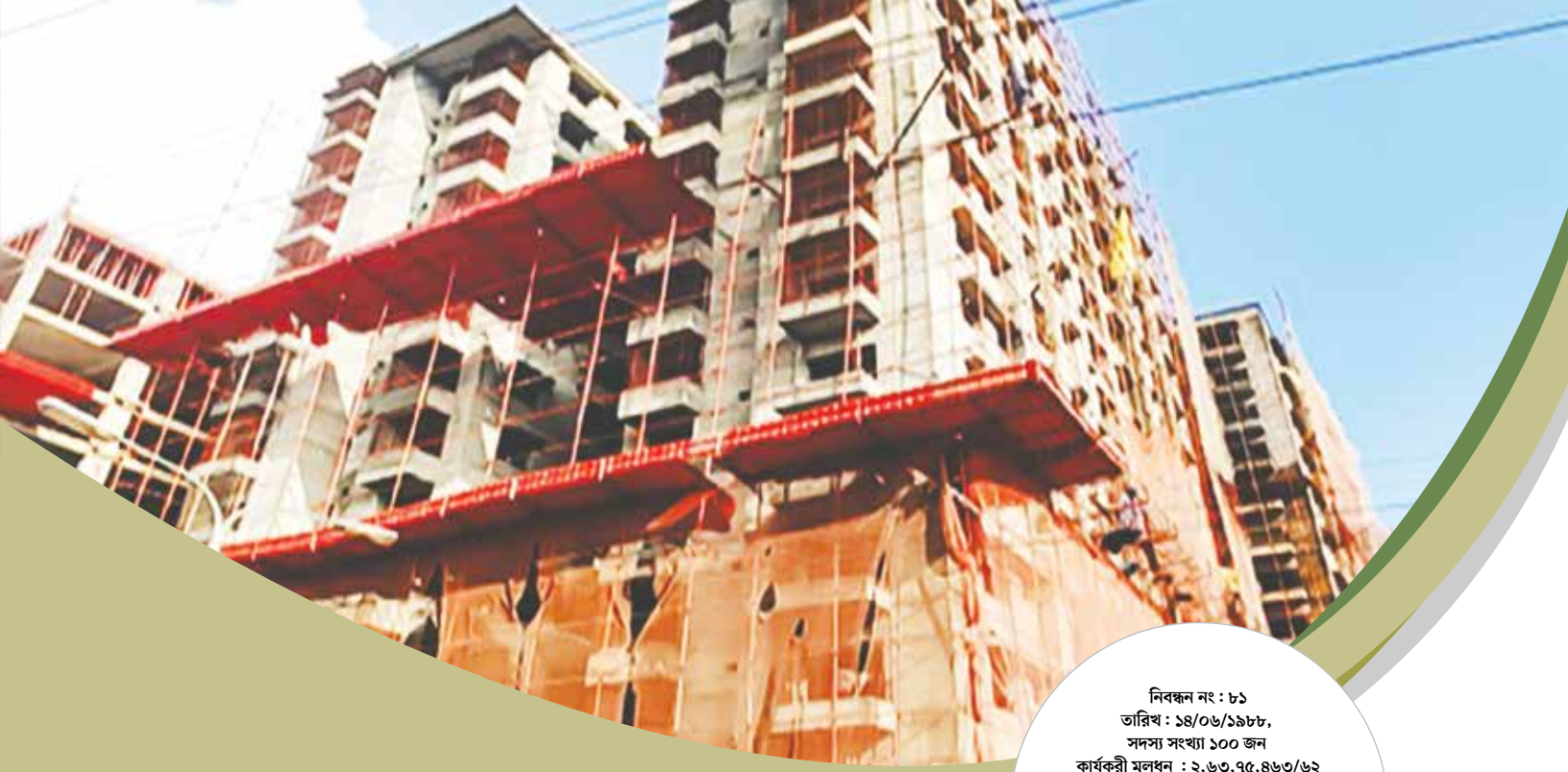
৩ মে ২০১০ খ্রি. সালে ১১৩১ নং : বন্ধন মূলে সমবায় বিভাগ হতে সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৩৪ জন। সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ২,২৪,০০০ টাকা, আদায়কৃত আমানতের পরিমাণ ৮,৭৩,৬০০ টাকা, লবণদহ গ্রীণ রিসোর্টে বিনিয়োগের পরিমাণ ৩,৫৩,৭৮,১৭২ টাকা, সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৩,৭৮,৮৫,০০০ টাকা।

সমিতির মাধ্যমে ১২ জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল বাকি। সমিতির ৬ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষ ব্যবস্থাপনায় সমিতিটি আজ সমবায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সমিতির নামে পিরুজালী ও বিশুইয়াকুড়িবাড়ি মৌজায় সর্বমোট ৪৬.৭৫ শতাংশ জমি রয়েছে। যার ক্রয় মূল্য ৫০,৭০,০০০ টাকা। উক্ত জায়গায় তৈরি করা হয়েছে শালবণ গ্রীন রিসোর্ট। রিসোর্টের



সর্বমোট ১৫টি শেয়ারের মধ্যে সমিতির নামে ৫.৫০টি শেয়ার। অবশিষ্ট শেয়ার সমিতির সদস্যদের।

সমিতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা, সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা, নিয়মিত বার্ষিক অডিট সম্পাদন, সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্য সম্পাদিত হয়। সমবায় আন্দোলনকে এবং সমবায় বিভাগকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ জাতীয় সমবায় দিবস এবং আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন এবং জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সমিতি প্রতি বছর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া সদস্যদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন সভা, সেমিনার এর আয়োজন করা হয়ে থাকে।



নিবন্ধন নং : ৮১
তারিখ : ১৪/০৬/১৯৮৮,
সদস্য সংখ্যা ১০০ জন
কার্যকরী মূলধন : ২,৬৩,৭৫,৪৬৩/৬২
স্থায়ী সম্পদ : ১৫৫০ বর্গফুটের ১০১টি ফ্ল্যাট।
ঢাকার সাভার উপজেলায় ৮৭১/৫০ শতাংশ জমি।

চাকরিজীবী সিরাজগঞ্জ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড

থানা : মিরপুর
জেলা : ঢাকা

সিরাজগঞ্জ জেলার ঢাকা প্রবাসী চাকরিজীবীদের মাঝে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ও সঞ্চয়ী মানসিকতা গড়ার লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে এম এ রশিদ খান এর শহীদবাগস্থ বাসভবনে মোঃ হেলাল উদ্দিন সাহেবের আহ্বানে এবং মোঃ আব্দুস সোবহান সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় সমিতি গঠনের প্রাথমিক আলোচনা হয়। অতঃপর ২৯/১০/১৯৮৭ তারিখে তৎকালীন বাংলাদেশ টাইমস এর চেয়ারম্যান জনাব মাঈদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অফিসার্স ক্লাবে কিছু সংখ্যক সিরাজগঞ্জ প্রবাসী চাকরিজীবীর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সমিতির নামকরণ করা হয় এবং সদস্য সংগ্রহ ও খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে ৯ সদস্যের এড-হক কমিটি গঠন করা হয়। ২৯/০১/১৯৮৮ তারিখে ঢাকা কলেজে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গঠিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির মাধ্যমে এ সমিতির আনুষ্ঠানিক পথ চলা। সেই থেকে ১০০ জন সদস্য নিয়মিত মাসিক ১০০ টাকা শেয়ার মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে আজকে এই সমিতি সিরাজগঞ্জ জেলার জন্য একটি মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমত : সমিতির সদস্যদের নিয়মিত মাসিক ১০০ টাকা জমার বিনিময়ে আজকে ঢাকাস্থ সাভার উপজেলার চাকুলিয়া ও বনগাঁও মৌজায় সমিতি মোট ৮৭১.৫০ শতাংশ জমির মালিক।

দ্বিতীয়ত : সমিতির ১০০ জন সদস্যের আবাসন সমস্যা সমধানের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বরাবর ঢাকার মিরপুরে ১০০ কাঠা জমি বরাদ্দের আবেদন করা হয়। অতঃপর কমিশনার, সেটেলমেন্ট, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকার স্মারক নং : ৫৪০০ তারিখ : ১৪/০৬/১৯৯৯ এর মাধ্যমে ঢাকার মিরপুর-১৫ নং সেকশনে সরকারি মূল্যে ১০০ কাঠা জমি সমিতির নামে বরাদ্দ পাওয়া যায়। সমিতির উক্ত জমিতে ফ্ল্যাট নির্মাণকল্পে ৩০/১২/২০০৬, ০৬/০৫/২০১০ ও ১৮/১২/২০১৪ তারিখে নাভানা রিয়েল এস্টেট লিঃএর সহিত নিবন্ধিত চুক্তি হয়। উক্ত চুক্তির ফলে সমিতির ১৪ তলাবিশিষ্ট ২টি ভবনে প্রত্যেক সদস্য ১৫৫০ বর্গ ফুটের ১টি করে ফ্ল্যাট ও ১টি করে গাড়ির গ্যারেজ বিনামূল্যে পাবেন। প্রত্যাশা- খুব শীঘ্রই সমিতির সদস্যগণ এক ছাদের নিচে বসবাস শুরু করতে পারবেন।

তৃতীয়ত : অত্র সমিতির একটি কল্যাণমূলক ডিবিএফ ফান্ড/৯০ রয়েছে। উক্ত ফান্ডে সদস্যগণ প্রতি বছর মাত্র ২৫০ টাকা করে জমা দেন। কোনো সদস্যের মৃত্যু পরবর্তী ধর্মীয় কার্যাদি সমাধাকল্পে উক্ত ফান্ড থেকে তাৎক্ষণিক মরহুমের পরিবারকে ২৫,০০০ টাকা অনুদান দেয়া হয়।

চতুর্থত : এই সমিতির উদ্যোগে শীতকালে সদস্যগণের পরিবারসহ বনভোজনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। ফলে সদস্যদের পরিবারবর্গের মাঝে পরস্পর জানাশুনা ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে সমিতি।

পঞ্চমত : যেহেতু এই সমিতির সকল সদস্যই চাকরিজীবী, সেহেতু অনেক ছেলেমেয়ের চাকরি, ট্রান্সফার ও পোস্টিংসহ বিভিন্ন কাজে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে।



নিবন্ধন নং : ১৪১
তারিখ :১৪/০২/২০১৩খ্রি.
মোট সদস্য সংখ্যা : ৪,৯৮২ জন।
(পুরুষ : ২২ জন, মহিলা : ৪,৯৬০ জন)
কার্যকরী মূলধন : ৩৫.৯৯ কোটি।

দি মর্নিং ষ্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

থানা : রমনা
জেলা : ঢাকা

মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম খাদ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসা। এ অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কতিপয় খ্রিষ্ট্রান ধর্মাবলম্বী নিঃস্বার্থবাদী উদ্যোগী ব্যক্তি সমবায় আদর্শ এবং নীতি অনুশীলনের মাধ্যমে সমিতি প্রতিষ্ঠা করে ২০১৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে "দি মর্নিং ষ্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ" নামে জেলা সমবায় দপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভ করে এবং এর ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ সাধারণ সদস্যদের আর্থিক এবং সামাজিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

কর্মসংস্থান

সমিতিতে বর্তমানে ৪১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছে এবং ২,৯০৪ জন সদস্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে যাদের সকলেই মহিলা।

সদস্যদের নিকট শেয়ার বিক্রয়, সঞ্চয় আমানত, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, শিশু সঞ্চয়, মেয়াদি সঞ্চয় (আস্থা ও অবিরাম) গ্রহণ করে মূলধন গঠন, সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ, উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রম, এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মর্নিং ষ্টার গ্রামার স্কুল প্রোগ্রাম, স্যার আলেকজান্ডার স্কলারশিপ প্রোগ্রাম, চক্ষু চিকিৎসা ও চশমা প্রদান, কিশোরী মেয়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতা শিক্ষা কার্যক্রম (উচ্ছল কিশোরী) ও দক্ষতা উন্নয়ন (পাকা রাঁধুনী) ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নিম্নে সমিতির কিছু কার্যক্রমের বিবরণ উল্লেখ করা হলো :

ঋণদান কার্যক্রম

সমিতিতে ১২ ধরনের ঋণ চালু রয়েছে। বিভিন্নখাতে বিনিয়োগকৃত পাওনা ঋণের স্থিতি খাত ভিত্তিক তুলে ধরা হলো।

১. ব্যবসা খাত ১০,৭৮,৪০,২৮৭ টাকা
২. বাড়ি নির্মাণ ৪,১২,৭১,৬০৯ টাকা
৩. জমি ক্রয় ২,৬১,২২,৫০০ টাকা
৪. শিক্ষা খাত ৪৫,৬৪,১৫৪ টাকা
৫. গাড়ি ক্রয় ৩০,১০,৩৯৯ টাকা
৬. আসবাবপত্র ক্রয় ১৭,৯৬,৫২৮ টাকা
৭.চিকিৎসা খাত ২৮,৬৪,৭৩৫ টাকা
৮. বিবাহ ঋণ ৫,৮২,৬৫৮ টাকা
৯. ঘর মেরামত ৩৫,৯৩,০৫৭ টাকা
১০. আত্মীয়স্বজনের ঋণ পরিশোধ ৪৮,৫৫,৪৮৩ টাকা
১১.বিদেশে চাকরির জন্য ৩,৮৮,৪৪৪ টাকা
১২.উচ্চশিক্ষা ঋণ ২,০৮,১০০ টাকা
মোট : ১৯,৭০,৯৭,৯৫৪ টাকা

লভ্যাংশ প্রদান

সমিতির সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয় আমানতের বিপরীতে ৬-১০% হারে মুনাফা প্রদান করেন থাকে। ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ সালের প্রদানকৃত মুনাফার তথ্য নিম্নরূপ :

২০১৭-২০১৮ সালে ২৪,৫৩,৫০০ টাকা।
২০১৮-২০১৯ সালে ২৫,৬০,৭৯৩ টাকা।

সামাজিক কর্মকাণ্ডসমূহ

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমিতি এর সদস্যদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যথা :



ক. শিক্ষা কার্যক্রম

দি মর্নিং স্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর একটি প্রকল্প হিসেবে আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা সহায়তার মধ্য দিয়ে ২০১৪ খ্রি. সালে দি মর্নিং স্টার গ্রামার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। দি মর্নিং স্টার গ্রামার স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো অত্র দি মর্নিং স্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সদস্যদের সন্তানদের পাশাপাশি মগবাজার এলাকার শিশুদের শৈশবকাল থেকে সু-শিক্ষা, বাঙালি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের মধ্যদিয়ে গড়ে তোলা শুধু তাই না; প্রকৃত জীবন গঠনের নিয়ম-নীতি ও আদর্শের সাথে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরম পবিত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এই দি মর্নিং স্টার গ্রামার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ৮৩ জন ছাত্রছাত্রীদের ৫ জন শিক্ষিকা ও দুইজন শিক্ষিকার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হয়।

খ. শিক্ষা কার্যক্রম

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান স্যার আলেকজান্ডার রোজারিও এর নামে বাংলাদেশ সরকারের সাথে দেশে উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর সদস্যদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের সমিতি থেকে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি বছর ১৫-২০ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বাৎসরিক ১৫,০০০ টাকা এই স্কলারশিপ প্রোগ্রামের আওতায় প্রদান করা হয়ে থাকে।

গ. চক্ষু চিকিৎসা ও চশমা প্রদান

দেশের দরিদ্রদের চক্ষু চিকিৎসা ও চশমা প্রদানের লক্ষ্যে পতি বছর ২০০ জন চক্ষু রোগীদের চক্ষু বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করানো হয় এবং ১২৫ জনকে চশমা প্রদান করা হয়। এই কার্যক্রম চক্ষুরোগীদের নিকট থেকে ৩০০ টাকা, অফিস থেকে ৫০০ টাকা মোট ৮০০ টাকার মাধ্যমে চশমা প্রদান করা হয়।

ঘ. উচ্ছল কিশোরী

কিশোরী মেয়েদের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমান অর্থবছরে মগবাজার এলাকার ৪৪ জন কিশোরীকে এই "উচ্ছল কিশোরী : কার্যক্রমের আওতায় একজন মহিলা গাইনী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বরা নারী স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই জন্য একটি প্রশিক্ষিত টিম গঠন করা রয়েছে। প্রতিমাসে কমপক্ষে ৯ থেকে ১০ জন কিশোরী মেয়েকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

ঙ. পাকা রাঁধুনি

মহিলাদের রান্না বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়। গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪১ জন মহিলাকে রান্না এবং স্ন্যাক্স আইটেম তৈরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে।

চ. হেলেন স্বাস্থ্যসেবা

একজন মহিলা গাইনী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা মহিলাদের গাইনী বিষয়ে চিকিৎসার পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিনিময়ে ৫০ টাকা ফিস গ্রহণ করা হয়।

ছ. শ্রদ্ধা

সদস্যদের মৃত্যুতে তাৎক্ষণিক দাফন/ সৎকার কাজে নারী সদস্যদের মৃতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ৫,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

জ. জরুরি চিকিৎসা সেবা ও ত্রাণ কার্যক্রম

সদস্যদের এবং মগবাজার এলাকাবাসীর দুর্যোগে ও বিপদে আপদে চিকিৎসার প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।



নিবন্ধন নং : ৯০
তারিখ :০৯/০৯/১৯৮৬ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা : ৯,১৩২ জন
(পুরুষ-৮,৭৭৮ জন, মহিলা-৩৫ জন।)
কর্মসংস্থান : ৭ জন
কার্যকরী মূলধন ৩১২.৪৯ কোটি।

ইসলামী ব্যাংক অফিসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

থানা : মতিঝিল
জেলা : ঢাকা

মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম খাদ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসা। এ অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কতিপয় ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত নিঃস্বার্থবাদী উদ্যোগী কতিপয় ব্যক্তি সমবায় আদর্শ এবং নীতি অনুশীলনের মাধ্যমে সমিতি প্রতিষ্ঠা করে ১৯৮৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে "ইসলামী ব্যাংক অফিসার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" নামে জেলা সমবায় দপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভ করে এবং এর ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ সাধারণ সদস্যদের আর্থিক এবং সামাজিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

সদস্যদের নিকট শেয়ার বিক্রয়, আমানত গ্রহণ, সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ, উচ্চশিক্ষা ঋণ কার্যক্রম এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রমের অংশগ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নিম্নে সমিতির কিছু কার্যক্রমের বিবরণ উল্লেখ করা হলো :

জমিসংক্রান্ত : সমিতির সম্পদ হিসেবে ২টি উপ-খাতে সমিতির বিনিয়োজিত অর্থের পরিমাণ ১,২৯,১৮,৮৭০ টাকা।

মেয়াদি আমানত : সমিতির নামে ইসলামী ব্যাংক লিঃ লোকাল অফিস, মতিঝিল শাখা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক সহ মোট ২টি বাণিজ্যিক ব্যাংকে সর্বমোট ১৪টি মেয়াদভিত্তিক আমানত জমা রয়েছে। ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে সর্বমোট ৭৪,০০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

মূলধন/দায়

ক. সঞ্চয় আমানত : সদস্যদের নিকট থেকে আদায়কৃত সঞ্চয়ের আমানতের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩০,৬২,৫৩,৩৩৬ টাকা।

খ. আবাসন সঞ্চয়ী হিসাব : সদস্যদের নিকট থেকে আবাসন সঞ্চয়ী হিসেবে গৃহীত আবাসন সঞ্চয় পরিমাণ ২,৬৫৫.৪৭ টাকা

গ. এমএমপিডিএস : সদস্যদের নিকট থেকে এমএমপিডিএস হিসেবে গৃহীত এমএমপিডিএস-এর পরিমাণ ৮০,৩৮,০০,০০০ টাকা।

সমবায় উন্নয়ন তহবিল- ১,৮০,৪৬০ টাকা।

সমিতিতে প্রতিবছর নিট লাভ হওয়ায় সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিল প্রদান করা হয়। ৩০/০৬/২০২০খ্রি. তারিখে সমিতির সমবায় উন্নয়ন তহবিলে ১,৮০,৪৬০ টাকা পরিশোধ যোগ্য হয়েছে। যা ইতোমধ্যেই পরিশোধ করা হয়েছে।

লভ্যাংশ বণ্টন

বিগত ৩০ শে জুন ২০১৯ তারিখে সমিতির বণ্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ ছিল ১৭,৭৭,৬০০.০০ টাকা। চলতি সনে উক্ত লাভের ১০০% টাকা লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন করা হয়। উক্ত লাভ বণ্টনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সামাজিক কর্মকাণ্ড

সমিতির আর্থিকভাবে অসচ্ছল সদস্যদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য করা হয়।



নিবন্ধন নং : ২১
০৮/০১/১৯৭৯ইং
সদস্য সংখ্যা ২৪০ জন
কর্মসংস্থান ৩৩ জন
কার্যকরী মূলধন : ৩১,৫২,৮৯,১৯০ টাকা

মিরপুর থানা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

থানা : মিরপুর
জেলা : ঢাকা

১৯৭৯ সালের দিকে মিরপুর-০১ নং এর কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মিলে ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে জেলা সমবায় কার্যালয়, ঢাকা হতে ০৮/০১/১৯৭৯ইং তারিখে নিবন্ধন লাভ করে। নিবন্ধন নম্বর-২১। এই সমিতির নিবন্ধনকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন জনাব তৈয়বুর রহমান এবং সম্পাদক জনাব শামসুল আলম মোহন। সদস্যদের নিকট থেকে শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন, নির্মাণখাতে টাকা আদায় করে বহুতল ভবন নির্মাণ করে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলা ছিল এই সমিতির উদ্দ্যেশ্য।

ভূমি বন্দোবস্ত

এই সমাবয় সমিতির সদস্যগণ সকলেই মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং দেশ স্বাধীন করে। তার প্রতিদান হিসেবে সমিতির নামে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিগত ১৩/০৪/১৯৯১ খ্রি. তারিখে ১৮৭৫ নং স্মারককে মিরপুর ০১ নং সেকশনে দাগ নং : ৭১৪৩,খতিয়ান-৭০৩০ ও ৮০.৮০ শতাংশ বা ৩,৯০০ বর্গগজ জমি সমিতির নামে লিজ প্রদান করা হয়েছে।

মার্কেট নির্মাণ, উন্নয়ন কাজে বিনিয়োগ এবং মার্কেটের বৈশিষ্ট্যসমূহ

কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, প্যাসেঞ্জার লিফট, নিজস্ব বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর, নিজস্ব ভূগর্ভস্থ পানির পাম্প, আধুনিক অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, ডাবল বেজমেন্ট কারপার্কিং ও অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেম।

বর্তমানে মিরপুর থানা মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় যে সকল মূল্যবোধ ধারণ ও প্রয়োগ করে সেসব মূল্যবোধগুলো হলো :

- সততা, সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা (যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট
- সদস্যদের সাথে সুব্যবহার ও আচরণ
- উন্নতমানের সেবা প্রদান
- সদস্যদের জীবনমানের উন্নয়নে অঙ্গিকারবদ্ধতা
- অত্র প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতির প্রতি আনুগত্যতা
- নারীর ক্ষমতায়ন।
- সকল সদস্যার প্রতি সম আচরণ
- পরিশ্রমী ও আন্তরিক মনোভাব
- বাস্তব জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল
- নেতৃত্ব গঠন
- আত্মকর্মসংস্থান

সমিতিতে নিয়মিত নিরীক্ষা এবং বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়। সমিতির জমিতে মার্কেট থাকায় সমিতির স্থায়ী সম্পদ হিসেবে সদস্যগণ উপকৃত হয়েছে।



নিবন্ধন নং ২৫১
তারিখ :০৯-০৬-১৯৮৩ খ্রি.
নিজস্ব মূলধন : ৩৫,৬১,৮১,৩৮৬ টাকা
শেয়ার মূলধন : ১,২০,০০০ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল : ৭,০২,০৪৯ টাকা।
আমানত : ৪২,৭০,৭২০ টাকা।
জমি ক্রয় তহবিল : ২,৭১,৬০,০০০ টাকা।
মার্কেট ভবন নির্মাণ : ২৯,৯২,০৬,৫১০ টাকা।
বাজার উন্নয়ন তহবিল : ১,৪৬,১২,১০৭ টাকা।

মমতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড

থানা : আগারগাঁও
জেলা : ঢাকা

মোহাম্মদপুর থানাধীন পশ্চিম আগারগাঁও এলাকায় বসবাসরত ব্যবসায়ী এবং তাদের পরিবারবর্গের অর্থনৈতিক সাহায্য ও স্বাবলম্বী করার অভিপ্রায়ে ১৯৮৩ সালের জুন মাসে এই সমিতি সরকারের সমবায় বিভাগের নিবন্ধন লাভ করে।

সমবায় বিভাগের নিবন্ধন লাভের পর পরই ৫ লক্ষ টাকার অনুমোদিত শেয়ার বিক্রির লক্ষ্যে মোহাম্মদপুর থানাধীন পশ্চিম আগারগাঁও এলাকায় বসবাসরত ব্যবসায়ী ও তাঁদের পরিবারবর্গের মধ্যে প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রয় শুরু হয়। বর্তমানে সমিতির নিজস্ব মূলধনে স্থায়ী আধুনিক "মমতা টাওয়ার শপিং কমপ্লেক্স ভবন" নির্মাণের লক্ষ্যে জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন শাখা-৭, স্মারক নং : শাখা-০৭/১এম-০৭/২০০২/১৮২২ আদেশ মূলে সমিতির নামে ১.০০ এক একর (১০০) শতাংশ জমি বরাদ্দ নেয়া হয়। উক্ত বরাদ্দকৃত জায়গায় বর্তমানে সমিতির ৯০০ জন সদস্য হতে সংগৃহীত আমানতের অর্থে গণপূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে (বেজমেন্টসহ ১৭) তলা ভবনের মধ্যে ৭ম তলা পর্যন্ত টাওয়ার নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ : ৩৩২,০৬৫,৭৩৭ টাকা।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধরন ও কর্মসংস্থান

এ সমিতি নিজস্ব মূলধন স্থায়ী আধুনিক "মমতা টাওয়ার শপিং কমপ্লেক্স ভবন" নির্মাণের লক্ষ্যে জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন শাখা-৭, স্মারক নং : শাখা-০৭/১এম-০৭/২০০২/১৮২২ আদেশ মূলে সমিতির নামে হতে ১.০০ এক একর (১০০) শতাংশ বরাদ্দ নেয়া হয়। উক্ত বরাদ্দকৃত জায়গায় বর্তমানে সমিতির ৯০০ জন সদস্য হতে সংগৃহীত আমানতের অর্থে গণপূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে (বেজমেন্টসহ ১৭) তলা ভবনের মধ্যে ৭ম তলা পর্যন্ত টাওয়ার নির্মাণ সম্পন্ন হয়। উক্ত মার্কেট সম্পন্ন হলে প্রত্যক্ষভাবে ৯০০ জন সদস্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

সেবামূলক উন্নয়ন কার্যক্রম

সদস্যগণের অসুস্থতার জন্য আর্থিক সহায়তা এবং তাদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

কর্মসংস্থানের সংখ্যা ও নিয়োগ

সোসাইটিতে মোট ১১ জন স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছে। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও জনহিতকর কার্যক্রম

সোসাইটির সদস্যদের চিকিৎসা সহায়তা এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি, উচ্চশিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে দেশ ও জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সোসাইটির সদস্যদের চিকিৎসাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান ও সদস্যদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।



নিবন্ধন নং : ৫০২
তারিখ :১৪-১২-১৯৭৭ খ্রি.
নিজস্ব মূলধন : ২,১৪,৯৩,২০০ টাকা
স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি : ১,৭২,৪৯,৩২৫
শেয়ার মূলধন : ১০,২২,০০০.০০
সংরক্ষিত তহবিল : ৮৪,২০,৮৬৬.০০
আমানত : ২,০৪,৭১,২০০.০০
জমির মূল্য : ১,৪৪,৮১,৮৫৮.০০
বিনিয়োগ : ১০,৬৯,৯৩০ (এফডিআর)

মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড

থানা : মোহাম্মদপুর
জেলা : ঢাকা

মোহাম্মদপুর থানাধীন কৃষিমার্কেট উত্তর ও পূর্ব পার্শ্বে প্লট নং -০১, ব্লক নং - এফ, বিশাল এলাকা জুড়ে একটি আবাসন প্রকল্প। যাহা উক্ত এলাকা বসবাসরত বিভিন্ন পেশাজীবী এবং তাদের পরিবারবর্গের আবাসন সমস্যা সমাধানে অভিপ্রায়ে ১৯৭৭ সালে ডিসেম্বর মাসে এই সমিতি সরকারের সমবায় বিভাগের নিবন্ধন লাভ করে।

সমবায় বিভাগের নিবন্ধন লাভের পর পরই ১০,৩২,০০০ টাকার অনুমোদিত শেয়ার বিক্রির লক্ষ্যে প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রয় শুরু হয়। বর্তমানে সমিতির বর্তমান সদস্য ১৬৯ জন। প্রায় সদস্যদের আলাদা আলাদা নামে ৪৮টি প্লটে ইতোমধ্যে ৩০টি প্লটে বহুতল ভবন নির্মিত হয়েছে।

সদস্যদের বার্ষিক লভ্যাংশ বণ্টন, অডিট সেস ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল প্রদান

অডিট সেস প্রদান : সোসাইটি প্রতি অর্থবছরে সমবায় আইন মোতাবেক নিয়মিত অডিট সেস প্রদান করে আসছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রতি বছরের ন্যায় ১০,০০০.০০ টাকা অডিট সেস পরিশোধ করেছে।

সমবায় উন্নয়ন তহবিল : সোসাইটি সমবায় আইনের ৩৪(গ) ধারা ও সমবায় বিধিমালা ২০০৪ এর ৮৪(২) মোতাবেক নিট লাভের ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধরন ও কর্মসংস্থান

এ সমিতি সদস্যদের আলাদা আলাদা নামে ৪৮টি প্লটে ইতোমধ্যে ৩০ প্লটে বহুতল ভবন নির্মিত হয়েছে। যাহা বিশাল জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সেবামূলক উন্নয়ন কার্যক্রম

সদস্যগণের অসুস্থতার জন্য আর্থিক সহায়তা এবং তাদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

কর্মসংস্থানের সংখ্যা ও নিয়োগ

সোসাইটিতে মোট ১৪ জন স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছে। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

উপসংহার

সমিতির সাংগঠনিক, আর্থিক ও সামাজিক কার্যক্রম ও সমবায়ের আদর্শ ও মূলনীতি অনুসরণ করে কাজ করার ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৭৪ সালে সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হন। সমবায়ের আদর্শ ও মূলনীতি অনুসরণ করে নিরলসভাবে সমিতিটি কাজ করে যাচ্ছে।



নিবন্ধন নং : ৮৪৭
তারিখ :০৩/১০/২০০৫ইং
সদস্য সংখ্যা : ১,২৪২ জন।
আদায়কৃত শেয়ার : ১,১১,৪৩,৫৪১ টাকা
আদায়কৃত সঞ্চয় আমানত : ৮৮,১৩,৭৬১ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ২,৪৮,২০,৮৮০ টাকা

আশার আলো মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

থানা : মোহাম্মদপুর
জেলা : ঢাকা

সদস্য সংখ্যা : ১,২৪২ জন।
আদায়কৃত শেয়ার : ১,১১,৪৩,৫৪১ টাকা।
আদায়কৃত সঞ্চয় আমানত : ৮৮,১৩,৭৬১ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ২,৪৮,২০,৮৮০ টাকা।
অডিট ফি : ক) ২০১৭-২০১৮ : ৬,১৯০ টাকা।
খ) ২০১৮-২০১৯ : ৪,৮৪০ টাকা।

সি.ডি.এফ প্রদান
ক) ২০১৭-২০১৮ : ১,৮৫৭ টাকা।
খ) ২০১৮-২০১৯ : ১,৪৫২ টাকা।

কর্মসংস্থান
ক) মোট কর্মচারীর সংখ্যা : ৮ জন।
খ) স্বকর্মসংস্থান : ৯১২ জন।

সমিতির সম্পত্তির বিবরণ
ক) স্থাবর (বিবরণ ও বর্তমান বাজার মূল্য) : সমিতির নামে ২০.০০ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়। যাহার মূল্য ৮০,৪৬,৪৪০ টাকা।
খ) অস্থাবর : ৬,৫৭,৫৪২ টাকা।

সমিতিতে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প
সমিতির নামে ২০.০০ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়। ।

বিনিয়োগের পরিমাণ
জমি ক্রয় ও ঋণ প্রদান ২,২৯,১৩,৮৩২ টাকা।

বিনিয়োগের ধরন
জমি ক্রয় ও ঋণ বিতরণ এবং মিনি গার্মেন্টস।

উৎপাদিত পণ্যের তথ্য
সদস্যদের ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিচালনার করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে যেমন : ব্লক বাটিক, কারচুপি, পার্লারের কাজ, হ্যান্ডিক্র্যাফট, কম্পিউটার ড্রাইভিং হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাশন ডিজাইন, মার্চেন্ডাইজিং, গার্মেন্টস মেশিন অপারেটর ইত্যাদি। প্রশিক্ষণের পর সদস্যদের স্বল্প লাভে ঋণ ও চাকরির ব্যবস্থা করা হয়।



নিবন্ধন নং ০৮
তারিখ : ১০/১০/১৯৮৫ খ্রি.
সংশোধিত নিবন্ধন নং : ৪২
তারিখ : ০৩/১২/২০০৩ খ্রি.

ধরেন্ডা খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : সাভার
জেলা : ঢাকা

১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকান নাগরিক স্বর্গীয় ফাদার লিউ জে.সালিভ্যানের হাত ধরে ধরেন্ডা খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের জন্মলাভ। ধরেন্ডা ক্রেডিটের মূল উদ্দেশ্য হলো সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা। এরই প্রেক্ষাপটে ধরেন্ডা ক্রেডিট বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

কলাচাষ

বর্তমান সরকারের সমবায় ভাবনা ও তাদের পরামর্শ অনুযায়ী ধরেন্ডা ক্রেডিট ইউনিয়ন নিজস্ব উৎপাদনমুখী কৃষি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ক্রেডিট ইউনিয়নের নিজস্ব ক্রয়কৃত জমিগুলো, সাভার উপজেলা কৃষি অফিসার মিসেস গীতা রানী সরকার পরিদর্শন ও পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। তিনি পরামর্শ প্রদান করেন যে, কৃষি ফসলাদি উৎপাদনের জন্য, বিশেষ করে কলা করে কলা চাষের উপযোগী। গত বছর তারই পরামর্শে প্রথমে ৩ বিঘা জমির উপর ৩৫০ টি দেশি জাতের কলা চারা রোপণ করা হয়। অল্প কিছু দিনের মধ্যে কলা চারা গুলো সজিব এবং স্বাভাবিক নিয়মে বড় হতে থাকে। দেখতে অপূর্ব সুন্দর লাগে। কলা পাতাগুলো বাতাসের দোলায় নেচে চলেছে। পরিবেশের উপর সুন্দর প্রভাব অনুভুত হচ্ছে। যন্ত্রাদির মধ্যে জমির ঘাস ও আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে এবং সময় মতো কিছু উর্ববরশীল সার দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে উক্ত কলা গাছগুলো ফলন দিয়েছে। কলা ৮০,০০০ টাকার উপরে বিক্রি করা হয়েছে। এখনো বিক্রির মতো আরো কলা রয়েছে। কিছু কলা গাছে ফুল নেমেছে। সদস্য বৃন্দ ভেজাল ও ফরমালিন মুক্ত সুস্বাদু কলা খেয়ে তৃপ্তির কথা জানিয়েছেন। কলা গুলো স্বাভাবিক নিয়মে পাকানো হয়েছে। সদস্য বৃন্দ কম খরচে ফরমালিন মুক্ত কলা উৎপাদন বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন। তুলনা মূলক কলা চাষে খরচ কম পড়ে। তারই ধারাবাহিকতায় উক্ত কলা গাছের চারা নিয়ে ৬ বিঘা জমির উপর ৬০০ কলা গাছ রোপণ করা হয়েছে। যা আগামিতে ভাল ফলন দিবে বলে আমরা আশাবাদী। এ থেকে অন্য সদস্যবৃন্দ অনুপ্রাণীত হয়ে তারাও কলা গাছ রোপণ করছে।

কর্মসংস্থান

ধরেন্ডা ক্রেডিট ইউনিয়ন বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে সদস্যদের মাঝে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এই প্রোডাক্টগুলো সদস্যদের মাঝে বিনিয়োগ ও বিতরণ করার জন্য ক্রেডিট ইউনিয়ন সদস্যদের মধ্য থেকে ২৫ জন কর্মী নিয়োগ দিয়েছেন। চলতি অর্থবছরে কাজের পরিধি বৃদ্ধির কারণে আরো ৫ জন স্থায়ী কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অত্র ক্রেডিটে কাজ করে তারা সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করছে। এছাড়া কৃষি প্রকল্পে স্থায়ীভাবে ২ জন এবং অস্থায়ীভাবে আরো ৩ জন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের ছেলেমেয়েরা যাতে কর্মক্ষেত্রে স্বাবলম্বী ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এই জন্য ১৭ জন ছাত্র/ছাত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারা পড়াশুনার পাশাপাশি বিভিন্ন কাজের অভিজ্ঞতা, কাজের পরিবেশ, নিয়ামানুবর্তিতা ও দায়িত্বশীলতার পাশাপাশি অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা লাভ করবে। যাতে পরবর্তীতে অন্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি



করার সুযোগ পায় এবং চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারে। ক্রেডিট ইউনিয়নের নিজস্ব জমিতে ১৮টি দোকান রয়েছে। উক্ত দোকানগুলো সদস্যবৃন্দ ও সদস্যের বাহিরে অন্যধর্মের ব্যবসায়ীগণ দোকান ভাড়া নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। এছাড়াও ক্রেডিট ইউনিয়নের আরো পরিকল্পনা রয়েছে। যেমন মৎস্য প্রকল্প, গরুর খামার এবং মহিলাদের জন্য হস্তশিল্প প্রকল্প। এগুলো শুরু হলে আরো ৫০ জন সদস্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

ব্যবসায় বিনিয়োগ

ধরেন্ডা ক্রেডিট ইউনিয়ন সদস্যদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় সাফল্য অর্জনে বিভিন্ন ভাবে কম সুদে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। তার মধ্যে মুরগির খামার অন্যতম। ধরেন্ডা ক্রেডিটের সদস্যেদের মধ্যে অনেকেরই নিজস্ব মুরগি খামার রয়েছে। এ খামারগুলোতে ক্রেডিট ইউনিয়ন স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে সহায়তা করে থাকেন। তারা মুরগি পালন করে, মুরগি বিক্রয় করে এর লাভ থেকে ক্রেডিট ইউনিয়নে প্রতিমাসে নিয়মিত কিস্তি দিয়ে থাকে। এতে নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। নিজে ও স্বাবলম্বী হচ্ছেন। একই সাথে অন্য সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। সেই সাথে পরিবার পরিজন নিয়ে স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনযাপন করছেন।

বিগত সময়ে ধরেন্ডা ক্রেডিট ইউনিয়ন সদস্যদের উন্নয়নের জন্য তার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও উন্নয়নের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পদক লাভ করেন।

- সমবায় আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য ধরেন্ডা খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে ২০০৩ সালে স্বর্ণপদক লাভ করেন।
- ২০১৮ সালে ৪৭ তম জাতীয় সমবায় দিবসে সমবায় সমিতির বিশেষ কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সাভার উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে ধরেন্ডা ক্রেডিট ইউনিয়নের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মি: মাইকেল জন গমেজকে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী পদক প্রদান করেন।
- ২০১৯ সালে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে, সমবায় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের স্বীকৃতি স্বরূপ ধরেন্ডা খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ কে সাভার উপজেলা সমবায় কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন।
- ২০১৯ সাল সমবায় ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য, ধরেন্ডা ক্রেডিট ইউনিয়নকে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে জ্ঞানতাপস "ডক্টর মোহম্মদ শহীদুল্লাহ" স্মৃতিপদক প্রদান করেন।



নিবন্ধন নং -৪০৯
তারিখ :৩০-০৪-১৯৭৪ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১,৫০১ জন
শেয়ার মূলধন : ৫,৯৪,৭০০ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ৮,৬৩,২৮৭ টাকা
আমানত : ২,৮১,৮৯০ টাকা
জমির মূল্য : ৩২,৩৮,১১৮ টাকা
স্কুল বিনিয়োগ : ৩০০,০০০ টাকা
নিজস্ব মূলধন : ১,২৮,৮৬,৬২৪ টাকা

মোহাম্মদপুর হাউজিং পিসিকালচার এন্ড ফার্মিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

থানা : শ্যামলী
জেলা : ঢাকা

মোহাম্মদপুর থানাধীন শেখেরটেক শেষ সীমানা হতে শুরু করে ১৪নং শ্যামলী পর্যন্ত আবাসন প্রকল্প। ঢাকা জেলায় বসবাসরত বিভিন্ন পেশাজীবী এবং তাদের পরিবারবর্গের আবাসন সমস্যা সমাধানে অভিপ্রায়ে ১৯৭৪ সালে এপ্রিল মাসে এই সমিতি সরকারের সমবায় বিভাগের নিবন্ধন লাভ করে।

সমবায় বিভাগের নিবন্ধন লাভের পর পরই ৫০ লক্ষ টাকার অনুমোদিত শেয়ার বিক্রির লক্ষ্যে প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রয় শুরু হয়। বর্তমানে সমিতির নিজস্ব স্থায়ী আধুনিক ১,৫০১ জন। প্রায় সদস্যদের আলাদা আলাদা নামে ৯২১টি প্লটে ইতোমধ্যে প্রত্যেকটি প্লটে বহুতল ভবন নির্মিত হয়েছে।

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ: ৫৪,৬৬,০২৮ টাকা।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধরন ও কর্মসংস্থান
এ সমিতি সদস্যদের আলাদা আলাদা নামে ৯২১টি প্লটে ইতোমধ্যে প্রায় প্লটে বহুতল ভবন নির্মিত হয়েছে। যাহা বিশাল জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

সেবামূলক উন্নয়ন কার্যক্রম :
সদস্যগণের অসুস্থতার জন্য আর্থিক সহায়তা এবং তাদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

বাণিজ্যিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড
উক্ত ১৪ নম্বর শ্যামলী পিসিকালচার ভবন নামে সমিতির একটি বহুতল ভবন রয়েছে, যাহা বাণিজ্যিকভাবে ভাড়া দেয়া রয়েছে।

কর্মসংস্থানের সংখ্যা ও নিয়োগ
সোসাইটিতে মোট ৬ জন স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছে। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও জনহিতকর কার্যক্রম
সোসাইটির সদস্যদের চিকিৎসা সহায়তা এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি, উচ্চশিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে দেশ ও জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সোসাইটির সদস্যদের চিকিৎসাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান ও সদস্যদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

উপসংহার
সমিতির সাংগঠনিক, আর্থিক ও সামাজিক কার্যক্রম ও সমবায়ের আদর্শ ও মূলনীতি অনুসরণ করে কাজ করার ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৭৪ সালে সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হন। সমবায়ের আদর্শ ও মূলনীতি অনুসরণ করে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।



নিবন্ধন নং ১৩৭০ (এইচ)
তারিখ : ১৩/০৬/১৯৪৭খ্রি.
শেয়ার মূলধন ঃ ২,০০,০০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ১২,৮৮,৪৬২ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ১,৮৯,০৫,৮৬২ টাকা।

দোহার নবাবগঞ্জ উইভার্স কো-অপারেটিভ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : দোহার
জেলা : ঢাকা

মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদার অপরিহার্য উপাদান হল কাপড় বা বস্ত্র। যা ব্যতীত আধুনিক সভ্য সমাজ কল্পনা করা যায় না। এক সময়ে তাঁত শিল্পে ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ এলাকার সুনাম ছিল সাড়া বাংলায়। বিশেষ করে জয়পাড়ার লুঙ্গি ও শাড়ি কাপড়ের সুনাম ও খ্যাতি ছিল সর্বজন সমাদৃত। বলতে গেলে তাঁত শিল্পই ছিল এ এলাকার মানুষের উপার্জনের প্রধান অবলম্বন। তৎকালীন সময়ে এ অঞ্চলের গণমানুষের নেতা জনাব কবিরাজ লুৎফর রহমান, তৎকালীন এমএনএ (পরবর্তীতে এমপি) ১৯৪৭ খ্রি. তাঁতিদের সমবায়ের মাধ্যমে সুসংগঠিত করে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী দোহার নবাবগঞ্জ উইভার্স কো-অপারেটিভ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়ন লিঃ নামে এ সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে অত্র অঞ্চলের আরেক প্রাণপুরুষ জনাব আশ্রাব আলী চৌধুরীর (তৎকালীন এমএনএ) সার্বিক তত্ত্বাবধানে সমিতির বিকাশ লাভ করেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ তাঁত শিল্প আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করে। সে সময় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দিক নির্দেশনায় তাঁতিদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে সুতা, রং বিতরণ করে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল। যার ফলে এ এলাকায় তাঁতিদের মাঝে পুনঃজাগরণ ফিরে আসে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর পরবর্তী সরকারগুলো দেশীয় তাঁত শিল্পের পৃষ্টপোষকতা বন্ধ করে দেয়। ক্রমাগত সুতার মূল্যবৃদ্ধি ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বাংলার আবহমানকালের ঐতিজ্য প্রায় বিলীন হয়ে পড়ে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী ৫/১০ বছরের মধ্যে এগুলো হারিয়ে যেতে পারে। কেবলমাত্র এ সমিতির সদস্যদের সু-দৃষ্টির কারণে এ অঞ্চলের তাঁতের ঐতিহ্যকে বুকে লালন করে সমিতিটি আজও স্ত-গৌরবে ভৌত অবকাঠামোর উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।

সঞ্চিতি তহবিলের পরিমাণ : ২,৩৪,৮০১ টাকা।
ঋণ পাওনা : ৩,৬৯,২৩৬ টাকা।
মার্কেট নির্মাণ (২য় সমবায় সুপার মার্কেট) : ১,৪২,৯৯,১৮৪ টাকা
কলাকোপা বাড়ি নির্মাণ : ২০,৭৩,৫৪৬ টাকা।
বিবিধ নির্মাণ : ১৯,৪৩,৫৬০ টাকা।
বিবিধ পাওনা : ৪,০৮,১১৬ টাকা।

সম্পদের বিবরণী

দোহার নবাবগঞ্জ উইভার্স কো-অপারেটিভ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়ন লিঃ এর নামে দোহার এবং নবাবগঞ্জ উপজেলায় বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ক্রয় করা হয়েছে। যার বর্তমান বাজার মূল্য শত কোটি টাকার উপরে।



নিবন্ধন নং ৮৪৯
তারিখ :১৯/০৭/১৯৭৩ইং
সদস্য সংখ্যা : ১,৪৫৫ জন।
(পুরুষ : ১,১০৫ জন, মহিলা : ৩৫০ জন।)
আদায়কৃত শেয়ার : ৯৭,৬৯,৭০০ টাকা
আদায়কৃত সঞ্চয় আমানত : ১১,৪৩,৯৩,৫১৭ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১২,৪১,৬৩,২১৭ টাকা

আগারগাঁও বাজার বণিক সমবায় সমিতি লিঃ

থানা : আগারগাঁও
জেলা : ঢাকা

আদায়কৃত শেয়ার : ৯৭,৬৯,৭০০ টাকা
আদায়কৃত সঞ্চয় আমানত : ১১,৪৩,৯৩,৫১৭ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১২,৪১,৬৩,২১৭ টাকা

কর্মসংস্থান
মোট কর্মচারীর সংখ্যা : ১৫ জন।
স্বকর্মসংস্থান : ১,৪৫৫ জন।

সমিতির সম্পত্তির বিবরণ
ক) স্থাবর (বিবরণ ও বর্তমান বাজার মূল্য) : সরকার হতে .৬৭ একর জমি সমিতির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। যাহার মূল্য ১,২৪,৯৬,৮১৯ টাকা।
খ) অস্থাবর : ২২,৩৩,৫৮৬ টাকা।

সমিতিতে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প
মার্কেটের জন্য বহুতল ভবন প্রক্রিয়াধীন।

বিনিয়োগের পরিমাণ
জমি ক্রয় বাবদ ১,২৪,৯৬,৮১৯ টাকা।

বিনিয়োগের ধরন
মার্কেট নির্মাণে বিনিয়োগ।



নিবন্ধন নং : ৮০
১৩/০৭/১৯৯৩ইং
সদস্য সংখ্যা ৪৬৯
কার্যকরী মূলধন ৫৩,০২,৮৮,৫৮১
কর্মসংস্থান : ৫৫ জন

কো-অপারেটিভ মার্কেট ব্যবসায়ী সমবায় সঞ্চয় সমিতি লিঃ

থানা : মিরপুর
জেলা : ঢাকা

কো-অপারেটিভ সোসাইটির বাংলা অর্থ সমবায় সমিতি। এর সাথে 'মার্কেট' শব্দটি যুক্ত হলে দাঁড়ায় 'সমবায় বাজার সমিতি'। ইংরেজিতে 'কো-অপারেটিভ' এর ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া হয়েছে "An organized body working together for mutual benefit, the profits of the business under taking being shared among the members." অর্থাৎ, যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় "একটি সুসংগঠিত শৃঙ্খল গোষ্ঠী কাজ করছে একত্রে পারস্পরিক লাভের জন্য, ব্যবসায়ের লাভ গোষ্ঠীটি তার সদস্যদের মাঝে 'সমভাগে' ভাগ করে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।" ১৯৯৩ সালের দিকে মিরপুর-০১ নং এর কয়েকজন লোক মিলে ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে জেলা সমবায় কার্যালয়,ঢাকা হতে ১৩/০৭/১৯৯৩ ইং তারিখে নিবন্ধন লাভ করে। নিবন্ধন নং-৮০। সদস্যদের নিকট থেকে শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন, নির্মাণখাতে টাকা আদায় করে বহুতল ভবন নির্মাণ করে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা।

ভূমি বন্দোবস্ত ও মার্কেট নির্মাণ এবং উন্নয়ন কাজে বিনিয়োগ

ঢাকা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গৃহ সংস্থান অধিদপ্তর, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ থেকে মিরপুর-৬নং সেকশন মিরপুর থানার পূর্ব পার্শ্বে টেন্ডারে অংশগ্রহণ পূর্বক নিম্নোক্ত ১১টি বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দ লাভ করে। ৩৬ শতাংশ জমির উপর আধুনিক সুবিধাসহ সুবিশাল ১৩ তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত মার্কেট। যার দোকানের পরিমাণ ৪৬৯টি, ৭ম তলায় ১৫,০০০ স্কয়ার ফিটের মধ্যে ফুডজোন ৪৩ টি ও গেইম জোন ৩৭টি দোকানসহ মোট ৫৪৬টি দোকান রয়েছে। ৮ম তলায় রয়েছে ১৫,০০০ স্কয়ার ফিটের মিরপুর কনভেনশন সেন্টার।

মার্কেটের বৈশিষ্ট্যসমূহ

কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, এসকেলেটর, প্যাসেঞ্জার লিফট, কেপসুল লিফট ও কার্গোলিফট, নিজস্ব বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর, নিজস্ব ভূগর্ভস্থ পানির পাম্প, আধুনিক অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, ডাবল বেজমেন্ট কারপার্কিং ও অত্যাধুনিক সাউন্ড সিস্টেম।

২১৮নং গড়ান চটাবাড়ী মৌজাঃ ৮০০.৭৫ জমি ক্রয় করে সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।



নিবন্ধন নং ১৪/৯৩
তারিখ : ০১/০১/১৯৮৯ইং
সদস্য সংখ্যা : ২,৮৯০ জন।
(পুরুষ : ১,৪০৮ জন, মহিলা : ১,৪৮২ জন।)
কর্মসংস্থান : ২১ জন
কার্যকরী মূলধন : ২০,০০,০০,০০০ টাকা

ভাই ভাই কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

থানা : উত্তরখান
জেলা : ঢাকা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে ঢাকা জেলার অন্তরগত উত্তরখান থানার মাউছাইদ গ্রামের মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান তিন সম্প্রায়ের অধিবাসীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠাতা মৃত : মি. লরেন্স এফ ডি. কস্তার নেতৃত্বে মাত্র ১৫ জন সদস্য/সদস্যার ৩৬০ টাকা পুঁজি নিয়ে সমিতির যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে যার পরিসম্পদ ২০,০০,০০,০০০ টাকা। বর্তমানে সমিতির ৬টি প্রকল্প চালু রয়েছে।

প্রকল্পসমূহের বিবরণ

ঋণদান কার্যক্রম : উদ্যোগী সদস্য/সদস্যাগণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি যেমন : কৃষি, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগলের খামার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্লিনিক বা সেবা কেন্দ্র, আবাসিক সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সমিতিতে ২ ধরনের ঋণ চালু রয়েছে। যথা : ক) সাধারণ ঋণ : ৩৬ থেকে ৬০ কিস্তিতে পরিশোযোগ্য। সর্বনিম্ন ৪০,০০০ থেকে সর্বোচ্চ ৬,০০,০০০ টাকা।
খ) ব্যবসায় ঋণ : ৬০ কিস্তিতে পরিশোযোগ্য। সর্বোচ্চ পরিমাণ ১০,০০,০০০ টাকা।

মুষ্ঠি সঞ্চয় অমানত : সদস্য/সদস্যদের সঞ্চয়ী হিসেবে গড়ে তুলার লক্ষ্যে মুষ্টি সঞ্চয় আমানত নামে একটি প্রকল্প সমিতিতে বিদ্যমান আছে, এই প্রকল্পের সদস্য/সদস্যারা তাদেও আয় হতে ২০ টাকা থেকে শুরু করে যেকোনো পরিমাণের টাকা জমা এবং নিজ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে যেকোনো সময় উত্তোলন করতে পারেন।

সেভিংস ডিপোজিট এন্ড পেনশন স্কীম : এই প্রকল্পের আওতায় একজন সদস্য মাসিক ১০০ থেকে ৬,০০০ টাকা পর্যন্ত ৫ থেকে মেয়াদের জন্য হিসাব খুলতে পারেন মেয়াদ শেষে, তাদের জমাকৃত টাকা ১০%-১২% মুনাফাসহ এককালীন উত্তোলন করতে পারবেন।

স্থায়ী মেয়াদি আমানত : সদস্য/সদস্যদের আর্থিকভাবে সচ্ছল করার লক্ষ্যে স্থায়ী আমানত নামে একটি প্রকল্প সমিতিতে বিদ্যমান আছে, এই প্রকল্পের আওতায় সদস্য/সদস্যাগণ আকর্ষণীয় মুনাফা ও দীর্ঘমেয়াদি আমানত রাখার সুবিধা পাবেন। **হাউজিং প্লট/ফ্ল্যাট স্কীম :** সদস্য/সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য এবং সেবারমান আরও বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় রেখে সমিতি হাউজিং প্লট/ফ্ল্যাট স্কীম চালু করেছে। এই প্রকল্পে সঞ্চিত আর্থের উপর বাৎসরিক ৮% মুনাফা প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পের সদস্য/সদস্যাদের স্বল্পমূল্যে সহজ শর্তে প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়া হইবে।

সেবাসমূহের বিবরণ

চিকিৎসা অনুদান কার্যক্রম : দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত সদস্য/সদস্যদের আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য আক্রান্ত সদস্য/সদস্যদের মধ্যে অনুদান বাবদ নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। এ ছারাও কোভিড-১৯, বন্যা, খড়াসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সদস্য/সদ্যাদের মধ্যে অনুদান দেওয়া হয়।

মরণোত্তর সেবা : সমিতির কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারীগণকে বর্তমানে দাফন-কাফন খরচের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ৫,০০০ টাকাসহ মোট ৫৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।



নিবন্ধন নং : ৪৪৩
তারিখ : ২ জানুয়ারি ২০০৯ খ্রি.
শেয়ার মূলধন : ১,২২,৭৩,২৩০ টাকা
আমানতের পরিমাণ : ১,৬৩,১৮,২৭০ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৩,৯৯,৭৬,৭৩০ টাকা।

বন্ধন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইনিয়ন লিঃ

উপজেলা : গাজীপুর
জেলা : গাজীপুর

গাজীপুর মহানগরের হারবাইদ গ্রামে ১৯৯৯ খ্রি. সালে সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২ জানুয়ারি ২০০৯ খ্রি. সালে ৪৪৩ নং : বন্ধন মূলে ৪০ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৮৮৮ জন। সমিতিটি সদস্যদের শেয়ার, সঞ্চয় এর মাধ্যমে মূলধন গঠন করে সমিতির সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে কর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কাজ করে আসছে। বর্তমানে সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ১,২২,৭৩,২৩০ টাকা, আদায়কৃত বিভিন্ন আমানতের পরিমাণ ১,৬৩,১৮,২৭০ টাকা। সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৩,৯৯,৭৬,৭৩০ টাকা। সমিতির কার্যকরী মূলধন হতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমিতির সদস্যগণ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সদস্যদের মধ্যে ২,৭৩,৯৪,০০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং উক্ত খাত হতে৩,৯৯১,৭৯৮ টাকা মুনাফা আদায় হয়েছে। সমিতিতে হাল সনে নিট লাভের পরিমাণ ৪,৫৩,০৮৬ টাকা। সমিতির মাধ্যমে ০৬ জন ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে ৫৪৩ জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষ ব্যবস্থাপনায় সমিতিটি প্রতি বছর লাভবান হচ্ছে। প্রতি বছর সমিতির নিট লাভ হতে 'সমবায় উন্নয়ন তহবিল' সমবায় বিভাগে জমা প্রদান করছেন।

সমবায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম যেমন- দুস্থদের সাহায্য সহযোগিতা করা, বড়দিনে প্রায় ৪০০ জন দরিদ্র মানুষকে নতুন কাপড় এবং খাদ্যদ্রব্য সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে সাহায্য সহযোগিতা করেন। এছাড়া সমিতির মাধ্যমে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। করোনা পরিস্থিতিতে সমিতির কর্তৃপক্ষ সদস্যের মধ্যে নগদ টাকাসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

সমিতির কর্তৃপক্ষ স্ব-উদ্যোগে সদস্যদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ, ব্লক বাটিক হ্যান্ডিক্র্যাফট, হাঁস-মুরগি পালন, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মোবাইল সার্ভিসিং এর ব্যবস্থা করেছেন।

সমিতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা, সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা, নিয়মিত বার্ষিক অডিট সম্পাদন, সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্য সম্পাদিত হয়। সমবায় আন্দোলনকে এবং সমবায় বিভাগকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ জাতীয় সমবায় দিবস এবং আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন এবং জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সমিতি প্রতি বছর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া সদস্যদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন সভা, সেমিনার এর আয়োজন করা হয়ে থাকে।



নিবন্ধন নং :
সদস্য সংখ্যা- ১০৩৯
শেয়ারের পরিমাণ : ১,৯২,৪১,৩৫৩ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৫৯,৩১,৪৩,৯১৪ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৬৯,৪৮,৮৩,৬৮৭ টাকা।

কেটুনহিন্দু কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : কালীগঞ্জ
জেলা : গাজীপুর

সামাজিক ও আর্থিক স্বর্নিভরতা অর্জন
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠনের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে অত্র সমিতি আর এই সমিতির সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। যার ফলশ্রুতিতে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে সদস্যরা স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পেরেছে। কর্মসংস্থানগুলোর মধ্যে পোল্ট্রি ফার্ম, শস্য খামার, মৎস্য খামার, গবাদি পশুর খামার, সেলাই প্রকল্পসহ বিভিন্ন রকমের প্রকল্প চালু রয়েছে।

শিক্ষাবৃত্তি
শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড জাতির কর্ণধারদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অত্র সমিতির সকল সদস্য-সদস্যদের স্কুল-কলেজ অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ বৃদ্ধি এবং দরিদ্র পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ
সুশীল সমাজ গঠনে শিক্ষার পাশাপাশি সুস্থতা অন্যতম। অত্র সমিতি সদস্যদের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় চিকিৎসা প্রদানের সু- ব্যবস্থা করেছে। চিকিৎসা সেবামূলক কর্মসূচির মধ্যে ব্লাড-গ্রুপ টেস্ট, ব্লাড-প্রেসার নির্ণয়সহ প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। সদস্যদের সঞ্চয়মুখী করতে বিভিন্ন সচেতন মূলক শিক্ষা সেমিনার/ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মাতৃত্বকালীন সেবা
অত্র সমিতি গর্ভ কালীন আর্থিক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে সদস্যদের মধ্যে জামানতবিহীন ও সর্বোচ্চ ৬ মাস পর্যন্ত কিস্তি সুবিধা পাবে এরকম একটি প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পটির মাধ্যমে আজ সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণের সুবিধা পাচ্ছে।

অর্থনৈতিক মুক্তি তথা দারিদ্র্য নিরসন জাতির অন্যতম লক্ষ্য।অত্র সমিতি শুরু থেকেই বিভিন্ন রকমের সামাজিক কল্যাণ কর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তথা বিভিন্নভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।সদস্যদের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা,সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর, মন্দির, দুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে অনুদান প্রদান করছে। ১৯৬৭ সালে অত্র সমিতির অগ্রযাত্রা শুরু করেনা নানপ্রতিকূলতার সংকট কাটিয়ে আজ যাদের অবদানে অত্র সমিতি সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে, অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ -প্যারীমোহন মন্ডল, কালিদাস মিত্র, সুভাষকান্ত দে, অতিন্দ্র কর, জগদীশ কর, বিজয় কর, স্বর্গীয়নরেন্দ্র রায়, স্বর্গীয় বলরাম দত্ত, স্বর্গীয় সুধারঞ্জন কর, স্বর্গীয় নিরঞ্জন কর, স্বর্গীয় জয়কুমার কর, স্বর্গীয় প্রফুল্য কর, স্বর্গীয় সন্তোষমিত্র, স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দত্ত, তাদের অবদানে আজ আমরা গৌরবময় ৫০ বছর সুবর্ণ জয়ন্তী অতিক্রম করতে পেরেছি। একইসাথে বোর্ড বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে গেছেন।



নিবন্ধন নং :
সদস্য সংখ্যা ১২৩ জন
শেয়ার মূলধন : ১,৬১,০০,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ২,২০,৬৯,৮০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৪০,৭৭,০৩,৯৩০ টাকা।

গাজীপুর ডিপ্লোমা প্রকৌশলী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : গাজীপুর সদর
জেলা : গাজীপুর

গাজীপুর জেলা আইডিইবি সদস্য গণের জন্য শহরের প্রাণকেন্দ্রে নিজস্ব জমি বা অফিস স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকায় এক পর্যায়ে তৎকালিন জেলা আইডিইবির সভাপতি বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিঃ এর ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার মরহুম জনাব মোঃ আনসারুল হক এর উদ্যোগে ২০০১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সমিতির যাত্রা শুরু। যাত্রাকাল থেকেই প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব আনসারুল হক এর সহযোদ্ধা হিসেবে সমিতির বর্তমান সভাপতি জনাব প্রকৌশলী মোঃ শরীফ হোসেন ঢালী এবং সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক জনাব প্রকৌশলী মোঃ ইব্রাহীম খলিল সমিতির কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নেবার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, শ্রম ও ন্যায় পরায়ণতার কারণে আজ আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে স্বপ্নের "প্রকৌশলী ভবন"।

গাজীপুর ডিপ্লোমা প্রকৌশলী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ একটি ব্যতিক্রম প্রতিষ্ঠান।



গাজীপুর জেলায় বসবাসরত ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের মধ্যে যারা সৎ,ত্যাগী মানুষ হিসেবে হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ১৯ জন চাকরিজীবী সদস্য নিয়ে সমিতির যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এই সমিতির বহু কাঙ্ক্ষিত প্রকৌশলী ভবন আজ দৃশ্যমান।

ভবনস্থ জমির বিবরণ

মৌজা নং : ৪৫/৫৮ জয়দেবপুর খতিয়ান নং এস এ-৪৪১,১৮৪,আর এস-১০১,৩৫৬
দাগ নং : ৫৩৪/১৩০৩ পরিমাণ ৩৩ শতাংশ
দাগ নং : ৫৩২/১৩০০ পরিমাণ ১৩.২৫ শতাংশ। মোট পরিমাণ ৪৬.২৫ শতাংশ

ভবনের ফাউন্ডেশন ও বেজমেন্টের বিবরণ ঃ

- ২০" ডায়া ৭৫" লম্বা কাষ্ঠইন সিটু পাইল ফাউন্ডেশন।
- ২,০০,০০০ লিটার এর নিজস্ব আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার।
- ৫০০ ইউজার এর সেপটিক ট্যাঙ্ক।
- নিজস্ব ১২৬০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন।
- ভবনের অত্যাধুনিক অগ্নি নির্বাপণ কন্ট্রোল স্টেশন।
- ভবনের নিরাপত্তা ও ইউটিলিটি সার্ভিস কন্ট্রোল রুম।

পার্কিং সুবিধা : ভবনের বেজমেন্টে সর্বমোট ৭০টি গাড়ি রাখার সুব্যবস্থা আছে।



নিবন্ধন নং : ২৩০
তারিখ : ৬ জুলাই/১৯৯৬ খ্রি
শেয়ার মূলধন : ৩,৩০১,৯২১ টাকা
আদায়কৃত আমানত : ১০,৭৯,৮২০ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৫,০১,২০,০৮২ টাকা।

ফাওকাল খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : গাজীপুর
জেলা : গাজীপুর

গাজীপুর মহানগরের ফাওকাল গ্রামে ১৯৯৪ খ্রি. সালে সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ৬ জুলাই/১৯৯৬ খ্রি. সালে ২৩০ নং : বন্ধন মূলে ৩০ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৯০ জন। এই সমিতির সাফল্যে সুবর্ণা রোজারিও,সুকুমার কোড়াইয়া, রোজ বানার্ড, স্টিফেন বানার্ড, প্লাসিড কুইয়া, অত্র সমিতির সফলতার জন্য বিশেষ অবদান রয়েছে। সমিতিটি সদস্যদের শেয়ার, সঞ্চয় এর মাধ্যমে মূলধন গঠন করে সমিতির সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে কর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কাজ করে আসছে।

সমিতির কার্যকরী মূলধন হতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমিতির সদস্যগণ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সদস্যদের মধ্যে ১৫,৭৭,৫০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং উক্ত খাত হতে ২,৬৯,০৩৫ টাকা মুনাফা আদায় হয়েছে।

সমিতির মাধ্যমে ৩ জন ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে ১৮৫ জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির ৬ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষ ব্যবস্থাপনায় সমিতিটি প্রতি বছর লাভবান হচ্ছে। প্রতি বছর সমিতির নিট লাভ হতে 'সমবায় উন্নয়ন তহবিল' সমবায় বিভাগে জমা প্রদান করছেন।

সমবায়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম যেমন- দুস্থদের সাহায্য সহযোগিতা করা, বড়দিনে প্রায় ৩০০ জন দরিদ্র মানুষকে নতুন কাপড় এবং খাদ্যদ্রব্য সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে সাহায্য সহযোগিতা করেন। এছাড়া সমিতির মাধ্যমে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। করোনা পরিস্থিতিতে সমিতির কর্তৃপক্ষ সদস্যের মধ্যে নগদ টাকাসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

সমিতির কর্তৃপক্ষ স্ব-উদ্যোগে সদস্যদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ব্লক বাটিক, হ্যান্ডিক্র্যাফট, শোপিস তৈরি, গবাদি পশুর খামার প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মোবাইল সার্ভিসিং এর ব্যবস্থা করেছেন।

সমিতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা, সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা, নিয়মিত বার্ষিক অডিট সম্পাদন, সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্য সম্পাদিত হয়। সমবায় আন্দোলনকে এবং সমবায় বিভাগকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ জাতীয় সমবায় দিবস এবং আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন এবং জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সমিতি প্রতি বছর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া সদস্যদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন সভা, সেমিনার এর আয়োজন করা হয়ে থাকে।



নিবন্ধন নং : ১৭০
তারিখ : ২০/৫/২০০৯
সদস্য সংখ্যা : ৩৬৮ জন
কর্মসংস্থান : ৪ জন
শেয়ার মূলধন : ৪৪,৯২,৬০০ টাকা
সঞ্চয় মূলধন : ৫০,২৭,৯৬৩ টাকা।

আদর্শ কল্যাণ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : নারায়ণগঞ্জ সদর
জেলা : নারায়ণগঞ্জ

অর্থনৈতিক অবস্থা

সমিতির বর্তমান আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক। সমিতির বর্তমান আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ৪৪,৯২,৬০০ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৩,৯১,১৭৯ টাকা, কুঋণ তহবিল-১,৪৪,১৮৪ টাকা। ফলে সমিতির নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ ৫০,২৭,৯৬৩ টাকা। সমিতিতে ৬টি খাতে সঞ্চয় জমা গ্রহণ করে থাকে যার স্থিতি বর্তমান মাস পর্যন্ত ২,৪৫,৮১,৯৫৭ টাকা।

এছাড়াও সমিতিতে ২৭,৫২২ টাকার মূল্যের আসবাবপত্র ও ৩২,০৪৭ টাকার অফিস সরঞ্জাম রয়েছে এবং ১০.৫ শতাংশ জমি রয়েছে, যার মূল্য ৯২,৬৯,২৪৪ টাকা। সমিতির অধীনে ২টি দোকানঘর রয়েছে, যার মূল্য ৭,৯৬,৮৭০ টাকা। সমিতিটি সরকার বা বিদেশি সংস্থা বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হতে কোনো ঋণ গ্রহণ করেনি। সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়। সমিতি কর্তৃক নিয়মিতভাবে সরকারি রাজস্ব তথা অডিট ফি ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিশোধ করা হয়। বিগত ২০১৮-২০১৯ খ্রি. সনে সমিতিটি ১০,০০০ টাকা অডিট ফি ও ১৪,৪৮১ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিশোধ করেছে।

উন্নয়ন কার্যক্রম

সমিতি তার সদস্যদের নিকট হতে সংগৃহীত সঞ্চয় পুনরায় সদস্যদের মাঝে স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ করে থাকে। সমিতির বর্তমান সদস্য ৩৬৮ জন এবং সমিতিটি এ পর্যন্ত ৪,০১,৬৩,২৪৩ টাকা সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ করেছে। সদস্যগণ প্রাপ্ত ঋণ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। সমিতির মূলধন ঋণ দাদন ও জমি ক্রয় খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং বর্তমানে ১,৬২,০৩,০০৩ টাকা ঋণ দাদন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্প হতে ২৪,৭০,০৪৭ টাকা আদায় হয়েছে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির ঋণ দাদন প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে।

কর্মসংস্থান

সমিতি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সমিতিতে ৪ জন বেতনভুক্ত কর্মচারী রয়েছে। এছাড়া পরোক্ষভাবে কয়েকশ সদস্যদের কর্মসংস্থান হয়েছে।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড

সদস্য ও জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সমিতি কাজ করে যাচ্ছে। সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় দিবসসহ বিভিন্ন দিবসে নিয়মিত সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন কর্মএলাকায় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম ও ধর্মীয় সমিতিটি স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে থাকে।



নিবন্ধন নং : ৩৫
তারিখ : ২৩/০৯/২০১৮খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩১ জন।
নিজস্ব মূলধন : ৬৬,১০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৬৬,১০০ টাকা
শেয়ার মূলধন ২১,১০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৪৫,০০০ টাকা

বন্দর উপজেলা ফুল চাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : বন্দর
জেলা : নারায়ণগঞ্জ

অর্থনৈতিক অবস্থা
সমিতির নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ ৬৬,১০০, কার্যকরী মূলধন : ৬৬,১০০ টাকা, শেয়ার মূলধন ২১,১০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত : ৪৫,০০০ টাকা, এছাড়া ২০১৮-২০১৯খ্রি. অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী সমিতির অবস্থা ভাল। সমিতির উহার মূলধন সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান ছাড়াও ফুল চাষ খাতে ১০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছে। কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি হতে সমিতি ব্যবস্থাপনা কমিটি ঋণ গ্রহণ করেনি।

আইনকানুন প্রতিপালন পরিস্থিতি
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করে থাকে। সমিতিতে প্রতি বছর নিয়মিত বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আইন ও বিধি অনুযায়ী হয়ে থাকে। বর্ণিত সমিতিতে সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ও এছাড়া ২০১৮-১৯খ্রি. অর্থবছরে ১১টি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উন্নয়ন কার্যক্রম
সমিতিরকা উহার মূলধন ফুল চাষ প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে। সমিতিটি বর্তমানে ১০,০০,০০০ টাকা ফুল চাষে বিনিয়োগ করেছে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ফুল চাষ করে ও বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে সমিতির কর্তৃপক্ষ ফুল রপ্তানির পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও ভবিষ্যতে মৎস্যচাষ ও গরুর খামারের মাধ্যমে দেশের দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণসহ নিজস্ব আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

কর্মসংস্থান
সমিতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সমিতিতে বর্তমানে ১ জন কর্মচারী রয়েছে। এছাড়া ৩১ জনকে পরোক্ষভাবে ফুল চাষে বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সমিতি হতে উপকারভোগী মানুষের সংখ্যা প্রায় ১৫৫ জন। সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে অনেকে ক্ষুদ্র ব্যবসা, গাড়ি ক্রয়, গাভি ক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি দেশ ও জাতীর কল্যাণের জন্য স্বল্প খরচে চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। সমবায় আন্দোলন বেগবান করতে সমিতির কর্মএলাকায় কর্মহীন সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা রয়েছে। সমিতির নামে কোনো মামলা-মোকদ্দমা নেই। সমিতিটি তার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করে থাকে। সমিতিটি কর্মএলাকায় গরিব অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে থাকে ও গরিব অসহায় মানুষের যৌতুক বিহীন বিবাহের আয়োজন করে থাকে।



রেজিঃ নং-১০৬০
তারিখ : ১৫/০৫/২০১১ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১৩১ জন
কর্মসংস্থান : ২ জন
নিজস্ব মূলধন : ২৫,১৪,২৯৪ টাকা।
শেয়ার মূলধন : ৩,২৬,১০০ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ১১,৯৪৮ টাকা
আমানত : ২২,৫৭,৬০০ টাকা
স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি : ২৫,১৪,২৯৪ টাকা।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা-শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার পুনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

থানা : মোহাম্মদপুর
জেলা : ঢাকা

মোহাম্মদপুর থানায় বসবাসরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা-শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারবর্গের অর্থনৈতিক সাহায্য ও স্বাবলম্বী করার অভিপ্রায়ে ২০১১ সালের মে মাসে এই সমিতি সরকারের সমবায় বিভাগের নিবন্ধন লাভ করে। সমবায় বিভাগের নিবন্ধন লাভের পর পরই অনুমোদিত শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মোহাম্মদপুর থানায় বসবাসরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা-শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারবর্গের সকলকে সদস্য হিসেবে ভর্তি করানো হয়। বর্তমানে অত্র সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৩১ জন। সরকার কর্তৃক সকল সদস্যর নামে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এ একটি করে ফ্ল্যাট বরাদ্দ করে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

সেবামূলক উন্নয়ন কার্যক্রম
সদস্যগণের অসুস্থতার জন্য আর্থিক সহায়তা এবং তাদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

বাণিজ্যিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড
মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এ একটি করে দোকান বরাদ্দ করা হয়েছে।

দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও জনহিতকর কার্যক্রম
সোসাইটির সদস্যদের চিকিৎসা সহায়তা এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি, উচ্চশিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে দেশ ও জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সমিতির সদস্যদের চিকিৎসা জনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান ও সদস্যদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

উপসংহার
সমিতির সাংগঠনিক, আর্থিক ও সামাজিক কার্যক্রম ও সমবায়ের আদর্শ ও মূলনীতি অনুসরণ করে কাজ করার ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০১১ সালে সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হন। সমবায়ের আদর্শ ও মূলনীতি অনুসরণ করে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা-শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার পুনর্বাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সমবায় সমিতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান



বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতি ভবন



দি চিটাগাং কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

টাকার পরিমাণ লক্ষ টাকায়

বিবরণ	সংখ্যা
মোট সমিতি	৩০,৩৬০টি
মোট সদস্য	১৯,৩০,৫৯৬ জন
পুরুষ	১৪,৭৮,৬৫৬ জন
মহিলা	৪,৫১,৯৪০ জন
কার্যকরী মূলধন	৩,৪৫,০৬২.৯৪
ভৌত সম্পদ	১,০৫,১৩৮.৫৩
আর্থিক সম্পদ	৫২,৩৩৩.১৫

চট্টগ্রাম বিভাগ



চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ



নিবন্ধন নং : ৩৭/সি
তারিখ : ১৯৩০
কর্মসংস্থান : ১০২ জন
বিভিন্ন ব্যাংকে এফডিআর : ২,১৮,০০,০০০ টাকা
সম্পদ : ৩,৭৭৭.০৯ একর জমি

বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতি

উপজলো : চকরিয়া
জেলা : কক্সবাজার

ব্রিটিশ-ভারতে ভূমিহীন মানুষের পুনর্বাসন আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন যথাক্রমে চট্টগ্রাম জেলার স্বনামধন্য মানবহিতৈষী, সমাজসংস্কারক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব প্রয়াত আনোয়ারুল আজিম, খান বাহাদুর আবদুস সাত্তার, মৌলভী আবদুল হক দোভাষী, রাহাত আলী চৌধুরী ও মৌলভী এখলাছুর রহমান প্রমুখ। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কল্যাণে তাদের অগ্রণী ভূমিকা চিরস্মরণীয়। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সামন্ত-জমিদারদের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত জনগণকে একটি মানসম্মত সামাজিক জীবন উপহার দেওয়ার জন্য তারা নিঃস্বার্থভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। যার ফলশ্রুতিতে আজকের বদরখালীর প্রায় ৫০ হাজার জনগোষ্ঠীর সুশৃঙ্খল আর্থসামাজিক জীবন ব্যবস্থা। বিগত ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে চট্টগ্রামের উল্লিখিত আলোকিত ব্যক্তিত্ববর্গ সমবায় আন্দোলনের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ফলে ১৯২৬ সালের ৩ ডিসেম্বর সংগঠিত ও নিবন্ধিত হয় 'চট্টগ্রাম জেলা সমবায় কৃষক সমিতি লিঃ'। এর আগে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় মরহুম আনোয়ারুল আজিম সভাপতি ও এখলাছুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। চট্টগ্রাম পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান নুর আহাম্মদ ও মৌলভী আবদুল হক দোভাষীসহ অন্যান্যদের নিয়ে গঠিত হয় ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি। সে সভায় খান বাহাদুর আবদুস ছাত্তারসহ ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় যুগপৎ প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সমবায় সমিতি সদস্য ও ব্যক্তি সদস্য। সৃষ্ট ঐ সমিতিটি ছিল মিশ্র প্রকৃতির। ঐ কেন্দ্রীয় সমিতি সমুদ্র উপকূলবর্তী চকরিয়া সুন্দরবনের অন্তর্গত রিংভং, সোনাছড়া, মালুমঘাট, বদরখালী এবং কর্ণফুলী নদীর অন্তর্গত হালদা খালের মুখে চর মোহরা, রাজাখালীর মুখে বাকলিয়ার চর, রাজাখালীর দক্ষিণ-পূর্বের চর, চাক্তাই এলাকাগুলোতে ভূমিহীনদের সমবায়ের মাধ্যমে পুনর্বাসন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কথিত এলাকাগুলো বন্দোবস্ত নেওয়ার জন্য তৎকালীন রাজস্ব বিভাগের নিকট আবেদন করেন। ১৯২৭ সালের ৩০ মার্চ তৎকালীন বেঙ্গল সমবায় নিবন্ধক 'চট্টগ্রাম জেলা সমবায় কৃষক সমিতি' পরিদর্শন করেন। সমিতি পরিদর্শনকালে তিনি পরিদর্শন মন্তব্যে কেন্দ্রীয় সমিতির আওতায় ভূমিহীনদের নতুন নতুন প্রাথমিক সমিতি সংগঠিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মাতারবাড়ি ও বদরখালীতে একটি কলোনাইজেশন সমিতি সংগঠিত করার জন্য চট্টগ্রাম জেলা সমবায় কৃষক সমিতি ১৯২৮ সালের ২৫ জুন অনুষ্ঠিত কার্যকরী কমিটির এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয়। বিষয়টিকে আরো এগিয়ে নিতে ঐ সময় সমবায় বিভাগ কর্তৃক সমুদ্র উপকূলবর্তী জেগে ওঠা খাসজমি সমবায়ের ভিত্তিতে সদ্ব্যবহার করতে একটি পরিকল্পনা হয়। বদরখালীতে সমিতি সংগঠিত করার অনুকূলে তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের সুপারিশক্রমে ১৯২৮ সালের ৬ আগস্ট কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত ১৫২০৮ (বন) নং নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বদরখালী মৌজার ৩৯১০.৪০ একর জমি সরকার বন বিভাগ হতে অবমুক্ত করেন। উল্লিখিত ৩৯১০.৪০ একর জমি সমিতি গঠনের সপক্ষে কার্যত নির্ধারিত হলে



বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতি ভবন

১৯২৯ সালের ২৭ মার্চের ৫১৭৫ নং আর.এস স্মারকমূলে অনুমোদিত প্রস্তাবানুসারে ১৯৩০ সালে আইনানুগভাবে গঠিত হয় আজকের 'বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতি'। যাহার রেজিস্ট্রেশন নং: ৩৭/সি,১৯৩০।

সমিতির পুঁজি গঠন প্রক্রিয়া

সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিগত ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন দফায় সরকারের পক্ষ থেকে এ সমিতির নামে বন্দোবস্তের মাধ্যমে সর্বমোট ৩,৭৭৭.০৯ একর জমির মালিকানা স্বত্ত্ব লাভ করে। বর্ণিত জমি হতে সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন ২৬২ জন মূল সদস্যকে এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে পুনর্বাসনের জন্য (প্রায় ৪০ হাজার জনগোষ্ঠী) প্রত্যেক শেয়ারে দফাওয়ারি বর্তমান পর্যন্ত ১১.৬০ একর করে সর্বমোট ৩,০৩৯.২০ একর জমি বরাদ্দ দেয়া হয়। যাতে উল্লিখিত ২৬২ শেয়ারের পরবর্তী প্রজন্মবৃন্দ পুনর্বাসিত হয়ে বর্তমানে বসবাসরত। এছাড়া সমিতির তৎকালীন ব্যবস্থাপক মরহুম শেখ ছমির উদ্দিনের পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য সমিতি হতে ২ দফায় মোট ৫.৮০ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। একইভাবে আরও প্রায় ৬ শত ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ২৫০ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়। সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এখন পর্যন্ত একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার আওতায় সমিতির মালিকানাধীন জায়গা সমিতির বাসিন্দাদের শিক্ষা, আশ্রয়ণ, ধর্মীয় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য জমিও বরাদ্দ প্রদান করা হয়। সমিতির লবণমাঠ ও চিংড়ি প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থ পুঁজি গঠনে ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য দোকান ভাড়া থেকেও সমিতি অর্থ প্রাপ্ত হয় এবং তা পুঁজি গঠনে ব্যবহার করা হয়।

সমিতির বিনিয়োগ প্রক্রিয়া

কক্সবাজার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, চট্টগ্রাম লবণ উৎপাদনকারী কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থায় বর্ণিত সমিতির ৭৮,৪৭০ টাকা এবং বিভিন্ন ব্যাংকে এফডিআর হিসেবে ২,১৮,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ রয়েছে।

উৎপাদন

সমিতির মালিকানাধীন ৯টি চিংড়ি প্রকল্প এবং ২টি মিঠা পানির মৎস্য প্রকল্প রয়েছে। এসব প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদ উৎপাদন হয়। এছাড়া সমিতির এক্তিয়ারে যেসব লবণ মাঠ রয়েছে সেগুলোতে প্রতি বছর লবণ মৌসুমে প্রচুর পরিমাণ লবণ উৎপাদন করা হয়। এছাড়া অন্যান্য জমিতে ধান চাষ করা হয়।

কর্মসংস্থান

অফিসার-কর্মচারী ছাড়াও সমিতি হতে স্থানীয় সকল জামে মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন ও মন্দিরের পুরোহিত এবং বদরখালী সাব-পোস্ট অফিসের মাস্টার ও রানারসহ ১০২ জনকে মাসিক ভিত্তিতে অত্র সমিতি হতে বেতনভাতা প্রদান করা হয়।

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা

এ সমিতির যাবতীয় আয় থেকে নিম্ন মতে অর্থ ব্যয় করা হয়। উল্লেখ্য যে, এ সমিতি প্রায় ৫০ হাজার জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান। ফলে সমিতির আয় থেকে নিম্নমতে অর্থ ব্যয় হয়।

- সমবায় অধিদপ্তরের ধার্যমতে বার্ষিক সমবায় উন্নয়ন তহবিলের টাকা পরিশোধ।
- সমিতির নামে বন্দোবস্ত পাওয়া ৩,৭৭৭.০৯ একর জমির ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ;
- সমিতির অফিসে কর্মরত কর্মচারী-কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ;
- সমিতির অনুদানভুক্ত সকল জামে মসজিদ ইমাম-মুয়াজ্জিন ও মন্দিরের পুরোহিত এর বেতন পরিশোধ;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুদান;

- সমিতির সদস্য-পোষ্যদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য সুদবিহীন দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান;
- দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসাসহ বিভিন্ন খাতে ত্রাণ তহবিল হতে অর্থ প্রদান;
- সমিতির পরিচালনার অন্যান্য যাবতীয় আনুষঙ্গিক ব্যয়সহ সর্বোপরি-প্রতি আর্থিক বছরে সকল সদস্য-অংশীদারদেরকে বার্ষিক ১,২০,০০,০০০ টাকা বিভিন্ন মৎস্য প্রকল্পের আয় থেকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

সমিতির ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

এ সমিতি কার্যক্রম সমবায় সমিতি আইন-২০০১ (সংশোধন-২০০২ ও ২০১৩),সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ ও অত্র সমিতির নিজস্ব উপ-আইনের যথাযথ ধারা ও বিধানের আলোকে পরিচালিত হয়ে আসছে। আইন, বিধিমালা ও উপ-আইনের আলোকে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতায় অত্র সমিতি বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি বিগত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে সমিতির ১,৫০০ জন সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ৩ বছরের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচিত হন।

সমিতির অন্যান্য কার্যক্রম

- ২২.১৬ একর-কলেজ,উচ্চবিদ্যালয় ও ফাজিল মাদ্রাসা
- ৪৪.৩০ একর-কবরস্থান ও শ্মশান
- ১৯.৮৫ একর-বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান
- ১৬.৩৬ একর-সংযোগ সড়ক
- ১৬৪.১০ একর-খাল
- ২৩৯.০৩ একর-নারিকেল বাগান
- ২৫.৪০ একর-রিজার্ভ পুকুর
- ৭.৮০ একর-লবণ মাঠের পানি চলাচল নালা
- ৪০ একর-সাইক্লোন সেল্টার ও মাটির কিল্লা
- ৩১ একর-৬১০ একর মসজিদ, পাঞ্জেগানা,ফোরকানিয়া এবং মন্দির

সমিতি প্রদত্ত জায়গায় সমিতির অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চিত্র নিম্নরূপ :

- বদরখালী এম.এস ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা
- বদরখালী ডিগ্রি কলেজ
- বদরখালী কলোনীজেশন উচ্চবিদ্যালয়
- আল-আজহার উচ্চবিদ্যালয়
- আজমনগর মজিদিয়া দাখিল মাদরাসা
- বদরখালী ১ নং ব্লক হামেদিয়া কাদেরিয়া দাখিল মাদরাসা
- বদরখালী গাউছিয়া মজিদিয়া এতিমখানা ও হেফজখানা
- প্রাথমিক বিদ্যালয় (বর্তমানে সরকারি)
- লিটল জুয়েলস সমবায় স্কুল (প্লে থেকে অষ্টম শ্রেণি)।
- কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় ৩টি
- জামে মসজিদ ৪৩টি
- কবরস্থান ২০টি
- শ্মশান ১টি
- মন্দির ১টি

এছাড়া সমিতির বাসিন্দাদের স্বার্থে সমিতির জমিতে যথাক্রমে—

- হাসপাতাল-১টি
- সাইক্লোন সেল্টার-১৬টি
- মাটিরকিল্লা (যাহা বঙ্গবন্ধু মুজিব কিল্লা নামে পরিচিত)-৩টি

এ সমিতির বাসিন্দাদের শিক্ষিত সন্তানদের উল্লেখযোগ্য বর্তমান অবস্থান :



- পিএইচডি (ডক্টরেট) ডিগ্রিধারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-৩ জন।
- বিসিএস ক্যাডারভুক্ত পুলিশ কমিশনার-১ জন।
- পুলিশ পরিদর্শক-১ জন।
- বিসিএস ক্যাডার ও নন-ক্যাডারভুক্ত এমবিবিএস ডাক্তার-৪৫ জন।
- প্রকৌশলী-১০ জন; এর মধ্যে ১ জন চুয়েট শিক্ষক।
- আইনজীবী-১২ জন।
- উচ্চবিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রায়-৫০ জন।
- বিভিন্ন দপ্তরে পদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারী-৩০ জন।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী,বিজিবি ও পুলিশ বিভাগে কর্মরত প্রায়-১৫০।
- সৌদি আরব,সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে কর্মরত ৬০০ জন।

এছাড়া বর্তমানে প্রায় ছেলেমেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চতর শিক্ষায় অধ্যয়নরত আছে।

সমিতি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এ সমিতি পরিদর্শন করেন; যাদের মধ্যে বিগত ১৯৮৯ খ্রি. জননেত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও রয়েছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য যে সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ অত্র সমিতি পরিদর্শন করেন :

- ভাইসরয় অব ইন্ডিয়া লর্ড লিন লিটগো
- অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী পুলিব বিহারী মল্লিক
- তৎকালীন রাজস্ব বিভাগের সিনিয়র সদস্য হেজবার্গ ওয়েল্ড
- তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী কফিল উদ্দিন চৌধুরী
- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাক্তন শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জহুর আহমদ চৌধুরী
- প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রী আবদুল মোমেন খান
- প্রাক্তন সমবায় মন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল হালিম চৌধুরী
- প্রাক্তন মন্ত্রী ওবাইদুর রহমান
- প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী জামাল উদ্দিন আহমেদ
- প্রাক্তন মৎস্য ও পশুপালন প্রতিমন্ত্রী ড : আফতাব উদ্দিন
- প্রাক্তন মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ
- প্রাক্তন মন্ত্রী সিরাজুল হোসেন খান
- প্রাক্তন মন্ত্রী তাজুল ইসলাম
- সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ প্রমুখ।



নিবন্ধন নং : ৫০
তারিখ :০৮/০৪/১৯৬১খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১৫৭৩
পুরুষ : ৭১০, মহিলা : ৪৪৮, ক্ষুদে : ৪১
শেয়ার মূলধন : ৪৬,৮৫,৫০৩ টাকা।
নিজস্ব মূলধন : ১,১৮,৮২,০৭৯ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১,৫০,৯৫,৭৩৪ টাকা।
বিনিয়োগ : ১,০২,৩৬,২৬৪ টাকা।
সম্পদ : ৯৯ শতক

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : আদর্শ সদর
জেলা : কুমিল্লা

সমিতির সংগঠক ও কর্মজীবন

মুহাম্মদ ইয়াছিন। কুমিল্লা শহরতলীর পশ্চিম নিভৃত পল্লির গরিব পিতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে প্রথম। মেধাবী হয়েও অর্থাভাবে ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ চুকিয়ে সংসারের হাল ধরেন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীতে কনস্টেবলের চাকরিতে যোগদান করেন। সেখানেও ভাগ্যের কালো ছাঁয়া। ১৯৫৫ সালের শেষ দিকে পুলিশ ধর্মঘটের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে হাজতবাসী,পরে চাকরিচ্যুত হয়ে জীবিকার তাগিদে এলাকায় ছোট একটি চা দোকান খুলে হয়ে যান চা দোকানি। মেধাবী চা দোকানি সেখান থেকে ক্ষুদ্র আয়ের উদ্বৃত্ত দিয়ে ১৯৬০ সালে ৬টি রিক্সার মালিক হন এবং ভাড়ায় পরিচালনা শুরু করেন। ক্ষুদ্র দোকানে বসে চা পানের বিশ্রামের ফাঁকে রিক্সা শ্রমিকগণ ঘাম শুকাতেন আর সংসারের অভাবের গালগল্প করতেন। সে সময় এ জনপদে অভাব লেগেই থাকতো। তখন ১৯৫৯ সাল। গ্রামের গরিব কৃষকদের উন্নয়নের চিন্তা করে ড. আখতার হামিদ খান পরিক্ষামূলকভাবে কুমিল্লা কোটবাড়িতে কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬০ এর শেষাংশে ইয়াছিন মিয়া তাঁর সাথে দেখা করে গরিব অসহায়দের কিভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা যায় এ জন্য উপদেশ গ্রহণ করে ৯ অক্টোবর ১৯৬০ সালে সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পুঁজি গঠন করে আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করার জন্য প্রায় ২০০ জন গ্রামবাসীর একত্রিত করে প্রস্তাব পেশ করলে উপস্থিতগণের মধ্যে মাত্র দুইজন, পূর্বোক্ত ৬ জন রিক্সাচালক ও তিনি নিজে মিলে মোট ৯ জনের ৯ আনা মূলধন দিয়েই যাত্রা "দিদার" সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সংগঠনটির। পরবর্তীতে সফলতার আলো ছড়াতে শুরু করলে প্রয়োজনের তাগিদে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধন নং : ৫০, তারিখ : ০৮-০৪-১৯৬১ খ্রি. মূলে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়।

সমিতির মূল কার্যক্রম

- পুঁজি গঠনকল্পে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় করা;
- সদস্যদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা;
- সদস্যদের এবং তাদের সন্তানদের লেখাপড়া ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- সদস্যদেরকে আত্ম-নির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা।

সদস্য সংখ্যা

১২০০ এর অধিক পরিবারের জনসংখ্যা এলাকায় সমিতিটির সভ্য ও কার্য এলাকা। তাদের অধিকাংশ পরিবারই সমিতির সদস্য।

স্থায়ী সম্পদ

স্থায়ী সম্পদ হিসেবে সমিতির নামে ৯৯ শতক ভূমি রয়েছে। উক্ত জমির উপর সমিতির অফিস ভবন, এলাকার লোকজনের সুবিধার্থে কমিউনিটি সেন্টার, সমবায় বিপণি/দোকান, ট্রাক্টর গ্যারেজ ও ২টি মার্কেট রয়েছে। উক্ত মার্কেটে ৫৩টি দোকান রয়েছে। দোকান, কমিউনিটি সেন্টার, ট্রাক্টর গ্যারেজগুলো স্থানীয় বাজার মূল্যে ভাড়া দেয়া হচ্ছে।

বর্তমান বাজার মূল্য হিসেব কষে নির্ধারণ করলে ৯৯ শতক ভূমির মূল্য

কমপক্ষে ৯,০০,০০,০০০ টাকা মূলধনের সাথে যোগ হবে। বলা যায় ৯ আনা থেকে এখন ১০ কোটিরও বেশি মূলধন সমৃদ্ধ। সমিতির শুরু হতে অর্থাৎ ১৯৬০ খ্রি. হতে ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত অর্থের প্রবাহ হিসাব কষলে ১০০,০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে অর্থ প্রবাহ হয়েছে। সে হিসেবে সমিতির এলাকার জনসংখ্যার মাথাপিছু প্রবৃদ্ধি ২,০০,০০০ টাকা এবং সমিতির সদস্যদের মাথা পিছু আর্থিক প্রবাহ ২,৫০,০০০ টাকা। এই পরিসংখ্যানের হিসাব মতে প্রতিটি গ্রামে এমন একটি সমবায় সমিতি সংগঠিত হলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের অন্যতম সমবায় ধনী ও উন্নত দেশে আত্মপ্রকাশ হতে পারতো।

মহা-মনীষীদের পদচারণা

সমাজ বিজ্ঞানী ড. আখতার হামিদ খান এর হাতে জন্ম নেয়া সমিতিটির সফলতা ছড়িয়ে পড়লে দেশ ও আর্ন্তজাতিক অঙ্গনের অনেক ব্যক্তি সমিতিটি পরিদর্শন করেন। ২৮ অক্টোবর ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সভানেত্রী ও বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমিতিটি পরিদর্শন করেন। তাঁর সাথে ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জনাব আমীর হোসেন আমু, প্রচার সম্পাদক জনাব নাসিম,আবদুল আওয়াল প্রমুখ। বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রী, এম.পি. সচিব, সরকারি-বেসরকারি উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা গবেষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, দেশীয় ও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও উন্নয়নের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ অত্র সমিতি পরিদর্শন করেন। এছাড়া গ্রাম উন্নয়ন কাজে জড়িত প্রতিনিধি ও গ্রামীণ পর্যায়ের নেতৃত্বদানকারী সমবায় কর্মী, প্রশিক্ষক দিদার সমিতি পরিদর্শন করেছেন।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং স্বীকৃতি

সমিতি আজ দেশ বিদেশের খ্যাতনামা পরিকল্পনাবিদ, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট সমাজকর্মীকে আকর্ষণ করেছে। একটি ক্ষুদ্র প্রাথমিক সমিতি হওয়া সত্ত্বেও এ সমিতি এখন যেকোনো কেন্দ্রীয় এমনকি জাতীয় সমবায় সমিতির চাইতেও অধিক খ্যাত। বলাবাহুল্য সমিতির অগ্রগতি ও কাজ কর্মের মূল্যায়ন করে, বিভিন্ন সময়ে দেশ-বিদেশের একাধিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা গবেষক, বুদ্ধিজীবীগণ অনেক প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক রিপোর্ট লিখেছেন। যা দেশ-বিদেশ বহুল প্রচারিত পত্র পত্রিকা এবং আলাদা প্রস্তুতাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে আমাদের সমিতির কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে এমনকি আন্তর্জাতিকভাবেও পরিচিত হয়েছে।

সমিতির কাজকর্মের মূল্যায়ন করে গণপ্রজাতান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জাতিগঠন মূলক প্রতিষ্ঠান কাজের স্বীকৃতি জানিয়ে একাধিকবার সমিতিকে পুরস্কৃত করে উৎসাহিত করেছেন। ১৯৬২ সালে "জাতীয় সমবায় দিবস" উপলক্ষ্যে তৎকালীন প্রদেশিক গভর্ণর সমবায় ইউনিয়ন হতে পুরস্কার প্রদান করেন। ১৯৬২ সাল অবধি কুমিল্লা জেলা প্রশাসক কয়েকবার সমিতিকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। ১৯৭৬ সালে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ও অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার সমিতিকে "রাষ্ট্রপতি পুরস্কার" প্রদান করেন। ১৯৭৭ সালে " কুমিল্লা ফাউন্ডেশন " থেকে স্বর্ণপদক প্রদান করে। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার ইয়াসিন সাহেবকে জাপানে উন্নত ধরনের কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে যথাক্রমে বাংলাদেশ ও জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার " স্বর্ণপদক ও রৌপপদক" প্রদান করেন। ১৯৮৪ সালে সমিতি বাংলাদেশের " স্বাধীনতা পদক লাভ" করে। ১৯৮৮ খ্রি. সনে আন্তর্জাতিক পুরস্কার র‌্যামনম্যাগ সাই সাই (অ্যাওয়ার্ড) অর্জন ও পল্লি উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য অত্র সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ মোঃ ইয়াসিন ১৯৯০ খ্রি. সনে "স্বাধীনতা পদক" পুনরায় অর্জন করেন। সর্ব শেষ সমিতির বর্তমান সভাপতি জনাব হাজী মোঃ আবু তাহের-কে ৪৩ তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপনে বিশেষ অবদান রাখার শুভেচ্ছা স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করেন জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন কমিটি, কুমিল্লা। তাছাড়া সমিতির অতীত ও বর্তমান সকল নেতৃত্ব আমাদের সমিতির সুনাম দেশ-বিদেশে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে এবং একই সময়ে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা জনাব মুহাম্মদ ইয়াসিন সাহেবকে দেশ ও জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পুরস্কার হিসেবে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রদান করেন।





আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমিতির ভূমিকা

সমিতির সভ্যদের বিভিন্ন কারিগরি কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুষ্ক মৌসুমে যাতে কৃষকের জমিতে আবাদ করতে পারে তার জন্য ২টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে পানি সেচের ব্যবস্থা সহ কৃষকের বীজ, কীটনাশক ঔষধ, অন্যান্য কারিগরি সহায়তার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। সভ্যদের বাড়িতে পানীয় জলের নলকূপ বসানো হয়েছে। সভ্যদের বাড়িতে পানির ও পায়খানার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। সভ্যদের ঘরে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। যারা অতি দরিদ্র তাদের ঘরের ছাউনি ছনের পরিবর্তে টিন লাগানো হয়েছে। সভ্যগণের রোগের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তার সমিতিতে রেখে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজনে শহরে এমবিবিএস ডাক্তারের নিকট গেলে প্রেসক্রিপশনের অর্ধেক টাকা ঔষধের অর্ধেক মূল্য সমিতি হতে দেয়া হতো। শিক্ষার হার বৃদ্ধিও জন্য সমিতির উদ্যোগে দিদার জুনিয়র হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা এখন দিদার মডেল হাই স্কুল হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। সভ্যদের ছেলেমেয়েদের বই পুস্তক খরিদ করে দেয়া হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম, ২য়, ৩য় হলে তাদেরকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। সভ্যদের মধ্যে যে পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী ও অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করতে তাদেরকে যথাক্রমে ৬০০ ও ১০০০ টাকা এককালীন সাহায্য প্রদান করা হতো। গ্রামে রাস্তা-ঘাট সংস্কার,পুকুর খনন, মসজিদ মাদ্রাসা উন্নয়ন ও সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলার জন্য সমিতির মাধ্যমে বিচার ও মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমিতি আজ ৫৯ বছর অতিক্রম করে ৬০ বছরে পদার্পণ করেছে। এতসব সাহায্য ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের ফলে আমাদের সভ্যদের প্রভূত সফলতা এসেছে। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে পূর্বের ন্যায় এতসব সাহায্যের আর প্রয়োজন নেই। সমবায় ও যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে সভ্যদের চাহিদার ধরন বদলে যাচ্ছে। এখন সভ্যদের নজর ও রুচির পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে নতুন নতুন প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে। মূলত সমবায় সমিতি একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হলেও এর সার্বিক কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হতে এর প্রকৃতি একেবারেই ভিন্ন। শুধু অর্থনৈতিকভাবে লাভ করাই সমিতির একমাত্র উদ্দশ্য নয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের কর্মসংস্থান করা, পারস্পরিক আয় বৃদ্ধি করা এবং সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা সমিতি এলাকার জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই সমিতির মূল উদ্দেশ্য।

- বার মাসি ফল উৎপাদনের জন্য ১০ জন পুরুষ শ্রমিক এবং মহিলাকে উন্নত জাতের আম এবং পেয়ারা চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিয়েতনাম হতে আনা ৪০টি নারিকেলের চারা এলাকায় ৪০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এবং প্রত্যেককে একটি করে চারা দেওয়া হয়।
- মহিলাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য উপজেলা সমবায় অফিস হতে ৩০ জন মহিলা সদস্যকে ক্রিস্টাল পাথরের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই সফলতার সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়াছে এবং এলাকাতে তারা এই কাজ করে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য কাজ করছে।
- উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা তত্ত্বাবধানে সমিতির মাধ্যমে পুড়া গ্রামের গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগি টিকা ইনজেকশন বিনামূল্যে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচি প্রতি বছর চলে।

সমিতির ব্যবসায়িক কার্যক্রম

সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই সমিতির মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য আমরা বিভিন্নমুখী ব্যবসায়িক প্রকল্প গ্রহণ করি। তবে সমিতির ব্যবসা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হতে এর প্রকৃতি একেবারেই ভিন্ন। শুধু অর্থনৈতিকভাবে লাভ করাই সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- সমিতির সদস্যদের কর্মসংস্থান করে দেয়া।
- সমিতির সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং ঐ ব্যবসায়ের উপর প্রশিক্ষিত করা।
- সদস্যদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা।
- সমিতির আর্থিক মুনাফা অর্জন করা।

এসব উদ্দেশ্য মাথায় রেখে প্রথমে রিক্সা প্রকল্প চালু করি। তারপর সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী ট্রাক, ট্রাক্টর, ইট তৈরির কারখানা, ধান ও গম ভাঙ্গার কল,অয়েল মিল, সমবায় স্টোর, সমবায় মার্কেট, মৎস্যচাষ, হাঁসের ফার্ম, কৃষিতে ব্যবহৃত সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ, আধুনিক চাষাবাদের কৃষি সরঞ্জাম, ইরি, বোরো মৌসুমে জামিতে পানি সেচের জন্য গভীর নলকূপ ইত্যাদি। উল্লিখিত প্রকল্পগুলোর সকল উদ্দেশ্যই ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে সমিতির সদস্যরাই আজ ঐ সকল ব্যবসা নিজেরাই করছে এবং তারা করতে সক্ষম হয়েছে।

ফলশ্রুতিতে সমিতির ধীরে ধীরে ঐ সকল ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। তবে বর্তমানে সমিতির ব্যবসায়ের মধ্যে সমবায় বিপণি, সমবায় বাজার, গভীর নলকূপ, গাড়ি রাখার গ্যারেজ, সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত বিল্ডিং ভাড়া গোডাউন ভাড়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভাড়া, ইট ভাটা ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে।

লভ্যাংশ বণ্টন

প্রতি বছর সমিতির নিয়মিত সদস্য ও ক্ষুদে সদস্যদের সঞ্চয় এবং শেয়ারের জন্য সঞ্চয়ের উপর লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়। গত অর্থবছরে সতিতির সদস্যদেরকে ২০% হারে ৯,৯২,১৮০ টাকা লভ্যাংশ হিসেবে বিরতণ করা হয়।

উৎসাহ বোনাস

যে সকল সদস্য (মহিলা, পুরুষ ও ক্ষুদে) যারা বাৎসরিক নিয়মিত ৫২ সাপ্তাহ আমানত পূর্ণ করে দিয়েছে তাদের সকলকে উৎসাহ বোনস হিসেবে ৫৪,৬৭০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। সমিতির সদস্যগণ যাতে নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত থাকেন সেজন্য সাপ্তাহিক সভায় নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে ৭০০ টাকার হাজিরা পুরস্কার হিসেবে বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদান করা হয়। এতে গত অর্থবছরে ৩,০৯,৪১৮ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ঈদ উপলক্ষে সাপ্তাহিক সভায় সদস্যদের উৎসাহের জন্য নিয়মিতভাবে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। এছাড়াও সভ্যগণকে আগামী অর্থবছরের জন্য তাদের শেয়ারের উপর নিয়মিত সদস্যদের ২০% ও নিয়মিত ক্ষুদে সদস্যদের ৮% হারে লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সমিতির অগ্রগতি

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির অগ্রগতি ও উন্নয়নের যাত্রা পথ ছিল অত্যন্ত ভঙ্গুর। তা সৎযেও সকল বাধা অতিক্রম করে সমিতি এগিয়ে চলছে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে। সভ্যদের বিরামহীন চেষ্টা ও সাধনার ফলশ্রুতিতে আজ এখানে গড়ে উঠেছে নতুন নীতিবোধ অনুপ্রাণীত এক নতুন সমাজ। আমরা এমনি এক সমাজের ভিত্তি রচনা করেছি যেখানে হিংসার বদলে স্থান পেয়েছে ভক্তি ও ভালোবাসা। দলাদলির বদলে একতা ও শৃঙ্খলা অপব্যয়ের বদলে সঞ্চয় ও পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করার প্রবনতা। আজ থেকে ৫৮ বছর আগে ৯ জন সদস্য নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। বর্তমানে ১,৫৭৩ জন (পুরুষ : ৭১০ জন, মহিলা : ৪৪৮ জন, ক্ষুদে : ৪১৫ জন)। সেদিন যাদের সঞ্চয় বলতে কিছুই ছিলনা,আজ তাদেরই সমবেত প্রচেষ্টায় সমিতির সম্পদ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০ কোটি টাকায়। সমিতির এই বিভিন্নমুখী উন্নতি ও সম্পদ দেখে সভ্যদের মন আনন্দে ও উদ্দীপনায় ভরে উঠেছে। তবে এ সাফল্যই আমাদের চিন্তা ও কাজের শেষ নয়,বরং ভবিষ্যতের ব্যাপকতর কর্মপন্থার অনুসন্ধানে আমরা সর্বদা উদ্ভাবনী চিন্তায় নিমগ্ন।

সদস্যদের সুবিধা ও উৎসাহ প্রদান

সমিতি প্রতিষ্ঠার পর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য আমরা সমিতিতে সৃষ্ট লাভ হতে সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন তহবিল গঠন করি এবং এসব তহবিলের মাধ্যমে সদস্যদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকি। তহবিলগুলো হলো : ১। দাতব্য তহবিল ২। শিক্ষা তহবিল ৩। যৌথ সহায্য তহবিল ৪। স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা তহবিল, ৫। গ্রাম উন্নয়ন তহবিল, ৬। ত্রাণ তহবিল, ৭। কারিগরি প্রশিক্ষণ তহবিল, ৮। গভীর নলকূপ রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল, ৯। কৃষি উন্নয়ন তহবিল, ১০। সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা তহবিল, ১১। মৃত সদস্যদের শেয়ারের উপর বর্ধিত লাভ প্রদান তহবিল, ১২। ধর্মীয় ও ত্রাণ তহবিল, ১৩। সাপ্তাহিক সভার পুরস্কার প্রদান তহবিল।

সাপ্তাহিক সভা

কার্য-নির্বাহী কমিটির প্রতিমাসে একটি সভা ছাড়াও সভ্যগণ প্রত্যেক শুক্রবার রাত ৮ : ৩০ ঘটিকায় পুরুষ, বুধবার বিকাল ৩ : ০০ ঘটিকায় মহিলা, শুক্রবার সকাল ১০ : ০০ ঘটিকায় ক্ষুদে সদস্যগণ সমিতির নিজস্ব মিলনায়তনে উপস্থিত হন এবং বিগত সপ্তাহে সমিতির বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন এবং সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা দেন। এ সাপ্তাহিক সভা হচ্ছে সভ্যদের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা বিকাশের সূতিকাগার। এ সভায় সভ্যগণ সমিতির উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উপর খোলাখুলিভাবে আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাতে একই বিষয়ে একাধিক সভ্যের স্বাধীনভাবে আলোচনার ফলে যেকোনো সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের সাধারণ জ্ঞান ও সহযোগিতার মনোভাব ব্যক্ত হয়।

বিগত ২০১৯-২০২০খ্রি. অর্থবছরে ৪৭টি পুরুষ সাপ্তাহিক সভা, ৪৯টি মহিলা সাপ্তাহিক সভা ও ১৮টি ক্ষুদে সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

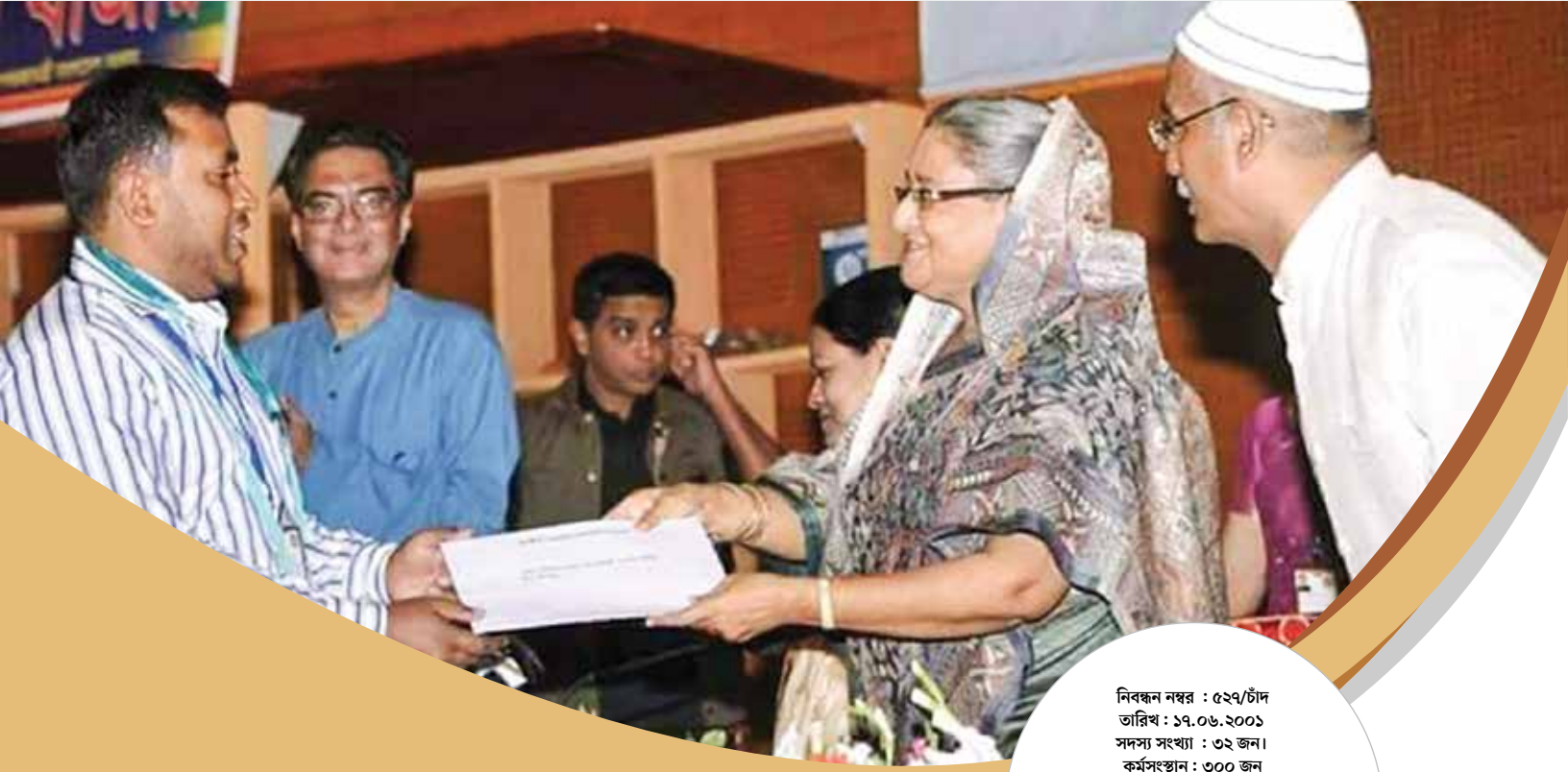
উত্থান ও থমকে থাকার মাঝে দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিটি যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অনুপ্রেরণায় যে মূলধন ও সম্পদ রয়েছে তা এখনো সংগঠন পরিচালনায় সদস্যদের যে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তা কাজে লাগিয়ে বর্তমান ব্যবস্থাপনা ক্রমাগত নিজেদের নিয়োজিত রেখে সমিতিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারে,সে সুযোগ ও সম্ভাবনা এখনও বিদ্যমান। তাই তাঁরা পুরোনো স্মৃতিকে সামনে নিয়ে আজও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সমিতিতে বর্তমানে ২৫ জনের মতো সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে। অপরদিকে পরোক্ষভাবে কমপক্ষে ৬০০ পরিবারে স্বকর্মসংস্থান হয়েছে।

উন্নয়ন ও সম্ভাবনা

গ্রামের সামগ্রীক উন্নয়ন ব্যতীত কোনোভাবেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সময় এসেছে,গ্রাম ব্যবস্থাকে সমবায়ের আদলে ঢেলে সাজিয়ে সরকারি ব্যবস্থাপনা ও পৃষ্ঠপোষকতার আওতার আনায়নের মাধ্যমে সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের চিন্তা করা। তাইতো বঙ্গবন্ধু কন্যা তাঁর পিতার এ লাল সবুজের দেশটাকে নিয়ে খোলা চোখে স্বপ্নগুলো বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে প্রতিটি গ্রামকে শহরের সকল সুযোগ সুবিধা দিয়ে গৃহীত এমডিজি,এসডিজি ও ডেলটাপ্ল্যান উন্নয়নকর্মসূচি বাস্তবায়নের জোড়ালো অঙ্গীকার ব্যক্ত করে সেদিকেই - অগ্রসর হচ্ছেন।

দিদার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর ১০টি নীতিমালা

- সমিতি সংগঠিত করা ও নিবন্ধিত করা;
- বাধ্যতামূলক উপস্থিতিতে সাপ্তাহিক সভা করা;
- নগদ টাকা এবং দ্রব্যাদির মাধ্যমে নিয়মিত আমানত করা;
- একজন বিশ্বস্ত লোককে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করা;
- ভালোভাবে হিসাব ও রেকর্ডপত্র রাখা;
- যৌথভাবে উৎপাদন ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা;
- তদারকি ঋণ গ্রহণ, ব্যবহার ও সময়মতো পরিশোধ করা;
- উন্নত প্রথা ও দক্ষতা ব্যবহার করা;
- থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সদস্যভুক্ত হওয়া;
- নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ সদস্যগণকে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা।



নিবন্ধন নম্বর : ৫২৭/চাঁদ
তারিখ : ১৭.০৬.২০০১
সদস্য সংখ্যা : ৩২ জন।
কর্মসংস্থান : ৩০০ জন
কার্যকরী মূলধন : ১১,২৯,২৭,১৭১ টাকা।
সম্পদ : ৬.৫ শতক ভূমি

চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : ফরিদগঞ্জ
জেলা : চাঁদপুর

ফরিদগঞ্জ উপজেলার ১নং ইউনিয়নে চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ২২ জন সদস্য ৪ হাজার ১ শত টাকা শেয়ার মূলধন, ৮ হাজার ২ শত টাকা সঞ্চয় আমানত মোট ১২ হাজার ৩ শত টাকা নিয়ে ০৫.০৩.২০০১ খ্রি. যাত্রা শুরু হয়। যার নিবন্ধন নম্বর ৫২৭/চাঁদ/তাং ১৭.০৬.২০০১। বর্তমানে সমিতির সংশোধিত নিবন্ধন নম্বর ৫২৭/চট্ট/০৫/তাং ২৯.১১.২০১৫। সমিতির সভ্য নির্বাচনি ও কর্ম এলাকা সমগ্র চাঁদপুর জেলা। সমিতির সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় আমানতের সঞ্চিত অর্থে সদস্যদের মধ্যে বিনিয়োগ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা তৈরি করাই সমিতির মূল উদ্দেশ্য। সমিতির কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হলো-

কর্মসংস্থান
সমিতির মাধ্যমে ২০০১ সাল হতে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৩০০ জন এবং সদস্যদের মধ্যে বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ৫,০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। সমিতির বেকার সদস্যদেরকে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে নিয়োজিত করে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। সদস্যরা নিজেদের বেকারত্ব ঘুচিয়ে তাদের কর্মকাণ্ডে সদস্যের বাইরে আরো অনেক বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে।

উদ্যোক্তা তৈরি
সমিতির সদস্যদেরকে উদ্যোক্তা তৈরি করে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সমিতি হতে আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে কর্মসংস্থান গ্রহণ করেছেন এবং তাদের অধীনে অনেক বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। এই সমিতির মাধ্যমে প্রায় ২০০ জন উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন
সমিতির সদস্যরা উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থেকে তাদের উৎপাদিত কর্মকাণ্ডে বহু হতদরিদ্রদেরকে উৎপাদিত কাজে নিয়োজিত করে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছেন।

উৎপদান কর্মকাণ্ড
সমিতির সদস্যরা সমিতি হতে স্বল্প মুনাফায় বিনিয়োগ গ্রহণ করে মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশুপালন, ডেইরি ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম, কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প ও কৃষি উৎপাদনের বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন।

আর্থসামাজিক উন্নয়ন
সমিতির সদস্যরা তাদের সঞ্চিত অর্থের মাধ্যমে মুনাফা গ্রহণ এবং আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়েছেন এবং তাদের আর্থিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছেন। এতে সদস্যের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে।

আর্থিক নিরাপত্তা
সমিতির সদস্যগণ তাদের সদস্য পদ প্রত্যাহার এবং সদস্যপদের সঞ্চিত অর্থ প্রয়োজন মতো উত্তোলন করতে সক্ষম হচ্ছেন। এছাড়াও সমবায় সমিতি আইন (সংশোধিত) ২০১৩ বাস্তবায়নের ফলে অসদস্যদের আমানতের অর্থ দেশের অনেক সমিতি ফেরত দিতে সক্ষম হয়নি অথচ চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার সমবায় সমিতি লিমিটেড এর অসদস্যদের জমাকৃত

সঞ্চয় ও আমানত চিঠি দিয়ে সমিতির কর্তৃপক্ষ ফেরত দিয়েছেন। এতে সমিতির ব্যাপক সুনাম অর্জন হয়েছে।

সমবায় সমিতি আইন (সংশোধিত) ২০১৩ এর ফলে সমিতির শাখা অফিস বন্ধ করা হলে সমিতির শাখাগুলোকে আলাদা-আলাদা সমিতিতে নিবন্ধন করা হয়। শাখাগুলোর কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত রাখতে নিবন্ধিত সমিতিতে অগ্রাধিকার নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিবন্ধিত প্রাথমিক সমিতিগুলোকে শিক্ষিত বেকার কেন্দ্রীয় সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর আওতায় সদস্য করে প্রাথমিক সমিতিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এভাবেই চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুব বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর শাখাগুলো কর্মকাণ্ড বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

সমিতির স্থাবর সম্পদ

চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার চান্দ্রা বাজারে ৬.৫ শতক ভূমির উপর ৪তলা বিশিষ্ট সমিতির নিজস্ব ভবন রয়েছে। চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলায় সমিতির নামে ১১১.৬০ শতক ভূমি খরিদ করা হয়।

সমিতির মাধ্যমে নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও পরিকল্পনা

- এসবি আমাদের পণ্য আমাদের বাজার লিঃ (ভোক্তার অধিকার, নিশ্চিত অঙ্গীকার)।
- এসবি স্কুল এন্ড কলেজ (সুশিক্ষা ও মানসিক বিকাশের অঙ্গীকার)।
- এসবি ল্যাব এন্ড হসপিটাল (চিকিৎসার মাধ্যমে সেবাই অঙ্গীকার)
- এসবি প্রবাসী আবাস (প্রবাসের শ্রম,স্বদেশে কোলাহল)।
- এসবি হাউজিং লিঃ (আবাসন স্বপ্ন পূরণে অঙ্গীকার)।
- এসবি ট্রেনিং এন্ড আউটর্সোসিং ইনস্টিটিউট (আয় নির্ভর হব,বেকারত্ব দূর করব)।
- এসবি ফাইন্যান্স (কাঙ্ক্ষিত অর্থের স্বপ্ন পূরণের অঙ্গীকার)।
- এসবি বোকারেজ হাউজ।
- এসবি ট্রেডিং।
- এসবি পরিবহন (ক্লান্তিহীন ভ্রমণ, এসবি পরিবহন)।

সমিতির সাফল্য

সমিতি ২০০৩ ও ২০১০ সালে যুব শ্রেণিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার লাভ করে এবং সমবায়ী হিসেবে ২০০৮ সালে যুব শ্রেণিতে সমিতির বর্তমান সভাপতি মো : জসিম উদ্দিন শেখ জাতীয় সমবায় পুরস্কার লাভ করেন।

সমিতির মাধ্যমে সামাজিক কার্যক্রম

সমিতির সভ্য ও কর্ম এলাকায় সমাজের





বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এতিম, গরিব, প্রতিবন্ধী, অসহায় মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, ভূমি হীন, বিত্তহীন, এতিম ও গরিব লোকদের পুণর্বাসন, বস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য এবং শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান, বৃত্তি প্রদান, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান আর্থিক সহায়তা করা হয়।

করোনাকালীন সময়ে সমিতির কর্মকাণ্ড

কোভিড-১৯ এর মহামারিতে সমিতির মাধ্যমে চাঁদপুর জেলায় সমিতির সদস্য, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কর্মহীন ও অসহায় মানুষের পাশে থেকে আর্থিক সহায়তা, হাইব্রিড, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর মাধ্যমে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

চাঁদপুর জেলা স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় সমিতির অর্থায়নে ২৫০টি কর্মহীন ও অসহায় পরিবারের মাঝে হাইব্রিড হিসেবে চাল ১০ কেজি, আলু ৫ কেজি, ডাল ১ কেজি, মুড়ি ১ কেজি, পেঁয়াজ ২ কেজি, লবণ ১ কেজি, তেল ১ কেজি, সেমাই ৩ প্যাকেট, চিনি ১ কেজি ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়।



নিবন্ধন নং : ৯০৭৪
তারিখ : ১৭/০৫/২০০৭ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১,৯৩৪ জন
কর্মসংস্থান : ৫ জন
আত্মকর্মসংস্থান : ১,১৪২ জন
শেয়ার আমানত : ২২,০০,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩,০০,০০,০০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ২,৭০,০০,০০০ টাকা

বাকলিয়া মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

থানা : পাঁচলাইশ
জেলা : চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার সিটি কর্পোরেশন এলাকার পাঁচলাইশ থানার বাকলিয়া একটি জনবহুল এলাকা। এ এলাকায় বিভিন্ন পেশার খেটে খাওয়া মানুষের বসবাস। বাকলিয়া এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে এই সমিতি ২০ জন সদস্য নিয়ে কাজ শুরু করে। তখনকার মহিলারা অশিক্ষিত, ঘরকুনো,অসচেতন এবং এদের কোনো আয় ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের বয়স্ক শিক্ষা ও আত্মসচেতনমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রুপে অন্তর্ভুক্তিরির মাধ্যমে একত্রিত করে সমিতির কর্মকাণ্ড শুরু হয়। ২০০৭ খ্রি. সনে ৬ জনের কমিটি গঠন করে মহিলা সমবায় সমিতি নিবন্ধনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ এলাকার অত্যন্ত অবহেলিত ও নিম্ন শ্রেণির মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাত্র ২০ জন মহিলা সদস্য নিয়ে সমিতিটি সংগঠিত হয়ে ১৭/০৫/২০০৭ খ্রি. তারিখে ৯০৭৪ সংখ্যায় সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধন লাভ করে।

সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তিকালে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায় মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলা হয়। পর্যায়ক্রমে নেতৃত্ববিষয়ক টিম বিল্ডিং,জেন্ডার উন্নয়ন ও সোস্যাল নোলাইসিস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের আচার আচরণে পরিবর্তন, সমাজে তাদের অবস্থান সহ আত্মসচেতন করা হয়। এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন হিসেবে গড়ে তোলা হয়। বয়স্ক শিক্ষা ও প্রি-স্কুল পরিচালনা করে তাদের এবং তাদের পোষ্যদের শিক্ষামুখী করা হয়।

প্রতিটি সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে সদস্য এবং তাদের পোষ্যদের কম্পিউটার, বিউটি পার্লার, টেইলারিং, ব্লক বাটিক, ড্রাইভিং, ফাস্ট ফুড প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলাকার মহিলাদের এবং তাদের পোষ্যদের কর্মমুখী করা হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন অ্যাওয়ার্নেস ট্রেনিং মিশন-ভিশন প্ল্যানিং, ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং এর মাধ্যমে পরিকল্পিত আর্থিক পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করে এলাকায় এই সমিতি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। অত্র সমিতির সদস্যদের বর্তমানে এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্য সচেতনতা,দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকার বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে চামড়াজাত পণ্য তৈরি, ক্রিস্টাল পাথরের ব্যাগ, রশোফিস ও জুয়েলারি পণ্য তৈরি, প্রি-স্কুল,স্বাস্থ্যবিষয়ক এবং দুর্যোগবিষয়ক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। সমিতির সদস্য তথা এলাকার অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া ৬,১৫৮ জন মহিলাকে উপরোক্ত বিষয়ে সমিতির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রায় ১,০৮২ জন সদস্য ও সদস্যের পোষ্যদের বেকারত্ব দূর করতঃ এদের স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সমিতিতে বর্তমানে ৫ জন নিয়মিত বেতনধারী কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে এবং ১ জন প্রি-স্কুল শিক্ষক, ১ জন প্রশিক্ষকসহ মোট ৮ জনের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চুক্তিভিত্তিক ৩ জন প্রশিক্ষক রয়েছে। কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধিমালা পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও পি.এফ ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সমিতির প্রায় ১,১৪২ জন সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিটি প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করতঃ তা

পর্যালোচনা করে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং সদস্যদের ঋণ দিয়ে থাকে। ঋণগ্রহীতা সদস্যদের মধ্যে ৩,৪১২ জন সদস্য ও পোষ্যদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১,৯৩৪ জন। সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২২ লক্ষ টাকা। আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ প্রায় তিন কোটি টাকা। প্রতি বছর সদস্যদের আমানতের উপর ৮% হারে সুদ প্রদান করা হয় এবং প্রতি বছর গড়ে ২ লক্ষ টাকার অধিক শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন করে সদস্যদের দেশ,সমাজ ও জাতি গঠনে অংশগ্রহণে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। এলাকার বিভিন্ন দুর্যোগ ও অগ্নিকাণ্ডে সমিতির পক্ষ থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়। মৃত সদস্যদের মরণোত্তর সেবা ও সাহায্য প্রদান করা হয়। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায় ২,৭০,০০,০০০ টাকা। এছাড়াও এলাকার ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য সমিতির একটি প্রকল্প রয়েছে।

অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। সমিতির ভবিষ্যৎ স্বল্প,মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ,সদস্যদের জন্য বাসস্থান, ডে-কেয়ার সেন্টার, আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষুদ্র অথবা মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

সমিতিটি তাদের কার্যক্রমের ফসল হিসেবে ২০১৮ সনের জন্য জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ মহিলা সমবায় সমিতি হিসেবে ইতোমধ্যেই পুরস্কৃত হয়েছে। এ সমিতি সমবায় অধিদপ্তরের মহিলা সমবায় সমিতির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ল্যাব (অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) স্থাপনের জন্য মনোনীত হয়েছে।

সমিতিটি অত্র এলাকার অবহেলিত ও নিম্ন শ্রেণির মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড,কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা ও তাদের পৌষ্যদের আর্থিক,সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সমিতিটি কার্যকর ভূমিকা রেখে আসছে।



এ সমিতির প্রশিক্ষণভিত্তিক কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ

প্রশিক্ষণের নাম	গ্রহীতার সংখ্যা	স্বকর্মসংস্থান
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	১০০ জন	২ জন
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৫০ জন	৩২ জন
বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণ	১০০ জন	৬০ জন
ফাস্ট ফুড	৫০ জন	২৩ জন
ব্লক বুটিক	১০০ জন	৮০ জন
টেইলারিং প্রশিক্ষণ	৫০ জন	৩০ জন
সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	২০০ জন	৬ জন
টিম বিল্ডিং	২০০ জন	
সোস্যাল নোলাইসিস	২০০ জন	
পোষ্যদের ড্রাইভিং	৩০ জন	২৩ জন
বয়স্ক শিক্ষা	২০০ জন	
প্রি-স্কুল	৪০০ জন	২ জন
নিউট্রেশন	১০০ জন	
জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ	৪০০ জন	১ জন
নেতৃত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৫০ জন	৬ জন
জেন্ডার প্রশিক্ষণ	৩০০ জন	
জুয়েলারি পণ্য তৈরি	৫০ জন	৫০ জন
ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট	২০০ জন	
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০০ জন	
মিশন ভিশন প্ল্যানিং	২০০ জন	
মোমবাতি	১০০ জন	৭২ জন
চামড়াজাত পণ্য তৈরি	৫০ জন	৩৮ জন
মোট	**৩,৪৩০ জন**	**৪২৫ জন**



নিবন্ধন নং : ২৫৩/৬
তারিখ : ১৯১৫
শেয়ার মূলধন : ৪৭,৪২,৮৭৫ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৯,৮৩,১০৮ টাকা
স্থায়ী আমানত : ৩,২১,১৩,৪৮৬.৪৬ টাকা।
সম্পদ : ১.৫৯৪ শতক জমি

দি চিটাগাং আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : চট্টগ্রাম সদর
জেলা : চট্টগ্রাম

সমমনা লোকের সমন্বিতরূপে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় যেকোনো উদ্যোগ বাস্তবায়নে অগ্রবর্তী হওয়ায় সমবায়। আদিম যুগ থেকে মানুষ সংঘবদ্ধ থাকার চেষ্টা করেছে। যেকোনো দুর্যোগ দুর্বিপাক মোকাবিলায় সমবেত হতে শিখেছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশে জীবন জীবিকার স্বার্থে সচেতন পদক্ষেপ প্রদানে বেগবান হয়েছে। 'সকলের তরে সকলে আমরা' এই ভাবনার উদ্রেক হয়েছে মানব মনে। নিত্যনূতন কৌশলে আত্মনির্ভরতা ও সমৃদ্ধির জগত গড়তে চেয়েছে এই লক্ষ্যে স্ব স্ব চেতনার উদ্যানে ফোটা হাজার কুসুমের সমারোহে এক নন্দিত সাঁজিতে ভরিয়ে তোলার তৃপ্ত বাসনায় মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে গড়ে তোলেছে সমবায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও ভাবনাসমূহকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্র ও রাজ্যের গবেষণায় রাষ্ট্র ও সমাজের সুশিক্ষিত কর্ণধাররা।

সমবায়ের ন্যূনতম ইতিহাস বিচরণ করে ১৯১৪ সালে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর সমবায় আন্দোলন আর এক নতুন মোড় নেয়। চট্টগ্রাম সমবায় আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের কয়েকজন এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। এদের মধ্যে রায় বাহাদুর ঈশ্বরচন্দ্র দাশগুপ্ত, রায় বাহাদুর ডা. বেনী মোহন দাশ, রায় বাহাদুর চট্টল গৌরব মহিম চন্দ্র দাশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫ সালের ২১ নভেম্বর "দি চিটাগাং আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ"প্রতিষ্ঠা করেন রায় বাহাদুর ডা. বেনী মোহন দাশ,রায় বাহাদুর ডা. বেনী মোহন দাশ এই দুই কৃতদার সহোদর।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পট পরিবর্তনের বহু সমবায় প্রতিষ্ঠানের অকাল মৃত্যু হলেও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান উদার ও দক্ষ সংগঠকের পরিচালনায় স্বগতিতে এগিয়ে চলে।এর মধ্যে ১৯১৫ সালে রায় বাহাদুর মহিম চন্দ্র দাশ , রায় বাহাদুর ঈশ্বর চন্দ্র দাশ গুপ্ত, রায় বাহাদুর দুর্গা দাশ দস্তিদার,জমিদার কমল সেন,যামিনি সেন, মাস্টারদা সূর্যসেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, নরেন্দ্র কুমার দাশ, সারদা প্রসন্ন পাল, যোগেন্দ্র মোহন গুপ্ত, রজনী কান্ত হোড়, অতুল চন্দ্র দত্ত, মহিম চন্দ্র দাশ গুপ্ত, নরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, পি.সি সেন, নিশিচন্দ্র মজুমদার, যোগেন্দ্র লাল দাশ, বঙ্কিম চন্দ্র চৌধুরী, গৌর চন্দ্র দেব, নগেন্দ্র চন্দ্র দেব, পরেশ চন্দ্র সেন, কে.সি দে, মোক্ষদা কুমার বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দি চিটাগাং আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাংক সাবলীল ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সামনে এগুতে থাকে। যার রেজিস্ট্রেশন নং ২৫৩/৬, তাং- ০৯-১২-১৯১৫। ২৫-১১-১৯৯১ তারিখে সরকারি আদেশক্রমে নাম পরিবর্তিত হয়ে "দি চিটাগাং আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ' নামে রূপ লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় উপ-বিধি বা গঠনতন্ত্র প্রণীত হয় ১৪ নভেম্বর ১৯১৫ সালে। উপ-বিধি সংশোধন হয় ৪ নভেম্বর ১৯৩০ সালে এরপর ১৯৯৮ আরো একবার সময়ের প্রয়োজনে উপ-বিধি সংশোধন করা হয়। গঠনতন্ত্র বা উপ-বিধি অনুযায়ী সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল সদস্যদের দাদনযোগ্য তহবিল গঠন, মিতব্যয়িতা এবং সঞ্চয় অনুশীলন,

ঋণদান, আর্থসামাজিক সহযোগিতা , আয়বর্ধক ব্যবসায়িক প্রকল্প ও সামাজিক ও মানবিক কর্মসম্পাদন ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। প্রতিষ্ঠাকালীন এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন ছিল ৭৩৮ টাকা। এই মূলধনটি বর্তমান সময়ে ছোট আকারের মনে হলেও সেই সময়ের জন্য অনেক বড় মূলধন (উল্লেখ্য যে, সেই সময়ে ১ মণ চাউলের মূল্য ছিল ২ টাকা)। শুরুতেই প্রতি শেয়ারের মূল্য ছিল ১০ টাকা। শুরুতেই সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৮ জন।

পয়লা দশকে বাজিমাত

মহিম দাশ ও বেনী মধাব ভাতৃদ্বয় তথা এ সমিতির উদ্যোক্তা ছিলেন যথাক্রমে একজন রাজনীতিবিদ ও চিকিৎসক-একজন দেশের ও অন্যজন দেহের। দুজনেই বুঝেছেন সীমিত সাধ্যের ভেতর সমাজকেই প্রথমে সুস্থ করতে হবে। এর উপায় হিসেবে সমবায় সমিতিকেই বেছে নিলেন। তাঁদেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচর্যায় দি চিটাগাং আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর আর্থিক চিত্রটি পয়লা দশকেই জ্বল জ্বল করতে থাকল। সভ্যসংখ্যা ১৯১৫ সাল থেকে ১৯২৫ সালে এসে দাঁড়াল ১১০৮ এ। মাত্র ৫৮ থেকে এই বৃহৎ সংখ্যার সমবায়ে যোগদান সে সময়ের নিরিখে বেশ চমকপ্রদ ঘটনা। কার্যকরী মূলধন ৪,৯৩,৪৫৬ টাকা, অংশগত মূলধন ৮৮,৫৯০ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৩৯,০০০ টাকা, সমবায় ব্যাংকে জমা ১২,০০০, অন্যান্য ব্যাংকে জমা ৫,০০০ টাকা , সদস্যদের কাছে প্রাপ্য সুদসহ কর্জ ৪৪,৪৪,৪৪৮ টাকা ইত্যাদি দেখে ধারণা করা যায় দশ বছরের ব্যবধানে ভাল আর্থিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে গেছে। কখনো মনে হয়েছে অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠানরূপে আবির্ভূত হয়ে কেন এর এতো মুনাফা দেখাতে হয়েছিল। উত্তর একটাই যেকোনো আর্থিক সংগঠন মুনাফার জোরেই টিকে থাকে। সম্পদ কুড়োতে থাকে। মুনাফা হলেই বাড়ে পুঁজি। আর পুঁজি বাড়লেই সেবার ক্ষেত্র বিস্তৃত করা যায়।তাই তখনকার সময়ের পরিচালকগণ যত্নের সাথে কাজ করে এক দশকেই ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন, শত বছরের প্রান্তে ও সে সময়ের আর্থিক সে সময়ের আর্থিক চিত্রটির ওপর চোখ রেখে বলতে হয়- "আলাদীনের চেরাগ ছিল পয়লা দশকের কারিগরদের হাতে'

১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতি সমাজসেবা মূলক কার্যক্রমে আর্থিক সাহায্য প্রদান করার পরও মাত্র ৮ বছরের অর্জিত মুনাফার উদ্বৃত্ত দিয়ে ১৯২৩ সালে চট্টগ্রাম নগরীর প্রাণকেন্দ্র আন্দরকিল্লায় সমিতির নিজস্ব জায়গায় ভবন নির্মাণ করে। সোসাইটির নিজস্ব মালিকানাধীন ১.৫৯৪ শতক জায়গায় ৩টি দালান রয়েছে যার বর্তমান মূল্য ১,২৭,৪২,৭৫৭ টাকা। এছাড়াও সোসাইটির নিজস্ব অত্যাধুনিক ৩টি ভবনের মধ্যে ৩৪ জন নিয়মিত ও একজন বকেয়া ভাড়াটিয়া রয়েছে।

একই ছন্দে ঃ দ্বিতীয় দশক

দ্বিতীয় দশকে অর্থাৎ ১৯২৫-৩৫ সালে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ১৭২২। মুনাফা ১৯৩৫ সালে ১৯২৫ এর তুলনায় প্রায় দ্বিগুন (৫,৩৬,২২১) এবং অংশগত মূলধন ২১২৮৬৫ টাকা, কার্যকরী মূলধন ১৫,০০,৭৮৪, সংরক্ষিত তহবিল ২৩,৬,১৭২, সমবায় ব্যাংকে জমা ১,২৪,০০০, অন্যান্য ব্যাংকে জমা ২০,০০০ টাকাএবং সভগণের নিকট সুদসহ প্রাপ্য কর্জ ১৬,৬৩,৯২০ টাকা। এতে স্পষ্ট হচ্ছে ত্রিশ দশকে চট্টগ্রাম তথা উপমহাদেশ জুড়ে মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খায় দুনিয়া কাঁপানো ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়েছিল। তার মাঝেও অবিচল আস্থার সাথে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়েছে। যুক্তি একটাই, এটি দেশের মানুষদের দ্বারা একটি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রতিষ্ঠান। মনে করা হয়, বস্তুত এ ধরনের সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মূল কার্যক্রমের সাথে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামে সহায়ক ভূমিকায় অবতীণ হতো। হয়ত সেজন্যেই'দি চিটাগাং আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ' টালমাটাল পরিস্থিতিতে তার আর্থিক চিত্রটি উজ্জ্বলতর করতে সমর্থ হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচড়

তৃতীয় দশকটি যখন শেষ হয়েছে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থামল মোটে। অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে এ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক চিত্রটি বিশেস্নষণ করলে তাতে বিশ্বযুদ্ধের ছায়া স্পষ্ট। কার্যকরী মূলধর কমেছে কমেছে অংশগত মূলধন এবং মুনাফা পড়তির দিকে। তবে সংরক্ষিত তহবিল বেড়েছে, সমবায় ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকে জমা বেড়েছে। সদস্যদের কাছ থেকে সুদসহ প্রাপ্য কর্জ কমেছে। ১৯৩৯-১৯৪৫ সালেরবছরগুলোতে এই প্রতিষ্ঠান সতর্ক থেকে পা ফেলেছে। সভ্যরা কর্জ নিল কম। টাকা অলস পড়েছিল ব্যাংকে। তখনকার মূল কাজ ঋণদান কর্মসূচি হয়ত স্থগিত হয়ে গিয়েছিল মারণমুখী বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল। সমিতির মহতী কর্মপ্রয়াসের মধ্যে অন্যতম হল ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চট্টলগৌরব মহিম চন্দ্র দাশের নেতৃত্বে ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিষদের কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দের উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা মোহাম্মদ আলী, মৌলানা শওকত আলী, শেরে এ বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, পন্ডিত জহর লাল নেহেরু তনয়া ইন্দিরা গান্ধীর শুভাগমন উপলক্ষে এক বিরাট নাগরিক সংবর্ধনার ব্যবস্থাপনার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে। জমিদার কমল সেনের সাথে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধুত্ব থাকার কারণে তাঁর অনুরোধে ১৯০৭ সালের পর ১৯২১ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চট্টগ্রাম আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা সভা ও সামগ্রীক অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কর্ম সম্পাদনে চিটাগাং আর্বান আরেক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৬-১৯৫৫

এই দশকের প্রান্তে ১৯৫৫ সালের আর্থিক চিত্রটি একেবারেই হতাশ করা। কার্যকরী মূলধন, অংশগত মূলধন, সংরক্ষিত তহবিল, ব্যাংকে জমা সদস্যদের নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি সবকিছু অতিরিক্ত কমে গেছে মুনাফা হয়েছে মাত্র ২,৬৪৭ টাকা। ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িকতার ছোবল, সাতচল্লিশে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশ ভাগ, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্ন-পঞ্চান্নর রাজনৈতিক ঘটনাবলি গোটা দেশের মানুষের সাধারণ জীবন যেমন নেড়েচেড়ে দিয়েছে তেমনি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতেও টানাপড়েন আর নতুন বিন্যাস ঘটেছে। অন্যরকম অস্থিরতা মলিন করেছে দৃঢ় আস্থায় অগ্রসরমান সমবায় সমিতিটিকেও। প্রতিষ্ঠার চল্লিশ বছর পর ভঙ্গুর অর্থচিত্র হাজির করে টিকে রইল বাংলাদেশ অঞ্চলের শেষ্ঠতম আর্বান সমবায় প্রতিষ্ঠানটি।

১৯৫৬-৬৫

১৯৬৫-র সীমানায় মুনাফা সামান্য বেশি দেখানো হলেও অংশগত মূলধন, সংরক্ষিত তহবিল নিম্নমুখী হওয়ায় শঙ্কার জায়গাটি বড় হয়েছে। পাকিস্থান-ভারত যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জারিকৃত শত্রু সম্পত্তি আইন বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়েছিল বহু সাধারণ মানুষের। হয়ত এর কালো ছায়া ভর করেছিল এই প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী আর সভ্যদের উপরও। হয়ত একই কারণে অর্থের নিরাপত্তা বিধানের জন্য অধিকতর তরল সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংক জমা বাড়ানো হয়েছিল। লক্ষ্য করা যায় এ সময়ে সুদসহ প্রাপ্য কর্জ ১৯৫৫-এর তুলনায় কমে গেছে। অন্যভাবে বলা যায় সভ্যদের কর্জদান বা কর্জ গ্রহণের প্রবণতা ঋণাত্মক বলা যায়, ১৯৬৫ তে।

গণআন্দোলন-নির্বাচন-মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা

১৯৬৫-৬৯ এ গণ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের ঢেউ, ১৯৭০ এ নির্বাচন এবং ১৯৭১-এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ। এসব কিছুই বাংলাদেশের জনজীবনে এনেছে বিশাল পরিবর্তন। অনেক সম্ভাবনার স্বপ্ন চোখে মানুষকে ভুলতে হয়েছে



নানা ধরনের ক্ষয়ক্ষতির স্মৃতি। এ সময়কার মুদ্রাস্ফীতির ঘোড়াটির লাগাম টেনে ধরতে হয়েছে। অন্ন সংস্থানের জন্য কর্মসংস্থানের উপায় খুঁজতে হয়েছে একেবারে নতুন করে। এই সময়ে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানকে সইতে হয়েছে অনিচ্ছাকৃত অব্যবস্থাপনার ধকল। আমাদের আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটির চিত্র এ ধারার বাইওে যেতে পারেনি। অন্তত ১৯৭৩ এর আর্থিক চিত্রটি আমাদের সেই কথা বলে। না হলে কেন ১৪০১ জন সভ্য নিয়ে এই বছরে ১৩,৩৫৯ টাকা ক্ষতি দেখতে হল?

বাইশ বছর অশনিকাল

১৯৭৩ এরপর ১৯৮৫ ও ১৯৯৫ সালের আর্থিক তথ্য লক্ষ্য করে মন ভেঙে যায়। কারণ দু দশকের পুরনো ব্যর্থতা গান কিছুতেই আশার সঞ্চার করে না। বরং সন্দেহের তীর রক্তাক্ত করে ভাবনার শরীর। এ সময়ে সভ্য সংখ্যা ১৪০১ থেকে তিনগুণ বেড়েছে যা ১৯৮৫ তে ৩৭৯৩ এবং ১৯৯৫ সালের প্রান্তিক সীমানায় ৪২৯৩ সে তুলনায় কার্যকরী মূলধন, অংশগত মূলধন এবং সংরক্ষিত তহবিল অর্থেও অংকে সমতালে অগ্রসর হয়নি। সমবায় ব্যাংকে জমা ১৯৭৩ সালে ২১,০০০ টাকা ছিল। ১৯৮৫ এ তা ২৬,৯৫০ এবং ১৯৯৫ সালে সেই একই দৃশ্য আর অন্যান্য ব্যাংকে জমা ১৯৭৩ এর তুলনায় ১৯৮৫ সালে কিছু বেশি দেখা যায়। কিন্তু ১৯৯৫ সালে ব্যাংকে জমার পরিমাণ খাদের কি নারে দাঁড়িয়ে যেন মৃত্যুর প্রহর গুণছে। মাত্র ১০,৯০৮ টাকা ব্যাংকে জমা সমবায়ী প্রতিষ্ঠানটির অস্বিত্বের জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়াল। এ সময়ে প্রচুর অর্থ কর্জ স্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। অবস্থান এমন দাঁড়াল সমিতির হাতে কার্যকর তরল সম্পদ আর নেই। সুদসহ প্রাপ্য কর্জকে তরল সম্পদরূপে নেয়ার সুযোগ থাকলে স্বস্তি পাওয়া যেত। এক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তেমনটি অনুমান করা যায় না। ১৯৯৫ সালে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ ৭,৪৪,৬৩৯ টাকা। ১৯৭৩ সালে এই ক্ষতির অংকটি ছিল ১৩,৩৫৯ টাকা আর ১৯৮৫ তে ২২,৭২২ টাকা। অর্থাৎ কাদা লেপটে দেয়া হয়েছে। সমিতির আর্থিক চিত্রটি ১৯৭৩-১৯৯৫ সাল পর্যন্ত 'দি চিটাগাং আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.' একটি অশনিকাল অতিক্রম করল।

১৯৯৫-২০০০ টার্নিং পয়েন্ট

১৯৯৫-২০০০ সাল এ প্রতিষ্ঠানের জমা একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। ধনে জ্ঞানে উর্বর সামাজিক শক্তির কিছু প্রতিনিধিত্ব এ সমিতিতে বিদ্যমান থাকায় পুরানো মহিমায় সমিতিকে পুনরায় দাঁড় করাতে কাজ শুরু হল। শীতের পাখির মতো আসা সভ্যরা ঝরে গেল, অনেককে সরে যেতে হলো, পালা বদলের এই তুলকালাম সময়ে সভ্যদের উত্তরাধিকারীদের অনেকেই সমিতির খোঁজ খবর নিলেন না। মনে হচ্ছে সে কারণে সমবায় বিভাগে সরকার এবং মনোনীত বা নির্বাচিত উদ্যোগী সভাপতি, সম্পাদক ও সম্মিলিত পরিচালকদেও তৎপরতায় 'দি চিটাগাং আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.' ঘুরে দাঁড়াল। লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেতা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৯৫-২০০০ এর অধিকাংশ সময় জুড়ে সরকার পরিচালনা করছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী জনবান্ধব সরকারের বিভিন্ন মহল উদার হাত বাড়িয়েছেন বলেই সমিতির জন্য অনেকগুলো কাজে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়ে গিয়েছে। যেমন-উপবিধি সংশোধন, সম্পদ সুশাসনে সঠিক পরামর্শ আহরণ ইত্যাদি। ব্যাংকে জমা ও আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সন্তোষজনক চেহারায় ফিরে আসার জন্য ১৯৯৫-২০০০ সাল 'দি চিটাগাং আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.' এর ঘুরে দাঁড়াবার কাল। ওপরে ওঠার সিঁড়ি এ সময়েই খুঁজে বের করা হয়েছে। এই টার্নিং পয়েন্টটির কথা সমিতির স্বার্থেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে।

শতবর্ষের প্রান্তে-প্রান্তরে

২০০১-২০১৫। পনেরোটি বছর কেটেছে চমৎকার। তরতরে বেড়েছে মুনাফা, সংরক্ষিত তহবিল, ব্যাংকে জমা। সভ্য সংখ্যা হয়েছে ৫৫৬। পুরোনো সভ্য বা তাদের উত্তরাধিকারীরা কেউ কেউ ফিরে এসেছেন। আন্দরকিল্লার মোড়ে আশ্চর্য গৌরব দীপ্ত ভঙ্গিমায় এ নগরীর মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছে 'দি চিটাগাং আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.' এর নতুন ভবন 'দি চিটাগাং আর্বান সেন্টার'। পাশে উকি দিচ্ছে কিছুটা পুরানো আরেকটি ভবন। এছাড়া আরও অনেক সম্পদ পরিসম্পদ ধীরে ধীরে হাতের নাগালে আসছে এ সমিতির। সমিতির পাঁচতলার অফিস ঘরটি এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ সচেতন মহীয়সী নারীর মতো সেজে আছে। কারণ একটি আর্বান সমবায় প্রতিষ্ঠান শতবর্ষের ইতি ঘটিয়ে প্রান্তরে অমন



সুন্দর ফুল ফোটাবে পাঁপড়ি ছড়াবে কে কখন ভাবতে পেরেছিল? চট্টগ্রামের অনাথ আশ্রমেও উক্ত সোসাইটি নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছে এবং বহু অনাথ হিন্দু মেয়েকে আর্থিক সাহায্য দ্বারা বিবাহ দেয়া হয়। সমিতির কল্যাণ তহবিল থেকে প্রতিবছর শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হয়। সমিতির পুনঃ ক্রমোন্নতির ধারা অব্যাহত রেখে ২০১৭-২০১৮অর্থবছরে মোট ৩ জনকে ৪৪,০০০ টাকা শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে চট্টগ্রামস্থ আশকার দীঘির পাড়ে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ১১টি পরিবারের মধ্যে নগদ ৫,০০০ টাকা করে সর্বমোট ৫৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন।

কর্মসংস্থান

প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সমিতির ২টি বহুতল বাণিজ্যিক ভবনে দোকান ও অফিস বরাদ্দের মাধ্যমে মালিক, কর্মচারী ও গ্রাহক হিসেবে বহু সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী হিসেবে মোট ৪ জন এবং প্রতিটি দোকানে ও অফিসে সর্বসাকুল্যে ১৫০ জনের পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। সদস্যদের নিজস্ব দক্ষতায় পরিচালিত ব্যবসায়ে ঋণ হিসেবে পুঁজি সরবরাহ করে বাণিজ্যিক উন্নয়নে অবদান রাখার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

উপসংহার

এককথায় বলা যায় 'দি চিটাগাং আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ একশত বছরের আর্থিক চিত্রটি যেন শতবর্ষের উপাখ্যানরূপে ধরা দিয়েছে। এর ভেতরে যেমন লুকিয়ে আছে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক তথ্য, উপাত্ত এবং ইতিহাস তেমনি জাতীয় ঘটনাপ্রবাহের উপাদন আমরা জানি মহিম দাশ, বেনী মাধব দাশ ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে ১৯১৫ তে যাত্রা করেছিল এই প্রতিষ্ঠান। হোঁচট খেলেও থমকে দাঁড়ায়নি। কারণ এর পরিচালনার ভার নিতে নেলী সেনগুপ্তের মত বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ যেমন এগিয়ে এসেছেন ঠিক তেমনি বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীকে এই প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় হতে দেখা গেছে। পরবর্তীতে সংকটকালে পরিমল চৌধুরী, দীপক জ্যোতি আইচ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন), শক্তিপদ চৌধুরী খোলনলচে পাল্টে দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির সুরক্ষায় প্রচার শ্রম দিয়েছেন। সর্বশেষ দুলাল মজুমদার, তিনকড়ি চক্রবর্তী, পুর্ণেন্দু বিকাশ চৌধুরী, নারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ পুঁজি জ্ঞান শ্রম এর সম্মিলন ঘটিয়ে দি চিটাগাং আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ কে আজকে এই উন্নত অবস্থানে নিয়ে এসেছেন।

শতবর্ষের প্রান্তে আজ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে হউক শুধু আগামী সম্ভাবনা গান। কেননা, দি চিটাগাং আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ' শেয়ার প্রতি ৫০/৪০ ভাগ লভ্যাংশ বিতরণ করে সভ্যদের বুঝাতে সমর্থ হয়েছে- আর পিছনে নয়, কেবল সামনে তাকাব একসাথে চলতে এসেছি, একসাথে চলব।



নিবন্ধন নং : ২০৯ (চট্ট)
তারিখ : ১০/১০/১৯৫৯ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩,৪২২ জন
কর্মসংস্থান : ১৪ জন
শেয়ার মূলধন : ৮,৪৬,৩০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩,৩৫,২০০ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ৩,৮৪,১৮,১০২.৭৯ টাকা
স্থায়ী আমানত : ১২,০০,০০,০০০ টাকা
সম্পদ : ১১৭.৩৩ একর জমি

দি চিটাগাং কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : চট্টগ্রাম সদর
জেলা : চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলায় যে সকল সমবায় সমিতি সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে,তাদের মধ্যে দি চিটাগাং কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ অন্যতম। দি চিটাগাং কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী এবং প্রাচীন হাউজিং শ্রেণির সমবায়ী প্রতিষ্ঠান। সমিতিটি বিগত ১০/১০/১৯৫৯ খ্রি. তারিখে ২০৯ (চট্ট) সংখ্যায় নিবন্ধিত হয়ে সমিতির কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে সমিতির সদস্য সংখ্যা বেশি না হলেও দিনে দিনে তা বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে সমিতির কর্ম পরিধি,সেই সাথে উপকারভোগীর সংখ্যা। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩,৪২২ জন। চট্টগ্রাম শহরের ঐতিহ্যবাহী অন্যতম সমবায় সমিতি হওয়ায় এলাকার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রাক্তন সিটি মেয়র মরহুম এ. বি. এম মহিউদ্দিন চৌধুরী,খ্যাতিমান সাংবাদিক ব্যক্তিবর্গ সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র আলহাজ্ব আ. জ. ম. নাসির উদ্দিন এ সমিতির নেতৃত্বে আসার পর থেকে সমিতির কর্মকাণ্ডে আমূল পরিবর্তন আসে যা প্রশংসার দাবি রাখে।

সমিতির লক্ষ্য

সমিতি নিজস্ব মূলধন হতে জায়গা ক্রয় ও ভবন তৈরির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সমিতির মূল লক্ষ্য। সমিতি নিজস্ব মূলধন হতে জায়গা ও ভবন তৈরির মাধ্যমে অনেক অসহায় সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে সমিতি যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে।

প্লট সৃজন

সময়ের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষ সদস্যদের স্বার্থে অনেকগুলো প্রকল্প গ্রহণ করে। এসব প্রকল্পের মধ্যে এই পর্যন্ত নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি প্রকল্পে ৪২.২১ একর জমি ১৯৫৫ সালে সরকার হতে অধিগ্রহণ করে ১৬৫টি প্লট সৃজন, অপরদিকে ১৯৬২ ইং সনে খুলশী আবাসিক এলাকায় সোসাইটির ২য় প্রকল্পে ৭০.৩৮ একর জায়গা সরকার হতে অধিগ্রহণ করে ১৭০টি প্লট সৃজন এবং রোজভ্যালী আবাসিক এলাকায় সোসাইটির ৩য় প্রকল্পে ৪.৭৪ একর জায়গা ১৯৯৬ সালে ক্রয় করে ৫৮টি প্লট সৃজনসহ সর্বমোট ৩৯৩টি প্লট সৃজন করে সদস্যদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়। সোসাইটির সদস্যদের আবাসিক সমস্যা সমাধানে নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে উক্ত সোসাইটি। বর্তমানে উক্ত আবাসিক এলাকা চট্টগ্রাম শহরের এলিট এলাকা হিসেবে পরিচিত।

মসজিদ প্রকল্প

সোসাইটি ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে ১৯৬৬ সালে দুইতলা বিশিষ্ট নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। কালের পরিক্রমায় এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত মসজিদে মুসুল্লিদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। বিষয়টি বিবেচনায় এনে সোসাইটির ব্যবস্থাপনা কমিটি পুরাতন মসজিদটি ভেঙে তদস্থলে একটি আধুনিক যুগপযোগী মসজিদ নির্মাণ কাজে হাত দেয়। এলাকাবাসী ও ধর্মানুরাগীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সোসাইটি মসজিদ

নির্মাণ উপকমিটির নিরলস প্রচেষ্টায় ৬,০০০ বর্গফুটের পাঁচ তলা বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত,স্থাপত্য শিল্পে সমৃদ্ধ ও আধুনিক কারুকার্য খচিত প্রায় ৩,০০০ হাজার মুসুল্লির নামাজ আদায়ের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নির্মিত মসজিদটি চট্টগ্রাম শহরের প্রখ্যাত মসজিদ হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও সোসাইটি ২য় প্রকল্প খুলশী আবাসিক এলাকায় ১০ কাঠা জমির উপর ৪ তলা বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রায় ২,৫০০ মুসুল্লির ধারণক্ষমতা সম্পন্ন এবং সোসাইটির ৩য় প্রকল্প রোজভ্যালী জামে মসজিদের ৭.৫০ কাঠা জমি উপর ১ তলা বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রায় ৫০০ মুসুল্লির ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। যা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।

জমি ক্রয়

বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নাগরিক সুবিধা সংবলিত হাউজিং প্রকল্প গড়ে তোলার নিমিত্তে শহর এলাকার জমির অপ্রতুলতা ও আকাশ ছোঁয়া মূল্যের কারণে যানজট বিহীন ও দূষণমুক্ত পরিবেশে শহরতলী বড় দিঘীর পাড়স্থ খিল্লাপাড়ায় সোসাইটির ৪র্থ প্রকল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৪ কানি (১,৩৬০ শতক) জমি ক্রয় করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সদস্যদের আবাসন সমস্যা অনেকাংশে সমাধানে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য যে ইতোমধ্যে বড়দিঘীর পাড় ৪র্থ আবাসিক প্রকল্পের জন্য প্রতিষ্ঠানে একজন পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

ফ্ল্যাট বরাদ্দ

এছাড়াও সোসাইটির নাসিরাবাদ প্রকল্পে একটি বহুতল আবাসিক ভবন "পার্ক ভিস্তা" নির্মাণ করে ৩২ জন সদস্যকে ৩২টি ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। উক্ত ভবনে ২য় তলায় একটি অত্যাধুনিক সোসাইটির কার্যালয় ও ১টি কমিউনিটি হলের সংস্থান রাখা হয়েছে। বর্তমানে নাসিরাবাদ প্রকল্পে দৃষ্টি নন্দনভাবে শিশুপার্ক, ওয়ার্কওয়ে,এবং সবুজ মাঠ সহ আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত একটি সমন্বিত পার্ক তৈরি করা হয়েছে। নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি এলাকায় বসবাসরত সম্মানিত সদস্য এবং বসবাসকারীগণ নীতিমালা অনুযায়ী পার্ক ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও খুলশী আবাসিক এলাকা ও রোজভ্যালী আবাসিক এলাকা প্রকল্পে পার্ক নির্মাণ করার জন্য জায়গা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

শিক্ষা প্রকল্প

সোসাইটির নিজস্ব জমিতে সোসাইটি এলাকায় বসবাসরত সদস্য ও অধিবাসীদের সন্তানদের



উন্নত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সোসাইটি কর্তৃক ১৯৬৪ সালে অংকুর সোসাইটি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কালের বিবর্তনে যথাযথ প্রশাসনিক ও একাডেমিক দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে স্কুলটি চট্টগ্রাম তথা দেশের শীর্ষস্থানীয় স্কুল হিসেবে সুখ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে স্কুলে প্লে হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ৪,০০০ জন ছাত্রছাত্রী ও ১০০ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় একটি নতুন সুরম্য ১১ তলা বিশিষ্ট স্কুল ভবন নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

আর্থিক অবস্থা

সমিতির উল্লেখযোগ্য আর্থিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৮,৪৬,৩০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত বাবদ জমা ৩,৩৫,২০০ টাকা, সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৩,৮৪,১৮,১০২ টাকা, সমিতির নামীয় বিভিন্ন ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে জমার পরিমাণ ১২,০০,০০,০০০ টাকা এবং সঞ্চয়ী ও এস,টি, ডি,হিসেবে জমার পরিমাণ ২,১৪,২০,২৮৫ টাকা। এছাড়াও সোসাইটি পূবালী ব্যাংক লিঃ এর ৩১,১৯,০২০ টাকার,সমবায় জুট মিল এর ১০,০০০ টাকা, সমবায় বীমা (সাধারণ/ জীবন বীমা) এর ১০,০০০ টাকা এবং সমবায় গৃহায়ন ফেডারেশন লিঃ এর ৫০০ টাকার শেয়ার ক্রয় বাবদ বিনিয়োগ করা হয়।

স্বীকৃতি

দি চিটাগাং কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ ২০১৭ ইং সালে বিশেষ শ্রেণিতে চট্টগ্রাম জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করে।

সামাজিক কার্যক্রম

সমিতি নিজস্ব মূলধন দ্বারা সমিতির কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সমিতির সদস্যগণের কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে যার মধ্যে স্কুল,শিক্ষা বৃত্তি, বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা, অনুদান ইত্যাদি সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্কুল,স্বাস্থ্য ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও জনহিতকর কাজে ভূমিকা রাখছে। সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি যোগ্য ব্যক্তিকে সমিতিতে ভর্তি সহ সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহিতার মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে সমবায় সম্পর্কে আস্থার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য কাজ করে চলেছে। সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং সমিতি সম্পর্কিত হিসাব ও নিরীক্ষা এবং সমবায় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সমিতির সদস্যদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা, বৃক্ষরোপণ, কম্পিউটার শিক্ষা, ও সমবায় শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কর্মসংস্থান

সমিতির ভবন তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সমিতিতে ১৪ জন কর্মকর্তা কর্মচারী স্থায়ীভাবে কাজ করছে এবং ১,০৭০ জনের পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সমিতি জায়গা ক্রয় করে আবাসন প্রকল্প সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সমিতির সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিষ্কন্টক জায়গা ক্রয় করতঃ আবাসন প্রকল্প গঠন করে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ১,০০০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

দেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী "দি চিটাগাং কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ" দেশের সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ও পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে চলেছে।



নিবন্ধন নং : ৭(চ)
তারিখ : ২৬ জানুয়ারি ১৯৬২ ইং।
সদস্য সংখ্যা : ৩০,৩৩৫ জন
শেয়ার মূলধন : ৪৪,৪৯,৩৯৪ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল : ১৭,৬০,২৪১ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ২,৩২,২১,৪০৫ টাকা।

কোতয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশন লিঃ

উপজেলা : আদর্শ সদর
জেলা : কুমিল্লা

কুমিল্লা পদ্ধতির জনক মরহুম ড : আখতার হামিদ খাঁনের নেতৃত্বে ১৯৬০ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি,কুমিল্লা-এর গবেষণামূলক প্রকল্প হিসেবে তদানীন্তন পাঁচশালা পরিকল্পনার অধীনে কুমিল্লা জেলায় সমবায়ভিত্তিক যান্ত্রিক চাষাবাদ প্রবর্তন প্রকল্প নামে কুমিল্লা কোতয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশন লিঃ (কেটিসিসিএলিঃ) এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। তদানীন্তন সময়ে দেশের প্রচলিত সমবায় আইন ও নিয়মাবলি অনুযায়ী ১৯৬২ সালের ২৬ জানুয়ারি এই সমবায় প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত হয়।

কেটিসিসিএলিঃ ১২ সদস্য বিশিষ্ট কার্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক পরিচালিত,তাদের মধ্যে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, ৬ জন সদস্য ইহার আওতাভুক্ত সদস্য সমিতির প্রতিনিধিদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট ৪ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য। বার্ড ৪ জন সদস্যকে সংস্থার নির্বাচিত সভাপতির সাথে আলোচনা ক্রমে মনোনয়ন দেয়ার জন্য সরকারের নিকট নাম প্রস্তাব করে থাকেন।

কেটিসিসিএলিঃ, কুমিল্লা আদর্শ সদর, সদর (দঃ) উপজেলা, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এবং বুড়িচং উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন পরিষদ (মোকাম, ময়নামতি ও ভারেল্লা) সহ সর্বমোট ১৮০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ৪৪০টি প্রাথমিক কৃষি, অকৃষি, মহিলা, বিত্তহীন, ভূমিহীন ও সার্বিক সমবায় সমিতির ৩০,৩৩৫ জন সদস্য নিয়ে পরিচালিত।

এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা 'ম্যাগসেস' পুরস্কার প্রাপ্ত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আখতার হামিদ খান প্রথম সভাপতির দায়িত্ব পালন করার ফলে প্রতিষ্ঠানটি সর্বক্ষেত্রে সুনাম অর্জন সহ সর্বক্ষেত্রে যথেষ্টভাবে মূল্যায়িত হয়েছে এবং তার চিন্তাচেতনায় কেটিসিসিএলিঃ এর কার্যক্রমের মাধ্যমে দি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় আন্দোলন ১টি সমবায় মডেল হিসেবে পরবর্তীতে "কুমিল্লা মডেল" নামে দেশ বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে।

সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ

- আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র কৃষক, শ্রমিক, বিত্তহীন ভূমিহীন ও মহিলাদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পুঁজি গঠন ও ঋণ সহায়তা প্রদান, কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও সার্ভিস নিশ্চিতকরণ, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি পরিচালনা, স্বল্প খরচে গভীর নলকূপ বসিয়ে এবং গোমতী নদী থেকে সোনাইছড়ি খালে পানি এনে স্লুইচ গেইট দ্বারা ভাসমান পানি ব্যবহারে অধিক ফসল উৎপাদনে সহায়তা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।
- কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলায় প্রথম পাচঁশালা পরিকল্পনাধীন ২৪০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করে ৩৬,০০০ একর জমি উন্নত প্রথায় চাষাবাদের আওতায় আনয়ন ও কৃষি সম্প্রসারণের কাজ জোরদারকরণ, শুষ্ক মৌসুমে বোরো ফসল

উৎপাদনের লক্ষ্যে ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি আহরণ, মাটি, বালির স্তরের নমুনা সংগ্রহ, উপযুক্ত সাইট ও গভীরতা নিরূপন এবং গভীর নলকূপ খনন, ৫ বছরে ৫০টি ড্রিলিংটিমকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সারাদেশে গভীর নলকূপ খনন কাজে নিয়োজিত করণ, গবেষণার মাধ্যমে নলকূপের ডিজাইন তৈরি করণ ও সারাদেশে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা, স্বল্প মূল্যে গভীর নলকূপ স্থাপন, স্থানীয় ইউনিট সৃষ্টির মাধ্যমে পাম্প মেশিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, নলকূপের পাইপ, ফিল্টার ও যন্ত্রপাতি তৈরি করণ, শ্রমজীবীদের সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত করে স্ব-কর্মের সুযোগ সৃষ্টিকরণ, সামাজিক উন্নয়নে গ্রামের যুবক, মহিলা, ইমাম, বয়স্ক শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবেশ উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাজারজাতকরণ ও সেনিটেশন ইত্যাদি কর্মসূচির প্রবর্তন করে থাকে।

- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি কুমিল্লার সামাজিক ও প্রায়োগিক গবেষণাগার হিসেবে স্বীকৃত বলে বার্ডে প্রশিক্ষণের জন্য দেশ ও বিদেশ থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীর জন্য কেটিসিসিএলিঃ কে একটি সফল প্রদর্শনী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।

বাস্তবায়ন ও অর্জিত সাফল্য

- ষাটের দশকে কেটিসিসিএলিঃ আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি আধুনিকীরণ, যান্ত্রিক চাষাবাদ প্রবর্তন উচ্চ ফলনসীল বীজ ব্যবহার, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ, রাসায়নিক সার, কীট নাশক ঔষধ-ব্যবহার, কৃষির আধুনিক যন্ত্রপাতি তৈরি ও ব্যবহার এবং এই সকল বিষয়ের উপর প্রতিনিয়ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে এবং এই সাথে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্র ছাড়া অকৃষি ক্ষেত্রে এই সময় কেটিসিসিএলিঃ সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। শ্রমজীবী যথা- রিক্সা ড্রাইভার, বেবী টেক্সি ড্রাইভার, তন্তবায়,মৃৎশিল্প, স্তর্ণশিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দক্ষতা বৃদ্ধি সহ স্বল্প সুদে মূলধন দিয়ে তাদের স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কেটিসিসিএলিঃ জাতীয় গভীর নলকূপ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষা ও গবেষণা মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও ব্যবহার সফলতা অর্জন করায় সর্বমোট ২৬৯টি গভীর নলকূপ খনন ও স্থাপন করে ১৩,০০০ একর জমি সেচের আওতায় আনয়ন করা হয়, এর ফলশ্রুতিতে ১৯৬৮ সাল হতে বি.এ.ডি. সি সারাদেশে গভীর নলকূপ খনন কাজ আরম্ভ করে।
- কেটিসিসিএলিঃ ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও ব্যবহার ছাড়াও ভূপৃষ্ঠ সহ পানির সুষ্ঠ ব্যবহারের লক্ষ্যে ১৯৬৩ সালে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ৫৪.০০ একর জমি ক্রয় করে গোমতী নদী হতে পানি গ্রহণ করে সোনাইছড়ি খালের মাধ্যমে আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ,লাকসাম ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলার সর্বমোট ১৩,০০০ একর জমিতে পাম্প ও গ্র্যাভিটি ফ্লোরের মাধ্যমে সেচ কার্য সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে।
- ষাটের দশকে বার্ডের সামাজিক ও প্রায়োগিক গবেষণাগার হিসেবে কেটিসিসিএলিঃ এর আওতায় পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি, থানা সেচ কর্মসূচি, বয়স্ক শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, ইমাম প্রশিক্ষণ, থানা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপম্যান্ট সেন্টার, দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায়, মহিলা কর্মসূচি ও পল্লী বিদ্যুতায়ন ইত্যাদি পরীক্ষানিরীক্ষার পর মডেল হিসেবে সরকার এ সকল ব্যবস্থা সারা দেশে চালু করে।
- কেটিসিসিএলিঃ দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায়ের মডেল। এই মডেল সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে যাহা "কুমিল্লা মডেল" নামে দেশে বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে। ফলে সরকার প্রথমে আইআরডিপি ও পরবর্তীতে বি.আর.ডি.বি'র মাধ্যমে সারাদেশে এ কর্মসূচি চালু করে এবং দেশের প্রতিটি উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
- কেটিসিসিএলিঃ এক দিকে কৃষকদের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যেমন কাজ করেছে, তেমনি কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার জন্য কৃষি শিল্প ও শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও করেছে এই লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিতে দুইটি কোল্ড স্টোরেজ ও একটি আধুনিক ক্রিমারী বা দুধের কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর ভিত্তি মজবুত হয়ে উঠায় কেটিসিসিএলিঃ কোল্ড স্টোরেজ ও ক্রিমারী নিয়ে "কুমিল্লা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" ধর্মপুর, কুমিল্লা নামে এর একটি নতুন সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। বর্তমানে কেটিসিসিএলিঃ ছাড়াও বৃহত্তর কুমিল্লার ২২টি উপজেলা এবং গৌরীপুর, গাইবান্ধা ও নাটোর উপজেলা কর্তৃক শেয়ার খরিদ করে যৌথ মালিকানায় তাহা পরিচালিত হচ্ছে। ফলে কৃষকগণ ন্যায্যমূল্যে দুধ ও আলু বিক্রির সুযোগ লাভ করেছে। এই প্রকল্পের সুফল দেখে সারা দেশে ব্যক্তিমালিকানা শত-শত কোল্ড স্টোরেজ গড়ে উঠেছে এবং বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। কুমিল্লা শহরের ধর্মপুর মৌজায় সংস্থার নিজস্ব ২.১৩ একর ভূমি রয়েছে যা বাণিজ্যিকভাবে উক্ত ভূমি ব্যবহার করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।
- কুমিল্লার কৃষকদের প্রধান ফসল ধান ও সব্জি। কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে ধান বিক্রয়ের সুবিধা দেয়ার জন্য কেটিসিসিএলিঃ জাপান হতে মেশিন পত্র আমদানি করে কুমিল্লা শিল্প নগরীতে বৃহৎ আকারে মডার্ন রাইছ মিল স্থাপন করে। এই মিল হতে দৈনিক ৩ সিফেট ১২০০ মন চাউল উৎপাদন এবং এলাকার কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে ধান বিক্রি এবং বিশেষত : বর্ষাকালে ভিজা ধান বিক্রয়ের অসুবিধা দূর করেছে। পরবর্তী কালে উক্ত মিলটি ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। উক্ত মিলের পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানায় বহু ছোট ছোট মিল গড়ে উঠেছে এবং বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।
- আধুনিক কৃষিকাজে ব্যবহৃত ট্রাক্টরের পরেই পাওয়ার পাম্পের স্থান। এখানে বিভিন্ন মডেলের পাম্প মেশিন পানি সেচের কাজে ব্যবহার সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে এবং এগুলো পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর সমবায়ী কৃষকদেরকে প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৮৬৩ জন পাম্প ড্রাইভারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে বি.এ.ডি.সি এই সকল পাম্প মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ ও পাম্প ড্রাইভারদের দায়িত্ব সহ গ্রহণ করে।

ট্রাক্টর ও পাম্প মেশিন ছাড়াও যান্ত্রিক চাষাবাদ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন প্রকারের থ্রেসার, উইডার, স্প্রে মেশিন ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি ও ব্যবহার সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। এর ফলে কৃষকদেরকে যথেষ্ট অনুপ্রাণীত করে এবং বর্তমানে এই সকল যন্ত্রপাতির ব্যবহার সারা দেশে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। দেশের আনাচে কানাচে ব্যক্তিমালিকানায় ছোট ছোট কৃষিভিত্তিক কল করাখানা গড়ে উঠেছে ফলে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের পথ সুগম করেছে।

প্রশিক্ষণ

- কেটিসিসিএলিঃ উপরে বর্ণিত কার্যক্রমের আওতায় ট্রাক্টর ড্রাইভার, পাম্প ড্রাইভার, মেকানিক, প্রাথমিক সমিতির চেয়ারম্যান, ম্যানেজার, আদর্শ কৃষক, গ্রাম্য হিসাব রক্ষক, গ্রাম্য দাই,স্বাস্থ্য কর্মী, দর্জি বিদ্যা,



হস্তশিল্প, মাঠ পরিদর্শক, সমাজ কর্মী, সমবায় ব্যবস্থাপনা, ইমাম, শিক্ষক, মহিলা কর্মী, গরু মোটাতাজাকরণ, গাভি পালন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, বয়স্ক শিক্ষা, সেনিটেশন ও পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদির উপর প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। কার্যক্রমের জন্মলগ্ন থেকে সর্বমোট ৪২,৫১২ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

- তাছাড়াও বি.এ.ডি.সির প্রাথমিক অবস্থায় এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গভীর নলকূপ খনন বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী,উপ-সহকারী প্রকৌশলী,ফোরম্যান, ওভারসিয়ার, মাষ্টার ড্রিলার, ড্রিলার ও সহকারী ড্রিলার এবং পাম্প ড্রাইভার সহ সর্বমোট ৩,০৭৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- বার্ডের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহ ও সেবাখাতে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে- সমবায় ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক সমিতির হিসাব রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন এবং গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রাথমিক সমিতির সদস্যকে সর্বমোট ১,২৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উপরোক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন সমিতির সদস্যগণ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন ও মৎস্যচাষ কার্যক্রম পরিচালনা করে আর্থিকভাবে সচ্ছলতা আনায়নে স্বাবলম্বী হয়ে গ্রাম সমিতিগুলো দিনদিন শক্তিশালী হচ্ছে। এতে বেকার সমস্যার সমাধান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হচ্ছে।

গবেষণা

কেটিসিসিএলিঃ জাতীয় নলকূপ ও প্রশিক্ষণ স্কীমের আওতায় এর জন্মলগ্ন থেকে নিম্নে বর্ণিত বিষয় সমূহের উপর অব্যাহত গবেষণা চালিয়ে আসছে।

- পরীক্ষামূলক খননের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নির্ণয় ও গভীর নলকূপ খননের উপযোগী স্থান নির্ধারণ।
- বিভিন্ন ব্যাস, স্লেট, পরিমাপের ফিল্টারের ব্যবহার, পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করা।
- এয়ার কমেপ্রসার ও চার্জ ব্লক দ্বারা পুরাতন গভীর নলকূপ উন্নয়ন করা।
- ব্রাস ফিল্টারের পুরাতন নলকূপে এসিড ব্যবহারের মাধ্যমে নলকূপের পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা।
- গভীর নলকূপের নির্গত পানির পরিমাণ ও ড্র-ডাউন জরিপ করা।
- সংস্থা গত ৩ বছরে ১৫টি গভীর নলকূপ স্থাপন ও ১২টি পুনঃস্থাপন করেছে যার ফলে সংস্থার কর্ম এলাকার কোনো চাষযোগ্য জমি চাষাবাদ ছাড়া নেই এবং অত্র অঞ্চলের মানুষ আর্সেনিক মুক্ত পানি ব্যবহার করছে।
- সেচের আওতাধীন আবাদি জমির পরিমাণ ৬৮,৫৬৪ একর।

দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম

কেটিসিসিএলিঃ ১৯৬০ সাল হতে ইহার আওতাধীন প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমূহের সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথা- কৃষি উপকরণ, গভীর নলকূপ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, মৎস্যচাষ, ট্রাক্টর, বাস, টেক্সি, রিক্সা, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও বিভিন্ন পেশাভিত্তিক ঋণ দাদন করে আসছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি ও সরকার কর্তৃক ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত বকেয়া কৃষিঋণ মওকুফের ঘোষণায় সমবায়ী কৃষকগণ ইহার আওতায় না পরার ফলে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, ইহার ফলে ১৯৯১ সাল থেকে কেটিসিসিএলিঃ এর ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ এবং ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমে স্থবিরতার ফলে প্রাথমিক সমিতিগুলোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সমিতি ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রাথমিক সমিতিগুলোর কার্যক্রমে মন্থরতা সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীতে প্রাথমিক সমিতিগুলোকে সক্রিয় করার লক্ষ্যে এবং সমিতির আওতাধীন ভূমিহীন বিত্তহীন ও মহিলা সদস্যদের স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১৫/৭/১৯৯১ইং তারিখ হতে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন হতে প্রথম পর্যায়ে ১,৫২,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ১৭৬টি দল গঠন করে কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪,১৩১ জন সদস্যকে ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে ঋণ চক্রয়ান সহ সর্বমোট ১,৮৫,৯০,৫০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

২য় পর্যায়ে নভেম্বর ১৯৯৯ইং সনে গ্রাম সমিতির চাহিদা মোতাবেক দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পিকেএসএফ হতে প্রাপ্ত ঋণ বিত্তহীন, ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির ২৪৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৬২১ জন সদস্যকে মোট ২,০৫,০০,০০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে যার ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে ঋণ গ্রহিতাগণ স্বাবলম্বী হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯৭.৬৯%।

কর্ম এলাকা

কুমিল্লা আদর্শ সদর, সদর (দঃ) উপজেলা এবং বুড়িচং উপজেলার ৩টি ইউনিয়ন পরিষদ (মোকাম, ময়নামতি ও ভারেল্লা) ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকা সহ সর্বমোট ১৮০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা।

- নিবন্ধিত চালু সমিতির সংখ্যা : ২৩৮টি।
- প্রাথমিক সমিতিতে মোট সদস্য সংখ্যা : ২২,০০০ জন প্রায়।
- পিকেএসএফ বিভাগে মোট কেন্দ্র : ১২১টি।
- মোট সদস্য সংখ্যা : ১,৬১১ জন।
- সংস্থার আওতাধীন এলাকার মোট জন সংখ্যা : প্রায় ৪,৮৭,৩৫০ জন।
- সংস্থার আওতাধীন এলাকায় মোট গ্রামের সংখ্যা : ৫৪৯টি।
- মোট পরিবারের সংখ্যা : ৮২,৪৩৭টি
- মোট কৃষি পরিবার : ৩৪,৫০০টি।
- বিভিন্ন পেশার পরিবার : ৪৭,৯৩৭টি।

কার্যক্রম পরিচালনায় : সচিব ১ জন এর নেতৃত্বে ৪টি বিভাগে ৪৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত।

যে সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে :

প্রশাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে

অত্র সংস্থার ৪টি বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মানীত সদস্যগণের সহিত আলোচনা করে পরামর্শ গ্রহণ পূর্বক সভাপতি মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে প্রোগ্রাম বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি/ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়াও প্রশাসনিক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে এবং নিম্নে বর্ণিত বিভাগগুলোর বাজেট বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাদি করা হয়ে থাকে। সরকারি অনুদানের অর্থায়নে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যাদী হিসেবে বার্ডের মাধ্যমে পিসিপিতে সংস্থার উন্নয়নমূলক কর্মগুলো সম্পাদনের সার্বিক সহযোগিতা করা যথা ক্যাম্পাস পুকুরের রিটেনিং ওয়াল, ক্যাম্পাস বাউন্ডারী, ক্যাম্পাসের রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি। সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে রাজস্ব খাতের উন্নয়ন কার্যাদি যেমন ধানী জমিতে মৎস্য প্রকল্প, ধর্মপুর পুকুর সংস্কার ও পুকুর পাড়ে হাউজিং প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যাংক ভবন মেরামত ও মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে বর্তমান অভয় আশ্রমস্থিত সমবায় মার্কেট, দেশওয়ালীপট্টিস্থ সমবায় হকার্স মার্কেট এবং সমবায় প্রেস মার্কেটও পরিচালনা করে থাকে।

পিকেএসএফ বিভাগ

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এর অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী তাদের অর্থায়নে জাগরণ ঋণ, অগ্রসর ঋণ ও সুফলন ঋণ সমবায়ী সদস্য এবং গ্রুপভিত্তিক সাধারণ সদস্যদের কে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সহ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

প্রশিক্ষণ, প্রচার, পর্যটন ও মার্কেটিং বিভাগ

সংস্থা কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বরাদ্দপ্রাপ্ত রাসায়নিক সার, বীজ ও কীটনাশক কৃষি চাষে ব্যবহার এর জন্য সংগ্রহ পূর্বক সমবায়ীদের মাঝে বিতরণ করা হয়ে থাকে এবং সরকারি / বেসরকারি,এনজিও,আধা সরকারি ও নিজস্ব সমবায়ী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের বাস্তবায়ন, সমযাত্রা পত্রিকা প্রকাশনা, সমবায় শিল্প গোষ্ঠী, সমবায় পার্ক, বিনোদন ও পর্যটন সহ বিভিন্ন মাধ্যমে সংস্থার কর্মকাণ্ড প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করে থাকে। তাছাড়াও উক্ত বিভাগের মাধ্যমে লাইব্রেরি, মিউজিয়াম এর প্রসারসহ সংস্থার অভ্যন্তরে বিনোদন সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ফিল্ড সার্ভিসেস ও সোনাইছড়ি বিভাগ

সমিতির সদস্যদের নিকট আবর্তক ঋণ, নিজস্ব ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং সমবায় ব্যাংকের ঋণ, আদায়সহ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, সমিতি গঠন ও মাঠ পর্যায়ে নূতন নূতন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে থাকে। উক্ত বিভাগের মাধ্যমে সি.ভি.ডি.পি কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং অচল সমিতিগুলোকে সচলসহ পুরাতন সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আধুনিক যান্ত্রিক চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষকদেরকে সহায়তা প্রদান করে থাকে এবং গোমতী নদী থেকে স্লুইস গেইট দিয়ে সোনাইছড়ি খালের পানি দিয়ে সেচ পাম্পের মাধ্যমে ১৩,০০০ হেক্টর জমি চাষের ব্যবস্থা করাসহ ভূমির জরিপ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং বর্তমানে উক্ত বিভাগের মাধ্যমে সোনাইছড়ির দুই পাড়ে বনায়ন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সংস্থা কর্তৃক যে সমস্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে : প্রাথমিক সমিতির চেয়ারম্যান, ম্যানেজার, মডেল থাকে তার বিবরণ ফার্মার ও সাধারণ সদস্যদের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিকার্য, ক্রাফটিং পদ্ধতিতে চারা-কলম তৈরি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, মৎস্যচাষ, পশুপালন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কম্পিউটার পরিচালনা ও হিসাব লেখাসহ যুগোপযোগী আরও অনেক কর্মকাণ্ডের উপর।

স্মরণীয় সহায়তা

২০০৫-০৬ অর্থবছরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বার্ডের প্রায়োগিক গবেষণাগার হিসেবে তাদের ডিপিপিতে কেটিসিসিএলিঃ এর জরুরি প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড (Physical Structurel Development) খাতে প্রায় ৫ কোটি টাকা মঞ্জুরি দিয়েছে। এবং বার্ডের তত্ত্বাবধানে উক্ত মঞ্জুরির বিপরীতে বিভিন্ন প্রকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও গ্রাম সমিতির সমবায়ী সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ফলে অত্র সংস্থার আওতাধীন প্রায় ৩০,০০০ হাজার সমবায়ী উপকৃত হয়েছে তাই কেটিসিসিএলিঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বার্ডের নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে।



নিবন্ধন নং : ৩৬
তারিখ : ২৯/১২/২০১৩ খ্রি.
সঞ্চয় আমানত : ১৪,৮৩,৬০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ২৫,৬৪,৯৮০ টাকা

আশার আলো সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
উপজেলা : আখাউড়া

'আমোদাবাদ' ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলাধীন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার সীমান্তবর্তী একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। আতিক ভূইয়া ঐ গ্রামের এক যুবক। সে ২০০৯ সালে সৌদিআরবে গিয়ে একটি এয়ার লাইন্সে চাকরি করত। চাকরি ভালো না লাগায় ২০১৩ সালে গ্রামে ফিরে এসে যুবকদের নিয়ে একটি যুবসংঘ গঠন করে মাদকাসক্ত ও মাদক চোরাচালানির বিরুদ্ধে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু সে এ কাজে সফল হতে পারে না। সে বুঝতে পারল দরিদ্র জনগণের বৈধ পথে অর্থনৈতিক মুক্তি না আসলে, মাদক চোরা চালান থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এ চিন্তাচেতনা থেকে এলাকার জনগণকে মাদকাসক্তি ও মাদক চোরাচালানি থেকে মুক্ত করা, জনগণের আর্থসামাজিক উন্নতি, বেকারত্ব দূরীকরণ ও স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তার নেতৃত্বে এলাকার ২০ জন যুবককে নিয়ে "আশার আলো সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ" নামক সমবায় সমিতি সংগঠন করেন, যার নিবন্ধন নং : ৩৬, তারিখ :২৯/১২/২০১৩ খ্রি. এরপর উদ্যোক্তা সদস্য ও এলাকার জনগণকে সমিতির সদস্য হিসেবে ভর্তি করে শেয়ার, সঞ্চয় আমানত আদায়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন পূর্বক সদস্যদের মধ্যে ১৪,৮৩,৬০০ টাকা ঋণ বিতরণ করেন। যাচাই বাছাই করে ঋণ না দেয়ায় এবং একই ব্যক্তি আরো বেশ কয়েকটি এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করায় সমিতির ঋণের কিস্তি পরিশোধ হতে বিরত থাকেন। এলাকার লোকজন আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ হওয়ায় চাপপ্রয়োগ করে ঋণের টাকা আদায় করা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন তিনি ও ব্যবস্থাপনা কমিটি হতাশ হয়ে সমিতির কার্যক্রম প্রায় এক বছর বন্ধ রাখেন। ইতোমধ্যে আখাউড়া উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের মাধ্যমে জনাব আতিক ভূইয়া বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লাতে "সমবায় ব্যবস্থাপনা" এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নতুন চিন্তা ও পরিকল্পনা নিয়ে এলাকায় ফিরে আসেন। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে মিটিং করে কর্মসংস্থানভিত্তিক ও পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতে সমিতির সাফল্য এবং সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা ব্যাপকভাবে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

সমিতির উদ্দেশ্য

উদ্যোক্তা সদস্যদের নিজস্ব পুঁজির সাথে সমিতির ঋণ সহায়তার মাধ্যমে পণ্য ক্রয়/ সরবরাহ করে কিস্তি আদায়ের মাধ্যমে দায় শোধ করে পণ্যেও মালিকানা প্রদান করা।

ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা ঋণ প্রকল্প

ভাড়ায় চালিত ব্যাটারির অটোরিক্সা মালিককে দৈনিক ভাড়া পরিশোধ করলেও গাড়ির মালিকানা কখনো পাওয়া যায় না। সমিতির এ প্রকল্পে ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা ক্রয়ের জন্য উদ্যোক্তা সদস্যদের নিজস্ব পুঁজির সাথে যত টাকা প্রয়োজন হয়, সমিতি হতে তত টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। উদ্যোক্তা সদস্য উক্ত ঋণ দৈনিক কিস্তিতে পরিশোধ করে এক পর্যায়ে গাড়ির মালিক হয়ে যান। এ প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৬০ জন সদস্যকে ব্যাটারি



চালিত অটোরিক্সা প্রদান করা হয়েছে। ২২টির মালিকানা উদ্যোক্তা সদস্য পেয়ে গেছেন, অবশিষ্ট ৩৮টির কিস্তি চলমান আছে।

সিএনজি চালিত অটোরিক্সা ঋণ প্রকল্প

এ প্রকল্পেও উদ্যোক্তা সদস্যের নিজস্ব পুঁজির সাথে সিএনজি চালিত অটোরিক্সা ক্রয়ের জন্য যত টাকা ঋণ প্রয়োজন হয়, সমিতি হতে তত টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। উদ্যোক্তা সদস্য উক্ত ঋণ দৈনিক কিস্তিতে পরিশোধ করে এক পর্যায়ে গাড়ির মালিক হয়ে যান। এ প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৭ জন সদস্যকে সিএনজি চালিত অটোরিক্সা প্রদান করা হয়েছে। ২টির মালিকানা উদ্যোক্তা সদস্য পেয়ে গেছেন,অবশিষ্ট ৫টির কিস্তি চলমান আছে।

গাভি প্রকল্প

সমিতি হতে ৩ জন উদ্যোক্তা সদস্যকে দুগ্ধবতী গাভি ক্রয় করে সরবরাহ করা হয়েছে। ৩ জনই কিস্তি পরিশোধের পর গাভির মালিকানা পেয়ে গেছেন।

প্রবাসী ঋণ প্রকল্প

সমিতির অনেক যুবক সদস্য কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশ যাওয়ার জন্য সকল প্রক্রিয়া সমাপ্ত করতে শেষ পর্যায়ে অর্থ সংকটে পড়ে। এ অবস্থায় বিদেশ যাওয়ার লক্ষ্যে প্লেনভাড়াসহ অন্যান্য খরচ মিটানোর জন্য সমিতি হতে ঋণ দেয়া হয়। পরে বেতন পেয়ে বিদেশ থেকে কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করে দেন। এ প্রকল্পে এ পর্যন্ত ১৮ জন সদস্যকে প্রবাসী ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ১১ জন সদস্য ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন,অবশিষ্ট ৭ জনের কিস্তি চলমান আছে।

গৃহনির্মাণ/মেরামত ঋণ প্রকল্প

সমিতির অনেক সদস্য নগদ টাকার অভাবে নতুন ঘর নির্মাণ অথবা মেরামত করতে পারেন না। সমিতি এ সকল সদস্যকে গৃহনির্মাণ/মেরামতের জন্য ঋণ প্রদান করেছেন। এ প্রকল্পে এ পর্যন্ত ১২ জন সদস্যকে এ প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ২ জন সদস্য ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করেছেন,অবশিষ্ট ১০ জনের কিস্তি চলমান আছে।

গৃহ সামগ্রী সরবরাহ প্রকল্প

গৃহে ব্যবহৃত পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য এক সাথে প্রচুর নগদ টাকার প্রয়োজন হয় বলে সমিতির অনেক সদস্য সংগ্রহ করতে পারেন না। সমিতি উক্ত পণ্যসামগ্রী নিজস্ব দোকান থেকে ঋণের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে সরবরাহ করে থাকে, সদস্যগণ কিস্তি সম্পূর্ণ পরিশোধ করলে পণ্যের মালিকানা পেয়ে যান। এ পর্যন্ত সরবরাহকৃত পণ্যসামগ্রীর বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো :

এলইডি টেলিভিশন সরবরাহ : এ প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৩৫ জন সদস্যকে এ প্রকল্পে এলইডি টেলিভিশন সরবরাহ করা হয়েছে। ১৮ জন সদস্য ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করে টেলিভিশনের মালিকানা পেয়েছেন, অবশিষ্ট ১৭ জনের কিস্তি চলমান আছে।

ফ্রিজ সরবরাহ : এ প্রকল্পে এ পর্যন্ত ৩০ জন সদস্যকে ফ্রিজ সরবরাহ করা হয়েছে। ৩ জন সদস্য ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করে ফ্রিজের মালিকানা পেয়েছেন, অবশিষ্ট ২৭ জনের কিস্তি চলমান আছে।

ফার্নিচার সরবরাহ : এ প্রকল্পে এ পর্যন্ত ২৫ জন সদস্যকে এ প্রকল্পে ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়েছে। ১২ জন সদস্য ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করে ফার্নিচারের মালিকানা পেয়েছেন, অবশিষ্ট ১৩ জনের কিস্তি চলমান আছে।

সাহায্য/অনুদান প্রদান

সমিতির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এলাকার অসহায় ও হতদরিদ্র জনগণের জন্য আর্থিক সাহায্য/অনুদান প্রদান করা হয়। এ খাতে এ পর্যন্ত রোগের চিকিৎসার জন্য ১৫ জনকে ৫০,০০০ টাকা এবং হতদরিদ্র পরিবারের ৫ জন মেয়েকে বিয়ের জন্য ২০,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

মাদকাসক্ত ও মাদক চোরাচালানি পুনর্বাসন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী আখাউড়া ও কসবার সংসদীয় আসনের মাননীয় সাংসদ জনাব মোঃ আনিসুল হক, মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহোদয়ের উদ্যোগে উপজেলা প্রশাসন,আখাউড়া থানা ও স্থানীয় অন্যান্যদের সহায়তায় এলাকার ২২০ জন মাদকাসক্ত ও মাদক চোরাচালানি আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। সমিতি ২২০ জনের মধ্যে ২৫ জনকে সদস্য করে ঋণ সহায়তা দিয়ে কর্মসংস্থানের পথ সুগম করে দেয়। পর্যায়ক্রমে আরো লোককে পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলমান আছে।

আস্তা নারী উন্নয়ন প্রকল্প

সমিতির উদ্যোগে এলাকার দরিদ্র ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে "আস্তা" নামক একটি নারী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে সমিতির অর্থায়নে ৬টি সেলাই মেশিন ক্রয় করে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সকাল বিকাল ২ শিফটে এ পর্যন্ত ২০ জন মহিলাকে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য রুমা আলম ও মানছুরা বেগম নামে ২ জনকে স্বল্প বেতনে নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া, হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পেও প্রশিক্ষণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কোনো প্রকার সরকারি বা বেসরকারি ঋণ ছাড়া বর্তমানে সমিতির মূলধন ২৫,৬৪,৯৮০ টাকা। পর্যায়ক্রমে মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সরকারি আর্থিক সহায়তা বা ঋণ পাওয়া গেলে মাদকাসক্ত ও চোরাচালানি প্রবণ সীমান্তবর্তী এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত করে আতিক ভূইয়ার নেতৃত্বে আশার আলো সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।



নিবন্ধন নং : ৩০৮
তারিখ : ২৯ অক্টোবর ১৯৭৯
সদস্য সংখ্যা : ৮৮৬ জন
কর্মসংস্থান : ৮ জন
শেয়ার মূলধন : ১৭,৪৪,৪১০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১৩,৫৩,৪০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ২,০০,১৯,০০০ টাকা
সম্পদ : ৪৭.৫০ শতক জমি

রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড

উপজেলা : আদর্শ সদর
জেলা : কুমিল্লা

বাংলাদেশে দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতির উদ্ভাবক ও পল্লী উন্নয়নে কুমিল্লা মডেলের জনক ড. আখতার হামিদ খানের অনুপ্রেরণায় ১৯৭৮ সনের ৩১ আগস্ট কুমিল্লা জেলার তৎকালীন কোতয়ালী বর্তমান আদর্শ সদর উপজেলার রায়চোঁ গ্রামের ১০ জন বেকার যুবকের ১০ টাকা মূলধন নিয়ে রায়চোঁ যুব কল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৯ সনের ২৯ অক্টোবর জেলা সমবায় কার্যালয়, কুমিল্লায় সমিতিটি রায়চোঁ যুব কল্যাণ সমবায় সমিতি নামে ৩০৮ নম্বরে নিবন্ধিত হয়। স্থানীয় সম্পদ জল,জমি ও জনতা ব্যবহার করে এলাকার বেকার যুবক ও যুবতিদের স্বাবলম্বী করে তুলতে শস্য ও মৎস্য উৎপাদনে প্রশিক্ষণ ও উপকরণাদি প্রদান করা হয়। সমিতির সদস্য সংখ্যা ১১৮ জনে উন্নীত হয়। ১৯৯১ সনে সমিতিটি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বাস্তবায়িত সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির হয়। ১৯৯৪ সনের ০৫ জানুয়ারি ০১ নম্বরে রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড নামে পুনঃনিবন্ধিত হয়। ২০০৫ সনের ১৯ জুলাই রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড কোতয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশন এর সদস্যপদ লাভ করে। একটি গ্রাম কর্ম এলাকা বিশিষ্ট রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা পুরুষ ২৮৭ জন, মহিলা ৩০৯ জন, ক্ষুদে ২৯০ জন, সর্বমোট ৮৮৬ জন। সর্বশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩০-০৬-২০২০ খ্রিষ্টাব্দে সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ১৭,৪৪,৪১০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ১৩,৫৩,৪০০ টাকা, মেয়াদি আমানত ৫১,১০,৬০০ টাকা, কার্যকরী মূলধন ২,০০,১৯,০০০ টাকা, ব্যাংক হিসেবে জমা ১২,০৫,২২৫ টাকা, সদস্যদের মাঝে ঋণ বিনিয়োগ ১,৯৮,০০,০০০ টাকা।

রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এ বর্তমানে বিভিন্ন পদে ৮ জন কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের তীর্থস্থান কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার কালীরবাজার ইউনিয়নের অন্তর্গত এবং কুমিল্লা শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে রায়চোঁ গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের ৩২৮টি পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড নিম্নে উল্লিখিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড ২০০৩ সনে প্রতিষ্ঠা করে রায়চোঁ সমবায় কিন্ডারগার্টেন। ২০০৫ সনে রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করে আল আকসা এবতেদায়ী মাদ্রাসা। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সমিতিটি শিক্ষা তহবিল গঠন করে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ এবং শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ শিক্ষার মান



উন্নয়নে অভিভাবকদের সাথে সাপ্তাহিক সভায় মতবিনিময় করা হয়।

অর্থনৈতিক কার্যক্রম

রায়চৌ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এর বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায় দুই কোটি টাকা। সমিতির মালিকানা ও দখলাধীন ৪৭.৫০ শতাংশ জমি রয়েছে। উক্ত জমিতে তিনটি মুদি দোকান, একটি সার ও কীটনাশকের দোকান, একটি এস এস ষ্টল ফার্নিচারের দোকান, একটি রেষ্টুরেন্ট,একটি রাইস মিল, একটি সিএনজি গ্যারেজ, একটি অটো গ্যারেজ রয়েছে। রায়চৌ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এলাকায় কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে চাষাবাদের জন্য ২টি নলকূপ স্থাপন, পাওয়ার থ্রেসার, উইডার সহ আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সদস্যদের সরবরাহ করছে। রায়চৌ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড ১৮টি আয় সৃষ্টিকারী এবং আয় বর্ধনমূলক প্রকল্পে সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। সদস্যদের প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে এসকল প্রকল্পে ঋণ স্থিতি ১,৩৪,৭৫,৫৩৫ টাকা

প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান

রায়চৌ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড সদস্যদেরকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী,ফেনী আঞ্চলিক সমবায় ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কোতয়ালী থানা সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন লিমিটেড (কেটিসিসিএ) প্রদত্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে আসছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদেরকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপকরণাদি এবং বিনা সুদে ঋণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষিত দুইজন নারীকে সেলাই মেশিন, ইলেকট্রিক্যাল এবং সেনেটারিওয়্যার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুইজনকে প্রয়োজনীয় ইক্যুইপমেন্ট বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। বিনিময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যগণ সমিতির অন্য সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ফলে গ্রামের সকলেই ক্রমান্বয়ে প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। এছাড়া রায়চৌ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এর নিজস্ব জমিতে ০৮টি দোকান রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার কোইকা সংস্থার সহযোগিতায় সমিতির জমিতে স্থাপিত "ধারিরাং" নামক ক্যান্টিনে ২ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলার সার্বাক্ষণিক কর্মসংস্থান হয়েছে। রায়চৌ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এর নিজস্ব পুকুরে মাছ চাষ করে তিনটি পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে। সমিতিতে ৪ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, একজন হিসাবরক্ষক, একজন আদায়কারী এবং একজন পরিদর্শক কর্মরত আছেন। এছাড়াও সমিতির মাধ্যমে প্রায় ২৫০ জন সদস্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। রায়চৌ গ্রামকে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করে গড়ে তুলতে রায়চৌ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এর ভূমিকা সর্বাধিক।

সামাজিক কার্যক্রম

গ্রাম সর্দার এবং গ্রামের ইউপি সদস্য রায়চৌ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সদস্য। বিকল্প বিরোধ পদ্ধতিতে সাপ্তাহিক সভায় গ্রামের অধিবাসীদের বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। এজন্য গ্রামে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই। গত বছরে ২১টি বিরোধ সমিতির সালিশ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। রায়চৌ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড পাঞ্জেগানা নামাজ পরিচালনা ও মক্তব চালানোর জন্য রায়চৌ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড একজন

ইমামের বেতনাদি প্রদান করে থাকে। ১৯৯০ সনে গ্রামে বিদ্যুতায়নে রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড ৭৫,০০০ টাকা অর্থ ব্যয় করে। প্রতি দ্বিতীয় মাসের শেষ সাপ্তাহিক সভায় সদস্যদেরকে মাদক, ইভটিজিং, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ধূমপান ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতামূলক সভা করা হয়। সমিতির সদস্য মারা গেলে সমিতির খরচে দাফন/সৎকারের ব্যবস্থা এবং শোকসভা পালন করা হয়। এলাকার মসজিদ সংস্কারে বিনা সুদে ২,৩০,০০০ টাকা উত্তম ঋণ দেয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড সৃষ্টিলগ্ন হতে সমিতির টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ১৯৯৭ সনে সমিতির নিজস্ব জমি হতে দানকৃত ০৫ শতাংশ জমিতে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। সমিতির নিজস্ব প্রশিক্ষিত দুইজন স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। সমিতির কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রতিদিন রায়চোঁ ও সন্নিহিত গ্রামগুলোর গড়ে ৫০ থেকে ৬০ জন স্বাস্থ্যসেবা ও পরামর্শ নিয়ে থাকেন। সমিতির সাপ্তাহিক সভায় জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পুষ্টি বিশেষত কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদাতা মায়েদের স্বাস্থের বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়। এলাকার ২৯৩ সক্ষম দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা পরামর্শ দেয়া হয়।

উৎপাদনমুখী কার্যক্রম

রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে চাষাবাদের জন্য রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড গ্রামে ২টি নলকূপ স্থাপন করেছে। সমিতির নিজস্ব সার ও কীটনাশকের দোকান রয়েছে। কৃষি তথ্যসেবা কেন্দ্র,শাসনগাছা,কুমিল্লার সাথে নিবিড় যোগাযোগ এবং কৃষি কল সেন্টার ১৬,১২৩ এ যোগাযোগ করে সদস্য কৃষকদের কৃষি সমস্যার সমাধান করা হয়। জৈব সার উৎপাদনে বার্ডের সহযোগিতায় ইকো টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। গবাদি, পোল্ট্রি, মৎস্য, বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের সহযোগিতায় সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড প্রতিষ্ঠাকাল থেকে গ্রামবাসীর চিত্ত বিনোদন ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশে কাজ করেছে। বিদ্যুতায়নের পূর্বে গ্রামে বিনোদনের সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল সমিতি কর্তৃক ব্যাটারির মাধ্যমে পরিচালিত টেলিভিশন। সমিতির উদ্যোগে গ্রামে মঞ্চনাটক, যাত্রা এবং জারীগান আয়োজন করা হয়। সমিতি প্রতি বছর জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ পালন করে থাকে। সমিতির সদস্যদের নিয়ে প্রতি বছর খেলাধুলা এবং পিকনিক আয়োজন করা হয়।

প্রবাসী কল্যাণ কার্যক্রম

গ্রামের বেকার যুবকদের রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এর মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষিত বেকার যুবকদেরকে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য জেলা শ্রম ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান দপ্তরে বায়োমেট্রিক নিবন্ধন, পাসপোর্ট তৈরি, মেডিক্যাল সম্পাদন, ভিসা সংগ্রহে সহায়তা করা হয়। বিদেশের ভিসাপ্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যয়ভার ঋণ হিসেবে দেয়া হয়। দালালদের খপ্পর থেকে বিদেশগামীদের বাঁচাতে রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড সরাসরি তিনটি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বিদেশে কর্মী প্রেরণ করছে। রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সহায়তায় বর্তমানে গ্রামের ৩১ জন যুবক বিদেশে কর্মরত রয়েছেন।

পরিদর্শন ও প্রকাশনা

রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এর কার্যক্রমের সুনাম ছড়িয়ে পড়ায় বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সচিব, জাপানের Japan International Cooperation Agency প্রতিনিধিদল, দক্ষিণ কোরিয়ার Korean International Cooperation Agency প্রতিনিধিদল, ভুটানের কৃষিমন্ত্রী এবং হাইকমিশনার প্রমুখ রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড পরিদর্শন করে এর কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীগণ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর প্রশিক্ষণার্থীগণ এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থীগণ মাঠ সংযুক্তির অংশ হিসেবে রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড পরিদর্শন করেন। রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সাফল্যগাথা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন,চ্যানেল আই ও একুশে টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবছর বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সার্বিক তথ্য সম্পর্কিত সাময়িকী প্রকাশ করা হয়।

রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সাফল্য রেপ্লিকেট করতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিতে রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেডকে অন্তর্ভুক্তির করা হয়েছে। রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সাফল্য ছড়িয়ে পড়ুক সারা বাংলাদেশে। রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড হয়ে উঠুক জাতির জনকের স্বপ্নের গ্রাম সমিতি।



নিবন্ধন নং : ৩৯
তারিখ :২৯/০৮/১৯৬২ইং
সদস্য সংখ্যা : ২২৯ জন
কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা : ৫০ জন
শেয়ার মূলধনের পরিমাণ : ১৩,২১,০০০ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ৯,৫৭,০৩০।
সঞ্চয় আমানত : ১৮,২৭,৮৯০ টাকা।

বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : আদর্শ সদর
জেলা : কুমিল্লা

পৃথিবীর অন্যতম আদি শিল্প হচ্ছে মৃৎশিল্প। পাথর, তামা, লৌহ যুগের পরই মৃৎশিল্পের উৎপত্তি। কুমিল্লা জেলার বিজয়পুর অঞ্চলের তথা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার হাত থেকে উদ্ধারের নিমিত্তে ষাটের দশকে এদেশের সমবায় আন্দোলনের পথিকৃৎ ও কুমিল্লা পদ্ধতি এর জনক ড. আখতার হামিদ খানের অনুপ্রেরণায় ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ২৭/০৪/১৯৬১ ইং তারিখে বিজয়পুর গ্রামের প্রগতি সংঘ নামের যুব সংগঠনটিকে রূপান্তরিত করে বিজয়পুর রুদ্রপাল সমবায় সমিতি লিঃ গঠন করা হয় যা ২৯/৮/১৯৬২ ইং তারিখে সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধন লাভ করে। পরবর্তীতে উপ-আইন সংশোধনের মাধ্যমে ০৫/০১/১৯৯৮ ইং সালে বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লি ঃ নামে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হয়ে এ সমবায় প্রতিষ্ঠানটি তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

সমিতির মূল কার্যক্রম

অত্র সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য সমিতির উন্নতির স্বার্থে সমিতির সদস্যগণের নিকট হতে শেয়ার ও আমানত আদায়ের মাধ্যমে

মূলধন সংগ্রহ করে লাভজনক ও উৎপাদন মুখী প্রকল্পে বিনিয়োগ করে সদস্যদের স্বাবলম্বী করা। তাছাড়া সমিতির নিবন্ধিত উপ-আইন মোতাবেক

- রুদ্রপাল সম্প্রদায়ভুক্ত মৃৎশিল্প কারিগরদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাহাদের সার্বিক অবস্থা সুসংহত করা।
- সমবায় নীতি ও আদর্শের দীক্ষা গ্রহণ এবং সমবায় পদ্ধতি ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া অনুশীলনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক শ্রীবৃদ্ধিকরণ।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে পেশাভিত্তিক উৎপাদন ও বণ্টন বা বর্ণিত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- যে সমস্ত রুদ্রপাল সম্প্রদায়ভুক্ত মৃৎশিল্পী নিজেদের কষ্টোপার্জিত আয় দ্বারা মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীদেও লাভবান করিয়া নিজেরা নিঃস্ব থাকিয়া যায় সেই সমস্ত ভাগ্য বিড়ম্বিত রুদ্রপাল মৃৎশিল্পী এবং উপার্জিত বর্ধিত আয় দ্বারা তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা ও জীবনযাপনের মান উন্নত করা।

- মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয় কার্যে উৎসাহ দেওয়া ও সহায়তা করা এবং সমবেত প্রচেষ্টায় উন্নতি সাধন করার জন্য সর্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকার করা ও সন্তোষজনক শিক্ষা দেওয়া।
- যে সমস্ত রুদ্রপাল মৃৎশিল্পী সমিতির সভ্য হইবেন তাহাদিগকে মৃৎশিল্প উৎপাদনে যন্ত্রপাতি নিরাপদভাবে চালনা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- আধুনিক প্রযুক্তি প্রতিস্থাপনের জন্য কৌশল সংগ্রহ ও অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সদস্যগণের নিকট হতে জামানত গ্রহণ করা বা অন্য কোনো ঋণ প্রদানকারী সদস্য হতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা।
- মৃৎশিল্প উৎপাদন এবং ইহাদের সরঞ্জামাদি তৈরির জন্য কারখানা স্থাপন করা।
- গৃহের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, গৃহ সজ্জা সামগ্রী, তৈজসপত্র, পোরসালীন, বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকৃতি, বিভিন্ন শিল্পকর্মের রিপ্রডাকশন, টেরাকোটা ইত্যাদি উৎপাদন করা।
- মৃৎশিল্প উৎপাদন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা।
- বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী ও ভাস্কর্যবিদদের আমন্ত্রণ জানানো ও সম্বর্ধনা প্রদান।
- সভ্যগণের মধ্যে প্রয়োজনে নাম মাত্র লাভে দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার জন্য জেনারেল স্টোর প্রতিষ্ঠা করা।
- সূচারুরূপে সমিতির কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে জমি খরিদ করা ও প্রয়োজনীয় অফিস কারখানা নির্মাণ করা।
- সাধারণ সভ্যগণের মধ্যে স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সাহায্যে উৎসাহ দেওয়া।
- সভ্যদের দেশ ও বিদেশে শিক্ষাসফর, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং মৃৎশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ করা।
- সভ্যদিগের সঞ্চয় অভ্যাস করা এবং সেইজন্য আমানত গ্রহণ করা।
- সভ্যদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ সালিশ দ্বারা নিষ্পত্তি করা।
- সভ্যগণের ও তাহাদের সন্তানগণের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভে উৎসাহ দেওয়া ও তদবিষয়ে সহায়তা করা।
- সভ্যগণের আপদে বিপদে ও নিঃসহায় অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী সর্বপ্রকার সাহায্যেরে বন্দোবস্ত করা ও তার জন্য তহবিল প্রতিষ্ঠা করা।
- সাধ্যমতো সভ্যগণের ও তাহাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সু-স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা।
- সদস্যদের আবাসন সমস্য সমাধানের লক্ষ্যে গৃহায়ন প্রকল্প গ্রহণ করা।
- পরিবেশ রক্ষায় সদস্যদের বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা।
- কোনো সভ্যের ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদিত মৃৎশিল্প পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অসদস্য কোনো মৃৎশিল্পীর উৎপাদিত মৃৎশিল্প পণ্যের বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- মৃৎশিল্পের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যেকোনো ব্যবসায় অংশগ্রহণ।
- সমিতির সদস্যদের অথবা সদস্যের পোষ্যদের কল্যাণার্থে ফান্ড গঠন।
- রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে ফান্ড গঠন।
- সমিতির উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য যেকোনো কর্মপন্থা গ্রহণ।
- সমিতির পণ্যাদি বাজারজাতকরণের জন্য মনোগ্রাম বা ট্রেডমার্ক ব্যবহার করা।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সাংগঠনিক পর্যায়ে মাত্র ১৫ জন সদস্য নিয়ে সমিতি গঠন করা হলেও পর্যায়ক্রমে এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২২৯ জন। যার মধ্যে ১৬৩ জন পুরুষ ও ৬৬ জন মহিলা। এছাড়া মৃৎশিল্প পণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ সহ বিভিন্ন কাজে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সমিতির এলাকায় বসবাসকারী প্রায় ৪০০ পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই জড়িত আছেন। এর মাধ্যমে অনেক নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সমিতির আওতাধীন এলাকার লোকজনের সমবায়ের মাধ্যমে ভাগ্য উন্নয়নের অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছে বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ। এর অংশ হিসেবে এ সমিতি যে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে তা হলো :

- **মৃৎশিল্প পণ্য উৎপাদন** : সমিতির প্রধান উৎপাদন হচ্ছে মাটির তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্রাদি। বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক জিনিসপত্র ও ঘর সাজোনোর জিনিসপত্র অত্যন্ত সুনিপুণভাবে উৎপাদন ও বিক্রয় করা হয়।
- **মৃৎশিল্প পণ্য রপ্তানি** : উন্নত প্রশিক্ষণের ফলে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মানের মৃৎশিল্প পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে যা স্থানীয় চাহিদা পূরণের সাথে সাথে রপ্তানিকারকের মাধ্যমে জাপান, কানাডা, হল্যান্ডসহ ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যেও বিভিন্ন দেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সমিতি ৩,০৪,৫৬০ টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি করে।
- **প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা** : সমিতির নিজস্ব ক্যাম্পাসে অবস্থিত মৃৎশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সমিতির সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে মৃৎশিল্পের উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ মৃৎশিল্পী সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থান

মৃৎশিল্প উপাদনকারীদেও বেকারত্ব দূরীকরণে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ সমিতি কাজ করে আসছে। মৃৎশিল্প উৎপাদন ও বিপণন এর কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪ হাজার মানুষ এর সাথে জড়িত আছে। এর মাধ্যমে অনেক পরিবারের বেকার যুবকদের বেকারত্ব দূর হয়েছে। অনেক নারী তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের পাশাপাশি মৃৎশিল্প পণ্য উৎপাদন করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। এছাড়া অনেক নারী অত্র সমিতিতে কাজ করে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলেছে।

বিদেশে কর্মসংস্থান

সমিতি হতে ট্রেনিং নিয়ে ও কাজ শিখে অত্র এলাকার প্রায় ৫০ জন মৃৎশিল্পীর বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এর ফলে মৃৎশিল্পীরা নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে সদস্যদের মাঝে গত বছর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমিতির সদস্যরা খুব সহজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। যার মাধ্যমে সদস্যরা ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিচালনার মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে।

সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম সমিতি

বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম ও পরিচালনা করে। এর মধ্যে আছে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সমিতির সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা, গরিব সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের আর্থিকবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়া, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এছাড়া সমিতি সরকারের বৃক্ষরোপণ অভিযান বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করছে। এলাকার পরিবেশ এর ভারসাম্য রক্ষায় ইতোমধ্যে সমিতির প্রকল্প এলাকায় ও এর আশেপাশে প্রচুর সংখ্যক বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এছাড়া সদস্যদের নিজ নিজ বাড়িতে বিভিন্ন জাতের বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

কর্পোরেট তথ্য

- প্রতিষ্ঠানের নাম বিজয়পুর রুদ্রপাল



মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

- প্রতিষ্ঠাকাল ২৭ এপ্রিল, ১৯৬১ খ্রি.।
- অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০
- প্রতি শেয়ার মূল্য ১০০ টাকা।
- পরিশোধিত মূলধন : ১৩,২১,০০০ টাকা।
- দালানকোঠার মূল্য : ৫৪,৪৮,৭৪৯ টাকা।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শেয়ার বিনিয়োগ : ১১,১৭,৪৭০ টাকা।
- বিভিন্ন ব্যাংকে স্থায়ী আমানত : ৪,৯৫,৭১২ টাকা।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা : ৫০ জন

সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী সমিতির অফিস ও উৎপাদন কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয়। এতে করে সমিতির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুমিল্লায় আসলে তাকে মৃৎশিল্পের নাজুক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর থেকে সমিতিকে এককালীন ৭৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন। সাথে স্বল্পমূল্যে ২০০ সিএফটি কাঠ এবং প্রয়োজনীয় টিন দেবার ব্যবস্থা করেন। এর মাধ্যমে সমিতির আবার পুনর্জন্ম হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে বিসিক এর সহায়তায় বিভিন্ন ডিজাইন তৈরি করে সে মোতাবেক পণ্য উৎপাদন শুরু হয়। বিদেশি সংস্থা সি.ইউ.এস.ও এবং আই.এল.ও সমিতির সহায়তায় অনুদান দেন। সমিতির সৃষ্টির পর থেকে সমবায় বিভাগের উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় দপ্তর এবং সমবায় অধিদপ্তর সমিতিকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আসছে।

সমবায় বিভাগের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার ফলে কারখানায় গ্যাস সংযোগ দেয় সম্ভব হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। সমবায় অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে ২০০৯-১০ সালে 'বাংলাদেশের সমবায় মৃৎশিল্পের উন্নয়ন'-শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদন হয়। এর ফলে প্রায় ২.৫০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়। প্রকল্পের মধ্যে ছিলো আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে গড়া কারখানার সেড,উন্নতমানের গ্যাস চুল্লি, প্রশিক্ষণ ভবন, আরসিসি ঘাটলা, সীমানা প্রাচীর এবং প্রশাসনিক ভবন। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্যের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে সাথে সাথে পণ্যের গুণগত মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে আমাদের পণ্যের চাহিদা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। মৃৎশিল্প প্রশিক্ষণ থেকে বিভিন্ন জেলার পুরুষ ও মহিলাগণ হাতে কলমে মৃৎশিল্প বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

সমবায় পুরস্কার প্রাপ্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হতে ১৯৯৮ ও ২০১১ সালে জাতীয় সমবায় পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণপদক লাভ করে। ২০১৯ সালে জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার লাভ করে।

সংক্ষেপে সমিতির সাফল্য

১৯৬১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত এ সমিতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে। নিম্নে সমিতির সাফল্যসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

- সমবায়ের আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে সকলে একে অপরকে সহযোগিতা করার মনোভাব সৃষ্টি করা।
- সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সভা সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা।
- সঞ্চয় এর মাধ্যমে সদস্যগণকে সঞ্চয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করা।
- কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করা।
- নারীদের কাজের সংস্থান করে তাদের আত্মনির্ভরশীল করা।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি করা।
- মৃৎশিল্পী কর্মীদের পর্যাপ্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলে তাদের বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা।
- মৃৎশিল্প পণ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের চাহিদা সৃষ্টি করা।
- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্যে সহায়তা ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা।
- বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন সাধন করা।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষাবৃত্তি দেয়ার মাধ্যমে লেখাপড়ার পথ সুগম করা।

সমিতির ভবিষ্যৎ লক্ষ্য

সকলের সার্বিক সহযোগিতায় এ সমিতি এগিয়ে চলছে। সামনে আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সে লক্ষ্যে মৃৎশিল্পকারখানাটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে যুগোপযোগী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কুমিল্লা শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি শো-রুম করার ও ইচ্ছা আছে। এ প্রতিষ্ঠানে দেশ বিদেশ থেকে বহু বরেণ্য ব্যক্তিরা পরিদর্শনে আসেন। তাদের সুবিধার জন্য ও মৃৎশিল্প সম্পর্কে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানানোর জন্য একটি মৃৎশিল্প জাদুঘর স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে সহযোগিতা চাইছি। সদস্যদের জন্য একটি বিনোদন কেন্দ্র ও একটি ক্যাফেটেরিয়া স্থাপনের পরিকল্পনাও আছে। তবে সেজন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সহযোগিতার প্রয়োজন।



নিবন্ধন নং : ০৩(টিপ)
তারিখ : ১১/০৬/১৯৫১ খ্রি.
কারখানার সদস্যের সংখ্যা : ২০ জন।
কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা : ১৯
সঞ্চয় আমানত : ৬,০৯,১২১.৯৪ টাকা।
শেয়ার মূলধন : ১,০২,৭৫০ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৪,৪০,৩৪,৫৯৮.৩৭ টাকা
সম্পদ : ৪.৬৬৫৫ একর জমি

দি কুমিল্লা কো-অপারেটিভ কারখানা লিঃ

উপজেলা : রাণীর বাজার
জেলা : কুমিল্লা

১৯৪৭ ইং সনে যখন এ উপ-মহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি দেশে পরিণত হয়, ঠিক এ সময়ে উভয় দেশে উদ্বাস্তু আগমন ঘটে। এ উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেক কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন লোক ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) কলিকাতা অঞ্চলের শিল্পকারখানায় বহুদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক এদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়। তৎকালে ড. আখতার হামিদ খান,আই,সি,এস (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস) চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর নিকট ঐ সকল কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন উদ্বাস্তুগণ সাহায্য প্রার্থনা করে। ড. খান অত্যন্ত দূরদর্শিতা সম্পন্ন একজন প্রতিভাবান লোক ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন এ সকল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকদেরকে রিলিফ না দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিলে এদেশের কারিগরি মান উন্নত করতে সহায়ক হবে। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ তহবিল থেকে ২৬.৮৭ টাকা প্রদান করে কিছু হ্যান্ডটুলস ক্রয় করে তাঁর নিজ বাসায় " কুমিল্লা মোহাজের কো-অপারেটিভ কারখানা লিঃ" নামে এ প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন।

প্রথমে সমবায় প্রতিষ্ঠানটি তালা, কড়া, কব্জা, বিল্ডিং-ফিক্সিংস প্রভৃতি কার্যক্রম দিয়ে যাত্রা শুরু করে। ত্রিপুরা মহারাজার রাণীর বাজারস্থ "কুমার বডিং" ও তৎসংলগ্ন যে খালি জায়গা ছিল,তদানীন্তন সরকার সমিতির কার্যক্রমে মুগ্ধ হয়ে উক্ত জায়গাগুলো সমিতিকে মূল্য নির্ধারণ করে দলিল মূলে হস্তান্তর করেন।

লোহা, পিতল, অ্যালুমনিয়াম প্রভৃতি ঢালাইয়ের সুবিধাসহ কিছু লেদ, ড্রিল ও মিলিং মেশিন নিয়ে অত্র জায়গায় কারখানা চালু করা হয়। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব ফিরোজ খান নুন অত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং সমিতিকে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করায় এ এলাকার নাম তাঁর নামানুসারে "নুনাবাদ" নামকরণ করা হয়।

তখন থেকে মোহাজেরদের সাথে বাঙালি কর্মচারী ও নিয়োগ করা হতে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকার কাজ কর্মে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়ক হয়। তালা-কড়া,কব্জা ও বিল্ডিং ফিটিংস ইত্যাদি কার্যক্রম ১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ সন পর্যন্ত চলতে থাকে।

সে সময়ে ড. আখতার হামিদ খান উপলব্ধি করেন এই দেশ গ্রাম প্রধান ও কৃষিভিত্তিক,সেহেতু গ্রামের উন্নতি কল্পে বিশেষ মনোযোগী হন এবং "ভিলেইজ এইড" নামে এক কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ অপরিহার্য বিধায় অত্র সমবায় প্রতিষ্ঠান ষাটের দশক থেকে বিভিন্ন প্রকার কৃষি যন্ত্রপাতি স্থায়ীভাবে উৎপাদনের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এ লক্ষ্যে জাপান থেকে নমুনা স্বরূপ প্যাডেল থেচার, উইডার, হ্যান্ড হু প্রভৃতি কৃষি যন্ত্রপাতি আনয়ন পূর্বক এ কারখানায় এগুলো উৎপাদন কার্য আরম্ভ করে। এতে করে কৃষি বিভাগ ও কৃষকদের মধ্যে উক্ত যন্ত্রপাতিগুলো সমাদৃত হয় এবং চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে



থাকে ও বাজারজাতকরণ চলতে থাকে। ষাটের দশকে ড. আখতার হামিদ খান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী এবং কেটিসিসিএলিঃ প্রতিষ্ঠা করেন এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচের মাধ্যমে ইরিবোরো ধান উৎপাদন সূচনা করেন। সেচের জন্য গভীর নলকূপের বিশেষ প্রয়োজন বিধায় অত্র সমবায় কারখানায় উৎপাদিত এম, এস,পাইপ, পিতলের ছাঁকনি, বরিং রিগস প্রভৃতি উৎপাদনের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয় এবং কোতয়ালী থানাতে প্রায় ৩৫০টি গভীর নলকূপ স্থাপিত হয়। তাছাড়া উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের জন্য ফ্লেপ গেইট,স্কুলিফট গেইট প্রভৃতি অত্র কারখানায় উৎপাদন করে পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগে সরবরাহের মাধ্যমে কারখানার উত্তরোত্তর উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়। এমনকি বহু বাধা-বিঘ্ন ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে ষাটের দশকের শেষ দিকে বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা প্রকল্পে ষ্টীল জ্যাকের কাজ করে ইহার অর্থনৈতিক ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়।

১৯৭১ ইং সনে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ইহার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং বহু টাকার মালামাল ও সম্পদাদি লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট হয়। ১৯৭২ ইং সনে ইহা অনেকটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। পরবর্তীতে অত্র সমবায় কারখানার কর্মচারীগণ কিছুকাল বিনা বেতনে কাজ করে পুনরায় সমিতিকে চালু করেন।

আজ প্রায় ৭০ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এরপর সমিতির নাম ও উপ-বিধি সংশোধন করে "কুমিল্লা কো-অপারেটিভ কারখানা লিঃ" নামকরণ করা হয় এবং শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে ইহার সদস্য পদ সীমাবদ্ধ রাখার বিধান করা হয়। যার জন্য শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সমিতিটি আজও সমবায়ের পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কারখানার মূল কার্যক্রম

কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি, বিক্রয়, বিপণনের মাধ্যমে সমিতির কার্যকরী এলাকায় দরিদ্র কৃষকদের কৃষি উৎপাদনে সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা।

কারখানার সম্পদ

বিনিয়োগ : (ক) কারখানার স্থায়ী আমানত : ৫,০০,০০০ টাকা। (৩০/০৬/২০২০খ্রি.)। (ঘ) জমি ও দালানকোঠা, দোকানপাট ও কোয়ার্টার।

অধিগ্রহণকৃত ৪.৬৬৫ একর ভূমি হতে কারখানা বরাদ্দকৃত ২.৯১৬৪ একর বাদবাকি ভূমিতে মোহাজেরদের পুনর্বাসন কল্পে তৎকালীন সময়ে সরকার লোন বন্ড এর আওতায় মোহাজেরদের জন্য ৪০টি কোয়ার্টার ও ২৩টি দোকানঘর নির্মাণ করিয়া নুনাবাদ কলোনীতে মোহাজেরদের পুনর্বাসিত করেন। দি কুমিল্লা মোহাজের কো-অপারেটিভ কারখানা লিঃ এ চাকরি করিতে অনিচ্ছুক মোহাজের দিগকে দোকানঘর গুলি ব্যবস্থা করিবার জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক মোহাজের পরিবার ১৬৪৪ বর্গফুট পরিমিত জমি ও তদস্থিত ১টি টিনসেড বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং : ত্রাণ/৩/০১/৯০/২১৬ তারিখ : ১০/১২/৯৪ইং জারীকৃত আদেশে বরাদ্দ প্রাপ্ত মোহাজেরগণ বরাদ্দকৃত ও তদসমেত জমি ৯৯ বছরের জন্য ইজারা চুক্তিমূলে নগদমূল্যে অথবা বাৎসরিক কিস্তি পরিশোধ করার অঙ্গীকারে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হন।

নুনাবাদের মোহাজেরদের তৎকালীন সময়ে নিজেরা পুনর্বাসিত হওয়ার জন্য নিজ উদ্যোগে ১৯৪০ইং সনের দি বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট এর বিধান মতে দি কুমিল্লা মোহাজের কো-অপারেটিভ কারখানা লিঃ গঠিত হয়। সমবায় সমিতি সমূহের সহকারী নিবন্ধক, কুমিল্লা এর অফিসে বিগত ১১/০৬/৫১ইং তারিখে ৩ (টিপ) নম্বরে দি কুমিল্লা মোহাজের কো-অপারেটিভ কারখানা লিঃ নিবন্ধিত হয়। দি কুমিল্লা মোহাজের কো-অপারেটিভ কারখানা লিঃ স্বশাসিত একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান। সমিতির ১৯৫১ সনের নিবন্ধিত উপবিধি (By law) অনুসারে এই সমিতির সদস্যগণের যোগ্যতা নিরূপিত হয়। তখন মোহাজের ও তাঁতিদের মধ্যে সদস্যপদ সীমিত ছিল। কারখানা সূতার ব্যবসা বন্ধ করিয়া কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন গবেষণা কাজে উৎসাহিত হইয়া ৩১/০৫/৬৯ইং সনের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁতিদেরকে সদস্যপদ হতে অব্যাহতি দিয়া তাহাদের শেয়ারের টাকা ফেরত দেওয়া হয়। তদস্থলে কারখানার কর্মচারীদিগকে সদস্যভুক্ত করা হয়। কারখানার উপবিধির ৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সদস্যগণ (মোহাজের ও কর্মচারী) কারখানার শেয়ারহোল্ডার। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দি কুমিল্লা মোহাজের কো-অপারেটিভ কারখানা লিঃ পরিচালিত হয়।

নুনাবাদের মোহাজেরদের তৎকালীন সময়ে নিজেরা পুনর্বাসিত হওয়ার জন্য নিজ উদ্যোগে ১৯৪০ইং সনের দি বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট এর বিধান মতে দি কুমিল্লা মোহাজের কো-অপারেটিভ কারখানা লিঃ গঠিত হয়। সমবায় সমিতি সমূহের সহকারী নিবন্ধক, কুমিল্লা এর অফিসে বিগত ১১/০৬/৫১ ইং তারিখে ৩ (টিপ) নম্বরে দি কুমিল্লা মোহাজের কো-অপারেটিভ কারখানা লিঃ নিবন্ধিত হয়।

কার্যক্রমের বর্ণনা

২০২০খ্রি. সাল পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব সম্পদ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল কিন্তু অনেক কর্মচারী অবসর গ্রহণ করার কারণে সদস্য সংখ্যা কমে যায়। তাহাদের পাওনা বিল, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল, সোনালি ব্যাংকের দেনা পরিশোধ করতে গিয়ে এবং সর্বশেষ মার্চ/২০২০খ্রি. হতে বিশ্বমহামারি করোনা (কোভিড-১৯) এর প্রভাবে চলতি মূলধনের ঘাটতি থাকায় আসল উৎপাদন না হওয়ায় দিনদিন প্রতিষ্ঠানটি আরও রুগ্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থা উত্তরণের জন্য পুঁজি সংকট দূঢ়করণের

ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় সম্পদ বিক্রয় ও নতুন সম্পদ সৃষ্টি করতঃ বাড়তি আয় বৃদ্ধি করে পুঁজি সংকট দৃঢ় করা যেতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণ পুঁজি পাওয়া গেলে উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধি করতঃ একটি শক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান করার প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে। যেহেতু শ্রমিক কর্মচারীদের মালিকানা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ার সরকারের একটি নীতি রয়েছে। সেহেতু বহু পূর্বে এ নীতি অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি যাতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না হয় এই জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

হাতে নেওয়া প্রস্তাবিত প্রকল্প

পল্লী এলাকায় কৃষি প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি হস্তান্তর প্রকল্প অত্র কারখানা কর্তৃক পল্লী এলাকায় কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। পল্লী এলাকায় কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং কুমিল্লা সমবায় কারখানা কর্তৃক উদ্ভাবিত আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে পল্লী দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কৃষি/অকৃষি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে পল্লী এলাকার দরিদ্র শিক্ষিত বেকার যুবকদের উন্নত কৃষি এবং অকৃষি যন্ত্রপাতি সার্ভিসিং বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কুমিল্লা সমবায় কারখানার উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতি ১২(বার)টি প্রদর্শনী কেন্দ্র ও সার্ভিসিং কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

বিগত দিনে এই প্রতিষ্ঠানটির বহু সাফল্য রয়েছে। যেমন-

- কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।
- কলের লাঙলের প্রচলন দেশে প্রথম এই কারখানা হতে শুরু হয়।
- গভীর নলকূপ ও অন্যান্য সেচের যন্ত্রপাতি প্রবর্তন এই প্রতিষ্ঠান হতে শুরু হয়।
- ধান ও গম মাড়াই ক্ষেত্রে পদচালিত ও যন্ত্রচালিত মাড়াই যন্ত্র এই কারখানা হতে উদ্ভাবন হয়েছে।

তাছাড়া আরও রয়েছে

নিড়ানী যন্ত্র, ধান ও গম পরিষ্কার করার যন্ত্র, ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, তেলের ঘানি মেশিন, ধানের মাড়াই যন্ত্র, প্যাডেল থেচার, ওপেন ড্রাম পাওয়ার থেচার (বিভিন্ন সাইজের), পাওয়ার থেচার (বিভিন্ন মডেল), হস্ত চালিত ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, ইঞ্জিন/মটর চালিত ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, উইডার (জাপান মডেল), উইডার (বি মডেল), উইনোয়ার (বি মডেল ঝাড়াই যন্ত্র), বীজ ছিটানো যন্ত্র, রিপার মেশিন(ধান কাটার যন্ত্র), ঢেঁকির পাম্প (বিভিন্ন সাইজের), হ্যান্ড হো,বীজ বপন যন্ত্র, মার্কার, পোটার হুইল, লাঙল (বিভিন্ন সাইজের), ব্যান্ড পাইপ (বিভিন্ন সাইজের), ড্রাম সিডার, খড় কাটার মেশিন, বীজ শোধন মিক্সচার মেশিন, পেনিয়ন (বিভিন্ন সাইজের), মুরগির খাদ্যের মিক্সচার মেশিন, হাড্ডি ভাঙ্গার মেশিন, মাছের খাদ্য তৈরির মেশিন, কোদাল, ট্রলি, রোডাবেটর (ট্রাক্টরের পিছনের লাঙল), লাঙল, টিউবওয়েল, মাটির মিক্সচার মেশিন ও ইঞ্জিন চালিত পাটের লওয়ার মেশিন ইত্যাদি।

ট্রাক্টর সংযোজন প্রকল্প : কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণে সদাশয় সরকারের নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যুক্তরাজ্য পণ্য অনুদান চুক্তির আওতায় যুক্তরাজ্যের ম্যাশিফারগুশান কোম্পানি থেকে অনুমোদিত ৪০০ ট্রাক্টরের মধ্যে প্রথম চালানে আমদানিকৃত ১৫২টি বিযুক্ত ট্রাক্টর ও একটি ল্যান্ড রোভার মোবাইল ওয়ার্কশপ চট্টগ্রাম বন্দর হতে ছাড় করে সংযোজনান্তে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে স্বল্প মুনাফায় প্রতিটি বাজার দরের চেয়ে প্রায় ৫০,০০০ টাকা কম দরে দেশের কৃষক ও সমবায়ী/ক্রেতা সাধারণকে সরবরাহ করা হয়েছে। একটি প্রাথমিক হয়েও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সাফল্যজনকভাবে ১৫২টি ট্রাক্টর সংযোজন ও বাজারজাত সম্পন্ন করা বিরল দৃষ্টান্ত বলে গণ্য।

ইত্যবছরে ট্রাক্টরের মূল্য ম্যাসি কোম্পানি বৃদ্ধি করায় এবং পাউন্ডের মূল্য বৃদ্ধি, ১৫% ভ্যাট আরোপিত হওয়ার কারণে পুনরায় অবশিষ্ট ট্রাক্টরগুলো আমদানি করা সম্ভব হয় নাই।

এ প্রকল্পের ভালো নিট মুনাফা হয়েছে এবং এ প্রকল্পটি সাফল্যজনকভাবে সম্পাদনের মধ্য দিয়ে অত্র সমবায় প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে এবং স্বল্প মুনাফায় ট্রাক্টর সরবরাহের মাধ্যমে দেশে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। সদাশয় সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেলে পুনরায় ট্রাক্টর আমদানি ও বাজারজাত করা হবে।

প্রশিক্ষণ

অনেক বেকার যুবকদেরকে অত্র প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের আয়ের পথ দেখিয়েছে। বর্তমানে তারা নিজস্ব ছোট কারখানা স্থাপন করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষিত যুবকরা কলের লাঙলসহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি চালিয়ে এবং পরিচালনা করিয়ে অর্থ উপর্জন করছে। এতে কৃষকগণ কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ও তা ব্যবহারের উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসমস্ত যন্ত্রপাতি প্রয়োগে যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া এ কারখানায় প্রশিক্ষণ পেয়ে বহু কর্মচারী দেশের আনাচে কানাছে কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ওয়ার্কশপ স্থাপন করেছে। অনেক কর্মচারী বিদেশে চাকরি নিয়েছে। এতে তাদের মাধ্যমে অর্জিত বিপুল অঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা দেশের অর্থনৈতিক ভিত অনেক শক্তিশালী করেছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত সমবায় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অন্যতম উপায় হওয়াতে তিনি সাংবিধানিকভাবে এদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সমবায় সেক্টরকে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

কুমিল্লা তথা সারাদেশের কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে দি কুমিল্লা কো-অপারেটিভ কারখানা লিমিটেড। যেকোনো যন্ত্রপাতির মডেল পেলেই অনেক কম খরচে হুবহু কপি তৈরি করার সক্ষমতা এখনো দি কুমিল্লা কো-অপারেটিভ কারখানা লিমিটেড এর রয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল বিগত দশকে বাংলাদেশ সরকার ভারত ও চীন হতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানি করে ভর্তুকি মূল্যে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করছেন। অথচ উক্ত ভর্তুকির অর্থ দ্বারাই দি কুমিল্লা কো-অপারেটিভ কারখানা লিমিটেড অনুরূপ কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি করে কৃষি বিভাগের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সরবরাহ করতে পারত। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হত। দি কুমিল্লা কো-অপারেটিভ কারখানা লিমিটেড এর রেনোভেশন বা বিএমআরআই এর মাধ্যমে কারখানার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন।

দি কুমিল্লা কো-অপারেটিভ কারখানা লিঃ এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকার লক্ষ্যে সকলের সর্বপ্রকার সহযোগিতা কাম্য।



নিবন্ধন নং : ৪৩
তারিখ : ০৯/০৩/১৯৮৩ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা : ৭৫১ জন।
শেয়ার মূলধন : ৪০,৩২,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ২,৮৬,০০,০০০ টাকা
সম্পদ : ১০১ শতাংশ জমি

দুর্গারামপুর আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : বাঞ্ছারামপুর
জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলাধীন "দুর্গারামপুর আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ" বিগত ০৯/০৩/১৯৮৩ খ্রি. সনে প্রতিষ্ঠিত। যার নিবন্ধন নং ৪৩, তারিখ: ০৯/০৩/১৯৮৩ খ্রি.। সংশোধিত নিবন্ধন নং ২৮, তারিখ: ০৭/০৩/১৯৯৫ খ্রি.,সংশোধিত নিবন্ধন নং ০২, তারিখ: ০৬/০৩/২০০৬ খ্রি.। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি সমিতিটি অত্যন্ত সুনামের সহিত সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সমিতির সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭৫১ জন। সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার মূলধন বাবদ আদায়ের পরিমাণ ৪০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা এবং সঞ্চয় আমানত বাবদ আদায়ের পরিমাণ ২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। সমিতির নিজস্ব জমির পরিমাণ ১০১ শতাংশ। জমির মূল্য ৩.৫ কোটি টাকা। সমিতির নিজস্ব জায়গায় দ্বিতল বিশিষ্ট বিরাট অফিস বিল্ডিং রয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য ৮০ লক্ষ টাকা। উক্ত অফিসের পাশে বড় একটি গুদাম ঘর নির্মিত হয়েছে এবং গুদাম ঘরের পাশে গাড়ি পার্কিং এর জন্য সুবিশাল গ্যারেজ ভাড়া রয়েছে। উক্ত গ্যারেজে বহু ট্রাক, সিএনজি, অটোরিক্সা, মাইক্রোবাস নিয়মিতভাবে গ্যারেজ ব্যবহার করছে, যার আনুমানিক মূল্য ৩০ লক্ষ টাকা। নিজস্ব অফিস ভবনের দু'তলা সমিতির অফিস ভবন এবং নিচ তলা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া দেয়া আছে।

সমিতির কার্যক্রম

সমিতিটি জীবনবীমা খাতে ২,০০০ টাকা, পুকুরে মৎস্যচাষ খাতে ২ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা, বনায়ন খাতে ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা, সদস্যদের মধ্যে ঋণ বাবদ ১ কোটি ৮৭ হাজার টাকা, ব্যাংকে এএফডিআর বাবদ ১ কোটি ৮ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। যা সমিতির নিট লাভ অর্জনে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতিটি নিয়মিতভাবে সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত আদায় করে সমিতির মূলধন বৃদ্ধি করে আসছে এবং সদস্যদেরকে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে সহজ শর্তে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন ট্রেডে ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রদান করে আসছে। তাছাড়া সমিতিটি বিভিন্ন খাতে সদস্যসহ এলাকার জনগণকে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সমিতি স্বল্প খরচে কৃষকদেরকে সেচ সুবিধা দিয়ে আসছে। এ খাতে সমিতি ৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ব্যয় করে এবং ৫ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা আয় করেছে। এর ফলে সমিতির সদস্যগণ যেমন কৃষি উৎপাদনে অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সহজে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিকাজ করতে সক্ষম হয়েছে, সেই সাথে সমিতিটিও আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। তাছাড়া সমিতি প্রান্তিক কৃষকদের নিকট হতে ন্যায্যমূল্যে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার চাল ক্রয় করে সমিতির সদস্যসহ এলাকার সাধারণ জনগণের মধ্যে উক্ত চাল কমদামে অর্থাৎ ৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকায় বিক্রি করেছে। ফলে এখাতে সমিতিটি ১৮ হাজার টাকা ভর্তুকি প্রদান করেছে। যার ফলে

সমিতির সদস্যসহ এলাকার জনগণ সমিতির এমন মহৎ কাজের প্রশংসা করেছে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

কীভাবে সফল হলো

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব আবুল হাসেম সাহেব ও বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমিতির কার্যক্রম দিনদিন উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। সমিতির ব্যবস্থাপনায় সমবায় সমিতি আইন, ২০০১,(সংশোধিত,২০০২ ও ২০১৩) ও সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এবং উপ-আইনের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালনে যথেষ্ট সচেষ্ট রয়েছে। তাছাড়া অত্র সমিতিটি ২০১৮ ও ২০১৯ সালে জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতির ২০১৭-২০১৮ সালের নিট লাভের পরিমাণ ৪,৭৫,৩০৮ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জীভূত লাভের পরিমাণ ৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। ২০১৭-২০১৮ সালে উক্ত লাভ হতে সদস্যদের মধ্যে শেয়ারে উপর ৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা লভ্যাংশ বণ্টন করেছে এবং সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা মুনাফা প্রদান করেছে। সমিতিটি বিগত ২০১৭-২০১৮ সালের অডিট প্রতিবেদনের আলোকে দেখা যায় সমিতির নিট লাভ হয়েছে ৪,৭৫,৩০৮ টাকা। উক্ত নিট লাভের ভিত্তিতে ২০১৮-২০১৯ সালে অডিট ফি বাবদ ১০,০০০ টাকা এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ ১৪,২৫৯ টাকা ধার্য করা হয়েছে। ধার্যকৃত অডিট ফি এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিল সরকারি কোষাগারে যথাসময়ে যথাযথভাবে জমা প্রদান করা হয়েছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতিটি বিগত বছরগুলোতে নিয়মিতভাবে বার্ষিক বিধিবদ্ধ অডিট করে আসছেন। অডিটে কোনো প্রকার অনিয়ম বা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বড় ধরনের কোনো ভুল হয়নি বা সমিতির স্বার্থ বিরোধী কোনো কাজ করেন নাই মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে।

ব্যাংক ও অন্যান্য

সমিতির নামে ৪টি ব্যাংক হিসাব খোলা রয়েছে। উক্ত হিসেবের মাধ্যমে অধিকাংশ





লেনেদেন পরিচালনা করে আসছে। সমিতির নামে একটি স্থায়ী হিসাব খোলা আছে। উক্ত হিসেবে এএফডিআর বাবদ ১ কোটি ৮ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত বিনিয়োগ হতে প্রতি বছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মুনাফা অর্জন করে আসছে।

আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ভূমিকা

অত্র সমিতিতে ১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে। তাছাড়া সমিতির মাধ্যমে ১৫০ জনের স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ সালে সমিতির সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

পরিশেষে সমিতির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।



নিবন্ধন নং ০৩/খাগড়া
তারিখ : ১১/০৪/১৯৮৫ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৪৮২ জন
শেয়ার মূলধন : ৫,৭৬,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ২৪,২৭,৯৯০ টাকা
ব্যাংক জমা : ৭,৯২,২২২ টাকা।
ক্রয়কৃত জমি : ৬৮,৮৬,৩১৪ টাকা
যানবাহন : ১,১৯,৩৬,৩৮৫ টাকা

খাগড়াছড়ি সড়ক পরিবহন চালক সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : খাগড়াছড়ি সদর
জেলা : খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

একসময় খাগড়াছড়িতে যোগাযোগের মূল ব্যবস্থা ছিল চাঁদের গাড়ি। চাঁদের গাড়ি ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা একসময় ছিল না। ভালো ও নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাত করা যেত না। ফলে কৃষকরা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হতো। এসময় প্রয়োজন দেখা দেয় নির্ভরযোগ্য ও সংগঠিত পরিবহন ব্যবস্থার। তেমনি একসময়ে কিছু সমমনা পরিবহন চালক একত্রিত হয়ে ১৯৮৫ সালে খাগড়াছড়ি সড়ক পরিবহন চালক সমবায় সমিতি লিঃ গঠন করে। সমিতির মূল বিনিয়োগ হলো পরিবহন ব্যবসা ও জমি ক্রয়। ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সদস্যদের চেষ্টা ও সহযোগিতায় তারা পরিবহনের সংখ্যা দিনদিন বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একসময় সমিতি ভাড়া করা পরিবহন দিয়ে কাজ শুরু করলেও বর্তমানে সমিতির নিজস্ব অর্থে ক্রয়কৃত ৬টি ট্রাক রয়েছে। এ সমিতি নিবন্ধিত হবার পর থেকে সমবায় আইন, বিধিমালা ও সমিতির উপ আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করে ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচন, সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা সহ অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করে আসছে। নিয়মিত শেয়ার ও মাসিক সঞ্চয় আদায় অব্যাহত রয়েছে। প্রতি বছর সমিতি বিশাল আয়োজন করে বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করে। সভায় জেলার বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। সমিতিতে বিভিন্ন পর্যায়ে ২৫ জন কর্মচারী কর্মরত আছে। সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে দেরে বেতন ভাতাদি প্রদান করা হয়। এছাড়া সমিতি তার সদস্যদের কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ যেমন, মোটরযান মেরামত,ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, নিরাপদ সড়ক, সামাজিক বনায়ন প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। সমিতির আপদকালীন তহবিল ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রতি বছর শিক্ষা খাত,জরুরি চিকিৎসা খাতে,মসজিদ মন্দিরে দান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যয় করে থাকে।

খাগড়াছড়ির দুর্গম পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালাতে গিয়ে অনেক চালক প্রাণ হারায়। ক্ষতিগ্রস্ত এসব পরিবারের সদস্যদের সমিতির পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। বর্তমানে খাগড়াছড়ির বিভিন্ন অস্থিরতা ও প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে এ সমিতি এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠাকালীন সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০১ জন হলেও বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪৮২ জন। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংখ্যা ৯ জন। কমিটির প্রতিটি সদস্যই দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপনে এ সমিতির সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। জাতীয় সমবায় দিবস পালনে সমিতির সভাপতি, সম্পাদক সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে।

বর্তমানে এ সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫,৭৬,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের ২৪,২৭,৯৯০ টাকা, ব্যাংক জমা ৭,৯২,২২২ টাকা। সমিতির ক্রয়কৃত জমির মূল্য বর্তমানে ৬৮,৮৬,৩১৪ টাকা এবং যানবাহনের মূল্য ১,১৯,৩৬,৩৮৫ টাকা। ২০১৮-'১৯ অর্থবছরে সমিতির নিট লাভের পরিমাণ ৮,০৯,৮৭১ টাকা (২০১৮-১৯ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী)। খাগড়াছড়ি সড়ক পরিবহন চালক সমবায় সমিতি লিঃ পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্থায়নে



খাগড়াছড়ি গেইট সংলগ্ন সমিতির অফিস ভবন নির্মাণাধীন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে মাটিরাংগা উপজেলায় সমবায় মার্কেট নির্মাণকাজ শেষ করে বাণিজ্যিকভাবে দোকান চালু করা হয়েছে। এছাড়া গুইমারা উপজেলার জালিয়াপাড়া এলাকায় ১২ শতক জায়গা ও দীঘিনালায় ২০ শতক জমি রয়েছে।

বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মহীন ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের মাঝে গত ০৬/০৪/২০২০ খ্রি. তারিখে জনপ্রতি এক হাজার টাকা করে ৪৬৮ জনকে মোট চার লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা নগদ অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও সমিতির ২০০ জন সদস্যের মাঝে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ ও তেল বিতরণ করা হয়। যার মূল্য ছিল এক লক্ষ টাকা।

দুস্থ, গরিব ও অসহায় পরিবহন চালকদের কল্যাণে কাজ করে যাওয়া এ সমিতি ১৯৯২ সালে জেলা ভিত্তিক ও ১৯৯৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার লাভ করে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এ সমিতি একটি আদর্শ সমিতি হিসেবে বিবেচিত হবে।







নিবন্ধন নং ১৩৮(লক্ষ্মী)
তারিখ : ০৯/১০/২০০৬ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : মোট ১,১৪৪ জন
শেয়ার মূলধন : ২,০০,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৮,৩২,৭১২ টাকা
সেচ প্রকল্পে বিনিয়োগ : ১২,৪৮,৫৮৪ টাকা
সম্পদ : ১৩ শতাংশ জমি

অগ্রণী গন্ধব্যপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : সদর
জেলা : লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত মান্দারী,দিঘলী ও কুশাখালী ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নসমূহের ৫টি গ্রাম যথা: গন্ধব্যপুর, দুর্গাপুর, নিশ্চিন্তপুর, ছিলাদি ও কাঁঠালী গ্রামের মধ্যে রয়েছে বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠগুলো সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সেচ/জলের অভাবে অনাবাদি ছিল দীর্ঘকাল। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের সরাসরি হস্তক্ষেপে ও তত্ত্বাবধানে এবং সমবায় বিভাগের সহযোগিতায় এ অঞ্চলে গড়ে তোলা হয় "অগ্রণী গন্ধব্যপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ" নামে একটি সমবায় সমিতি। সমিতির কার্যকরী এলাকার সকল শ্রেণি ও পেশার জনগণ সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন। আলোচ্য সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো বাঁধ, স্লুইসগেইট, পাইপ লাইন, ড্রেন ও খাল খনন ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে অব্যবহৃত পানিকে কাজে লাগিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, মৎস্যচাষ ও বনায়নসহ জনহিতকর কার্য সম্পাদন করা। এছাড়াও সমিতির সদস্যগণকে পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহযোগিতা করা।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আলোচ্য "অগ্রণী গন্ধব্যপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ" জেলা সমবায় কর্মকর্তা, লক্ষ্মীপুর মহোদয়ের ০৯/১০/২০০৬ খ্রি. তারিখে ১৩৮(লক্ষ্মী) নং সংখ্যায় নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

আলোচ্য সমিতির ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সদস্য সংখ্যা ১,১৪৪ জন। তন্মধ্যে পুরুষ সদস্য ৭৫৮ জন এবং মহিলা সদস্য ৩৮৬ জন। সমিতি এলাকার নারী ও পুরুষ সদস্যদের অবাধ সদস্যপদ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের স্বাবলম্বীকরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা দেয়া,প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে সমবায় আদর্শ ও নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করা, সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান ও স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ঋণ কার্যক্রম পরিচালন করা, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, লাভজনক ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগসহ সর্বোপরি সমিতির আর্থিক মেরুদণ্ড সুদৃঢ় করা তথা সমিতির সদস্যদের আর্থিক সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা। তাছাড়া সমিতির এলাকায় এলজিইডি কর্তৃক বাঁধ/স্লুইসগেইট/পাইপ লাইন ড্রেন/ খননকৃত খাল ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণে অংশগ্রহণ এবং নির্মাণ শেষে দায়িত্বভার গ্রহণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, সেচ এলাকা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়াও সদস্যগণকে সমবায় আদর্শ ও নীতির বিষয়ে পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা, কর্মসংস্থান,কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, মৎস্যচাষ, বনায়নসহ জনহিতকর কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমিতির উদ্দেশ্য সাধন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমিতির এলাকায় সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষকদের কৃষিকাজে সহায়তা করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সমিতির নিজস্ব ও ধারকৃত মূলধন থেকে সমিতির সদস্যদের মাঝে লাভবিহীন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সমিতির সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। দরিদ্র সদস্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। সমিতির কার্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিষয়ে সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এভাবেই সমিতির মাধ্যমে ঐ এলাকার জনগণের উন্নয়ন ঘটেছে,যা দৃশ্যমান।

কেস স্টাডি

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা, নিষ্ঠা,একগ্রতা ও সমবায়ী মানসিকতার কারণে সমবায় সমিতি আইন/০১(সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) ও বিধিমালা/০৪ এর আলোকে যথাযথভাবে মাসিক সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা (প্রয়োজন মতে) ও বার্ষিক অডিট সম্পাদনসহ অন্যান্য কার্যাদি যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়ে আসছে। আলোচ্য সমিতি কার্যকরী এলাকার মধ্যে বাঁধ, স্লুইসগেইট, পাইপ লাইন, ড্রেন ও খাল খনন ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, মৎস্যচাষ ও বনায়নসহ জনহিতকর কার্য সম্পাদন করে আসছে। এছাড়াও সমিতির সদস্যগণকে পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহযোগিতা করে আসছে। সকল সদস্যদের নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, জেন্ডার ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, আয়বর্ধকমূলক কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও অগ্রগামী সদস্যদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে।

কীভাবে সফল হলো

আলোচ্য সমিতির মাধ্যমে সদস্যদেরকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশুপালন, মৎস্যচাষ, সেলাই, কুটিরশিল্প ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা হচ্ছে। সমিতির মাধ্যমে এলাকায় কৃষি উৎপাদন ও মৎস্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ২,০০,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৮,৩২,৭১২ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৩৩,৫৪৭ টাকা, ঋণ পাওনার পরিমাণ ১,২৬,২৮৪ টাকা। সমিতির স্থাবর সম্পত্তি ১৩ শতক,সম্পত্তির ক্রয় মূল্য ৫৩,৭৭৭ টাকা, আসবাবপত্রের মূল্য ৪৩,৭১৭ টাকা, সেচ প্রকল্পে বিনিয়োগ ১২,৪৮,৫৮৪ টাকা।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ

সমিতির ক্রমোন্নতি ধারা অব্যাহত রেখে প্রতি আর্থিক বছর লাভবান হয়ে থাকে। সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে আবণ্টন পূর্ববর্তী নিট লাভ হতে অডিট সেস,ভ্যাট ও সমবায় উন্নয়ন তহবিলে ধার্যকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট খাতে পরিশোধ করে থাকেন এবং অন্যান্য তহবিলে বণ্টনের পর বণ্টন পরবর্তী নিট লাভ থেকে সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ করে থাকেন। বিগত অডিট বর্ষে সদস্যদের মাঝে ৬০,০০০ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

আলোচ্য সমিতি নিবন্ধন লাভের পর থেকে প্রতি বছর ৩০ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে বার্ষিক বিধিবদ্ধ অডিট সম্পাদন করে থাকেন। বর্তমান অডিট কালীন সময় পর্যন্ত তহবিল তছরূপের মতো ঘটনা পরিলক্ষিত হয়নি।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সমিতির আর্থিক কার্যক্রম ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সমিতির নামে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, মান্দারী বাজার শাখায় একটি হিসাব খোলা আছে।



আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতির যাবতীয় আয় থেকে অর্থ ব্যয় করা হয়। এটি সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান।

- উক্ত সমিতির সভাপতি ২০১২ খ্রি. সনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়।
- নিবন্ধক কর্তৃক ধার্যকৃত সমবায় উন্নয়নের তহবিলের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করে থাকেন।
- নিবন্ধক কর্তৃক ধার্যকৃত অডিট ফি ও ভ্যাট যথাসময়ে পরিশোধ করে থাকেন।
- সমিতির নামে ১৩ শতাংশ জমির ভূমি উন্নয়ন কর যথাসময়ে পরিশোধ করে থাকেন।
- সমিতির অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন পরিশোধ করে থাকেন।
- সমিতির পোষ্য সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে থাকেন।
- সমিতির পরিচালনার অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় করে থাকেন।

অন্যান্য তথ্য

সমিতির নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা গ্রাম : গন্ধব্যপুর,পো হিরামন বাজার, উপজেলা : লক্ষ্মীপুর সদর, জেলা : লক্ষ্মীপুর। সমিতির নিবন্ধনকালীন সভাপতি জনাব নিজাম উদ্দিন ফারুকী সমিতির অফিস ঘর নির্মাণে জন্য ১৩০ নং গন্ধব্যপুর মৌজায় ৫৫৮ নং খতিয়ানভুক্ত ২৯০১/২৯০২/২৯৫০/২৯৫২ দাগের অন্দরে মোট ১০ শতক জমি সমিতিকে দান করেন। যার দলিল নং ৭৬৬৭,তাং-২৯/০৭/২০১৭ খ্রি.। তাছাড়াও একই মৌজায় ভিপি ১৩৫৯ নং খতিয়ানভুক্ত ৬১৪২/৬১৪৩/৬১১৮ নং দাগের অন্দরে ৩ শতক জমির বায়না চুক্তি করা হয়। বর্তমানে সমিতির মোট সম্পদেও পরিমাণ ১৩ শতক। উক্ত জমির মধ্যে আংশিক জমির উপর এলজিইডি কর্তৃক প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি টিনসেড ভবন নির্মাণ করা হয়-যা সমিতির অফিস ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উপসংহার

সমিতির মাধ্যমে সমিতির এলাকার জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২ হাজার পরিবার উপকৃত হয়েছে। সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমবায় দপ্তর হতে নিবিড় তদারকির মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এ ধরনের সমবায় সমিতেতে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক মেরুদণ্ড আরো শক্তিশালী করবে বলে আশা করি।



নিবন্ধন নং ১৩ (নোয়া)
তারিখ : ০৩/০৪/১৯৮৯ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১,০৪৩ জন
কর্মসংস্থান : ৬ জন
শেয়ার মূলধন : ২,০১,৭১,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ২,০২,৫৭,৪৬৫ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৪,৭১,৩২,৫৭১ টাকা।
সম্পদ : ৬ শতক জমি

বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

জেলা : নোয়াখালী
উপজেলা : কোম্পানিগঞ্জ

নোয়াখালী জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী একটি উপজেলা কোম্পানিগঞ্জ। স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে জানা যে, ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করত; নদীপথে কোম্পানিগঞ্জের সাথে কলকাতার যোগাযোগ ছিল। জানা যায় যে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির নামে নামকরণ হয় কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার নাম। কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার প্রাণকেন্দ্র হলো বসুরহাট। নোয়াখালী জেলার ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র চৌমুহনীর পরে বসুরহাটের স্থান। কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার মানুষ ঐতিহ্যগতভাবে ধনী। অত্র উপজেলায় বসবাস করে অনেক ব্যবসায়ী, প্রবাসী, জ্ঞানীগুণী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। যাদের মধ্যে অন্যতম হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সড়ক ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এম.পি এবং সাবেক আইন মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ ,এম.পি।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় দেশ পুনর্গঠনের কাজ। ১৯৭৫ খ্রি. এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এরপর দেশের বিভিন্ন স্থানে তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য। বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক হানাহানি, মারামারির ফলে দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করার পরিবেশ বিনষ্ট হয়। এমন পরিস্থিতির স্বীকার হন বসুরহাটের ব্যবসায়ীগণ। ঐ সময়ে বসুরহাট বাজারের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক কর্মসূচি ও পাল্টা কর্মসূচির দ্বারা ভাঙচুরের শিকার হয়। ফলে অনেক ব্যবসায়ী নিঃস্ব হয়ে ব্যবসা বাণিজ্য গুটিয়ে বাজার ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। এমতাবস্থায় বসুরহাট বাজারের ব্যবসায়ীগণ একদিন জমায়েত হয় এ পরিস্থিতি হতে কীভাবে উত্তরণ ঘটানো যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য। সভায় বিভিন্ন ব্যক্তি সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন প্রস্তাব করে, পরে সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেয় সমবায় সমিতি গঠন করার। ১৯৮৬ সালে বসুরহাট বাজারে যাত্রা শুরু করে বসুরহাট ব্যবসায়ী সমিতি। ০৩/০৪/১৯৮৯ খ্রি. তারিখে ১৩ (নোয়া) নিবন্ধন সংখ্যায় বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ সমবায় বিভাগের নিবন্ধন লাভ করে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কতকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি নিবন্ধন লাভ করে। উক্ত সমবায় সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি করা।
- সমবায় ভিত্তিতে সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলধন সংগ্রহ ও সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি করা।
- মিতব্যয়িতা সঞ্চয় জমা এবং শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন করা।
- সভ্যদিগকে ঋণ দাদন করার জন্য মূলধন সংগ্রহ করা।
- কারবারের মুনাফা অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে জমি,গৃহাদি কারখানা বা অন্য কোনো

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা, বন্দোবস্ত লওয়া বা অন্য কোনো প্রকারে সংগ্রহ করা। উক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ সর্বদা সচেষ্ট।

সমিতির কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর বসুরহাট বাজারের প্রাণকেন্দ্রে ক্রয়কৃত ৩ শতক, বন্দোবস্তকৃত ৩ শতক জমি রয়েছে। উক্ত জমিতে পাকা ভবন ও টিনসেড ঘর রয়েছে। বর্ণিত জমির দালিলিক মূল্য ১০ লক্ষ টাকা কিন্তু বাজার মূল্য বর্তমানে প্রায় ২ কোটি টাকা। সমিতির টিনসেড ঘর ভেঙে পাকা শপিং কমপ্লেক্স করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ব্যবস্থাপনা

এ সমিতিতে নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন, বার্ষিক বিধিবদ্ধ অডিট যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ব্যাংক হিসাব পরিচালনা

এ সমিতির নামে বর্তমানে ৩টি ব্যাংক হিসাব রয়েছে। সকল লেনদেন ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সমিতির নামে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত জনতা ব্যাংক লিঃ বসুরহাট শাখায় ১,৪৯,৬০৬ টাকা, ন্যাশানাল ব্যাংক লিঃ বসুরহাট শাখায় ৩৩,১০৩ টাকা এবং স্ট্যান্ডাড ব্যাংক লিঃ বসুরহাট শাখায় ৪১,৪৫,২১০ জমা রয়েছে।

সদস্য সংখ্যা ও নির্বাচন সংক্রান্ত

উক্ত সমিতির সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ১০৪৩ জন। বসুরহাট পৌরসভার মেয়র জনাব আব্দুল কাদের মির্জা, উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব সাহাব উদ্দিন, সাবেক মেয়র ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যানসহ বসুরহাটের প্রভাবশালী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উক্ত সমবায় সমিতির সদস্য। প্রতি তিন বছর অন্তর উক্ত সমবায় সমিতির জাঁকজমকভাবে পূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমিতির নির্বাচনে সদস্যরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এবং কয়েক হাজার উৎসুক জনতা বাজারে জমায়েত হয় নির্বাচন প্রত্যক্ষ করার জন্য। নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দের পর সমস্ত বাজার ও আশপাশের এলাকা পোস্টার, ফেস্টুনে ভর্তি হয়ে যায়। এ নির্বাচনের জৌলস একটি পৌরসভার নির্বাচনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। নির্বাচনে ভোটাররা প্রার্থীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতাকে প্রাধান্য দেয়।

মূলধন

বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর শেয়ার মূলধন ২,০১,৭১,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ২,০২,৫৭,৪৬৫ টাকা এবং কার্যকরী মূলধন ৪,৭১,৩২,৫৭১ টাকা। ২০১৮-১৯ খ্রি. উক্ত সমবায় সমিতির নিট লাভ ৮,৬৪,৫৩৭ টাকা। প্রায় পৌনে ৫ কোটি টাকা মূলধন থাকায় বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর আর্থিক অবস্থান সুসংহত। সমিতির সঞ্চয়ের বিপরীতে তারল্য ২০%-২৫% নিয়মিত থাকে। ভালো মূলধন থাকার ফলে সমিতি চক্রাকারে বছরে সাড়ে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকার ঋণ কার্যক্রম করে। ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৮৫%। প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভার পর সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়।

সভা সংক্রান্ত

বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা প্রতি মাসে ২ বার অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া প্রতি বছর বিধিবদ্ধ অডিট সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভা করার পূর্বে সাধারণ সদস্যদের মাঝে নোটিশ জারি করা হয় এবং এলাকায় ব্যাপক মাইকিং করা হয়। ফলে বার্ষিক সাধারণ সভায় ৯০-৯৫% সদস্য যোগদান করে। বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের উল্লেখযোগ্য ভালো কাজের জন্য পুরস্কার প্রদান করে সদস্যদের উৎসাহ প্রদান করা হয়।

কর্মচারী সংক্রান্ত

বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর বেতনভুক্ত ৬ জন কর্মচারী রয়েছে। কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ প্রতি বছর গড়ে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সমিতির কর্মচারীগণ যথেষ্ট দক্ষ ও পেশাদার। কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ তহবিলের ব্যবস্থা আছে। সমিতিতে হিসাবসংক্রান্ত কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়।

সামাজিক কর্মকাণ্ড

বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় চেম্বার অব কমার্স এর ভূমিকা পালন করে। ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি হিসেবে বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে। বসুরহাট বাজারের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিবাদ মীমাংসা করা বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর অন্যতম সফল কাজ। উক্ত সমিতি নিবন্ধনের পর থেকে বসুরহাট বাজারে ব্যবসায়ীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংঘাত হয়নি। সংঘাত মীমাংসা করার জন্য বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ সালিশ উপকমিটি রয়েছে। সমিতির কর্ম এলাকায় দুস্থ, অসহায় গরিব লোকদের নানারকম আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। অসহায় গরিব লোকদের মেয়ের বিয়েতে সাহায্য প্রদান, চিকিৎসা সাহায্য প্রদান করা হয়। গরীর ছেলেমেয়েদের লেখা পড়ার জন্য বইপত্র প্রদান, পরীক্ষার ফি প্রদান করা হয়। দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সমিতির উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম করে থাকে।

বর্তমানে কোভিড-১৯ করোনা মহামারি কালে বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ নিজস্ব তহবিল হতে এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সহযোগিতায় ব্যাপক ত্রাণ বিতরণ করে। করোনা মহামারিতে লকডাউন চলা কালে লকডাউন বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা প্রশাসনের সাথে বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ ব্যাপক কার্যক্রম চালায়। বর্তমানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ বসুরহাট বাজারে (No mask No service) স্লোগানে নিয়মিত মনিটরিং করে।

কাজের স্বীকৃতি

বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ড কোম্পানিগঞ্জ উপজেলায় সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। সমিতির কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯১ খ্রি. এবং ১৯৯৭ খ্রি. এ বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ জাতীয় সমবায় পুরস্কার লাভ করে।



নিবন্ধন নং : ৭৬০
তারিখ : ১০-১০-১৯১৭ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩,০৮১ জন
কর্মসংস্থান : ৬ জন
শেয়ার মূলধন : ৩,৮৪,৫৭০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩,০০,০৩,১৪২ টাকা
স্থায়ী আমানত : ২২,৬৪,৬৮৪ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৬,৬৩,৫২,২৬২ টাকা
সম্পদ : ৯৩ শতক জমি

কধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

থানা : বোয়ালখালী
জেলা : চট্টগ্রাম

ইংরেজিতে একটি কথা আছে "Man lives in deeds, not in years" অর্থাৎ মানুষ তার কাজের মাধ্যমে বেঁচে থাকে, বয়সের মাধ্যমে নয়। "কধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ " প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যাঁদের নিরলস চেষ্টা ও ত্যাগ ছিল তারা কেহই ইহ জগতে বেঁচে নেই। কিন্তু তাদের কাজের ফলস্বরূপ এই কো-অপারেটিভ সোসাইটি আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এবং বর্তমান প্রজন্ম তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত কধুরখীল গ্রামের সর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে কধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড অবস্থিত। এই সমবায় প্রতিষ্ঠানের অংশীদার কধুরখীল গ্রামেরই ১৬২৯ জন গরিব, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত অধিবাসী হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়সহ সকল ধর্মমতের সম্মিলনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করেছে এই সমবায় প্রতিষ্ঠান।

কধুরখীল এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করে গ্রামেরই কিছু সমাজহিতৈষী ব্যক্তি ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠা করেন কধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দক্ষ পরিচালনা ও সমিতির সদস্য এবং এলাকাবাসীর আন্তরিক চেষ্টার ফলে এই প্রতিষ্ঠান এখন শতায়ুপ্রাপ্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস, দেশ-বিভাগ, বিভিন্ন সময়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাষা আন্দোলন, পাক-ভারত যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ, বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি সোসাইটির কার্যক্রমকে সময়ে-সময়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যাহত করলেও সম্পূর্ণভাবে থামিয়ে দিতে পারেনি। সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান সম্মুখ দিকে এগিয়েছে আপন গতিতে, চলতে চলতে পদার্পণ করেছে শতবর্ষে।

যাদের হাত ধরে গোড়াপত্তন

ব্রিটিশ শাসকদের নির্যাতন ও বঞ্চনার অন্যতম সহযোগী স্থানীয় মহাজনদের চড়া সুদের ঋণের ফাঁদে বন্দি জনগোষ্ঠীকে উদ্ধার করতে এবং গ্রামের হতদরিদ্র দুঃখী মেহনতি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে কধুরখীল ঐতিহ্যবাহী পরিবারের কয়েকজন স্বনামধন্য জনকল্যাণকামী পরমহিতৈষী সমবায়ী ব্যাক্তিবর্গ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার মানসে ১৯১৭ খ্রি. সালে প্রথম "কদুরখীল কো-অপারেটিভ ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা করেন। সূচনালগ্নে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব প্রয়াত বিধু ভূষণ চৌধুরী, প্রয়াত শচীরাম চৌধুরী, প্রয়াত সুরেন্দ্র লাল দাস, প্রয়াত গগন চন্দ্র দাস, প্রয়াত যোগেশ চন্দ্র দত্ত, প্রয়াত বঙ্কিম চন্দ্র আইচ, প্রয়াত তারাচরণ পারিয়াল, প্রয়াত অনুকূল চন্দ্র দাস, প্রয়াত ভগবতী প্রসন্ন চৌধুরী, প্রয়াত হেমচন্দ্র চৌধুরী, প্রয়াত উমেশ চন্দ্র দত্ত, প্রয়াত মনিন্দ্র লাল দাস, প্রয়াত রাশমোহন দাস, প্রয়াত বিপিন বিহারী দাস এবং প্রয়াত রোহিনী রঞ্জন মজুমদার প্রমুখ। আজও কধুরখীল এলাকার জনসাধারণ উপরোক্ত পুণ্যবান ব্যক্তিদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে, মানসপটে তাঁরা চিরঞ্জীব-চির অম্লান।



সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

এলাকাবাসীর আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করা। সদস্যদের ক্ষুদ্র সম্পদ সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে মূলধন গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার করে সদস্যদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। সদস্যদের সংগঠিত করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং সমবায়ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা। এলাকার ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার মহান ব্রতে সহায়তা প্রদান করা। এছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো হল নিম্নরূপ :

- সদস্যদের মধ্যে স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন করা।
- সদস্যদের সঞ্চয় দ্বারা গঠিত তহবিল সদস্যদের প্রয়োজনে উন্নয়ন খাতে ঋণ হিসেবে বিতরণ করে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা।
- সদস্যদেরকে সমবায় নীতি ও আদর্শ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা।
- জনকল্যাণে গৃহায়ন প্রকল্প, গৃহ মেরামত প্রকল্প, ব্যবসা পরিচালনা, হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্যচাষ, কৃষি খাত, গাড়ি ক্রয়, গরু ছাগল পালন, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন প্রভৃতি বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- সমবায়ের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে বেগবান বা গতিশীল করা।

মহৎ উদ্যোগ

এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পরপরই উদ্যোক্তা সদস্যগণ ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি এ সমবায় সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে সেই ঋণের টাকা দিয়ে কধুরখীল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক প্রয়াত বিধুভূষণ চৌধুরীর নেতৃত্বে সীতাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। যা প্রাথমিক পর্যায়ে জুনিয়র হাইস্কুল ছিল। সেটাকেই পরবর্তীকালে হাইস্কুলে রূপান্তরিত করে নাম দেয়া হয় কধুরখীল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এছাড়াও সমবায় মিলনায়তন প্রাঙ্গণে ২০০৯ সালে নির্মিত হয় শহীদ মিনার। নান্দনিক কারুকাজ সমন্বিত শহীদ মিনারটি একনজর দেখতে বিভিন্ন এলাকার মানুষ এখনো ছুটে আসে।

আর্থিক কার্যক্রম

দায় ও দেনা : প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সদস্যদের কাছ থেকে শেয়ার আদায়, বিভিন্ন আমানত আদায় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সমিতির পুঁজি গঠন করা হয়। এছাড়াও সমিতির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আয় সমিতির পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সমিতির সদস্যদের সঞ্চয় জমাদানে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তি নিজে এবং পারিবারিকভাবে লাভবান হওয়া বিভিন্ন সঞ্চয় আমানত প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় সঞ্চিত পুঁজি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বৃহৎ মূলধন সৃষ্টি করে। ২০১৮-২০১৯ খ্রি. অর্থবছরের অডিট প্রতিবেদন অনুযায়ী সমিতির কার্যকরী মূলধন ৬,৬৩,৫২,২৬২ টাকা। সমিতি তার স্বকীয়তা নিয়ে যুগের পর যুগ দেশের ও সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে। যা অন্যান্য সমবায় সমিতির জন্য অনুকরণীয়। পুঁজি গঠনে উল্লেখযোগ্য খাতগুলো নিম্নরূপ :

রেকরিং ডেপোজিট : ১,৪৪,৬০,৬০২ টাকা
শিশু ডেপোজিট : ২,৫৭,৮১২ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ২৩,৮০,৯৩১ টাকা
দাতব্য তহবিল : ২,২৯,৭৬৮ টাকা
ভবন তহবিল : ২,৪৫,১২২ টাকা
শিক্ষা তহবিল : ১,৪৫,৬৬৯ টাকা
অনাদায়ী ঋণ তহবিল : ৩,৬৩,০২৭ টাকা

সম্পদ ও পাওনা

সমিতির একটি নিজস্ব দোতালা অফিস ভবন আছে। এই অফিস ভবনের নাম "সমবায় নিকেতন"। সমিতির ক্রয়কৃত জায়গার পরিমাণ ৯৩ শতক। এছাড়া উৎপাদনমুখী কার্যক্রম করার জন্য সদস্যদের ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ট্রেডগুলো হল কৃষিঋণ, খামার ঋণ, মৎস্যচাষ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ এবং পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ঋণ। সমিতির সম্পদ ও বিনিয়োগের বিবরণ নিম্নরূপ : ব্যাংকে স্থায়ী আমানত জমা ৪,৭৫,৪৬,০৬৩ টাকা, কর্জ পাওনা ৪৩,৩১,৭৬০ টাকা, ভূমির মূল্য ৬৫,১০,০০০ টাকা, ভবনের মূল্য ৪,৭৮,৮১৮ টাকা, ব্যাংকে জমা ৭৩,২৫,০৪৫ টাকা।

কর্মসংস্থান

সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমানে মোট ৬ জন কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কাজের ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বীকৃতি

"কধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" ১৯৯১ খ্রি. সালে সমবায়ের মাধ্যমে দেশ গঠনের তৎপরতায় প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ শ্রেণিতে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করে।

সেবামূলক কার্যক্রম

শিক্ষা বৃত্তি, স্মৃতি পুরস্কার, প্রতিবন্ধী ভাতা, লিফলেট বিতরণ।

পরিশেষে, মহাকালের গর্ভ থেকে প্রাপ্ত এই আয়ুকালে সোসাইটির কার্যক্রম হয়েছে শতধারায় বিস্তৃত। পরিবর্তনের বন্ধুর পথ পেরিয়ে, বর্তমান সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলে বাস্তব জগতে এখনো সগৌরবে টিকে আছে কধুরখীল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।



নিবন্ধন নং : ১২/ডি
তারিখ : ১৯১৮
সদস্য সংখ্যা : ৯২৭ জন।
কর্মসংস্থান : ৪ জন
স্বকর্মসংস্থান : ৫২৩ জন
শেয়ার মূলধন : ১৭,১৩,৯৬০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩,২১,৭২,৯৯৮ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১১,৮৪,০৪,৮৫৪ টাকা
সম্পদ : ৩৬.৫০ শতক জমি

দি বাগোয়ান কোয়েপাড়া আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাংক

উপজেলা : রাউজান
জেলা : চট্টগ্রাম

সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা নদী বিধৌত বাংলাদেশের লুসাই কন্যা কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত চট্টগ্রাম জেলাধীন রাউজান উপজেলার অন্তর্গত সবুজে ঘেরা একটি গ্রাম "কোয়েপাড়া"। ব্রিটিশের কঠোর শাসনে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, দলিত, হতাশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে মহাজনেরা চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে শোষণ করত। ফাঁদে ফেলে অসহায়ত্বের সুযোগে জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলত যাতে গরিব মানুষগুলো তাদের প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য হয়। এমন পরিস্থিতিতে গ্রামের হতদরিদ্র দুঃখী মেহনতি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে কোয়েপাড়ার ঐতিহ্যবাহী পরিবারের কয়েকজন স্বনামধন্য জনকল্যাণকামী পরমহিতৈষী সমবায়ী ব্যক্তিত্ববর্গ গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত চাষি, মজুর, খেটে খাওয়া নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনগণকে মহাজনদের চড়া সুদের কবল থেকে মুক্তি দিতে এবং তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার মানসে ১৯১৮খ্রি. সালে প্রথম "দি বাগোয়ান কোয়েপাড়া আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের সূচনালগ্নে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম পুণ্যবান ব্যক্তিত্ব মরহুম আহছাব উদ্দিন চৌধুরী, স্বর্গীয় বিনয় কুমার সেন, মরহুম মতিয়র রহমান, স্বর্গীয় মাধব চন্দ্র সেন, স্বর্গীয় নারায়ণ প্রসাদ দাশ, মরহুম আমিলুল হক প্রমুখ।

উদ্দেশ্য

"দি বাগোয়ান কোয়েপাড়া আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাংক" এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্রিত করে তা সদস্যদের মাঝে ঋণ প্রদান ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। এই উদ্দেশ্যেকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিকে লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের সম্মিলিত প্রচেষ্টা হলেও, এ সমবায় সমিতি শুরু থেকে অর্জিত মুনাফার সিংহভাগ দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা ও নিপীড়িত দীন-দরিদ্র জনতার সেবায় উৎসর্গ করার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

নিবন্ধন ও নামকরণ

উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলনের সূচনালগ্নে ১৯১৮ সালে "দি বাগোয়ান কোয়েপাড়া আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাংক" নামে ১২/ডি হিসেবে নিবন্ধন লাভ করে। ২০০৮খ্রি. সনে এই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে "দি বাগোয়ান কোয়েপাড়া কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" হিসেবে নামকরণ করা হয়। এই নামকরণে এবং এই প্রতিষ্ঠানকে সফল সমিতি হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাবার নেপথ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি শ্রম, মেধা, সময় ও দক্ষতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তিনি হচ্ছেন বর্তমান সভাপতি আনসারুল আলম চৌধুরী। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি সোসাইটি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিনিয়োগ

এই সমবায় সমিতি নামে ৩৬.৫০ শতক

জায়গা রয়েছে। উক্ত জায়গার ৭ শতক জমির উপর নিজস্ব মূলধন দিয়ে একটি পাকা দালান নির্মাণ করা হয়েছে। ৩০/০৬/২০১৯খ্রি. তারিখে অডিট প্রতিবেদন মোতাবেক সমিতির ভবনের মূল্য ৬৫,০০,০০০ টাকা এবং জমি ও দালানের মূল্য ১৭,৩১৭,০০ টাকা।

আর্থিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯ খ্রি. সনের অডিট প্রতিবেদন মোতাবেক সমিতির সদস্য সংখ্যা ৯২৭ জন। অপরদিকে ২০১৮-২০১৯ খ্রি. সনের দেনা পাওনার হিসাব অনুযায়ী সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ১৭,১৩,৯৬০ টাকা, সদস্যদের সঞ্চয় আমানত জমা ৩,২১,৭২,৯৯৮ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৯,২৩,১২৩ টাকা, কুঋণ তহবিল ৫,৯৩,০৬৩ টাকা, ব্যাংক হিসেবের মধ্যে সঞ্চয়ী হিসেবে জমা ১,৩৩,১৭,৯৮৩ টাকা, ব্যাংকে স্থায়ী আমানত জমা ৭,৯৫,০০,০০০ টাকা, কর্জ পাওনা ১,০৪,০১,২৭০ টাকা। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন ১১,৮৪,০৪,৮৫৪ টাকা। অনেক বাধা বিপত্তি পার করে আজ এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভূমিতে মার্কেট নির্মাণসহ দ্বিতল পাকা ভবন নির্মাণের কাজ সম্পাদন করেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চিত পুঁজি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ব্যাপক মূলধন সৃষ্টি করে। এই সমিতি গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে মাইলফলক হিসেবে আজ চিহ্নিত-যা সমবায় বিভাগের গর্বের, গৌরবের এবং সম্মানের।

সামাজিক কার্যক্রম

এ সমিতি বিভিন্ন সময় গরিব মেধাবীদের শিক্ষা বৃত্তি, গরিব মেয়ের বিয়ের অনুদান প্রদান করে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় করোনা মহামারিতে কর্মহীন হয়ে পড়া গরিব সদস্যদের মাঝে বিগত ১২/০৪/২০২০খ্রি. তারিখে ৩০০ প্যাকেট ত্রাণ বিতরণ করেন যার মধ্যে ছিল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন চাউল, আলু, তেল, চিনি, ডাল, ছোলা, পিঁয়াজ, সাবান।

ঐতিহ্য

চট্টগ্রামে প্রাথমিক সমবায় সমিতির মধ্যে যে কয়টি সমবায় সমিতি অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারণ করে অদ্যাবধি টিকে আছে তার মধ্যে "দি বাগোয়ান কোয়েপাড়া কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" একটি। এটি সমবায়ের মূল দর্শনের ধারক হিসেবে একটি মডেল সমিতি। সমিতি তার স্বকীয়তা নিয়ে যুগের পর যুগ দেশের ও সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে। যা অন্যান্য সমবায় সমিতির জন্য অনুকরণীয়।

সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে অনেক সমবায় সমিতি হারিয়ে গেলেও দৃঢ়ভাবে টিকে আছে সমিতিটি। সবুজ পত্র পল্লবে ভরা বুড়ো অথচ তারুণ্যের জৌলুসে পরিপূর্ণ এক বটগাছ হয়ে "দি বাগোয়ান কোয়েপাড়া কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে শত বছর শেষে।





নিবন্ধন নং -১১৫
তারিখ : ২২/০২/২০১৫ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৬০৪ জন
কর্মসংস্থান : ৬ জন
শেয়ার : ১৫,৯৫,২০০
সঞ্চয় আমানত : ১৭,৬৮,০৩৫ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৫৩,৪৭,৬৮৯ টাকা

চান্বি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : লোহাগাড়া
জেলা : চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার সর্বদক্ষিণে চুনতি ইউনিয়ন। উপজেলার সদর থেকে চুনতির দূরত্ব প্রায় ৫ কিলোমিটার। ১৯২৭ সালে ইউনিয়নটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নটির আয়তন ৬১.২২ বর্গকিলোমিটার। এই ইউনিয়নের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে চান্বি খাল। চুনতি কেবল একটি জনপদ নয়, একটি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান। এটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণে এক শিল্পিত মোহনা। ঐতিহাসিক চুনতি ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম পানত্রিশা। এর আয়তন ৯ বর্গ কিলোমিটার। চুনতি ফারাঙ্গা সড়কের পশ্চিম দিকে দেড় কিলোমিটার আঁকাবাঁকা পথ পেরুলেই দেখা যায় পানত্রিশার চান্বি রবার ড্যাম। ফারাঙ্গা সড়ক থেকে ঢোকার সময় চোখে পড়বে চান্বি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যালয়।

সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য - সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ :

- কৃষিজ পণ্য ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও মিতব্যয়িতার শিক্ষা দেয়া।
- সদস্যদের সঞ্চয় দ্বারা গঠিত তহবিল সদস্যদের প্রয়োজনে উন্নয়ন খাতে ঋণ হিসেবে বিতরণ করে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা।
- সদস্যদের মধ্যে স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন করা।
- সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে সহযোগিতা করা।
- সদস্যদেরকে সমবায় নীতি ও আদর্শ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা।
- জনকল্যাণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- সমবায়ের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে বেগবান বা গতিশীল করা।
- মানব সম্পদ উন্নয়নে যুবক-যুবতিদেরকে মানবীয় গুণাবলির অধিকারী ও সমবায়ী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

এলাকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য পূর্বে চান্বি খালে আড়াআড়িভাবে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রেখে চাষাবাদ করা হয়। তখন পানত্রিশা, ফারাঙ্গা ও নারিশ্চার কিছু জমি মিলে প্রায় ২০০ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা হতো। ১৯৯৮ সালে চুনতির তৎকালীন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পানত্রিশার এলাকার চান্বি খালে একটি রাবার ড্যাম নির্মাণ ও রাবার ড্যামকে ঘিরে একটি পর্যটন এলাকা সৃষ্টির উদ্যোগ নেন। ঐ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহকারী সামরিক সচিব (পরবর্তীতে সামরিক সচিব) মেজর জেনারেল মিয়া মোঃ জয়নুল আবেদীন বীর বিক্রম, পিএসসি'র প্রচেষ্টায় রাবার ড্যাম প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির করা হয়। ২০১৫ সালে রাবার ড্যাম প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হয় এবং একই সালে এলাকার ২০ জন কৃষক নিয়ে গঠিত হয় "চান্বি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ"। ২০১৮-২০১৯ খ্রি. এর অডিট প্রতিবেদন অনুযায়ী সদস্য সংখ্যা



৬০৪ জন। এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের অধীনে ৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উত্তর-দক্ষিণে ২৫ মিটার দৈর্ঘ্যের রাবার ড্যামের বাঁধ দিয়ে এটি নির্মিত হয়। ২০১৮ সালের ২০ জানুয়ারি এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের পর হতে রারার ড্যামের মাধ্যমে চাম্বি খালের জমানো পানি দিয়ে পানত্রিশা, ফারাঙ্গা ও নারিশচার প্রায় ৫০০ হেক্টর জমিতে চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

রাবার ড্যামের জমানো পানি উজানে প্রায় ২ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যদিকে চাম্বি খালের দুইপাশ সবুজে ঘেরা। যতদূর চোখ যায়, শুধু দেখা যায় সবুজ আর সবুজ। দর্শনার্থীদের জন্য রাবার ড্যামের আশেপাশে উঁচু নিচু পাহাড় ও টিলায় এ সমিতি কর্তৃক নির্মাণ করা হয়েছে বড় বড় ছাতা, বসার বেঞ্চ, উন্মুক্ত গোল ঘর এবং ৬টি কটেজ। রাবার ড্যামের বাঁধের উপর মনোরম একটি ফুট ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। চাম্বি লেকে রয়েছে ১টি স্পিড বোট, ১টি লাইফ বোট, ১টি রাবার বোট এবং ২টি প্যাডেল বোট। দর্শনার্থীরা লেকে বোট দিয়ে আনন্দ ভ্রমণ করে। রাবার ড্যামের জমানো পানি উজানে সৃষ্টি করেছে আকর্ষণীয় চাম্বি লেক। যার কারণে দর্শনার্থীরা চাম্বি রাবার ড্যামের নাম দিয়েছে "বিউটি অব চাম্বি লেক"। চাম্বি লেক দর্শনার্থীদের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে। বন্ধের দিন ছাড়া প্রতিদিন গড়ে ১০০-১৫০ জন এবং বন্ধের দিনে ৫০০-৬০০ জন দর্শনার্থী চাম্বি লেক পরিদর্শন করেন। রাস্তা সংস্কার এবং রাবার ড্যামের আশেপাশে পর্যটন স্পট সৃষ্টি করায় এটি এ এলাকার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

সমিতির ব্যবস্থাপনায় চাম্বি লেককে আনা হয়েছে মৎস্য প্রকল্পের আওতায়। ২০১৮-২০১৯খ্রি. অর্থবছরে মৎস্য প্রকল্পে ৩,০৩,৩০২ টাকা বিনিয়োগ করে। উক্ত অর্থবছরে মৎস্য প্রকল্প থেকে আয় ৯৬,০০০ টাকা।

সমিতির ঋণ গ্রহীতা সদস্য ও পোষ্যদের কৃষি এবং মৎস্য উৎপাদন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। প্রতি বছর সদস্যদের আমানতের উপর ৮% হারে সুদ প্রদান করা হয় এবং প্রতি বছর গড়ে ১ লক্ষ টাকার অধিক শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। ২০১৮-২০১৯ খ্রি. অর্থবছরে ১০,০০০ টাকা অডিট ফি, ১,৫০০ টাকা ভ্যাট এবং ৪,৯৬০ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিশোধ করা হয়। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায় ৫৩,৪৭,৬৮৯ টাকা। সমিতির আর্থিক অবস্থা (দেনা ও পাওনার পরিমাণ) নিম্নরূপ :

- নিট স্থায়ী সম্পদ : ১৯,২৫,৫৬০ টাকা
- অন্যান্য বিনিয়োগ : ১,০১২,৯৮৮ টাকা
- ঋণ পাওনা : ১৫,১৪,৮৫০ টাকা
- হাওলাত প্রদান : ৯২,৭৩৩ টাকা
- হাতে নগদ : ৩,৩৩৬ টাকা
- ব্যাংক হিসাব (চলতি হিসাব) : ১,৯৮,২২২ টাকা
- ব্যাংক হিসাব (স্থায়ী আমানত হিসাব) : ৬,০০,০০০ টাকা
- সংরক্ষিত তহবিল : ১,৬৮,৫৯৩ টাকা
- কুঋণ তহবিল : ১০৩,৭৬১ টাকা
- কল্যাণ তহবিল : ১,০৩,৭৬১ টাকা
- ক্রমপুঞ্জীভূত বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশ : ৪,৯৪,৯৯৫ টাকা
- হাওলাত দেনা : ৩,০০,২৪৭ টাকা
- সঞ্চয় আমানত : ১৭,৬৮,০৩৫ টাকা
- এককালীন সঞ্চয় আমানত : ১,৯৩,১০০ টাকা
- রিজার্ভ ফান্ড (আদায়কৃত) : ৬,১৫,৭০০ টাকা

সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রম ও চাম্বি লেক পরিচালনার জন্য বর্তমানে মোট ৬ জন কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কাজের ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও চাম্বি লেকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে টিকেটের মাধ্যমে প্রবেশের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে সমিতির আয় বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

কম্পিউটারের মাধ্যমে লেনদেন প্রক্রিয়া করার ফলে তাৎক্ষণিক তথ্যাদি অবগত হওয়া সহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা সহজতর হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক হিসেবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যাদি 'এসএমএস' এর মাধ্যমে সরবরাহ করতঃ সদস্য সেবার মান আরো উন্নত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সমিতি কার্যালয়ে পরিবেশ উন্নতকরণসহ সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের জন্য সমিতির কার্যালয় ও চাম্বি লেক এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন করে সদসদের দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। এলাকার বিভিন্ন দুর্যোগ ও অগ্নিকাণ্ডে সমিতির পক্ষ থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়। সদস্যদের চিকিৎসা সেবা ও গরিব শিক্ষার্থীদের সাহায্য প্রদান করা হয়।

পরিশেষে, সমবায়ের অর্থ এক সাথে বা এক যোগে কাজ করা। সমতার ভিত্তিতে পরস্পরের প্রতি একই নীতিতে মিলিতভাবে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা। সমমনা মানুষ তাদের নিজ নিজ পুঁজি, উপকরণ, শ্রম এবং উদ্যোগ একত্রিত করে নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য একযোগে প্রচেষ্টাই হলো সমবায়। সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের সকল শ্রেণির দরিদ্র জনগোষ্ঠী একত্রিত ও সুসংগঠিত করা সম্ভব। চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি ইউনিয়নের পানত্রিশা এলাকায় রাবার ড্যাম স্থাপন, রাস্তা সংস্কারের ফলে কৃষি, মৎস্য ও পর্যটন খাত দিয়ে " চাম্বি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ" এর সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে।



নিবন্ধন নং : ৩৭
তারিখ : ১৯১৮
সদস্য সংখ্যা : ১৭, ৭১২ জন
কর্মসংস্থান : ৭ জন
শেয়ার মূলধন : ৩২,২৫,২২০ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ২৮,৭৩,২৩৩ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৮,৬০,৮১৫ টাকা
স্থাবর সম্পত্তি :৩৭,২৮,৫২৬ টাকা

ধলঘাট আর্বান সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : পটিয়া
জেলা : চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলাধীন পটিয়া উপজেলার ১০নং ধলঘাট ইউনিয়নে অবস্থিত "ধলঘাট আর্বান সমবায় সমিতি লিঃ"। ১২.৭৬ বর্গ কি.মি. আয়তনের এই ইউনিয়নে জনসংখ্যা ৯,১০৪ জন পুরুষ ও ৮,৬০৮ জন মহিলাসহ মোট ১৭, ৭১২ জন।

ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবের সাথে সম্পর্কিত এই ধলঘাট আর্বান সমবায় সমিতিটি। ব্রিটিশ শাসকদের নির্যাতন ও বঞ্চনার অন্যতম সহযোগী স্থানীয় মহাজনদের চড়া সুদের ঋণের ফাঁদে বন্দি জনগোষ্ঠীকে উদ্ধার করতে এবং গ্রামের হতদরিদ্র দুঃখী মেহনতি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে ধলঘাটের ঐতিহ্যবাহী পরিবারের কয়েকজন স্বনামধন্য জনকল্যাণকামী পরমহিতৈষী সমবায়ী ব্যক্তিত্ববর্গ গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত চাষি, মজুর, খেটে খাওয়া নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনগণকে মহাজনদের চড়া সুদের কবল থেকে মুক্তি দিতে এবং তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার মানসে ১৯১৮খ্রি. সালে প্রথম "ধলঘাট আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের সূচনালগ্নে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম পুর্ণবান ব্যক্তিত্ব স্বর্গীয় পন্ডিত মনমোহন কাননুগো, স্বর্গীয় বিলাস চন্দ্র ঘোষ-উকিল, পল্লী প্রাণ বিপিন চন্দ্র সেন।

উদ্দেশ্য

ধলঘাট আর্বান সমবায় সমিতি লিঃ এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্রিত করে তা সদস্যদের মাঝে ঋণ প্রদান ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। এই উদ্দেশ্যেকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিকে লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের সম্মিলিত প্রচেষ্টার পাশাপাশি এ সমবায় সমিতি শুরু থেকে অর্জিত মুনাফার সিংহভাগ দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা ও নিপীড়িত দীন-দরিদ্র জনতার সেবায় উৎসর্গ করার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

পুঁজি গঠন

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সদস্যদের কাছ থেকে শেয়ার আদায়, আমানত আদায় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সমিতির পুঁজি গঠন করা হয়। এছাড়াও সমিতির মালিকানাধীন দোকানের ভাড়া আদায়, ঋণ প্রকল্পের আয় সমিতির পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চিত পুঁজি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ব্যাপক মূলধন সৃষ্টি করে। বর্তমানে অত্র সমিতির কার্যকরী মূলধন প্রায় ৬,৯৭,৪২,৪৭৭.৮২ টাকা।

স্বীকৃতি

উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলনের সূচনালগ্নে ১৯১৮ সালে "ধলঘাট আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাংক" নামে ৩৭/১৯১৮ হিসেবে নিবন্ধন লাভ করে। ১৯৬২খ্রি. সনে এই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে "ধলঘাট আর্বান সমবায় সমিতি লিঃ" হিসেবে নামকরণ করা হয়। এই নামকরণে এবং এই প্রতিষ্ঠানকে সফল সমিতি হিসেবে এগিয়ে নেওয়ার নেপথ্যে যিনি সবচেষে বেশি শ্রম, মেধা, সময় ও দক্ষতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তিনি হচ্ছেন প্রাক্তন সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্বর্গীয় মহেন্দ্র নাথ দে। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সমবায় বিভাগ কর্তৃক তিনি শ্রেষ্ঠ সমবায়ীর পুরস্কার প্রাপ্ত হন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি সোসাইটি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। তবে এখনও স্থানীয়দের কাছে এ সমিতিটি "ধলঘাট ব্যাংক" নামে সমধিক পরিচিত।

জায়গা ক্রয়

১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সমবায় সমিতিটি মাত্র ০৬(ছয়) বছরের অর্জিত মুনাফা হতে ১৯২৪ সালে ধলঘাট এলাকায় তৎকালীন ২,০০০ টাকায় ২৩ শতক জায়গা ক্রয় করে। সমিতির উক্ত জায়গায় ৩,৮০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ২ তলা ভবন নির্মাণ করে। ভবনের নিচতলায় ৭টি দোকানঘরের ভাড়া প্রাপ্তিতে সমিতি আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। ৩০/০৬/২০১৯খ্রি. তারিখে অডিট প্রতিবেদন মোতাবেক সমিতির স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ৩৭,২৮,৫২৬ টাকা।

আর্থিক কার্যক্রম

২০১৮-২০১৯ খ্রি. সনের অডিট প্রতিবেদন মোতাবেক সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩০৮১ জন। এছাড়াও ২০১৮-২০১৯খ্রি. অর্থবছরে সদস্যদের মাঝে ১,৮০,৭৮৫ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়। সমিতির ক্রমোন্নতির ধারা অব্যাহত রেখে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ৪,০০০ টাকা শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। অনেক বাধা বিপত্তি পার করে আজ এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভূমিতে মার্কেট নির্মাণসহ দ্বিতল পাকা ভবন নির্মাণের কাজ সম্পাদন করেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চিত পুঁজি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ব্যাপক মূলধন সৃষ্টি করে। এই সমিতি গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে মাইলফলক হিসেবে আজ চিহ্নিত-যা সমবায় বিভাগের গর্বের, গৌরবের এবং সম্মানের। সর্বশেষ ২০১৮-২০১৯ খ্রি. সনের উল্লেখযোগ্য দেনা পাওনার হিসাব নিম্নরূপ।

সংরক্ষিত তহবিল ২,৮৭৩,২৩৩ টাকা। কুঋণ তহবিল ১,৪৮৫,৫৬৮টাকা, সমবায় উন্নয়ন তহবিল ৮৫,৩১৪ টাকা, দালান তহবিল ৩,৫৯৬,৪৮২ টাকা, শিক্ষা তহবিল ২,৪৪,৮৬৭ টাকা, দাতব্য তহবিল ৩৬,৩৫৯ টাকা, বৃত্তি তহবিল ২,৫৬,৫৪৪ টাকা, শেয়ার ডিভিডেন্ড তহবিল ৩,৫৩,৩১১টাকা, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ৬,১৯,৮২৪ টাকা, গ্র্যাচুইটি তহবিল ২৪,৫২,০৯০ টাকা, ক্রমপুঞ্জীভূত বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশ ২২,৪২,৩১৮ টাকা, জামানত দেনা কর্মকর্তা/কর্মচারী ২৩,২৫০ টাকা, সভ্য সঞ্চয় আমানত ৩,৯৬,৮২,৬৭১ টাকা, সাধারণ সঞ্চয় আমানত ৮,৬০,৮১৫ টাকা, গ্রামীণ ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রঃ আমানত ৮০,৭১,১৫৫ টাকা, সভ্য ও অপর ব্যক্তির স্থায়ী আমানত ২৩,৮৪,৯৫০ টাকা, কর্মচারী ভবিষ্যৎ তহবিল ৩,৯৯,৮৬৫ টাকা, জমি ও ভবনের মূল্য ৯৯,৭৫৬ টাকা, সঞ্চয় আমানতের সুদ দেনা ৬,১৪,৯৫৯ টাকা, বিবিধ দেনা ৪১,১৪৫ টাকা।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

"ধলঘাট আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাংক" প্রতিষ্ঠার পেছনে আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। সেই মহৎ উদ্দেশ্যটি ছিল ধলঘাট উচ্চ বিদ্যালয়কে আর্থিক সহায়তা করে বিদ্যালয়কে স্বনির্ভর করে তোলা। যতদিন ধলঘাট উচ্চ বিদ্যালয় আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল হতে পারেনি ততদিন "ধলঘাট আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাংক" এই বিদ্যালয়কে অনুদান দিয়ে এসেছে।

উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই ধলঘাট আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাংক "ধলঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ে" অনুদান হিসেবে নগদ ৬২ টাকা দিতে সমর্থ হয়েছিল। মূল্যমান অনুসারে নব স্থাপিত বিদ্যালয়টির জন্য এই অর্থ ছিল বিরাট অনুদান প্রাপ্তি। সৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরবর্তীতেও বিভিন্ন সময়ে পরিচালক পর্ষদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়ে আজ মাথা উঁচু করে বিদ্যালয়টি দাঁড়িয়ে আছে। চট্টগ্রামে প্রাথমিক সমবায় সমিতির মধ্যে যে কয়টি সমবায় সমিতি অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারণ করে অদ্যাবধি টিকে আছে তার মধ্যে "ধলঘাট আর্বান সমবায় সমিতি লিঃ" একটি। এটি সমবায়ের মূল দর্শনের ধারক হিসেবে একটি মডেল সমিতি। সমিতি তার স্বকীয়তা নিয়ে যুগের পর যুগ সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে। যা অন্যান্য সমবায় সমিতির জন্য অনুকরণীয়।

সামাজিক কার্যক্রমে অবদান

গরিব সদস্যদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে অনুদান, সমিতির সদস্যদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্তদেরকে খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করা হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সহযোগিতাসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে সমিতির সদস্যগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন এছাড়াও সদস্যদের কল্যাণার্থে যেকোনো সামাজিক কার্যক্রমে সমিতি পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হয়। স্যানিটেশন, চিকিৎসা সেবা, বৃক্ষরোপণ, কম্পিউটার শিক্ষা, কর্মসংস্থান, অনুদান ও সমবায় শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সদস্যদের সময় সময় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও জাতীয় সমবায় দিবস ও আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালনে সমিতির সদস্যরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে।

সমবায় কার্যক্রম

আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদান, অনুদান প্রদান, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ছাড়াও সমবায় কার্যক্রমে অত্র সমিতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রয়েছে। এই ধলঘাট আর্বান সমবায় সমিতিকে অনুকরণ করে ধলঘাট এলাকায় গড়ে উঠেছে অনেক নতুন নতুন সমবায় সমিতি। ধলঘাট ইউনিয়ন যেন সমবায় কার্যক্রমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এখনও সমিতির সদস্যগণ সমিতি হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। অত্র সমিতিতে ৭ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। সমিতিতে আইন ও বিধি মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির উদ্যোগে জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপনসহ রাষ্ট্রীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ দিবস সমিতির সদস্যদের নিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। অত্র সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ধলঘাট ইউনিয়নের জনগণের জন্য যেন এক উৎসব মুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে।



নিবন্ধন নং : ৭০৫৭
তারিখ : ১৯৮৮
কর্মসংস্থান : ১১ জন
শেয়ার আদায় : ৮০,৯০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৬২,৪১,০০০ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৫৪,১৮,০৮,০৬২ টাকা।
সম্পদ : ০.৯৫ একর জায়গায় ৯তলা মার্কেট

বন্দর নগরী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : পাঁচলাইশ
জেলা : চট্টগ্রাম

বন্দর নগরী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ "দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ" এ স্লোগানকে সামনে রেখে ১৯৮৮ সালে কয়েকজন উদ্যোক্তা সদস্য মিলে পথ চলা শুরু। কর্মতৎপরতা ও সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এটি আজ একটি মডেল সমিতি হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এলাকার মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য সৃষ্টি, পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ, সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্রতা বিমোচন ও সমবায়ের সুনাম বৃদ্ধিতে অনন্য ভূমিকা রাখছে। তৎকালীন উদ্যোক্তা সদস্যরা একত্রিত হয়ে নিজেদেরকে সমবায় আন্দোলনে সামিল হওয়ার মানসে সংগঠিত হয়ে ১৯৮৮ সালে ৭০৫৭ নিবন্ধন সংখ্যায় এ সমিতি সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধন লাভ করে। সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে এলাকায় একটি মার্কেট করার কার্যক্রম শুরু করে, যা বর্তমানে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের অত্যাধুনিক বৃহত্তম মার্কেট।

সমিতির উদ্দেশ্য

সমিতি নিজস্ব মূলধন হতে জায়গা ক্রয় ও ভবন তৈরির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সমিতির মূল লক্ষ্য। এছাড়াও নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলো পূরণকল্পে বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় বিভাগের সহায়তা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

- কার্যএলাকায় আইন ও বিধি অনুযায়ী আমানত গ্রহণ করে যথাযথ খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা।
- সমিতির কার্য এলাকায় উৎপাদনশীল প্রকল্পে/খাতে অর্থায়নের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।
- সমবায় আদর্শ ধারণ করে দেশের অন্যতম প্রধান সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।
- সমিতির কার্যপরিধি বিস্তৃত করার পাশাপাশি নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।
- সদস্যদের উৎকৃষ্ট সেবা প্রদানের মাধ্যমে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা।
- আমানত ও বিনিয়োগের মধ্যে যুক্তি সংগত অনুপাত রক্ষা করে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধি করা।
- প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লেনদেন সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সদস্য সেবার মান উন্নত রাখা।
- দেশের ও সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রমের অংশগ্রহণ বিস্তৃত করা।
- প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্ম পরিবেশ উন্নত রেখে আর্থিকভাবে সন্তুষ্ট রাখার প্রয়াস নেয়া।

মূলধন গঠন

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী মূলধন হচ্ছে ৫৪,১৮,০৮,০৬২.৩৮ টাকা। সদস্যদের থেকে আমানত গ্রহণ, জমি প্রকল্পে আদায়, মার্কেট প্রকল্পে আদায়, ঠিকাদারের আর্নেস্ট মানি, গৃহীত ঋণ, অস্থায়ী ঋণ এবং দোকান ভাড়া অগ্রিম গ্রহণ করে সমিতির মূলধন গঠন করা হয়। সমিতির সদস্যদের হতে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৩০/০৬/২০১৯খ্রি. পর্যন্ত নিম্নরূপ।



শেয়ার আদায় : ৮০,৯০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৬২,৪১,০০০ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল : ১,১৩,৯৪০
জমি প্রকল্পে আদায় : ৬৬,৯৪,৪৮১
মার্কেট প্রকল্পের আদায় : ৪৫,৩৩,৯৫,৯৭৯
সাসপেন্স খাতে দেনা : ৩৩,৮১,২১৩
ঠিকাদারের আর্নেস্ট মানি : ১,০০,০০,০০০
গৃহীত ঋণ : ৪,৩১,১৮,০০৬
অস্থায়ী ঋণ : ৭২,০৬,৮৯৩
দোকান অগ্রিম গ্রহণ : ৮৭,৫০,০০০

জমি ইজারা

অত্র সমিতি হাউজিং এস্টেট হতে মার্কেট নির্মাণের জন্য উল্লিখিত তফশিলের জায়গা ইজারা গ্রহণ করে। জে, এল নং ১০, মৌজা- আগ্রাবাদ, থানা- ডবলমুরিং, জেলা- চট্টগ্রাম, আর. এস. জরিপের ১২৩১ নং খতিয়ানের ১২৩, ১২৬ দাগাদির আন্দর এবং আর এস ৫৯৮ নং খতিয়ানের ১১২/১১৫ ও ১২৫ দাগাদির জি এন্ড এইচ ব্লকের মাঝামাঝি ০.৯৫ একর জমি ইজারা গ্রহণ করে। ২০১৮ - ২০১৯ সনে ইজারাকৃত জায়গার মূল্য ৪১,৪২,৬২৪ টাকা। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নাগরিক সুবিধা সংবলিত মার্কেট নির্মাণের জন্য বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

মার্কেট প্রকল্প

সমিতির নামে ইজারাকৃত ০.৯৫ একর জায়গায় একটি সেমি বেইজমেন্ট ও বেইজমেন্ট ছাড়া ৯ তলা বিশিষ্ট কমার্শিয়াল বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে। মার্কেট প্রকল্পের নকশা বিগত ১০/০২/২০১০খ্রি. তারিখে সিডিএ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কমার্শিয়াল বিল্ডিং নির্মাণের জন্য ০২/০৭/২০০৩ ইং তারিখে ডেল্টা ইঞ্জিনিয়ারস এন্ড কনস্ট্রাকশনের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ৬০০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করার চুক্তি হলেও সময়মতো নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি। সময়মতো নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়ার কারণ হিসেবে জানা যায় সদস্যগণ সময়মতো মার্কেট প্রকল্পে টাকা না দেয়া। পরবর্তীতে বর্তমান কমিটি দায়িত্বগ্রহণের পর হতে বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে বহুলাংশে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পর্যন্ত মার্কেট নির্মাণ প্রকল্পে ৪৪,৮৪,৬১,৯৪৮ টাকা ব্যয় হয়। নকশা অনুযায়ী উক্ত মার্কেটে ৮০০টি দোকান বরাদ্দ দেয়া যাবে তন্মধ্যে ইতোমধ্যে ৬০০টি দোকান সদস্যদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

সভা অনুষ্ঠান

সমবায় আইন ও বিধি অনুসরণ করে সাধারণ সভায় বিগত বছরের হিসাব বিবরণী এবং সম্পূরক বাজেট ও চলমান অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করা হয়। সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাসমূহ সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সমিতির রেকর্ডপত্র অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরে ব্যবস্থাপনা কমিটির বিধি মোতাবেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে সমিতির সদস্যদের মার্কেট প্রকল্পের টাকা আদায়, মার্কেট নির্মাণ, সমিতির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালা, পরিকল্পনা, প্রশাসনিক, ব্যবসায়িক ও জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয় কি না তাও পর্যালোচনা করা হয়।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

কম্পিউটারের মাধ্যমে সমিতির হিসাব সংরক্ষণ করা হচ্ছে। লেনদেন প্রক্রিয়া সহজতর হওয়ার ফলে তাৎক্ষণিক তথ্যাদি অবগত হওয়া সহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা সহজতর হচ্ছে। বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নেয়ার পর সদস্যদের সেবার মান আরো উন্নত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সমিতির কার্যালয়ের পরিবেশ উন্নতকরণসহ সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের জন্য সম্পূর্ণ মার্কেটে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে।

জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম

বন্দর নগরী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে। সমিতি নিজস্ব মূলধন দ্বারা সমিতির কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সমিতির সদস্যগণের কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে যার মধ্যে শিক্ষা বৃত্তি, বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা, অনুদান ইত্যাদি সেবামূলক কার্য্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও জনহিতকর কাজে ভূমিকা রাখছে। সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি যোগ্য ব্যক্তিকে সমিতিতে ভর্তি সহ সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে সমবায় সম্পর্কে আস্থার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য কাজ করে চলেছে। সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং সমিতি সম্পর্কিত হিসাব ও নিরীক্ষা এবং সমবায় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে করোনা মহামারির প্রথম দিকে এলাকার গরিব ১,০০০ জনকে ত্রাণ বিতরণ করেন এলাকার গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ায়।

বর্তমান কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে সমিতির উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। অচিরেই এ সমিতি চট্টগ্রাম শহরের হালিশহর এলাকার মার্কেটটির কাজ সম্পূর্ণ শেষ করে সদস্যদের দোকান বরাদ্দ দিতে পারবে। এতে সদস্যদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে এবং সমিতিটি দেশের একটি মডেল সমিতিতে রূপান্তরিত হবে। ফলে ৮০০টি দোকান মালিক সদস্য ও তাদের পরিবারসহ প্রায় ৪/৫ হাজারের অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।



নিবন্ধন নং : ১৫ (সি)
তারিখ : ২৫/০১/১৯৫৩খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩১৫৪ জন
কর্মসংস্থান : ৫ জন
স্বকর্মসংস্থান : ১০০ জন
শেয়ার আদায় : ৩,৯২,৩৬,১৬০ টাকা
আমানত আদায় : ৩০,৫৭,৩৪,৬৩৪ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৬১,৬৮,৪৯,৩৮৩.৯৩ টাকা
সম্পদ : ৮টি বাস/মাইক্রোবাস

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : কতোয়ালী
জেলা : চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ (চক্রেসো) নামে সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধিত হয়ে সমিতির কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ (চক্রেসো) বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী এবং প্রাচীন কর্মচারী শ্রেণির সমবায় প্রতিষ্ঠান। শুরুতে সমিতির সদস্য সংখ্যা বেশি না হলেও দিনে দিনে তা বাড়তে থাকে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩,১৫৪ জন। সময়ের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষ সদস্যদের স্বার্থে অনেকগুলো প্রকল্প গ্রহণ করে। এসব প্রকল্পের মধ্যে এই পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য হল রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট ফান্ড, ডেথ রিলিফ ফান্ড, পরিবহন, গৃহায়ন প্রকল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্রিত করে তা সদস্যদের মাঝে ঋণ ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। এ উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :

- সদস্যদের সেভিংস ডিপোজিট সুবিধা প্রদান।
- সদস্যদের প্রয়োজনে যথাসাধ্য সুদমুক্ত কর্জ প্রদান।
- রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট প্রদান।
- সদস্যদের মৃত্যুজনিত কারণে ডেথ রিলিফ ফান্ড হতে রিলিফ প্রদান।
- ওয়েলফেয়ার ফান্ডের মাধ্যমে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।
- সদস্যদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, পরামর্শ প্রদান ও সুদবিহীন পুঁজি সরবরাহ।

পুঁজি গঠন

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সদস্যদের কাছ থেকে শেয়ার আদায়, আমানত আদায় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সমিতির পুঁজি গঠন করা হয়। এছাড়াও সমিতির গৃহায়ন প্রকল্প, ঋণ প্রকল্প এবং পরিবহন প্রকল্পের আয় সমিতির পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চিত পুঁজি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ব্যাপক মূলধন সৃষ্টি করে। ২০১৮-২০১৯ খ্রি. অর্থবছরের অডিট প্রতিবেদন অনুযায়ী সমিতির কার্যকরী মূলধন ৬১,৬৮,৪৯,৩৮৩.৯৩ টাকা। এই সমিতি সদস্যদের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে মাইলফলক হিসেবে আজ চিহ্নিত। যা সমবায় বিভাগের গর্বের, গৌরবের এবং সম্মানের। এটি সমবায়ের মূল দর্শনের ধারক হিসেবে একটি মডেল সমিতি। সমিতি তার স্বকীয়তা নিয়ে যুগের পর যুগ দেশের ও সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে। যা অন্যান্য সমবায় সমিতির জন্য অনুকরণীয়। পুঁজি গঠনে উল্লেখযোগ্য খাতগুলো নিম্নরূপ :

শেয়ার আদায় : ৩,৯২,৩৬,১৬০ টাকা।
রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট ফান্ড : ১,৪১,৬২,৩২৭ টাকা।
আরবি ফান্ড সাবসিডি একাউন্ট : ৫০,১২,০২০ টাকা।
ডেথ রিলিফ ফান্ড : ১,০৬,০৩,৬৯২ টাকা।

ওয়েলফেয়ার ফান্ড : ১,৫১,৭১,৩০৯ টাকা।
পরিবহন ফান্ড : ৪৯,৩৯,৪৭৬ টাকা।
আমানত আদায় : ৩০,৫৭,৩৪,৬৩৪ টাকা।
গৃহায়ন ফান্ড : ১৪,৪৪,০২,৯৮৫ টাকা।
চক্রেসো ভূ-সম্পদ : ৯৯,৬১,৪৫০ টাকা।
শেয়ার ফান্ড (রূপগঞ্জ) : ১,৪৫,৬০,০০০ টাকা।

সামাজিক কার্যক্রমে অবদান

সদস্য নয় এমন দরিদ্র জনগণের কল্যাণে পানীয় জলের ব্যবস্থাকরণ, আধুনিক শৌচাগার নির্মাণ, গরিব সদস্যদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে অনুদান, সমিতির সদস্যদের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি, ঝড়/বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্তদেরকে খাদ্য, বস্ত্র, আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করা হয়। যাকাত ফান্ড থেকে অসহায় ও দুস্থদেরকে সাহায্য প্রদান, মসজিদ/মাদ্রাসার উন্নয়নে সাহায্য করা হয়। তাছাড়া দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত চক্রেসোর সদস্যদেরকে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সহযোগিতাসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে সমিতির সদস্যগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া সদস্যদের কল্যাণে যেকোনো সামাজিক কার্যক্রমে সমিতি পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হয়। স্যানিটেশন, চিকিৎসা সেবা, বৃক্ষরোপণ, কম্পিউটার শিক্ষা, আবাসন, কর্মসংস্থান, পরিবহন, যাকাত, অনুদান ও সমবায় শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সদস্যদের সময় সময় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কর্মসংস্থান

সমিতির বিভিন্ন প্রকল্পে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমানে নিম্নোক্ত পদের বিপরীতে মাসিক বেতন ভাতাদি প্রদান করা হয়
নির্বাহী কর্মকর্তা ১ জন, সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা ১ জন, ১৬,৫০০ টাকা, ক্যাশিয়ার ১ জন ১৮,৪৬০ টাকা, পিয়ন কাম নৈশপ্রহরী ২ জন, ১১,০০০ টাকা।

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কাজের ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও নতুন ভবন নির্মাণ করে বাসা ভাড়া আদায় করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সমিতির ক্রয়কৃত জায়গায় ভবন তৈরি করে আরো ১০০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

হিসাব সংরক্ষণে আধুনিকতা

সমিতির সকল আর্থিক কর্মকাণ্ড একটি সফটওয়্যার এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সমিতির অফিস ব্যবস্থাপনায় আধুনিকতা



আনয়নের লক্ষ্যে মোবাইল ফোন, টেলিফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবহারের পাশাপাশি সমিতির অফিস ভবন সম্পূর্ণ সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাছাড়া সমিতির একটি কর্পোরেট সভা কক্ষ ও কমিউনিটি সেন্টার রয়েছে।

আবাসন

চট্টগ্রাম জেলায় যে সকল সমবায় সমিতি সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ অন্যতম। বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীশ্রেণির সমবায়ী প্রতিষ্ঠান। সময়ের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষ সদস্যদের স্বার্থে অনেকগুলো আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করে। এসব প্রকল্পগুলো নিম্নরূপ :
চক্রেসো নগর জমি ১২.৬০ শতক
চক্রেসো কাননের জমি ২০.০০ শতক
৫ম প্রকল্পের দোকানের প্লট ০৪.০০ শতক
চরলক্ষ্যার ২য় প্রকল্পের জমি ১১.০০ শতক
চরলক্ষ্যার ২য় প্রকল্পের জমি ১২০.৫০ শতক
রাজাখালী প্রকল্প ১৩.৫০ শতক
শিকলবাহা প্রকল্প ৬৬.৫৫ শতক
রূপগঞ্জ প্রকল্প ৪.০৭ একর
চরলক্ষ্যা প্রকল্প ৫৬.০০ শতক

পরিবহন

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর সদস্যদের অফিসে যাতায়াতের জন্য পরিবহন প্রকল্প শুরু করে। সমিতির আওতায় চক্রেসো পরিবহনে ১, ২, ৫ ও ৬ নামীয় চারটি, সোসাইটি পরিবহন ৩ ও ৪ নামীয় দুইটি বাস ও ৭নং বাসটি সমিতির প্রাক্তন সম্পাদনক ও চক্রেসোর প্রাণপুরুষ মৃত আবু মোহাম্মদ স্মৃতি শিক্ষা বৃত্তি প্রদানার্থে ক্রয় করা হয়েছে এবং ১টি মাইক্রোবাসসহ মোট ৮টি যানবাহন রয়েছে। তন্মধ্যে ৪টি পরিবহন তহবিল দ্বারা ক্রয়কৃত এবং ৪টি সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে ক্রয়কৃত। সমিতির সদস্যদের অফিসে যাতায়াতের জন্য পরিবহন প্রকল্প গঠন করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যা অনুকরণীয়।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

সমিতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সঞ্চয় মূলধন গঠন ও সঠিক ব্যবহার, সমবায় আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন, বনায়ন, পরিবহন, জমি ক্রয়, প্লট বিক্রয়, শপিং কমপ্লেক্স, কমিউনিটি সেন্টার সুপার সপ ও আবাসন ব্যবসার ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ।

স্বীকৃতি

সমিতিটি তাদের কার্যক্রমের ফসল হিসেবে যথাক্রমে ১৯৮৫ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী, ১৯৮৯ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি, ১৯৯৫ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী, ২০০৩ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী, ২০০৪ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি, ২০১০ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি এবং ২০১১ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে ইতোমধ্যেই পুরস্কৃত হয়েছে। এ সমিতি জাতীয়ভাবে ৭ বার পুরস্কার প্রাপ্ত, যা অন্যান্য সমিতিদেরকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে অনেক সমবায় সমিতি হারিয়ে গেলেও দৃঢ়ভাবে টিকে আছে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ। চট্টগ্রামে প্রাথমিক সমবায় সমিতির মধ্যে যে কয়টি সমবায় সমিতি অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারণ করে অদ্যাবধি টিকে আছে তার মধ্যে "বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" অন্যতম।



নিবন্ধন নং : ৯০৭৪
তারিখ : ১৭/০৫/২০০৭ ইং
সদস্য সংখ্যা : ১,৯৩৪ জন
কর্মসংস্থান : ৬ জন
শেয়ার মূলধন : ২,১৩৪,৩৫০ টাকা
সাধারণ সঞ্চয় : ১৯,৫০০,৪৬৫ টাকা
আপদকালীন সঞ্চয় আমানত : ১,৮৮৯,৯৪৪ টাকা
শিশু সঞ্চয় আমানত : ২,৩৯১,২২৪ টাকা

বাকলিয়া মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

থানা : পাঁচলাইশ
জেলা : চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ থানার বাকলিয়ার বউবাজার একটি জনবহুল এলাকা। এ এলাকায় বিভিন্ন পেশার খেটে খাওয়া মানুষের বসবাস। বাকলিয়া এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে এই সমবায় সমিতি ২০ জন সদস্য নিয়ে প্রথমে কাজ শুরু করে। তখনকার মহিলারা অশিক্ষিত, ঘরকুনো, অসচেতন এবং উপার্জনক্ষম। প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের বয়স্ক শিক্ষা ও আত্মসচেতন মূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রুপে অন্তর্ভুক্তিরির মাধ্যমে সমিতির কর্মকাণ্ড শুরু হয়। ২০০৭ খ্রি. সনে ৬ জনের কমিটি গঠন করে মহিলা সমবায় সমিতি নিবন্ধনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ এলাকার অত্যন্ত অবহেলিত ও নিম্নশ্রেণির মহিলাদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাত্র ২০ জন মহিলা সদস্য নিয়ে সমিতিটি সংগঠিত হয়ে ১৭/০৫/২০০৭ ইং তারিখে ৯০৭৪ সংখ্যায় সমবায় দপ্তর, চট্টগ্রাম হতে নিবন্ধন লাভ করে।

সমিতির উদ্দেশ্য

নিবন্ধিত উপ-বিধিতে বর্ণিত প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে সমবায় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নারী সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা, সমবায় ভিত্তিতে নারী সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করা এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধকরণ। বর্তমানে উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সমিতির কার্যক্রম সন্তোষজনক।

প্রশিক্ষণ

সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তি কালে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায় মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলা হয়। পর্যায়ক্রমে নেতৃত্ব বিষয়ক টিম বিল্ডিং, জেন্ডার উন্নয়ন ও সোস্যাল অ্যানালাইসিস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের আচার আচরণে পরিবর্তন, সমাজে তাদের অবস্থান সহ আত্মসচেতন করা হয়। এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন হিসেবে গড়ে তোলা হয়। বয়স্ক শিক্ষা ও প্রি-স্কুল পরিচালনা করে তাদের এবং তাদের পোষ্যদের শিক্ষামুখী করা হয়। প্রতিটি সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে সদস্য এবং তাদের পোষ্যদের কম্পিউটার, বিউটি পার্লার, টেইলারিং, ব্লক বাটিক, ড্রাইভিং, ফাস্ট ফুড প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলাকার মহিলাদের এবং তাদের পোষ্যদের কর্মমুখী করা হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন অ্যাওয়ার্নেস ট্রেনিং মিশন-ভিশন প্ল্যানিং, ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং এর মাধ্যমে পরিকল্পিত আর্থিক পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করে এলাকায় এই সমিতি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। অত্র সমিতির সদস্যদের বর্তমানে এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকার বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে চামড়াজাত পণ্য তৈরি, ক্রিস্টাল পাথরের ব্যাগ, শোপিস ও জুয়েলারি পণ্য তৈরি, প্রি-স্কুল, স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

সমিতির সদস্য তথা এলাকার অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া ৬,১৫৮ জন মহিলাকে উপরোক্ত বিষয়ে সমিতির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রায় সদস্য ও সদস্যের পোষ্যেরে বেকারত্ব দূর করতঃ এদের স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহীতার সংখ্যা ৩,৪৩০ জন, স্বকর্মসংস্থান ৪২৫ জন।

কর্মসংস্থান

সমিতিতে বর্তমানে ৫ জন স্থায়ীভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে ১ জন প্রি-স্কুল শিক্ষক, ১ জন প্রশিক্ষক সহ মোট ৭ জনের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চুক্তিভিত্তিক ৩ জন প্রশিক্ষক রয়েছে। কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধিমালা পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও পি.এফ ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিভিন্ন উৎপাদনমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতিতে প্রায় ১,১৪২ জন সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

আর্থিক কর্মকাণ্ড

প্রতিটি প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করতঃ তা পর্যালোচনা করে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং সদস্যদের ঋণ দিয়ে থাকে। ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের মধ্যে ৩,৪১২ জন সদস্য ও পোষ্যদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১,৯৩৪ জন। সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২২ লক্ষ টাকা। আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ প্রায় তিন কোটি টাকা। প্রতি বছর সদস্যদের আমানতের উপর ৮% হারে সুদ প্রদান করা হয় এবং প্রতি বছর গড়ে ২ লক্ষ টাকার অধিক শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায় ২.৯ কোটি টাকা।

মোট অস্থায়ী সম্পদ ২৫,৪০০ টাকা।
বিনিয়োগ কালবে এফডিআর বিনিয়োগ ১০,০০,০০০ টাকা।
সমবায় বাজার কনসোটিয়ামে শেয়ার সঞ্চয় ২০,০০০ টাকা।
ঋণ পাওনা ২,৪১,৭০,৭৩২ টাকা।
হাতে নগদ ৯০০ টাকা।
অফিস ভাড়া অগ্রিম প্রদান ১৫,০০০ টাকা।
ব্যাংক হিসাব ৩৩,০৯,৩১২ টাকা।
ব্যাংক হিসাব (গ্র্যাচুইটি ফান্ড) ১,৩৪,০৩০ টাকা।
ব্যাংক হিসাব (প্রভিডেন্ট ফান্ড) ১,৭৩,২১৭ টাকা।





পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ২১,৩৪,৩৫০ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল ৫,৯২,৬৪২ টাকা।
কুঋণ তহবিল ৩,৫২,৬০৮ টাকা।
সমবায় উন্নয়ন তহবিল ১০,৯২২ টাকা।
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তহবিল ১,০৪,৫৫৯ টাকা।
কল্যাণ তহবিল ১৩,৭৮৮ টাকা।
ত্রাণ তহবিল ১৬,৪৫১ টাকা।
ভূমি তহবিল ১,৫০,৯৭৯ টাকা।
চিকিৎসা তহবিল ১৯,৪৭৬ টাকা।
ক্রমপুঞ্জীভূত বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশ ২,২৫,৭১০ টাকা।
নিরাপত্তা তহবিল ১,৬৯,৫৫২ টাকা।
মরণোত্তর তহবিল ৪,৫৮,৩৭৯ টাকা।
কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড দেনা ৩,৪৩,২১৭ টাকা।
কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি দেনা ৪,৬৩,৮৮০ টাকা।
সাধারণ সঞ্চয় ১,৯৫,০০,৪৬৫ টাকা।
আপদকালীন সঞ্চয় আমানত ১৮,৮৯,৯৪৪
শিশু সঞ্চয় আমানত ২৩,৯১,২২৪ টাকা।

সামাজিক কার্যক্রম

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন করে সদসদের দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে অংশগ্রহণে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। এলাকার বিভিন্ন দুর্যোগ ও অগ্নিকাণ্ডে সমিতির পক্ষ থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়। মৃত সদস্যদের মরণোত্তর সেবা ও সাহায্য প্রদান করা হয়। এছাড়াও এলাকার ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য সমিতির একটি প্রকল্প রয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। সমিতির ভবিষ্যৎ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ, সদস্যদের জন্য বাসস্থান, ডে-কেয়ার সেন্টার, আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষুদ্র অথবা মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

স্বীকৃতি

সমিতিটি তাদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৮ সনের জন্য জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ মহিলা সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।

সমিতিটি অত্র এলাকার অবহেলিত ও নিম্ন শ্রেণির মহিলাদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা ও তাদের পৌষ্যদের আর্থিক, সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সমিতিটি কার্যকর ভূমিকা রেখে আসছে।



নিবন্ধন নং -৩৭/১
তারিখ : ১০/১১/২০০৪
সদস্য সংখ্যা : ৬,৫০০ জন
কর্মসংস্থান : ১৬ জন
মোট মূলধন : ৩৪,৭৯,৫২,৪৭৩ টাকা
শেয়ার মূলধন : ৬৪,০১,৪৩৭ টাকা
সম্পদ : ৪৮ শতক জমি

দি কেলিশহর আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : পটিয়া
জেলা : চট্টগ্রাম

শতায়ুর দ্বারপ্রান্তে ঐতিহাসিক "দি কেলিশহর আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" অত্র সমিতি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পটিয়া উপজেলাধীন কেলিশহর ইউনিয়নের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেলিশহর নিবাসী স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব স্বর্গীয় নবীন চন্দ্র মুখার্জীসহ ১৫ জন শিক্ষিত জনকল্যাণকামী পরমহিতৈষী সমবায়ী ব্যাক্তিবর্গ গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত চাষি, মজুর, খেটে খাওয়া নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনগণকে মহাজনদের চড়া সুদের কবল থেকে মুক্তি দিতে এবং তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার মানসে "দি কেলিশহর আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও উদ্যোক্তাগণ আজ ইহলোকে বেঁচে নেই। কিন্তু তাদের কীর্তি চির অম্লান।

প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে শেয়ার মূল্য ছিল ৮ আনা বা ৫০ পয়সা। যুগের পরিক্রমায় এক কক্ষ মাটির ঘরকে পরবর্তীতে সমিতির নিজস্ব জায়গায় মার্কেট কাম তিন তলা ভবনে রূপান্তরিত করা হয়। প্রাথমিকভাবে ১০০ জন সদস্য এবং একজন কর্মচারী নিয়ে এলাকার অসহায় মানুষের সমবায়ী মর্যাদায় প্রতিজনকে ৫ টাকা হিসেবে ঋণ দাদন দেওয়া হয়।

উপআইন সংশোধন পরবর্তী পটভূমি

সমবায় উপবিধি, সমবায় আইন ও বিধির সাথে সমন্বয় করে ২০০৪ সালে উপবিধি পুনরায় সংশোধনের মাধ্যমে ১ কোটি টাকা শেয়ার মূলধন অনুমোদন করা হয়। সংশোধিত নিবন্ধন নং ৩৭/১, তারিখ : ১০/১১/২০০৪। এই সময় হতে মহিলাদের শেয়ার প্রদান, শিক্ষা বৃত্তি চালু, স্বাস্থ্যসেবা চালু, সঞ্চয় প্রকল্প (ডিপিএস) চালু, লাখপতি স্কীম চালু, স্থায়ী আমানত চালু, শিক্ষা, বেকারত্ব, বিবাহ স্কীম চালু করা হয়েছে। প্রত্যেক সদস্যদের সঞ্চয় আমানত আদায়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সদস্যদের সাধারণ ঋণ, মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প ঋণ, দোকান জামানত ঋণ, লাখপতি ডিপোজিট ঋণ, কৃষিঋণ, মৎস্য ঋণ, গৃহনির্মাণ ঋণ, পোল্ট্রি ফার্ম ঋণ, ব্যবসায়িক ঋণ, উচ্চশিক্ষা, বিবাহ, বেকারত্ব দূরীকরণ ঋণ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

উদ্দেশ্য

"দি কেলিশহর আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্রিত করে তা সদস্যদের মাঝে ঋণ প্রদান ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। এই উদ্দেশ্যেকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিকে লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের সম্মিলিত প্রচেষ্টা হলেও এ সমবায় সমিতি শুরু থেকে অর্জিত মুনাফার সিংহভাগ দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা ও নিপীড়িত দীন-দরিদ্র জনতার সেবায় উৎসর্গ করার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যাবলি নিম্নরূপ :

- সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও মিতব্যয়িতার শিক্ষা দেয়া।
- সদস্যদের মধ্যে স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন করা।



- সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে সহযোগিতা করা।
- সদস্যদেরকে সমবায় নীতি ও আদর্শ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা।
- জনকল্যাণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- সমবায়ের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে বেগবান বা গতিশীল করা।
- মানব সম্পদ উন্নয়নে যুবক-যুবতিদেরকে মানবীয় গুণাবলির অধিকারী ও সমবায়ী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

বিনিয়োগ

এই সমবায় সমিতির নামে ৪৮ শতক জায়গা রয়েছে। উক্ত জায়গার ১৪ শতক জমির উপর নিজস্ব মূলধন দিয়ে একটি তিনতলা বিশিষ্ট এবং একটি দ্বিতল বিশিষ্ট দুইটি পাকা দালান নির্মাণ করা হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন পূর্বক সমবায় বিভাগ হতে অনুমতি নিয়ে ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। ৩০/০৬/২০১৯খ্রি. তারিখে অডিট প্রতিবেদন মোতাবেক সমিতির ভবনের মূল্য ১,৩১,২৭,৯৮২ টাকা এবং জমি ও দালানের মূল্য ১২,৫৭,১১৩ টাকা। সমিতির মূল ভবনের তিন তলা বিশিষ্ট নিচ তলায় সমবায় মার্কেট চালু করা হয়েছে। এই মার্কেটে নিচ তলায় ১৮টি দোকান ভাড়া দেয়া হয়েছে। ২য় তলায় অফিস রুম, লাইব্রেরি ও একটি সেমিনার কক্ষ আছে। ৩য় তলায় শিশু কানন বিদ্যাপীঠ, একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ভবনের ছাদের উপর মোবাইল কোম্পানি রবি এবং গ্রামীণের নেটওয়ার্ক টাওয়ার আছে। এছাড়া সমিতির দ্বিতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবনের নিচ তলায় ৬টি এবং ২য় তলায় ৪টি দোকান ভাড়া দেয়া হয়। যা এ সমিতির ব্যবসায়িক কার্যক্রম।

কর্মসংস্থান

প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সমিতির ২টি বহুতল বাণিজ্যিক ভবনে দোকান ও অফিস বরাদ্দের মাধ্যমে মালিক, কর্মচারী ও গ্রাহক হিসেবে বহু সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী হিসেবে মোট ১৬ জন এবং প্রতিটি দোকানে ও অফিসে সর্বসাকুল্যে ৭৫ জনের পূর্ণ কর্মসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। সদস্যদের নিজস্ব দক্ষতায় পরিচালিত ব্যবসায়ে ঋণ হিসেবে পুঁজি সরবরাহ করে বাণিজ্যিক উন্নয়নে অবদান রাখার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সামাজিক কার্যক্রম

এ সমিতি বিভিন্ন সময় গরিব মেধাবীদের শিক্ষা বৃত্তি, গরিব মেয়ের বিয়ে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, চিকিৎসা এবং গরিব সদস্যদের গৃহনির্মাণ খাতে অনুদান প্রদান করে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর "নবীন চন্দ্র মুখার্জী স্মৃতি বৃত্তি পরীক্ষা" শিরোনামে গ্রামের ২০০ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রতিমাসে গ্রামের সদস্যদেরকে নিয়ে ইভটিজিং সচেতনতা, যৌথক বিরোধী কার্যক্রম, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, চাষাবাদ প্রক্রিয়া, মৎস্যচাষ ইত্যাদি বিষয়ে সভা আয়োজন করা হয়। করোনা মহামারিতে কর্মহীন হয়ে পড়া গরিব সদস্যদের মাঝে বিগত ১২/০৪/২০২০খ্রি. তারিখে ৬,০০০ জন সদস্যকে ২০০ টাকা হারে সর্বমোট ১২,০০,০০০ টাকা সদস্যদেরকে অনদুান প্রদান করা হয়। এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের করোনা মোকাবিলায় সামিল হয়ে পটিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে নগদ ১০,০০০ টাকা প্রদান করেন।

সমিতির দায়বদ্ধতা

নিয়মিতভাবে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়মিত রিবেট ও ডিভিডেন্ট সদস্যদের প্রদান করা হয়ে থাকে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সুদক্ষ পরিচালনায় প্রতিমাসে মাসিক সভার মাধ্যমে সমিতি কার্যক্রম তদারকি করা হয়। প্রতিবছর সমবায় বিভাগ কর্তৃক ও অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা কমিটির মাধ্যমে যাবতীয় হিসাব নিরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও সরকারি কোষাগারে অডিট ফি ও ভ্যাট নিয়মিত পরিশোধ করে থাকে। ২০১৮-২০১৯খ্রি. অর্থবছরে সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ ২,১৫,৫০৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

হিসাব রক্ষণে আধুনিকতা

কম্পিউটারে কোডিং পদ্ধতিতে লেনদেন প্রক্রিয়া করার ফলে তাৎক্ষণিক তথ্যাদি অবগত হওয়া সহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা সহজতর হয়। এছাড়া গ্রাহক হিসেবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যাদি 'এসএমএস' এর মাধ্যমে সরবরাহ করতঃ সদস্য সেবার মান আরো উন্নত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সমিতি কার্যালয়ে পরিবেশ উন্নতকরণসহ সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের জন্য সমিতির কার্যালয় ও ২টি ভবনে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

'দি কেলিশহর আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর পঁচানব্বই বছরের আর্থিক চিত্রটি যেন শতবর্ষের উপাখ্যান রূপে ধরা দিয়েছে। শতবর্ষের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ হউক শুধু আগামী সম্ভাবনা গান। কেননা, দি কেলিশহর আর্বান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ' শেয়ার প্রতি ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ লভ্যাংশ বিতরণ করে সভ্যদের বোঝাতে সমর্থ হয়েছে-

আর পিছনে নয়, কেবল সামনে তাকাব
একসাথে চলতে এসেছি একসাথে চলব।



নিবন্ধন নং -
তারিখ : ০১/০২/২০০০ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১৭,০৯৭ জন
কর্মসংস্থান : ৬৫ জন
শেয়ার মূলধন ৭,৩৮,১১,৭৯৫ টাকা
সঞ্চয় আমানত ১৩,০২,৪০,৮৯১ টাকা
কার্যকরী মূলধন ১,৭৩,০২,৪৬,৭৫৮
সম্পদ : ১২৯.৩৩ শতক জমি

দি বুড্ডিস্ট কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : রাউজান
জেলা : চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলাধীন ঐতিহ্যবাহী কদলপুর গ্রামে ১৯৯৭ সালে ২০ জন সদস্য মিলে কদলপুর সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ নামে সমিতির কার্যক্রম শুরু করে ০১/০২/২০০০ খ্রি. তারিখে সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধন লাভ করে। বিগত ২৫/০২/২০০০খ্রি. তারিখে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্‌ব) এর সদস্যপদ লাভ করে। ১৭/০৭/২০১৪খ্রি. তারিখে উপ-আইন সংশোধনের মাধ্যমে সমিতির নাম পরিবর্তন করে "দি বুড্ডিস্ট কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ" রাখা হয়। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, আত্মনির্ভরশীল করা এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার পথে "দি বুড্ডিস্ট কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ" ২৩ বছরে সমিতিকে করেছে ঋদ্ধ, সুসংগঠিত এবং সমৃদ্ধ।

জুন ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৭,০৯৭ জন এবং কার্যকরী মূলধন ১,৭৩,০২,৪৬,৭৫৮ টাকা। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের সূচনালগ্নে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম পুণ্যবান ব্যক্তিত্ব মানবতাবাদী শ্রীমৎ শাসন রক্ষিত ভিক্ষু। তাঁর একক নেতৃত্বে সমিতি বিশাল মূলধন গঠন করতে পেরেছে। এটি সমবায়ের মূল দর্শনের ধারক হিসেবে একটি মডেল সমিতি।

শ্রীমৎ শাসন রক্ষিত ভিক্ষুর অবদান ও সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট

অসাধারণ ধৈর্যশীল ও কষ্টসহিষ্ণু শাসন রক্ষিত পরিণত বয়সে তাঁর চারপাশে দেখতে পান অসংখ্য দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষকে। জীবনের এই নীরব যন্ত্রণাটি যখন গ্রাম্য মহাজনী ব্যবসার বেড়াজালে আরো অসহনীয় পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, তখন ব্যথিত করে বৌদ্ধ ভিক্ষু শাসন রক্ষিত-এর করুনাদ্র ছোট্ট হৃদয়কে।

গ্রাম বাংলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত গ্রাম সমূহের অন্যতম কদলপুর বৌদ্ধ পল্লীটির শত দারিদ্র্য ক্লিষ্ট অসহায় প্রাণে হাহাকারই উদ্বুদ্ধ ও প্রলুব্ধ করেছে তারুণ্য দীপ্ত, দৃঢ় প্রত্যয়ী বৌদ্ধ ভিক্ষু শাসন রক্ষিতকে। তার প্রতিষ্ঠিত দি বুড্ডিস্ট কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ণে দীর্ঘ ২৩ বছরে বাংলাদেশী বৌদ্ধদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে।

এক এক করে চট্টগ্রাম এর অনেক বৌদ্ধ পল্লীর জনসাধারণ এই সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে নিজেরা মিতব্যয়ী ও সঞ্চয় মুখী হয়ে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনে সক্ষমতা লাভ করেছে শাসন রক্ষিত ভিক্ষুর প্রতিষ্ঠিত সঞ্চয় ও ঋণদান শ্রেণির সমবায়ভিত্তিক ক্রেডিট ইউনিয়নটি। এই ক্রেডিট ইউনিয়নে যারা সদস্য হয়েছেন তাদেরকে সঞ্চয়ী ও আত্মনির্ভরশীল হতে শিখিয়েছে, শিখিয়েছে একতাবদ্ধ হয়ে পরস্পর পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সমৃদ্ধ করা এবং সমাজে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা।

সঞ্চয় মানুষের কল্যাণে কত যে উপকারী একটি মাধ্যম সমবায় তার জ্বলন্ত উদাহরণ। স্বল্প সময়ে এই ক্রেডিট ইউনিয়নের মাধ্যমে সদস্যরা শিক্ষা, কৃষি, মৎস্য ও গাভি পালন, জমি ক্রয়, গাড়ি ক্রয়ের মাধ্যমে

আত্মকর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, চিকিৎসা, বাড়ি নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি সাধন, কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমণ এবং কন্যা বিবাহের মত মহৎ মহৎ কার্যে আশাতীত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তাঁর এই নব উদ্যমের সাথে ঘুম ভাঙানি গানে যাদের জাগরণ ঘটেছে ও বোধোদয় হয়েছে তাদের সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করছে "দি বুড্ডিস্ট কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন" লিঃ এর বর্তমান প্রায় দুই যুগের দৃপ্ত অগ্রযাত্রা।

দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সমবায় আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার জন্যে দি বুড্ডিস্ট কো-অপারেটিভি ক্রেডিট ইউনিয়নের মাধ্যমে ভদন্ত শাসন রক্ষিত ভিক্ষুর উদ্যোগে জেলা-উপজেলায় সমবায়ভিত্তিক ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠন চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে নিম্নোল্লিখিত ৮টি সমবায়ভিত্তিক ক্রেডিট ইউনিয়ন করেছেন বিভিন্ন জনপদে।

- রাউজান উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী ক্রেডিট ইউনিয়ন স্থাপিত -২০১০খ্রি.
- সনাতন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন, রাউজান উপজেলা স্থাপিত -২০১৭ খ্রি.
- সুর্যপুর আদিবাসী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন, পাচঁবিবি, জয়পুরহাট- স্থাপিত ২০১৭ খ্রি.
- রাউজান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন স্থাপিত -২০১৮ খ্রি.
- বৈশালী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন, হাটহাজারী উপজেলা স্থাপিত -২০১৮খ্রি.
- মিঠাপুকুর আদিবাসী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন, মিঠাপুকুর, রংপুর স্থাপিত -২০১৮খ্রি.
- নূরপুর বহুমুখী সমবায় সমিতি (ক্রেডিট ইউনিয়ন) জয়পুর হাট সদর উপজেলা-স্থাপিত ২০১৮খ্রি.
- রাঙ্গুনীয়া কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন, রাঙ্গুনীয়া উপজেলা স্থাপিত -২০১৯খ্রি.

সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য

সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও মিতব্যয়িতার শিক্ষা দেয়া।

- সদস্যদের সঞ্চয় দ্বারা গঠিত তহবিল সদস্যদের প্রয়োজনে উন্নয়ন খাতে ঋণ হিসেবে বিতরণ করে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা।
- সদস্যদের মধ্যে স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন করা।
- সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে সহযোগিতা করা।
- সদস্যদেরকে সমবায় নীতি ও আদর্শ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিশু-কিশোরদের মধ্যে সঞ্চয় মনোবৃত্তি গড়ে তোলা।
- জনকল্যাণে গৃহায়ন প্রকল্প, বুড্ডিস্ট ট্যুরিজম প্রকল্প, পরিবহন, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা পরিচালনা, সামাজিক বনায়ন সৃজন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, কৃষি ও গবাদি পশুপালন প্রভৃতি বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- সমবায়ের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে বেগবান বা গতিশীল করা।
- সদস্যগণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ও নায্যমূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে সমবায়ী বিপণি চালু করা।
- পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ ও সদস্যদের মধ্যে চারাগাছ বিতরণ করা।
- জনসাধারণকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় শিক্ষা ও জনসচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- মানব সম্পদ উন্নয়নে যুবক-যুবতিদেরকে মানবীয় গুণাবলির অধিকারী ও সমবায়ী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

মূলধন খাত

টেকসই সমবায় সমিতি গঠনে শেয়ারের বিকল্প নাই। সমিতির অনুমোদিত মূলধন পঞ্চাশ কোটি টাকা যা পাঁচ কোটি শেয়ারে বিভক্ত এবং প্রতি শেয়ারের মূল্য দশ টাকা পক্ষান্তরে সমিতি আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ৭,৩৮,১১,৭৯৫ টাকা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সদস্যদের কাছ থেকে শেয়ার আদায়, বিভিন্ন আমানত আদায় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সমিতির পুঁজি গঠন করা হয়। এছাড়াও সমিতির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আয় সমিতির পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সমিতির সদস্যদের সঞ্চয় জমাদানে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সদস্যদের আয় - সঞ্চয় = ব্যয় অভ্যাসের মাধ্যমে নিজে এবং পারিবারিকভাবে লাভবান হওয়া বিভিন্ন সঞ্চয় আমানত প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় সঞ্চিত পুঁজি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ব্যাপক মূলধন সৃষ্টি করে। ২০১৯-২০২০ খ্রি. অর্থবছরে সমিতির কার্যকরী মূলধন ১,৭৩,০২,৪৬,৭৫৮ টাকা। সমিতি তার স্বকীয়তা নিয়ে যুগের পর যুগ দেশের ও সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে। যা অন্যান্য সমবায় সমিতির জন্য অনুকরণীয়। পুঁজি গঠনে উল্লেখযোগ্য খাতগুলো নিম্নরূপ :

সংরক্ষিত তহবিল : ৫১,০৯,৩৮৩ টাকা, কুঋণ তহবিল : ৪৩,৮৮,৫১৯ টাকা, শিশু কিশোর সঞ্চয় আমানত ২,০৯,৪৪,৪৪৫ টাকা, বিপিএস সঞ্চয় আমানত ২৬,০১,৭৩,০০০ টাকা, দ্বীগুণ সঞ্চয় আমানত ৫৪,৩০,৩৪,০০০ টাকা, ত্রৈমাসিক সঞ্চয় আমানত ৩২,১০,০০,০০০, উদ্যোক্তা সঞ্চয় আমানত ২৪,৪৯,৭৯১ টাকা, উৎসব সঞ্চয় আমানত ২৪,৪৯,৭৯১ টাকা, হাউজিং সঞ্চয় আমানত ৫৫,৭৭,০৮৪ টাকা, মাসিক সেভিংস প্লাস ৪,৫৮,৫০,০০০ টাকা, সদস্য স্থায়ী আমানত ৩,৮৩,৩৬,০০০ টাকা, ইয়ুথ বি সেভিংস আমানত ৯১,৪৮৬ টাকা, স্টাফ প্রভিডেন্ড ফান্ড ৩১,২০,২০৪ টাকা, সমাজ কল্যাণ তহবিল ২১,৮৬,৪৪৮ টাকা, প্রচার ও প্রকাশনা তহবিল ১৩,৬০,০০০ টাকা, মিউচুয়্যাল ফান্ড ৮২,৯৬,০৭০ টাকা, শিক্ষা তহবিল ১০,৪৭,১৫০ টাকা, বিল্ডিং তহবিল ২,০৫,৪০,৫৬২ টাকা, ঝুঁকি তহবিল ১১,৫০,০০০ টাকা, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন তহবিল ৮০,২৯,৩৯৪ টাকা।

বিনিয়োগ খাত

সদস্যদের যুগোপযোগী, পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থার জন্য এপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট বাড়ী তৈরি করে সদস্যদের মধ্যে বিক্রয় করা বা ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত সমিতির নামে জমি ক্রয় করে। ক্রয়কৃত জমিগুলো পাহাড়তলী চুয়েট এবং কদলপুর বিটিসি কমপ্লেক্স সংলগ্ন। জুন ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ক্রয়কৃত জমির পরিমাণ ১২৯.৩৩ শতক এবং যার ক্রয় মূল্য ৫,১৫,০৭,১১২ টাকা। তন্মধ্যে পাহাড়তলী এলাকায় ক্ষুদ্র পরিসরে ৫টি ইউনিট সিস্টেম করে পাকাঘর নির্মাণ করা হয়েছে। জুন ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত আবাসন খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৪৮,১৭,৮৬৮ টাকা। সমিতির ঋণ বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৭,৪৫,৫১,২০০ টাকা। তন্মধ্যে সদস্যদের ভূমি খাতে ১৫০ জন, উদ্যোক্তা খাতে ১৭৮ জন, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত খাতে ২,৪৭০ জন, শিক্ষা খাতে ৯৭ জন, কৃষি ও পশুপালন খাতে ৫২২ জন, চিকিৎসা খাতে ১৪৫ জন, গৃহনির্মাণ খাতে ১,২০৫ জন, বিদেশ গমন খাতে ২৬৭ জন, জমি ক্রয় খাতে ১,০১৫ জনকে ঋণ বিনিয়োগ করা। ফলে সমিতির কর্ম এলাকায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমিতির অন্যান্য বিনিয়োগের পরিমাণ ৬,১৮,৬০,৩৬৩ টাকা।

কর্মসংস্থান

সমিতির বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমানে মোট ৬৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে।



কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কাজের ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও নতুন ভবন নির্মাণ করে বাসা ভাড়া আদায় করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সমিতির ক্রয়কৃত জায়গায় ভবন তৈরি করে আরো ১,০০০ জনের কর্মসংস্থান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

হিসাব সংরক্ষণে আধুনিকতা

সমিতির অফিস ব্যবস্থাপনায় আধুনিকতা আনয়নের লক্ষ্যে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবহারের পাশাপাশি সফটওয়্যারের মাধ্যমে সমিতির লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। লেনদেন প্রক্রিয়া সহজতর হওয়ার ফলে তাৎক্ষণিক তথ্যাদি অবগত হওয়া সহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা সহজতর হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক হিসেবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যাদি 'এসএমএস' এর মাধ্যমে সরবরাহ করতঃ সদস্য সেবার মান আরো উন্নত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন কর্মসূচি

সমিতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষায় রাসায়ানিক সার ব্যবহারের পরিবর্তে কৃষিকাজে বার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার) ব্যবহারের জন্য জৈবসার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে ইতোমধ্যে প্রায় ১,০০০ কেজি জৈবসার মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং জৈবসার উৎপাদন করার জন্যে সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে;
- পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষায় এই পর্যন্ত ৪ হাজারের অধিক নানা জাতের ফলজ, ঔষধি, বনজ চারা রোপণ করা হয়েছে ভবিষ্যতে আরো গাছ লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের জীববৈচিত্র রক্ষায় রাস্তার দুপার্শ্বে আম, জাম, পেয়ারা, কাঠবাদাম, জলপাই, আমলকী, বহেরা, হরিতকী, নিম, অর্জুন, আমড়া, বেল, খেজুর, তালগাছ রোপণ করে এলাকায় এ সমবায় সমিতি সুনামের অধিকারী হয়েছে;
- বজ্রপাত হতে রক্ষায় রাস্তার দু'পাশে ১,৫০০টি তাল বীজ বপন, সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন জাতের ৬ হাজার চারা গাছ ও ৭০০ উন্নত হাইব্রিড নারিকেল চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- সমিতির নামে জমি ক্রয় করে যাদের মাথা গুজার ঠাঁই নাই তাদের জন্য হাউজিং স্কীম প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
- ইতিহাস-ঐতিহ্যকে দর্শন এবং বাংলাদেশকে পর্যটন শিল্পে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার Circuit Tourism এর উদ্যোগ এবং স্বপ্নকে বাস্তবায়নে দি বুড্ডিস্ট ট্যুরিজম প্রকল্প চালু করা হয়েছে ;
- কোমলমতি শিশুদের নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করণে মোনাষ্টিক ফ্রাইডে ধম্মা স্কুল প্রকল্প চালু করা হয়েছে।
- সমিতির কার্যালয়ে মানুষের চিকিৎসা সেবার জন্যে ভদন্ত শাসন রক্ষিত ভিক্ষু কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প চালু রয়েছে;
- বাংলাদেশের সমবায়কে বিকশিত করার জন্য দ্বি-মাসিক "প্রতিফলন" পত্রিকা এবং অনলাইন ভিত্তিক দি বুড্ডিস্ট টিভি চালু করা হয়েছে;
- গ্রামীণ মহিলাদের হস্ত ও কুটিরশিল্পে উদ্বুদ্ধ করা এবং ঘরে বসে অর্থ উপার্জনের জন্য বিসিসিইউএল গ্রামীণ কুটিরশিল্প চালু রয়েছে। ২০১৮ খ্রি. রাউজান উপজেলা ডিজিটাল মেলায় ৩য় পুরস্কার লাভ করে।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

করোনাকালীনসময়ে লকডাউনে ঘরবন্দি অসহায় ও মধ্যবিত্ত ১,২০০ টি পরিবারকে খাদ্য ও ব্যবহার সামগ্রীসহ মার্কস বিতরণ করা হয়। বর্তমানেও সহায়তা অব্যাহত রয়েছে;

অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ

করোনাকালীন সময়ে করোনা আক্রান্ত ও শ্বাসকষ্টজনিত রোগীর সংকটময় অবস্থায় করুনা সেবা ফাউন্ডেশনের সাথে সমন্বয় করে ৩৬টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ও সুরক্ষাসামগ্রী বিতরণসহ স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে বাসায় বাসায় অক্সিজেন সিলিন্ডার সেবার উদ্যোগ নিয়ে শতাধিক শ্বাসকষ্টজনিত রোগীকে অক্সিজেন সেবা প্রদান।

ফ্রি টেলিমেডিসিন সেবা

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে দেশে চিকিৎসার অভাবে অনেক মানুষের অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে শাসন রক্ষিত কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে অভিজ্ঞ ৫ জন ডাক্তারের সমন্বয়ে অনলাইনে ফ্রি টেলিমেডিসিন সেবা চালু করে এবং ইতোমধ্যে ৭০০ জন রোগী টেলিমেডিসিন সেবা গ্রহণ করে সুস্থ হন। তাছাড়া সপ্তাহে ৬ দিন শাসন রক্ষিত কমিউনিটি ক্লিনিক খোলা রেখে দৈনিক গড়ে ৩২ জন রোগীকে সরাসরি সেবা দেওয়াসহ টেলিমেডিসিন সেবা অব্যাহত রয়েছে।

পরিশেষে সমবায় সমিতিসমূহ স্বাভাবিকভাবে অর্থনৈতিক ইউনিট বা সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত হলেও সমবায়ের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান। সদস্যদের মধ্যে সহমর্মিতা, সহযোগিতার মাধ্যমেই একটি সমবায় সমিতি আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে উঠে। দুর্যোগকালে সেবাদান এবং সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করে সদস্যদের জানমালের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে "দি বুড্ডিস্ট কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ" অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে।



নিবন্ধন নং -৯৬৮৪
তারিখ ২৫/০১/২০০৯
সদস্য সংখ্যা : ১,৯৩৪ জন
কর্মসংস্থান : ৮ জন
শেয়ার মূলধন ২০,৫১,৫৫০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১,৮১,১৭,৯৫০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ২,৫০,০০,০০০ টাকা

সমন্বয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : ডবলমুরিং
জেলা : চট্টগ্রাম

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর" দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীসমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি একজন নারী অজস্র ভূমিকা পালন করে থাকেন। বাবার বাড়িতে বেড়ে ওঠা আহলাদি কিশোরী হঠাৎ করে দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝে উঠতে শুরু করে। সামাজিক আর অসাম্যতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নারীসমাজকে সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে চট্টগ্রাম জেলার ডবলমুরিং থানার কুসুমবাগ আবাসিক এলাকা, গরিবউল্লাহ শাহ ডেবার পাড়, খুলশী এলাকার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়ে গড়ে উঠে সমন্বয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। ২০ জন সদস্য নিয়ে জেলা সমবায় অফিস চট্টগ্রাম থেকে নিবন্ধন নং : ৯৬৮৪, তারিখ ২৫/০১/২০০৯ নিয়ে কাজ শুরু করে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ

- সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সহায়ক কুঠির ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
- নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা এবং ঘরে আবদ্ধ থাকা মহিলাদের আলোর পথ দেখানো।
- সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- দারিদ্র্য বিমোচন স্বকর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।
- সভ্যগণের উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিক্রয়, ভোগ্য পণ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ।

প্রশিক্ষণ

যেকোনো উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযত প্রশিক্ষণ। সমিতির বেশিরভাগ সদস্যকে ভর্তি কালে সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমবায় মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলা হয়। পর্যায়ক্রমে নেতৃত্ব বিষয়ক টিম বিল্ডিং, জেন্ডার উন্নয়ন ও সোস্যাল এনালাইসিস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের আচার আচরণে পরিবর্তন, সমাজে তাদের অবস্থান সহ আত্মসচেতন করা হয়। এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, নিউট্রেশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন হিসেবে গড়ে তোলা হয়। বয়স্ক শিক্ষা ও প্রি-স্কুল পরিচালনা করে তাদের এবং তাদের পোষ্যদের শিক্ষামুখী করা হয়। প্রতিটি সদস্যের আর্থিক উন্নয়নে সদস্য এবং তাদের পোষ্যদের কম্পিউটার, বিউটি পার্লার, টেইলারিং, ব্লক বাটিক, ড্রাইভিং, ফাস্ট ফুড প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলাকার মহিলাদের এবং তাদের পোষ্যদের কর্মমুখী করা হয়। সমিতির সদস্য তথা এলাকার অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া ৪,৪৯০ জন মহিলাকে উপরোক্ত বিষয়ে সমিতির উদ্যোগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রায় ১,২৮০ জন সদস্য ও সদস্যের বেকারত্ব দূর করতঃ এদের স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।



এ সমিতির প্রশিক্ষণ ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ - ৩৫০ জন।
- কম্পিউটার প্রশিক্ষণ- ৭০ জন।
- বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণ- ১২০ জন।
- ফাস্ট ফুড-১০০ জন।
- ব্লক বাটিক-৭০ জন।
- টেইলারিং প্রশিক্ষণ- ১৫০ জন।
- সমবায় সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ-২০০ জন।
- টিম বিল্ডিং-২৪০ জন।
- সোস্যাল অ্যানালাইসিস- ২৮০ জন।
- পোষ্যদের ড্রাইভিং-১০০ জন।
- বয়স্ক শিক্ষা-৩০০ জন।
- ফ্রি স্কুল কন্টিনিউ-৪০০ জন।
- নিউট্রেশন ১০০ জন।
- জন্ম-নিবন্ধন নিশ্চিত করণ- ৪০০ জন।
- নেতৃত্ব বিষয়ক ২০০ জন
- জেন্ডার প্রশিক্ষণ ৪০০ জন
- জুয়েলারি পণ্য তৈরি ২০ জন
- ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ৩০০ জন
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৪০০ জন
- মিশন ভিশন প্ল্যানিং ৩০০ জন
- মোমবাতি ১০০
- টোঙ্গা তৈরি ৫০ জন
- সাবান তৈরি ২০ জন

সরাসরি কর্মসংস্থান

সমিতিতে বর্তমানে ৫ জন নিয়মিত বেতনধারী কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে তাদের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য চুক্তিভিত্তিক ৩ জন প্রশিক্ষক রয়েছে। কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধিমালা পদবিন্যাস, গ্র্যাচুইটি ও পি.এফ ফান্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম

প্রতিটি প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের উপর জরিপ কার্য পরিচালনা করতঃ তা পর্যালোচনা করে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং সদস্যদের ঋণ দিয়ে থাকে। ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের মধ্যে ৩,৪১২ জন সদস্য ও পোষ্যদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১,৯৩৪ জন। সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ দুই কোটি টাকার অধিক। প্রতি বছর সদস্যদের আমানতের উপর ৮% হারে সুদ প্রদান করা হয় এবং প্রতি বছর গড়ে ১.৫ লক্ষ টাকার অধিক শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন প্রায় ২.৫ কোটি টাকা। সমিতির আর্থিক অবস্থা (দেনা ও পাওনার পরিমাণ) নিম্নরূপ :

- অস্থায়ী সম্পদ ৬,৭৫,২০৭ টাকা
- এফডিআর বিনিয়োগ ৩,২৮,৬১৯ টাকা
- সমবায় বাজার কনসোটিয়ামে শেয়ার সঞ্চয় ২০,০০০ টাকা
- হাতে নগদ ১৭,৪২,৫৪৮ টাকা
- ব্যাংক হিসাব ১৭,৪২,৫৪৮ টাকা
- পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ২০,৫১,৫৫০ টাকা
- সংরক্ষিত তহবিল ৩,২২,৮০৮ টাকা
- কুঋণ তহবিল ১,৯৯,৯৫১ টাকা
- সমবায় উন্নয়ন তহবিল ২২,৫৭৫ টাকা
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তহবিল ১,০৮,৫৯৮ টাকা
- কল্যাণ তহবিল ৩,৬৮১ টাকা
- ভূমি তহবিল ১,২৮,৪৩৩ টাকা
- ক্রমপুঞ্জীভূত বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশ ৭২,৩৮৬ টাকা
- নিরাপত্তা তহবিল ৫৪,৬৩০ টাকা
- মরণোত্তর তহবিল ৬,৭৫,২০৭ টাকা
- সাধারণ সঞ্চয় ১,৮১,১৭,৯৫০ টাকা
- আপদকালীন সঞ্চয় আমানত ৩,২৮,৬১৯ টাকা
- শিশু সঞ্চয় আমানত ২৫,২০,৫৬৭ টাকা

সামাজিক কার্যক্রম

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন করে সদসদের দেশ, সমাজ ও জাতি গঠন মূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। মৃত সদস্যদের মরণোত্তর সেবা ও সাহায্য প্রদান করা হয়। এছাড়াও এলাকার ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য সমিতির একটি প্রকল্প রয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। সমিতির ভবিষ্যৎ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সমিতির জন্য স্থায়ী সম্পদ, সদস্যদের জন্য বাসস্থান, ডে-কেয়ার সেন্টার, আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ ল্যাব এবং প্রশিক্ষিত সদস্যদের নিয়ে ক্ষুদ্র অথবা মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

উপসংহার

সমবায়ের উদ্দেশ্য হলো মেধা ও পুঁজির সম্মিলিত সংযোজন ঘটিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটানো। সমবায়ের মাধ্যমে বড় কাজগুলো সহজেই সম্পাদিত হয় একক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয় না। বড় কিছু করতে হলে সম্মিলিতভাবে করতে হবে। সমিতিটি অত্র এলকার অবহেলিত ও নিম্ন শ্রেণির মহিলাদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষে বিভিন্ন আত্মসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও জনসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা ও তাদের পৌষ্যদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রেখে আসছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড আরো গতিশীল ও বেগবান হবে এবং সদস্য ছাড়া এলাকার সাধারণ নারীদের জীবনমানেরও উন্নয়ন সাধিত হবে। এর ফলে আলোচ্য সমিতি একদিন সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাবে।



নিবন্ধন নং : ১১২
তারিখ : ০৭/০৯/১৯৮২ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৬৪৯ জন
শেয়ার মূলধন : ২১,০৯,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১৫,০০০ টাকা
সম্পদ (মিনিবাস ও মাইক্রোবাস) : ৫৫,৮৬,০০০ টাকা।

এএফসিসি এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : আশুগঞ্জ
জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলাধীন 'এএফসিসি এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ' বিগত ১৯৮২ খ্রি. সনে প্রতিষ্ঠিত। যার নিবন্ধন নং ১১২, তারিখ : ০৭/০৯/১৯৮২ খ্রি.। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি সমিতিটি অত্যন্ত সুনামের সহিত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সমিতির সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি :
সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬৪৯ জন। সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার মূলধন বাবদ আদায়ের পরিমাণ ২১,০৯,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত বাবদ আদায়ের পরিমাণ ১৫,০০০ টাকা, সমিতির ইজারাকৃত জমির পরিমাণ ৭৫০ শতাংশ, ইজারা বাবদ খরচের পরিমাণ ৯৭,০০০ টাকা। সমিতির ১টি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর যার মূল্য ১,৯০,০০০ টাকা, মিনিবাস ১টি, ৪টি মাইক্রোবাস রয়েছে। যার মূল্য ৫৫,৮৬,০০০ টাকা। যা ভাড়া দেওয়া আছে।

সমিতির কার্যক্রমের বর্ণনা
সমিতিটি ক্যান্টিন ভাড়া ও গাড়ি ভাড়া বাবদ ২৩,৫৮,০০০ টাকা এবং টাওয়ারের বিদ্যুৎ বিল বাবদ আয় ১২,২৯,০০০ টাকা। টাওয়ারের জায়গা সাবলিজ বাবদ আয় ৪,০৯,০০০ টাকা। সমিতির নিয়মিতভাবে সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত আদায় করে সমিতির মূলধন বৃদ্ধি করে আসছে।

কীভাবে সফল হলো
সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব জাহাঙ্গীর আলম খান সাহেব ও বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমিতির কার্যক্রম দিনদিন উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। সমিতির ব্যবস্থাপনায় সমবায় সমিতি আইন, ২০০১, (সংশোধিত, ২০০২ ও ২০১৩) ও সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এবং উপ-আইনের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালনে যথেষ্ট সচেষ্ট রয়েছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়
সমিতির ২০১৮-২০১৯ সালের নিট লাভের পরিমাণ ৬৬,৮৬৪ টাকা। ক্রমপুঞ্জীভূত লাভের পরিমাণ ১১,৬৫,৪৫৭ টাকা। উক্ত সনের লভ্যাংশ বিতরণ করেন ১০,৭৫,৭৫০ টাকা। উক্ত সনে লভ্যাংশ বিতরণের পর সমিতিতে ক্রমপুঞ্জীভূত লাভের পরিমাণ ১,৩৭,৮৫৯ টাকা। সমিতিটি বিগত ২০১৮-২০১৯ সালের অডিট প্রতিবেদনের আলোকে দেখা যায় সমিতির নিট লাভ হয়েছে ৬৬,৮৬৪ টাকা। উক্ত নিট লাভের ভিত্তিতে ২০১৮-২০১৯ সালে অডিট ফি বাবদ ৬,৪৯০ টাকা এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ ২,০০৬ টাকা ধার্য করা হয়েছে। ধার্যকৃত অডিট ফি এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিল সরকারি কোষাগারে যথাসময়ে যথাযথভাবে জমা প্রদান করা হয়েছে।

আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ভূমিকা
অত্র সমিতিতে স্থায়ী কর্মচারী ১ জন ও অস্থায়ী কর্মচারী ১১জন নিয়োজিত রয়েছে। কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, অপসারন ও নিয়ন্ত্রণে অনুমোদিত নীতিমালা বিদ্যমান রয়েছে।



নিবন্ধন নং : ০৫
তারিখ : ১৩/০১/১৯৪০ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৯৪১ জন
কর্মসংস্থান : ৩ জন
স্বকর্মসংস্থান : ১৮৭ জন
সম্পদ : ৩০৫৯ একর জমি ও মার্কেট

দি কসবা কো-অপারেটিভ কর্পোরেশন লিঃ

জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
উপজেলা : কসবা

'দি কসবা কো-অপারেটিভ কর্পোরেশন লিঃ' বিগত ১৯৪০ খ্রি. সনে প্রতিষ্ঠিত। যার নিবন্ধন নং ০৫, তারিখ : ১৩/০১/১৯৪০ খ্রি. সংশোধিত নিবন্ধন নং : ০৫/০১, তারিখ : ০৪/০৪/২০১৭ খ্রি.। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি সমিতিটি অত্যন্ত সুনামের সহিত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৯৪১ জন। সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার মূলধন বাবদ আদায়ের পরিমাণ ৭,৪২০ টাকা। সমিতির নিজস্ব জমির পরিমাণ ৩০.৫৯ একর। জমির মূল্য ২,০২,০০০ টাকা। কসাব উপজেলার মুসলেমগঞ্জ বাজারে সমিতির মার্কেট ভবনের দ্বিতীয় তলায় সমিতির সু-সজ্জিত অফিস ঘর অবস্থিত। সমিতির নিজস্ব জমিতে ৫ টি মার্কেট আছে। উক্ত ৫টি মার্কেটে মোট ১৮৭টি দোকানঘর আছে। দোকানঘরগুলো বাজার মূল্য ৭,০৩,১২০ টাকা। ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত মার্কেট নির্মাণে মোট বিনিয়োগ করা হয়েছে ৩,৭২,৪৬,১৫৮ টাকা। উক্ত মার্কেট নির্মাণ বিপরীতে সদস্যদের নিকট হতে অগ্রিম বাবদ নেওয়া হয়েছে ৪,৯৩,৮৭,০০০ টাকা। মার্কেটগুলো থেকে বাৎসরিক আয় ১০,০০,০০০ টাকা প্রায়। তাছাড়া সমিতির জমির পত্তন হতেও আয় হয়।

সমিতির কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতিটি বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ হতে শেয়ার বাবদ ৫,০০০ টাকা, সমবায় জুট মিল লিঃ হতে শেয়ার বাবদ ১২,০০০ টাকা, কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ হতে শেয়ার বাবদ ১,০০০ টাকাসহ মোট ১৮,০০০ টাকা শেয়ার বিনিয়োগ করা হয়েছে। সমিতিটি তার নিজস্ব ভবনে মার্কেট নির্মাণকল্পে সদস্যদেরকে দোকান বরাদ্দ দেওয়ার মাধ্যমে সদস্যদের জীবনযাত্রার মান ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলাই মূল উদ্দেশ্য। সমিতিটি ৫টি মার্কেটে ১৮৭ টি দোকান ১৮৭ জন সদস্যের মাঝে বরাদ্দ প্রদান করতঃ ১৮৭ টি পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন ও জীবন জীবিকার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উক্ত দোকানগুলো বরাদ্দ প্রদান প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে সকল সদস্যের মাঝে আবর্তিত হয়। এতে করে উক্ত সমিতির সকল সদস্য সুবিধাভোগী হচ্ছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সমিতি সদস্যদের মাঝে দোকান বরাদ্দ দিয়ে আসছে। এ খাতে হতে সমিতি বার্ষিক প্রায় ১০,০০,০০০ টাকা আয় করেছে। এর ফলে সমিতির সদস্যগণ অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছে। দোকান বরাদ্দ দেওয়ার মাধ্যমে সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া সমিতিটি সদস্য এলাকায় মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ এবং জনগণকে অনুদান প্রদান করে আসছে। যার ফলে সমিতির সদস্যসহ এলাকার জনগণ সমিতির এমন মহৎ কাজের প্রশংসা করেছে



এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

কীভাবে সফল হলো

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব টি আলী সাহেব ও বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা, নিষ্ঠা ও ঐকান্ত কি প্রচেষ্টায় সমিতির কার্যক্রম দিনদিন উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। সমিতির ব্যবস্থাপনায় সমবায় সমিতি আইন, ২০০১, (সংশোধিত, ২০০২ ও ২০১৩) ও সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এবং উপ-আইনের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালনে যথেষ্ট সচেষ্ট রয়েছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতির ২০১৮-২০১৯ সালের নিট লাভের পরিমাণ ৬,৮৭,০০০ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জীভুত লাভের পরিমাণ ১১,৬৫,৬৮১ টাকা। সদস্যদের জমাকৃত শেয়ারের উপর ৪,২৫,০০০ টাকা মুনাফা প্রদান করা হয়েছে। সমিতিটি ২০১৮-২০১৯ সালের অডিট প্রতিবেদনের আলোকে দেখা যায় সমিতির নিট লাভ হয়েছে ৬,৮৭,০০০ টাকা। উক্ত নিট লাভের ভিত্তিতে ২০১৮-২০১৯ সালে অডিট ফি বাবদ ১০,০০০ টাকা এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ ২০,৬১০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। ধার্যকৃত অডিট ফি এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিল সরকারি কোষাগারে যথাসময়ে যথাযথভাবে জমা প্রদান করা হয়েছে।

ব্যাংক ও অন্যান্য

সমিতির নামে ১টি ব্যাংক হিসাব খোলা রয়েছে। আলোচ্য অডিট বর্ষে উক্ত হিসেবে জমার পরিমাণ ৩৪,৭১,৫০০ টাকা এবং উত্তোলন করা হয় ৩৪,৯৮,০০০ টাকা। ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ২৬,৪৬৩ টাকা। উক্ত হিসেবের মাধ্যমে যাবতীয় লেনদেন পরিচালনা করা হয়া। উক্ত সমিতি ভ্রাম্যমাণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে থাকে।

আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ভূমিকা

অত্র সমিতিতে ৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী সরাসরি নিয়োজিত রয়েছে। আলোচ্য সনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ ১,১৬,০০০ টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া সমিতির মাধ্যমে ১৮৭ জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সমিতির নিজস্ব জমিতে মডেল মসজিদ নির্মীত হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ সালে সমিতির সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে যাতে সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমে মানসিক স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। তাছাড়া সমিতিটি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে।



নিবন্ধন নং : ০৫
তারিখ : ১৩/০১/১৯৪০ খ্রি.
কর্মসংস্থান : ১০ জন
স্বকর্মসংস্থান : ১৫০ জন
শেয়ার মূলধন : ৪৯,৫১,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৭,৯৫,৬২,০০০ টাকা

সৃজন ইসলামী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : নবীনগর
জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া

'সৃজন ইসলামী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ' বিগত ২০১১ খ্রি. সনে প্রতিষ্ঠিত। যার নিবন্ধন নং ১৪৩, তারিখ : ২৭/০৪/২০১১ খ্রি.। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি সমিতিটি অত্যন্ত সুনামের সহিত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সমিতির সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১,৩২৫ জন। সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার মূলধন বাবদ আদায়ের পরিমাণ ৪৯,৫১,০০০ টাকা। সমিতির মোট আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৭,৯৫,৬২,০০০ টাকা। এর মধ্যে সাধারণ সঞ্চয় আমানত বাবদ আদায়ের পরিমাণ ১,৩৩,০০,০০০ টাকা, স্থায়ী আমানত বাবদ আদায়ের পরিমাণ ৫,৩০,০০,০০০ টাকা, ডিপিএস (মাসিক সঞ্চয়) বাবদ আদায়ের পরিমাণ ১,২৩,০০,০০০ টাকা এবং টিডিএস সঞ্চয় আমানত বাবদ ৪.০৫ লক্ষ টাকা। সমিতির নামে নিজস্ব জমি নাই তবে জমি ক্রয় করার নিমিত্ত ১৮,১০,০০০ টাকায় বায়নাপত্র দলিল করা হয়েছে। সমিতির মূল কর্মসূচি হলো সমিতির সদস্যদের নিকট হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে একটি মূলধন সৃষ্টি করা এবং উক্ত মূলধন হতে সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা এবং নারী সদস্যদের ব্লক বাটিক এবং সেলাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে স্বাবলম্বী করা।

সমিতির কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতিটি সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বাবদ বর্তমানে ৬,৩২.৪৬,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের আওতায় স্থানীয়ভাবে উক্ত সমিতির ২৫ জন সদস্যকে মৎস্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ করে এ খাতেও ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে এবং নারী সদস্যদেরকে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করে সেলাই কাজ করার জন্য নারী সস্যদেরকে সেলাই মেশিন ক্রয় করার জন্য ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সমিতির সাধারণ সদস্যদের ছেলেমেয়েদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ এবং গরিব সদস্যদেরকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। তাছাড়া এলাকার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক অনুষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এসকল কাজের জন্য এলাকায় সমিতিটির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ভূমিকা

অত্র সমিতিতে ১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে। তাছাড়া সমিতির মাধ্যমে ১৫০ জনের স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ সালে সমিতির সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১,৪৫,০০০ টাকার পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।



নিবন্ধন নং ৪১৯/খাগড়া
তারিখ : ২০/০২/২০১১ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১৬৫ জন
শেয়ার মূলধন : ১,৬৯,৫৯,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩,২২,০ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ২৫,০৯,৩০৬ টাকা
ব্যাংক জমা : ১১,৩৪,২৪৩ টাকা।
ভবন মূল্য : প্রায় ৪ কোটি টাকা।
সম্পদ : ৬ একর বনজ বাগান

খাগড়াছড়ি কাঠ ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : খাগড়াছড়ি সদর
জেলা : খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

ছোট বড় পাহাড় বেষ্টিত চিরসবুজ অপরূপ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় কাঠ ব্যবসা খুব লাভজনক হিসেবে বিবেচিত। পাহাড়ের ঢালে ঢালে রোপণ করা হয় আকাশি, সেগুন, মেহগনি, গামারি, রাবারসহ আরো অনেক বৃক্ষ। এসব বাগান থেকে সংগ্রহ করা কাঠ বাজারজাত করা হয় সারা বাংলাদেশে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হয়ে আসছেন। বলা হয়ে থাকে একক প্রচেষ্টা যেখানে ব্যর্থ,সম্মিলিত চেষ্টা সেখানে সফল। ফলে খাগড়াছড়ি জেলার প্রাণকেন্দ্রে কিছু সুদূরপ্রসারী চিন্তাশীল মানুষের প্রচেষ্টায় ২০১১ সালে গড়ে উঠে খাগড়াছড়ি কাঠ ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ নামের সমবায় সমিতি। যার নিবন্ধন নং ৪১৯/খাগড়া, তারিখ ২০/০২/২০১১ খ্রি.।

সমিতির মূল কাজ হলো কাঠ ব্যবসা। অত্রাঞ্চলের উৎপাদিত কাঠ বৈধ উপায়ে সারাদেশে বাজারজাত করা হয়। পাশাপাশি সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে ২৬ শতক জায়গায় ৩ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে আবাসিক হোটেল ও নিচতলায় দোকান ভাড়া দেওয়া হয়। এ সমিতির নামে খাগড়াছড়ি আলুটিলায় ৬ একর বনজ বাগান রয়েছে। যা দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক অবদান রাখছে।

সমিতির বর্তমান শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১,৬৯,৫৯,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৩,২২০ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ২৫,০৯,৩০৬ টাকা, ব্যাংক জমা ১১,৩৪,২৪৩ টাকা। সমিতির ভবনের মূল্য প্রায় ৪ কোটি টাকা।

খাগড়াছড়ি কাঠ ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ তার সদস্যদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সমিতির লাভের অংশ থেকে অন্যান্য তহবিলের পাশাপাশি মৃত্যু কল্যাণ তহবিলও রয়েছে। সমিতির কোনো সদস্য মারা গেলে সে পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। প্রতি বছর সমিতির উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন স্কুলে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। এলাকার অসহায়, দরিদ্র,বেকার মানুষকে আর্থিক সাহায্য ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাহায্য প্রদান করে থাকে। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে এলাকার অসহায়, দরিদ্র এবং কর্মহীন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে গত ২৫/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখে ১,৩০০ জনকে মোট ২,০০,০০০ টাকা মূল্যের সাবান, মাস্ক ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। তাছাড়া এলাকার বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান ও কর্মকাণ্ডে সমিতির প্রশংসনীয় অংশগ্রহণ রয়েছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৬৫ জন। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংখ্যা ৯ জন। দক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা এ সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সমবায় আইন ও বিধিমালা যথাযথ অনুসরণ করে প্রতি বছর নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। সমিতিতে ৭ জন কর্মচারী রয়েছে। তাছাড়া বনজ বাগানের পরিচর্যায় দৈনিক ভিত্তিতে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়। তাদের বেতন ভাতাদি সমিতির লাভ থেকে প্রদান করা হয়।

জাতীয় সমবায় দিবস সহ অন্যান্য জাতীয় দিবসে সমিতির সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে।



রেজি : নং : রাঙ্গা-৭৯৭
তারিখ :২১/১২/১৯৮৫ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা : ৪৩১ জন।
শেয়ার মূলধন : ৪,৩১,০০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৩৪,৬৪,৪০০ টাকা।
ভবন ও দালানের মূল্য : ১,২৯,৩০,৭১৮ টাকা।

রাঙ্গামাটি কাঠ ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : রাঙ্গামাটি সদর
জেলা : রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার প্রাণকেন্দ্র বনরুপা এলাকায় রাঙ্গামাটি কাঠ ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর চার তলা বিশিষ্ট একটি বাণিজ্যিক ভবন রয়েছে। যার ৩য় ও ৪র্থ তলায় সমিতির কার্যালয় ও হলরুম হিসেবে সমিতি কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। ২য় তলায় সোনালি ব্যাংক, বনরুপা শাখায় ভাড়ায় প্রদান করা হয়েছে এবং প্রথম তলা বিভিন্ন দোকানদারকে ভাড়া প্রদান করা হয়। উক্ত ভবনের জমি ও দালানকোঠার মূল্য ১,২৯,৩০,৭১৮ টাকা। এলাকার কাঠ ব্যবসায়ীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, ব্যবসায়িক উন্নতিসহ পারস্পরিক সমস্যা সমাধান,নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টায় সমিতি গঠনের লক্ষ্য অর্জনে সমিতিটির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সফল হচ্ছে। রাঙ্গামাটি কাঠ ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ করোনা মহামারিতে সদস্যদের মাঝে ৮,০০০ টাকা করে মোট ৪৩১ জন সদস্যদের সর্বমোট ৩৪,৪৮,০০০ টাকা মানবিক সহায়তা প্রদান করেন।

ব্যবস্থাপনা কমিটি

অত্র সমিতির কার্যক্রম ১২ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত। প্রতি মাসে একটি করে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং প্রতি বছরে আইন অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করে থাকেন। সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সমিতির আর্থিক কার্যক্রমসহ সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্ণিত সমিতি ২০১৭-২০১৮ খ্রি. সনে সদস্যদের মধ্যে ৫১,৭২,০০০ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করেছেন। যা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

সামাজিক কার্যক্রম

অত্র সমিতি প্রতি বছর এলাকার গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই বিতরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে থাকেন। রাঙ্গামাটি পাবলিক কলেজকে প্রতি মাসে ৫০,০০০ টাকা এবং গুলশাখালী উচ্চবিদ্যালয়কে প্রতি মাসে ১৬,০০০ টাকা শিক্ষা অনুদান দিয়ে থাকেন। করাতকল শ্রমিকদের চিকিৎসা অনুদান, গরিব দুস্থদের মেয়ের বিয়েতে অনুদান প্রদান এবং সাপ্রতীক ভূমিধসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সমিতির সদস্যগণের অংশগ্রহণ প্রশংসনীয়। সমিতির সদস্যদেরকে মৃত্যু ফান্ড প্রদান করেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহে আর্থিক অনুদানসহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে থাকেন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি, গরিব ও দুস্থদের চিকিৎসা সাহায্য, বিবাহ অনুষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য প্রদানসহ এলাকার বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে সমিতির সদস্যগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। সমিতির দুইটি সামাজিক বনায়ন প্রকল্প রয়েছে। সামাজিক বনায়ন প্রকল্প-১ (শুকরছড়ি) প্রকল্পে ৫ একর জায়গা এবং সামাজিক বনায়ন প্রকল্প-২ (ঘাগড়া,কলা বাগান) প্রকল্পে ১২ একর জায়গায় বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। বৃক্ষ মেলা /২০১৮ খ্রি. উপলক্ষে বিনামূল্যে ১০,০০০ ফলজ ও বনজ বৃক্ষের চারা সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।



নিবন্ধন নং : ০৫/চাঁদ/৭৬
তারিখ : ১৪/০১/১৯৭৬ ইং
সদস্য সংখ্যা : ২৮৭ জন
কর্মসংস্থান : ৩ জন
স্বকর্মসংস্থান : ৫০০ জন
শেয়ার মূলধন : ৫৭,৪০,০০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৯৮,৯০,২৩০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১,৭৫,৬৫,৫৫৪ টাকা।

চাঁদপুর মৎস্য বণিক সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : চাঁদপুর সদর
জেলা : চাঁদপুর

চাঁদপুর জেলা নদী বন্দর হওয়ায় মৎস্য আহরণ ও বিপণন করার জন্য চাঁদপুর জেলার নদীর পাড়স্থ মৎস্য ব্যবসায়ীরা একত্রিত হয়ে ১৯৭৬ খ্রি. মৎস্য বণিক সমবায় সমিতি নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি করেন।এই সমিতির মাধ্যমে দেশ সহ সারা বিশ্বে ইলিশ মাছ ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বিপণনের জন্য আমদানি ও রপ্তানি করা হয়। পরবর্তীতে সমিতির কর্ম এলাকা শাহরাস্তি ও কচুয়া উপজেলা ব্যতীত চাঁদপুর জেলার সকল উপজেলার মৎস্য ব্যবসায়ীগণ এ সমিতির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

সমিতির অবস্থান ও কার্যকরী এলাকা
সমিতিটি চাঁদপুর শহরের মেঘনা নদীর মোহনায় বড়স্টেশনে অবস্থান। চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি ও কচুয়া উপজেলা ব্যতীত চাঁদপুর জেলার সকল উপজেলায় অত্র সমিতির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সমিতির সদস্য সংখ্যা
সাংগঠনিক পর্যায়ে মাত্র ১৫ জন সদস্য নিয়ে সমিতি গঠন করা হলেও পর্যায়ক্রমে এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৮৭ জন। এছাড়া সমিতিতে মৎস্য বিপণন ও বাজারজাতকরণ সহ বাজারজাতকরণ সহ বিভিন্ন কাজে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সমিতির এলাকায় বসবাসকারী প্রায় ৫০০ পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই জড়িত আছেন।

সমিতির কার্যক্রম
- সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন/ অনুসরণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।
- সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধি ও ধারা অনুযায়ী সমিতি কর্তৃক বার্ষিক ও বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা ১৯/০৯/২০১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
- সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সমিতি কর্তৃক যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ : ০২/০৭/২০১৭ ইং।
- সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর ১০২(৪) বিধি মতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সমিতির হাল নাগাদ সম্পাদন করা হয়েছে। অডিট প্রতিবেদনের সংশোধনী যথাসময়ে দাখিল করা হয়েছে।
- সমিতি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড : যেমন - ইলিশসহ বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য বিপণন, মৎস্য প্যাকেজিং এবং অন-লাইনের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে মাছ সরবরাহ করা হয়। সমিতির নামে বিআইডব্লিউটিএ এবং রেলওয়ের সম্পত্তি লিজ প্রাপ্ত ০.৫৫ শতক ভূমি চাঁদপুর বড় স্টেশন মাছ ঘাট সদস্যদের মৎস্য আড়ৎ, মৎস্য প্যাকেজিং কাজে ব্যবহৃত জায়গা পাকাকরণ এবং টিনসেড স্থাপনা বাবদ ৫,৩৪,৫০০ ব্যয় করা হয়। উক্ত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৫০০ জন শ্রমজীবী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

- বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, মৃত ব্যক্তির দাফনে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে তা থাকে। আলোচ্য সনে উক্ত খাতে ১,৬০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়। শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ৩ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া সামগ্রী ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।
- চাঁদপুর মৎস্য বণিক সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইলিশসহ বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য বিপণন মৎস্য প্যাকেজিং এবং অন-লাইনের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে ইলিশ মাছ সরবরাহ করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে থাকে, পাশাপাশি সরকারি রাজস্ব ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়। ইহা সমিতির সদস্যদের লাভজনক অর্জন।

সমবায় পুরস্কার প্রাপ্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হতে ১৯৮৭ সালে জাতীয় সমবায় পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণপদক লাভ করে।

সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা

সমিতিতে সরাসরি ৩ জন কর্মচারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। সমিতির সদস্যদের মৎস্য বিপণন, প্যাকেজিং এবং পরিবহন কাজে প্রায় ৫০০ জন শ্রমিক সরাসরি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে।

সমিতির মূলধন

সমিতির প্রধান মূলধন হলো সমিতির সদস্যদের সঞ্চয় আমানত। ২০১৯-২০২০ অর্থবছর সমিতির জমাকৃত আমানতের স্থিতি ছিল ৯৮,৯০,২৩০ টাকা। সদস্যদের এই আমানত বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত লাভ সদস্যদের মুনাফা আকারে প্রতি বছর প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সদস্যদের জমাকৃত আমানতের উপর ৮% হারে মুনাফা প্রদান করা হয়। এছাড়া সমিতির অনুমোদিত মূলধন ১,০০,০০,০০০ টাকা যা ১০০ টাকা মূল্যের ১,০০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত। ২০১৯-২০২০ আর্থিক বছর শেষে সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ছিল ৫৭,৪০,০০০ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর শেষে সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ১,৭৫,৬৫,৫৫৪ টাকা।

লভ্যাংশ বণ্টন

সমিতির নিট লাভ হতে প্রতিবছর সদস্যদের নির্ধারিত হারে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সদস্যদের মধ্যে মোট ২৮,৭০,০০০ টাকা লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন করা হয়।

মৎস্য উৎপাদন ও বিপণন

সমিতির সদস্যগণ নিজস্ব অর্থায়নে মৎস্যজীবীদের মাছ আহোরনের কাজে অর্থ বিনিয়োগ করে এবং বহু জেলে পরিবারকে জাল ও মাছ ধরার নৌযান তৈরি কাজে সহায়তা করা হচ্ছে। জেলেদের আহরিত মাছ বিক্রয় করে সমিতির সদস্যগণের এবং জেলে পরিবারদের মধ্যে আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও দেশের জাতীয় মাছ ইলিশ দেশ বিদেশে রপ্তানি করে বহু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়। প্রতি বছর ৪৮,৬২৫ মেট্রিক টন প্রায় মৎস্য বিপণন করা হয়।

হিসাব সংরক্ষণ

সমিতিতে যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত হিসেবের উপর ভিত্তি করে প্রতিবছর সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষা শেষে নীরিক্ষকগণ প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা প্রদান করেন। সুপারিশমালা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়।

সংক্ষেপে সমিতির সাফল্য ও প্রচার প্রকাশনা

- সমিতির মাধ্যমে চাঁদপুর বড় স্টেশন মাছঘাটে ইশিলসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ লোডিং আনলোডিং করার জন্য টিনসেড পাকা স্থাপনা এবং পরিবহন কাজে ব্যবহারের জন্য সমিতি সংলগ্ন পাকা রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ও মেরামত এবং পয়ঃনিষ্কশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা করা হয় সমিতির অর্থায়নে। সমিতির সদস্য ও শ্রমিকদের সেনিটেশন ব্যবস্থা ও নামাজ এবং খাওয়াদাওয়ার সুব্যবস্থা করা হয়। ইতোমধ্যে সমিতির তহবিল হতে দারিদ্র্য সদস্য ও শ্রমিকদের চিকিসার জন্য এবং বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা, উপাসনালয় ১,৫০,০০০ এক অর্থবছরে অনুদান প্রদান করে।
- প্রচার ও প্রকাশনায় সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে প্রতি বছর সমিতির নামে ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করা হয়। ইতোমধ্যে বিটিভি, ইটিভি, এনটিভি, এটিএন বাংলা, বাংলাভিশন, আরটিভি. চ্যানেল আইতে সমিতির মাছ আমদানি ও রপ্তানিবিষয়ক কার্যক্রম প্রচার করা হয়।

সমিতির ভবিষ্যৎ লক্ষ্য

সকলের সার্বিক সহযোগিতায় এ সমিতি এগিয়ে চলছে। সামনে আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সমিতির কার্যক্রমের সাথে অনলাইনের মাধ্যমে মৎস্য বিপণনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।



নিবন্ধন নং : ৩৭(কক্স)
তাং-০৪/১১/১৯৮৬ইং।
সদস্য সংখ্যা : ১,০৭৮ জন।
কর্মসংস্থান : ৩৩ জন।
শেয়ার মূলধন : ১০,১২,৪০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৯,৯১,৪৪০ টাকা
নিজস্ব মূলধন : ৬৮,১৩,৯৫১ টাকা।
সম্পদ : ৭৯.৯৯৯১ একর জমি

উত্তরণ গৃহায়ন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : কক্সবাজার সদর
জেলা : কক্সবাজার

বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত ও পর্যটন নগরী কক্সবাজার এর প্রবেশদ্বার বাইপাস সড়কের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশের বৃহত্তম সমবায় আবাসন প্রকল্প "উত্তরণ গৃহায়ন সমবায় সমিতি লিঃ"। পর্যটন নগরী কক্সবাজারকে আধুনিক নগরায়ণের লক্ষ্য নিয়ে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিগত ১৯৮৬ সালে "উত্তরণ গৃহায়ন সমবায় সমিতি লিঃ" কক্সবাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্তমানে এই সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,০৭৮ জন।

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ
ক) বন্দোবস্তী ও ক্রয়কৃত ৭৯.৯৯৯১ একর
খ) প্রস্তাবিত ৩২.৩৯ একর।
সংরক্ষিত তহবিল : ৩১,৪৪,৯৯১ টাকা।
দাতব্য তহবিল : ১৩,২৮,০৩০/২০ টাকা।
হাল সনে লাভের পরিমাণ : ১০,৩১,০৩৭ টাকা।
সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিশোধ : ৬১,৪২৪ টাকা।

কর্মসংস্থানের সংখ্যা ও নিয়োগ স্বচ্ছতা
বর্তমানে স্থায়ী ও মাস্টাররোলে ৩৩ কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে। এছাড়াও দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে ১০০-১৫০ জন লোক প্রতিদিন নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থানের ধরন ও প্রকৃতি এবং বেতন ভাতা
সমিতির জেনারেল ম্যানেজারসহ হিসাবরক্ষক ও অফিস সহকারী এবং স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকা ও মসজিদের ইমামসহ সর্বমোট ৫,২০,০০০ টাকা বেতন প্রদান করা হয়।

সমাজের কার্যক্রমে অবদান
সমবায় সমিতি একটি অর্থনৈতিক লাভজনক প্রতিষ্ঠান হলেও এই সমিতির অন্যতম একটি প্রধান লক্ষ্য সমিতির সদস্যদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতসহ অপরাপর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা, আর্তমানবতার সেবার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, সক্ষমতা সৃষ্টি, পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সদস্যদের মাঝে প্লট বরাদ্দ
উত্তরণ গৃহায়ন সমবায় সমিতি লিঃ দেশের বিরাট অংশের আবাসন সমস্যা সমাধান কল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অত্র সমিতিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যেমন- ০৬ শতক, ০৮ শতক ও ১২ শতক সাইজের ৬৫০টি প্লট সমিতির সদস্যদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত প্লটভূমিতে সমিতির সদস্যরা স্ব স্ব উদ্যোগে বাড়ি নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

পর্যটন নগরী কক্সবাজার এর বাড়তি আকর্ষণ "উত্তরণ মডেল টাউন"
"উত্তরণ মডেল টাউন" সর্বোচ্চ নাগরিক সুবিধা সংবলিত দেশের অন্যতম বৃহত্তম একটি অভিজাত আবাসন প্রকল্প। অত্র সমিতির নাগরিক সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :
উত্তরণ মডেল স্কুল, কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাংক ও পোস্ট অফিস

আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম, শিশু পার্ক, বাগান, জামে মসজিদ, মাদ্রাসা ও মক্তব, সুইমিং পুল, অতিথি ভবন, জিমনেসিয়াম, অডিটোরিয়াম, ফায়ার স্টেশন, কমিউনিটি সেন্টার/সেমিনার হল, লাইব্রেরি, মেডিক্যাল সেন্টার, কমিউনিটি ক্লিনিক, পার্কিং ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক জলাধার/লেক, আধুনিক শপিং মল।

আবাসন প্রকল্প প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সমিতির উদ্যোগে যে সকল জাতি গঠন ও সেবামূলক আর্থসামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত করা হতেছে তাহা নিম্নরূপ :

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

উত্তরণ আবাসন প্রকল্পে প্রায় ৩,৫০,০০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) চারা রোপণ করে পুরো প্রকল্পটি বর্তমানে একটি পরিবেশ বান্ধব আবাসন প্রকল্পে পরিণত হইয়াছে। ইতিপূর্বে গত ২৫/৬/২০১৪ইং তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সাবেক প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মশিউর রহমান রাঙ্গাঁ এই সমিতি পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং তিনি এই সমিতির বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ২০১৪ এর শুভ উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

শিক্ষা কার্যক্রম

বিগত ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত উত্তরণ মডেল স্কুল এন্ড কলেজে বর্তমানে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৮ শতাধিক ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। এ সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে বিনা বেতনে অধ্যয়ন,বিনা টাকায় স্কুলের পোশাক ও স্কুল ব্যাগ সরবরাহ, ১৭ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা ২ শিফটে লেখাপড়া করা ও কর্তৃপক্ষের বিশেষ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের ভালো ফলাফল লাভ করা ইত্যাদি কার্যক্রম ইতোমধ্যে কক্সবাজার শহরের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। উত্তরণ মডেল স্কুল এন্ড কলেজের জন্য সমিতির নামীয় খতিয়ান হতে ১ একর জমি রেজি: কবলা মুলে প্রদান করা হইয়াছে যাহার বাজার মূল্য বর্তমান মৌজা রেইট অনুযায়ী ১০,০০,০০,০০০ টাকা।

ধর্মীয় কার্যক্রম

সমিতির আবাসন প্রকল্পের শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারী এবং প্রকল্পের আশেপাশের ধর্মপরায়ণ মুসলমানদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমার নামাজ আদায়ের জন্য বিগত ১৯৯৬ সনে বায়তুশ শরফ এর মরহুম হুজুর কেবলা শাহ্ সূফী হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার ছাহেব (রাহ:) উত্তরণ বায়তুশ শরফ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সমিতির অর্থায়নে উক্ত মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়া বিগত ১৯৯৭ সনে বায়তুশ শরফ এর বর্তমান হুজুর কেবলা বাহারুল উলূম শাহ্ সূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দীন (ম.জি.আ.) ছাহেব উক্ত মসজিদের উদ্বোধন করেন। উক্ত মসজিদের জন্য সমিতির নামীয় খতিয়ান হতে ০.২০ জমি রেজিঃ কবলামূলে দান করিয়াছেন যাহার বাজার মূল্য মৌজা রেইট অনুযায়ী প্রায় ১ কোটি টাকা। উক্ত মসজিদে একজন ইমাম ও একজন মুয়াজ্জিন নিয়োগ দিয়া নিয়মিত নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে ত্রাণ বিতরণ

প্রতি বছর জেলার কোনো না কোনো স্থানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ সকল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সমিতির নিজস্ব তহবিলের টাকা দিয়া গরিব জনগোষ্ঠীকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করিয়া সেবা মূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিয়া আসিতেছে।

জেলার অসহায় ও এতিম এবং প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সহায়তা

কক্সবাজারস্থ বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানায় প্রায় ১৫০জন এতিম রহিয়াছে। প্রতি বছর সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে উক্ত এতিমখানায় উল্লেখযোগ্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। এতদব্যতিরেকে সমিতির আবাসন প্রকল্পের আশে-পাশে যে সকল অসহায় ও এতিম অভাব অনটনের মধ্যে আছে সে সকল অসহায় ও এতিমদেরকে সমিতি কর্তৃপক্ষ আর্থিক সহায়তা করিয়া থাকে।

অসহায় ও অভাবী লোকদের চিকিৎসা সহায়তা

সমিতির আবাসন প্রকল্পের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গরিব পরিবারসহ শহরের বিভিন্ন এলাকার লোকজনের চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন হইলে সমিতির তহবিল হতে চিকিৎসা খাতে বিভিন্ন সময়ে আর্থিক সাহার্য প্রদান করিয়া সমিতি কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা সহায়তা করিয়া আসিতেছে।

সমবায় পুরস্কার

এ সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সমিতির সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে একজন নিবেদিত কর্মী হিসেবে নিয়োজিত থাকায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সমিতির আবাসন প্রকল্পকে বাস্তবে রূপান্তর করার মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখায় সমিতির সাবেক সম্পাদক ও মহা-পরিচালক বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স,কক্সবাজার আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলামকে বিগত ১৯৯৭ সালে তাঁকে সমবায়ের মাধ্যমে দেশ গঠনের তৎপরতায় প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় সমবায় পুরস্কার ১৯৯৭ প্রদান করা হইয়াছিল। এতদব্যতিরেকে অত্র সমিতির আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সমবায়কে গতিশীল ও স্বয়ংক্রিয় আন্দোলনে পরিণত করার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার, ২০১২ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছর কক্সবাজার জেলা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ হইয়া পুরস্কার লাভ করিয়া আসিতেছে।



নিবন্ধন নং : ৮২২ (লক্ষ্মী)
তারিখ :২২/১১/২০১২খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ২৯৪ জন
শেয়ার মূলধন ৪৪,৮০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত ৪১,৩১,৯২৩ টাকা
ঋণ বিনিয়োগ ৪৪,৩৬,৬৭২.০০ টাকা।

পল্লী মা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : রায়পুর
জেলা : লক্ষ্মীপুর

বিগত ২২/১১/২০১২ খ্রি. তারিখে নিবন্ধন নং : ৮২২(লক্ষ্মী) অত্র সমিতি মানব কল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ নামে নিবন্ধিত হয়। নিবন্ধনের পর থেকে সমিতিটি সঞ্চয় ও ঋণদান কার্যক্রমে ব্যাপক ভূমিকা রাখিতেছে। যেহেতু অধিকাংশ সদস্যই পল্লী/গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করে বিধায় তারা অত্র সমিতিকে আরও জনপ্রিয় ও আন্তরিক করার লক্ষ্যে বার্ষিক সাধারণ সভায় উক্ত সমিতির নাম পল্লী মা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিগত ২৮/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখে সংশোধিত নং : ০০২ (লক্ষ্মী) অত্র সমিতি পল্লী মা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ নামে নিবন্ধিত হয়।

সদস্য সংখ্যা

বিগত ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৯৪ জন। সমিতির শুরু থেকে ক্রমশ সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সমিতির মূল কার্যক্রম হলো শেয়ার, সঞ্চয় আদায় ও ঋণ কর্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতি বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য সদস্যদের ঋণ প্রদান করে থাকে। যেমন : ব্যাটারী চালিত রিক্সা ও ভ্যান, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন। সদস্যগণ এসব খাতে ঋণ গ্রহণ করে ক্রমেই অনেক সদস্য স্বাবলম্বী হতেছে। বিগত বছর সমূহে এ সকল কর্মকাণ্ড করে সদস্যগণ নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করছে। এছাড়া সমিতির এলাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিবাহ ও বিভিন্ন ধর্মীয় কাজে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে থাকে। ঋণ কার্যক্রমে ঋণ আদায় ও সমিতির অন্যান্য যাবতীয় হিসাবাদি করার জন্য ২ জন কর্মচারী নিয়োজিত আছে।

উক্ত কর্মচারীবৃন্দ নিরলসভাবে সমিতির দায়দায়িত্ব পালন করছেন এবং সমিতির বিভিন্ন সময়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ আন্তরিকভাবে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সচেষ্ট ও সচেতন। প্রয়োজনে সমিতিরি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরাও ঋণ আদায় কার্যক্রমে মাঠে যান। সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাহাদের কার্যক্রম পরিদর্শণ করেন পরামর্শ প্রদান করে থাকে। যথাসময়ে ঋণ আদায় ও ঋণ প্রদানে সময় সীমা সঠিক রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করে থাকেন। এভাবে সমিতির সদস্যগণ স্বাবলম্বী হচ্ছে। সমিতির প্রতি আস্থা রাখায় সমিতি দিনদিন সফলতা লাভ করছে। সমিতি প্রতিবছর সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ করে থাকেন। সমিতির প্রতিবছর নিয়মিত অডিট সম্পাদন হয়ে থাকে।



নিবন্ধন নং : ৩২(চট্ট)
তারিখ : ৩১/০৮/১৯৪৮ইং
সদস্য সংখ্যা : ১,৬৪৫ জন।
কর্মসংস্থান : ৩ জন।
কার্যকরী মূলধন : ৫,৪০,৩২,৬৩৮ টাকা।
শেয়ার মূলধন : ৪০,০০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৩৩,০০০ টাকা।
সম্পদ : লবণ মাঠের জমি- ১০৬ একর।
চিংড়ি চাষের জমি- ৪১.১৪ একর।
ক্রয়কৃত ধান চাষের জমি-৮.৮৬ একর।

বড় মহেশখালী ইউনিয়ন সমবায় মাল্টিপারপাস সমিতি লিঃ

উপজেলা : মহেশখালী
জেলা : কক্সবাজার

সমিতি গঠনের পটভূমি

সমিতির রেকর্ড পত্র দৃষ্টে দেখা যায় যে, অত্র সমিতি ১৯২৭ সনে জাগিরা ঘোনা যৌথ ব্যাংক নামে নিবন্ধন মূলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৩৪-৩৫ সনে ভূ-সম্পত্তির খাজনার দায়ে নিলাম হলে জাগিরাঘোনা যৌথ ব্যাংকের পক্ষে জৈনক সুপারভাইজার আব্দুর রহমান কর্তৃক নিলামে সমিতির নামে ১৪৭.১৪ একর জমি খরিদ করা হয়। উক্ত যৌথ ব্যাংকের টাকার প্রয়োজনে ১৯৩৭-৩৮ সনে নিলামে খরিদকৃত জমি ২০ বছর মেয়াদে ক্ষয় বন্ধক দলিলের মাধ্যমে কক্সবাজার সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের নিকট জমি বন্ধক দেয়া হয়। ১৯৪৮ সনে যৌথ ব্যাংক বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে তৎকালীন সহকারী নিবন্ধক ও নিবন্ধক মহোদয়ের পরামর্শ ক্রমে জাগিরাঘোনার যৌথ ব্যাংকের সদস্যদের সমন্বয়ে বড় মহেশখালী ইউনিয়ন সমবায় মাল্টি পারপাস সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কক্সবাজার সেন্ট্রাল ব্যাংকের ২০ বছর ক্ষয় বন্ধক মেয়াদ শেষ হলে বিগত ২৮/০১/১৯৫৮ ইং তারিখে ৩৮৯নং স্মারক মুলে তৎকালীন সহকারী রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ ইসহাক সাহেব উক্ত সম্পত্তি বড় মহেশখালী ইউনিয়ন সমবায় মাল্টিপারপাস সমিতিকে প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, সমবায় আইন মোতাবেক জাগিরাঘোনা যৌথ ব্যাংক লিঃ কে বড় মহেশখালী ইউনিয়ন সমবায় মাল্টিপারপাস সমিতির লিঃ এর সাথে একত্রীকরণ করা হয়। উক্ত তারিখ হতে অদ্যাবধি উক্ত ভূসম্পত্তি সমিতির ভোগ দখলে রয়েছে।

আর্থিক চিত্র

- ব্যাংক জমা : ১,১৫,০০,০০০ টাকা।
- সমিতির স্থায়ী আমানতে : ১,০০,০০,০০০ টাকা।
- সমিতির সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ : ৮১,২১,৪০৮ টাকা।
- সমিতির শিক্ষা তহবিলের পরিমাণ : ২০,৯৫,৭০৬ টাকা।
- সমিতির দাতব্য তহবিলের পরিমাণ : ২২,০৬,৬৮০ টাকা।
- সমিতির কুঋণ তহবিলের পরিমাণঃ ১৯,৯০,২৩৮ টাকা।
- সমিতির বিল্ডিং তহবিলের পরিমাণ : ১৮,৪৬,৭৩৬ টাকা।
- সমিতির জমি ক্রয় মূল্য : ৮১,৪২,২০০ টাকা। (অডিট নোট অনুযায়ী)
- সমিতির অফিস ভবনের মূল্য : ২,০৭,৮৩৭ টাকা
- সমিতির সমবায় বিপণির মূল্য : ৭,০৪,৬৫৪ টাকা।
- সমিতির নব নির্মিত ০৪তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবনের মূল্য : ২,০২,৯৬,৭৩৯ টাকা।

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

সমিতিতে হাল সনে প্রতিমাসে একটি করে মোট ১২টি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাসিক সভা সমূহে সমিতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করা হয়।

সমিতির ভূ-সম্পত্তি

সমিতির লবণ মাঠ, চিংড়ি চাষের জমি এবং ধান চাষের জমিসমূহ সমিতির সদস্যদের মধ্যে নিলামের মাধ্যমে বছর ওয়ারি লাগিয়ত/ বর্গা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সমিতির ক্ষুদ্র প্রান্তিক লবণ ও মৎস্যচাষিরা উক্ত জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে থাকেন। ইহাতে সমিতির প্রায় ১,৫০০ জন সদস্য বছর ওয়ারি আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সহ আর্থিকভাবে লাভবান হন। সমিতির বর্তমান জমির আনুমানিক বাজার মূল্য ৩০,০০,০০,০০০ টাকা।

স্থায়ী সম্পত্তি

সমবায় ভবন : সমিতির নিজস্ব ক্রয়কৃত ০.৪০ একর জমির উপর একটি দ্বীতল পাকা ভবন রয়েছে। ইহাতে সমিতির নিজস্ব অফিস গৃহ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া প্রদান করা হয়। উক্ত ভবনের বর্তমান বাজার মূল্য ৫০,০০,০০০ টাকা।

সমবায় বিপণি : অত্র সমিতির নামে বড় মহেশখালী ইউনিয়নের প্রাণ কেন্দ্র বড় মহেশখলী নতুন বাজারে ০.০৬ একর ক্রয়কৃত জমির উপর একটি দ্বিতল পাকা সমবায় বিপণি রয়েছে। উক্ত ভবনে ব্যাংক বীমা অফিস ছাড়াও দোকানঘর ভাড়া দেওয়া হয়। বর্তমান উক্ত সমবায় বিপণির বাজার মূল্য ১,০০,০০,০০০ টাকা।

হাসপাতাল ভবন : সমিতির অফিস গৃহের পার্শ্বে ১৯১৫-'১৬ এবং ১৯১৬-'১৭ অর্থবছরে প্রায় ২,০০,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি ৪ তলা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা হয়। উক্ত ভবনে অতিসহসা ক্লিনিক/হাসপাতাল হিসেবে চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। হাসপাতালটি চালু হলে সমিতি আর্থিকভাবে লাভবান হবে এবং দ্বীপ এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে দারুণ সহায়ক ভূমিকা



পালন করবে।

আর্থিক অনুদান প্রদান

সমিতি প্রতি আর্থিক বছরে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গরিব জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মসজিদ ও বিদ্যালয়ে ৩,৫০,০০০ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য ১,০৪৩,০০০ টাকা এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে- একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, একটি মসজিদ ও দু'টি মাদ্রাসায়- ১,৮৫,০০০ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩,১৫,৫০০ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

শিক্ষা ভাতা ও সাহায্য

সমিতির ২০১৫-১৬ইং, ২০১৬-১৭ইং ম ২০১৭-১৮ইং এবং ২০১৮-১৯ ইং আর্থিক বছরে সমিতির এলাকার বিভিন্ন গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া, অনাথ গরিব মেয়েদের বিবাহে এবং দুস্থ্য লোকজনদের চিকিৎসা সাহায্য করা হয়। ২০১৯-২০২০ইং সনে এ খাতে মোট ২,৫০,৫০০ টাকা প্রদান করেন।

সমিতির বিভিন্ন তহবিলের বর্ণনা

সমিতি তার লাভের অংশ হতে সমবায় আইন ও বিধি অনুযায়ী এ পর্যন্ত নিম্ন বর্ণিত তহবিল সমূহ সৃষ্টি করেন।

ক) সংরক্ষিত তহবিল : ৮১,২১,৪০৮ টাকা
খ) দাতব্য তহবিল : ২২,০৬,৬৮০ টাকা।
গ) বিল্ডিং তহবিল : ১৮,৪৬,৭৩৬ টাকা।
ঘ) কুঋণ তহবিল : ১৯,৯০,২৩৮ টাকা।
ঙ) শিক্ষা তহবিল : ২০,৯৫,৭০৬ টাকা
চ) প্রভিডেন্ট ফান্ড : ৩০,২৭,৯৪ টাকা
মোট : ১,৬৫,৬৩,৫২৬ টাকা

সমিতির সরকারি রাজস্ব

সমিতি প্রতি আর্থিক বছরে লাভের অংশ হতে সমবায় আইন ও বিধি অনুযায়ী ধার্যকৃত অডিট সেস বাবদ ১০,০০০ টাকা এবং ভ্যাট বাবদ- ১,৫০০ টাকা অর্থাৎ ১১,৫০০ টাকা করে পরিশোধ করে থাকে।

বিবিধ

সমিতির লবণ ও চিংড়ি প্রকল্পসমূহে প্রতি আর্থিক বছরে প্রায় ১,৫০০ জন লোকের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত লবণ ও চিংড়ি দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তাছাড়া সমিতি স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহরোধ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্প গ্রহণ সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদন করে থাকে।





নিবন্ধন নং : ২৭২(লক্ষ্মী)
তারিখ : ১৮/১০/২০০৭খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা ১৯১ জন
শেয়ার মূলধন : ৩৪,৭০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৭৮,৫৩,৫৪৩ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৭৯,৯৫,২৫৬ টাকা।

মধ্য দরবেশপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : রামগঞ্জ
জেলা : লক্ষ্মীপুর

লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলাধীন ৭নং দরবেশপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত মধ্য দরবেশপুর গ্রামের বিভিন্ন পেশার মানুষের সমন্বয়ে গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমবায় সমিতির সৃষ্টি হয়েছে তার নাম মধ্য দরবেশপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ। পরবর্তীতে উপজেলা সমবায় অফিস রামগঞ্জ,লক্ষ্মীপুর এর সাথে যোগাযোগ করে সমবায় সমিতি নিবন্ধন এর জন্য আবেদন করেন। উপজেলা সমবায় অফিস কর্তৃক সমিতির সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিদর্শন এর পর মধ্য দরবেশপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ সমিতিটি নিবন্ধন দেওয়া হয়। যাহার নিবন্ধন নং ২৭২ (লক্ষ্মী), তারিখ ১৮/১০/২০০৭ খ্রি. নিবন্ধিত ঠিকানা-মোকাম : মধ্য দরবেশপুর, পোষ্ট : বালুয়া চৌমুহনী, ডাকঘর : রামগঞ্জ উপজেলা : রামগঞ্জ, জেলা : লক্ষ্মীপুর সমিতির সভ্য নির্বাচনি ও কর্ম এলাকা সমগ্র মধ্য দরবেশপুর গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরবর্তীতে সমিতিটি সফলভাবে কার্যক্রম শুরু করেন।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতির সদস্যদের থেকে মাসিক সঞ্চয় আমানত গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে সমিতির শেয়ার মূলধন ৩৪,৭০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৭৮,৫৩,৫৪৩ টাকা। কার্যকরী মূলধন ৭৯,৯৫,২৫৬ টাকা। উক্ত মূলধন দিয়ে সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাদের ঋণের প্রয়োজন হয় ঋণ প্রদান করে থাকে বর্তমানে সদস্যদের থেকে ঋণ পাওনার পরিমাণ ৩৭,৬৫,০০০ টাকা এবং সমিতির নামে সঞ্চয়পত্রে ২০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে থাকে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমিতি বিগত বছরে সমিতির সভ্য নির্বাচনি ও কর্ম এলাকায় অসহায় নারীদের বিবাহের জন্য সাহায্য প্রদান, গরিব লোকদের স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা করা। পবিত্র ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে সমিতির গরিব সদস্যদের মাঝে নিত্য পণ্যসামগ্রী প্রদান করে থাকে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

মধ্য দরবেশপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর নামে সমিতির কর্ম এলাকায় বিভিন্ন আর্থসামাজিক উন্নয়ন করে থাকে যেমন-জাতীয় স্যানিটেশন দিবস, নারী দিবস, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অসহায় গরিব ছাত্রদের পড়ালেখায় সাহায্য করা এবং ভালো ছাত্রদের উপ-বিত্তি প্রদান।

সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সামাজিক কর্মকাণ্ড

করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব জনিত কারণে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় সমিতির কর্ম এলাকা মধ্য দরবেশপুর গ্রামের বেকার মানুষদের সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউটে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হয় যেমন- টেইলারিং, ইলেকট্রিক, ব্লক বাটিক ইত্যাদি।



নিবন্ধন নং : ২৫৫/খাগড়া
তারিখ : ১৫/০১/২০০৩ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা ১৪০ জন
শেয়ার মূলধন : ৯৭,৮০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১৩,৬০,১৮২.৮৫ টাকা

মনাটেক যাদুগানালা মৎস্যচাষ বহুমুখী সঃ সঃ লিঃ

উপজেলা : মহালছড়ি
জেলা : খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

সদস্যদের মালিকানায় থাকা জলেভাসা/জলেডুবা জমিতে সরকারি অনুদানে ক্রিক বাঁধের মাধ্যমে পানি আটকিয়ে মৎস্যচাষ, পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও বিপণনের মাধ্যমে সদস্যদের পরিবারের আর্থিক সেবা, স্থানীয় বাজারে মৎস্য সরবরাহ পূর্বক জণগণের আমিষের চাহিদা মিটানোর মাধ্যমে জনসেবা এবং ক্রিক বাঁধের ফলে ঐ বাঁধ জন চলাচলের রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জলেভাসা/জলেডুবা জমিসহ কাপ্তাই লেক-এর বিশাল একটি অংশে মাছের পোনা উৎপাদন, পরিচর্যা ও বিপণনের মাধ্যমে সারা বছর মাছ বিক্রয় করা হয়। এতে সদস্যগণ ছাড়াও স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ীগণ মৎস্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। এতে স্থানীয় বাজার ছাড়াও অন্যান্য পাইকারি বাজারে মাছের সরবরাহ করা হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সদস্যদের চেষ্টা ও সহযোগিতায় তারা মৎস্য পোনা সরবরাহের সংখ্যা দিনদিন বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ সমিতি নিবন্ধিত হবার পর থেকে সমবায় আইন, বিধিমালা ও সমিতির উপ আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করে ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচন, সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা সহ অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করে আসছে। নিয়মিত শেয়ার ও মাসিক সঞ্চয় আদায় অব্যাহত রয়েছে। প্রতিবছর সমিতি বিশাল আয়োজন করে বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করে। সভায় জেলার বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। সদস্যদের যাহারা শ্রমজীবী তারা ছাড়াও এলাকার দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষদের অন্যুন ২৫/৩০ জন প্রতিনিয়ত মাছ পাহাড়া, ধরা ও বিপণনে কর্মরত আছে। সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে এদের বেতন ভাতাদি প্রদান করা হয়। মনাটেক ও যাদুগানালা গ্রামের ১৪৩টি পরিবারের জলেভাসা/জলেডুবা জমিসহ কাপ্তাই লেক এর অংশে সমবায়ের মাধ্যমে মৎস্যচাষ, পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও বিপণন হওয়ায় অত্র উপজেলার অন্যান্য স্থানেও মৎস্য খামার ও মৎস্যচাষি সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। সমিতির আপদকালীন তহবিল ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রতি বছর শিক্ষা খাত,জরুরি চিকিৎসা খাতে,মসজিদ মন্দিরে দান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যয় করে থাকে।

সদস্য সংখ্যা

বর্তমানে খাগড়াছড়ির বিভিন্ন অস্থিরতা ও প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে এ সমিতি এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠাকালীন সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪০ জন হলেও বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪০ জন। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংখ্যা ১২ জন। কমিটির প্রতিটি সদস্যই দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপনে এ সমিতির সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। জাতীয় সমবায় দিবস পালনে সমিতির সভাপতি, সম্পাদক সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে।

পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সমিতির সদস্যদের হতে আদায়কৃত শেয়ার-সঞ্চয় আদায় এবং মৎস্য বিক্রির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে পুঁজি গঠন করেন। বর্তমানে এ



সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৯৭,৮০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের ১৩,৬০,১৮২.৮৫ টাকা, ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ কৃষি ব্যাংক, মহালছড়ি শাখা ৬৯,৫৮৮ টাকা, সোনালি ব্যাংক, মহালছড়ি শাখা ১৪,০৩,৫৪১ টাকা এবং সোনালি ব্যাংক, মহালছড়ি শাখার স্থায়ী হিসেবে জমার পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা। সমিতির ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমিতির নিট লাভের পরিমাণ ২,২১,৫৩২ টাকা।

উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

পর্যটকদের সমাগম দেখে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুরোধে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়নে সমিতির এলাকায় (ক্রিক বাঁধে) একটি গোলঘর স্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় দর্শনার্থীদের বসার জন্য ৬টি পাকা বসার বেঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে। সমিতির সদস্য ও স্থানীয় সেচ্ছসেবী সংগঠন "লুডিক" এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য রাস্তার পার্শ্ববর্তী ফুলের বাগান ও বৃক্ষরোপণ করে নিয়মিত পরিচর্যা চলিতেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশের সুরক্ষায় পলিথিন ও আবর্জনা ফেলার জন্য রাস্তার পাশে ডাস্টবিন রাখা আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণা জোগাতে সমিতি প্রতি বছর আনুষ্ঠানিকভাবে মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য এককালীন অনুদান দেওয়া হয়। গরিব, অসহায়, অসচ্ছল এসব পরিবারের সদস্যদের সমিতির পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। সমিতির সদস্যদের ছেলেমেয়ে ও সমিতির কর্ম এলাকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মহীন ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের মাঝে নগদ টাকা অনুদানসহ চাল, ডাল, আলু, লবণ, তেল, শুটকি, নাপ্পি ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবরণ

সমিতির কার্যক্রম ১২ সদস্য বিশিষ্ট দক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচারিত হচ্ছে। উক্ত কমিটি বিগত ২৭/০৩/২০১৯ খ্রি. তারিখে সমিতির সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হয়।

অডিট, বার্ষিক সাধারণ সভা, অডিট ফি ও সিডিএফ সংক্রান্ত সমিতিতে নিয়মিত ও যথাসময়ে বার্ষিক অডিট সম্পাদন ও নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক অনুষ্ঠান করা হয়। চলতি বছর সমিতি অডিট ফি বাবদ ১০,০০০ টাকা ও ১৫% ভ্যাট বাবদ ১,৫০০ টাকা এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ ৬,৬৪৬ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে।

স্বীকৃতি

দুস্থ, গরিব ও অসহায়দের কল্যাণে কাজ করে যাওয়া এ সমিতি ২০১১ সালে জাতীয় মৎস্য পুরস্কার-২০১১ ও শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১১ অর্জন করেন। সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে তার অবস্থান থেকে এই সমিতি আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ সমিতি একটি আদর্শ সমিতি হিসেবে বিবেচিত হবে।



নিবন্ধন নং : ২৪০
তারিখ : ১১-০৬-১৯৭৩খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৪৮৮ জন
কিশোর সদস্য সংখ্যা : ২৬৫ জন।
শেয়ার মূলধন : ৮৭,৪১,৯০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৯০,৪০,৬৩৮ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ২,২৬,২২,৪৫৭ টাকা।
সম্পদ : ৪১ শতাংশ জমি

সিরাজপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : কোম্পানিগঞ্জ
জেলা : নোয়াখালী

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ পুর্নগঠনের ডাক দেন। বঙ্গবন্ধু প্রতিটি গ্রামে একটি সমবায় সমিতি গঠন করার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নোয়াখালী জেলার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার সিরাজপুর গ্রামে ১৯৭৩ সালে গঠন করা হয় সিরাজপুর কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড। তৎকালীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে গরিব মেহনতি মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য এবং সকল মানুষের খাদ্যের যোগানের জন্য কৃষি সমবায় সমিতিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক ও সেচের ব্যবস্থা করা ছিল কৃষি সমবায় সমিতির অন্যতম কাজ। সিরাজপুর গ্রামে উক্ত সমবায় সমিতি গঠন করার পর সমিতি এলাকায় ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। সিরাজপুর গ্রামের কৃষকরা স্বাবলম্বী হয়। কিন্তু কৃষি পেশার বাহিরে অন্যান্য পেশার জনসাধারণের উন্নয়ন কল্পে ২০০৭খ্রি. সালে উপ-আইন সংশোধনের মাধ্যমে উক্ত সমবায় সমিতির নামকরণ করা হয় সিরাজপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ। সমিতির শ্রেণি পরিবর্তন করার ফলে সিরাজপুর ও পার্শ্ববর্তী ছোট রাজাপুর গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ উক্ত সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে সমিতি সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও মূলধন বৃদ্ধি পায়। সমিতি হতে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করে সদস্যগণ স্বাবলম্বী হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামের তুলনায় সিরাজপুর ও ছোট রাজাপুর গ্রামে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা খুবই কম।

সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা

- ৪৮৮ জন ও কিশোর সদস্য সংখ্যা : ২৬৫ জন।
- সমিতির সর্বশেষ নিরীক্ষা বর্ষে নিট লাভ : ৯,৭৪,৪৮৯ টাকা।
- সমিতির সর্বশেষ নিরীক্ষা বর্ষে নিট লাভ বণ্টন : ৫,৮৯,৭৭৬ টাকা।
- সমিতির সঞ্চিতি তহবিলের স্থিতি : ৪৮,৪০,২৫৫ টাকা।
- বিভিন্ন ব্যাংক হিসেবে জমা : ৬২,১২,৬১৮ টাকা।
- সমিতিতে সরাসরি কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা : ৪ জন।

সমিতির সম্পদসমূহ

সিরাজপুর ইউনিয়নের সিরাজপুর মৌজার ০৭ নং খতিয়ানে সমিতির নিজস্ব নামে ৪১ শতাংশ জমি রয়েছে। উক্ত জমিতে সমিতির নিজস্ব অফিস,দোকানঘর ও আবাসিক বাসা রয়েছে। তাছাড়া সমিতির নিজস্ব জমিতে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

কর্মসংস্থানে অবদান

সদস্যদের প্রদত্ত শেয়ার ও সঞ্চয় দ্বারা সমিতি পুঁজি গঠন করা হয়। বর্তমানে উক্ত সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধন ২,২৬,২২,৪৫৭ টাকা। উক্ত টাকা হতে সমিতির সদস্যদের মাঝে স্বল্প সুদে গৃহনির্মাণ, ব্যবসা,



কম্পিউটার, কৃষি রিক্সা, দারিদ্র্য বিমোচন, হ্যান্ড টলি ও অটোরিক্সা খাতে ঋণ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত ঋণ আদায়ের হার ৯০% এর অধিক। সদস্যগণ উক্ত ঋণ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হয়। কোনো সদস্য ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হলে ঋণের সুদ মওকুপ করা হয়। ঋণ হতে প্রাপ্ত সুদ ও অন্যান্য আয়সমূহ হিসাব করে প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভায় লভ্যাংশ ঘোষণা ও বিতরণ করা হয়।

সমিতির সভা

সিরাজপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর সাপ্তাহিক সভা প্রতি শুক্রবার সকালে কিশোর সদস্যদের নিয়ে কিশোর সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্ধ্যায় সাধারণ সদস্যদের সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাপ্তাহিক সভায় সদস্যদের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করা হয়। তাছাড়া সদস্যদের মাঝে অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও সামাজিক বিরোধ সমিতির উদ্যোগে মীমাংসা করা হয়। ফলে সমিতি এলাকায় কোনো হানাহানি নেই। সাপ্তাহিক সভায় কিশোর সদস্য ও সমিতির সদস্যদের বিশেষ উৎসাহ প্রদান করার জন্য লটারির মাধ্যমে ৪২ জন সদস্যকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

কিশোর সদস্য

সমিতির সভ্য নির্বাচনি এলাকায় যে সকল ছেলেমেয়ে যাদের বয়স ১৮ বছরের কম তাদেরকে কিশোর সদস্য করা হয় এবং বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হলে পূর্ণাঙ্গ সদস্য করা হয়। সমিতির কিশোর সদস্যদের নিকট শেয়ার বিক্রি করা হয় না এবং তাদের ভোটাধিকার থাকে না। কিশোর সদস্যদের শিক্ষা খরচ সমিতি বহন করে। প্রতি বছর বই ক্রয়, পরীক্ষা ফি ও বোর্ড ফি প্রদান করা হয়। তাছাড়া পরীক্ষার যারা জিপিএ ৫ পায় তাদেরকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সামাজিক কর্মকাণ্ড

সমিতির কর্ম এলাকায় সিরাজপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির অবদান অনেক। গ্রামের দুস্থ ব্যক্তিদের সমিতির পক্ষ হতে বিশেষ সহায়তা প্রদান, সমিতির কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে দাফন/সৎকারের জন্য অনুদান প্রদান, সদস্যদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে অনুদান প্রদান করা হয়। প্রতি বছর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া সমিতির কর্ম এলাকায় মাদক ও যৌতুকবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। ফলে কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার মধ্যে সিরাজপুর ও ছোট রাজাপুর গ্রাম মাদক, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ মুক্ত মডেল গ্রাম।

জাতীয় সমবায় পুরস্কার

১৯৮৯খ্রি. সালে উক্ত সমিতির তৎকালীন সম্পাদক হাজী আবদুল মান্নান শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার পায়। তাছাড়া প্রতি বছর নোয়াখালী জেলার কৃষি/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন শ্রেণিতে উক্ত সমবায় সমিতি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পায়।

সমিতির সফলতা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

সিরাজপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিটি নিবন্ধন হয় ১৯৭৩ খ্রি. সালে। বর্তমানে ২০২০ খ্রি. সাল পর্যন্ত উক্ত সমবায় সমিতির বয়স ৪৭ বছর। সমিতির সাফল্যের পিছনে উল্লেখযোগ্য হল হিসেবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। সমিতির একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা টিম রয়েছে। উক্ত নিরীক্ষা টিম সমিতির সার্বিক কর্মকাণ্ড তদারকি করে। তাছাড়া সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মকাণ্ডসমূহ প্রতি শুক্রবার সাপ্তাহিক সভায় আলোচনা করা হয়। ফলে ব্যবস্থাপনা কমিটি জবাবদিহিতার সম্মুখীন হয়। উক্ত সমবায় সমিতি প্রতি বছর নিজ উদ্যোগে সরকারি রাজস্ব নিরীক্ষা ফি ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিশোধ করে আসছে। সর্বোপরি সিরাজপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিকে একটি আদর্শ সমবায় সমিতি হিসেবে গণ্য করা যায়।

সমবায় সমিতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান



জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ



সুন্দরবন মৌয়াল শ্রমজীবী সমবায় সমিতি

টাকার পরিমাণ লক্ষ টাকায়

বিবরণ	সংখ্যা
মোট সমিতি	২৪,২৪৫টি
মোট সদস্য	১১,৭৯,৯০৮ জন
পুরুষ	৮,৭৯,৩০২ জন
মহিলা	৩,০০,৬০৬ জন
কার্যকরী মূলধন	১,১২,৫০৫.৬২
ভৌত সম্পদ	১৪,০৩৫.৮৬
আর্থিক সম্পদ	২৪,৯৯৬.২৪



যশোর সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ

খুলনা বিভাগ



মূল রেজি নং : ৪/ডু
তারিখ : ০৭/০৮/১৯৮৪
স্থায়ী কর্মচারী : ২২৭ জন।
স্বকর্মসংস্থান : ১,০০০ জন
শেয়ার মূলধন : ৪,৪৮,৬২,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৫২,৫৪,২৩,৮৫৯ টাকা
ব্যাংক স্থিতি : ৪,৪৩,৫৫,০৭৩ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৩,৯৪,৫০,৮৪৪ টাকা
সম্পদ : ৭৪.০৭ একর

জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : খুলনা সদর
জেলা : খুলনা

খুলনা শহরের উপকণ্ঠে ছায়াঘেরা মায়াভরা একটি গ্রাম যার নাম থুকড়া। দেশের আর দশটি গ্রামের মতো এখানকার মানুষের আর্থিক সংগতি ও জীবিকার ধরন একই রকম। এই গ্রামের কয়েকজন কৃষক ও যুবকের প্রচেষ্টায় ১৯৮৪ সালে জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (মূল রেজি নং : ৪/ডু; তারিখ : ০৭/০৮/১৯৮৪,সংশোধিত রেজিঃ নং ৯/কে তারিখ : ২৪/০১/২০০০) মূলে নিবন্ধিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৬৩ জন। সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণের পাশাপাশি গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন করার মানসে সমিতি গঠিত হয়।

সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ৪,৪৮,৬২,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৫২,৫৪,২৩,৮৫৯ টাকা এবং সমিতির ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ৪,৪৩,৫৫,০৭৩ টাকা। সমিতির বর্তমান মোট কার্যকরী মূলধন ৩,৯৪,৫০,৮৪৪ টাকা। সমিতির সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন, নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক বিনিয়োগ, সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি এবং সর্বজনীনভাবে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থান

সমিতিতে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ২২৭ জন। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য স্কুল এবং গার্মেন্টস প্রকল্পে প্রায় ১,০০০ জন লোকের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সম্পদ ও সম্পত্তি

সমিতির নিজস্ব জায়গায় একটি অফিস ভবন আছে। অফিস ভবনে হিসাব শাখা এবং ক্যাশ শাখা রয়েছে। সম্প্রসারিত ভবনে অন্যান্য কর্মচারীরা বসেন। সমিতির সদস্য এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য একটি নতুন মিলনায়তন নির্মাণ করা হয়েছে। সমিতির মোট স্থায়ী সম্পদ ৭৪.০৭ একর জমি এবং বর্তমান বাজার মূল্য ৭০ কোটি টাকার উর্ধ্বে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সমিতির মাধ্যমে গ্রামের যাবতীয় সম্পদের ব্যবহার এবং তা কাজে লাগিয়ে প্রতিটি পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা;
- সমিতির যৌথসম্পদকে সঠিক প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনী,দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সদস্যদেরকে ঋণ দাদন করার জন্য মূলধন গঠন করা;
- সভ্যগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- কোনো ব্যক্তি বিশেষ, সরকার অথবা কোনো সংস্থার নিকট হতে পাইকারি





বিক্রয়ের আড়তদারি গ্রহণ অথবা কমিশন ভিত্তিতে এজেন্সি নেওয়া;

- সদস্যদের ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকারখানা গড়ে তোলা।
- সমিতির আর্থিক অবস্থা ও সার্বিক বিবেচনায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলা যায়।
- বর্তমানে সমিতিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পগুলো হলো

- **ঋণ প্রকল্প :** সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী,সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি এবং সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি।
- **জনতা কৃষি খামার প্রকল্প :** সমিতির নিজেস্ব ২ একর জমির উপর বেগুন, লাউ,শাকসবজি চাষ করা হয়, যা সম্পূর্ণ রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মুক্ত।
- **মৎস্য খামার প্রকল্প :** সমিতির নিজস্ব ২৮.৬১ একর জমির উপর মৎস্য খামার নির্মাণ করে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ করা হয় এবং ১০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।
- **ভ্যান প্রকল্প :** সমিতি থেকে নগদ টাকায় ভ্যান ক্রয় করে অসহায় দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়। ভ্যানের টাকা সহজ কিস্তিতে পরিশোধ করে পরবর্তীতে তারা ভ্যানের মালিক হয়ে যান। এ পর্যন্ত প্রায় ১১০০ ভ্যান চালক ভ্যানের মালিক হয়েছেন।
- **জনতা ফিশ ফিড প্রকল্প :** উক্ত প্রকল্পে সমিতি বিনিয়োগের মাধ্যমে সিটি গ্রুপ,প্যারাগন গ্রুপের ডিলারশিপ নিয়ে মৎস্য ও পোল্ট্রি ফিডের ব্যবসা করে মুনাফা করেছে।
- **জনতা ভিলেজ সুপার/সমবায় মার্কেট ভবন প্রকল্প : :** সমিতি নিজস্ব অর্থায়নে ১০ শতক জমির উপর সমবায় মার্কেট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- **বৃক্ষরোপণ প্রকল্প :** সমিতির নিজস্ব ৪ একর জমির উপর ২,০০০টি ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রয়েছে।
- **পিকনিক কর্নার প্রকল্প :** সমিতি ২০ একর জমির উপর একটি পিকনিক কর্নার স্থাপন করেছে।
- **জনতা প্রি ক্যাডেট স্কুল প্রকল্প :** ৩ বছর পূর্বে একটি অত্যাধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। যা 'জনতা প্রি-ক্যাডেট স্কুল' নামে প্রতিষ্ঠিত। উক্ত দ্বিতল স্কুল ভবনটি ১০ কক্ষ বিশিষ্ট। যেখানে ৪১০ জন শিক্ষার্থী, ৪৬ জন শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন।
- **জনতা গার্মেন্টস প্রকল্প :** সমিতির এ প্রকল্পের ভবন এবং অফিস সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম মহোদয় ০৬/০৪/২০১৬ সালে উদ্বোধন করেন।
- **জনতা সিমেন্ট এজেন্ট প্রকল্প :** সমিতির একটি অতি লাভজনক প্রকল্প। সমিতি বসুন্ধরা গ্রুপের কিং ব্র্যান্ড সিমেন্টের ডিলার।
- **কম্পিউটার ও ফটোকপি প্রকল্প :** কম্পিউটার, ফটোকপি ও ডিজিটাল স্টুডিও পরিচালনার মাধ্যমে ০২ জন এর কর্মসংস্থান হয়েছে এবং সমিতি লাভবান হচ্ছে।
- **জিকে ট্রেডার্স কনজিউমার (আটা ময়দা ও ভোজ্যতেল) প্রকল্প :** উক্ত প্রকল্পে সমিতি সিটি গ্রুপের আটা, ময়দা ও ভোজ্য তেলের পরিবেশক। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতি মুনাফা অর্জন করেছে।

পুরস্কার

সমিতির সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ বহুবার খুলনা জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৮৯ জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি, ১৯৯১ ও ২০১৭ জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব এস এম গোলাম কুদ্দুস; ২০০৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, এ সমিতির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে ডুমুরিয়া উপজেলায় অনেক সংখ্যক স্ব-উদ্যোগী ও আত্মনির্ভরশীল সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এখন জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ অন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুসরণীয়,অনুকরণীয় হয়ে খুলনা জেলায় তথা সারা বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।



নিবন্ধন নং : ৮৯/সাত
তারিখ : ১৫/০৪/২০১৪ খ্রি.
সংশোধিত নিবন্ধন : ৬৪/সাত
তারিখ : ১৭/০১/২০১৬ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১,৫০৮ জন
শেয়ার মূলধন : ৫,৪৮,৩০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৪,৮৬,২৫,৯৬৭ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৪,৯৩,৭৬,৭৮০ টাকা

কামারালী পল্লি উন্নয়ন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : কলারোয়া
জেলা : সাতক্ষীরা

কলারোয়া উপজেলার কামারালী গ্রামের ‘কামারালী পল্লি উন্নয়ন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ’এর সভাপতি জনাব মোঃ আবুবক্কর সিদ্দিক ও সম্পাদক জনাব মোঃ আব্দুল আলিম দুজন টগবগে যুবক পড়ালেখার গণ্ডি পেরিয়ে চাকরি,ব্যবসার লোভ সংবরণ করে নিজেদেরকে সফল উদ্যোক্তা এবং সংগঠক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ও সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসেবে নিরলস কাজ করার আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে তাড়া করতে থাকে। নিজের এলাকার অবহেলিত মানুষের সুখ দুঃখের অংশীদারিত্ব নিতে সকলকে একত্রিত করে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা শুরু করেন। প্রথমে এলাকার ২০ জন সদস্য নিয়ে ‘কামারালী পল্লি উন্নয়ন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ’গঠন করে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধন গ্রহণ করে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার এক নিভৃতপল্লি ‘কামারালী ’ যাদের জীবন চলছিল দারিদ্র্যতার সাথে যুদ্ধ করে। সামান্য কিছু জমি চাষাবাদ করে কোনো মতে তারা জীবনধারণ করত। এমন সময় কামারালীর দুজন শিক্ষিত যুবক তাদের জীবনকে একটি গণ্ডির ভেতর বন্দি না করে এলাকার মানুষের জন্য কিছু একটা করার প্রত্যয় গ্রহণ করল। তারা সমাজের মানুষদেরকে সমবায়নীতি ও আদর্শ বিষয়ে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠনভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনে মনোনিবেশ করে।

- গ্রামের মহিলাদেরকে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন এবং এদের খাদ্য, রোগবালাই, ঔষধপত্র ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, নারীনির্যাতন প্রতিরোধ ও যৌতুক নিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে।
- সমিতির কার্যকরী মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভ্যগণের নিকট শেয়ার বিক্রয়, সঞ্চয় আমানত আদায়, জামানত গ্রহণ ও অন্য কোনো সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা।
- গ্রামের অনাবাদি জমিকে প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে আবাদি করে সেখানে বিভিন্ন ফসল ও তরি-তরকারির চাষ করে মুনাফা অর্জন।
- সমিতির সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও ঋণ সহায়তার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের স্ব-কর্মসংস্থান,উৎপাদন বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা বিমোচন করা।
- গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করার জন্য মূলধন সংগ্রহ এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।
- গুণগত কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য সমবায়ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে সমবায় মার্কেটিং ব্যবস্থা চালু করা এবং সমবায় পণ্য ব্র্যান্ডিং করা।
- আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবাসমূহ জনবান্ধব করা এবং আইসিটির সুফল সদস্যদের কাছে পৌঁছানোর জন্য

প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

- পরিবেশকে সুন্দর ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য সদস্যদেরকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ ও অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক বনায়ন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলা।
- নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সদস্য ও তাদের ছেলেমেয়েদেরকে বিভিন্নভাবে বৃত্তি এবং সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও পরামর্শের ব্যবস্থা করা।

আর্থিক অবস্থা

সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১,০০,০০,০০০ টাকা। সমিতির বর্তমান শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫,৪৮,৩০০ টাকা। সমিতির আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৪,৮৬,২৫,৯৬৭ টাকা। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৪,৯৩,৭৬,৭৮০ টাকা।

চলমান প্রকল্পসমূহ

- ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প।
- ব্যবসা প্রকল্প (শোরুম)।
- উৎপাদনমুখী প্রকল্প।
- মৎস্য প্রকল্প।
- কলা চাষ প্রকল্প।
- পেঁয়ারা চাষ প্রকল্প।
- ধান চাষ প্রকল্প।
- গবাদি পশুপালন প্রকল্প।
- টমেটো চাষ প্রকল্প।

চলমান প্রকল্পসমূহের বিবরণ

উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেসব যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন, তারই অংশীদার হিসেবে 'কামারালী পল্লি উন্নয়ন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ' এ প্রকল্পগুলো গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে যেমন সমিতির অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ঠিক তেমনি এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রকল্পগুলোতে এলাকার অদক্ষ লোকজন প্রথমে চাষাবাদ শুরু করে। কিন্তু তারা এই ধরনের চাষাবাদ থেকে কোনো প্রকার মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ঠিক সেই সময় 'কামারালী পল্লি উন্নয়ন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ' এর সভাপতি ও সম্পাদক এই এলাকার ঐ সকল কৃষিজমি পরিদর্শন করে। পরির্দশনকালে সভাপতি ও সম্পাদক সাহেব দেখলেন এই প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে এবং উন্নতমানের বীজ দ্বারা চাষাবাদ করলে, এখান থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে।





অতঃপর সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় উক্ত প্রকল্পগুলোর বিভিন্ন সুবিধা ও অসুবিধার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই মোতাবেক 'কামারালী পল্লি উন্নয়ন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ' এই প্রকল্পগুলোতে কাজ শুরু করে এবং অর্থনৈতিকভাবে সফলতা অর্জন করে। সমিতির ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে ১,৩৬,০০,০০০ টাকা, ব্যবসায়ী প্রকল্পে (শোরুম) ১,৮০,০০,০০০ টাকা এবং উৎপাদনমুখী প্রকল্পে ৪৪,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এরমধ্যেসবচেয়ে লাভজনক প্রকল্প পেয়ারা চাষ ও গবাদি পশুপালন।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং সমাজকে আরও আধুনিকায়ন করা।

সমিতি তার নিজস্ব ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে যাবতীয় কার্যক্রম আপলোড, সমিতির উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান অবহিতকরণ সহ উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার, উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

- ইলেকট্রনিক্স পণ্য সমিতির নামে ব্র্যান্ডিং এবং বাজারজাতকরণ।
- সুপেয় পানির প্ল্যান্ট স্থাপন এবং বাজারজাতকরণ।
- সমিতির কর্ম এলাকা ও সভ্য নির্বাচনি এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় সমিতির উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা।

সমিতির প্রাপ্ত পুরস্কার ও স্বীকৃতিসমূহ

- ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সনে উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ উৎপাদনমুখী সমিতি হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ।
- ২০১৮ সালে বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত "সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনী"





মেলায় সমিতির উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন করে বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার অর্জন ও পুরস্কার গ্রহণ।

- ২০১৮ সালে ওয়ালটন,মিনিস্টার,আরএফ এল,পারটেক্স ও সিম্ফনি পণ্য বিক্রয় করে সাতক্ষীরা জেলার শ্রেষ্ঠ পরিবেশক হিসেবে স্বীকৃতিলাভ ও পুরস্কার গ্রহণ।
- ৪৬ তম জাতীয় সমবায় দিবস/২০১৭ তে সমিতির সভাপতি জনাব মো. আবু বকর ছিদ্দিক (বাবু) উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন।

মেলা/প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ

প্রতি বছর আয়োজিত উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বৈশাখী মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমিতির উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন।

২০১৬ ও ২০১৭ সালে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত উপজেলা উন্নয়ন মেলায় সমিতির পণ্য প্রদর্শন।

২০১৮ সালে বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত "সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনী " মেলায় সমিতির উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

সমিতির সদস্যগণ বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কোটবাড়ি,কুমিল্লায় এবং আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, খুলনায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে মৎস্য, কম্পিউটার, নার্সারি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

সমিতির সভাপতি এবং সম্পাদক তাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা,সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে কামারালী ও আশেপাশের গ্রামের সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে সক্ষম হয়েছেন। সরকারের পাশাপাশি সমিতিটিও এলাকার উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নিবন্ধনকালীন সময়ে ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১,৫০৮ জন।



রেজি নং মূল-০৯/মেহের
তারিখ : ১৫/০১/১৯৯৭ খ্রি.
সংশোধিত-০০২/মেহের
তারিখ : ০৫/০৮/২০১০ খ্রি.)
সদস্য সংখ্যা : ২,১৮৪ জন।
শেয়ার মূলধন : ৫৬,৩৩,০১০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৯,৪২,৬২,৭০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১১,৭৫,৯৭,৮১২ টাকা।

গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : মুজিবনগর
জেলা : মেহেরপুর

মেহেরপুর জেলায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামে সর্বপ্রথম ২০ জন সদস্যকে একত্রিত করে ১৯৯৭ সালে এ সমবায় সমিতিটি গড়ে ওঠে। মুজিবনগর উপজেলা একটি গ্রামীণ জনপদ এবং এখানকার অধিকাংশ মানুষই কৃষিনির্ভর। অর্থনৈতিক অনটন এদের নিত্য সাথী। পরিবার প্রধানের উপার্জন কম হওয়ায় শিশুদের অযত্ন অবহেলায় বেড়ে ওঠা অশিক্ষা, চিকিৎসাহীনতা, সাংসারিক অশান্তি এদের নিত্যদিনের চিত্র। বিশেষ করে এলাকার যারা দরিদ্র পরিবার অভাব অনটনের কারণে তারা তাদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ ছিল। তারপরও তাদের জীবন ও জীবিকার লড়াই চলছিল ভবিষ্যৎ উন্নয়নের আশায়। আর এই ভাবনা ও মনের জোরকে পুঁজি করে মৃত ইদ্রীস আলী, মোঃ আমিনুল ইসলাম, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ কুদ্দুস আলী, মোঃ ছামেদ আলী ও মোঃ জামাত আলী উদ্যোক্তা হয়ে উপজেলা সমবায় কার্যালয়, মুজিবনগর, মেহেরপুর ও জেলা সমবায় কর্যালয়, মেহেরপুর এর সহিত যোগাযোগ করে ২০ জন পুরুষ সদস্যের সমন্বয়ে গোপালনগর কো-অপাঃ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ নামে একটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির রেজি নং মূল-০৯/মেহের, তারিখ : ১৫/০১/১৯৯৭ খ্রি., সংশোধিত-০০২/মেহের, তাং-০৫/০৮/২০১০ খ্রি.)। এরপর শুরু হয় তাদের পথচলা, একটু একটু করে শেয়ার ও সঞ্চয় প্রদানের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে এখন সমিতির কর্ম এলাকায় প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারকে সমবায়ের ছায়াতলে আনতে সম্ভব হয়েছে। এলাকায় এখন আর নেই কোনো পুঁজির সংকট, নেই কোনো মহাজনি প্রথা বা উচ্চসুদে ঋণ প্রদান কার্যক্রমের অস্তিত্ব।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ২,১৮৪ জন। সমিতির সদস্যদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করছে, যা নিম্নরূপ :

- সভ্যদিগকে কর্জ দাদন করার জন্য মূলধন সংগ্রহ;
- লাভজনক কৃষিকাজ ও শিল্প দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা;
- শিল্প বিষয়ক, কৃষি বিষয়ক বা সভ্যগণের উপযোগী অন্য কোনো পেশা অবলম্বনে উৎসাহ দেওয়া ও সহায়তা;
- মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয় কাজে উৎসাহ দেওয়া,সহায়তা করা, সর্বপ্রকার ক্ষতিকর ব্যয় সংকোচন ও শিক্ষা দেয়া;
- সভ্যগণের মধ্যে স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সাহায্যের উৎসাহ দেওয়া;

আর সেই উদ্দেশ্যেই তারা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কার্য এলাকার সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আত্মকর্মসংস্থান ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ সঞ্চয় প্রকল্প, ছাগল ও ভেড়া পালনে ঋণ, কৃষিঋণ প্রদান করে আসছে।

ঋণ ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম

ক. কৃষিঋণ- সমিতির কর্ম এলাকা একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। ধান, পাট, সবজি, পেঁয়াজ, রসুন ও লিচু উৎপাদনে এলাকার সুখ্যাতি রয়েছে। কৃষিনির্ভর সদস্যদের উন্নয়নে ৭৭৬ জন কে ২,৫০,৯০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। খ. ক্ষুদ্রঋণ খাতে-



৬৭ জনকে ৪,৯৬,৮১০ টাকা গ. অন্যান্য আয়বর্ধক ও উৎপাদনশীল ঋণ খাতে ১,১৮৭ জনকে ৭,৭১,৭৭,৭০০ টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। বর্তমানে এ সমিতিতে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ১,৪৫৩ জনের এবং ১০ জনের সমিতিতে চাকরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া পরোক্ষভাবে সমিতির কার্য এলাকার প্রায় ৩,৫০০টি পরিবার উপকৃত হয়েছে।

সমিতি নিজস্ব জমিতে নিজস্ব অর্থায়নে একটি আধুনিক ডায়াগনিস্টিক সেন্টার ও একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ডায়াগনিস্টিক সেন্টার ও একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ইতোমধ্যে ০.৫১১৮ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে যার মূল্য ৪৮,৬৮,২৫০ টাকা। ২৯,৩২,৫৫৭ ব্যয়ে সমিতির তিন বিশিষ্ট নিজস্ব অফিস ভবন ও সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য জন্য একটি মিলনায়তন তৈরি করা হয়েছে।

সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতিটি তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে।

ক. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ।

খ. বৃক্ষরোপণ।

গ. যৌতুকবিরোধী জনমত গঠন।



ঘ. স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।

ঙ. মেধাবী ও গরিব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ ও শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে থাকে।

দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমবায়ের বিকল্প নেই। সমবায় সমিতি পর্যায়ে যে ঋণ প্রকল্প কাজ করে তাতে শোষণ, নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নেই তার অনন্য উদাহরণ এই গোপালনগর কো-অপাঃ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ। সমিতির সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে এ বছর খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি নির্বাচিত হয়েছে।



রেজি নং : ১৯/কে
তারিখ : ১২/০২/২০০৭
সদস্য সংখ্যা : ১,০৮৫ জন
শেয়ার মূলধন : ১,৬৩,৮৮,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৭,২৪,৭৬,৫১৩ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৯,৭০,৭৪,৯১৩ টাকা।

মোহনা আদর্শ যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : ডুমুরিয়া
জেলা : খুলনা

ডুমুরিয়া উপজেলার নিভৃত পল্লী থুকড়া গ্রাম। গ্রামের মানুষেরও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে গ্রামের কয়েকজন যুবকের প্রচেষ্টায় ২০০৭ সালে মোহনা আদর্শ যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ (রেজি নং : ১৯/কে; তারিখ : ১২/০২/২০০৭) নিবন্ধিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,০৮৫ জন। মূলত সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সমিতি গঠিত হয়।

সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ১,৬৩,৮৮,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৭,২৪,৭৬,৫১৩ টাকা এবং সমিতির ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ৪,৪৭,৪৫০ টাকা। সমিতির বর্তমানে মোট কার্যকরী মূলধন ৯,৭০,৭৪,৯১৩ টাকা। পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক বিনিয়োগ, সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি এবং সর্বজনীনভাবে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মোহনা আদর্শ যুব উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থান : সমিতিতে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ১৭ জন। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য এবং অন্যান্য প্রকল্পে প্রায় ৪০০ জন লোকের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সম্পদ ও সম্পত্তি : সমিতির নিজস্ব জায়গায় একটি অফিস ভবন আছে। সমিতির সদস্য এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য দ্বিতীয় তলায় অফিস কক্ষ রয়েছে। সমিতির মোট স্থায়ী সম্পদ ১৮.১২ একর জমি। এই জমির বর্তমান বাজার মূল্য ১৪.৪০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সমিতির মাধ্যমে এলাকার যুব সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কর্মমুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- সমিতির মাধ্যমে যৌথ সম্পদকে সঠিক প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে সামাজিক ব্যবধান নিয়ন্ত্রণ করা এবং একটি সুন্দর,সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সদস্যদেরকে ঋণ দাদন করার জন্য মূলধন গঠন করা;
- সভ্যগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান, সরকার অথবা কোনো সংস্থার নিকট হতে খুচরা ও পাইকারি বিক্রয়ের জন্য আড়তদারি বা ডিলাশিপ গ্রহণ অথবা কমিশন ভিত্তিতে এজেন্সি নেওয়া;
- সদস্যদের ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকারখানা গড়ে তোলা।

বর্তমানে সমিতিতে বিভিন্ন প্রকল্প

সমিতি বাণিজ্যিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির ডিলারশিপ নিয়ে বিভিন্নমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নিম্নে প্রকল্পে বিনিয়োগ ও লাভের পরিমাণ উল্লেখ করা হল :

মৎস্য প্রকল্প : এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৭,১৫,৪৯৫ টাকা এবং লাভের





পরিমাণ ৮,৫৫,০০০ টাকা।

ফিস ফিড প্রকল্প : এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ২,০০,০৮,২৩০ টাকা এবং লাভের পরিমাণ ১০,৮০,০০০ টাকা।

কম্পিউটার ও ফটোকপি প্রকল্প : এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৭,৮৭,১৬৩ টাকা এবং লাভের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা।

যানবাহন প্রকল্প : এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ২০,৩৪,৩৭৪ টাকা এবং লাভের পরিমাণ ৩,৪৫,০০০ টাকা।

কনজুমার প্রোডাক্ট প্রকল্প : এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ১,০০,০০,০০০ টাকা এবং লাভের পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা।

ডেইরি ফার্ম ও বৃক্ষরোপণ প্রকল্প : এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৬১,০১৫ টাকা এবং লাভের পরিমাণ ৪,২৫,০০০ টাকা।

পুরস্কার

সমিতির সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ বহুবার খুলনা জেলার এবং উপজেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার অর্জন করেছে।

এ সমিতির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে উপজেলায় বহু স্ব-উদ্যোগী ও আত্মনির্ভরশীল সফল যুব সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এখন মোহনা আদর্শ যুব উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ অন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুসরণীয়, অনুকরণীয় হয়ে খুলনা জেলায় উন্নয়নে সমবায় আন্দোলনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।



নিবন্ধন নং -০১/কে
তারিখ : ১৫/১/১৯৫৯ খ্রি.
সঞ্চয় আমানত : ১৯,৫৮,১১৩ টাকা।
শেয়ার আমানত : ৮,৫২,৮৭০ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৭,৭৩,৪৪,৬১৮ টাকা।

যশোর সমবায় ব্যাংক লিঃ

উপজেলা : যশোর সদর
জেলা : যশোর

সমিতি গঠনের পটভূমি

দেশের সার্বিক উন্নয়নে সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ ব্যাংকের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। যশোর সমবায় ব্যাংক লিঃ যশোর জেলার সমবায় অঙ্গনে একটি প্রাচীনতম আর্থিক প্রতিষ্ঠান। জেলার কৃষি তথা খাদ্য উৎপাদন, কৃষি উন্নয়নে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি ঋণ বিতরণসহ আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও অর্থায়নে এ ব্যাংকের রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। (১৯১৪ সালে নিবন্ধনের পর হতে এখন পর্যন্ত মোট দুবার সংশোধন হয়েছে। নিবন্ধন নম্বর ০১/কে, তারিখ : ১৫/১/১৯৫৯ খ্রি. এবং সংশোধিত নিবন্ধন নম্বর ৪৮/কে, তারিখ : ০৭/৮/১৯৮৪ খ্রি.।)

যশোর শহরের প্রাণকেন্দ্রে মাওলানা মোহাম্মদ আলী সড়কের গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এলাকায় ব্যাংকের অবস্থান। ব্যাংকের দুই পাশে রয়েছে বড় বড় দুইটি সড়ক।
সমিতি প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ পর্যন্ত মোট সদস্য সংখ্যা ১৫১টি প্রাথমিক সমিতি।

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি

ব্যাংকের নিজস্ব জায়গায় ভাড়াটিয়াদের নিকট হতে গৃহীত অগ্রিমের টাকা দ্বারা দোকান/গোডাউন/আবাসিক বাসা বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে তৃতীয় তলা বিশিষ্ট ব্যাংকের অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ভবনের তৃতীয় তলায় জেলা সমবায় কার্যালয়, যশোর, দ্বিতীয় তলায় যশোর সমবায় ব্যাংক লিঃ এর নিজস্ব অফিস ও নিচতলায় ০২ টি ব্যাগের শোরুম ভাড়া দেওয়া আছে। অত্র সমিতির নামে ৬৫.৯৫ শতক জমি বেজপাড়া মৌজায় ক্রয় করা আছে। বর্তমান সমিতির স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বাজার মূল্য ১১,৮৯,২৫,০০০.০০ টাকা (প্রায়)।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

যশোর সমবায় ব্যাংক লিঃ দীর্ঘ ১০৬ বছর ধরে সমবায় পরিচালনার মাধ্যমে সদস্য সমিতির আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। ৬০ এর দশকে এ সমিতির সদস্যরা ছিল দারিদ্র্য পীড়িত। আর এখন সমবায়ের পতাকাতলে আশ্রিত হয়ে জীবন হয়েছে আলোকিত। প্রচলিত সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে যশোর সমবায় ব্যাংক লিঃ একটি সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত। সমিতির সভাপতিসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য অন্তরিকভাবে সমিতির উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাদের মতে একার পক্ষে যে কাজ যে কাজ দুরূহ, কঠিন এবং একক প্রচেষ্টা যেখানে শক্তিহীন-সেখানে সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করণ হলো সমবায়। সম্মিলিত ইতিবাচক ইতিবাচক প্রয়াসে মানুষের সৃজনশীল শক্তির উদ্ভব যা গণমানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে। তাদের ভাষায় বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে চালিকা শক্তি হয়ে যথাসাধ্য কাজ করে যাবে-যাতে করে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়।



নিবন্ধন নং : ২৫/জে
তারিখ : ২৮ /০২/২০১৩ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ২,৫৬২ জন
শেয়ার মূলধন : ৪২,৯৫,৭০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ২,৪৪,১৫,৮২০ টাকা
ব্যাংক স্থিতি : ৫,৭৬,৭০১.৮৬ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৩,১৪,৮৮,২৭২ টাকা।

আল-আমিন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : শার্শা
জেলা : যশোর

যশোর জেলার শার্শা উপজেলার উপকণ্ঠে ছায়াঘেরা মায়াভরা একটি গ্রাম যার নাম বাগআঁচড়া বাজার। দেশের আর দশটি গ্রামের মতো এখানকার মানুষের আর্থিক সংগতি ও জীবিকার ধরন একই রকম। সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর "আমার যুবক ভাইরা,আমি কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে" উক্তিটি সফলভাবে ধারণ করে এই গ্রামের কয়েকজন কৃষক ও যুবকের প্রচেষ্টায় ২০১৩ সালে আল-আমিন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ (রেজি নং: ২৫/জে; তারিখ : ২৮ /০২/২০১৩) মূলে নিবন্ধিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২,৫৬২ জন। সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণের পাশাপাশি গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন করার মানসে সমিতি গঠিত হয়।

সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ৪২,৯৫,৭০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২,৪৪,১৫,৮২০ টাকা এবং সমিতির ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ৫,৭৬,৭০১.৮৬ টাকা। সমিতির বর্তমানে মোট কার্যকরী মূলধন ৩,১৪,৮৮,২৭২ টাকা। সমিতির সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী,সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন, নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক বিনিয়োগ, সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি এবং সর্বজনীনভাবে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আল-আমিন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থান

সমিতিতে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ২০ জন। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য এবং গবাদি পশুপালন ও পোলট্রি খামার প্রকল্পে প্রায় ৩২৫ জন লোকের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সম্পদ ও সম্পত্তি

সমিতির নিজস্ব জায়গায় একটি অফিস ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সমিতির মোট স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য ৪,৪৮,৩৭৭ টাকা।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সমিতির মাধ্যমে গ্রামের যাবতীয় সম্পদের ব্যবহার এবং তা কাজে লাগিয়ে প্রতিটি পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা;
- সমিতির যৌথ সম্পদকে সঠিক প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনী, দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সদস্যদেরকে ঋণ দাদন করার জন্য মূলধন গঠন করা;
- সভ্যগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য

বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

- সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয়ভাবে যেকোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা। সমিতির আর্থিক অবস্থা ও সার্বিক বিবেচনায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলা যায়।

প্রকল্প

বর্তমানে সমিতিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো হলো :

- ঋণ প্রকল্প
- কৃষি খামার প্রকল্প।
- মৎস্য খামার প্রকল্প।
- পরিবহন ঋণ প্রকল্প।
- দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প।

সামাজিক কর্মকাণ্ড

দুস্থ সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান : বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবে মানুষ যখন দিশেহারা,ঠিক তখনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল-আমিন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ স্থানীয় জন প্রতিনিধি ও সামাজিক ব্যক্তিত্বদের সাথে নিয়ে ১৫০ জন গরিব অসহায়দের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

শিক্ষা উপকরণ প্রদান : গরিব বাচ্চাদের এককালীন নগদ টাকা, স্কুল ব্যাগ, জামা, জুতা, খাতা ও কলম প্রদান করা হয়।

বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ : সমিতিটি প্রতি বছর বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সহযোগিতা ও প্রণোদনা দিয়ে থাকে।

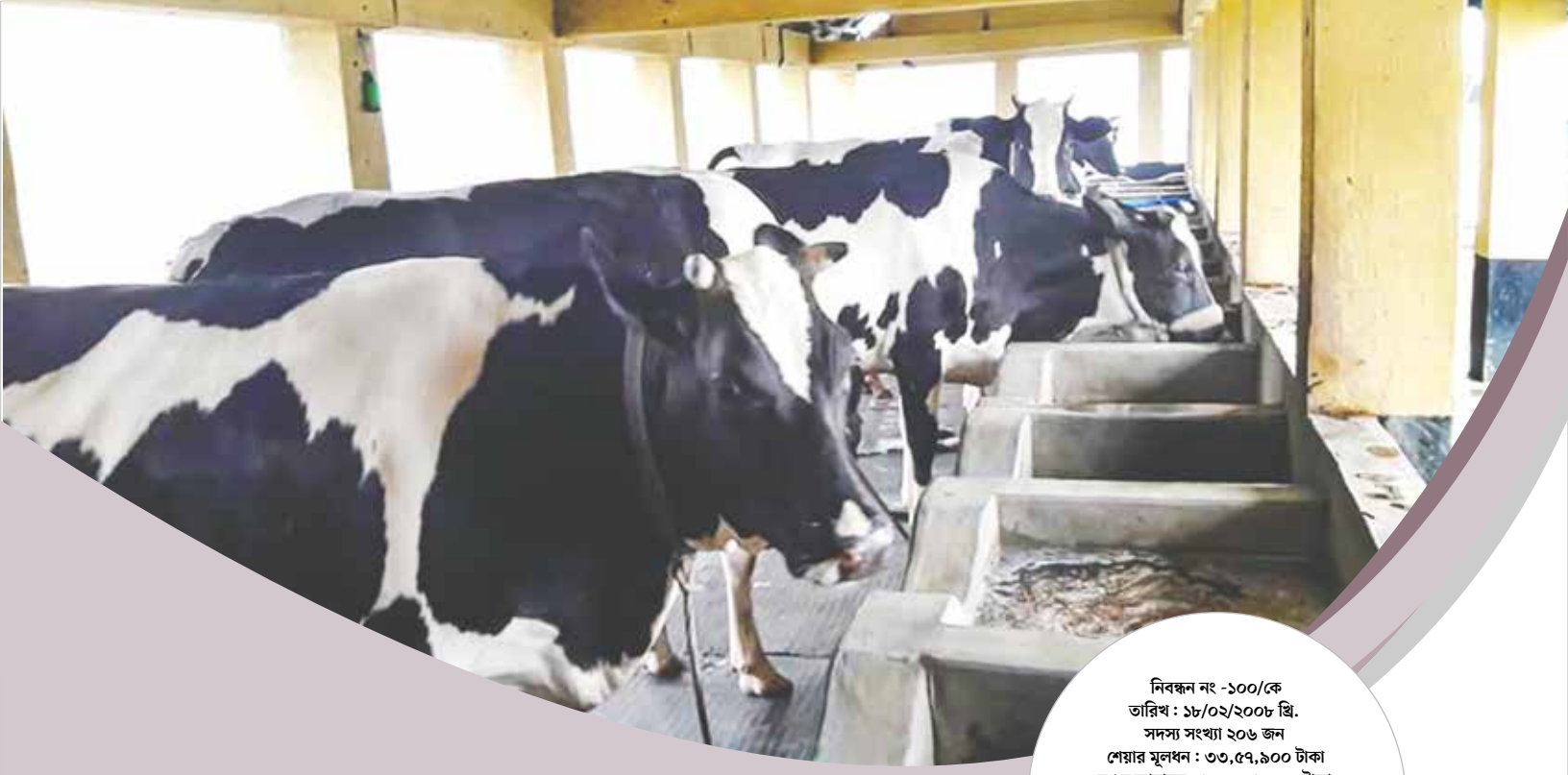
শীতবস্ত্র ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ : সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে শীতকালে অসহায়দের মাঝে ৩২০টি উন্নতমানের কম্বল, নগদ টাকা ও সেমাই চিনি বিতরণ করা হয়। এছাড়া ডেঙ্গু সচেতনতায় স্প্রে ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।



পুরস্কার

সমিতির সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ বহুবার যশোর জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় এ সমিতির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে শার্শা উপজেলায় অনেক সংখ্যক স্ব-উদ্যোগী ও আত্মনির্ভরশীল সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এখন আল-আমিন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ অন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুসরণীয়,অনুকরণীয় হয়ে যশোর জেলায় তথা সারা বাংলাদেশের উন্নয়নে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।



নিবন্ধন নং -১০০/কে
তারিখ : ১৮/০২/২০০৮ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা ২০৬ জন
শেয়ার মূলধন : ৩৩,৫৭,৯০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ২,৪৩,৫২,৭০৮ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ২,৮৯,১০,৯১০ টাকা।

বৈঠাহারা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : ডুমুরিয়া
জেলা : খুলনা

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অন্যান্য সফল সমবায় সমিতির মধ্যে উৎপাদনমুখী কর্মে এগিয়ে বৈঠাহারা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ। সমিতিটি এলাকার কয়েকজন কর্মহীন মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। সমিতিটি ১৮/০২/২০০৮ খ্রি. তারিখে ১০০/কে নম্বরে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২০৬ জন। সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণের পাশাপাশি গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন করার লক্ষ্যে নিবন্ধিত হয়।

সমিতির সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন ও স্ব-কর্ম সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থান

সমিতিতে বর্তমানে কর্মচারীর সংখ্যা ২২ জন। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য ও পোল্ট্রি খামারে প্রায় ১০০ জন লোকের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সম্পদ ও সম্পত্তি

সমিতির নিজস্ব জায়গায় একটি অফিস ভবন আছে। অফিস ভবনে হিসাব শাখা এবং ক্যাশ শাখা রয়েছে। সমিতির মোট স্থায়ী সম্পদ ৭.৮৯ একর জমি যার বর্তমান বাজার মূল্য ৮০ লক্ষ টাকার অধিক।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সমিতির মাধ্যমে গ্রামের যাবতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে লাগিয়ে প্রতিটি পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা;
- সমিতির যৌথসম্পদকে সঠিক প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনী, দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সদস্যদেরকে ঋণ দাদন করার জন্য মূলধন গঠন করা;
- সভ্যগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- কোনো ব্যক্তি বিশেষ, সরকার অথবা কোনো সংস্থার নিকট হতে পাইকারি বিক্রয়ের জন্য আড়তদারি গ্রহণ অথবা কমিশন ভিত্তিতে এজেন্সি নেয়া;
- সদস্যদের ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকারখানা গড়ে তোলা।

বর্তমানে সমিতিতে বিভিন্ন প্রকল্প

কৃষি প্রকল্প : সমিতি নিজস্ব জমিতে ধান, শাক-সবজি ও অন্যান্য কৃষি পণ্য উৎপাদন করা হয়।

মৎস্য খামার প্রকল্প : সমিতির নিজস্ব মৎস্য খামারে কার্প জাতীয় মাছ চিংড়ি মাছ উৎপাদন করা হয়। প্রকল্পটি লাভজনক।



নিবন্ধন নং : ১৪/কে
তারিখ : ১৯৮২ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৪৩১ জন
শেয়ার মূলধন : ৬৮,৪৭,০৬০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১,৮৮,৩২,৭৭১ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ২,৭৭,০৪,২০২ টাকা

আমভিটা সমবায় মৎস্য ও কৃষি খামার সমিতি লিঃ

উপজেলা : খুলনা সদর
জেলা : খুলনা

খুলনা শহরের উপকণ্ঠে রামকৃষ্ণপুর গ্রামের কয়েকজন কৃষক ও যুবকের প্রচেষ্টায় ১৯৮২ সালে আমভিটা সমবায় মৎস্য ও কৃষি খামার সমিতি লিঃ (রেজি : নং ১৪/কে) নিবন্ধিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪৩১ জন। সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণের মানসে সমিতি গঠিত হয়।

সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ৬৮,৪৭,০৬০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,৮৮,৩২,৭৭১ টাকা এবং সমিতির ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ৩৩,৬১,৩৬৫ টাকা। সমিতির বর্তমান মোট কার্যকরী মূলধন ২,৭৭,০৪,২০২ টাকা। সমিতির সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন, নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক বিনিয়োগ, সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি এবং সর্বজনীনভাবে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আমভিটা সমবায় মৎস্য ও কৃষি খামার সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থান

সমিতিতে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ২৫ জন। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য,ফিড এবং ইট বালি সিমেন্ট বিক্রয় প্রকল্পে প্রায় ১০০ জন লোকের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সম্পদ ও সম্পত্তি

রামকৃষ্ণপুরস্থ সমিতির নিজস্ব জায়গায় আমভিটা মোড়ে ৪০,৫৮,২০২ টাকা ব্যয়ে সমিতির দ্বি-তল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ভবনের দ্বিতীয় তলায় অফিস এবং নিচতলায় ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমিতির জলাশয় মোট ০.৭৮ একর। মোট জমির পরিমাণ ০.১০ একর। থুকড়া বাজারে একটি দোকান। এছাড়া সমিতির ১টি ট্রাক ও ১টি পিক-আপ আছে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সমিতির মাধ্যমে গ্রামের যাবতীয় সম্পদের ব্যবহার এবং তা কাজে লাগিয়ে প্রতিটি পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা;
- সমিতির যৌথ সম্পদকে সঠিক প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনী,দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সদস্যদেরকে ঋণ দাদন করার জন্য মূলধন গঠন করা;
- সভ্যগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- কোনো ব্যক্তি বিশেষ,সরকার অথবা কোনো সংস্থার নিকট হতে পাইকারি বিক্রয়ের জন্য আড়তদারি গ্রহণ অথবা কমিশন ভিত্তিতে এজেন্সি নেওয়া;
- সদস্যদের ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র ও

মাঝারি শিল্পকারখানা গড়ে তোলা।

সমিতির আর্থিক অবস্থা ও সার্বিক বিবেচনায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলা যায়।

বর্তমানে সমিতিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো হলো :

ঋণ প্রকল্প

সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী,সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি এবং সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি।

মৎস্য প্রকল্প

সমিতির নিজস্ব মৎস্যচাষ প্রকল্প আছে। উক্ত প্রকল্পে সমিতির ১৫ জন সদস্যের কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৭৮,৫৬,৫২৪ টাকা। প্রকল্পে উৎপাদিত মৎস্য স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিটিয়ে ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে বিক্রয় করা হয়।

ভেটেনারি ঔষধ প্রকল্প

সমিতির সদস্যদের গবাদি পশুর বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসহ ঔষধ সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা হয়। এ জন্য সমিতিতে একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ভেটেনারি বিশেষজ্ঞ সপ্তাহে ২দিন সেবা প্রদান করে থাকে। সদস্য ছাড়াও এলাকাবাসীগণ এ সুবিধাভোগ করে থাকেন। এ প্রকল্পে সমিতির বিনিয়োগের পরিমাণ ২,৮২,৩০০ টাকা।

ইট,বালি,বাঁশ,টিন ও সিমেন্ট বিক্রয় প্রকল্প

সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে আরামিট ঢেউটিনের ডিলারশিপ গ্রহণ করে ইট-বালি ও ঢেউটিন বিক্রয় প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্প থেকে সমিতির সদস্যগণ ক্রয়ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম সুবিধা পেয়ে থাকে। এই প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ১২,৪৩,৮০০ টাকা।

ফিড প্রকল্প

আফতাব গ্রুপের ডিলারশিপ গ্রহণ করে ফিড ব্যবসা পরিচালনা করছে। ফিড প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৬,৩২,০০০ টাকা।

কম্পিউটার ও ফটোকপি প্রকল্প

সমিতির নিজস্ব জায়গায় ছোট কলেবরে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং ফটোকপি মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার মানুষকে কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৩,৪৭,০০০ টাকা।





ওয়াই-ফাই ও ইন্টারনেট প্রকল্প

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ওয়াই-ফাই ও ইন্টারনেট সেবা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে এ প্রকল্প চালু করেছে। প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকাবাসী ধীরে ধীরে আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত হচ্ছে। এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫,৮৪,০০০ টাকা। সমিতিতে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ১০ জন।

এলপিজি প্রকল্প

সমিতি বসুন্ধরা গ্রুপের নিকট হতে এলপি গ্যাসের ডিলারশিপ গ্রহণ করে নিজস্ব জায়গায় ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৭,৩৩,০০০ টাকা। এছাড়াও সমিতির কীটনাশক ও ধান বীজ প্রকল্প রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, সমিতির সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ বহুবার খুলনা জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে। এ সমিতির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে ডুমুরিয়া উপজেলায় অনেক সংখ্যক স্ব-উদ্যোগী ও আত্মনির্ভরশীল সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। আমভিটা সমবায় মৎস্য ও কৃষি খামার সমিতি লিঃ এখন অন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুসরণীয়, অনুকরণীয় হয়ে খুলনা জেলায় তথা সারা বাংলাদেশের উন্নয়নে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।



নিবন্ধন নং -০১
তারিখ : ২৮/০৯/১৯৩৪
সদস্য সংখ্যা ৬১০ জন
সঞ্চয় আমানত : ১,০৮,৭৭০ টাকা
শেয়ার মূলধন : ১১,৬৮,০০৮ টাকা
কার্যকরী মূলধন ২,৫৩,৪৫,৫৩৪ টাকা

যশোর সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ

উপজেলা : যশোর সদর
জেলা : যশোর

দারিদ্র্য দূরীকরণ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সার্বিকভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা অপরিসীম। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি গঠন করে ১৯৩৪ সালে আবাদযোগ্য কৃষি সমবায়ীদের সমন্বয়ে যশোর সদর উপজেলাধীন ১৩১, জেল রোড, ঘোপ, যশোর এ যশোর সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ নিবন্ধিত হয়। সমিতিটি সমবায় বিভাগ হতে ২৮/০৯/১৯৩৪ খ্রি. তারিখে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীকালে নিবন্ধন সংশোধন করা হয়। (নিবন্ধন নং-৯৯/জে, তারিখ : ১২/০৫/২০১১ খ্রি.) যার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬১০ জন। উক্ত ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমিতির সভ্য নির্বাচনি এলাকার মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি বিশেষ করে আবাদযোগ্য কৃষিজমি বন্ধক রেখে সদস্যগণকে ঋণ সহায়তা প্রদান করে। এছাড়া জমি বন্ধকমুক্ত অথবা পূর্ণ দেনা শোধ করে।

সমিতির মূল কাজ সাধারণ সদস্য ও বিশেষ প্রকল্পভুক্ত বিশেষ সদস্যদের মধ্যে লেনদেন, আদান প্রদান, সঞ্চয় আমানত গ্রহণ বা ঋণ প্রদান। সদস্যদের উপযুক্ত জামানতের বিপরীতে স্বল্পমেয়াদি, মধ্য মেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ কার্যক্রম চালু করা। এ ব্যাংকের বৃহত্তর উন্নয়নে তথা ব্যাংকের সদস্যদের উন্নয়নের স্বার্থে বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্য ও বিশেষ সদস্যদের নিকট থেকে স্বর্ণ বন্ধক নিয়ে ঋণ প্রদান করা হয়। স্থাবর সম্পত্তি বিশেষ করে আবাদযোগ্য কৃষি, ভূমি বন্ধক রেখে সদস্যগণকে ঋণ প্রদান, সাধারণ সদস্য ও বিশেষ প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদন এছাড়াও ব্যাংকের সদস্যদের উন্নয়নের স্বার্থে বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষ সদস্যদের (সরকারি কর্মকর্তা) কর্মচারী, ব্যাংকের কর্মকর্তা/ কর্মচারী ক্রেডিট প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

সমিতি প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ পর্যন্ত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৬১০ জন মাত্র। সমিতিতে শেয়ার বিনিয়োগ করেছে ৭,০৫,৪৭০ টাকা, সঞ্চয় আমানত : ১,০৮,৭৭০ টাকা, শেয়ার মূলধন : ১১,৬৮,০০৮ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৩৮,২৪,১৯৩ টাকা, অন্যান্য তহবিল ৯,০১,৭৯০ টাকা, সমিতির পুঞ্জীভূত লাভ ১,৪৮,০০,৮৭৭ টাকা এবং কার্যকরী মূলধন ২,৫৩,৪৫,৫৩৪ টাকা। বর্তমানে সমিতিতে ৬ জন কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত আছেন।

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি

যশোর শহরের জেল রোড (ঘোপ এলাকা) ব্যাংকের ০.৩২ একর জমির উপর নিজস্ব অর্থায়নে তিন তলা বিশিষ্ট ভবন রয়েছে। স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য ৫,২৫,০০,০০০ টাকা (প্রায়)।

এছাড়াও ব্যাংকের অফিস কক্ষের সম্মুখে জনতা হসপিটাল এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টারকে ২৫ বছরের চুক্তিতে ভাড়া দেয়া আছে। চুক্তিপত্রানুযায়ী ২৫ বছর অতিক্রান্ত হলে অত্র ভবনটি ব্যাংকের নিজস্ব ভবনে পরিণত হবে। জনতা হসপিটাল এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার ভাড়াটিয়াদের নিজস্ব টাকায় নির্মিত হওয়ায় এর প্রকৃত ব্যয় ব্যাংকের হিসেবে হিসাবভুক্ত হয়নি।



সামাজিক কার্যক্রমের অবদান

সমবায় সমিতি একটি অর্থনৈতিক লাভজনক প্রতিষ্ঠান হলেও এই সমিতির অন্যতম একটি প্রধান লক্ষ্য সমিতির সদস্যদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ,বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বৃক্ষরোপণ, পরিবার পরিকল্পনা, যৌতুকবিরোধী জনমত গঠন। এসব বিষয়ে সমিতি ইতোমধ্যেই বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

যেকোনো উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো যথাযথ প্রশিক্ষণ। এই উপলব্ধি থেকে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ সমিতির আর্থিক অবস্থান সুদৃঢ় ও সকল সদস্যদের কর্ম ও উৎপাদনমুখী করার লক্ষ্যে এ সমিতির একাধিক সদস্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়ন এ একাধিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সমবায় আইন ও বিধিমালানুযায়ী সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সমবায় বিধিমালা ৪২(২) মতে প্রতিমাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত কমিটির সভায় সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব সাধারণ সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। এছাড়া সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হওয়ার পর সমবায় আইন, বিধিমালা এবং সমিতির উপ-আইন অনুযায়ী নিয়মিতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করে। প্রতিটি সভায় সদস্যদেরকে সমবায় বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। নিয়মিত শেয়ার এবং মাসিক সঞ্চয় আমানত আদায় অব্যাহত রয়েছে।

আলোচ্য সমিতিটি যশোর জেলার একটি "ক" শ্রেণিভুক্ত সমবায় সমিতি। যশোর সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ দীর্ঘ ৮৬ বছর ধরে সমবায় পরিচালনার মাধ্যমে সদস্য সমিতির আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। ৬০ এর দশকে এ সমিতির সদস্যরা ছিল দারিদ্র্য পীড়িত তাঁদের জীবনে ছিল কালো মেঘের ছায়া। আর এখন সমবায়ের পতাকাতলে আশ্রিত হয়ে জীবন হয়েছে সোনালি রঙের ন্যায় আলোকিত। প্রচলিত সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে অত্র যশোর সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ একটি সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত। সমিতির সভাপতিসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য অন্তরিকভাবে সমিতির উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাদের মতে একার পক্ষে যে কাজ দুরূহ, কঠিন এবং একক প্রচেষ্টা যেখানে শক্তিহীন- সেখানে সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো সমবায়। সম্মিলিত ইতিবাচক প্রয়াসে মানুষের সৃজনশীল শক্তির উদ্ভব যা গণমানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে। তাদের ভাষায় বঙ্গবন্ধু সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে চালিকাশক্তি হয়ে যথাসাধ্য কাজ করে যাবে- যাতে করে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়।



নিবন্ধন নং : ১৯৮/জে
তারিখ : ২৭/১১/১৯৭৪ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৯৩৫ জন
শেয়ার মূলধন : ১,৫০,৩৪,৫৯০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১,০৯,৯৯৪.৪৭ টাকা

মোবারকগঞ্জ চিনিকল কর্মচারী সঞ্চয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : কালীগঞ্জ
জেলা : ঝিনাইদহ

দিনদিন বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার চিত্র। সার্বিক উন্নয়নের স্রোতধারায় মিলিত হয়েছে বিভিন্ন স্তরের মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রম। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা তথা দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সমবায় খাতও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সমবায়ের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রত্যয়ে মোবারকগঞ্জ চিনিকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ১৯৭৪ সালে গড়ে তোলে মোবারকগঞ্জ চিনিকল কর্মচারী সঞ্চয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি লিঃ(রেজি. নং ১৯৮/জে; তারিখ : ২৭/১১/১৯৭৪)। ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার এই সমবায় সমিতিটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৯৩৫ জন। সমিতিতে বর্তমানে ১২ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচিত কমিটি রয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সমিতির সদস্যগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে সমিতির উন্নয়নের স্বার্থে। সমিতির বর্তমান শেয়ার মূলধন ১,৫০,৩৪,৫৯০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ১,০৯,৯৯৪.৪৭ টাকা।

সমিতির সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১টি অফিস আছে। অফিসে ৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছে।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমিতিটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে ২টি ফুয়েল সার্ভিস স্টেশন আছে যা সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত। একটি ঝিনাইদহ-খুলনা মহাসড়ক সংলগ্ন বেজপাড়া, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহে মোচিক সমবায় ফুয়েল সার্ভিস। অপরটি কালীগঞ্জ-কোটচাঁদপুর মহাসড়ক সংলগ্ন শিবনগর, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহে অবিস্থিত। এটি মোচিক সমবায় ফিলিং স্টেশন নামে পরিচিত। উভয় ফুয়েল সার্ভিসে বর্তমান ৯ জন করে মোট ১৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছে।

সমিতির নিজস্ব একটি ট্যাংকলরি আছে যা সমিতির নিজস্ব ২টি ফিলিং স্টেশনের জ্বালানি তেল বহন করার কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ট্যাংকলরিতে ২ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। ১ জন চালক এবং ১ জন হেলপার।

সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ১টি আধুনিক উন্নতমানের অফসেট প্রিন্টিং প্রেস আছে। যার মাধ্যমে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্যাকেজিং সামগ্রী সরবরাহ করা হয়ে থাকে। প্রেসটি ২ শিফটে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা কার্যক্রম করে থাকে। প্রেসটিতে বর্তমানে ১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

সমিতির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রতিদানস্বরূপ সমবায় বিভাগ কর্তৃক জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪ অর্জন করে। এছাড়া বিগত ১৯৯১ ও ১৯৯৭ সালে জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়েছে সমিতিটি। সমিতির সম্পাদক সাহেব ১৯৯২ সালে জাতীয় সমবায়ী পুরস্কার পেয়েছেন।



নিবন্ধন নং ২৪
তারিখ : ০১/১০/২০০৯ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ২,৬২৭ জন।
কর্মস্থান : ১৭ জন
শেয়ার মূলধন : ২৬,৫০,৮২৯ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৬৬,৭৯,১২৯ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৯৩,২৯,৯৫৮ টাকা

আস্থা সমাজ উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : কুষ্টিয়া সদর
জেলা : কুষ্টিয়া

কৃষিপ্রধান কুষ্টিয়া সদর উপজেলার গড়াই নদীর তীরবর্তী শান্ত নিরিবিলি গ্রাম আমানতপুর। এই গ্রামের কয়েকজন কৃষক ও যুবকের প্রচেষ্টায় ২০০৯ সালে আস্থা সমাজ উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতির নিবন্ধন নং : ২৪, তারিখ : ০১/১০/২০০৯ খ্রি. (সংশোধিত নিবন্ধন নং : ১৫, তারিখ : ০২/০৩/২০১১ খ্রি.। নিবন্ধনকালীন সদস্য : ২০ জন। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা : ২,৬২৭ জন।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ব্যবস্থাপনা
সমিতির সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান ও পণ্য বিতরণ।

সমিতি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প
সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানি হতে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্রসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে সমিতির সদস্যদের মাঝে সহজ কিস্তিতে পণ্য বিক্রয় করে থাকে। এছাড়া সমিতি প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেরা বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্রসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত করতঃ সমিতির সদস্যদের কিস্তির মাধ্যমে প্রদান করে থাকে। উক্ত প্রকল্পে কমপক্ষে ১০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা
সমিতিটি সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতি নিজস্ব কারখানা থেকে আসবাবপত্র প্রস্তুত করে সদস্যদের মধ্যে কিস্তির মাধ্যমে প্রদান করায় সদস্যরা লাভবান হচ্ছে। এছাড়া যেসব সদস্যের পক্ষে একবারে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করে ফ্রিজ কিংবা ফার্ণিচার কেনা সম্ভব নয় তাদের জন্য সমিতি সামান্য টাকা ডাউনপেমেন্ট দিয়ে ফ্রিজ কিস্তির মাধ্যমে সদস্যদেরকে প্রদান করে থাকে। ফলে সমাজে সদস্যদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পুরস্কার
সমিতির কার্যক্রমের সফলতার জন্য প্রতি বছর জেলা সমবায় কার্যালয় হতে পুরস্কার প্রদান করে থাকে।
এ সমিতি কুষ্টিয়া সদর উপজেলার একটি সফল সমবায় সমিতি। তারা স্ব-উদ্যোগে কাজ এবং সদস্যদের আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অনেক সমিতি তাদের কার্যক্রম অনুসরণ করার চেষ্টা করছে।



নিবন্ধন নং : ০৩/সাত
তারিখ : ০২/০৭/২০০৯
সদস্য সংখ্যা : ৯,৯৭৫ জন
(পুরুষ : ৬৭২ জন, মহিলা : ৯,৩০৩ জন)
শেয়ার মূলধন : ৫,১৩,৯০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১,৮৬,১১,৯০৬ টাকা

শংকরপুর বন্ধন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : কালিগঞ্জ
জেলা : সাতক্ষীরা

"শংকরপুর বন্ধন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেড" কালিগঞ্জ উপজেলার একটি সফল সমবায় সমিতি। সবুজে শ্যামলে ঘেরা স্বাধীন সার্বভৌম প্রাচীন নিদর্শনে ভরপুর আমাদের এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত সাতক্ষীরা জেলা। সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার ০১ নং কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ড এর শংকরপুর গ্রামে ২০০৮ সালের ১৩ জুন শুক্রবার প্রতিষ্ঠিত হয় শংকরপুর বন্ধন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ। সমিতিটির নিবন্ধন নং ০৩/সাত, তারিখ : ০২/০৭/২০০৯,সংশোধিত নিবন্ধন নং ২৫/সাত; তারিখ : ০৬/০৭/২০১৪।

সমিতিটি সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখছে। সমবায়ের সুনাম বৃদ্ধিতে সমিতিটি কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপটে যে মানুষটির অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন শংকরপুর গ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মোঃ আলমগীর হোসেন। যাকে কঠোর পরিশ্রম অসীম ধৈর্য আর বিভিন্ন সমস্যার সাথে সংগ্রাম করে তাকে এই যুদ্ধে জয়ী হতে হয়েছে। একঝাঁক তরুণ উদিয়মান যুবক-যুবতিদের নিয়ে ছিল সমাজসংস্কারের এই কর্ম অগ্রযাত্রা। উদ্যোক্তা হিসেবে মোঃ আলমগীর হোসনে একজন নিবেদিত প্রাণ। এই প্রতিষ্ঠানটি করার পূর্বে মানুষের কল্যাণ সাধন করাই ছিল একমাত্র চিন্তা। তৎকালিন সময়ে এ এলাকার অবস্থা ছিল খুব জরাজীর্ন। অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক, শিক্ষার হার কম, বেকারত্বে ভরপুর, কুসংস্কারে বিশ্বাসী, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রাথা, নারী নির্যাতন, স্যানিটারী ল্যাট্রিনের অভাব, সঠিক বিনোদনের অভাব, ব্যবসা বাণিজ্য ছিল না, ছিল না ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থাও। সমাজে প্রতিনিয়ত নানারকমের সমস্যা সৃষ্টি হওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল না।

তাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের স্লোগান কে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় শংকরপুর বন্ধন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ। প্রথমে গোলপাতার ছাউনি আর চাঁচের বেড়া দেয়া একটি ছোট ঘরে যাত্রা শুরু হয়। শংকরপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এই স্বপ্নের বন্ধন সমবায় সমিতি। বন্ধনের প্রত্যেকটি সদস্য তখন আর থেমে থাকলো না। তারা বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চললো দুর্বার গতিতে। বন্ধন সমবায় সমিতি অতি দ্রুত শংকরপুর গ্রামকে ছাপিয়ে সুনামের সাথে পাশের গ্রামগুলোতেও কাজ শুরু করে। কাল পরিক্রমায় বন্ধন সমবায় সমিতি আজ দীর্ঘ এক যুগ পেরিয়ে সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ ও শ্যামনগর উপজেলায় সুনামের সাথে মডেল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এর স্বীকৃত স্বরূপ প্রতিবার উপজেলা সমবায় প্রশাসন হতে সফল সমবায় সমিতিসহ সফল উদ্যোক্তার পুরস্কার প্রাপ্ত হচ্ছে। স্বপ্নের এই বন্ধন সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় ৯,৯৭৫ জন, বর্তমান স্টাফ সংখ্যা ৪৩ জন ও কার্যকরী মূলধন ১,৮৬,১১,৯০৬ টাকা। সকল স্টাফ সর্বদা এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। একদিকে শেয়ার সঞ্চয় নিয়ে সাধারণ সদস্যদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ



অন্যদিকে সদস্যদের আধুনিক সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য সকল প্রকার গৃহের আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়। বন্ধন সমবায় সমিতি কোনো একক ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান নয়। প্রতিবছর সকল সদস্যদের মধ্যে শেয়ারের ও সঞ্চয়ের লাভ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বণ্টন করা হয়। তাই সকল সদস্যের কাছে একটিই কথা "এগিয়ে যাক বন্ধন এগিয়ে যাক দেশ, গন্তব্যে না পৌঁছে যাত্রা নাহি শেষ"।

কার্যক্রমের বর্ণনা

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম : ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মধ্যে তারা বিভিন্ন ট্রেড যেমন ভ্যান ক্রয়, পোল্ট্রি খামার স্থাপন, গবাদি পিশুপালন, কৃষিখাতে ঋণ প্রদান করে থাকে। মাঠে পাওনা ঋণের পরিমাণ ৬,৫০,৭৫,৩৫০ টাকা।

ব্যবসায়িক কার্যক্রম : সমিতির ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যের শোরুম রয়েছে। সমিতিটি বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী স্থানীয় ডিলার হিসেবে কাজ করে থাকে। এই খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৭৬,৭৭,৫১৮ টাকা।

উৎপাদনমুখী কার্যক্রম : সমিতিটি প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে সফলতা অর্জন করে। সমবায়ীদের চাষের কাজে সহায়তা করে যেমন কলা, ধান, মাছ চাষ আর্থিকভাবে লাভবান হয়। কিন্তু বিগত কয়েক বছরের অতি বৃষ্টিপাতে ফসলি জমির ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায়, তারা তাদের কৌশল পরিবর্তন করে ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত পানি বাজারজাতকরণ, ফার্নিচার তৈরির কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। বর্তমানে সমিতিটি কেপি নামে ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য ব্র্যান্ডিং, প্রক্রিয়াজাত পানি ও নিজস্ব কারখানায় তৈরিকৃত ফার্নিচার বাজারজাত করছে। অত্র সমবায় সমিতিটি প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করে থাকে।

যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যক্রম : যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমিতিটি পাড়া মহল্লায় সচেতনতামূলক সভা করে থাকে। এ সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করে থাকে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম : সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়ে থাকে। কৃষি, মৎস্য ও গবাদি পশুপালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়া যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

কেস স্টাডি

শংকরপুর গ্রামের দুজন নারী মোছাঃ মাছুরা খাতুন ও নাজমা খাতুন গাভি পালন করে নিজেদেরকে উদ্যোক্তা ও সংগঠক হিসেবে আত্মপ্রকাশের স্বপ্ন দেখেন। এর ধারাবাহিকতায় তারা স্থানীয় সমবায় অফিসে যোগাযোগ করে সমবায় সমিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। "সকলের তরে সকলে আমরা,প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তারা সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সমিতির সদস্যদের শেয়ার ও ক্ষুদ্রক্ষুদ্র সঞ্চয় এবং উদ্যোক্তা সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠা মূলধন হতে সদস্যদের বিভিন্ন ট্রেডে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের স্বাবলম্বী হতে সমিতিটি কাজ করে যাচ্ছে। সমিতির নিবন্ধনকালীন সদস্য ছিল ২০ জন। যা বর্তমানে ৯,৯৭৫ জন। প্রতিবছর সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। সমিতি প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রায় ৪০০ সদস্যের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সমিতিতে বর্তমানে নিয়োগকৃত কর্মচারী ৪৩ জন। সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১,৮৬,১১,৯০৬ টাকা। শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫,১৩,৯০০ টাকা। সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,৪৬,৫৮,৬৬৮ টাকা।

কীভাবে সফল হলো তার বর্ণনা

সমবায় নীতি ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্যোক্তাগণ নিরলস পরিশ্রম ও সততার মাধ্যমে সমিতিটি পরিচালিত করে আসছে। তারা মনে করে সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি পরিশ্রম, দৃঢ় মনোবল,দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতা। তাদের এই তত্ত্বগুলোই সমিতির সফলতার পিছনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সদস্যগণের সঞ্চিত অর্থ ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তা সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি সমিতি

হতে প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে পারিবারিক অসচ্ছলতা দূর করছে। সমিতিটি সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমিতিটি পাড়া মহল্লায় সচেতনতামূলক সভা করার ফলে বাল্যবিবাহ রোধ হচ্ছে ও যৌতুকের করাল গ্রাস হতে অনেকে রক্ষা পাচ্ছে। গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করায়, শিশু শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়া রোধ হচ্ছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দূর্যোগ, বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে অসচ্ছল সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রী, উৎসব সামগ্রী ও শীতবস্ত্র বিতরণ করে থাকে।

সমিতির প্রকল্পসমূহ :

ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প

বন্ধন এলাকার হতদরিদ্র মানুষের চিকিৎসার কথা চিন্তা করে চালু করেন বাড়ি বাড়ি ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প। প্রকল্পের ডাক্তার প্রসেনজিত রায় প্রতিদিন সকাল ৮.০০টা হতে বিরতিহীন ভাবে ১.৩০টা পর্যন্ত সমিতির বিভিন্ন গ্রুপে যেয়ে ফ্রি চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। সকল রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়াসহ বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে সচেতন করে থাকেন। প্রতিদিন দুপুর ২.৩০টা হতে সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত বন্ধন সমিতির প্রধান কার্যালয় শংকরপুরে রোগী দেখেন। এলাকার হাজারো চিকিৎসা বঞ্চিত দরিদ্র মানুষেরা ফ্রি চিকিৎসা সেবা নিতে পারে বন্ধন বাড়ি বাড়ি ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প থেকে। বন্ধনের এ সেবা প্রকল্পটি এলাকার মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়। আর সমবায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হতে এমন সুন্দর একটি সেবা পাওয়ায় এলাকার জনগণ বাংলাদেশ সরকারের সমবায় অধিদপ্তরকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। তাই সবাই বলে জয় হোক সমবায়ের জয় হোক সমবায়ীদের।

স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

বন্ধনের স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি হতে মুমূর্ষু রোগীকে রক্তদান করা হয়। সমিতির কর্মকর্তা কর্মচারী ও ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি রক্তদান গ্রুপ আছে। যারা সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবার/এলাকার মুমূর্ষু রোগীদের জরুরি রক্ত সরবরাহ করে। ব্লাড ডোনারদের নাম যথাক্রমে আলমগীর হোসেন, জাহাংগীর আলম, হুমায়ূন কবির, শান্তি দাস, রেহানা পারভীন, কনিকা রানী, শামিম হোসেন,ইয়াছিন আলি, হুমায়ন কবির, সেলিম মোস্তফা, নুর হোসেন গাইন, নুর হোসেন তরফদার, শাহিনুর রহমান, মিজানুর রহমান, প্রবীর বিশ্বাস, আবদুর রাজ্জাকসহ আরো অনেকে।

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সেবা প্রকল্প

'প্রতিবন্ধী উন্নয়নে কাজ করি একসাথে' এ স্লোগান কে সামনে রেখে বন্ধনে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি ফান্ড আছে। এ ফান্ড হতে প্রতি বছর প্রতিবন্ধীদের মাঝে আর্থিক সহায়তা, শীত বস্ত্র বিতরণ, চিকিৎসা ভাতা, হুইল চেয়ার, টয়লেট চেয়ার, হাঁটার জন্য উন্নত মানের হ্যান্ড স্টিক, পোশাক ইত্যাদি সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়।

শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। শিক্ষার প্রসারে বন্ধন গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে প্রতি বছর আর্থিক সহায়তা, অ্যাওয়ার্ড, শিক্ষামূলক বই, জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, গরিব অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী ছেলেমেয়েদের লেখা পড়ার জন্য পরীক্ষার ফরম ফিলাপ ফি, টিউশন ফি, রেজিঃ ফি দিয়ে থাকে।

কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান

প্রতি বছর জমকালোভাবে সমিতির সদস্যদের পরিবার থেকে যে সকল ছাত্রছাত্রী কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে। পিএসসি, পিডিসি,



জেএসসি, জেডিসি এবং এসএসসি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ফুল, ক্রেস্ট, সম্মাননা পত্র, আর্থিক অনুদান ইত্যাদি দেয়া হয়।

স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তাঘাট সংস্কার
সমিতির স্বেচ্ছাসেবীরা স্বেচ্ছাশ্রমে এলাকার রাস্তাঘাট মেরামত করে থাকে।

বৃক্ষরোপণ
গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান এই স্লোগানকে সামনে নিয়ে প্রতি বছর সদস্যদের মাঝে ফলজ বৃক্ষ সহ বিভিন্ন বৃক্ষ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

উঠান বৈঠক
সমিতির প্রায় ৩৫০টি গ্রুপ সমিতি আছে। ঐ সকল গ্রুপে প্রতি সপ্তাহে একবার যাওয়া হয়। গ্রুপগুলোতে প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন ধরনের আলোচ্যসূচি থাকে এবং আলোচনা শেষে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকে। যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে যেমন- বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়তে হবে, যৌতুক মুক্ত সমাজ চাই, মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা, জঙ্গিবাদ রোধ, শিশু শ্রম প্রতিরোধ, মাদকমুক্ত সমাজ, বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ, বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, গরু পালন, মুরগি পালন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মসূচি
জঙ্গিবাদ একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা। যার ফলে আজ সারা বিশ্ব মারাত্মক হুমকির মুখে। সমিতির পক্ষে বিভিন্ন হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসায় জঙ্গি বিরোধী র‍্যালি ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মাদক বিরোধী প্রচারণা
মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও বাজারে মাদক রিরোধী র‍্যালী ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

উদ্যোক্তা সৃষ্টিকারী ঋণ বিতরণ
এ পর্যন্ত সমিতি থেকে ১,৩৫৮ জন মহিলা কে ১,৩৫৮টি সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। যার ফলে ১৩৫৮ জন মহিলা সেলাই মেশিন চালিয়ে তাদের জীবন মানের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। মুরগি পালন করতে ঋণ নিয়ে শত শত মানুষ স্বাবলম্বী হচ্ছে। শংকরপুরের সিরাজুল, মফিজুল, আলামিন, এনছার, শফিকুল, আজিজুল, শরিফুন্নেছা, সালমা, রামনগরের সাজিদা, লতিফা, মারুফা, নজরুল, কালিকাপুরের রাশিদা, সিরাজুল, নুর মোহাম্মদ, রেবেকা, সালেহা আরো অনেকে মুরগি পালন করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। গাভি পালন করার জন্য ঋণ নিয়ে নাজমা, হোসনেয়ারা, মাজিদা, ফজিলা, সুমিত্রা, অর্চনা, সিতা সরকার, মিতা মহলদার স্বাবলম্বী হয়েছে। মাছ চাষের ঋণ নিয়ে শত শত ব্যক্তি স্বাবলম্বী হয়েছে। কুচি চাষ করার জন্য ঋণ নিয়ে অনেকে স্বাবলম্বী হয়েছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ
ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য র‍্যালি, লিফলেট বিতরণ, ডেঙ্গুর আস্তানা ধ্বংস, বাড়ি বাড়ি সচেতন করাসহ বাড়ির আঙিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পাড়ায় পাড়ায় পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা সেলঃ
প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে সতর্কবার্তা প্রচার, দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ, চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা করা হয়।



নিবন্ধন নং : ১৪৩/কে
তারিখ : ০১/০৭/২০০৮ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১,৬৯৮ জন
শেয়ার মূলধন : ২০,৭০,১৩০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৪০,২২,৬২৬ টাকা
ব্যাংক স্থিতি : ৫৪,৩১২.২৯ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১,০৯,৪৪,৯১৭ টাকা।

নবরুপা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : খুলনা সদর
জেলা : খুলনা

খুলনা শহরে ১৯৯৯ সনের জানুয়ারি মাসে ওয়ার্ল্ড ভিশন নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার আওতাধীন থেকে ক্ষুদ্র দল হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে ২০০৮ সালে জেলা সমবায় কার্যালয়, খুলনা হতে ২০ জন মহিলা সদস্যের সমন্বয়ে নবরুপা মহিলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ নামে (রেজি : নং ১৪৩/কে, তারিখ ০১/০৭/২০০৮ খ্রি.) নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত নিবন্ধনের মাধ্যমে সমবায় সমিতির নাম সংশোধন করে নবরুপা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ রাখা হয়, যার নিবন্ধন নং : ২৪২/কে; তারিখ :০৬/০৯/১৮ খ্রি.। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১,৬৯৮ জন এবং শিশু সহযোগী সদস্য সংখ্যা ২২৪ জন। সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ২০,৭০,১৩০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৪০,২২,৬২৬ টাকা এবং শিশু সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৪,১৯,২০০ টাকা। সমিতির ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ৫৪,৩১২.২৯ টাকা। সমিতির বর্তমান মোট কার্যকরী মূলধন ১,০৯,৪৪,৯১৭ টাকা।

সমিতির সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী,সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন, নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক বিনিয়োগ, সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি এবং সর্বজনীনভাবে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে নবরুপা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সমিতিতে ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো হলো :

- ঋণ কার্যক্রম।
- ডেকোরেটর প্রকল্প।
- অ্যালুমিনিয়াম কারখানা।
- খাবার সরবরাহ প্রকল্প।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোর প্রকল্প : সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে ২০১৫ সালের ১৫ এপ্রিল ১,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে চাল, ডাল, লবণ, তেল, চিনি, আটা, ময়দা, সুজি, পিঁয়াজ, রসুন, বিস্কুটসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্যমূল্যে সদস্য ও এলাকার জনগণের মধ্যে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। উক্ত প্রকল্পে ১ জন সদস্যদের কর্মসংসস্থান হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্প হতে মাসিক আয় ১০,০০০ টাকা।

অ্যালুমিনিয়াম কারখানা : সুন্দরবন এডিপি (এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট) ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় এবং সমিতির অর্থায়নে ১১,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কারখানাটি স্থাপন করা হয়। উল্লিখিত প্রকল্পে বর্তমানে ২৮ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। উক্ত প্রকল্প হতে প্রতিদিন অ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি, কড়াই,বোল,কলস ইত্যাদি উৎপাদিত হয় যা বাজারজাত করে সমিতির বার্ষিক নিট আয় ৪০,০০০ টাকা। এছাড়া বর্ণিত সমিতিতে ২,৫০,০০০ টাকার ডেকোরেটর মালামাল রয়েছে। উক্ত প্রকল্প হতে প্রতি বছর সমিতির ৫০,০০০ টাকা নিট আয় হয়। এছাড়াও



সমিতির অভ্যন্তরীণ রান্না প্রকল্পে উক্ত ডেকোরেটর মালামাল ব্যবহৃত হয়।

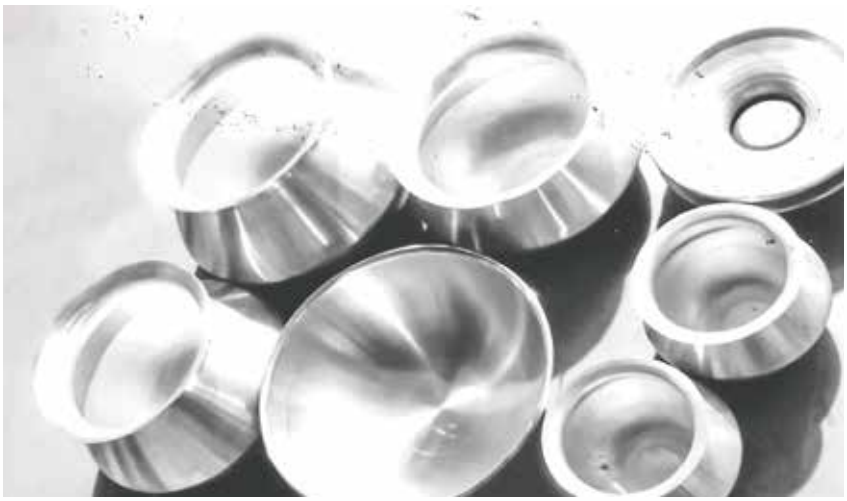
খাবার সরবরাহ প্রকল্প : সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে প্রথমে ১,৩০,০০০ টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে খাবার সরবরাহ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৭,০০,০০০ টাকা। উল্লিখিত প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার বিভিন্ন অফিস,সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, এনজিও,ব্যক্তি পর্যায়ে সাদা ভাত, বিরিয়ানি, স্ন্যাকস জাতীয় খাবার প্রস্তুত পূর্বক সরবরাহ করা হয়। উক্ত প্রকল্পে কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৫ জন এবং বার্ষিক নিট আয় ৮০,০০০ টাকা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রতি বছর সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে ৩০০ জন গৃহকর্মীকে ব্লক-বাটিক,সেলাই, কারচুপি, নকশিকাঁথা তৈরি, ক্রিস্টাল তৈরি ও বুটিকসহ নানাবিধ কাজের প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক তাদেরকে সমিতি হতে চাহিদামাফিক ঋণ প্রদান করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে ১০০ জন গৃহকর্মী নিজেরা বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছে এবং ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- সমিতির অফিস কার্যালয়ে বহুতল ভবন নির্মাণ করা।



- হাউজিং প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে জমি ক্রয় পূর্বক সদস্যদের আবাসন সমস্যা দূর করা।
- কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা।
- কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা।
- কুটিরশিল্পের মাধ্যমে সদস্যদের আয়ের উৎস বাড়ানো।
- বয়স্ক সদস্যদের মধ্যে বয়স্ক ভাতা চালু করা।
- মা ও শিশু স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ।

পরিশেষে বলা যায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক সুরক্ষা, বিনিয়োগ বিকাশ এবং শিক্ষা কার্যক্রমে নবরুপা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সকল সদস্যদের নিরলস প্রচেষ্টা, ত্যাগ, স্বেচ্ছাশ্রম, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের ফলে আজ এই সমবায় সমিতি খুলনার আদর্শ সমবায় সমিতি হিসেবে গড়ে উঠেছে। এখন বর্ণিত সমবায় সমিতি অন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুসরণীয়, অনুকরণীয় হয়ে খুলনা জেলায় তথা সারা বাংলাদেশের উন্নয়নে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।



মূল নিবন্ধন নং : ১০/মেহের
তারিখ : ০৮/০৪/২০১০ খ্রি.
শেয়ার মূলধন : ২১,৯০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৯৮,৮৫০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৯১,৩০,৮৮০ টাকা।

তেরোঘরিয়া ঈদগাহ পাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : মেহেরপুর সদর
জেলা : মেহেরপুর

মেহেরপুর সদর উপজেলায় সীমান্ত নিকটবর্তী কৃষি ও মৎস্যচাষে সমৃদ্ধ একটি গ্রাম তেরোঘরিয়া।এই গ্রামেরই একজন সফল সমবায় সংগঠক মৃত দাউদ হোসেন এর উদ্যোগে ২০১০ সালে কয়েকজন মৎস্যজীবী নিয়ে একটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠিত হয়। যা তেরোঘরিয়া ঈদগাহ পাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ নামে নিবন্ধিত হয়। যার মূল নিবন্ধন নং : ১০/মেহের, তারিখ : ০৮/০৪/২০১০ খ্রি. ও সংশোধিত-৪৬/মেহের, তারিখ : ১৬/০৫/২০১৮ খ্রি.। সমিতিটি আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে মাছ চাষ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার পুরুষ ও নারীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছে। সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য উদ্যোগী সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সমিতিটি একটি সফল সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ২১,৯০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৯৮,৮৫০ টাকা, সমিতির সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ১,১০,১৩০ টাকা, সমিতির সদস্যগণ দরিদ্র পরিবারের বিধায় মৎস্যচাষের জন্য অন্য ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীর নিকট হতে ধার/বিনিয়োগ গ্রহণ করে থাকে। গৃহীত ধার/বিনিয়োগ এর পরিমাণ ৮৯,০০,০০০ টাকা। সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৯১,৩০,৮৮০ টাকা। সমিতির সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী,সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন, নিজেদেরকে আত্ম-নির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক খাতে বিনিয়োগ এবং সর্বজনীনভাবে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে তেরোঘরিয়া ঈদগাহ পাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থান

সমিতিতে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ৮ জন। এছাড়াও মৎস্যচাষ, আহরণ ও বাজারজাতকরণ প্রকল্পে প্রায় ৭০ জন লোকের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সম্পদ ও সম্পত্তি

সমিতিতে মৎস্যচাষ প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য নৌকা, স্যালো মেশিন, জাল,মাচা ও বেড় ইত্যাদি অস্থায়ী সম্পদ রয়েছে যার মোট মূল্য ৫,০০,০০০ টাকা।

সমিতি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প

মৎস্যচাষ প্রকল্প : সমিতি সরকারের নিকট থেকে তেরোঘরিয়া জলমহাল ইজারা নিয়ে কর্ম এলাকার মৎস্যজীবীদের নিয়ে একসাথে মৎস্যচাষ করছে। প্রতি বছর মৎস্যচাষ প্রকল্পে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মাছ বিক্রয় হয়ে থাকে। উক্ত মৎস্যচাষ প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের আমিষের চাহিদা পূরণ হয়েছে এবং অনেক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সমবায় সমিতি করোনা মহামারিকালীন মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে সমিতির দরিদ্র সদস্য ও এলাকার ২৫০টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে ২,০০,০০০ টাকার ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেছে।



নিবন্ধন নং : ০৩/ মেহের
তারিখ : ২৮/০৮/১৯৯৭ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩৫৫ জন।
শেয়ার মূলধন : ১৬,৪৮,০৬৩ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৫৭,৬৩,৫১২ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৮৯,১৮,৫১৪ টাকা।

চাঁদপুর সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : গাংনী
জেলা : মেহেরপুর

একটি সমবায় সংগঠন কীভাবে একটি জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে পারে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলাধীন চাঁদপুর সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ। ১৯৯৭ সালে জনাব মোঃ আবুল কাশেম (বর্তমান সভাপতি) পেশায় একজন শিক্ষক তাঁর উদ্যোগে সমিতিটি গঠিত হয়। তিনি প্রথমে কতিপয় দরিদ্র মানুষদের নিয়ে এই সমিতিটি গঠনের কার্যক্রম শুরু করেন। বর্তমানে চাঁদপুর গ্রামের প্রতিটি পরিবারের একজন করে এই সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির আছে। সমিতির নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ : নিবন্ধন নম্বর-০৩/ মেহের ও তারিখ :২৮/০৮/১৯৯৭ খ্রি. সভাপতি ও অন্যান্য উদ্যোগী সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সমিতিটি একটি সফল সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে সমিতির কার্যক্রম ২৩ বছরে পদার্পন করেছে।

সমিতির সদস্য ২৫ জন। নিবন্ধনকালীন সময়ে এ সমিতির কার্যকরী মূলধন ছিল ৪০,০০০ টাকা যা সমিতির সদস্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে গড়ে তুলে ছিল। সমিতির নিবন্ধনের পর উক্ত টাকাগুলো আয়-বর্ধক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের অগ্রযাত্রা শুরু। সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সমিতির সদস্যরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে হাঁস-মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল-ভেড়া পালন ও কৃষিকাজের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার বিষয়ে এলাকায় ভীষণভাবে সাড়া ফেলেছে। সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ : ১৬,৪৮,০৬৩ টাকা, সঞ্চয় আমানত : ৫৭,৬৩,৫১২ টাকা এবং কার্যকরী মূলধন : ৮৯,১৮,৫১৪ টাকা।

সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসহ বিভিন্ন কর্মসূচি

- সমিতির কর্ম এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চয়ী অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সমিতিতে সদস্য সংগ্রহ করা।
- সমিতির কর্ম এলাকার কর্মজীবী পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে স্বল্প পরিমাণ সার্ভিস চার্জ নিয়ে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এই ঋণের অর্থ দিয়ে তারা গরু ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন করছে এবং কেউ কেউ ক্ষুদ্র ব্যবসা করছেন।
- সমিতির কর্ম এলাকার বেকার যুবকরা স্বল্প সার্ভিস চার্জ প্রদানের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে নছিমন, করিমন, অটোরিকসা, ভ্যানগাড়ি ক্রয়ের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করছে।
- সমিতির শিক্ষা তহবিল থেকে এলাকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষায় উন্নতি সাধন করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লেখা পড়ার আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। গত বছর শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করেছে ৪,০০০ টাকা।
- সমিতিটি বাল্যবিবাহ ও যৌতুকবিরোধী আন্দোলন, মানবাধিকার রক্ষা এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ে গণসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।
- সমিতির সদস্যদের আর্থিক সাহায্য ও লভ্যাংশ থেকে সমাজের অসহায়



জনগোষ্ঠী, গরিব কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও শীতার্তদের শীতবস্ত্র বিতরণ করে থাকে।

- এলাকার কৃষকদের মধ্যে সহজ শর্তে কৃষিঋণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে।
- সমিতির সহায়তায় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের আওতায় এলাকায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব ঘটানো হচ্ছে।
- সমিতির নিজস্ব জমিতে দোকানঘর তৈরি করে দোকান ভাড়া দিয়ে সমিতির আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- করোনাকালীন সময়ে ৫০ জন গরিব অসহায় সদস্যদের মধ্যে ৩০,০০০ টাকার চাল, ডাল, আলু তেল ও সাবান বিতরণ করেছেন।
- এছাড়া সমিতির পক্ষ থেকে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীতে নিজস্ব উদ্যোগে ২৫০টি ফলজ ও বনজ বৃক্ষের চারা রোপণ করেছে।

কর্মসংস্থান

সমিতির মাধ্যমে ১২০ জন সদস্যের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সমিতিতে বেতনভুক্ত ১ জন কর্মচারী রয়েছে।

সম্পদ ও সম্পত্তি

সমিতির নিজেস্ব জায়গায় ৪ রুম বিশিষ্ট একটি অফিস ভবন আছে। অফিস ভবনে বসে সমিতির কর্মকর্তা কর্মচারীরা সমিতির যাবতীয় হিসাব পত্র লিপিবদ্ধসহ সভা সমাবেশ করে থাকে। সমিতির স্থায়ী সম্পদ এর পরিমাণ ০৬ শতক যার বর্তমান বাজার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতির পক্ষ থেকে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করে সমাজকে নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা হয়েছে। সমিতির পক্ষ থেকে করোনাকালীন সময়ে দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে ৩০,০০০ টাকার ত্রাণ (খাবার) বিতরণ করা হয়। উক্ত ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সমিতির পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা বৃত্তি, বিবাহ অনুদান, চিকিৎসা অনুদান, বৃক্ষরোপণ, গরিব পরিবারের মধ্যে আর্থিক অনুদান প্রদান, বাল্যবিবাহ রোধ ও মাদকদ্রব্য সেবনে নিরুৎসাহিতকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে গাংনী উপজেলার মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।সমিতির সদস্যগণ সমিতি থেকে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ায় চাঁদপুর গ্রামে কোনো এনজিও (বেসরকারি সংস্থা) থেকে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

শেষকথা

পরিশেষে বলা যায় এই সমিতির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে গাংনী উপজেলায় অনেক সংখ্যক স্ব-উদ্যোগী ও আত্মনির্ভরশীল সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। এছাড়া সমিতির সকল কার্যক্রম সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সমিতিটি একটি সফল সমবায় সমিতি হিসেবে এলাকায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।



মূল নিবন্ধন নং : ০৬
তারিখ : ০১/১০/১৯৬০ খ্রি.
কর্মসংস্থান :১০ জন
স্বকর্মসংস্থান : ১০০ জন
শেয়ার মূলধন : ২৮,২২০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৫,৬৮,২৭৯ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৭৮,৪৫,৬৯৮ টাকা।

চাঁদবিল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : মেহেরপুর সদর
জেলা : মেহেরপুর

মেহেরপুর শহরের উপকণ্ঠে অপরূপ শোভায় সুশোভিত গ্রাম চাঁদবিল। এদেশের আর দশটি গ্রামের মত এখানকার মানুষের জীবন-জীবিকা ও আর্থিক সংগতি কৃষিনির্ভর। এই গ্রামেরই একজন সফল সমবায় সংগঠক শ্রী ক্ষুদিরাম হালদার এর উদ্যোগে ১৯৬০ সালে কয়েকজন মৎস্যজীবী নিয়ে একটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠিত হয়। যা চাঁদবিল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ নামে নিবন্ধিত হয়। সমিতির মূল নিবন্ধন নং : ০৬, তারিখ : ০১/১০/১৯৬০ খ্রি. ও সংশোধিত-০১৪/মেহের, তারিখ : ২২/১২/২০১৫ খ্রি.। সমিতিটি আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে মাছ চাষ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে চাঁদবিল গ্রামের অনেক দরিদ্র মৎস্যজীবী পরিবারের একজন করে ত্র সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত আছে। সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য উদ্যোগী সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সমিতিটি একটি সফল সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে সমিতির কার্যক্রম ৬০ বছরে পদার্পণ করেছে।

সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ২৮,২২০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৫,৬৮,২৭৯ টাকা, সমিতির সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ১,৫২,৬৫৭ টাকা, সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৭৮,৪৫,৬৯৮ টাকা। সমিতির সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন, নিজেদেরকে আত্ম-নির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক খাতে বিনিয়োগ এবং সর্বজনীনভাবে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে চাঁদবিল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থান

সমিতিতে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ১০ জন। এছাড়াও মৎস্যচাষ, আহরণ ও বাজাজাতকরণ প্রকল্পে প্রায় ১০০ জন লোকের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সম্পদ ও সম্পত্তি

সমিতিতে মৎস্যচাষ প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য নৌকা, স্যালো মেশিন, জাল, মাচা ও বেড় ইত্যাদি অস্থায়ী সম্পদ রয়েছে যার মোট মূল্য ২,৯২,৬২৫ টাকা। সমিতির সদস্যগণ দরিদ্র পরিবারের বিধায় মৎস্যচাষের জন্য অন্য ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীর নিকট হতে ধার/বিনিয়োগ গ্রহণ করে থাকে। গৃহীত ধার/বিনিয়োগ এর পরিমাণ ৬২,০০,০০০ টাকা।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সমিতির কর্ম এলাকার মৎস্যজীবীদের নিয়ে একসাথে মৎস্যচাষ করা।
- সরকারি পুকুর, খাল ও বিল ইজারার মাধ্যমে মৎস্যচাষ করে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করা।
- মৎস্যচাষ, মাছ ধরা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন ও মান বৃদ্ধিসহ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত করা ও বাজারজাত করার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।





- সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
- হাঁস-মুরগি ও গরু, ছাগল পালনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়া।
- মৎস্যচাষে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা ইত্যাদি।

সমিতি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প

- সমিতি সরকারের নিকট থেকে চাঁদবিল জলমহাল ইজারা নিয়ে কর্ম এলাকার মৎস্যজীবীদের একত্রিত করে মৎস্যচাষ করছে।
- প্রতি বছর মৎস্যচাষ প্রকল্পে ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকার মাছ বিক্রয় হয়ে থাকে।
- সদস্যগণ নিজস্ব পুকুর ও বিলে মৎস্যচাষ করে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করছে।

পুরস্কার

সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ সমিতিটি অনেকবার মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রী ক্ষুদিরাম হালদার ২০১৩ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও সমিতিটি জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৯ এর জন্য উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে মনোনীত হয়েছে।

করোনা মহামারি চালাকালীন ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম

সমবায় সমিতি করোনা মহামারিকালীন মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। করোনাকালে সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে সমিতির দরিদ্র সদস্য ও এলাকার ২০০ দরিদ্র পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, আটা, চিনি, তেল, ময়দা, সেমাই, মসলাসহ ১,৫০,০০০ টাকার ত্রাণ সহায়তা বিতরণ করেছে।

এ সমিতির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলায় অনেক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। ফলে চাঁদপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি একটি মডেল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি হিসেবে অন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুসরণীয়, অনুকরণীয় হয়ে মেহেরপুর জেলা তথা বাংলাদেশের মৎস্য খাতের উন্নয়নে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।



নিবন্ধন নং ২৫৯
তারিখ : ০৮/০৯/১৯১৬ ইং
শেয়ার মূলধন : ৭,০৯,৫২৭ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১,৩৩,৪৫২ টাকা
ব্যাংক স্থিতি : ৮,৬০,৯৪৮ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৫০,৪০,৩৫৮ টাকা

কুষ্টিয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ

উপজেলা : কুষ্টিয়া সদর
জেলা : কুষ্টিয়া

দরিদ্র, অবহেলিত জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশা দূর করে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য যিনি মানবিক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন আজ কুষ্টিয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ এর জন্মপ্রসঙ্গ আসলে যার নামটি সর্বপ্রথম উঠে আসে তিনি হলেন মানবতার ফেরিওয়ালা জনাব মোঃ রেজওয়ান আলী। তিনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মহাজনদের কালো থাবা থেকে মুক্তির জন্য সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজস্ব জমি দান করেন। এই জমির উপর গড়ে ওঠে কুষ্টিয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ। প্রতিষ্ঠানটি ০৮/০৯/১৯১৬ তারিখে ২৫৯ মূলে ১২০টি সদস্য সমিতি নিয়ে নিবন্ধিত হয়। যার সদস্য ছিল অসহায়, অসচ্ছল কৃষকদের নিয়ে গঠিত কৃষি সমবায় সমিতি। তখন কুষ্টিয়া অবিভক্ত ভারত উপ-মহাদেশের নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্তির ছিল। তখন ব্যাংক নামে কেবল সমবায় ব্যাংকই বুঝানো হতো। পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে মানুষের পেশা ও চাহিদার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উপ-আইন পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তারই ধারাবাহিকতায় ১০/০৭/১৯৭২ তারিখে ৫৮ মূলে এবং সর্বশেষ ০২/১২/২০০৮ তারিখে ০৭/খুল মূলে উপ-আইন সংশোধিত হয়। বর্তমান সদস্য সমিতির সংখ্যা ৭৪টি। কৃষি ছাড়াও অন্যান্য দরিদ্র পেশাজীবীদের নিয়ে গঠিত সমিতিও এ ব্যাংকের সদস্য।

বর্তমানে ব্যাংকটি আর্থিকভাবে সচ্ছল বিধায় বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের তৎকালীন কৃষিঋণের দায়-দেনা পরিশোধ করছে। এই সমবায় ব্যাংকই একমাত্র ব্যাংক যা জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি অসহায়, অসচ্ছল কৃষকদের ঋণ প্রদান করে আসছে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :
সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিলো দরিদ্র কৃষকগোষ্ঠীকে মহাজনদের কালো থাবা থেকে মুক্ত করা। দীর্ঘ সে পথ ধরে আজও এই সমবায় ব্যাংক দরিদ্র সদস্যগণের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে চলেছে।

কর্মসংস্থান : সমবায় ব্যাংকের বয়স দীর্ঘ ১১৫ বছর অতিক্রম করলেও বাস্তবে স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে কেবল সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে অত্র সমিতিতে ০৪ জন ব্যক্তির সরাসরি কর্মস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও স্ব-কর্মস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে ৬০ জনের।

সম্পদ ও সম্পত্তি
সমবায় ব্যাংক ভবনটি ০.১৬১৯ শতক জমির উপর নির্মিত হয়েছে যার বর্তমান বাজার মূল্য ৬,০০,০০,০০০ টাকা। সমিতির ভবনের বর্তমান মূল্য ৩,৩৭,৬৬,৫০০ টাকা।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা
সমিতি সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতিতে সরাসরি কর্মসংস্থানের এবং স্ব-কর্মস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়াও সদস্যদের সহজশর্তে কৃষিঋণের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে কৃষিখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।



নিবন্ধন নং : ১০/জে
তারিখ : ২৮/০৩/১৯৬১ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১৩৫ জন।
কার্যকরী মূলধন : ৪৭,২২,৬৯২ টাকা।

খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি

উপজেলা : চৌগাছা
জেলা : যশোর

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার খড়িঞ্চা গ্রামসহ দেবালয় ও মাধবপুর গ্রামের মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। যা সমবায় বিভাগ হতে ২৮/০৩/১৯৬১ খ্রি. তারিখে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। যার নিবন্ধন নং : ১০/জে। এ সমিতির বর্তমান সংশোধিত নিবন্ধন নং : ১১৫/জে, তারিখ : ১০/০৭/২০১১ খ্রি.। নিবন্ধিত ঠিকানা : গ্রাম : খড়িঞ্চা,ডাক : স্বরূপদাহ, উপজেলা : চৌগাছা, জেলা : যশোর। এ সমিতির বর্তমান কর্ম ও সভ্য নির্বাচনি এলাকা খড়িঞ্চা, দেবালয় ও মাধবপুর গ্রামব্যাপী। এ সমিতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা। গঠিত এ মূলধন মৎস্য উৎপাদনে বিনিয়োগকরণ এবং বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

সমবায় ভিত্তিতে এ সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিভিন্ন সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সমবায়ের ব্যবহার এবং স্থানীয় মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য ২ বার এ সমিতি জাতীয় সমবায় পুরস্কার, (২০০৯ ও ২০১৬) নির্বাচিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সমিতিকে জাতীয় সমবায় পুরস্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বর্ণপদকসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন।

এছাড়াও এ সমিতি বিভিন্ন সময় যশোর জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি,সর্বোচ্চ সিডিএফ প্রদানকারী ও উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার পেয়ে আসছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

এ সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্নে সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৬ জন। বর্তমানে অর্থাৎ ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৩৫ জন। এ সমিতিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি রয়েছে। যথা :

- সঞ্চয় জমা কর্মসূচি।
- রেণু পোনা উৎপাদন কর্মসূচি।
- স্থানীয় ২৩৩ একর বিশিষ্ট খড়িঞ্চা বাওড় ইজারা গ্রহণ, মাছ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি।
- আধুনিক মৎস্যচাষ কর্মসূচি।

কার্যক্রমের বর্ণনা

শুরুতেই এ সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা। আর সে লক্ষ্যেই এ সমিতিতে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এ সমিতিতে কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৪৭,২২,৬৯২ টাকা। এবং গঠিত এ মূলধন মৎস্য উৎপাদনে বিনিয়োগ

করা হয়েছে।

এই প্রাচীন জনপদ এলাকায় রয়েছে বিধাতার অকৃত্রিমতায় গড়ে ওঠা অনেক খাল-বিল, বাওড় ও জলাশয়। এই খাল-বিল, বাওড় ও জলাশয়কে ব্যবহার করে এ সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিকভাবে টেকসই উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সে লক্ষ্যেই-

"জল আছে যেখানে, মাছ চাষ সেখানে"

এই স্লোগানে বিশ্বাসী হয়ে সমিতির সদস্যগণ সমিতির নামে খাল-বিল, বাওড় ও জলাশয় ইজারা গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ও রেণু পোনা উৎপাদন করে। সমিতি শুরু থেকে বিভিন্ন মেয়াদে স্থানীয় বাওড় অর্থাৎ ২৩৩ একর বিশিষ্ট খড়িঞ্চা বাওড় সরকারিভাবে ইজারা নিয়ে মৎস্যচাষ ও রেণু পোনা উৎপাদন পূর্বক তা স্থানীয় বাজারসহ বিভিন্ন জেলা শহরে বাজারজাত করে থাকে। বিক্রয়কৃত অর্থ সদস্যদের মধ্যে সমবায় ভিত্তিতে লাভ বণ্টন পূর্বক সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এছাড়াও মৎস্যচাষের মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে আমিষের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

কেস স্টাডি

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার খড়িঞ্চা গ্রাম একটি প্রাচীন জনপদ। এই জনপদে রয়েছে খড়িঞ্চা বাওড়। এই বাওড়কে ঘিরে গড়ে উঠেছে জনবসতি। এই বাওড় সংলগ্ন জনবসতির বেশি ভাগ লোকজনই ছিল একসময় দরিদ্র শ্রেণির মৎস্যজীবী। যাদের জীবনজীবিকার মূল উৎস ছিল প্রকৃতি থেকে মৎস্য আহরণ। তারা ছিল সমাজে অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার।

এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে "দারিদ্র্য বৈষম্য সৃষ্টি করেনি, বৈষম্যই দারিদ্র্য সৃষ্টি করেছে"। এই সত্যটি এ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গৌরচন্দ্র বিশ্বাস বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। বৈষম্য ও দারিদ্র্য থেকে এ বাওড় সংলগ্ন জনবসতির মুক্তির লক্ষ্যে তিনি সমবায় সমিতি গঠনের দৃঢ় প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত নেন। সেই লক্ষ্যে তিনি স্থানীয় মৎস্যজীবীদেরকে সমবায় দর্শনে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে তাঁদের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালের শেষের দিকে ৫৬ জন মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করেন।

এ সমিতির অর্থবছর ভিত্তিক মাছ চাষের বিবরণ নিম্নরূপ :

অর্থবছর	অবমুক্তকৃত মাছের পরিমাণ	আহরণকৃত মাছের পরিমাণ
২০১৬	৬ হাজার মণ	২৫ হাজার মণ
২০১৭	৭ হাজার মণ	৩৯ হাজার মণ
২০১৮	৮ হাজার মণ	৪৭ হাজার মণ

কীভাবে সফল হলো

এ সমিতির সফলতার মূলমন্ত্র হলো সদস্যদের একতাবদ্ধতা এবং পুঁজি গঠনের মানসিকতা। শুরুর দিকে এ সমিতি সামান্যতম পুঁজি দিয়ে স্থানীয় পুকুর বা জলাশয় ইজারা নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ কার্যক্রম শুরু করে। আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ করার কারণে মাছের ওজন ও বৃদ্ধি আশানুরূপভাবে বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে এ মাছ স্থানীয় ও জেলা শহরের বাজারসমূহে বাজারজাত করে ব্যাপক মুনাফা অর্জন করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সমিতিতে উল্লেখযোগ্য হারে পুঁজি গঠন হয়। এছাড়াও লভ্যাংশ বিতরণের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার ক্রম উন্নতি হতে থাকে।

এভাবে সদস্যদের জমাকৃত শেয়ার, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা হতে পুঁজি গঠনের মাধ্যমে সমিতি পরবর্তীতে চৌগাছা উপজেলার ২৩৩ একর বিশিষ্ট খড়িঞ্চা বাওড় সরকারিভাবে ইজারা নিয়ে মৎস্যচাষ ও রেণু পোনা উৎপাদন পূর্বক তা স্থানীয় বাজারসহ বিভিন্ন জেলা শহরে বাজারজাত করে থাকে। বিক্রয়কৃত অর্থ সদস্যদের মধ্যে সমবায় ভিত্তিতে লাভ বণ্টন পূর্বক সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার মাধ্যমে সমিতি ক্রম সফলতার দিকে উন্নীত হচ্ছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি দীর্ঘ ৫৬ বছর ধরে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। ৬০ এর দশকে এ সমিতির সদস্যরা ছিল দারিদ্র্য পীড়িত, তাদের জীবনে ছিল কালো মেঘের ছায়া। আর এখন সমবায়ের পতাকাতলে আশ্রিত হয়ে মৎস্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে তাদের জীবন হয়েছে মাছের সোনালি রঙের ন্যায় আলোকিত।

সমিতির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ঘের, বাওড়, পুকুর, ডোবা, নালা, জলাশয় ইত্যাদিতে সমিতির সদস্যগণকে পাহারাদার হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির সহায়তার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। সমিতির ১৩২ জন সদস্য বাওড়ে কমিশনভিত্তিক মৎস্য আহরণসহ মৎস্যচাষে সম্পৃক্ত থেকে স্ব-কর্ম সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও সমিতির হিসাবাদি সংরক্ষণসহ অন্যান্য কাজে নিয়মিত ও খণ্ডকালীন প্রায় ৫৩ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড

- প্রতিবছর জাতীয় সমবায় দিবসে অংশগ্রহণসহ সমবায়ের মর্মবাণী প্রচারে সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্তকরণ।
- সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের সন্তানদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ, স্যানিটেশন ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যথাযথ ভূমিকা পালন।
- সদস্যদের কন্যা বিবাহদানে সহায়তাসহ স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ পূর্বক সহায়তাকরণ।
- আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষে অন্যান্য সমবায় সমিতিসহ মৎস্যচাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রশিক্ষণ প্রদান।





নিবন্ধন নং ৩৪/জে
তারিখ : ০১/০৩/২০১২ খ্রি.)
সদস্য সংখ্যা ২৫৬ জন
শেয়ার মূলধন : ২১,২০,৩০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ২০,৮৫,৭৭০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৪৫,০২,৫০৫ টাকা।

খেয়া বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : ঝিকরগাছা সদর
জেলা : ঝিকরগাছা

আজ থেকে প্রায় ১৪ বছর আগে ২০০৮ সালে ঝিকরগাছা উপজেলা সদর থেকে ১৫ কি.মি. দক্ষিণে মহা কবি মাইকেল মধুসুদন দত্তের শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষ নদের অদূরে ছায়াঘেরা অজোপাড়া এক নিঝুম গ্রাম "রায়পটন"। সেই গ্রামের কয়েকজন নবীন ও প্রবীণের সম্মিলিত সততা, বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা দায়িত্বশীলতা এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে একটি সমিতি যার নাম "খেয়া বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (সংশোধিত রেজি নং : ৩৪/জে; তারিখ : ০১/০৩/২০১২ খ্রি.। এ সমিতির বর্তমান কর্ম ও সভ্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র যশোর জেলাব্যাপী। সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৫৬ জন।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সমিতির মাধ্যমে গ্রামের যাবতীয় সম্পদের ব্যবহার এবং তা কাজে লাগিয়ে প্রতিটি পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা;
- সমিতির যৌথসম্পদকে সঠিক প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনী, দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা;
- সভ্যগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- সদস্যদের ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকারখানা গড়ে তোলা।
- বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
- সমবায় ভিত্তিতে এ সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি; এবং বিভিন্ন সামাজিক ও জন সচেতনতা কার্যক্রমে সমবায়ের ব্যবহার।

কর্মসংস্থান

সমিতিতে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ৫ জন। এছাড়াও কৃষি, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগি পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মোটরভ্যান/ ইজিবাইক চালনা প্রকল্পে প্রায় ১০০ জন লোকের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকল্প

ঋণ প্রকল্প : সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি এবং সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি।

ভ্যান প্রকল্প : সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে মোটর ভ্যান/ ইজিবাইক ক্রয় করে ভ্যানের টাকা সহজ কিস্তিতে পরিশোধ করে পরবর্তীতে তারা ভ্যানের মালিক হয়ে যান।

মৎস্য খামার প্রকল্প : সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে মৎস্য খামার নির্মাণ করে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ করা হয় এখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ প্রকল্প : সমিতির অনেক ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপণ প্রকল্প আছে।

গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প : সদস্যদের মধ্যে



সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে এ প্রকল্প করা হয়েছে।
হাঁস-মুরগি পালন : সদস্যদের মধ্যে সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে এ প্রকল্প করা হয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

- সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের ভাতা প্রদান, সদস্যদের সন্তানদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ, স্যানিটেশন ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যথাযথ ভূমিকা পালন।
- সদস্যদের কন্যা বিবাহদানে সহায়তাসহ স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ পূর্বক সহায়তাকরণ।
- এছাড়াও বাওড়সহ বিভিন্ন জলাধারের পাশে বৃক্ষরোপণ ও বনায়নে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তাকরণ।
- আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষে অন্যান্য সমবায় সমিতিসহ মৎস্যচাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রশিক্ষণ প্রদান।

স্বীকৃতি

স্থানীয় দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত করা এবং সদস্যদের সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি, সর্বোচ্চ সিডিএফ প্রদানকারী ও উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার পেয়ে আসছে।



কীভাবে সফল হলো

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার বাঁকড়া গ্রাম একটি প্রাচীন জনপদ। এ সমিতির সফলতার মূলমন্ত্র হলো সদস্যদের একতাবদ্ধতা এবং পুঁজি গঠনের মানসিকতা। শুরুর দিকে এ সমিতি সামান্যতম পুঁজি দিয়ে কৃষি, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগি পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং মৎস্যচাষ কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ করার কারণে উৎপাদনকৃত মাছ স্থানীয় ও জেলা শহরের বাজারসমূহে বাজারজাত করে ব্যাপক মুনাফা অর্জন করে। অন্যান্য প্রকল্পের সমিতিতে উল্লেখযোগ্য হারে পুঁজি গঠন হয়। এছাড়াও লভ্যাংশ বিতরণের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার ক্রম উন্নতি হতে থাকে।



রেজি নং : ৫৫/ঝি
তারিখ : ২৭/০৪/২০০৯
সদস্য সংখ্যা : ১৪৩ জন।
শেয়ার মূলধন : ১৮,০৬,১০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৭,৫৯,০৯০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ২৩,৫৩,২৯০ টাকা।

বেড়াশুলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : ঝিনাইদহ সদর
জেলা : ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা থেকে ১২ কি.মি. পশ্চিমে সবুজ শ্যামল ছায়াঘেরা বেড়াশুলা গ্রাম। দে এই গ্রামের কয়েকজন কৃষক ও যুবকের প্রচেষ্টায় ২০০৯ সালে বেড়াশুলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ (রেজি নং : ৫৫/ঝি; তারিখ : ২৭/০৪/২০০৯) মূলে নিবন্ধিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪৩ জন। সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের মানসে সমিতি গঠিত হয়।

সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ১৮,০৬,১০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৭,৫৯,০৯০ টাকা এবং সমিতির ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ১৯,২১৩ টাকা। সমিতির বর্তমানে মোট কার্যকরী মূলধন ২৩,৫৩,২৯০ টাকা। সমিতির সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন, নিজেকে আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক বিনিয়োগ, সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি এবং সর্বজনীনভাবে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বেড়াশুলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থান

সমিতিতে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ৩ জন। এছাড়াও কৃষি খামার গরুর খামার, স্কুল এবং ১২০ জন লোকের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সম্পদ ও সম্পত্তি

সমিতির নিজস্ব জায়গায় একটি অফিস ভবন আছে। সমিতির মোট স্থায়ী সম্পদ ১.১৫ একর জমি এবং বর্তমান বাজার মূল্য ৫.৪০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে।

বর্তমানে সমিতিতে বিভিন্ন প্রকল্প

কৃষি খামার প্রকল্প : সমিতির নিজস্ব ২ একর জমির উপর ধান, বেগুন, কলা, শাক-সবজি চাষ করা হয়, যা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত ও বিষমুক্ত।

গরুর খামার প্রকল্প : সমিতির লিজকৃত ৩১ শতক জমির উপর গরুর খামার নির্মাণ করে উন্নত পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ করা হয় এবং ৮ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

ভ্যান প্রকল্প : সমিতি থেকে নগদ টাকায় ভ্যান ক্রয় করে অসহায় দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়। ভ্যানের টাকা সহজ কিস্তিতে পরিশোধ করে পরবর্তীতে তারা ভ্যানের মালিক হয়ে যান। এ পর্যন্ত প্রায় ১১০০ ভ্যান চালক ভ্যানের মালিক হয়েছেন।

বৃক্ষরোপণ প্রকল্প : সমিতির সরকারি রাস্তার পাশে ৩ কিলোমিটারের উপর ২০০টি ফলজ ও ১,৫০০টি বনজ বৃক্ষ রয়েছে।

এ সমিতির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে ঝিনাইদহ সদর, উপজেলায় অনেক সংখ্যক স্ব-উদ্যোগী ও আত্মনির্ভরশীল সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।



নিবন্ধন নং ৩৩২/জে
২৮/০৩/১৯৭৮ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন
কার্যকরী মূলধন : ১৮,৪৫,২৫২ টাকা।

শার্শা থানা মুক্তিযোদ্ধা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : শার্শা
জেলা : যশোর

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আদর্শ বুকে ধারণ করে "শার্শা থানা মুক্তিযোদ্ধা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ২৮/০৩/১৯৭৮ খ্রি. তারিখে ৩৩২/জে নং মূলে সমবায় বিভাগ তথা জেলা সমবায় দপ্তর, যশোর হতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। এ সমিতির বর্তমান কর্ম ও সভ্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র শার্শা উপজেলাব্যাপী। সমিতির সদস্য ছিলো তৎকালীন যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন জীবিত মুক্তিযোদ্ধাগণ এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাগণের পরিবারের সদস্য। সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন করা এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।
- সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা;
- সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা;
- গঠিত এ মূলধন মৎস্য উৎপাদনে বিনিয়োগকরণ এবং বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
- সমবায় ভিত্তিতে এ সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- বিভিন্ন সামাজিক ও জনসচেতনামূলক কার্যক্রমে সমবায়ের ব্যবহার এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ।

এ সমিতিতে কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৮,৪৫,২৫২ টাকা।

কর্মসংস্থান

শার্শা থানা মুক্তিযোদ্ধা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। ৮০ এর দশকে এ সমিতির সদস্যরা ছিল দারিদ্র্য পীড়িত, তাঁদের জীবনে ছিল কালো মেঘের ছায়া। আর এখন সমবায়ের পতাকাতলে আশ্রিত হয়ে মৎস্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে তাঁদের জীবন হয়েছে মাছের সোনালি রঙের ন্যায় আলোকিত।

সমিতি স্থানীয়ভাবে বাওড়ে সমিতির সদস্যগণকে পাহারাদার হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। সমিতির ২২ জন সদস্য বাওড়ে কমিশনভিত্তিক মৎস্য আহরণসহ মৎস্যচাষে সম্পৃক্ত থেকে স্ব-কর্ম সৃষ্টি করেছে।

প্রকল্পসমূহ

- **সঞ্চয় জমা কর্মসূচি :** নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা।
- **মিঠা পানির মাছ উৎপাদন কর্মসূচি :** মূলধন মৎস্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

- স্থানীয় সোনানদীয়া বাওড় ইজারা গ্রহণ, মাছ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচিঃ সমিতির শুরু থেকে বিভিন্ন মেয়াদে স্থানীয় সোনানদীয়া বাওড় সরকারিভাবে ইজারা নিয়ে মৎস্যচাষ ও রেণু পোনা উৎপাদনপূর্বক তা স্থানীয় বাজারসহ বিভিন্ন আধুনিক মৎস্যচাষ কর্মসূচিঃ সমিতির সদস্যগণ সমিতির নামে খাল-বিল, বাওড় ও জলাশয় ইজারা গ্রহণের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ ও রেণু পোনা উৎপাদন করে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

এই প্রাচীন জনপদ এলাকায় রয়েছে বিধাতার অকৃত্রিমতায় গড়ে ওঠা অনেক খাল-বিল, বাওড় ও জলাশয়। এই খাল-বিল, বাওড় ও জলাশয়কে ব্যবহার করে এ সমিতির সদস্যদের টেকসই উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সে লক্ষ্যেই সমিতির সদস্যগণ সমিতির নামে খাল-বিল, বাওড় ও জলাশয় ইজারা গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ও রেণু পোনা উৎপাদন করে। বিক্রয়কৃত অর্থ সদস্যদের মধ্যে সমবায় ভিত্তিতে লাভ বণ্টন পূর্বক সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এছাড়াও মৎস্যচাষের মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে আমিষের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সামাজিক কর্মকাণ্ড

- প্রতিবছর জাতীয় সমবায় দিবসে অংশগ্রহণসহ সমবায়ের মর্মবাণী প্রচারে সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্তকরণ।
- সমিতির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা সদস্যদের ভাতা প্রদান, সদস্যদের সন্তানদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ, এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যথাযথ ভূমিকা পালন।
- সদস্যদের কন্যা বিবাহদানে সহায়তাসহ স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণপূর্বক সহায়তাকরণ।
- এছাড়াও বাওড়সহ বিভিন্ন জলাধারের পাশে বৃক্ষরোপণ ও বনায়নে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তাকরণ।
- আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষে অন্যান্য সমবায় সমিতিসহ মৎস্যচাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং ক্ষেত্র বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান।

স্বীকৃতি

স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন করা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য ২ বার এ সমিতি জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়েছে। এছাড়াও এ সমিতি বিভিন্ন সময় যশোর জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে জেলা পর্যায়ে পুরস্কার গ্রহণ এবং উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি, সর্বোচ্চ সিডিএফ প্রদানকারী ও উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছে।

কীভাবে সফল হলো

যশোর জেলার শার্শা উপজেলার লক্ষণপুর গ্রাম একটি প্রাচীন জনপদ। এই জনপদে রয়েছে সোনানদীয়া বাওড়। এই বাওড়কে ঘিরে গড়ে উঠেছে জনবসতি। এই উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাগণ সমবায় সমিতি গঠনের দৃঢ় প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত নেন। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সমবায় দর্শনে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে তাঁদের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে শার্শা থানা মুক্তিযোদ্ধা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গঠন করেন।

এ সমিতির সফলতার মূলমন্ত্র হলো সদস্যদের একতাবদ্ধতা এবং পুঁজি গঠনের মানসিকতা। শুরুর দিকে এ সমিতি সামান্যতম পুঁজি দিয়ে মৎস্যচাষ কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ করার কারণে মাছের ওজন ও বৃদ্ধি আশানুরূপভাবে বাড়তে থাকে। উৎপাদনকৃত মাছ স্থানীয় ও জেলা শহরের বাজারসমূহে বাজারজাত করে ব্যাপক মুনাফা অর্জন করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সমিতিতে উল্লেখযোগ্য হারে পুঁজি গঠন হয়। এছাড়াও লভ্যাংশ বিতরণের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার ক্রম উন্নতি হতে থাকে।





নিবন্ধন নং -৫২/কে
তারিখ : ৩০/০৫/২০০৭ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা ১২০ জন।
কার্যকরী মূলধন : ১৮,২৩,৪৩৪ টাকা

চণ্ডিপুর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : ডুমুরিয়া
জেলা : খুলনা

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুগ্ধ উৎপাদনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ভাগ্য ফেরানোর লক্ষ্যকে সামনে রেখে গড়ে উঠেছে চণ্ডিপুর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ। সমিতিটি নিজস্ব কর্মের মাধ্যমে দুগ্ধ সেক্টরে শুধু ডুমুরিয়ায় নয় সারা বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে। সমিতিটি ৫২/কে নম্বরে ৩০/০৫/২০০৭ খ্রি. তারিখে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১২০ জন।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সমিতির মাধ্যমে গ্রামের দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিটি পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা;
- সমিতির যৌথসম্পদকে সঠিক প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনী, দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সদস্যদেরকে গবাদিপশুর উন্নয়নে মূলধন গঠন করা;
- সভ্যগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- সদস্যদের ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি দুগ্ধ শিল্পকারখানা গড়ে তোলা।

কর্মসংস্থান

সমিতিতে বর্তমানে কর্মচারীর সংখ্যা ১৮ জন। এছাড়াও দুগ্ধ খামারে প্রায় ৭০ জন লোকের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

পুরস্কার

সমিতির সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ খুলনা জেলার শ্রেষ্ঠ দুগ্ধ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে। ২০১৮ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার অর্জন করেছে।

পরিশেষে বলা যায় এ সমিতিটি এলাকায় একটি সফল উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই সমিতির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে এলাকায় বহু সংখ্যক স্ব-উদ্যোগী ও আত্মনির্ভরশীল সফল দুগ্ধ সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।



নিবন্ধন নং ০৬ মাগুরা
তারিখ ১৭/০২/২০০০ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা ২৫৫ জন
(পুরুষ ২০৫ জন মহিলা ৫০ জন)
শেয়ার মূলধন ৩৭,৮,০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৫,৬৮,০৮০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৬,০৫,৮৮০ টাকা।

মহম্মদপুর থানা মুক্তিযোদ্ধা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : মহম্মদপুর
জেলা : মাগুরা

সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আদর্শ বুকে ধারণ করে মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলায় সমগ্র মহম্মদপুর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে এই সমবায় সমিতি (মূল রেজিঃ নং : ০৬ মাগুরা; তারিখ ১৭/০২/২০০০ খ্রি.) মূলে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৫৫ জন (পুরুষ ২০৫ জন মহিলা ৫০ জন)।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমিতির মূল উদ্দেশ্য ছিলো যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত করা এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। তারই ধারাবাহিকতায় পথ চলা শুরু করে এ সমবায় সমিতি।

- স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন করা এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।
- সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা;
- সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা;
- গঠিত এ মূলধন মৎস্য উৎপাদনে বিনিয়োগকরণ;
- সমবায় ভিত্তিতে এ সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- বিভিন্ন সামাজিক ও জনসচেতনামূলক কার্যক্রমে সমবায়ের ব্যবহার এবং স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ।

সমিতিতে বর্তমানে ২ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। হাঁস-মুরগি পালন, গবাদিপশুপালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

নিবন্ধনের পর থেকে এ সমিতির সদস্যদের টেকসই উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অর্থ সদস্যদের মধ্যে সমবায় ভিত্তিতে লাভ বণ্টনপূর্বক সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

স্বীকৃতি

স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করায় অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য ২০১৯ সালে এ সমিতি জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়েছে। এছাড়াও এ সমিতি বিভিন্ন সময় মাগুরা জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে জেলা পর্যায়ে পুরস্কার গ্রহণ এবং উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছে।

কীভাবে সফল হলো

এই উপজেলার মুক্তিযোদ্ধাগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাগণ সমবায় সমিতি গঠনের দৃঢ় প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত নেন। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সমবায় দর্শনে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে তাঁদের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০০ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে মহম্মদপুর থানা মুক্তিযোদ্ধা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ গঠন করেন। সদস্যদের একতাবদ্ধতা এবং পুঁজি গঠনের মানসিকতা হলো এ সমিতির সফলতার মূলমন্ত্র।



রেজিঃ নং : ০৪ মাগুরা
তারিখ : ১২/০২/২০১৮ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১০০ জন।
শেয়ার মূলধন : ২২,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১,৪০,০০০ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ১,৬২,০০০ টাকা।

দীপ্ত মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : মাগুরা সদর
জেলা : মাগুরা

মাগুরা জেলার সদর উপজেলায় মহিলাদের সমন্বয়ে এই সমবায় সমিতি (মূল রেজিঃ নং : ০৪ মাগুরা, তারিখ ১২/০২/২০১৮ খ্রি. নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০০ জন। সমিতির সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত ও শেয়ার মূলধন সংগ্রহ পূর্বক তা লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করাই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ২২,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,৪০,০০০ টাকা। সমিতির বর্তমানে মোট কার্যকরী মূলধন ১,৬২,০০০ টাকা। সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি, নিজেকে আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক বিনিয়োগ, সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি এবং সর্বজনীনভাবে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সদস্যরা হস্তশিল্প, নকশিকাঁথা, কুটিরশিল্প ছাড়াও তিনজন সদস্য কাপড়ের দোকান এবং দুইজন সদস্য বিউটি পার্লার দিয়েছে।এছাড়াও কিছু সদস্য মাটির শিল্প তৈরি এবং দুগ্ধ খামার গড়ে তুলেছে। সদস্যদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে হস্তশিল্প, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ, গবাদি পশুপালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

সেবামূলক উন্নয়ন কার্যক্রমে অবদান

গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, স্যানিটেশন, বাল্যবিবাহ রোধ, ইভটিজিং রোধ, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে সমিতিটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



নিবন্ধন নং : ৬৭/জে
তারিখ : ০১/০২/২০১১ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১১১ জন
কার্যকরী মূলধন : ৭,১৬,৫৫ টাকা।

কপোতাক্ষ হস্ত ও কারুশিল্প মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : চৌগাছা
জেলা : যশোর

বাংলা সাহিত্যে সনেট কবিতার জনক কবি মাইকেলের ঐতিহ্যবাহী কপোতাক্ষ নদ বিধৌত যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলা। অপূর্ব অবয়বে গঠিত কপোতাক্ষ নদের পাড় ঘেষে গড়ে উঠেছে চৌগাছা উপজেলা। এই প্রাচীন জনপদের মানব সম্পদের অর্ধেকের বেশি নারীসমাজ। দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীসমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই নারীসমাজ তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে,সুযোগের অভাবে পারছে না নিজেদেরকে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় "অসাম্য চলতে পারে না চিরদিন, কারণ অসামঞ্জস্য বিশ্ববিধির বিরুদ্ধ।" সম্ভবত কবিগুরু সুযোগের অসাম্যের কথাই বলেছেন। আর ঠিক অসাম্যতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যেই নারীসমাজকে সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচনসহ সর্বোপরি নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে বর্তমান সভাপতি জনাব কাজল রেখা দৃঢ় প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত নেন। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় গ্রামের ২৯ জন নারী সদস্যের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠন করেন।

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার নারায়ণপুর গ্রামের পিছিয়ে পড়া নারীদের সমন্বয়ে কপোতাক্ষ হস্ত ও কারুশিল্প মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। যা সমবায় বিভাগ হতে ০১/০২/২০১১ খ্রি. তারিখে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। যার নিবন্ধন নং : ৬৭/জে। এ সমিতির বর্তমান সংশোধিত নিবন্ধন নং : ০৮/জে, তারিখ : ২৬/০১/২০১৫ খ্রি.। এ সমিতির বর্তমান কর্ম ও সভ্য নির্বাচনি এলাকা চৌগাছা উপজেলাব্যাপী। এ সমিতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা। গঠিত এ মূলধন হস্ত ও কারুশিল্প উৎপাদনে বিনিয়োগকরণ এবং বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

এ সমিতির মূল কার্যক্রম ও লক্ষ্য হলো এলাকার নারী জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতিতে সদস্যভুক্ত করে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ এবং উৎপাদিত পণ্যসমূহ বাজারজাত করে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দানের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য এ সমিতি বিভিন্ন সময় জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ নারী উদ্যোক্তা সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার পেয়ে আসছে। সমিতির এই কর্ম প্রচেষ্টার কারণে যশোর জেলার জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসনসহ অন্যান্য দপ্তরের নিকট আলোচ্য সমিতি ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

এ সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্নে সদস্য সংখ্যা ছিল ২৯ জন। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ১১১ জন। এ সমিতিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি রয়েছে।

- সঞ্চয় জমা কর্মসূচি।
- হস্ত ও কারুশিল্প উৎপাদন কর্মসূচি।
- ভেজালমুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় কর্মসূচি।
- বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

কার্যক্রমের বর্ণনা

শুরুতেই এ সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা। আর সে লক্ষ্যেই এ সমিতিতে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সমিতিতে কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৭,১৬,৫৫ টাকা। গঠিত এ মূলধন বিভিন্ন উৎপাদনমুখীখাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড

"রাঁধার পরে খাওয়া,আবার খাওয়ার পরে রাঁধা/বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "মুক্তি" কবিতায় চিরায়ত বাংলার নারীসমাজের যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তার ব্যত্যয় ঘটিয়ে এ সমিতির সদস্যগণ গৃহস্থালির কার্যক্রম সম্পন্ন শেষে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। এ সমিতির নামকরণের সঠিকতার প্রমাণ দিতে সমিতি শুরু থেকেই স্থানীয় নারীসমাজকে সমবায়ের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির করে নিজস্ব উদ্যোগে এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় (সমবায় অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর) নারী সদস্যদেরকে প্রশিক্ষিত করে বিভিন্ন প্রকার হস্তশিল্প, খাদ্যদ্রব্য ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও ব্যাগ তৈরিতে ভূমিকা রেখে চলেছে।

উৎপাদিত পণ্যসমূহ বাজারজাতকরণের জন্য সভাপতি ও সমিতির সদস্যবৃন্দ স্ব-উদ্যোগে বাজার যাচাই-বাছাই করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, শপিং-মল (ঢাকা,চট্টগ্রাম, খুলনা ও যশোর) হতে অর্ডার গ্রহণ এবং সমবায় অধিদপ্তরের বাজার কনসোর্টিয়াম এর বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র,চেম্বার অব কমার্স মেলাসহ বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় সমিতির উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনপূর্বক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকেন। ইতোমধ্যে সভাপতির ঐকান্তিক



প্রচেষ্টায় সমিতি হতে উৎপাদিত পণ্যসমূহ আন্তঃসমবায় সহযোগিতার মাধ্যমে বিদেশেও রপ্তানি করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত জাপান, সুইডেন ও ব্রিটেনে তাঁর সমিতির প্রায় ৫,১৫,৫০০ টাকার পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। সদস্যদের সততা, পরিশ্রম এবং একনিষ্ঠতা সমিতিকে একটি আদর্শ উন্নয়নমুখী এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপদানে সক্ষম পূর্বক সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

সমিতিতে উৎপাদিত পণ্যসমূহ

হস্তশিল্প : নকশিকাঁথা, শাড়ি, থ্রি পিস, কুশন কভার, বেড কভার, আল-কোরআন শরীফ কভার, ওয়াল ম্যাট, পুঁথির শো-পিস, পুঁথির ব্যাগ, পুঁথির টিস্যু বক্স, পুঁথির ঝাড়বাতি ইত্যাদি

খাদ্যদ্রব্য : হাতে ভাজা মুড়ি, চালের গুঁড়া, ঘানি ভাঙান খাঁটি সরিষার তেল, হলুদের গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনের গুঁড়া, খেজুরের গুড় ও পাটালী, বেশন, আমের আচার, চালতার আচার, জলপাই এর আচার ইত্যাদি।

পাটজাত পণ্য : পাটের তৈরি ব্যাগ, গৃহস্থালি দ্রব্যাদি ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

যেকোনো উন্নয়নের পূর্বশর্ত যথাযথ প্রশিক্ষণ। এই উপলব্ধি থেকে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ সমিতির আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ও সকল সদস্যদের কর্মমুখী করার লক্ষ্যে এ সমিতির একাধিক সদস্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লা; আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন, বয়রা, খুলনা; যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর; প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর, উইমেন চেম্বার অব কমার্স, জাইকা এবং লাইফ লাইন ফাউন্ডেশন) হতে একাধিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ও দপ্তরের প্রশিক্ষণ হতে লব্ধ কারিগরি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির অন্যান্য সদস্যদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলছেন।

উল্লেখ্য, সমবায় অধিদপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, খুলনা এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে "ব্যাগ তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স" সরাসরি এ সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ীরা বর্তমানে দক্ষতার সাথে অফিসিয়াল ব্যাগ তৈরি করছে। সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় সমিতির তৈরি ব্যাগগুলো বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লাসহ সকল আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা সম্ভব। এর ফলে এ সমিতির সমবায়ীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি সমবায়ের সুনাম বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারবে। এর সাথে সাথে এ সমবায় সমিতিটি বাংলাদেশের অন্যান্য টুপি গ্রাম, হাতপাখার গ্রাম এর ন্যায় সমবায়ভিত্তিক ব্যাগ তৈরির গ্রাম হিসেবে সারাদেশে সুপরিচিত হতে পারে।

এছাড়াও এ সমিতি বিভিন্ন গ্রামে মহিলাদেরকে সংগঠিত করে গ্রুপভিত্তিক সরাসরি কিছু বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

প্রশিক্ষণসমূহ হচ্ছে

- হস্তশিল্প তৈরি
- রান্না বিষয়ক
- হাঁস-মুরগি পালন
- ছাগল পালন ও

- মৎস্যচাষ।

কীভাবে সফল হলো

এ সমিতির সফলতার মূলমন্ত্র হলো সদস্যদের একতাবদ্ধতা এবং পুঁজি গঠনের মানসিকতা। শুরুর দিকে এ সমিতি সামান্যতম পুঁজি দিয়ে সীমিত পরিসরে হস্ত ও কারুশিল্পখাতে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম শুরু করে। প্রশিক্ষিত সদস্যদের দিয়ে তৈরি হস্ত ও কারুশিল্প সামগ্রীর মান আশানুরূপ হওয়ায় স্থানীয় মার্কেটে এর চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যসমূহ স্থানীয় ও জেলা শহরের বাজারসমূহে বাজারজাত করে এ সমিতি ব্যাপক মুনাফা অর্জন করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সমিতিতে উল্লেখযোগ্য হারে পুঁজি গঠন হয়। এছাড়াও লভ্যাংশ বিতরণের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার ক্রম উন্নতি হতে থাকে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

কর্মসংস্থান সৃষ্টি : নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণে এ সমিতি ভূমিকা রেখে চলেছে। সমিতির প্রচেষ্টায় সমিতিতে চলমান বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী উৎপাদন খাতে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও খণ্ডকালীন হিসেবে কমরত আছেন প্রায় ৩৫ জন। উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির সদস্যদেরকে ও প্রকল্পে কমরত কর্মচারীদেরকে দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শনের সুযোগসহ ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন। চলতি বছর আলোচ্য সমিতির মাধ্যমে ২০ জন দরিদ্র মহিলাকে দর্জি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী ২০ জন মহিলাকে সমিতিতে সদস্যভুক্তির মাধ্যমে অনুদান হিসেবে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ঐ ২০ জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি : সমিতির সদস্য ও উদ্যোগী প্রশিক্ষণার্থীদের সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে, দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সমবায়ীদের মডেল প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প তৈরি, হাঁস-মুরগি পালন ও গবাদিপশুপালন, মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ



গ্রহণ ও প্রদান করে মানব সম্পদ উন্নয়নসহ নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এ সমিতির সভাপতি নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। সমিতির এই কর্ম প্রচেষ্টার কারণে যশোর জেলার জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসনসহ ও অন্যান্য দপ্তরের নিকট আলোচ্য সমিতি ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে।

সেবামূলক কার্যক্রম : এ সমিতির সদস্যদের বিশেষত সভাপতির আন্তরিকতা, উদ্যোগ ও মানবিকতার কারণে সমাজে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমসহ জনসচেতনতা সৃষ্টিতে নিরলস ভূমিকা রেখে চলেছে। যেমন :

- প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পরামর্শ ও টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
- মানবিক সহায়তা প্রদান।
- স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচি আয়োজন ও রক্তদাতার নাম ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ।
- সচেতনতামূলক : পরিবার পরিকল্পনা, নারীনির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ রোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, যৌতুক ও ইভটিজিং প্রতিরোধ ইত্যাদি।









রেজি নং : ২২/জে
তারিখ : ৩০/১/২০১৯।
সদস্য সংখ্যা : ৩২ জন।
সঞ্চয় আমানত : ৬,৪৬,৬০০ টাকা

কেশবপুর পাইলট স্কুল-০৩ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি লিঃ

উপজেলা : কেশবপুর
জেলা : যশোর

যশোর জেলার একটা স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের নাম কেশবপুর পাইলট স্কুল। কেশবপুর পাইলট স্কুল-০৩ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেডের সকল সদস্য এই স্কুলের ২০০৩ সালের এসএসসি ব্যাচের ছাত্র। দেশে বিদেশে সরকারি বেসরকারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে সদস্যদের অধিকাংশ কর্মরত।

২০১৭ সালে এলাকার মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে কেশবপুর উপজেলাবাসী জনগণের বেকারত্ব দূরীকরণ, আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে সদস্যরা অর্থ জমানো শুরু করে। ২০১৮ সালে সদস্যরা সমবায় অধিদপ্তরে রেজিঃ এর জন্য আবেদন করে। সদস্যদের এই উদ্যোগ বিভিন্নভাবে প্রশংসিত হয় এবং সমবায় অধিদপ্তর থেকে"কেশবপুর পাইলট স্কুল-০৩ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি লিঃ" নামে রেজিঃ প্রদান করে যার সরকারি রেজি নং ২২/জে, তারিখ : ৩০/১/২০১৯।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

বর্তমানে এই সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩২ জন।

এই মুহূর্তে তারা দেশি ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য পাইলটিং শেষ করেছে। দেশি বুনো বা জালালী কবুতরের জাত সংরক্ষণ ও স্কোয়াব হিসেবে মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করছে। ২০০ গাছ বিশিষ্ট দেশি কাগজি লেবুর ছোট একটা বাগান করেছে। ঘাস চাষ করছে। বিভিন্ন ধরনের উদ্যান ফসল চাষ করছে। হাস ও তিতির পাখি পালনের জন্য আধুনিক সেড নির্মাণ করেছে এবং এই সেডে অচিরেই হাঁস,মুরগি আর তিতির পাখির পাইলটিংও শুরু হচ্ছে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

এই সমিতির প্রত্যেক সদস্য স্বাবলম্বী। সদস্যগণের অনেকেই বর্তমানে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন উচ্চপদে কর্মরত এবং অন্যান্যরা সফল ব্যবসায়ী। সদস্যগণের মধ্য সাধারণ বিষয়টা হল তারা প্রত্যেকেই একই স্কুলের একই ব্যাচের ছাত্র। নিজেদের এলাকা তথা কেশবপুর ও এর আশেপাশের গ্রামের অনগ্রসর বাসিন্দাদের বেকারত্ব দূরীকরণ, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা হয়েছে। নিম্নে সমিতির প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বর্ণনা করা হলো :

- মাংস, দুগ্ধ ও ডেইরি প্রোডাক্ট উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ২০০ মা ছাগল বিশিষ্ট একটা আধুনিক খামার গড়ে তোলা : ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে এই প্রকল্পের পাইলটিং শুরু হয় ১০টি ছাগলের মাধ্যমে। বর্তমানে প্রায় ৩০টি মাদী ছাগল ও ২ টা পাঁঠা আছে।২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছানোর সম্ভাবনা আছে।
- মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে ৫০০ জোড়া দেশি কবুতরের খামার তৈরি করা : ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ২০ জোড়া কবুতর দিয়ে কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে ১০০ জোড়া কবুতর আছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আছে।





- ডিম, মাংস ও বাচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্যে হাঁস ও মুরগি পালন : ৩০০ হাঁস ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটা আধুনিক সেড ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। অক্টোবর ২০২০ সালে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ১০০ বেইজিং হাঁস পালন শুরু করা হবে। ৪৫০ বর্গফুট জায়গা বিশিষ্ট একটা আধুনিক সেড তৈরি করা হয়েছে তিতির মুরগি পালনের লক্ষ্যে। ডিসেম্বর ২০২০ সালে প্রথম পাইলটিং প্রকল্প শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাছাড়া ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্গানিক পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালন প্রকল্প শুরু হবে।
- ২৫০টি লেবুগাছের একটা বাগান তৈরি করা : এই বাগানটি সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে স্বল্পমূল্যে দেশি কাগজি, সীডলেস, পাতি লেবু এবং এলাচী লেবুর চারা দরিদ্র মানুষের মাঝে সরবরাহ করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
- আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি ও ফসল উৎপাদন করা : বর্তমানে হলুদ, ওল, বেগুনসহ বিভিন্ন সবজি ও ফসল উৎপাদন অব্যাহত আছে।
- পাকচং ঘাসের চাষ : পশুখাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে একবিঘা জমিতে উচ্চ-ফলনশীল পাকচং ঘাসের চাষ করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পশুখাদ্য সহজলভ্য করার জন্য প্রাথমিকভাবে ২ একর জায়গা নিয়ে বৃহৎ আকারে ঘাস চাষ প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে। তাছাড়া আশেপাশের ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের পাকচং ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মাঠ প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ ও উৎসাহী কৃষকদের বিনামূল্যে ঘাসের কাটিং সরবরাহ করা হচ্ছে।

বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

- এলাকার ক্ষুদ্র কৃষকদের ঘাস চাষে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মাঠ প্রদর্শনীর আয়োজন করা এবং ঘাস চাষে আগ্রহীদের মাঝে বিনামূল্যে ঘাসের কাটিং সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া ঘাস চাষে কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ প্রদানের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হয়।
- লেবুর বাগান তৈরির জন্য এলাকার জনসাধারণের মাঝে স্বল্প মূল্যে বা বিনামূল্যে চারা বিতরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল,কলেজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
- ছাগল পালনে মহিলাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। আগ্রহী মহিলা/পুরুষদের সুলভ মূল্যে বাচ্চা ছাগল প্রদান করা হচ্ছে।

কেস স্টাডি

সমিতির কার্যক্রম মাত্র ১ বছর সম্পন্ন হয়েছে। অতি অল্প সময়ে সমিতির সদস্যরা প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। এলাকার ৪ জন অতিদরিদ্র ও বেকার যুবকের চাকরির সুযোগ,হতদরিদ্রদের নিয়মিত চাহিদাভিত্তিক খামারে কাজ করার সুযোগ প্রদান, খামারে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য এলাকাবাসীদের বিনামূল্যে সরবরাহ করার পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করার মাধ্যমে এলাকাবাসীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে সমিতি থেকে প্রত্যক্ষভাবে লাভবান ২ জনের কেস স্টাডি তুলে ধরা হলো।

ক) জনাব মোঃ আবুল হোসাইন

মোঃ আবুল হোসেন, পিতা : মোঃ আব্দুস সামাদ, কেশবপুর উপজেলার ব্রহ্মকাঠী গ্রামের একজন স্থানীয় অধিবাসী। তিন সন্তান ও বাবা মা নিয়ে তার সাতজনের সংসার। সংসারে একমাত্র সেইই উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। খামারে কাজ করার আগে সে পেশায় ছিল একজন দিনমজুর। দিনমজুরির স্বল্প টাকায় তার পরিবারের ভরণপোষণ চলত কোনো মতে। সন্তানদের নিয়মিত চাহিদা, বাবা-মার ওষুধ খরচ ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি তাকে চিন্তার মধ্যে রেখেছিল। সমিতির সদস্যদের সাথে পরিচিত হয়ে সে তার পারিবারিক অবস্থার কথা প্রকাশ করে। তার পারিবারিক অবস্থার কথা চিন্তা করে সমিতির সদস্যরা তাকে সহকারী সুপারভাইজার এবং খামার ইনচার্জ হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। তাকে ছাগল পালন ও ঘাস চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে সে অতি সুনামের সাথে খামারে কাজ করছে। খামারে কাজ করার পাশাপাশি বাড়িতে গরু, ছাগল ও মুরগি পালন করছে।

খ) জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান

মোঃ মতিয়ার রহমান, পিতা : মৃত আফসার মোড়ল,কেশবপুর উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের অধিবাসী। খামারে চাকরি করার পূর্বে সে ছিল একজন নির্মাণ শ্রমিক। কিন্তু করোনার প্রাদুর্ভাবে সে কর্মহীন হয়ে পড়ে। পরিবারের ভরণপোষণের চিন্তায় যখন সে পাগলপ্রায়, তখন প্রতিবেশী মারফত সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা জানতে পারে। সমিতির বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড তাকে উৎসাহিত করে। নিজের পরিবারের প্রয়োজনে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করানোর জন্য সে সমিতিতে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। বিভিন্ন কাজে তার দক্ষতা বিবেচনায় সমিতির সদস্যরা তাকে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। বর্তমানে



সে খামারে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্বরত আছে। তার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সে তার এলাকার বেকার যুবকদের ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধ করছে এবং বাড়ির মহিলাদের ছাগল পালনে উৎসাহিত করছে। তার এই প্রচারনায় রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের দুই জন ইতোমধ্যে ঘাসের চাষ শুরু করেছে।

সফলতার গল্প

কেপিএস-০৩ এগ্রোভ্যালী হল উক্ত সমিতির একটা অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের দেখভালের জন্য ১ জন সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক সহ ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি আছে। প্রতিষ্ঠানে কোনো কর্মচারীর নিয়োগ, ছাঁটাই, ক্রয় বিক্রয়সহ সমস্ত কাজ এই ৫ সদস্য দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হয় ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে। হার্ড কপি ছাড়াও গুগল শীটের মাধ্যমে প্রত্যেকটা আর্থিক লেনদেন এবং খামার সম্পর্কিত অন্যান্য ডাটা সংরক্ষণ এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় এবং স্বচ্ছতা রক্ষার্থে সমিতির প্রত্যেক সদস্যের সাথে উক্ত শীট গুলো শেয়ার করা হয়। নিয়মিত অনলাইন মিটিংয়ের জন্য জুম বা ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার ব্যবহার করা হয়। অনলাইন মনিটরিংয়ের জন্য খামারে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে এবং কর্মচারীদেরকে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করা হয়েছে। গুগল ক্যালেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা হালনাগাদের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও সমন্বিত চিন্তাভাবনা এক করার জন্য গুগল কীপ ও গুগল ডক্স ব্যবহার করা হয়। প্রযুক্তি নির্ভরতা এবং স্বচ্ছতার সাথে প্রত্যেকটা কাজ করার কারণে প্রতিষ্ঠানটির নেওয়া সকল উদ্যোগ সফল হচ্ছে বলে মনে করা হয়।

জিরো প্রফিট স্ট্রাটেজি

এই প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক ভাবে জিরো প্রফিট স্ট্রাটেজি নিয়ে কাজ করছে। এটা একটা সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান এবং এটা কেশবপুর ও এর আশেপাশের গ্রামের মানুষের বেকারত্ব দূরকরণের উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির সদস্যদের স্বপ্ন হল তারা যে সেবাগুলো মানুষকে দিতে চাচ্ছে সেগুলোর সবগুলোই প্রথমে আমাদের এলাকার মানুষের জন্য। ভবিষ্যতে অর্গানিক ফুড, ভেজালমুক্ত ও তাজা খাবার এবং মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফল ইত্যাদি বাজারমূল্যের কমে মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া এই সদস্যদের স্বপ্ন। এই প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক স্ট্রাটেজি হল জিরো প্রফিট এবং সোস্যাল ওয়েলফেয়ার। অর্থাৎ কোনো প্রজেক্টে লাভবান হলেও সেটা বেকারত্ব দূরকরণ এবং সামাজিক উন্নয়নে পুনরায় ব্যয় করা হবে।

এই প্রতিষ্ঠানের লোন প্রদান ও আদায় সম্পর্কিত কোনো কার্যক্রম নেই। প্রতিষ্ঠানের বর্তমান বয়স ১ বছর। মূলধনের বড় অংশ খরচ হয়ে গেছে স্থাপনা নির্মাণ, পশু ক্রয় ও জমি লিজ কার্যক্রমে। ধারণা করা হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্টে আসতে এখনো ৩ থেকে ৪ বছর সময় প্রয়োজন হতে পারে।

মূলধন

প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন ৫০ লাখ টাকা। প্রতি শেয়ার মূল্য ১০০ টাকা। বর্তমানে মোট বিক্রীত শেয়ারের সংখ্যা ১৭৪৮ এবং সঞ্চয় হিসেবে ৬,৪৬,৬০০ টাকা জমা হয়েছে। কর্জ বাবদ সমিতির বিভিন্ন সদস্যদের কাছ থেকে ১,৫০,০০০ টাকা নেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা বাবদ প্রায় ৯ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত নিজেদের অর্থায়নেই চলছে এবং কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে নাই।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

ইতোমধ্যে ৪ জন মানুষের প্রত্যক্ষভাবে বেকারত্ব লাঘবসহ অনেক মানুষের পরোক্ষভাবে বেকারত্ব নিরসনে কাজ করে যাচ্ছে। ঘাস চাষে উদ্বুদ্ধকরণ, লেবুর বাগান তৈরি, ছাগল পালনে মহিলাদের উৎসাহিতকরণ, ছাগল পালন ও ঘাসচাষের জন্য প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে ঘাসের কাটিং সরবরাহ, বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে লেবুর চারা সরবরাহ এবং করোনাকালীন সময়ে এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়ানোয় সমিতির কার্যক্রম বিভিন্ন মহলে বিভিন্নভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক বনায়নে প্রতিষ্ঠানটি ভূমিকা রাখছে।



নিবন্ধন নং : ১৩১/সাত
তারিখ : ০১/০৬/২০১৬ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা : ১৯৩ জন
(পুরুষ : ৭৫ জন এবং মহিলা : ১১৮ জন।)

সুন্দরবন মৌয়াল শ্রমজীবী সমবায় সমিতি

উপজেলা : শ্যামনগর
জেলা : সাতক্ষীরা

সুন্দরবন পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, বাংলাদেশের সমগ্র বনভূমির প্রায় ৪০ শতাংশই সুন্দরবন যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৪ ভাগ। ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন। জীববৈচিত্র্যে ভরপুর এই সুন্দরবনের প্রতিবেশ ব্যবস্থায় রয়েছে অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ। সুন্দরবন বৃক্ষরাজির এক অপার সমাহার।

প্রধান বৃক্ষের মধ্যে সুন্দরী, কাকড়া, কেওড়া, পশুর, বাইন, খলসি, গোলপাতা, হেতাল, গেওয়া, হারগোজা, ঝানা, সিংড়া, ধুন্দল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সুন্দরবনই বাংলাদেশের প্রাকৃতিক মধুর সবচেয়ে বড় উৎস। দেশের প্রাকৃতিক মধুর প্রায় ৭৫ শতাংশই আসে সুন্দরবন থেকে। সুন্দরবনের বিভিন্ন ফুলের মধুর মধ্যে খলসি ফুলের মধু বেশি জনপ্রিয়। সুন্দরবনের সম্পদের উপর নির্ভরশীল প্রায় ৫ লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে জেলে, বাওয়ালী ও মৌয়ালী প্রধান। সুন্দরবনের মৌমাছি আর মৌয়ালদের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুর মতো।

সদস্য সংখ্যা ও কর্মসূচি

শ্যামনগর উপজেলাধিন বুড়িগোয়ালিনী ও মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের ৫টি গ্রামের ২০ জন মৌয়াল নিয়ে সুন্দরবন মৌয়াল শ্রমজীবী সমবায় সমিতি গঠিত হয় এবং সমবায় বিভাগ কর্তৃক নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয় যার নিবন্ধন নং ১৩১/সাত, তারিখ : ০১/০৬/২০১৬ খ্রি.। বর্তমানে ৯০টি মৌয়াল পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ১৯৩ জন, পুরুষ ৭৫ জন এবং মহিলা ১১৮ জন। সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্ছে।

সমিতির উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি

- সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ করা।
- সংগৃহীত মধু সমবায় সমিতির নিজস্ব কারখানায় যথাযথ গুণগতমান বজায় রেখে প্রক্রিয়াজাত করে ও মোড়কজাত করে। এটাই শতভাগ খাঁটি "মৌয়াল মধু" (যা বিএসটিআই কর্তৃক অনুমোদিত)।
- মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৌয়াল মধু কাঁচের বৈয়ম বা কৌটায় বিএসটিআই লেবেল লাগানো এবং প্যাকেজ তৈরি।
- মধু মিনি প্যাক তৈরি।
- মধু ক্যান্ডি/চকলেট তৈরি।
- মোম দিয়ে বাঘের মূর্তি তৈরি।
- সুন্দরবনের ঐতিহ্যবাহী কেওড়া গাছের ফল কেওড়া দিয়ে আচার তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে।
- মোম দিয়ে সাবান তৈরির কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- মহিলাদের কর্মসংস্থানে ব্যাগ তৈরির জন্য ১৫ জন মহিলাকে BEDS এর সার্বিক সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যাগ তৈরির জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ কাজ অব্যাহত আছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

সমবায় সমিতি গঠনের পরিকল্পনাকে সামনে রেখে জাপানের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রণালয় তৃণমূল প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (BEDS) ও জাপান এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন ফোরাম (জীফ) কর্তৃক প্রকল্পটি সমবায়ীদের মাধ্যমে

বাস্তবায়ন ও প্রাথমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ প্রকল্পে হল ও অফিস রুমসহ মোট ৬ রুম বিশিষ্ট দ্বি-তল ভবন ও মধু প্রসেসিং, মধু মিনিপ্যাক, মধু ক্যান্ডি, সাবান তৈরি মেশিনারিজ এবং বাজারজাতকরণে মিনি ট্রাক ইত্যাদি খাতে জাপানের বৈদেশিক সম্পর্ক মন্ত্রণালয় হতে ১,৭০,০০,০০০ টাকা অনুদান প্রাপ্ত হয়। এ সম্পদসমূহ মৌয়াল শ্রমজীবী সমবায় সমিতির; এগুলোর ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ মৌয়াল শ্রমজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে।

কেস স্টাডি

মৌয়াল পরিবারসমূহ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করতো,সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী বছরে মাত্র এপ্রিল থেকে জুন তিন মাস মধু সংগ্রহ করে উপার্জন করতে হয় মৌয়ালদের। এ সময় তারা জনপ্রতি ২৫ থেকে ৪০ হাজার টাকার মধু সংগ্রহ করে বাকি সময় তারা দিনমজুরির কাজে নিয়োজিত থাকে। পারিবারিক খরচ আর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ জোগাতেই নাভিশ্বাস ওঠে মৌয়ালদের। মধু আহরণ করতে যাওয়ার আগে চালানের খরচ জোগাতে তাদের শরণাপন্ন হতে হয় মহাজন বা দাদন ব্যবসায়ীদের কাছে। বন থেকে ফিরে এসে সকল মধু জমা দিতে হয় সেই মহাজনের কাছে। মহাজনের দাদনের টাকার সুদসহ পরিশোধ করতে মধুর অধিকাংশই মহাজনকে দিয়ে বাকি মধু ঐ মহাজন নামমাত্র ২০০/২৫০ কেজি দরে কিনে নিত। এহেন অবস্থায় তাদের আর্থিক দুরবস্থাও কাটে না। আর্থসামাজিক কোনো পরিবর্তন আসে না। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সমবায় নীতি ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনৈক আদম আলীর নেতৃত্বে কতিপয় যুবক ২০১৬ সালে সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

অতঃপর উপজেলাধীন বুড়িগোয়ালিনী ও মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের ৫টি গ্রামের ২০ জন মৌয়াল নিয়ে সুন্দরবন মৌয়াল শ্রমজীবী সমবায় সমিতি গঠিত হয় এবং সমবায় বিভাগ কর্তৃক নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয় যার নিবন্ধন নং ১৩১/সাত, তারিখ : ০১/০৬/২০১৬ খ্রি.।

সমবায় সমিতির সফলতার বর্ণনা

বিগত ০১/০৬/২০১৬ খ্রি. তারিখে মৌয়াল শ্রমজীবী সমবায় সমিতি নিবন্ধন গ্রহণের পর BEDS এর সহযোগিতায় সমবায়ীদের আয়বর্ধন কর্মসূচি "সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ,মধু প্রসেসিং,মোড়কজাত ও বাজারজাতকরণ" বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহের জন্য অর্থের যোগানও পেয়ে থাকে। সমবায় সমিতির মূলধন গঠনের উপায় এবং ব্যবহার সম্পর্কে



অধিকাংশ সদস্য ওয়াকিবহাল না থাকায় প্রথম অবস্থায় মূলধন গঠনে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। পরবর্তীতে বিগত ২ বছর সমবায় বিভাগের উদ্যোগে সাধারণ সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য একাধিকবার সমিতির অফিস বিল্ডিং এ মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। এরূপ একটি সভায় জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, যুগ্ম-নিবন্ধক, খুলনা মহোদয় উপস্থিত থেকে সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধ করেন এবং ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়। অতঃপর সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্ছে ও হাঁটি হাঁটি পা পা করে সমবায় সমিতির মূলধনও বৃদ্ধি হচ্ছে।

সুন্দরবনের মৌমাছি অন্যান্য প্রজাতির মৌমাছি অপেক্ষা অনেক বেশি বড় এবং রাগী। মৌমাছির কাজই হচ্ছে ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করা। সুন্দরবনের মৌমাছির সাথে মৌয়ালদের যেন বন্ধুত্ব সম্পর্ক তাই কবিতার ভাষায় এরূপভাবে তারা যেন মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে।

"মৌমাছি মৌমাছি,কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই,
ঐ ফুল ফোঁটে বনে,যাই মধু আহরণে
দাঁড়াইবার সময়তো নাই"

সমবায়ীরা এখন সুন্দরবনে মধু সংগ্রহে যাওয়ার পূর্বে বছরে একবার সমবায় সমিতির তহবিল থেকে প্রয়োজনে ধার নিয়ে যায় এবং তাদের সংগৃহীত মধু সমবায় সমিতিতে ন্যায্য দামে বিক্রি করতে পারছে, আয়ের একটি অংশ সমিতিতে সঞ্চয় আমানত হিসেবে জমা করছে, তাদের বছরে উৎপাদিত মধুর পরিমাণ ৪/৫ টন যার আনুমানিক মূল্য ২০ থেকে ২২ লক্ষ টাকা। সমবায়ীদের তিন মাসে সংগৃহীত মধু সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে সমিতিতে সারা বছর মধু প্রসেসিং-এর কাজ সহ অন্যান্য কাজে প্রত্যক্ষভাবে ৮০/৮৫ জন এবং পরোক্ষভাবে ৩৫/৪০ জন নারী পুরুষ নিয়োজিত আছে। ১৪ দিন পর পর সংগৃহীত মধু সমিতির নিজস্ব অফিসের প্রসেসিং মেশিনারিজের মাধ্যমে পরিশোধন করতঃ মধুর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে বিএসটিআই এর অনুমোদন নিয়ে আকর্ষণীয় মোড়কে মৌয়ালরা প্রথমবারের মতো বাজারে এনেছে খলসি,বাইন ও কেওড়া ফুলের মধু যা বাজারে "মৌয়াল মধু" নামে পরিচিত। বর্তমানে এই মধু স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে নিজস্ব পরিবহনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে নিয়োজিত ব্যবসায়ীদের কাছে প্রতি কেজি ১২০০/১৫০০ টাকা দরে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া জাপানে বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশে অবস্থিত জাপানি অ্যাম্বাসির মাধ্যমে পরীক্ষামূলক তৃতীয়বার জাপানে "মৌয়াল মধু" পাঠানো হয়েছে।

এখন মহাজনদের নিকট থেকে দাদন নিতে হয় না এবং কম দামে তাদের কাছে মধু বিক্রি করতে হয় না। সমিতির সফলতা বা উচ্চাভিলাষী কর্মপরিকল্পনা প্রশাসনের নজরকে আকৃষ্ট করেছে। গত ০৮/০৯/২০১৯ তারিখে জনাব লোকমান হোসেন মিয়া,মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা মহোদয় সমিতির কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেছেন।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের বিকল্প নেই। সমবায়ই পারে সমাজের পিছিয়ে পড়া আর্থিকভাবে অসচ্ছল জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে। সমবায়ই পারে সচ্ছলতা, সামাজিক মর্যাদা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জবাবদিহিতা, সম্পদের সুষম বণ্টনভিত্তিক বৈষম্যহীন এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে। এটা বাস্তবে সুন্দরবন মৌয়াল শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের আগ্রহ,প্রচেষ্টা,সহযোগিতা এবং সচ্ছলতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। পরিশেষে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার গরিব-দুঃখী সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বলেছেন,"অন্ন যখন কাড়ে নিষ্ঠুর অত্যাচারী,জমিদার,মহাজন, দালাল,ফড়িয়া তখন প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। কবির ভাষায়-

"মূহুর্ত তুলিয়া শির একত্রে করে দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমার চেয়ে
যখন জাগিবে তুমি তখনই সে পালাইবে ধেয়ে"।



নিবন্ধন নং ৩৫/জে
২৮/০৫/২০১৫ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা ৬৫৫ জন

পল্লী উন্নয়ন কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড

উপজেলা : মনিরামপুর
জেলা : যশোর

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, ইতিহাসের মহানায়ক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী সমবায় সমিতি গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তার অবর্তমানে তারই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। পল্লী উন্নয়ন দেশের উন্নয়নের একটি অংশ। এক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড ২৮/০৫/২০১৫ খ্রি. তারিখে ৩৫/জে নং মূলে সমবায় বিভাগ তথা জেলা সমবায় দপ্তর, যশোর হতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। সময়োপযোগী নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। এ সমিতির বর্তমান কর্ম ও সভ্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র মনিরামপুর উপজেলাব্যাপী। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬৫৫ জন।

অবস্থান
পল্লী উন্নয়ন কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড এর কার্যালয়টি যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার ১৭নং মনোহরপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামের মথুরাপুকুর নামক স্থানে ৩৫ শতক জমির উপর নির্মিত তিনতলা বিশিষ্ট ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- দারিদ্র্য বিমোচন;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- এলাকার জনগণকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা;
- শিক্ষার উন্নয়ন;
- গ্রামকে শহরে রূপান্তর;
- সমাজসেবা ইত্যাদি।

প্রকল্পসমূহ :
ক্ষুদ্রঋণ : সমিতির সদস্যদের মধ্যে আয় বৃদ্ধি মূলক কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ঋণ গ্রহণ করে তারা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। ধান চাষ, মাছ চাষ, পশুপালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে এ ঋণ বিতরণ করা হয়। ৩০/০৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত সদস্যদের মাঝে ২,৫০,০০০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

মাছ চাষ : সমিতির মাধ্যমে ২০১৮ সাল হতে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। পতিত জমি লিজ নিয়ে ৫০০ বিঘা জমিতে সমিতির সদস্যরা মাছ চাষ করে থাকে। এই প্রকল্পে ৫০ জন সদস্য কাজ করছে। এতে তাদের বেকারত্ব দূর হয়েছে এবং মৎস্যচাষে সম্পৃক্ত থেকে স্ব-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে উৎপাদিত মাছ অন্যত্র বিক্রয় করা হচ্ছে।

ধান চাষ : ২০১৯ সালে ধান চাষ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। মাছ চাষের ৫০০ বিঘা জমিতে মাছ ধরা ও বিক্রয় করার পর জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারির মাসে ধান চাষ করা হয়। এই প্রকল্পে এলাকার অনেক কৃষক কাজ করার সুযোগ পান। এটি একটি লাভজনক ব্যবসা। এই প্রকল্পে মাধ্যমে প্রতি বছর সমিতির আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষানয়নে বিদ্যালয় স্থাপন : এ সমিতির অর্থায়নে ২০১৮ সালে পল্লী উন্নয়ন এ আর মডেল স্কুল নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্লে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি



পর্যন্ত ক্লাস চালু রয়েছে। এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৬৫ জন। পর্যায়ক্রমে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। বিভিন্ন এলাকার ছাত্রছাত্রী এখানে পড়াশুনা করছে। ছাত্রছাত্রীদের আনা-নেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ৭ জন শিক্ষক, ৬ জন গাড়ি চালক, ২ জন আয়া ও ১ জন দপ্তরী রয়েছে। এখানেও মোট ১৬ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

এই প্রাচীন জনপদ এলাকায় রয়েছে বিধাতার অকৃত্রিমতায় গড়ে ওঠা অনেক খাল-বিল, বাওড় ও জলাশয়। এই খাল-বিল, বাওড় ও জলাশয়কে ব্যবহার করে এ সমিতির সদস্যদের টেকসই উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সে লক্ষ্যেই- সমিতির সদস্যগণ সমিতির নামে খাল-বিল, বাওড় ও জলাশয় ইজারা গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ও রেণু পোনা উৎপাদন করে। বিক্রয়কৃত অর্থ সদস্যদের মধ্যে সমবায় ভিত্তিতে লাভ বণ্টন পূর্বক সদস্যদের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এছাড়াও মৎস্যচাষের মাধ্যমে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে আমিষের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সামাজিক কর্মকাণ্ড

- বৃক্ষরোপণ;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ;
- মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান;
- অসহায়কে সহায়তা;
- বিদ্যালয় পরিচালনা;

যেভাবে সফল হলো

সমবায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে সফলতার পূর্ব শর্ত হচ্ছে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস। পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে সমিতিটি সফল হতে সক্ষম হয়েছে। সমিতির কার্যক্রম শুরুর আগে সমিতির নামে ৩৫ শতক জমি ক্রয় করে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এক বছরের মধ্যে সমিতির ব্যাপক জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমিতির গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এভাবে সমিতি উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যায়। সমিতির সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম ও সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে ১০টি গ্রামে সমিতির শিক্ষা প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গ্রামকে শহরে রূপান্তরের টার্গেট নিয়ে সমিতি এগিয়ে যাচ্ছে।

পরিশেষ

পল্লী উন্নয়ন কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড তার সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল ও বেগবান হবে এবং এলাকার জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে।



নিবন্ধন নং ১৮/জে
তাং-০২-০৩-২০১৬
সদস্য সংখ্যা ১৬৫ জন
ঋণ বিতরণ : ৯৫,১৩,০০০ টাকা

মুক্তি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : মনিরামপুর
জেলা : যশোর

যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রাম হানুয়ার। কৃষিপ্রধান এই গ্রামের মানুষের আর্থিক সংগতি ও জীবিকার ধরন দেশের আর দশটি গ্রামের মতোই। এই গ্রামের কয়েকজন কৃষক ও যুবকের প্রচেষ্টায় ২০১৬ সালে মুক্তি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, (নিবন্ধন নং : ১৮/জে, তাং-০২-০৩-২০১৬) নিবন্ধিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১৬৫ জন। সমিতির নিবন্ধিত ঠিকানা হানুয়ার (বটতলা), রাজগঞ্জ, মনিরামপুর, যশোর।

সমিতির বিভিন্ন প্রকল্প

ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প : সদস্যদের মাঝে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সমিতি ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে। এই ঋণ সদস্যরা সঠিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে লাভবান হচ্ছে। মুদি দোকান, চায়ের দোকান, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, মাছের ব্যবসা ইত্যাদি প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্রঋণ আদায় ও ঋণী সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য দুই জন কর্মী সব সময় কাজ করে।

কৃষি প্রকল্প : কৃষি প্রকল্পটি ২০১৮ সাল থেকে চালু রয়েছে। পতিত জমি লিজ নিয়ে (৩০ শতাংশ জমি) এই প্রকল্পটি শুরু হয়। বর্তমানে সারাদেশে সবজির ব্যাপক চাহিদার কথা চিন্তা করে ৯০শতাংশ জমিতে পাতা কপি ও পটলের চাষ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে মোট ০৫জন সদস্য কাজ করছে। প্রকল্পের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে ঢাকায় বিক্রির জন্য পাঠানো হচ্ছে।

সমিতির নিজস্ব মিলে মুড়ি উৎপাদন প্রকল্প : সমিতির মুড়ি মিলটি "মুক্তি মুড়ি মিল" নামে পরিচিত। ২০১৯ সালে মনিরামপুর উপজেলার হানুয়ার (বটতলা) নামক স্থানে মুড়ির মিলটি স্থাপন করা হয়। এই প্রকল্পে ৫,৫০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়। মিলের মুড়ি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সম্পূর্ণ হাতে ভাজা এবং ইউরিয়া মুক্ত। মুড়িতে সঠিক পরিমাণ লবণ থাকে বলে স্বাদে অতুলনীয়। এই প্রকল্পে ৪ জন পুরুষ এবং ৭জন মহিলা কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। প্রকল্পের উৎপাদিত পণ্য যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় বিক্রয় করা হয়। ২০২০ সালের আগস্ট মাস থেকে ঢাকায় বিক্রয় করা হচ্ছে।

সরিষার তেল প্রকল্প : গ্রাহকদের নিকট খাঁটি সরিষার তেল পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়। ২০২০ সালে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ২০২০ সালে এই প্রকল্পে ২,৫০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়। উৎপাদন এবং বিপণনের জন্য এই প্রকল্পে ০১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা কর্মী নিয়োজিত রয়েছে।

হলুদের গুঁড়া উৎপাদন প্রকল্প : নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্য শুধু সদস্যদের মাঝে নয় সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য "মুক্তি ফুড প্রোডাক্ট" প্রকল্পের আওতায় সরিষার তেল ও হলুদের গুঁড়া প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০২০ সালে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। হলুদের গুঁড়া প্রকল্পে ২৫,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়।

শপিং ব্যাগ তৈরি প্রকল্প : এই প্রকল্পে ৪জন সদস্যকে দর্জি কাজে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ে আসা হয়। বাজার থেকে কম দামে সার, আঁটা বা গমের পরিত্যাক্ত বস্তা কিনে এনে শপিং ব্যাগ তৈরি করা হয়। এই প্রকল্পে

নিয়োজিত কর্মীরা সাধারণত অবসর সময়ে ব্যাগ উৎপাদনের কাজ করে থাকে। ফলে তারা এক দিকে যেমন সংসারের কাজ করতে পারছে অন্যদিকে এই কাজ করে আর্থিক ভাবে সচ্ছল হচ্ছে।

কর্মসংস্থান

সমিতিতে প্রত্যক্ষ ভাবে ২২জন সদস্য কাজ করে। অন্য দিকে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে আরও ৮০জন সদস্য তাদের কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে নিতে পেরেছে।

বিগত বছরগুলোর কর্মকাণ্ড

সমিতির সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে যেমন অর্থনৈতিকভাবে সদস্যদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা হচ্ছে তেমনি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য ও মাদক বিরোধী কর্মকাণ্ড সমিতি প্রতিষ্ঠার পর থেকে চলে আসছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে ৮০জন সদস্যকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমিতির ভূমিকা

সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সদস্যদের বেকারত্ব দূর করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। সমিতিতে প্রত্যক্ষ ভাবে ২২জন সদস্য কাজ করে। ফলে এই ২২ জনের পরিবারের ১১০জন সদস্য নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারছে। অন্য দিকে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে আরও ৮০জন সদস্য তাদের কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে নিতে পেরেছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা পাওয়ার জন্য সমিতি সদস্যদের সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে পরিচয় করে দেয়ার ফলে তারা সহজে সেবাগুলো গ্রহণ করতে পারছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে কাজ করার ফলে সদস্যরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হচ্ছে। মাদক বিরোধী সভা ও সেমিনারের মাধ্যমে সমাজকে মাদকমুক্ত করার জন্য সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় শুধু সমিতির সদস্যদের ত্রাণ পৌছে দিচ্ছে। বিভিন্ন উৎসবের সময় হতদরিদ্রদের মাঝে উপহার সামগ্রী দেয়ার ফলে তারা আনন্দের সাথে উৎসবটি পালন করতে পারছে। সমিতি শুধু সদস্যদের নয় সমাজের সকল মানুষের জন্য আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।



কীভাবে সফল হলো

যেকোনো কাজে সফল হতে হলে কঠোর পরিশ্রম দরকার। সমবায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে সফল হতে দরকার পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা। আমাদের সমিতি যতটুকু সাফল্য অর্জন করেছে তার পিছনে মূল কারণ হল পারস্পরিক বিশ্বাস। ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সঠিক সময়ে সঠিক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কারণে প্রত্যেকটি প্রকল্প লাভজনক প্রকল্পে পরিণত হচ্ছে। তাদের ২০২৫ সাল পর্যন্ত নির্দিষ্ট প্লান আছে। আমরা সে অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করছে। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা থাকার কারণে একদিকে যেমন কাজের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি নতুন নতুন প্রকল্পে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

মুক্তি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ তার সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল ও বেগবান হবে এবং এলাকার জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে।



নিবন্ধন নং ১৫/বা
তারিখ :১৭/০৯/২০১৭ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা মোট ১০০ জন

প্রগতি নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : মোল্লাহাট
জেলা : বাগেরহাট

বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার চাউলটুরী গ্রামে গঠিত প্রগতি নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এলাকার আর্থিক-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সমবায়ের আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে আয় সমিতিটি নিবন্ধন (রেজি নং : ১৫/বা, তারিখ : ১৭/০৯/২০১৭ খ্রি.) করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫ জন। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা মোট ১০০ জনে উন্নীত হয়েছে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সমবায় সমিতির আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন ;
- সদস্যদের আর্থিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে আয় বৃদ্ধির জন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টা গ্রহণ;
- সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় আমানত জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা মূলধন গঠনে উৎসাহিতকরণ;
- সম্মিলিতভাবে সংগঠনের আওতায় সমবায়ের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাগণ উন্নত জাতের গাভি লালনপালন রে মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ তাদের

কর্মসংস্থান

"উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" প্রকল্পের থেকে সদস্যগণ ঋণ গ্রহণ করে তাদের স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

সমিতিতে চলমান প্রকল্প

১। ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প;
২। সবজি চাষ প্রকল্প;
৩। মৎস্যচাষ প্রকল্প;
৪। হাঁস-মুরগি পালন প্রকল্প;
৫। গাভি পালন প্রকল্প;

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। সদস্যগণ সমিতি থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাদের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। "উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" প্রকল্পের থেকে প্রত্যেক সদস্য ১,২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ২টি করে উন্নত জাতের গাভি ক্রয় করে লালন পালন করছে। এছাড়া সদস্য পর্যায়ে হাঁস-মুরগি ও মৎস্যচাষ ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান আছে।

সামাজিক কর্মকাণ্ড

সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামে দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতি গঠন করে সদস্যভুক্ত মহিলাদের আর্থিক উন্নয়নে অনুপ্রাণীত করেছে। সমিতিটির সদস্যগণ সামাজিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত রয়েছে। সমিতিটি বিগত বছরগুলোতে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে সদস্যদেরকে কর্মমুখী করছে। সমিতির ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে সদস্যগণ মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগি পালন, দর্জি কাজ ও গাভি পালন করে নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছে।



স্বীকৃতি

সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমিতির কার্যক্রম উপজেলা প্রশাসনের নজর কেড়েছে। অন্যান্য সমিতিও এ সমিতিকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

কীভাবে সফল হলো

সমিতিটি ২৫ জন সদস্য নিয়ে আজ ১০০ জনে উন্নীত হয়েছে। সমিতিটি "উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" প্রকল্পে গাভি পালন করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গড়ে তুলে আয়-বর্ধক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের অগ্রযাত্রা শানিত করে। সমিতির ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে সদস্যরা ভ্যান গাড়ি, মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগি পালন ও গাভি পালন ও সব্জি চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে সফলতা লাভ করেছে।

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির পরিশ্রম ও সচ্ছতা জবাবদিহিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার ফলে সমিতিটি বিভিন্ন রকম কার্যক্রম যেমন, সবজি চাষ, মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গাভি পালন করে লাভবান হয়েছে। ফলে সমিতির সদস্য ও সমিতি সফলতা অর্জন করেছে।



নিবন্ধন নং -৫১/শিল্প
তারিখ : ১২-০১-১৯৪২
শেয়ার মূলধন : ৮১,৬১,৫৩৯ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ২,৭৭,৩৬,৯১৭ টাকা।

মোমিননগর সমবায় শিল্প ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : যশোর সদর
জেলা : যশোর

সমিতি গঠনের পটভূমি

দেশের সার্বিক উন্নয়নে সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিশেষত পোশাক শিল্পের উন্নয়নের জন্য যশোর জেলার উপকণ্ঠে মোমিননগর গ্রামের অধিকারবঞ্চিত অবহেলিত তাঁতি সম্প্রদায় এর কতিপয় সচেতন ব্যক্তি নিজেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য ১৯৪২ সালে মোমিননগর সমবায় শিল্প ইউনিয়ন লিঃ নামে সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নিবন্ধন নং ৫১/শিল্প তারিখ : ১২-০১-১৯৪২ খ্রি.।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

শেয়ার মূলধন : ৮১,৬১,৫৩৯ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ২,৭৭,৩৬,৯১৭ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল : ৪১,৩৩,৩৪৭ টাকা।
অন্যান্য তহবিল : ১৯,২৭,৯৫৮ টাকা।
উক্ত টাকা কেন্দ্রীয় সমিতি, ব্যাংক ও ব্যবসায় খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে খরিদকৃত জমির পরিমাণ ২০.৬৪ একর। উক্ত জমির উপর অফিস বিল্ডিং, বয়ান বিদ্যালয়, নেওয়াজ মোহাম্মদ টেক্সটাইল মিল স্থাপন করা হয়েছে এবং বাকি কৃষিজমি। উক্ত জমির বর্তমান বাজার মূল্য ৭,০৫,০০,০০০ টাকা।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

সমিতির সদস্যদের সমিতির নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উন্নতমানের বস্ত্র প্রস্তুতের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সদস্য সমিতির মাধ্যমে উন্নতমানের তাঁত স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৭৭ টি সদস্য সমিতির মাধ্যমে ২,১৫৪ টি তাঁত চালু রয়েছে। সমিতি সদস্যদের দ্বারা উৎপাদিত পোশাক বাজারজাতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং পোশাক তৈরির কাজে নিয়োজিত সদস্যদের নিয়মিত পারিশ্রমিক প্রদান করে আসছে। সদস্য সমিতির উৎপাদিত বস্ত্র সামগ্রী ক্রয় করে ইউনিয়নের ৩ টি বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ও কমিশন এজেন্টের মাধ্যমে নির্ধারিত ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। এছাড়া নিজস্ব গোডাউন হতে অতিরিক্ত বস্ত্র সামগ্রী বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। উক্ত ব্যবসা সমিতির বর্তমানে উন্নতির মূল চাবিকাঠি।

কর্মসংস্থান

সমিতির তাঁত শিল্পে প্রায় ১৬৫ জন তাঁতি সদস্য নিয়মিত কাজ করে জীবিকা নির্বাহ

করছে। স্পিনিং মিল এবং টেক্সটাইল মিল চালু করা সম্ভব হলে প্রায় ১,৫০০ জন সমবায়ী চাকরি লাভের সুযোগ পাবে। সমিতিতে ১৭৫ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৬৩০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। সমিতির মাধ্যমে ৬৩০ জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড

সমিতির সদস্যদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সমিতির নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। যার মাধ্যমে সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং পাশাপাশি তাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। স্বাধীনতার পর বস্ত্র সমস্যার সময় মোমিননগর সমবায় শিল্প ইউনিয়ন লিঃ এ অঞ্চলে মানুষের বস্ত্র চাহিদা মিটাতে ন্যায্যমূল্যে বস্ত্র সরবরাহ করে যে সেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তার ধারাবাহিকতা আজও অম্লান ও অব্যাহত আছে। নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে সমিতির সফলতার চিত্র অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠান অবগত হয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত হয়। জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপনের ক্ষেত্রে জেলা সমবায় দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, আলোচনা এবং প্রকাশনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকে। সমবায় সংক্রান্ত প্রকাশনা ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় সমিতির সফলতার চিত্র প্রকাশিত হয়। সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশ তথা যশোর অঞ্চলে মার্চ/২০২০ হতে স্মরণকালের ভয়াবহ মহামারি রোগ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এই প্রতিষ্ঠান কর্মহীন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ৯৫,০০০ টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে। যশোর জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত 'বর্ণময় যশোর'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে সদস্য সমিতির ২৫০ জন সদস্যকে অক্ষরজ্ঞান এবং সমবায় বিভাগ কর্তৃক আইএলও এর আওতায় বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষতা দূরীকরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। পরিবার পরিকল্পনা, মাদক বিরোধী সচেতনতা, যৌতুকবিরোধী আন্দোলন এবং ইভটিজিং প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

গণতান্ত্রিক ধারণার আদলে গঠিত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মোমিননগর সমবায় শিল্প ইউনিয়ন লিঃ একটি অন্যতম আদর্শ সমবায় প্রতিষ্ঠান। সদস্য সামিতিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করাই সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া জনসাধারণের মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে পোশাক শিল্পকে সমৃদ্ধ করে ভোক্তাদের নিকট ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ করে থাকে। এই শিল্পকে আরো আধুনিকীকরণ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকারি সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা একান্ত আবশ্যক।

সমবায় সমিতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান



বরিশাল সংযুক্ত তাঁতি সমবায় সমিতি লিঃ



বরিশাল আর্যলক্ষ্মী সমবায় সমিতি লিমিটেড

টাকার পরিমাণ লক্ষ টাকায়

বিবরণ	সংখ্যা
মোট সমিতি	১৪,৬১৯টি
মোট সদস্য	৮,৪৩,৮৪৭ জন
পুরুষ	৬,৪৯,৩৫১ জন
মহিলা	১,৯৪,৪৯৬ জন
কার্যকরী মূলধন	৫৩,৩২০.৬৫
ভৌত সম্পদ	৬,৩৩৯.৩৮
আর্থিক সম্পদ	২,৭৯৭.৫০

বরিশাল বিভাগ



ডি পি জনতা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ



নিবন্ধন নং : ০৮৮ বিডি
তারিখ : ০৯/০৭/২০০৮ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১,২৪৮ জন
কর্মসংস্থান : ৬
শেয়ার মূলধন : ৩,৫৬,৯০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১২,০২,০২৪ টাকা।

বরিশাল সংযুক্ত তাঁতি সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : উজিরপুর
জেলা : বরিশাল

বরিশাল জেলাধীন উজিরপুর উপজেলার অবহেলিত তাঁতি সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ২০০৮ সনে বরিশাল জেলার প্রখ্যাত সমবায়ী ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আব্দুর রাজ্জাক তালুকদার এর মহতি উদ্যোগে বরিশাল সংযুক্ত তাঁতি সমবায় সমিতি সংগঠন করা হয়। উজিরপুর উপজেলার অবহেলিত তাঁতি সম্প্রদায়ের সদস্যদের সমন্বয়ে এই সমিতির যাত্রা শুরু হয়। সমিতিটি বিগত ০৯/০৭/২০০৮ খ্রি. তারিখ জেলা সমবায় কার্যালয় থেকে উজিরপুর উপজেলা কর্ম এলাকাব্যাপী নিবন্ধিত হয় যার রেজি : নং : ০৮৮ বিডি। সমিতির কর্মকাণ্ড দিনদিন বরিশাল বিভাগের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় বরিশাল বিভাগের তাঁতি সম্প্রদায়গণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির হতে আগ্রহ প্রকাশ করায় সমিতির কর্ম এলাকা প্রথমে বরিশাল জেলাব্যাপী বৃদ্ধি করা হয় যার সংশোধিত নিবন্ধন নং : ১৮২ বিডি, তারিখ : ০৮/০১/২০১২ খ্রি.।

পরবর্তীতে সমিতির কর্মকাণ্ড বরিশাল বিভাগের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করায় এর নিবন্ধন বরিশাল বিভাগব্যাপী করা হয় যার সংশোধিত নিবন্ধন নং : ০০০১ ববি, তারিখ : ৩০/০৬/২০১৫ খ্রি.। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,২৪৮ জন।

সমিতির পুঁজি গঠন প্রক্রিয়া

সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অসহায় দরিদ্র তাঁতি জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার ও সঞ্চয় দ্বারা পুঁজি গঠন করে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণ করে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,২৪৮ জন। মোট নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ ৬৭,৪৯,৭৯৪ টাকা এর মধ্যে সদস্যদের পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৩,৫৬,৯০০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১২,০২,০২৪ টাকা। এছাড়াও সমিতির তাঁত সুতা প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫,৯৫,৪৩৫ টাকা।

সমিতির বিনিয়োগ প্রক্রিয়া

সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে এবং সমিতির উপ-আইন ও সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্ষুদ্র তাঁত শিল্পের উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণের জন্য ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়। এছাড়াও সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে সুতা ক্রয় করে গামছা উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হয়।

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা

সমিতির যাবতীয় আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। বরিশাল বিভাগের দরিদ্র ও অসহায় তাঁতি সম্প্রদায়কে আর্থিক সহায়তা ও ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও নিম্নবর্ণিত জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা হয়। যেমন :

- সমবায় অধিদপ্তরের ধার্যকৃত সরকারি রাজস্ব অডিট ফি যথাসময়ে পরিশোধ করা হয়।
- সমবায় অধিদপ্তরের ধার্যকৃত সরকারি রাজস্ব অডিট ফি'র ভ্যাট যথাসময়ে পরিশোধ করা হয়।
- সমবায় অধিদপ্তরের ধার্যকৃত সমবায় উন্নয়ন তহবিল যথাসময়ে পরিশোধ করা হয়।
- সমিতির কর্মচারীদের বেতন বোনাস







যথাসময়ে পরিশোধ করা হয়।

- সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
- স্থানীয় পর্যায়ে মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- জাতীয় দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করা হয় এবং আর্থিক সহযোগিতা করা হয়।
- স্থানীয় গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে বই ও শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি

সসমিতির ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম: সমিতির সকল কার্যক্রম সমবায় সমিতি আইন-২০০১ (সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩) ও সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এবং সমিতির উপ-আইন অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ২২/১০/২০১৯ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটি ৯ সদস্য বিশিষ্ট।

সমিতির অন্যান্য কার্যক্রম

দস্যদের দুর্ঘটনা ও অসুস্থতা এবং মৃত্যুজনিত কারণে অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও সমিতির অর্থায়নে সমিতির কর্ম এলাকায় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগীয় বড় বড় শহরের বাজারগুলোতে স্টল রেখে উৎপাদিত পণ্য (গামছা) বিক্রি করা হয়। প্রতি বছর জাতীয় সমবায় দিবসে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র ঢাকায় উৎপাদিত পণ্য (গামছা) প্রদর্শন করা হয়।



নিবন্ধন নং : ১৬২ ডি
তারিখ : ১১/৩/১৯২৯ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩২৩৯ জন
শেয়ার মূলধন : ৩২,৩১০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৪৭,৪৫১ টাকা

ভেদুরিয়া সমবায় ঋণদান ও সর্বোন্নতি বিধায়ক সমিতি লিঃ

উপজেলা : সদর
জেলা : ভোলা

১৯২৯ সনে তৎকালীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ভোলা জেলার সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন পেশাজীবীদের সংগঠিত করে সদস্যদের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিরাপত্তা প্রদান, সমন্বিতভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থসামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভেদুরিয়া সমবায় ঋণদান ও সর্বোন্নতি বিধায়ক সমিতি লিঃ গঠিত হয়। যার রেজি নং ১৬২ ডি, তারিখ : ১১/৩/১৯২৯ খ্রি.,ঠিকানা : গ্রাম : চর রমেশ,ডাকঘর : চর ভেদুরিয়া, উপজেলা : ভোলা সদর, জেলা : ভোলা। নিবন্ধনের পর হতে অত্র সমবায় সমিতি ভেদুরিয়া এলাকায় অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সমবায় বিভাগের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। অত্র সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন সময় সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে সমিতিটিকে অত্র জেলার একটি মডেল সমিতিতে পরিণত করেছেন। সমিতিতে ১২/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে ব্যবস্থাপনা কমিটির সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান সভাপতি জনাব আলহাজ্ব মোঃ তাজুল ইসলাম একজন বরেণ্য সমবায়ী। ভোলা জেলার সমবায়ভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রমে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

সদস্য সংখ্যা ও কর্মসূচি

অত্র সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩,২৩৯ জন। অত্র সমবায় সমিতির কার্যক্রমের মধ্যে বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠান যেমন মসজিদ, মক্তব,মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন,স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা এবং মার্কেট নির্মাণ ও পরিচালনা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে অত্র সমবায় সমিতি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। কৃষকদের কৃষিকাজের জন্য ঋণ বিতরণ করা সহ কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। অত্র সমবায় সমিতি কর্তৃক পবিত্র কোরআন শিক্ষার জন্য ভেদুরিয়া এলাকায় প্রায় ৩০টি মক্তব পরিচালিত হয়। সমবায় সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতি বছর শিক্ষা সফর এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য অনুদান প্রদান করে থাকে। এছাড়া প্রতি বছর এলাকার অসহায় ও দুস্থ মানুষদের আর্থিক অনুদান, শীতবস্ত্র প্রদানসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে। সমিতির শেয়ার মূলধন ৩২,৩১০ টাকা এবং সমিতির সঞ্চয় আমানত ৪৭,৪৫১ টাকা।

সমিতির কার্যক্রম

ভেদুরিয়া সর্বোন্নতি বিধায়ক সমবায় ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ভোলা জেলার সমবায় অঙ্গনে একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার পর হতে ভোলা জেলায় সদস্যদের কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করার জন্য সমবায়ীদের মাঝে মধ্যমেয়াদি,স্বল্পমেয়াদি,দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিতরণ করে আসছে। সমবায়ীগণের শেয়ার, সঞ্চয়ের মাধ্যমে এবং সরকারি অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত জমির আয়ের সাহায্যে গঠিত মূলধনের মাধ্যমে ভোলা







জেলার অনগ্রসর দুস্থ মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে। তন্মধ্যে ভেদুরিয়া এলাকায় ব্যাংকের হাট কো-অপারেটিভ হাই স্কুল (স্থাপিত ১৯৫৭ খ্রি.),ভেদুরিয়া সমবায় বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় (স্থাপিত ১৯৯৫ খ্রি.),ব্যাংকের হাট কো-অপারেটিভ ডিগ্রি কলেজ (স্থাপিত ১৯৯৫ খ্রি.),ব্যাংকের হাট সমবায় ইস : সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা (স্থাপিত ১৯৭৫ খ্রি.),ব্যাংকের হাট আদর্শ কো-অপারেটিভ কিন্ডারগার্টেন,ব্যাংকের হাট সমবায় জামে মসজিদ (স্থাপিত ১৯৭৫,নতুন নির্মাণ ২০১১ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য। ব্যাংকের হাট কো-অপারেটিভ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৯০০ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত আছে এবং ১৭ জন শিক্ষক নিয়োজিত আছেন। অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যাক ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত এবং অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাদান করছেন। এসব প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি এমপিওভুক্ত এবং সমিতিও পরোক্ষভাবে অর্থায়ন এবং সাহায্য করে থাকে। প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটিতে সমিতির একজন করে প্রতিনিধি নিয়োজিত আছেন। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার অনগ্রসর, অসহায়, দুস্থ গরিব ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হচ্ছে। এছাড়া অত্র সমিতির মাধ্যমে অত্র এলাকায় ৩০টি কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র বা মক্তব পরিচালিত হচ্ছে। অত্র সমিতির জমির পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ৯৩.২৮ একর। কিছু জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সমিতির জমিতে সমিতির সদস্যরা কৃষিকাজ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। জমি লগ্নি হতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে অত্র সমবায় সমিতি ভেদুরিয়া এলাকায় একটি বিপণী বিতান স্থাপন করে সমবায়ীগণের মধ্যে স্বল্প ভাড়ায় প্রদান করে সদস্যদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিরলস ভূমিকা পালন করে চলছে। সমিতির সভাপতি জনাব আলহাজ্ব মোঃ তাজুল ইসলাম তার সততা, বুদ্ধি,মেধার মাধ্যমে সমিতিটিকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন যা অত্র জেলায় সমবায় বিভাগের ভাবমূর্তি অত্যন্ত উজ্জ্বল করেছে। অত্র সমবায় সমিতিতে নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিগত বছগুলোতে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

বিগত বছরগুলোতে সমবায় সমিতিটি নিজস্ব জমিতে মার্কেট নির্মাণ করেছে। উক্ত মার্কেটে প্রায় ২৫টি দোকান ভাড়া দেয়া হয়েছে। এছাড়া সমিতির অর্থায়নে বেশ কয়েকটি মক্তব, কিন্ডারগার্টেন, হাফেজিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনা করছে।

সফলতার ইতিহাস

অত্র সমবায় সমিতি সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার, সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন করে এবং সরকার হতে জমি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হয়ে সদস্যদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় ধীরে ধীরে সফলতা অর্জন করেছে। বিভিন্ন সময় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি সফলতা লাভ করেছে।

আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা

অত্র সমবায় সমিতি ভোলা জেলার ভেদুরিয়া এলাকায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে এলাকার অনগ্রসর দুস্থ অসহায় মানুষের শিক্ষার উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া কৃষকদের স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ ও এলাকায় বিপণী বিতান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।



নিবন্ধন নং :
তারিখ : ১৯৯০ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ২,৫৮২ জন
কর্মসংস্থান : ১৫০০ জন
শেয়ার মূলধন : ২,০৮,১১,৭০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৯,২৫,৫৩,৬৭৫ টাকা।
সমিতির স্থায়ী সম্পদ ১,৩৫,২৬,০৪৪ টাকা।
কার্যকরী মূলধন ১৩,৩২,২৪,৩৯৮ টাকা

নলচিড়া কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : গৌরনদী
জেলা : বরিশাল

বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত নলচিড়া কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ। যার পরিচিতি এখন জাতীয় পর্যায়ে বিস্তৃত। অর্থলোভী মহাজনদের করালগ্রাস থেকে এলাকার দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে বাঁচানোর জন্য নলচিড়া বাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী মিলে মাত্র ৩২ জন সদস্য ৬৪০ টাকা পুঁজি নিয়ে ১৯৯০ সালে নলচিড়া সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর সমিতির মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৯৩ সালে নলচিড়া সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ নামে সমবায় দপ্তর হতে নিবন্ধন লাভ করে। সমিতি পরিচালনায় অধিকতর দক্ষতা অর্জন ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রাপ্তির জন্য সমিতিটি ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশের ক্রেডিট ইউনিয়নসমূহের জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান কাল্‌ব-এর সদস্য পদ লাভ করে। অতঃপর সমবায় দপ্তর হতে সমিতির উপ-আইন সংশোধন করে এর নামকরণ করা হয় নলচিড়া কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ। বর্তমানে এলাকার মানুষের কাছে নলচিড়া ক্রেডিট নামেই বেশ পরিচিত।

বর্তমান সম্পত্তি ও আর্থিক অবস্থা

বর্তমানে সমিতির নিজস্ব জমিতে নির্মিত ২ তলা বিশিষ্ট ভবনে সমিতির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মাত্র একটি ইউনিয়ন ব্যাপী (নলচিড়া ইউনিয়ন) কর্ম এলাকা নিয়েই সমিতির মূল কার্যক্রম। ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ২,৫৮২ জন, সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ২,০৮,১১,৭০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৯,২৫,৫৩,৬৭৫ টাকা। সমিতির স্থায়ী সম্পদ ১,৩৫,২৬,০৪৪ টাকা। সমিতির চলতি সম্পদ ১,৪৪,৪৭,৮৬৪ টাকা। সমিতির ঋণ বিনিয়োগ ৬,৬১,৯৩,৭৫২ টাকা। সমিতির সর্বমোট কার্যকরী মূলধন ১৩,৩২,২৪,৩৯৮ টাকা। সমিতির কর্ম এলাকায় সমিতির ১৬৮ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত জমিতে ইঞ্জিনিয়ারিং প্লানের মাধ্যমে আবাসন প্রকল্প করে প্লট হিসেবে সদস্যদের মাঝে সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে।

নারী নেতৃত্বে অবদান

বর্তমান সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে নারী নেতৃত্ব বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে উক্ত প্রতিষ্ঠান। সমিতির নারী সদস্যদের মধ্য থেকে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি নারী বিষয়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত নারী কমিটির নেতৃত্বে একাধিকবার নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা সেমিনারের মাধ্যমে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। নারীদের স্বাস্থ্য বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান

সমিতির সদস্যদের আত্মনির্ভরশীল ও সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সমিতির মাধ্যমে শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সমিতির সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য সমিতির সঞ্চিত তহবিল সদস্যদের মধ্যেই স্বল্প মুনাফায় ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। যার ফলে সমিতির মাধ্যমে নলচিড়া ইউনিয়নের







প্রায় ৮০০ লোকের সরাসরি ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। এছাড়াও ৭ শত লোকের সরাসরি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

সমিতির চলমান প্রকল্প

সঞ্চয় নগদীকরণ, সাধারণ সদস্য ঋণ কার্যক্রম, বাজার ভিটি বন্ধকি ঋণ কার্যক্রম, গোল্ডেন সঞ্চয় প্রকল্প ৫ ও ১০ বছর মেয়াদি, দ্বিগুণ আমানত জমা ও ঋণ কার্যক্রম, এফডিআর জমা ও ঋণ কার্যক্রম, সাপ্তাহিক সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম, সঞ্চয়পত্র শিশু-কিশোর সঞ্চয়, মিউচ্যুয়াল এইড সার্ভিসের মাধ্যমে মৃত সদস্যদের ঋণ মওকুফ।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমিতির সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী,সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন, নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক খাতে বিনিয়োগ, সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণের জন্য তহবিল সৃষ্টি এবং সর্বজনীনভাবে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা। উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি

দ্রুত ও নির্ভুল হিসাব প্রণয়নের জন্য অনলাইন অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সমিতির হিসাব পরিচালনা করা হয় এবং প্রত্যেকটি লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার পরে সদস্যদের এসএমএস সার্ভিসের মাধ্যমে অবহিত করা হয়।



সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রম

- সমিতির কোনো সদস্য মারা গেলে তাৎক্ষণিক ৫,০০০ টাকা সৎকার অনুদান প্রদান।
- সদস্য মারা গেলে বা সদস্যপদ প্রত্যাহার করলে স্থায়ী সম্পদের বিপরীতে মোট ক্রয়কৃত শেয়ারের ২০% টাকা প্রদান।
- দুস্থ ও অসহায় মেয়েদের বিয়েতে আর্থিক অনুদান প্রদান।
- গরিব সদস্যদের চিকিৎসা অনুদান প্রদান।
- ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান।
- খ্যাতিমান চক্ষু হাসপাতালের সহযোগিতায় বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা প্রদান।
- সেমিনারের মাধ্যমে নারীদের স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ প্রদান।
- প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে বিজয় দিবসের মর্যাদা রক্ষা ও সম্মানার্থে শিশু-কিশোর নিয়ে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং ৫টি ক্যাটাগরিতে মোট ১৫ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- সদস্যদের মেধাবী ছেলেমেয়েদের এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

পরিচালনা পদ্ধতি

প্রতি ৩ বছর পরপর সদস্যদের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ৬ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচিত হয়ে থাকে। তাদের কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য ৪টি উপকমিটি রয়েছে যেমন-ঋণদান কমিটি, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি, নারী বিষয়ক কমিটি, জমি ক্রয়-বিক্রয় ও উন্নয়ন কমিটি। কমিটিবৃন্দ স্বেচ্ছাসেবী হওয়ায় তাদের গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ৮ জন বেতনভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মীর মাধ্যমে সদস্যদের দেওয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকেন।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বিশেষ সাফল্য

নিট লাভ অর্জন ৪৯,১৪,৪৪৪ টাকা
লভ্যাংশ অর্জন ৩২,৯৪,৫২০ টাকা
লভ্যাংশ বিতরণ ৩২,৯৪,৩১০ টাকা
লভ্যাংশ প্রাপ্ত সদস্য ১,৯৪০ জন
সিডিএফ প্রদান : ১,৪৭,৪৩৩ টাকা

নলচিড়া ক্রেডিট ইউনিয়নের অর্জন

এলাকার জনগণকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে পুঁজি গঠন এবং মৎস্যচাষ, গরু মোটাতাজাকরণ , হাঁস-মুরগি পালনসহ বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, সমিতির সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান, বিনামূল্যে গাছ বিতরণ, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সাহায্য-সহযোগিতা করে স্থানীয়ভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক সফলতা অর্জন করায় বিগত ৭ নভেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখে "সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট ইউনিয়ন" শ্রেণিতে জাতীয় শ্রেষ্ঠ সমবায় পুরস্কার-২০১৩ প্রাপ্ত হয়।



নিবন্ধন নং : ০১৪৬ বিডি
তারিখ : ০৫/০৩/১৯২৭ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা ৩৬৪ জন।
শেয়ার মূলধন : ১৫,০০,০০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৪,১০,৭৭,৮৫১।
কার্যকরী মূলধন : ৫,০৪,৫৪,২৪০ টাকা।

বরিশাল আর্যলক্ষ্মী সমবায় সমিতি লিমিটেড

উপজেলা : বরিশাল সদর
জেলা : বরিশাল

বরিশাল আর্যলক্ষ্মী সমবায় সমিতি লিঃ তদানীন্তন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক সর্বজন শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর বিপীন বিহারী দাসগুপ্ত এর অনুপ্রেরণায় ১৯২৭ সনের ১ মে তারিখে সংগঠিত হয়। সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাদের সহায়তায় সমবায় বিভাগ কর্তৃক সমিতিটি নিবন্ধিত হয়, যার নিবন্ধন নম্বর ০১৪৬ বিডি, তারিখ : ০৫/০৩/১৯২৭ খ্রি.। জন্মলগ্নে সেক্রেটারি শ্রী যুক্ত বাবু অতুলা নন্দ দাস গুপ্তের একান্ত যত্ন, চেষ্টা ও উৎসাহের ফলে বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বরিশাল আর্যলক্ষ্মী সমবায় সমিতি লিঃ জন্ম লাভ করে। জন্মলগ্নে মাত্র ২৯ জন অংশীদার ও ৩৯৮ টাকা মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করে কিন্তু বছর শেষে প্রতিষ্ঠানটির অংশীদার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৭৪ জনে এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯,৪৭৪ টাকা। আর্যলক্ষ্মী শব্দের শাব্দিক তাৎপর্য হলো আর্য মানে যারা সু-সভ্য এবং সম্মানিত তারাই হলো আর্য আর লক্ষ্মী মানে ধনের দেবী সুতরাং আর্যলক্ষ্মী মানে হলো সু-সভ্য জ্ঞানী লোকদের ধন ভান্ডার। ১৯২৭ সনের বোর্ড অব ডিরেক্টর বা পরিচালনা পর্ষদদের দিকে দৃষ্টি ফিরালে প্রতিভাত হবে যে, সে সময় কালের সু-সভ্য জ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠান ছিল আর্যলক্ষ্মী সমবায় সমিতি লিঃ।

বিভিন্ন কর্মসূচি

বরিশাল আর্যলক্ষ্মী সমবায় সমিতি লিঃ সদস্যদের নিকট থেকে স্বর্ণ জামানত রেখে তাদেরকে ঋণ প্রদান করে থাকে। সঞ্চয়ী হিসেবে সদস্যদের টাকা লেনদেন সুবিধা দেয়া যা থেকে সদস্যগণ নিজেদের সুবিধামতো টাকা লেনদেন করতে পারেন। বিশেষ মাসিক সঞ্চয়ী হিসেবে টাকা জমা প্রদান করে যার মাধ্যমে সদস্যগণ তাদের নিজ নামে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা রেখে লাভবান হচ্ছেন। প্রতি বছর অডিট রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় বিগত অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরা হয় এবং আগামী অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের বাজেট অনুমোদিত হয়।

কার্যক্রমের বর্ণনা

বরিশাল আর্যলক্ষ্মী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সদস্যদের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সদস্যগণ যাতে লাভবান হন সে লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। শুরুতে ভবন ভাড়া নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করলেও পরবর্তী নিজ উদ্যোগে জমি কিনে নিজস্ব ভবন তৈরি করে কার্যক্রম পরিচালনা করে চলছে। নিজস্ব ভবনের কয়েকটি কক্ষ এবং একটি কক্ষ হলরুম হিসেবে ভাড়া প্রদান করা হয় এবং উক্ত হলরুমে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। কক্ষ ও হলরুমের ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত টাকা এবং অন্যান্য আয়ের বাবদ প্রাপ্ত টাকা প্রতি বছর সদস্যদের লভ্যাংশ হিসেবে প্রদান করা হয় যার ফলে সদস্যগণই লাভবান হচ্ছেন।

বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

বরিশাল আর্যলক্ষ্মী সমবায় সমিতি লিঃ এর পক্ষ থেকে সদস্যপদ গ্রহণের ক্ষেত্রে যারা প্রবীণ তাদের মধ্যে প্রতি বছর ৬ জন করে সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং প্রতি বছর



সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও পবিত্র মাহে রমজান মাসে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সর্বজনীন শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা ও পূজা পুনর্মিলনী উৎসবের আয়োজন করা হয় এবং প্রতি বছর সমিতির নারী অংশীদারদের অংশগ্রহণে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। নারী অংশীদারগণ তাদের হাতের তৈরি পিঠা নিয়ে পিঠা উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে আর্যলক্ষ্মী সদস্যবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে আনন্দ উপভোগ করেন।

কেস স্টাডি

সমিতির সদস্য দুঃখী রাম দে,বরিশাল আর্যলক্ষ্মী সমবায় সমিতির সদস্যপদ প্রাপ্তির পর অত্র সমিতি থেকে লোন গ্রহণ করে ব্যাটারি চালিত অটোগাড়ি মেরামতের ওয়ার্কশপ এর ব্যবসা গড়ে তোলেন। যা থেকে তিনি নিজে লাভবান হচ্ছেন এবং তার ওয়ার্কশপে কর্মরত কর্মচারীগণ উপকৃত হচ্ছে। সদস্য কৃষ্ণা রানী দাস সমিতি থেকে লোন নিয়ে ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা কিনে ভাড়া দিয়ে পরিবার পরি জন নিয়ে খুব ভালো আছেন। সদস্য মামুনুর রহমান সমিতি থেকে লোন নিয়ে থাই অ্যালুমিনিয়াম ও গ্লাসের ব্যবসা করছেন। ব্যবসা করে তিনি নিজে লাভবান হচ্ছেন এবং তার কর্মচারীগণ ও বেশ উপকৃত হচ্ছেন।

কীভাবে সমবায়টি সফল হলো তার বর্ণনা

বরিশালে যে কয়েকটি সমবায় সমিতি নিজ উদ্যোগে এগিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে বরিশাল শহরের প্রাণকেন্দ্র অশ্বিনী কুমার টাউন হলের বিপরীতে ৯৯, বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সড়কে (সদর রোড) অবস্থিত সমিতির ৪ তলা নিজস্ব ভবন স্ব-মহিমায় সমবায় আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে অবস্থান করছে। যা অন্যান্য সমবায়ীদেরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণীত করছে। বিভিন্ন সময় বরিশাল আর্যলক্ষ্মী সমবায় সমিতি লিঃ জাতীয় সমবায় দিবসে বরিশাল জেলায় শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কৃত হন। প্রতি বছর জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি ও শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে বরিশাল আর্যলক্ষ্মী সমবায় সমিতির সদস্য মনোনীত হয়ে আসছেন।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

২০১৮-২০১৯ সনে ৯,৭৪,৩৫,৯২৮ টাকার লেনদেন হয়েছে। ব্যাংক স্থিতি চলতি ও স্থায়ী ২,২৯,০৬,১৭২। এফডিআর স্থিতি ১২,৭৫,৭০০। সঞ্চয়পত্র ক্রয় রুপালী ব্যাংক ২,০০,০০,০০০। নিট স্থায়ী সম্পদের স্থিতি ৬৭,৪৩,০৭২। বরিশাল আর্যলক্ষ্মী সমবায় সমিতি লিঃ এর সর্বপ্রকার লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে হয়ে থাকে

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

বরিশাল আর্যলক্ষ্মী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সদস্যদের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সমিতির সদস্যদের মধ্যে থেকে অনেকেই ঋণ নিয়ে গার্মেন্টস জামা-কাপড়ের ব্যবসা, মুদি ব্যবসা, ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির ব্যবসা, ফাস্ট ফুডের ব্যবসা, ব্যাটারিচালিত অটো গাড়ির ব্যবসা, ওয়ার্কশপ এর ব্যবসা, ষ্টেশনারি ব্যবসা, ঔষধের ব্যবসা, চায়ের দোকান, বইয়ের ব্যবসা, চশমার দোকান, থাই অ্যালুমিনিয়াম ও গ্লাসের ব্যবসা, অটোগাড়ি মেরামতের ওয়ার্কশপ, ফটোকপি ব্যবসা, সিমেন্টের দোকান, ডিস লাইনের ব্যবসা করে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করছেন। এছাড়াও অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসা করে অনেকেই পরিবার পরিজন নিয়ে সংসার পরিচালনা করছেন।



নিবন্ধন নং : ১১২ বি,ডি
তারিখ : ১৮/১২/২০০৬ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩৪৩ জন
কার্যকরী মূলধন : ২৮,৩৯,১৩৬ টাকা

মূলাদী মুক্তিযোদ্ধা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : মূলাদী
জেলা : বরিশাল

মূলাদী উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মূলাদী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ নামে একটি সমবায় সমিতি জেলা সমবায় অফিসার, বরিশাল মহোদয় ১৮/১২/২০০৬ খ্রি. তারিখে ১১২ বি,ডি নম্বরে সমিতিটির নিবন্ধন দেন।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

বর্তমানে সমিতিতে ৩৪৩ জন সদস্য রয়েছে। সমিতির সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন করে ১১ লক্ষ টাকার জমি ক্রয় করেন যেখানে ভবিষ্যৎ একটি শিল্পকারখানা গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় অব্যাহত আছেন।

কার্যক্রমের বর্ণনা

মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদেরকেও সমিতির সদস্য করে নিয়মিত সঞ্চয় ও শেয়ার আদায় করে গঠিত মূলধন সমিতির সদস্যদের মধ্যে ঋণ হিসেবে প্রদান করে সমিতির সদস্যদের যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা হয় তেমনি দেশের উৎপাদনও বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ২৮,৩৯,১৩৬ টাকা।

কেস স্টাডি

সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক সমিতির সদস্য ভর্তি, নিয়মিত শেয়ার ও আদায়, ঋণ বিতরণ ও আদায় নিয়মতি মাসিক সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভা করে থাকেন।

কীভাবে সমবায় সমিতিটি সফল হলো

নিবন্ধন পরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতিটি পরিচালনা করায় মূলাদী উপজেলাস্থ মুক্তিযোদ্ধাগণ অনুপ্রাণীত হয়ে সমিতির সদস্যভুক্ত হয়ে সমিতিটিকে বর্তমানে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে এবং মূলাদী উপজেলার সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্থান করে নিয়েছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

২০১৮-২০১৯ সনে সমিতিটি লভ্যাংশ বিতরণ করেননি এবং ১২,১৩৫ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল প্রদান করেছেন।

আর্থসামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা

বর্তমানে সমিতির এলাকায় আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে বাল্যবিবাহ প্রতিহতসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকেন। যেমন- গরিব ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে শিক্ষা, বিবাহ সাহায্য ও গরিব সদস্যদের চিকিৎসা সাহায্য ইত্যাদি প্রদান করে থাকেন।



নিবন্ধন নং : ০২২ বিডি
তারিখ : ১৬/০৬/১৯৯৪ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা : ২৫০ জন
শেয়ার আমানত : ১,৫৩,৭০,৫০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ২,১৬,৬৬,৪৩৩ টাকা।
বিনিয়োগ : ৩২,৩৩,৪৮৬ টাকা।

আলিফ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : বাবুগঞ্জ
জেলা : বরিশাল

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর এলাকায় প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে ১৯৯৪ সালে গঠিত হয় আলিফ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ। প্রতিষ্ঠালগ্নে সমিতির সদস্যগণ কিছু অর্থ সঞ্চয়ের মধ্যেই তাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রাখত। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সমিতির কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সদস্যরা তাদের পেশার সাথে মিল রেখে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। যার ফলে সমিতির বর্তমান নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ ৩,৭৩,১৮,৪০৫ (তিন কোটি তিয়াত্তর লক্ষ আঠার হাজার চারশত পাঁচ) টাকায় উন্নীত হয়।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

এ সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন নিজস্ব মূলধনেই সমিতির যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে গরুর মাংস প্রকল্প, বীজ উৎপাদন প্রকল্প, গাড়ি ক্রয় প্রকল্প, গোবর সার প্রকল্প, মৎস্যচাষ প্রকল্প, শাকসবজি উৎপাদন প্রকল্প চালু আছে। এছাড়া সমিতির স্বল্প আয়ের কর্মচারী এবং শ্রমিকবৃন্দকে চিকিৎসা, শিক্ষা, কন্যা বিবাহ ও গৃহনির্মাণ খাতে অনুদান প্রদান করে থাকে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিকট অতীতে প্রায় ১৩০ জনের অধিক লোকের স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। সমিতিটি সমবায় আইন, নিয়মাবলি, বিধিমালা ও বিভাগীয় সকল আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করে থাকে। সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ১২/০১/২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত বর্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটির ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন ব্যবসায় ৩১,৩৩,৪৮৬ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া মৌসুমি ব্যবসায় সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। বিগত বছরগুলোতে সমিতি দ্রব্য ঋণ প্রদান করে ৪২,৩৪,৬৩৫ টাকা লাভ অর্জন করেছে। সমিতির কার্যক্রম প্রচারে প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন ও হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করা হয়। সমিতিতে বর্তমানে শেয়ার ১,৫৩,৭০,৫০০ এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২,১৬,৬৬,৪৩৩ টাকা।

কেস স্টাডি

সমিতিটি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। অত্যন্ত দক্ষ ও উচ্চশিক্ষিত এ কমিটি সমিতির অভ্যন্তরে বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাধান করা হয়। এছাড়া বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভায় সমিতির সদস্যদের মতামতের উপর বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধানের পথ খোঁজ হয়।



যেভাবে সমবায় সমিতিটি সফল হলো

দীর্ঘ ২৬ বছর সমিতির সকল সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা,দক্ষ ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা ও নিষ্ঠা,নতুন নতুন বাস্তবমুখী প্রকল্প গ্রহণ, এবং উপজেলা সমবায় কার্যালয় কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং এর কারণে অত্র উপজেলা তথা সমগ্র দক্ষিণ জনপদের একটি অনন্য সংগঠনে পরিণত হয়েছে। মূলত সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবাদি পশু, কৃষি, মৎস্যচাষ ও হাঁস-মুরগি পালনে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া সদস্যদের মাঝে দক্ষতা ও চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা হয় এবং কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হয়। যার ফলে সমিতিতে সামগ্রীকভাবে উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়।



লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতিটি সদস্যদের মাঝে নিয়মিত লভ্যাংশ বিতরণ করে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অডিট ফি পরিশোধ ৯,৯৬০ টাকা এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিলের পরিমাণ ২,০৬০ টাকা।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সমিতির নামে রুপালী ব্যাংক লিঃ, রহমতপুর শাখা, বরিশাল এ ২টি হিসাব চালু আছে। যার মধ্যে একটিতে ১৩/০৮/২০২০ খ্রি. তারিখ স্থিতির পরিমাণ ২২,০৭,৮১১ টাকা এবং অন্যটিতে স্থিতির পরিমাণ ৬৪,৩৬৪ টাকা।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতিটি নিবন্ধনের পর বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগের ফলে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০ জনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর এ কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী এ সমিতির সদস্য, সেহেতু সমিতির সকল প্রকল্প কৃষিভিত্তিক। যা বাংলাদেশের ন্যায় একটি কৃষিপ্রধান দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর লালিত স্বপ্ন ছিল সমবায়ের মাধ্যমে দেশকে আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি ঘটানো। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমবায়ের মূল মন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আলিফ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করছে এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।



নিবন্ধন নং : ৬৫ বি,ডি
তারিখ : ১৫/০৬/২০০৮ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৮৪৭ জন
মূলধন ১,২৯,০৯,২৯৪ টাকা

জনতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : আগৈলঝাড়া
জেলা : বরিশাল

আগৈলঝাড়া উপজেলাধীন বাকাল ইউনিয়নের উত্তর বড় মাগড়া একটি গ্রাম।এই গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মোকাবিলা করে জীবনযাপন করেন। বর্ষার সৃজন হলেই এদের চারপাশে অথৈই পানি থাকে, চারদিকে শুধু বিল আর বিল। তাই তাদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে ১০/০৬/২০০৬ খ্রি. তারিখ একটি সমবায় সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় বিভাগ এর সাথে আলোচনা করে ২০০৮ সালের জুন মাসের ১৫ তারিখে সরকারি নিবন্ধন লাভ করেন। যাহার নিবন্ধন নং: ৬৫ বি,ডি, তারিখ: ১৫/০৬/২০০৮ খ্রি.। বর্তমানে এর নামকরণ করা হয় জনতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৮৪৭ জন। হাঁটি হাঁটি পা পা করে সমিতিটি বর্তমানে সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে ডেকোরেটর ব্যবসা চালু করেছেন যার দ্বারা সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড স্বল্পমূল সার্ভিস দিয়ে থাকেন তার দ্বারা যেমন এলাকার সকল ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সেবা দিয়ে থাকেন।

কার্যক্রমের বর্ণনা

বর্তমানে সমবায় সমিতিটি একটি সমাজির অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে ট্রেডভিত্তিক ঋণ বিতরণ করে থাকে যার মাধ্যমে সদস্যরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। বর্তমানে এই সমিতিতে ৫ জন সদস্য কর্মরত আছে। তার মাধ্যমে তারা পরিবারের হাল ধরতে পেরেছেন।

বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমিতিটি প্রতি বছর সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকেন সেই সভায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং সমিতি কর্তৃপক্ষ সদস্যদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে পুরস্কার বিতরণ করে থাকেন। সমিতিতে প্রতি মাসে মাসিক মিটিং করা হয়। এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সাথে সমবারে সুবিধার কথা উল্লেখ করে পার্থক্য দেখিয়ে সদস্যদের নিয়ে সেমিনার করে থাকেন।

কেস স্টাডি

সমিতির সদস্য নাম: রতন অধিকারী পিতা: মৃত-গনেশ অধিকারী গ্রাম: উত্তর বড় মাগড়া, পো: উত্তর বড় মাগড়া,আগৈলঝাড়া,বরিশাল। তার সদস্য নং: ৩০৮, তিনি ১,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে পান বরজ, মাছ চাষ করে আজকে তিনি ১,৫০,০০,০০০ থেকে ২০,০০,০০০ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছেন।

কীভাবে সমিতিটি সফল হল

সমিতিটি সর্বপ্রথমে ২০ জন সদস্য নিয়ে মাত্র ৩০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেন বর্তমানে সমিতির মূলধন ১,২৯,০৯,২৯৪ টাকা, সমিতিটি বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক ঋণ দিয়ে সফলভাবে আদায়পূর্বক



এবং ব্যবস্থপনা কমিটির তৎপরতায় সমিতিটি একটি সফল সমবায় সমিতি হিসেবে উন্নীত হয়েছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সি.ডি.এফ আদায়

বর্তমান অর্থবছরে সমিতির সদস্যদের মধ্যে ৭,৩১,৯৬৫ টাকা লভ্যংশ বিতরণ করেছেন। উক্ত সমিতিটি সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা মোতাবেক পরিচালনা করা হচ্ছে।

ব্যাংক ও অন্যান্য

বর্তমানে সমিতির নামে আগৈলঝাড়া উপজেলার পয়সারহাট বাজারে অগ্রণী ব্যাংক শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হয়েছে। উক্ত হিসেবে ৩৩,০৭০ টাকা জমা আছে সমিতির নামে নিজস্ব জমি আছে যার মূল্য ২,৮৯,৫০০ টাকা, ডেকোরেটর মূল্য ৩,৩৫,৬৯৯ টাকা, অফিস ঘরের মূল্য ১৬৬,২৮৩ টাকা এবং সমিতির নামে একটি মুদি মনোহারি দোকান রয়েছে যার মাধ্যমে শুধু সমিতির সদস্যদের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ২৪,২২৭ টাকার মাল মজুত আছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতির মূল রক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল আর্থসামাজিক উন্নয়ন তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সার্বিক সাহায্য করে থাকেন বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাহায্য দিয়ে থাকেন এবং সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে একদিকে যেমন সদস্যদের ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে অন্যদিকে আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে।



নিবন্ধন নং :
তারিখ : ২০০২ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৬৬২ জন
মূলধন : ১,২৯,০৯,২৯৪ টাকা

ডি পি জনতা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : আগৈলঝাড়া
জেলা : বরিশাল

গ্রামের কিছু উদ্যমী মানুষ মিলে ২০০২ সালে স্বল্প পরিসরে এ সমিতির কাযর্ক্রম শুরু করেন। সদস্যরা সবাই কৃষক। এদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সমিতিটি কাজ করে আসছে। এটি কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে আজ একটি সফল সমিতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সমিতির পরিধি বেড়েছে।

কার্যক্রমের বর্ণনা
সমিতিটি বর্তমানে সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে ডেকোরেটর ব্যবসা চালু করেছেন যার দ্বারা সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড স্বল্প মূল্যে সার্ভিস দিয়ে থাকেন তার দ্বারা যেমন এলাকার সকল ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সেবা দিয়ে থাকেন।

বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড
বর্তমানে সমবায় সমিতিটি অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত সদস্যদের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ট্রেডভিত্তিক ঋণ বিতরণ করে থাকে যার মাধ্যমে সদস্যরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। বর্তমানে এই সমিতিতে ৫ জন সদস্য কর্মরত আছে।

কেস স্টাডি
মনের দৃঢ়তা আত্মবিশ্বাস আর ইচ্ছা থাকলে মানুষ নিজেকে সফলতার দ্বার প্রান্তে নিয়ে যেতে পারে। তার একটা অনন্য উদাহরণ সুমন্ত রায়। যিনি মৎস্যচাষ করে আজ সফল। সমিতি থেকে ২,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি ছোট পরিসরে কাজ করলেও বর্তমানে তার মৎস্য প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৭,০০,০০০ টাকা। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। তারা পড়া লেখা করছেন। তার পরিবার এখন স্বাবলম্বী।

কীভাবে সমবায়টি সফল হলো
সমিতির সবাই স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করেন। সমবায় সমিতির আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী ও সমবায় কর্মকর্তা পরামর্শ অনুযায়ী চলছে। দেশ ও দশের সেবা প্রদান করাই এর মূল কাজ। হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ সমিতিটি এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সহোযোগিতায় অত্র সোসাইটি আরো উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য
ব্যাংক জমা গ্রামীণ ব্যাংক, গৈলা শাখায় ১,১০,১৪,০০১ টাকা জমা আছে। সমিতির শেয়ার ৫৯,৭৩,৬৫৫ টাকা। সঞ্চয় ১,৮৯,০১,৬১১ টাকা। বিনিয়োগ কৃত ঋণের পরিমাণ ৫১,৭৯,৫০০ টাকা

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা
শিক্ষার প্রসারের জন্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, করোনা মহামারিতে ত্রাণ বিতরণ, গাছ লাগানো, বাল্যবিবাহ রোধে প্রচার।



নিবন্ধন নং : ৩১৪ বি,ডি
তারিখ : ২১/০৫/২০১২ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১০৭ জন
কার্যকরী মূলধন : ২০,৫৪,১০৯ টাকা

তিতাস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : বানারীপাড়া
জেলা : বরিশাল

নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বানারীপাড়া উপজেলার ধারালিয়া গ্রামের কয়েকজন শিক্ষিত বেকার যুবক ২০১২ সনে একটি সমবায় সমিতি গঠন করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিতাস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ নামে । জেলা সমবায় অফিসার বরিশাল কর্তৃক ২১/০৫/২০১২ তারিখে ৩১৪ বি,ডি নম্বরে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। সে থেকে সমিতির পদযাত্রা শুরু।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

বর্তমানে সমিতিতে ১০৭ জন সদস্য রয়েছে। নিবন্ধক মহোদয় কর্তৃক নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র সঞ্চয় আদায় ও ঋণদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমিতি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। সমিতি থেকে সদস্যরা কিস্তিতে অটোরিক্সা ক্রয় করে থাকেন। এভাবে ১০ জন সদস্যকে ১০টি রিক্সা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সমিতির প্রায় সকল সদস্য গবাদি পশুপালন করে থাকেন। তারা প্রতি বছর কোরবানির পশু বিক্রয়ের ব্যবসা করার পাশাপাশি দুধ বিক্রয় করে থাকেন।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতির কার্যক্রমের মধ্যে নিয়মিত সঞ্চয় ও শেয়ার আদায় করে সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সদস্যদের সাপ্তাহিক কিস্তিতে রিক্সা ভ্যান ছোট ছোট ট্রলার বিক্রয় করে থাকে এবং প্রায় ৭৫% সদস্য গবাদি পশুপালন, হাঁস-মুরগির খামার করা ইত্যাদি কার্যক্রম করে থাকেন।
বর্তমানে সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ২০,৫৪,১০৯ টাকা।

কীভাবে সমবায় সমিতিটি সফল হলো

নিবন্ধনপরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং বানারীপাড়া উপজেলার সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্থান করে নিয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

বর্তমানে সমিতির এলাকায় আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে বাল্যবিবাহ প্রতিহত করাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। যেমন- গরিব ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে শিক্ষা, বিবাহ সাহায্য ও গরিব সদস্যদের চিকিৎসা সাহায্য ইত্যাদি প্রদান করে থাকেন।



নিবন্ধন নং : ১০-ঝাউ
তারিখ : ১৩/১২/২০১২ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৫৮৩ জন
নিজস্ব মূলধন : ৩,৪২,৭৩১ টাকা
শেয়ার আমানত : ২,৬৩,২৪০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১৫,৭০,২১৭ টাকা
সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল : ৩৭,৩৪৬ টাকা।

সারেংগল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : সদর
জেলা : ঝালকাঠি

সমিতির সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার মূলধন ও সঞ্চয় আমানত আদায়ের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ ক্ষুদ্র পানি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সহ সদস্যদের আর্থিক সুবিধার জন্য সমিতির মূলধন ও স্বল্প সার্ভিস চার্জে বিনিময় বিনিয়োগ প্রদান এবং বিবিধ আর্থিক সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিগত ২০১২ সনে সারেংগল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেড সংগঠন করা হয়। পরবর্তীতে জেলা সমবায় কার্যালয়, ঝালকাঠি থেকে বিগত ১৩/১২/২০১২ খ্রি. তারিখে নিবন্ধন নং তে নিবন্ধিত হয়। উক্ত সমিতির কার্যক্রম সারেংগল, রনমতি, আইহার, নওহাটা, পাকমহর ও নৈকাঠি গ্রাম সমূহের মধ্যে বিস্তৃত। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার, সঞ্চয় দ্বারা পুঁজি গঠন করে সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণ করে আজ সমিতিটি বরিশাল বিভাগসহ সারা বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে।

সমিতির পুঁজি গঠনের প্রক্রিয়া

সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কর্ম এলাকার মধ্যে বসবাসরত সমিতির সদস্যদের কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার, সঞ্চয় দ্বারা পুঁজি গঠন করে সদস্যদের মধ্যে কৃষি ও মৎস্য খাতে,অটোরিক্সা, বৃক্ষরোপণ প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণ করে সমিতির মূলধন গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫৮৩ জন। সমিতির নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ ৩,৪২,৭৩১ টাকা। যার মধ্যে শেয়ার আমানত ২,৬৩,২৪০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ১৫,৭০,২১৭ টাকা, সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল ৩৭,৩৪৬ টাকা। সমিতির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে জমির মূল্য ৪,৬১,৫০০ টাকা, অফিস ঘরের মূল্য ১,২৯,৫৯৯ টাকা। অস্থাবর সম্পত্তি ৪৫,৫৮৫ টাকা।

বিনিয়োগ প্রক্রিয়া

সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে এবং সমিতির উপ-আইন, সাধারণ সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা মোতাবেক কৃষি ও মৎস্য খাতে, অটোরিক্সা, বৃক্ষরোপণ প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ, হিসেবে বিতরণ, উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণের জন্য বিভিন্নভাবে বিনিয়োগ করা হয়। এছাড়া সমিতির মাধ্যমে এলজিইডি এর অর্থায়নে খাল খনন ও মাছ চাষের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

উৎপাদন

সমিতির ঋণের মাধ্যমে কৃষিপণ্য, মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগি, গবাদি পশুপালন, বৃক্ষরোপণ, অটোরিক্সা সহ ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে বিনিয়োগ করে সমিতির কর্ম এলাকার অনেক সদস্য স্বাবলম্বী হয়েছেন।

সমিতির অন্যান্য কার্যক্রম

সমবায় সমিতির অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সাপ্তাহিক সভায় জেন্ডার উন্নয়ন, বাল্যবিবাহ দূরীকরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের সচেতন করা।



নিবন্ধন নং : ২২৪ বি,ডি
তারিখ : ২৭/০২/২০১২ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৯৪ জন
কার্যকরী মূলধন : ৪৬,৬৩,৪৫৪ টাকা

রেনেঁসা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : বানারীপাড়া
জেলা : বরিশাল

'সমবায়ের নবজাগরণ-আমাদের দ্বারা হোক সূচনা
এটাই আমাদের প্রত্যয়
রাখবো সমবায়ের মান

এই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে বানারীপাড়া উপজেলার সলিয়াবাকপুর গ্রামের কয়েকজন শিক্ষিত বেকার যুবক ২০১২ সনে একটি সমবায় সমিতি গঠন করার ইচ্ছা পোষণ করেন। রেনেঁসা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ নামে। জেলা সমবায় অফিসার বরিশাল কর্তৃক ২৭/০২/২০১২ তারিখে ২২৪ বি,ডি নম্বরে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। সে থেকে সমিতির পদযাত্রা শুরু।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

বর্তমানে সমিতিতে ৯৪ জন সদস্য রয়েছে। নিবন্ধক মহোদয় কর্তৃক নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র সঞ্চয় আদায় ও ঋণদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমিতি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে প্রায় সকল সদস্যগণ কৃষিকাজ ও হাঁস-মুরগি পালন করে থাকেন। এছাড়া সমিতির সদস্যগণ জমির আইল তুলে দিয়ে কৃষিজমি চাষ করে নিজেরা স্বাবলম্বী হয়েছেন।

কার্যক্রমের বর্ণনা

কার্যক্রমের মধ্যে নিয়মিত সঞ্চয় ও শেয়ার আদায় করে সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান করে থাকেন। এছাড়া সদস্যদের প্রায় ৫০% সদস্য গবাদি পশুপালন হাঁস-মুরগির খামার করা ইত্যাদি কার্যক্রম করে থাকে।
বর্তমানে সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৪৬,৬৩,৪৫৪ টাকা।

কেস স্টাডি

সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক সমিতির সদস্য ভর্তি নিয়মিত শেয়ার ও আদায় ঋণ বিতরণ ও আদায় নিয়মিত মার্সিক সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভা করে থাকেন।

কীভাবে সফল হলো তারা

নিবন্ধনপরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং বানারীপাড়া উপজেলার সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কমকান্ডের দ্বারা স্থান করে নিয়েছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

২০১৮-২০১৯ সনে সমিতিটি ১০,১৭৯ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করেছে এবং ৩,১০০ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিলে প্রদান করেছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

বর্তমানে সমিতির এলাকায় আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে বাল্যবিবাহ প্রতিহত করাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। যেমন: গরিব ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে শিক্ষা, গরিব সদস্যদের চিকিৎসা সাহায্য, বিবাহ সাহায্য ইত্যাদি প্রদান করে থাকে।



নিবন্ধন নং১৯
তারিখ : ২২/১২/২০১০ ইং
সদস্য সংখ্যা ৯৪ জন
শেয়ার মূলধন ৯,৩২৫ টাকা
সঞ্চয় আমানত ১,৮৫,৯০৫ টাকা।

চর সামাইয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : ভোলা সদর
জেলা : ভোলা

সমবায় আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ভোলা জেলার সদর উপজেলায় চর সামাইয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ নামে একটি সমবায় সমিতি ২২/১২/২০১০ ইং তারিখে সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধন লাভ করে যার নিবন্ধন নং : ১৯ বি,এস,ইউ,। নিবন্ধনের পর হতে উক্ত সমিতি সদস্যদের নিকট হতে মূলধন গ্রহণ করে অত্র এলাকায় আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ক্রিস্টাল ও পুঁতির তৈরি বিভিন্ন রকম শো-পিস, ফুলদানি, ভ্যানিটি ব্যাগ, টিস্যু বক্স, হরিণ, বাঘ, ঘোড়া, পার্স, চাবির রিং, ক্রিস্টালের তৈরি ঝাড়বাতি, বিভিন্ন ফল, পুঁতিব্যাগ, থলে ব্যাগ, বকুল ফুল, কারিনা পার্স ব্যাগ ইত্যাদি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করছে। গরিব, দুস্থ, অসহায় ও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের বিভিন্ন সময় আর্থিক অনুদান, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, স্যানিটেশন, শীতবস্ত্র বিতরণ সহ নানাবিধ সামাজিক কার্যক্রমে অত্র সমবায় সমিতি দৌলতখান উপজেলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

সদস্য সংখ্যা ও কর্মসূচি

অত্র সমিতির সদস্য সংখ্যা ৯৪ জন। অত্র সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধন ৯,৩২৫ টাকা এবং সমিতির সঞ্চয় আমানত ১,৮৫,৯০৫ টাকা। সমিতিতে বৈধ ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যমান। বিগত ২১/১২/২০১৭ ইং তারিখে উক্ত সমবায় সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যক্রমের বর্ণনা

চর সামাইয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ, ভোলা জেলার সদর উপজেলায় সদস্যদের মধ্যে স্বল্প লাভে ঋণ বিতরণ করে পুতি ও ক্রিস্টালের তৈরি বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করে আহরিত লাভ হতে সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন করে থাকে। মহিলা সদস্যরা এসব পণ্য উৎপাদন করে বিভিন্ন মেলায় প্রদর্শন ও বিক্রয় করে থাকে। সমিতির উৎপাদিত এসব পণ্য উন্নতমানসম্পন্ন এবং আকর্ষণীয়।

বিগত বছরে অত্র সমবায় সমিতি ক্রিস্টাল ও পুঁতির তৈরি বিভিন্ন পণ্য মেলায় প্রদর্শন ও বিক্রয় করেছে। জাতীয় সমবায় দিবস/২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকায় আয়োজিত মেলায় অত্র সমবায় সমিতির উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য প্রদর্শন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্র সমবায় সমিতির প্রদর্শনী স্টল পরিদশন করেন। পরিদর্শনকালীন সময়ে অত্র সমবায় সমিতির পক্ষ হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছ স্মারক পুঁতির তৈরি নৌকা উপহার দেয়া হয়।

কেস স্টাডি

অত্র সমবায় সমিতির সভাপতি জনাব নাসরিন সুলতানা সমিতির সদস্যদের সহযোগিতা নিয়ে তাদের সমিতির উৎপাদিত পুঁতি ক্রিস্টালের তৈরি বিভিন্ন পণ্য যেমন শো-পিস, ফুলদানি, ভ্যানিটি ব্যাগ, টিস্যু বক্স, হরিণ, বাঘ, ঘোড়া, পার্স, চাবির রিং, ক্রিস্টালের তৈরি ঝাড়বাতি, বিভিন্ন ফল, পুঁতিব্যাগ, থলে ব্যাগ, বকুল ফুল, কারিনা পার্স ব্যাগ ইত্যাদি বিভিন্ন মেলায় প্রদর্শন ও বাজারজাত করেন।



বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত বিভিন্ন মেলা যেমন- উন্নয়ন মেলা, জাতীয় সমবায় দিবসের মেলা ইত্যাদি মেলায় অত্র সমবায় সমিতি তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন করে সমবায় বিভাগের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করছে। তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান অনেক ভালো, সুদৃশ্য মনোরম। অধিক মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক পণ্য দেশীয় বাজারে বিক্রয় এবং বিদেশেও রপ্তানি করা যেতে পারে।

সফলতার ইতিহাস

অত্র সমবায় সমিতি সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার, সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন করে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সদস্যদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় ধীরে ধীরে সফলতা অর্জন করেছে। বিভিন্ন সময় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি সফলতা লাভ করেছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

অত্র সমবায় সমিতিতে সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত লভ্যাংশ বণ্টন ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা

অত্র সমবায় সমিতি ভোলা জেলার সদর উপজেলায় চর সামাইয়া গ্রামে বসবাসরত সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। অত্র সমবায় সমিতি হতে ঋণ নিয়ে সদস্যগণ নিজেদের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এছাড়া এলাকার হতদরিদ্র মানুষের মাঝে বিনামূল্যে স্যানিটাইজেশন, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে।

সমবায় সমিতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান



নীলফামারী সু-প্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ



মোহনা হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

টাকার পরিমাণ লক্ষ টাকায়

বিবরণ	সংখ্যা
মোট সমিতি	২১,০৬৬টি
মোট সদস্য	১১,৯৮,৪৪২ জন
পুরুষ	৯,৭৭,১৩০ জন
মহিলা	২,২১,৩১২ জন
কার্যকরী মূলধন	৫৯,১৪৭.৫৪
ভৌত সম্পদ	৪,৬০২.৯৬
আর্থিক সম্পদ	১৪,১২৬.৭৮

রংপুর বিভাগ



মাঝিপাড়া কৃষি খামার ক্ষুদ্র চা-চাষি সমবায় সমিতি লিঃ



নিবন্ধন নং : ২৫/০৯
তারিখ :১৪/১২/২০০৯ খ্রি.।
সংশোধিত রেজি নং : ২৫(০১)
তারিখ : ২৮/০৪/২০১৪ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা : ২৩৪৮ জন
সঞ্চয় আমানত : ৩,০১,৪১,৯৯০ টাকা
শেয়ার মূলধন : ৭,০০,৩৮,৫০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১১,৪০,৫৭,৮৪৪ টাকা।

স্বনির্ভর বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড

উপজেলা : পার্বতীপুর
জেলা : দিনাজপুর

পার্বতীপুর উপজেলার ০৮ নং হাবড়া ইউনিয়ন এর ইসলামপুর গ্রামের কতিপয় উৎসাহী ও শিক্ষিত লোকদের নিয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করার পরিকল্পনা করেন জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক)। সকলকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমে আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সহ জীবনমানের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। তাই প্রাথমিক অবস্থায় ২০ জন সদস্য নিয়ে ২০০৯ সালে উপজেলা সমবায় দপ্তর পার্বতীপুর এর সহযোগিতায় জেলা সমবায় দপ্তর দিনাজপুর হতে স্বনির্ভর বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড নামে একটি সমবায় সমিতির নিবন্ধন গ্রহণ করে বর্তমান পর্যন্ত সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

প্রাথমিক পর্যায়ে ২০ জন সদস্যের সমন্বয়ে সমিতিটি নিবন্ধনপ্রাপ্ত হলেও বর্তমানে সমিতির মোট সদস্য ২,৩৪৮ জন।

সমিতির সদস্যগণকে বিভিন্ন পেশায় ট্রেডভিত্তিক স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করার চেষ্ট সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে মহিলা সদস্যদের হস্ত ও কুটিরশিল্পের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সেলাইমেশিন, কাপড়,সুতা সরবরাহ করে মহিলা সদস্যদের দ্বারা মহিলা ও শিশুদের হাতের তৈরি পোশাক, বিছানার চাদরে হাতের কাজ ও নকশিকাঁথা,পাপোস,হ্যান্ড ব্যাগসহ বিভিন্ন মাটির জিনিস তৈরি করা হচ্ছে। সমিতির মাধ্যমে মাটির তৈজসপত্র ও কামারি হাতিয়ার তৈরিতে অর্থায়ন করা হয়েছে। সদস্যদের উৎপাদিত এসব পণ্য সমিতি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিসরে বাজারজাত করছে। সমিতির এ উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সফলতার উপর নির্ভর করে উক্ত এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ব্যাপক স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে।

উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

সমবায় সমিতিটি বৃহৎ পরিসরে একটি উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি হিসেবে আত্মপ্রকাশে বদ্ধপরিকর। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার জন্য সমিতি একটি উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহণ করেছে। সদস্যদেরকে সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করে হস্তশিল্পের বিভিন্ন কাঁচামাল সরবরাহ করে মহিলা ও শিশুদের হাতের তৈরি পোশাক, বিছানার চাদরে হাতের কাজ ও নকশিকাঁথা,পাপোস,হ্যান্ড ব্যাগসহ বিভিন্ন মাটির জিনিস তৈরি করা হচ্ছে। সমিতির মাধ্যমে মাটির তৈজসপত্র ও কামারি হাতিয়ার তৈরিতে অর্থায়ন করা হচ্ছে। সদস্যদের উৎপাদিত এসব পণ্য সমিতি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিসরে বাজারজাত করছে। এছাড়া সমিতির মাধ্যমে জেলা শহরে একটি ক্লিনিক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতির সভ্য নির্বাচনি ও কর্ম এলাকা সমগ্র পার্বতীপুর উপজেলাব্যাপী। প্রত্যেক সদস্যের নিকট পাশ বহির মাধ্যমে সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয় এবং বর্তমানে সমিতিতে আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৩,০১,৪১,৯৯০ টাকা এবং আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ-



৭,০০,৩৮,৫০০ টাকা। বর্তমানে সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১১,৪০,৫৭,৮৪৪ টাকা। সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প চালু রয়েছে। সদস্যদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনসাপেক্ষে ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়। ৩০/০৬/১৯ খ্রি. তারিখে ঋণ পাওনার পরিমাণ ৭,৪৪,২৭,৭৬৯ টাকা। ২০১৮-২০১৯ সালে সমিতির আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ প্রাপ্তি ২,৩২,৯০,০৬৯ টাকা ও প্রদান ১,০৯,৪৬,৩৫৭ টাকা।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমবায় সমিতিটি আর্থিক কার্যক্রমের পাশাপাশি কল্যাণ তহবিল হতে নিম্নরূপ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে :

সমিতির মাধ্যমে ২২ জনের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে মহিলা সদস্যদের হস্ত ও কুটিরশিল্পের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সেলাইমেশিন, কাপড়,সুতা সরবরাহ করে মহিলা সদস্যদের দ্বারা মহিলা ও শিশুদের হাতের তৈরি পোশাক, বিছানার চাদরে হাতের কাজ ও নকশিকাঁথা,পাপোস,হ্যান্ড ব্যাগসহ বিভিন্ন মাটির জিনিস তৈরি করা হচ্ছে। সমিতির মাধ্যমে মাটির তৈজসপত্র ও কামারি হাতিয়ার তৈরিতে অর্থায়ন করা হয়েছে। সদস্যদের উৎপাদিত এসব পণ্য সমিতি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিসরে বাজারজাত করছে। সমিতির এ উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সফলতার উপর নির্ভর করে উক্ত এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ব্যাপক স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।

কীভাবে সফল হলো

স্বনির্ভর বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ক্ষুদ্র পরিসরে কাজ শুরু করলেও বর্তমানে পার্বতীপুর উপজেলায় একটি অনুসরণীয় ও উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা ও নিরলস কর্ম-প্রয়াসের কারণে সমিতির সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা রয়েছে। আর্থিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সদস্যদের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পণ্য বাজারজাতকরণে আন্তঃসমবায় সম্পর্ক সৃষ্টির উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার। সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে সেলস্ সেন্টার ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে সমিতিটির সফল পথচলার ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে বলে প্রতীয়মান। আলোচ্য সমবায় সমিতির সদস্যগণ যে সমবায়ী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছে তা সমবায় আন্দোলনের সফলতার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে মনে মনে করা হচ্ছে।

লভ্যাংশ বিতারণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতিটি ২০১৮-২০১৯ সালে সিডিএফ ৩,৭০,৩১২ টাকা পরিশোধ করে। এছাড়া হালসনে সদস্যদের মাঝে ২৩,৫২,২৫৮ টাকা সঞ্চয়ের সুদ ও ১,২৬,২৪,৫০০ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়।

সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহের পর প্রতিষ্ঠানের নিট লাভ হয় ১,২৩,৪৩,৭১২ টাকা।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

- সমিতির মাধ্যমে আর্থিকভাবে অসচ্ছল কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট দুর্যোগকালীন সময়ে সদস্যদের খাদ্যসামগ্রী, চিকিৎসা সেবা, শীতবস্ত্র বিতরণ, দুস্থদের মাঝে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে।
- সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের মধ্যে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও অন্যান্য বিভাগে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

সমিতি ব্যবস্থাপনার তথ্য

সমিতিটি ৬ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।



নিবন্ধন নং : ১৪৬/১৪
তারিখ : ২৪/১২/২০১৪ খ্রি.।
সদস্য নং : ৩৫৭ জন।
শেয়ার মূলধন : ৪০৭৭৫০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৭৬৯২২৫৯ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ১২৮৩৫৯৩৫ টাকা।

অনিবার্ন মৎস্যচাষি সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : গংগাচড়া
জেলা : রংপুর

একটি নির্দিষ্ট আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে এর সদস্যদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আয় উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে অঙ্গীকারবদ্ধ। সম্মিলিতভাবে সংগঠনের আওতায় সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যা প্রতিপালন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৭, মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মাছের অধিক উৎপাদনের জন্য এবং খরা ও অতিবৃষ্টি থেকে মৎস্য উৎপাদনকে রক্ষার লক্ষ্যে যৌথভাবে পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিতপূর্বক মৎস্যচাষের নিবিড়তা বৃদ্ধি করে সমিতির কর্ম এলাকা সার্বিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- সভ্যগণের সমবায়নীতি ও আদর্শ বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সংগঠনভিত্তিক পরিকল্পিত জীবন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা।
- আধুনিক মৎস্যচাষ উপকরণ সংগ্রহ,সরবরাহ ও ব্যবহার বিষয়ে সভ্যগণকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান।
- ব্যক্তিগতভাবে সভ্যগণকেএবং সমষ্টিগতভাবে সংগঠনকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সভ্যগণের নিয়মিত সঞ্চয় ও সীমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদ সংগঠনের মাধ্যমে সংঘটিত করে মূলধন গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার করে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। মৎস্য উৎপাদন ও বাজারবিষয়ক তথ্যাবলি আদানপ্রদান করা যাতে সদস্যগণ মৎস্য উৎপাদনে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণকরতে পারে। সদস্যদেরকে আবহাওয়া দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম বার্তা বা সতর্কবার্তা প্রদান করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা, মাছের অধিক উৎপাদনের জন্য এবং খরা ও অতিবৃষ্টি থেকে মৎস্য উৎপাদনকে রক্ষার লক্ষ্যে যৌথভাবে পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- ক্ষুদ্র সম্প্রসারণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সদস্যদের আধুনিক ও লাগসই পদ্বতির মৎস্যচাষ উন্নত ও গুণগতমানসম্পন্ন মৎস্য বীজ ও পোনা ব্যবহার, পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করা, উন্নত পুকুর/ খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদিত মৎস্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও বাজারজাত করা।
- সমিতির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে অত্যাধুনিক পানি পরীক্ষা কিটসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও উপকরণসংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে সদস্যদের সেবায় সুলভমূল্যে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা।



নিবন্ধন নং : ৯৬
তারিখ : ১৮/০৭/২০০২ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩১৯ জন
শেয়ার মূলধন ৯৮,৩৫,৭০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩৮,৭৬,৩৪৩ টাকা

ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : দিনাজপুর সদর
জেলা : দিনাজপুর

মানুষ সামাজিক জীব। তাই তাকে সমাজের মধ্যে থেকেই নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করতে হয়। বাহির থেকে এসে কেউ করে দেয় না বা দিবে না। প্রত্যেক মানুষের নিজের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। কেউ ইচ্ছা করলে শারীরিকভাবে কিছু সময়ের জন্য অন্যকে সহযোগিতা করতে পারে। যা হয়ত কোনো সমস্যা সমাধানে সামান্য ভূমিকা রাখতে পারে। এর পাশাপাশি প্রয়োজন হয় অর্থের। আর এই অর্থ আমাদের মতো মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে যোগান দেয়া সম্ভব হয় না বা হয়ে উঠে না। একমাত্র উপায় হলো একসঙ্গে সবাই মিলে একত্রে কাজ করা। কাজেই কি করা যায় এই চিন্তাভাবনার আলোকে আমরা যে স্বপ্ন দেখছি তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ১৯৯৫ খ্রি. সালের জানুয়ারি মাসে পরিচিত আরো অন্য বন্ধুবান্ধবদের সাথে মতবিনিময় শুরু করি। শুরুতেই অনেকের আগ্রহ ছিল,অনেকের সন্দেহ ছিল,অনেকের ছিল শঙ্কা। এভাবেই অনেক নেতিবাচক মনোভাবের মধ্যেই আমরা উদ্যোগী কয়েকজন বন্ধু চিন্তা করি শুধু চিন্তাভাবনার মধ্যে থাকলেই চলবে না কিছু একটা করতে হবে। কে কি বলল বা কে কি ভাবলো তা না ভেবেই আমরা ৪ জন বন্ধু মিলে ১৯৯৫ খ্রি. সালের মার্চ মাসে টাকা জমানো শুরু করি। আর এভাবেই কয়েকজন বন্ধুর সম্মিলিত চেষ্টায় ইউনাইটেড কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা নিজেদের আর্থসামাজিক সমস্যা নিজেরাই কীভাবে মোকাবিলা করা যায় সেই চিন্তাচেতনার আলোকে শুরু থেকেই নিজেদের অর্থায়নে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। শুরুতেই আশঙ্কা ছিল সমিতিটি কবে তো? কারণ আশেপাশে যেসব শুনি এবং পত্রপত্রিকায় যে সকল রিপোর্ট দেখি তাতে শঙ্কার জায়গাটা অনেক বেশি। আর্থিক বিষয়ে মানুষের প্রশ্ন অনেক। ফলে ১৯৯৫ খ্রি. সালে সমিতির কার্যক্রম শুরু হলেও সমিতি রেজিস্ট্রেশন করা হয় ২০০২ খ্রি. সালে। যার রেজিস্ট্রেশন নং : ৯৬, তারিখ :১৮/০৭/২০০২। দীর্ঘ ৭টি বছর আমরা অপেক্ষা করি কর্ম এলাকার মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের জায়গাটা তৈরি করার। এভাবেই শুরু হয় সমিতির আনুষ্ঠানিক যাত্রা বা পথচলা। যা বর্তমান সময় পর্যন্ত চলমান আছে। ১৯৯৫ হতে ২০২০ খ্রি. সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সমবায় অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমিতি বিষয়ে বা অন্যান্য বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আছে। এছাড়াও সমবায় প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয় হতে কর্মকর্তাগণ সমিতি পরিদর্শন করেছেন এবং সমিতি পরিচালনায় দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেছেন। যা সমিতির কাজের গতি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আগামিতেও এ ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আমরা আশা করি। বিগত দিনগুলোতে প্রতি বছর অডিট সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। যেখানে সমিতির সাধারণ সদস্যগণ সমিতির সার্বিক কার্যক্রমের উপর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতি পরিচালনায় সর্বদা সতর্ক ও সজাগ রয়েছে।



সাংগঠনিক কাঠামো

৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সমিতি পরিচালিত হচ্ছে। সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে প্রতিমাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে বাৎসরিক অডিট কার্যক্রম সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয় যেখানে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন।

সদস্য সংখ্যা

সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা এ পর্যন্ত ৫০৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য মোট ১৮৮ জন এবং নারী সদস্য মোট ৩১৯ জন।

বিভিন্ন কর্মসূচি

- কর্ম এলাকার মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ী অভ্যাস গড়ে তোলা এবং পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে সমিতিতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।
- কর্ম এলাকার দরিদ্র ও কর্মজীবী মানুষকে সমিতির শেয়ার সদস্য করে তাদেরকে নামে মাত্র সার্ভিস চার্জ নিয়ে বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে সদস্যরা একদিকে যেমন সহজভাবে অর্থের যোগান পাচ্ছে,তেমনি তারা নিজেদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নে সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন।
- উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে সহায়তার অংশ হিসেবে গরিব সদস্যদের স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের জন্য সার্ভিস চার্জ ছাড়াই ঋণ প্রদান করা হয়।
- আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ,এই চিন্তাভাবনার আলোকে স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদেরকে সঞ্চয়ী সদস্য করা হচ্ছে।
- প্রতি বছর সমিতির যে সকল সদস্যের ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পায় তাদেরকে এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভায় এককালীন নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়।
- সমিতির একজন সদস্য কোনো কারণে মারা গেলে ঐ পরিবারে দাফন-কাফন বাবদ এককালীন দশ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।
- মৃত্যুপরবর্তী সময়ে মৃত সদস্যের পরিবারের উপর যেন কোনো আর্থিক দায়-দেনার চাপ না পড়ে সেজন্য প্রত্যেক ঋণগ্রহীতা সদস্যের জন্য ঋণবীমা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সমবায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ সহ সমবায় আইনকানুন ও সমিতির নিয়মকানুন সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।
- এছাড়াও সামাজিক বিভিন্ন বিষয় যেমন- বনায়ন, মাদক নিরসন,নারীনির্যাতন বন্ধ, বাল্যবিবাহ, যৌতুকবিরোধী মনোভাব তৈরি ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ে সচেতনতা তৈরি এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে সামর্থ্যের মধ্যে সমিতির সদস্যদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

- সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সমবায়ের বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণের মাধ্যমে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতা করা।
- সদস্যদের মেধাবী ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সহযোগিতার অংশ হিসেবে সুদমুক্ত শিক্ষাঋণ প্রদান করা।
- গুরুতর অসুস্থ সমিতির সদস্যকে যাচাই সাপেক্ষে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে ব্যাপক বন্যা হয় সেসময় অন্যান্য সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সমিতির সদস্যরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ সময় সমিতির ক্ষতিগ্রস্ত গরিব প্রত্যেক পরিবারকে সমিতির সাধ্যের মধ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- শীতকালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগৃহীত কম্বল সমিতির গরিব সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়।
- ২০২০ সালে কোভিড-১৯ করোনা মহামারির সময় লকডাউনের কারণে মানুষের আয়-রোজগার কমে যাওয়ায় অনেক কষ্টে দিন অতীবাহিত হচ্ছিল। দুর্যোগকালীন সময় সমিতির সদস্যদের পাশে দাঁড়ানোর অংশ হিসেবে গরিব সদস্যদেরকে সহায়তা করার লক্ষ্যে খাদ্য সহায়তা (চাল, ডাল, তেল, আলু, বুট,সাবান ইত্যাদি) প্রদান করা হয়। আর এসবের সবকিছু করা সম্ভব হয়েছে আমরা সদস্যরা একত্রে আছি বলে।
- এছাড়াও প্রতি বছর সমবায় দিবসের র‍্যালিসহ দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণ ছাড়াও সরকার ঘোষিত অন্যান্য দিবস উদযাপন করা হয়।
- সমিতির সদস্য ও উদ্যোগী প্রশিক্ষণার্থীদের সমায়ের প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আয়বর্ধক (সেলাই ও কম্পিউটার পরিচালনা) কর্মসংস্থান সৃষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। এছাড়াও সদস্যদের সমবায় আইন, বিধি ও সমিতির নিয়মকানুন সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধির ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়।

কেস স্টাডি

মোঃ রুস্তম আলী,মাতা-মনোয়ারা বেগম, পিতা-মৃত আনোয়ার হোসেন,সদস্য নং : ৪৯৯,ঘাসিপাড়া, সদর, দিনাজপুর। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ার প্রতি তেমন আগ্রহ না থাকায় এবং পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় পিতা তাকে ক্রোকারিজের দোকানে মাসিক বেতনে কাজ করতে পাঠায়। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন অসুস্থ জনিত কারণে পিতা মারা যান। পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের সকল ভার তার কাধে পড়ে। কি করবে কি করবে না এইরকম অবস্থায় তার মায়ের পরামর্শে গহনা বিক্রির টাকায় ঢাকা

থেকে মাল এনে বিভিন্ন দোকানে মালামাল বিক্রির কাজ শুরু করে। লাভ মোটামুটি ভালো হওয়ায় ২০১৩ সালে নিমতলা ক্রোকারিজ মার্কেটে ছোট একটি দোকান ভাড়া নিয়ে ক্রোকারিজের ব্যবসা শুরু করেন। রুস্তমের স্ত্রী রাখিবুন নেছা অত্র সমিতির একজন সদস্য হিসেবে মাঝে মাঝে ঋণ নিয়ে স্বামীর ব্যবসায় সহযোগিতা করতেন। পরবর্তীতে ব্যবসায় টাকার প্রয়োজন হওয়ায় রুস্তম সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করে নিয়মিত শেয়ার জমা দিয়ে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকেন। এরই মধ্যে পার্শ্বের সংলগ্ন দোকানের মালিক দোকানটির পজিশন বিক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি সমিতি হতে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে এবং নিজের জমানো টাকায় পার্শ্বের দোকানটির পজিশন ক্রয় করে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন। এই অল্প সময়ে খুব সহজেই সমিতি হতে ঋণ পাওয়ায় ব্যবসার পরিধি বাড়ানো সম্ভব হওয়ায় রুস্তম সমিতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বর্তমানে তিনি ভালোভাবেই ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতি প্রতিষ্ঠার পর হতে প্রতি বছর অডিট কার্যক্রম সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সমবায় সমিতি আইন-২০০১ এর ৩৪ নং ধারা অনুসারে নিট মুনাফা হতে ৩৮% বিভিন্ন তহবিলে প্রদানের পর অবশিষ্ট টাকা সকল সদস্যের মধ্যে লভ্যাংশ হিসেবে নগদে সমহারে বণ্টন করা হয়। ১৯৯৫-২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত সমিতির সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশের মোট ২১,৩৩,২১৫ টাকা বিতরণ করা হয়।

সমবায় সমিতি আইন-২০০১ এর ৩৪ নং ধারা অনুসারে প্রতি বছর নিট মুনাফা হতে ৩% টাকা সিডিএফ তহবিলে সংরক্ষণ করা হয় এবং প্রতি বছর জুন মাসে উপজেলা সমবায় অফিসের পরামর্শক্রমে উক্ত টাকা সিডিএফ তহবিল, ঢাকায় ব্যাংকে ডিডির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। ১৯৯৫-২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত সিডিএফ তহবিলে মোট ৮২,৬৮১ টাকা প্রেরণ করা হয়।



অডিট সম্পর্কিত তথ্য

প্রতি বছর সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী অডিট কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

দিনাজপুর শহরে মোট ৪টি তফসিল ব্যাংকে সমিতির নামে ব্যাংক হিসাব আছে। প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। সমিতির নামে মোট ৩৬ লক্ষ টাকার এফডিআর আছে। তাছাড়া দেড় কোটি টাকার মাসিক ডিপিএস স্কীম চালু আছে।

সমিতির বর্তমান আর্থিক ও অন্যান্য অবস্থা

- সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ২,০০,০০,০০০ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষা অনুযায়ী মোট শেয়ার মূলধন ৮৬,৮২,৮০০ টাকা। বর্তমানে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত মোট শেয়ার মূলধন ৯৮,৩৫,৭০০ টাকা।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষা অনুযায়ী মোট সঞ্চয় আমানত ২৪,৬১,২১৭ টাকা। বর্তমানে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত মোট সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ-৩৮,৭৬,৩৪৩ টাকা। এছাড়াও এমএসএস সঞ্চয় ৪,৭০,৯২৮ টাকা, এফএসএস সঞ্চয় ৪৩,৩৫০ টাকা।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষা অনুযায়ী সমিতির মোট ঋণস্থিতির পরিমাণ ছিল ৯২,১৩,৮৭০ টাকা। বর্তমানে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ঋণস্থিতির পরিমাণ ৯৮,৯৬,৬৭ টাকা০।
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষা অনুযায়ী অন্যান্য আমানত : সংরক্ষিত তহবিল, কুঋণ তহবিল, সিডিএফ, সমিতি উন্নয়ন তহবিল, শিক্ষা তহবিল, কল্যাণ তহবিল বাবদ মোট ১০,৪৮,৮৯৫ টাকা। এছাড়াও সদস্যবীমা তহবিল ১,২৬,০০ টাকা, ঋণবীমা তহবিল ২,৭১,৩৩৮ টাকা।
- সমিতির নামে ২টি ব্যাংকে মোট ৭৫,০০০ টাকার মাসিক সঞ্চয় স্কীম চালু আছে। এছাড়াও তফসিল ৪টি ব্যাংকে মোট স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৩৬,০০,০০০ টাকা।
- সদস্যদের মাঝে সদস্যবীমা বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে ৩০,০০০ টাকা এবং ঋণবীমা বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে ১৯,২০০ টাকা।
- সমিতির কর্ম এলাকার মধ্যে সমিতির মোট ৫.৫০ শতক জমি ক্রয় করা আছে। যার বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকা।



মূল নিবন্ধন নং ২২
তারিখ : ০১/০৭/১৯৯০ খ্রি.,
সংশোধিত নিবন্ধন নং ২৬
তারিখ : ১৮/০৬/২০০৭ খ্রি.,
পুন : সংশোধিত নিবন্ধন নং : ০২
তারিখ : ৩১/০৩/২০১৫ খ্রি.।
শেয়ার মূলধন : ৫,০০,০০,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩,২৮,২৪,০০৯ টাকা

সুইহারী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : দিনাজপুর সদর
জেলা : দিনাজপুর

দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতধারা হতে বিচ্ছিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের স্বপ্ন নিয়ে বিগত ১৩/০৮/১৯৮৮ খ্রি. তারিখে মাত্র কয়েকজন সদস্য নিয়ে সুইহারী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ নামে সমিতিটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুইহারী মিশন এর অভ্যন্তরে ৩ কক্ষ বিশিষ্ট একটি সুদৃশ্য অফিস ঘর আছে। অফিস ঘরের সামনে সমিতির নামীয় সাইন বোর্ড রয়েছে। সমিতির নামে সুইহারী মৌজায় ৭ শতক জমি ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত জমির ক্রয় মূল্য ৫,৩৪,০৫৯ টাকা। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৫০,০০,০০০ টাকা।

সমিতির সদস্য সংখ্যা

নিবন্ধনকালে সমিতিটি ২০ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১৪৩৬ জন। তন্মধ্যে পুরুষ সদস্য ৭১৯ জন এবং মহিলা সদস্য ৭১৭ জন।

সমিতির কার্যক্রম

সমিতির সদস্যগণ তাদের সামর্থ্যমতো সঞ্চয় জমা করে থাকেন। সমিতির শুরু হতে সদস্যগণ অল্প অল্প করে সঞ্চয় জমা করে বর্তমানে সমিতিতে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ প্রায় ৩,২৮,২৪,০০৯ টাকা। সমিতির শুরু হতে প্রতি বছর জমাকৃত সঞ্চয় আমানতের উপর সঞ্চয়ের সুদ প্রদান করা হয়। বিগত অর্থবছরে সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ের উপর শতকরা ৫% হারে ১২,৭১,০৩৮ টাকা সঞ্চয় আমানতের সুদ প্রদান করা হয়েছে। আবার সমিতিতে অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫,০০,০০,০০০ টাকা এবং প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ২০ টাকা হারে সর্বমোট ২৫,০০,০০০টি অংশে বিভক্ত। সমিতিতে বর্তমানে পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২,২১,১৬,৩২০ টাকা। কৃষি উৎপাদন, জমি ক্রয়, বাড়ি নির্মাণ, ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও গবাদি পশুপালন এর জন্য প্রত্যেক সদস্য সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা প্রতিপালন করে সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা হতে সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন। সমিতিতে যারা নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে থাকেন সেসব সদস্যের নিকট হতে আদায়কৃত ঋণের মুনাফার ২৫% টাকা রিবেট হিসেবে নগদ ফেরত প্রদান করা হয়। আলোচ্যবর্ষে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে সার্ভিস চার্জ বাবদ ৩৬,৫৭,৬৪৩ টাকা আদায় করা হয়েছে এবং আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ হতে ৬,০০,৭৩৮ টাকা রিবেট বাবদ ফেরত দেওয়া হয়েছে।

সমিতির শুরু হতে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির তৎপরতা,সাধারণ সদস্যগণের সমিতি পরিচালনায় আগ্রহ ও ঋণ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কালব এর তদারকি এবং সমবায় বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী গণের নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে সমিতিটি বর্তমানে একটি মডেল সমিতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সমিতির এই সাফল্য অর্জনের পিছনে রয়েছেন ৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। অনুমোদিত চাকরি বিধিমালা অনুসরণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও বেতন ভাতা প্রদান করা হয়। তারা সমিতিতে চাকরি করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী



হয়েছেন।

সমিতিটি প্রতি বছর কালব এর অডিট অফিসার দ্বারা অডিট হয়ে থাকে। অডিট সম্পাদন শেষে সমিতির কর্তৃপক্ষ ধার্যকৃত অডিট ফি ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল নিয়মিত পরিশোধ করে থাকেন। সর্বশেষ ২০১৮-২০১৯ সালের অডিট প্রতিবেদনে উল্লিখিত নিট লাভের ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ ৭৯,৯৯৪ পরিশোধ করা হয়েছে।

সমিতির ২০১৮-২০১৯ সালের অডিট প্রতিবেদন মোতাবেক সমিতিতে নিট লাভের পরিমাণ ২৪,১১,২৫৪ টাকা। এছাড়াও সমিতিতে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখে সংরক্ষিত তহবিল ২১,৮১,৯৬৮ টাকা, সমবায় উন্নয়ন তহবিল ৭৯,৯৯৪ টাকা (যা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে), কুঋণ তহবিল-১২,৮৫,৩১৬ টাকা, শিক্ষা তহবিল-৩,৭০,৪৬০ টাকা, ঋণবীমা তহবিল-১৮,১০,৭৩৩ টাকা, সদস্য কল্যাণ তহবিল ২,০৯,৮১০ টাকা এবং বিল্ডিং নির্মাণ তহবিল ২৩,৪০,৮৮০ টাকা রয়েছে। বর্তমানে সমিতির নামে কালবসহ বিভিন্ন ব্যাংকে জমাকৃত স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৩,১০,৫৫,০০০ টাকা এবং সঞ্চয়ী হিসেবে বিভিন্ন ব্যাংকে জমা রয়েছে ১,৪০,০০,০০০ টাকা।



আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সদস্যগণ কৃষি, গৃহনির্মাণ, ইজিবাইক ক্রয়, ব্যবসা, গবাদি পশুপালনসহ অন্যান্য ট্রেডে ঋণ গ্রহণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে ৩২২ জন সদস্য/সদস্যা গৃহ নির্মাণ করে নিজ বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। ১২৯ জন সদস্য ব্যবসার জন্য ঋণ নিয়ে তারা সকলেই বর্তমানে স্বাবলম্বী হয়েছেন। ১৬ জন সদস্য সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে ইজি বাইক ক্রয় এবং ৩ জন সদস্য চার্জার ভ্যান ক্রয় করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এছাড়াও অন্যান্য সদস্যগণও সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

সমিতির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে "জাতীয় সমবায় পুরস্কার" লাভ করে।



নিবন্ধন নং : ০৩
তারিখ : ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১৭,২৩২ জন

কাম টু সেভ (সিটিএস) বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : চিরিরবন্দর
জেলা : দিনাজপুর

দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার মান উন্নয়নে কাম টু সেভ (সিটিএস) বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ সমবায় বিভাগের নিবন্ধন নেওয়ার পূর্বে ১৯৯৮ খ্রি. সাল থেকে সাংগঠনিক কাজ করে আসছে। পরবর্তীতে সদস্যদের সাথে আলোচনা করে সমবায় বিভাগের নিবন্ধন নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তৎপরিপ্রেক্ষিতে ২০০১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জেলা সমবায় কার্যালয় দিনাজপুর থেকে রেজিস্ট্রেশন নং ০৩ মূলে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার গোয়ালদিহি ইউনিয়নের দুবলিয়া গ্রামে মাত্র ৩৩ জন সদস্যের ১০০ টাকা হারে মোট ৩,৩০০ টাকা শেয়ারমূলধন নিয়ে সিটিএস তার কর্মকাণ্ড শুরু করে। বর্তমানে সিটিএস দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলার ১১টি ইউনিয়নের ৬৪টি গ্রামে সমবায়ী সদস্য সংগ্রহ এবং তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

সদস্যগণ তাদের জীবন ধারার মানোন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ, প্রশিক্ষণ, ব্যবসা, উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ও পানীয় জল প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক উদ্বুদ্ধকরণ, শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রঋণ সহায়ক প্রকল্প বাস্তবায়নকল্পে সদস্যদের সকল ধরনের সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে সমিতিটি।

কর্মসূচি

- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ
- মর্যাদা (ভিক্ষুকদের পেশা পরিবর্তন ও উন্নয়ন)
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
- প্রতিবন্ধীতা উন্নয়ন
- সমবায় বাজার
- নর্থ ভিউ স্কুল
- সিটিএস গ্রন্থাগার

আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

- দরিদ্র ও হতদরিদ্র সদস্যদের সঞ্চয়ী অভ্যাস গড়ে তোলা।
- নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আয় বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা দান ও দক্ষতা উন্নয়ন।
- দরিদ্র ও হতদরিদ্র সদস্যদের আত্ম নির্ভরশীলতার লক্ষ্যে কারিগরি ও আর্থিক সেবা প্রদান।
- আর্থসামাজিক সহ সমাজ সংস্কৃতির সকল পর্যায়ে নারীদের ক্ষমতায়ন করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা সহ চিকিৎসা শিক্ষাবিষয়ক জরুরি ঋণ সহায়তা দান।
- সকল সমবায়ী সদস্যদের নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, জেন্ডার ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আয়মূলক কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ব্যবসায় উন্নয়ন ও বাজার সংযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। অগ্রগামী সদস্যদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান।

সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৫৩২৪ জন, আয়মূলক কর্মসূচি গ্রহণ বাস্তবায়ন, বাজার সৃষ্টি ও বিক্রয় বৃদ্ধি বিষয়ক, জ্ঞান দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১১১৯ জন, হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ১৮২ জন, অগ্রগামী সদস্যদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ ৩১০ জন, ব্যবসায় উন্নয়ন ও বাজার সংযোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৪২৫ জন সদস্যকে প্রদান করা হয়েছে।

মর্যাদা (ভিক্ষুকদের পেশা পরিবর্তন ও উন্নয়ন)

- সমাজধিকৃত ভিক্ষাবৃত্তি পরিহারে উদ্বুদ্ধকরণ।
- ভিক্ষুকদের সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি।
- ভিক্ষাবৃত্তি পরিবর্তনে আয়মূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তাসহ ভিক্ষুকদের সমাজে সম্মানজনক অবস্থান তৈরিতে সহায়তা দান।

সমিতি কর্ম এলাকার মোট ২৬১ জন ভিক্ষুকের মধ্যে-১০১ জন ভিক্ষুক ক্ষুদ্রঋণ ও সঞ্চয় কর্মসূচির আওতায় সদস্য হয়ে ৮৩,৯৪৪ টাকা সঞ্চয় করেছেন তন্মধ্যে ৫,০৫০ টাকা সমবায় শেয়ার হিসেবে ক্রিয়াশীল রয়েছে যা লভ্যাংশ হিসেবে দানযোগ্য। ১,৭৫,৮৮৭ টাকা তাদের ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যা দ্বারা তারা আয়মূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছেন। ৩ জন ভিক্ষুক ভিক্ষাবৃত্তি পরিহার করেছেন অন্যরা ক্রমান্বয়ে পরিহার করার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াধীন আছেন। সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ঘটছে/পাচ্ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা,স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার।
- বিশুদ্ধ পানীয়জল ব্যবহার নিশ্চতকরণ।
- পারিবারিক ও সামাজিক বৃক্ষরোপণ।

এছাড়াও কর্ম এলাকার ১১টি ইউনিয়নের, ১০টি গ্রামের, ১০টি পাড়ায় সদস্য পরিবারে কমপক্ষে ২টি ফলজ/বনজ বৃক্ষরোপণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং যা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রতিবন্ধীতা উন্নয়ন কর্মসূচি

- প্রতিবন্ধীত্ব চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তিতে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগকরণে সহায়তাদান।
- প্রতিবন্ধী পরিবারের উন্নয়নে সহায়তা দান
- প্রতিবন্ধীত্ব সহায়ক মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সমাজ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
- প্রতিবন্ধী সহায়ক আয়মূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তাদানের মাধ্যমে নিজ পরিবারে সম্মানজনক পুনর্বাসন।



প্রতিবন্ধীবিষয়ক সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে। বর্তমানে তারা সামাজিকভাবে সহজ সুন্দর জীবনযাপনে সহায়তা পাচ্ছেন।প্রতিবন্ধীত্ব শিশুরা শিক্ষা লাভ করছে, বয়সিরা তাদের গ্রহণযোগ্য আয়মূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে আর্থিক ঋণ সহায়তা পাচ্ছেন। ৩২ জন প্রতিবন্ধী, পরিবারের সদস্য আনুকূল্যে চিকিৎসা সহায়তাসহ সম্ভাব্য সেবা কার্যক্রমের আওতাধীন রয়েছেন। হতাশাগ্রস্ত ১৫০টি পরিবারকে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। চিকিৎসা সেবাক্ষেত্রে সেন্টার ফর ডিজ অ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি),কারিতাস বাংলাদেশ সহ সেবা প্রদানকারী সরকারি ও অন্যান্য বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। ৮ জন প্রতিবন্ধীকে সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। (প্যারালাল বার ৩টি, হুইল চেয়ার ১টি, বেবি ওয়াকার ৩টি, স্টান্ডিং টেবিল ১টি) চিকিৎসা সেবা : চোখের ছানি অপারেশন ৪ জন, কাটা ঠোঁট,কাটা তালু ১৭ জনকে অপারেশন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। ২৪ জনকে (পোলিও হেপেপ্লেজিয়া ২ জন, সিপি কোয়াড্রিপ্লেজিয়া ১৬ জন, মুগুর পা ৪ জন, প্যারালাইসিস আক্রান্ত ২ জন) নিয়মিত থেরাপি/ব্যায়াম দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও স্কুল পর্যায়ে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে নিয়মিতভাবে প্রতিবন্ধী ও প্রতিবিন্ধকতা বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা পরিচালনার মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি করা হচ্ছে। ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উৎসাহ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

সমবায় বাজার

সমবায় বাজার কাম টু সেভ (সিটিএস) বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান। কাম টু সেভ (সিটিএস) বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সহ বিভিন্ন প্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও আসবাবপত্র উৎপাদক হতে সরাসরি ভোক্তার নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সমবায় বাজার তার যাত্রা শুরু করে।

বাজার গঠনের উদ্দেশ্যসমূহ

- সমিতির এর সদস্য দ্বারা উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তার নিকট পৌঁছানো।
- একই ছাদের নিচে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- সাশ্রয়ী মূল্যে ভোক্তার নিকট পণ্য সরবরাহ করা।
- মনোরম ও সুন্দর পরিবেশে কেনাকাটা করার সুবিধা প্রদান করা।
- আন্তরিক গ্রাহক সেবা।
- হোম ডেলিভারীর মাধ্যমে ঘরে বসে প্রয়োজনীয় পণ্যটি পাওয়ার সুবিধা প্রদান করা।
- সকল পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করে গ্রাহকের কাছে নির্ভেজাল পণ্য সরবরাহ করা।

বাজারের অবস্থান : রানীরবন্দর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর। দোকানের আয়তন : ১,২০০ বর্গ ফুট (প্রায়)

দোকানের কর্মচারীর সংখ্যা : ব্যবস্থাপক ১ জন যিনি সমবায় বাজারের ব্যবস্থাপক এর দায়িত্ব পালন করেন এবং বিক্রয় প্রতিনিধি



১ জন মোট ২ জন। সমবায় বাজারে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ : ২২,৪৭,৪৯৭ টাকা

সমবায় বাজারের পণ্যের বিবরণ : সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য, গ্রোসারি, ক্রোকারিজ, ফার্নিচার ইত্যাদি।

সমিতি/ সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য : কাঠের ফোল্ডিং টুল,কাঠের ফোল্ডিং আলনা,শো পিস (পাট/শন), হাঁসের ফার্ম, ছাগলের ফার্ম, মাছ চাষ, ডাইনিং টেবিল ম্যাট (পাট/সুতা), পাটের ব্যাগ (লেডিস/ জেন্টস) ইত্যাদি।

নর্থ ভিউ স্কুল-কাম টু সেভ(সিটিএস) বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। স্কুলটি দিনাজপুর সদর উপজেলার চেহেলগাজী ইউনিয়নের পশ্চিম শিবরমপুর গ্রামে অবস্থিত। নর্থ ভিউ স্কুল এ প্লে থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

এক নজরে স্কুলের সার্বিক তথ্য

- মোট জমির পরিমাণ : .২৮ শতাংশ
- স্কুলের সেমি পাকা বিল্ডিং
- স্কুলের খেলার মাঠ: ২,০০০ বর্গফুট (প্রায়)
- স্কুল ভবনের বিবরণ: শ্রেণি কক্ষ: ৫টি, লাইব্রেরি ও কম্পিউটার ল্যাব ১টি, অধ্যক্ষ ও সহকারী শিক্ষক রুম ১টি, অভিভাবক অপেক্ষা রুম ১, স্টোর রুম ১টি, টয়লেট ৬টি।
- অধ্যক্ষ ১ জন, সহকারী শিক্ষক ৬ জন, হিসাবরক্ষক কাম অফিস ম্যানেজার ১ জন, নাইটগার্ড কাম কেয়ারটেকার ১ জন, আয়া ১ জন
- মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা : ১২৮ জন

বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের বর্ণনা

সমবায় দিবস উদযাপন ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মেলায় অংশগ্রহণ, এস এমই পণ্য মেলা ও উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ এবং সদস্যদের পণ্য জেলা পর্যায়ে প্রদর্শন ও বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণ। শ্রেষ্ঠ সমবায়ী সদস্যদের সম্মাননা প্রদান। স্থানীয়ভাবে ২৯ জন স্বল্প শিক্ষিত মহিলাকে (৮ ম শ্রেণি থেকে এসএসসি পর্যন্ত) কর্মী হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পারিবারিকভাবে উক্ত মহিলাদের প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

কেস স্টাডি

মাহমুদা বেগম জন্ম অত্যন্ত দরিদ্র একটি পরিবারে যে পরিবাব দুবেলা ঠিকমতো খাবার জোগার করতে পারত না। ১৯৯৩ সালে বিয়ে হয় গোয়ালডিহি ইউনিয়নের দুবলিয়া গ্রামের মছির ডাক্তার পাড়ায় ওবাইদুর রহমানের সাথে। স্বামী ওবাইদুর রহমান ভ্যান চালাতেন অর্থাৎ স্বামীর সংসারে এসেও অভাব তার পিছু ছাড়ে নি। বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে দুই ছেলে ও এক মেয়ে সহ মোট ৫ জনের সংসার। মাহমুদা বেগম মানুষের বাড়িতে কাজ করেন এবং তার স্বামী ভ্যান চালাতেন কিন্তু ৫ জনের সংসার চালাতে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখেন মাহমুদা বেগম। এমন সময়ে আমার পরিচয় হয়, কাম টু সেভ (সিটিএস) বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর আদায়কারী তাপসী রানীর সাথে। তিনি মাহমুদা বেগম সমস্যার কথা শুনে তাকে সমিতিতে ভর্তি হয়ে সঞ্চয়

জমা করার পরামর্শ দেন। তার কথা অনুযায়ী মাহমুদা বেগম কাম টু সেভ (সিটিএস) বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য হন এবং সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। সঞ্চয় ৮০০ টাকা জমা হওয়ার পরে তাপসী রানীর পরামর্শে তিনি ৪,০০০ টাকার একটি ঋণ গ্রহণ করেন।

মাহমুদা বেগম এরপর কার্টুন তৈরির প্রশিক্ষণ নেন এবং বাড়িতে ঋণের ৪,০০০ টাকা দিয়ে কার্টুন তৈরির কাজ করেনএবং বাজারে বিক্রি করতে শুরু করেন এবং এভাবে প্রতিদিন কিছু কিছু কার্টুন বিক্রি করে সংসার চালান ও পাশাপাশি সিটিএস-এর কিস্তির টাকা জমা দেন। এরপর থেকে মাহমুদা বেগমকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি এবং এভাবেই মাহমুদা বেগম ধীরে ধীরে অভাব নামের শব্দটিকে তার সংসার থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

লভ্যাংশ বিতরণ-১,৪৫,৫২২ টাকা
সিডিএফ আদায়-৬,৯২৩ টাকা

অডিট সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতি বছর সমিতির অডিট করা হয়। গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য :

সমিতির মোট ব্যাংক জমা টাকার পরিমাণ ২,৪৮,৫০৮ টাকা

সমিতির নিজস্ব সম্পদের পরিমাণ

- .৫০ শতাংশ নিজস্ব জমি।
- ৫০০০ বর্গফুটের নিজস্ব অফিস বিল্ডিং।
- ৫টি কম্পিউটার।
- ২টি প্রিন্টার।
- ১টি ফটোকপি মেশিন।
- ১টি স্পাইরাল মেশিন।
- ১টি স্কেনিং মেশিন।
- ১টি মাল্টিমিডিয়া।
- ১টি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে সদস্যদের বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে যেমন মিনি গার্মেন্টস , হাঁস-মুরগি ও ছাগন পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধ উৎপাদন, মাছ চাষ, বাঁশ বেতের কাজ, মুদি দোকান, ধান ভাপাই, ধান চাষ, কলা চাষ, শাকসবজি চাষ, ডিম উৎপাদন, মুরগির মাংস উৎপাদন, হস্তশিল্প, বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্পে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সমিতি সদস্যদের মাঝে ৭,৩৪,৪০,৬৯৭ টাকা বিনিয়োগ করেছে এছাড়াও সদস্যদের মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সমিতি প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সদস্যগণ তাদের চাহিদামাফিক সাপ্তাহিক ও দৈনিক ভিত্তিতে সমিতিতে নিয়মিতভাবে সঞ্চয় জমা করে থাকেন। বর্তমানে সমিতির সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২,১৮,৯৬,৩১৪ টাকা।

মোট সমবায়ী সদস্য ১৭,২৩২ জন তন্মধ্যে ১৫,৯৬৫ জন মহিলা সদস্য আয়মূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করেছেন।





মূল নিবন্ধন নং : ০৪/১২
তারিখ : ১২/০৭/২০১২ খ্রি.।
সঞ্চয় আমানত : ৯,৫০,৬৩১ টাকা

ফুলছড়ি উপজেলার মীম কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : ফুলছড়ি
জেলা : গাইবান্ধা

গাইবান্ধা জেলার পূর্ব পাশ দিয়ে প্রবাহিত যমুনা নদীর পশ্চিম পাশে অবস্থিত ফুলছড়ি উপজেলা। ইংরেজি নভেম্বর মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত যমুনা নদীর শতকরা ৮০ ভাগ শুকনা থাকলেও জুন মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতিবেশী দেশ ভারতের উজানের পানিতে আশেপাশের জেলার নিম্নাঞ্চল প্রতি বছরই প্লাবিত হয় এবং প্রায় প্রতি বছরই ফুলছড়ি উপজেলার শতকরা ৯০ ভাগ বাড়ি-ঘর পানিতে তলিয়ে যায়। এতে বাড়ি-ঘর,গবাদি পশু,রাস্তা-ঘাট,দোকান-পাট ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়। মানুষের হাতে মূলধন ও সম্পদ না থাকায় তারা বেকার হয়ে পড়ে এবং সমাজে দিন-দিন অনিয়ম ও অনাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য যমুনা নদীর পশ্চিম পাশে অবস্থিত কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের ২০ জন যুবক সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরি করে মূলধন গঠনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার চিন্তা-ভাবনা থেকেই মীম কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ এর শুভযাত্রা আরম্ভ করা হয়।

সমিতির ৫ জন উদ্যোক্তা সদস্যকে উপজেলা সমবায় অফিসার ফুলছড়ি,গাইবান্ধা এর পরামর্শ ও সহযোগিতায় বিগত ১২/০৭/২০১২ খ্রি. তারিখে ০৪/১২ নম্বরে জেলা সমবায় অফিসার, গাইবান্ধা কর্তৃক মীম কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। সমিতিটি ২০ জন সদস্য নিয়ে আরম্ভ করা হলেও প্রতি বছর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৪৫ জন। এর মধ্যে প্রায় ১০০ জন নারী সদস্য রয়েছে। সদস্যদের প্রায় সকলেই সভ্য নির্বাচনি এলাকায় বসবাস করে বিধায় প্রতিনিয়ত একের সাথে অপরের দেখা-স্বাক্ষাতের মাধ্যমে কুশল বিনিময় হয়ে থাকে। যার ফলে সদস্যদের মধ্যেসবসময়ই সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত থাকে।

নিবন্ধনের সময় ২০ জন সদস্য ৫০০ টাকা করে ১০,০০০ জমা দিয়ে সমিতির কার্যক্রম আরম্ভ করে। প্রতি মাসে প্রত্যেক সদস্য হতে নিয়মিত সঞ্চয় আমানত আদায় ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে সদস্যদেরকে সঞ্চয় আমানত ফেরত দেওয়া হয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সঞ্চয় বাবদ ১৫,৭২,৪০০ টাকা আদায় করে ১৪,৮২,৫০০ টাকা ফেরত প্রদান ও ১,১৫,৪০০ টাকা সঞ্চয়ের সুদ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সমিতির মোট সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৯,৫০,৬৩১ টাকা। প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি বছর সঞ্চয়ের সুদ প্রদান করা হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক সদস্যের সঞ্চয়ের পাশ বহি হাল-নাগাদ করা হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সঞ্চয় ফেরত পাওয়ায় সদস্যদের মধ্যে দিনদিন সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ব্যাংক থেকে ঋণ প্রাপ্তিতে জটিলতা,এনজিওসমূহের ঋণের চড়া সুদ ও স্থানীয় মহাজনীয় সুদ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সদস্যদেরকে রক্ষা করার জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমিতির সদস্যদের মাসিক জমাকৃত সঞ্চয় থেকে নাম-মাত্র সরল সুদে সদস্যদের মধ্যে ঋণ কর্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪১,৯৪,১০০ টাকা ঋণ প্রদান করে ৪১,০০,৪৫০ টাকা আদায় এবং ৬,৫৪,৮৮৪ টাকা ঋণের সুদ/সার্ভিস চার্জ আদায় করা



হয়েছে। ঋণের টাকায় সদস্যগণ ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস্যচাষ, মুদি মালামালের ব্যবসা, রিক্সা ও রিক্সা ভ্যান ক্রয় এবং কাঁচামালের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করছে। ঋণগ্রহীতাদেরকে ঋণের পাশ বহি প্রদান করা হয়েছে। ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখে সদস্যদের কাছে ৮,৯৩,০৪০ টাকা ঋণ পাওনা আছে।

সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটি নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। সমিতির সভাপতি সমিতির দৈনন্দিন কাজ-কর্ম তদারকি করে থাকেন। যার কারণে সমিতির রেকর্ডপত্র সংরক্ষণে তেমন কোনো ভুল-ভ্রান্তি দেখা যায় না। সমিতির সার্বিক কার্যক্রমের উপর প্রতি সপ্তাহে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় আর্থিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হয় না। সমিতির দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৪ জন কর্মচারী সমিতিতে নিয়োজিত আছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যভাতা এবং কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি খাতে ৪,৩৮,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। কর্মচারীদের জন্য চাকরি বিধি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রতি মাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা এবং প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভা সমিতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মাসিক সভায় বিগত মাসের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় বিগত বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরবর্তী বছরের মূলধন ও রাজস্ব বাজেট অনুমোদন করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত ও অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রতি বছর সমিতির নিট লাভ হওয়ায় ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল ১০০% পরিশোধ করে আসছে।

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ প্রায় ৫০ জন সদস্য বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি,কুমিল্লা ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, রংপুর থেকে বিভিন্ন বিষয়/ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মৎস্যচাষ, সেলাই কাজ, নকশিকাঁথা ইত্যাদি কুটিরশিল্পজাত পণ্যাদী উৎপাদন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। সমিতির অধিকাংশ সদস্য কৃষি, মৎস্য ও গবাদি পশুপালন পেশার সাথে জড়িত থাকার কারণে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে প্রতি বছর কৃষি, মৎস্য ও গবাদি পশুপালনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। উপজেলা সমবায় অফিসারের সহায়তায় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাছাড়াও জেলা সমবায় অফিসার গাইবান্ধা এর উদ্যোগে এবং উপজেলা সমবায় অফিসারের ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরই এ সমিতির কার্যালয়ে একাধিক ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।সমিতির সদস্যগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি তাদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্যানিটেশন, বয়স্ক শিক্ষা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। গত ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে জনাব জি এম সেলিম পারভেজ, উপজেলা চেয়ারম্যান, ফুলছড়ি,গাইবান্ধা মহোদয়ের উপস্থিতিতে ১০০ জন হতদরিদ্র শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

কোভিড-২০১৯ এর কারণে গত জুন ২০২০ খ্রি. সমিতির সদস্য ও এলাকার ১৫০ জন হতদরিদ্র জনগণের মাঝে ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। গত জুলাই-২০২০ খ্রি. মাসে জনাব জি এম সেলিম পারভেজ, উপজেলা চেয়ারম্যান, ফুলছড়ি,গাইবান্ধা মহোদয়ের উপস্থিতিতে সমিতির ১০০ জন সদস্যের মাঝে বিনামূল্যে মেহগনি বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

সমিতির সদস্যগণ প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস, নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার জাতীয় সমবায় দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে থাকে।

সমিতির দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদনের জন্য মাসিক ২,০০০ টাকা ভাড়ায় একটি অফিস নেওয়া হয়েছে। অফিস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা থাকায় সদস্যগণ সমিতিতে তাদের প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছে।



মূল নিবন্ধন নং : ৭৬/১৩
তারিখ : ২৭/০৩/২০১৩ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা : ১,৩৪৩ জন
শেয়ার মূলধন : ৩,০৭,৭২০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৫৭,২৫,০৫৪ টাকা

ঊষা সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : গাইবান্ধা সদর
জেলা : গাইবান্ধা

নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গাইবান্ধা সদর উপজেলার লক্ষ্মিপুর এলাকায় ২০ জন সদস্য মিলে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন নেয়। নিবন্ধন নং: ৭৬/১৩, তারিখ: ২৭/০৩/২০১৩ খ্রি.। নিবন্ধন পরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং গাইবান্ধা জেলার সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্থান করে নিয়েছে।

নিবন্ধনকালে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ২০ জন, বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,৩৪৩ জন। ৭ বছরে সদস্য বৃদ্ধিতে সাফল্য অর্জন করেছে।

সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সভ্যগণের নিকট হতে নিয়মিত ১০০ টাকা হারে শেয়ার আদায় করা হয়। সমিতির এ পর্যন্ত পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৩,০৭,৭২০ টাকা। এক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

নিবন্ধনকালে সমিতির সঞ্চয় আমানত ছিল ২০,০০০ টাকা। বর্তমানে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৫৭,২৫,০৫৪ টাকা। সঞ্চয় আদায়ের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যই সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মূলধন গঠনে অত্র সমিতির সাফল্য উল্লেখযোগ্য এবং সন্তোষজনক।

সমিতি থেকে সদস্যদের মাঝে গাভি পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ, বাঁশ বেতের কাজ, মুদি দোকান, ধান ভাপাই, ধান চাষ, কলা চাষ, শাকসবজি চাষ, ডিম উৎপাদন, হস্তশিল্প, সেলাই শিক্ষা ও ব্লক বাটিক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসাখাতে কর্জ দাদন করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সদস্যদের মাঝে ১,৮৬,৮৫,৫০০ টাকা কর্জ দাদন করা হয়েছে। কর্জ আদায় ১,৩১,৬৭,৭১৩ টাকা। সমিতি থেকে কর্জ গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৬৮০টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। কর্জ দাদনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করছে। কর্জ প্রদানের পাশাপাশি সদস্যদের উল্লিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ভ্যাকসিন সরবরাহ করা হয়। সদস্যদের মধ্যে ২৮০০টি ফলজ বৃক্ষ প্রদান এবং রোপণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া বাসা বাড়িতে সবজি চাষ, হলুদ,মরিচ,সরিষার তেল উৎপাদন ও ইত্যাদি ক্ষেত্রে অত্র সমিতি ঈর্ষান্বিত সাফল্য অর্জন করেছে।

আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে বেতনভুক্ত ১৫ জন কর্মচারীকে নিয়োগদান করেছেন। উক্ত কর্মচারীগণ কর্ম এলাকার প্রত্যেক মানুষের জন্য অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সু-স্বাস্থ্যর লক্ষ্যে নিরলসভাবে কর্ম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে সমিতির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

৬ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সমিতি পরিচালিত হচ্ছে। প্রতি মাসে নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বিগত মাসের আয়-ব্যয় অনুমোদন, সদস্য ভর্তি, কর্জ দাদন, কর্জ আদায় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী সমিতি পরিচালিত



হচ্ছে।

বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা করা হয়। গত বার্ষিক সাধারণ সভায় ৩৪০ জন সদস্যের উপস্থিতি ছিল। উক্ত উপস্থিতি সমিতির জবাবদিহিতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণক।

২০১৮-২০১৯ সনে সমিতির নিট লাভের পরিমাণ ৫৪,৮৪৮ টাকা। সদস্যদের মধ্যে বণ্টন ৪৪,৫৭৮ টাকা যা একটি প্রশংসনীয় অবদান রাখে।

যেকোনো উন্নয়নের পূর্বশত হলো যথাযথ প্রশিক্ষণ। এইউপলব্ধি থেকে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ সমিতির আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ও সকল সদস্যদের কর্ম ও উৎপাদনমুখী করার লক্ষ্যে এ সমিতির একাধিক সদস্য এ দপ্তর (আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন,রংপুর ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ) হতে আইজিএ ক্রিস্টাল শোপিস,আইজিএ টেইলারিং,আইজিএ (মাশরুম ও স্ট্রবেরি চাষ),আইজিএ ফ্যাশন ডিজাইন ও ব্লকবাটিক,সমিতি হিসাব সংরক্ষণ এবং গাভি পালন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। গাইবান্ধা সদর উপজেলাধীন লক্ষ্মীপুর বাজারে ঊষা সেভিংস নেড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর শোরুম হতে টিভি, ফ্রিজ ও ফার্নিচারসহ অন্যান্য পণ্যসমূহ খুচরা ও পাইকারিভাবে সুলভমূল্যে বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও ইলেকট্রনিক্স পণ্য ও হোম ফার্নিচার পণ্যসামগ্রী সহজ কিস্তিতে আগ্রহী সদস্যদের মাঝে দ্রুততম সময়ে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সমিতির অর্থায়নে অসহায় মহিলাদের চিকিৎসা সহায়তা ও জটিল রোগের অপারেশনে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৫ জন সদস্য এই সুবিধা পেয়েছে। সমিতির অফিস গাইবান্ধা শহরস্থ আসাদুজ্জামান মার্কেট ২য় তলা ২টি কক্ষ বিশিষ্ট ভাড়া রুমে অবস্থিত। ভবিষ্যৎ সমিতির কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনায় সমিতির নামে জমি ক্রয় করে সমিতির অফিস ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

এ সমিতির সদস্যসহ স্থানীয় কৃষকেরা প্রত্যেকেই গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি লালনপালন করে থাকেন। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি লালনপালন এবং রোগ বালাই থেকে সুরক্ষার জন্য সমিতির উদ্যোগে সদস্যসহ স্থানীয় কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও এ সমিতি সুলভমূল্যে সদস্যদের মধ্যে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির ঔষধ ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করে থাকে। এ খাত থেকে অর্জিত অর্থ সমিতির মূল কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির করা হয়ে থাকে।

সভাপতির আন্তরিকতা, উদ্যোগ ও মানবিকতার কারণে এ সমিতি সমাজে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমসহ জনসচেতনতা সৃষ্টিতে নিরলস ভূমিকা রেখে চলেছে। যেমন- সভাপতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতি বছর সদস্যসহ স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উচ্চফলনশীল জাতের ২টি করে মরিচের চারা ও পেঁপের চারা বিতরণ করে থাকে।

সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় ১,৪০০ জন্য হওয়ায় দ্রুত সময়ের মধ্যে যেকোনো সংবাদ সদস্যদের মধ্যে ছড়ানো সম্ভব।সমিতির কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এলাকায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ রোধ, নারীস্বাস্থ্য শিক্ষা, শিক্ষা, স্যানিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, নারীনির্যাতন প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাঁচার,যৌতুকবিরোধী আন্দোলনে সদস্যদের ভূমিকা বিষয়ে সদস্যদের মাঝে বৈঠক করে থাকে।

আমরা ঊষা সেভিং নেড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০৪১ সাল বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। ভবিষ্যৎ সমিতিটি উত্তর উত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।



মূল নিবন্ধন নং : ০৪/১০
তারিখ : ০৬/১০/২০ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা : ১৪৫ জন
শেয়ার মূলধন : ৬৯,৫০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৭,৮১,২০০ টাকা

মহিমাগঞ্জ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : গোবিন্দগঞ্জ
জেলা : গাইবান্ধা

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা হতে ১০ কি.মি. দূরের একটি বৃহৎ ঐতিহ্যবাহী বাজার হচ্ছে মহিমাগঞ্জ বাজার। এখানে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত চিনিকল অবস্থিত। এ অঞ্চলে ছোট বড় অনেক কলকারখানা রয়েছে। এই বাজেরর পুনতাইড় ফকিরপাড়া এলাকায় ২০ জন সদস্য মিলে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন নেয়। যার নিবন্ধন নং : ০৪/১০; তারিখ : ০৬/১০/২০ খ্রি.। নিবন্ধন পরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্থান করে নিয়েছে।

নিবন্ধনকালে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ২০ জন। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪৫ জন। ১০ বছরে সদস্য বৃদ্ধিতে সাফল্য অর্জন করেছে। সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। সদস্যদের আদায়কৃত শেয়ারের পরিমাণ ৬৯,৫০০ টাকা। সমিতিটি নিবন্ধনের পর হতে নিয়মিতভাবে শেয়ার আদায় করে সদস্যগণের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সমিতিটির আর্থিক কর্যক্রম সন্তোষ জনক।

নিবন্ধনকালে সমিতির সঞ্চয় আমানত ছিল ২০,০০০ টাকা। বর্তমানে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৭,৮১,২০০ টাকা। সঞ্চয় আদায়ের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যই সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মূলধন গঠনে অত্র সমিতির সাফল্য উল্লেখযোগ্য এবং সন্তোষজনক।

সমিতি থেকে সদস্যদের মাঝে গাভি পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই শিক্ষা ও বৃক্ষরোপণ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসাখাতে কর্জ দাদন করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সদস্যদের মাঝে ২১,৩৬,০০০ টাকা কর্জ দাদন করা হয়েছে। কর্জ আদায় ১৭,০০,০০০ টাকা। সমিতি থেকে কর্জ গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১৪৫টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। কর্জ দাদনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করছে।

কর্জ প্রদানের পাশাপাশি সদস্যদের উল্লিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ভ্যাকসিন সরবরাহ করা হয়। সদস্যদের মধ্যে ২৯০০টি বৃক্ষ প্রদান এবং রোপণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া বাসা বাড়িতে সবজি চাষ ও কম্পোস্ট সার তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অত্র সমিতি ঈর্ষান্বিত সাফল্য অর্জন করেছে।

আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে বেতনভুক্ত ২ জন কর্মচারীকে নিয়োগদান করেছেন। ফলে সমিতির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। ৬ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সমিতি পরিচালিত হচ্ছে। প্রতি মাসে নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায়

বিগত মাসের আয়-ব্যয় অনুমোদন, সদস্য ভর্তি, কর্জ দাদন, কর্জ আদায় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী সমিতি পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা করা হয় গত বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্য সংখ্যা ১৪৫ জনের মধ্যে ১৪০ জন উপস্থিত ছিল। উক্ত উপস্থিতি সমিতির জবাবদিহিতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণক। ২০১৮-২০১৯ খ্রি. সনের সমিতির নিট লাভের পরিমাণ ৩,০০০ টাকা।

সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন হওয়ায় দ্রুত সময়ের মধ্যে যেকোনো সংবাদ সদস্যদের মধ্যে ছড়ানো সম্ভব। সমিতির কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্ত বায়নে এলাকায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ রোধ, সদস্যদের স্বাস্থ্য শিক্ষা, শিক্ষা, স্যানিটেশন ও যৌতুকবিরোধী আন্দোলনে সদস্যদের ভূমিকা বিষয়ে সদস্যদের মাঝে বৈঠক করে থাকে। সমিতির অর্থায়নে অসহায় সদস্যদের চিকিৎসা সহায়তা করা, শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, কন্যা দায়গ্রস্ত পিতামাতাকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান, ঈদ-উল-ফিতরের সময় সদস্যদের মধ্যে সেমাই, চিনি, দুধ,সাবান বিতরণ ও করোনায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সমিতির অফিস

সমিতির অফিস মহিমাগঞ্জ বাজারস্থ ২টি কক্ষ বিশিষ্ট ভাড়া বাসায় অবস্থিত। ভবিষ্যৎ সমিতির কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনায় সমিতির নামে জমি ক্রয় করে সমিতির অফিস ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

আমরা মহিমাগঞ্জ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০৪১ সাল বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক বিশেষ ভূমিক রাখছেন। ভবিষ্যৎ সমিতিটি উত্তর উত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস এবং সমিতিটি কার্যক্রমের সামাজিক যোগাযোগ ও সমবায় সম্পর্কে যাবতীয় কার্যক্রম সন্তোষজনক।





মূল নিবন্ধন নং : ১৯
তারিখ : ১০/১১/২০০৮ খ্রি.।
সংশোধনী রেজি : নং : ০৩
তারিখ : ১৭/০৯/২০১৯ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৪,৬৯৭ জন
শেয়ার মূলধন : ৪১,৫৮,৩০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৩,৯৩,৪০,২৯০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৬,২২,২৮,৮৫৫ টাকা।

সীমান্ত বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : পাটগ্রাম
জেলা : লালমনিরহাট

লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার পাটগ্রাম পৌরসভার বেকার যুবক, বেকার যুব মহিলা, ভূমিহীন, দুস্থ বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত নারীসমাজের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ মাষ্টার এর উদ্যোগে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় প্রাথমিকভাবে ২০ জন সদস্যের সমন্বয়ে ২০০৮ সালে সীমান্ত বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে অত্র সমবায় সমিতিটি ১০/১১/২০০৮ খ্রি. তারিখে ১৯ নং মূলে জেলা সমবায় কার্যালয়, লালমনিরহাট কর্তৃক নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। কার্যক্রমের সুবাদে ২০১০ সালের ০৭/১২/২০১০ খ্রি. তারিখে সমিতিটির সংশোধনী রেজি: নং: ০৩ মূলে এবং ২০১৯ সালের ১৭/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে সমিতিটির সংশোধনী রেজি : নং : ০৯ মূলে উহার উপ-আইন সংশোধন করা হয়।

কার্যকরী এলাকা

বর্তমানে সীমান্ত বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যক্রম সমগ্র লালমনিরহাট জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

সমিতির সদস্য সংখ্যা

সীমান্ত বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৪,৬৯৭ জন। এর মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত এবং অল্প সংখ্যক স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন।

সমিতির উদ্দেশ্যসমূহ

- এই সমবায় সমিতির নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যেগুলো নিয়ে তাদের কার্যক্রম বজায় রয়েছে।
- সভ্যগণকে সমবায় নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠনভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।
- সমষ্টিগতভাবে সংগঠনকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সভ্যগণকে নিয়মিত সঞ্চয় ও সীমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠিত করে মূলধন গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার।
- শিল্পকারখানা স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- বেকারত্ব দূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির জন্য তাদের পেশাভিত্তিক অর্থকরী বাণিজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- সভ্যগণের মাঝে কৃষির বিভিন্ন বিষয় যেমন- মাঠ ফসল, গৃহপালিত পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন, হস্তশিল্পসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়।
- সমিতির লাভ্যাংশ থেকে কিছু অর্থ দুস্থ মানুষের সেবায় ব্যয় করা যেমন- শীত বস্ত্র বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বিনামূল্যে ঔষধপত্র বিতরণ, ফলজ ও



ঔষধি গাছের চারা বিতরণ সহ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজ করা। বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান। এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধপত্র প্রদান করা হয়েছে। বিনামূল্যে ফলজ ও ঔষধি গাছের ১,০০০টি চারা বিতরণ করা হয়েছে। স্যানিটেশন ও বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- দুস্থ ও বিত্তহীন গ্রামীণ পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- সমিতির স্বার্থে স্থানীয় সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়ে স্বাক্ষরতা পরিকল্পিত পরিবার গঠন, জাতীয় মৎস ও পশু সম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠ পরিবেশ গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- পরিবেশ ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়ন বাস্তবায়ন।
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষিত সভ্যগণের মাঝে সহজ কিস্তিতে দ্রব্যাদি ও পুঁজির ব্যবস্থা করা।

সমিতির শেয়ার

সমিতির সভ্যগণের কমপক্ষে একটি শেয়ার কিনতে হয়। প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা হারে নির্ধারিত। উক্ত সমিতিতে দৈনিক,সাপ্তাহিক ও মাসিক শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত নিয়মিতভাবে আদায় হয়। সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ১,০০,০০,০০০ টাকা। বর্তমানে আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ৪১,৫৮,৩০০ টাকা।

সমিতির সঞ্চয় আমানত : সমিতিতে দৈনিক,সাপ্তাহিক ও মাসিক সঞ্চয় আমানত নিয়মিতভাবে আদায় করা হয়। বর্তমানে আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৩,৯৩,৪০,২৯০ টাকা।

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি : সমবায় সমিতির আইন, ২০০১ (সংশোধনী, ২০০২ ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ মোতাবেক সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি গত ০৩/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখে নিবার্চনের মাধ্যমে গঠন করে বৈধ ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালনা করছেন। ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক নিয়মিত সাপ্তাহিক এবং মাসিক সভায় মিলিত হয়।

সমিতির কার্যক্রম

ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প : সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা করে আসছে। গত বছরে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে ৭,৬৫,৫৮,০০০ টাকা বিতরণ করে ঋণের আসল ৭,০৫,৮৯,০৪৩ টাকা এবং সার্ভিস ফি ১,০৫,৮৮,৩৫৭ টাকা আদায় করে।

সমিতির নামে জমি ক্রয় : সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে ১,১০,৫১,৬৩৫ টাকা বিনিয়োগ করে পাটগ্রাম পৌরসভায় ৯০.৩৭ শতক জমি ক্রয় করেছে।

সামাজিক ও সেবামূলক কার্যক্রম সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এছাড়া বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা রোধ, ইভটিজিং প্রতিরোধ, গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সাহায্য, শীতবস্ত্র বিতরণ, গাছের চারা এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়।

কর্মসংস্থানের সৃষ্টিতে অবদান এবং বাৎসরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সমিতির কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলমান। সমিতিতে বিভিন্ন পদে সরাসরি কর্মরত রয়েছে ২৫ জন। এছাড়া সমিতির মূলধন ব্যবহার করে ১,৫৬০ জন সদস্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

অফিস ঘর সমিতি একটি ভাড়া অফিসে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সমিতির এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র বেকার যুবক, বেকার যুব মহিলা, ভূমিহীন, দুস্থ বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত নারীদের আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই সমিতি কার্যকর এবং ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। সেই সাথে কর্ম এলাকার দুস্থ বেকার যুবক, বেকার যুব মহিলারা এই সমিতির কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে বলে প্রতীয়মান হয়।



নিবন্ধন নং : ১৩
তারিখ : ২৬/ ১০/২০১০ খ্রি.
শেয়ার মূলধন : ২,৪১,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৬,৬৫,৮৪৮ টাকা

দক্ষিণ বাহাগিলি বসুনিয়াপাড়া জনকল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : কিশোরগঞ্জ
জেলা : নীলফামারী

সমবায় সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট

দক্ষিণ বাহাগিলি বসুনিয়াপাড়া জনকল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতিটি নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ বাহাগিলি নামক প্রত্যন্ত একটি গ্রামে অবস্থিত। নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলাটি এমনিতেই যোগাযোগসহ সবদিকে থেকেই পিছিয়ে ছিল। এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর ও শ্রমিক শ্রেণির। শুধুমাত্র কৃষিনির্ভর এলাকা হওয়ায় উপজেলাটিতে বেকারত্বের সংখ্যাও অনেক বেশি। এ অবস্থায় বাহাগিলি গ্রামের মাত্র ৩০ জন বেকার যুবক তাদের আত্মকর্মসংস্থানের নিমিত্তে ২৬/১০/২০১০ খ্রি. তারিখ এ সমিতিটি গড়ে তোলে। তখন তাদের শেয়ার মূলধন ও সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ছিল মাত্র ২০,০০০ টাকা।

সমিতির বর্তমান মূলধন : দক্ষিণ বাহাগিলি বসুনিয়াপাড়া জনকল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২,৪১,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৬,৬৫,৮৪৮ টাকা এবং সমিতিটির নিজস্ব স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ১৫ শতক জমি যার বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক ৯,০০,০০০ টাকা। তাছাড়াও সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির নিজস্ব জায়গায় সমিতির অফিস ঘর ও দোকানঘর নির্মাণ করেছেন।

সমিতির কার্যক্রম : সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রথম হতে পরবর্তী সময়ে শেয়ার-সঞ্চয় আমানতের টাকায় সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত নিয়ে মৌসুমি ব্যবসা যেমন- ধান, পাট, আলু, ভুট্টা ক্রয়-বিক্রয় করে পুঁজি গঠন করতো,সমিতির সদস্যরা নিজেদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অসচ্ছল সদস্যদের অটোভ্যান, অটোরিক্সা সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে ক্রয় করে দেয় এবং ঋণগ্রহীতা সদস্যরা দৈনিক/ সাপ্তাহিক আয় থেকে সমিতির ঋণ পরিশোধ করলে পরবর্তীতে ঐ অটো ভ্যান/রিক্সার মালিক হয়ে যান।

আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি

সমিতির কর্তৃপক্ষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ও সমবায় বিভাগের পরামর্শ মোতাবেক মৌসুমি ব্যবসার পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন বাজারে ব্যবসায়রত স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ী সদস্যগণকে স্বল্প লাভে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে ৫০,০০০ টাকা হতে ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রদান করে। সমিতির পুঁজির সুসম ব্যবহারের ফলে এ পর্যন্ত এলাকায় প্রায় ১০০ জন বেকার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সর্বোপরি এলাকার সাধারণ মানুষের তথা সমিতির সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা ভাগ্যোন্নয়নে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করে সাড়া ফেলেছে এ সমবায় প্রতিষ্ঠান। আর তাই দক্ষিণ বাহাগিলি বসুনিয়াপাড়া জনকল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এখন কিশোরগঞ্জ উপজেলায় সর্বস্তরে সুপরিচিত।



নিবন্ধন নং : ৪৫
তারিখ : ২৫/০৩/২০১৪ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১,৪৩২ জন
শেয়ার মূলধন : ৩,৭৫,৩০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৪৫,৯৭,৫০০ টাকা

নীলফামারী সু-প্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : নীলফামারী সদর
জেলা : নীলফামারী

সমিতি সংগঠনের প্রেক্ষিত

দেশের উত্তরাঞ্চলের শিল্পাঞ্চল হিসেবে খ্যাত নীলফামারী জেলা। একসময় দরিদ্র ও মঙ্গাকবলিত হিসেবে পরিচিত হলেও বর্তমানে উত্তরা ইপিজেড স্থাপনের পর থেকে জেলার ও আশেপাশের বেশ কয়েকটি জেলার দেশের উত্তরাঞ্চলের একটি অপার সম্ভাবনাময় জেলা নীলফামারী। এক সময় দারিদ্র্য ও মঙ্গাপীড়িত ছিল এ এলাকার মানুষ,কিন্তু বর্তমানে এ জেলায় ইকোনোমিক জোন উত্তরা ইপিজেড এ কর্মসংস্থানের কারণে নীলফামারী জেলাসহ পার্শ্ববর্তী জেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এলাকার দরিদ্র মহিলারা তাদের কষ্টার্জিত অর্থের সুষ্ট ব্যবহার, তাদের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করার এবং সেই সাথে সমাজের শৃঙ্খলা ও নেতৃত্ব প্রদানের মানসিকতা গঠনের উদ্দেশ্যে তারা সমবায় চেতনা বা সমবায় ভাবনাকে বেছে নেন। সমবায় সমিতি গঠন করে এর মাধ্যমে নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে চান তারা। তাই উত্তরা ইপিজেড এর নিকটেই কাজীরহাট নামক স্থানে গত ২৫/০৩/২০১৪ সনে গড়ে উঠে সু-প্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ। মাত্র ২০ জন মহিলা নিয়ে সমিতিটি যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১,৪৩২ জন।

বর্তমান মূলধন

সু-প্রতিবেশী মহিলা সমিতির শেয়ার মূলধন ৩,৭৫,৩০০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৪৫,৯৭,৫০০ টাকা। সমিতির নিজস্ব স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ২৪ শতক জমি যার বর্তমান বাজারমূল্য ৫০,০০,০০০ টাকা।

বর্তমান কার্যক্রম

সমিতির ব্যবস্থাপনায় এবং সমবায় বিভাগের তত্ত্বাবধানে অত্র সমিতি তার সদস্যদের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে ইপিজেড এ কর্মোপযোগী দক্ষ শ্রমিক / কর্মচারী হিসেবে গড়ে তোলে,ইপিজেড এর মতো এলাকার ভাগ্যোন্নয়নে সহযোগী ভূমিকা রাখতে সমর্থ হচ্ছে। উত্তরা ইপিজেড এ উৎপাদিত বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যের অনুরূপ কিছু পণ্য যেমন পাটের তৈরি ম্যাট,ব্যাগ ইত্যাদি। অনেক সদস্য তাদের বাড়িতেও উৎপাদন করে মার্কেটিং করছেন। সমিতির নিজস্ব কারখানায় অর্গানিক পদ্ধতিতে মুড়ী ও চানাচুর তৈরি করে বাজারজাত করা হচ্ছে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষ পরিচালনায় সমিতির সদস্যগণকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। তাছাড়া অনেক সদস্য সমবায় সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে গরু মোটাতাজাকরণ, গাভি পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগ করছে। এ পর্যন্ত সমিতির নিজস্ব মূলধন থেকে সদস্যগণকে উৎপাদনমুখী বিভিন্ন খাতে ২০,৬৪,৫০০ টাকা ঋণ সহায়তা দেয়া হয়েছে।



কর্মসংস্থান

সমিতি প্রতিষ্ঠার মাত্র ৫ বছরেই অত্র সমিতি ২৫০ জন সদস্য তথা মহিলার কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। এতে সরাসরি বেতনভুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা ৫ জন। আজ তারা স্বাবলম্বী হয়ে তাদের সংসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হচ্ছে। তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারছেন।

এককথায় আর্থসামাজিক উন্নয়ন বলতে যা বোঝায় তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই সমিতি।







নিবন্ধন নং : ৭৪
তারিখ : ১২/০৫/২০১০ খ্রি.
সদস্য নং : ৩৭২ জন।
শেয়ার মূলধন : ৫০,০০,০০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৭,৫৮,০১৪ টাকা।

রুপালী সোস্যাল মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : সুন্দরগঞ্জ
জেলা : গাইবান্ধা

গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম কেকৈ কাশদহ গ্রাম এর সাধারণ মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে এলাকার ২৫ জন সদস্য মিলে রুপালী সোস্যাল মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড নামে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন লাভ করে। যাহার নিবন্ধন নং : ৭৪, তারিখ : ১২/০৫/২০১০ খ্রি.। নিবন্ধনপ্রাপ্তির পর হতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে সমবায় প্রতিষ্ঠানের বীজ বপন করে। সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতিটি পরিচালনা করায় বর্তমানে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে গাইবান্ধা জেলার সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব স্থান দখল করে রেখেছে।

নিবন্ধনপ্রাপ্তির পর হতে সমিতিটি তার কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রেখে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিরলস প্রচেষ্টায় বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৭২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২১০ জন এবং মহিলা ১৬২ জন। সমিতি দিনদিন সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা। প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা যাহা ৫০,০০০ অংশে বিভক্ত। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিরলস প্রচেষ্টার ফলে এখন পর্যন্ত সমিতির আদায়কৃত শেয়ারের পরিমাণ ১২,১৯,৩০০ টাকা। সমিতির সকল সদস্যদের শেয়ার বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যদেরকে উৎসাহিত করে আসছে ব্যবস্থাপনা কমিটির উৎসাহের কারণে সমিতির সদস্যদের উত্তরোত্তর শেয়ার আদায়ের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমিতিটিতে প্রতিষ্ঠাকালীন সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ছিল ২৫,০০০ টাকা। সমিতির বর্তমানে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৭৫,৮,০১৪ টাকা। সমিতির সদস্যগণকে নিয়মিত সঞ্চয়ের অভ্যাসে অভ্যস্ত করে তোলা এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমিতির সদস্যগণের নিকট হতে প্রতিমাসে উপ-আইনে বর্ণিত হারে সঞ্চয় আমানত আদায় করা হয়। তবে কোনো সভ্য ইচ্ছা করলে তার চেয়েও বেশি সঞ্চয় আমানত জমা করতে পারেন। সঞ্চয় আমানত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্পাদক জনাব শ্যামল কুমার দাস এর প্রচেষ্টার ফলে সমিতিটির সাফল্য অর্জনে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মূলধন গঠনে সমিতির সাফল্য উল্লেখযোগ্য অবিস্মরণীয়।

সমিতি অন্য কোনো সংস্থার নিকট হতে কোনো কর্জ গ্রহণ করে নাই। শেয়ার, সঞ্চয় ও মুনাফা হতে তহবিল সৃষ্টি করার মাধ্যমে সমিতির ভিত্তি মজবুত করা এ সমিতির লক্ষ্য। নিজস্ব মূলধন থেকে সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র পণ্য ঋণ , হাঁস-মুরগি পালন, মাছ চাষ, ও গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে ঋণ দাদন করা হয়।

সমিতির ৪ জন সদস্যদের মাঝে ২০,০০০ টাকা করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত টাকা দিয়ে রুই, কাতলা, মৃগেল, পুটি, গেলাস কার্প, সিলভারকার্প ইত্যাদি মাছের চাষ করে আসছে।

২ জন সদস্যেকে ৪০,০০০ টাকা করে গাভি পালন প্রকল্পে ঋণ দাদন করা হয়। এ প্রকল্পে তারা সাফল্য অর্জন করেছে।

সমিতিটি গ্রামীণ জনগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ভাড়ার চালিত অটোরিক্সা পরিবহন সার্ভিস পরিচালনা করে আসছে এতে করে ৫ জন সভ্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া ৪ জন সদস্যকে ৬,০০,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

এলকার বেকার যুব ও কর্মক্ষম মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে হাঁস-মুরগি গবাদি পশুপালন, সেলাই, কম্পিউটার, প্রশিক্ষণ ও মাছ চাষ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে আসছে। সেলাই প্রশিক্ষণে এ পর্যন্ত ৫০ জন, গবাদি পশুপালনে ৬০ জন, কম্পিউটারে ৪০ জন, মৎস্যচাষে ৩০ জন সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

সমিতির নিজস্ব প্রচেষ্টায় ভেজাল খাদ্য থেকে এলাকার লোকজনকে রক্ষা করার জন্য অত্র সমিতি নিজস্ব তেল মিলে বাছাইকৃত সরিষা দ্বারা তেল বাজারে বাজারজাত করছে। তাছাড়া হলুদ,মসলা,সুজি,আটা প্যাকেটজাত করে বাজারে বিক্রয় করা হয়। এ প্রকল্পে ৫ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং জনগণ ভেজালমুক্ত ভোজ্য তেল পাচ্ছে। সমিতির মাধ্যমে ইটকলের উন্নত চুলা বাজারে বিক্রয় করা হয়। যার ফলে গ্রামে সনাতন চুলার ব্যবহারের চেয়ে ইটকলের উন্নত চুলা ব্যবহার বেড়েছে এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগ হতে রক্ষা হয়েছে। উন্নত চুলা ব্যবহারের ফলে জ্বালানি সাশ্রয় হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৫০০ পবিারের মধ্যে চুলা বিক্রয় করা হয়েছে। দিনদিন ইট কলের চুলা ক্রয়ে জনগণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে বেতনভুক্ত ০৫ জন কর্মচারী নিয়োগ দান করেছেন। সমিতির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

সমিতিটি ৬ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়মিত মাসিক সভা, ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বিগত মাসের আয় ব্যয় অনুমোদন, সদস্য ভর্তি, কর্জ দাদন, কর্জ আদায় ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ অনুযায়ী সমিতি পরিচালিত হচ্ছে।সমিতির নিবন্ধনকালীন সময় হতে সমিতির সদস্যসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা করা হয়। সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়। উক্ত পরিস্থিতি সমিতির জবাবদিহিতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণক। সমিতির কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এলাকায় উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখছে বিশেষ করে বাল্যবিবাহ রোধ, নারী





শিক্ষা, দুস্থ অসহায় পরিবারের সন্তানদের শিক্ষায় শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে অনুদান প্রদান সহ উৎসাহিত করে আসছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে সভা, সেমিনার র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে আসছে। তাছাড়া যৌতুক ও মাদক বিরোধী অভিযানে সদস্যদের ভূমিকা অতুলনীয়।

গাইবান্ধা হতে সুন্দরগঞ্জ যাতায়াতের মিনি বিশ্ব রোড শোভাগঞ্জ বাজারে আধা পাকা ৩ রুম বিশিষ্ট রুমে সমিতির অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভবিষ্যৎ সমিতির কার্যক্রম বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামিতে সমিতির নামীয় জমি ক্রয় করে অফিস ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সুন্দরগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক সমবায় সমিতির মধ্যে যে কয়টি সমবায় সমিতি অতিতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারণ করে সগৌরবে অদ্যাবধি টিকে আছে তন্মধ্যে রুপালী সোস্যাল মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড অন্যতম। সমিতি তার স্বকীয়তা নিয়ে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আর্থিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে। আমি রুপালী সোস্যাল মাল্টিপারপাস কো-আপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর উন্নয়নের আশা কামনা করছি। এক্ষেত্রে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। ভবিষ্যৎ সমিতির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।



নিবন্ধন নং : ১৯
তারিখ : ১২-০২-২০১৭ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১৪৫
শেয়ার মূলধন : ৪,৩৩,৬০০ টাকা
সঞ্চয় মূলধন : ৭,৯৬,৬২৫ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১২,৩০,১২৫ টাকা
বিনিয়োগের পরিমাণ : ১০,০০,০০০ টাকা
কর্মসংস্থান : ২৫ জন

আমিন বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : আটোয়ারী
জেলা : পঞ্চগড়

পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার ধামোর ইউনিয়ন এর পাশেই একটি ছোট বাজার। বাজারে রয়েছে ছোট ছোট দোকান। আর এই দোকানের মানুষগুলো তাদের সামান্য পুঁজি নিয়ে তাদের সংসার পরিচালনা করে থাকে। তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের তাগিদে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে "আমিন বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ"।

যেভাবে শুরু

ধামোর এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে জনাব মোঃ সাইফুল আলম এবং জনাব মোঃ আতাউর রহমান উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাদের উদ্যোগের সাথে আরো ১৮ জন ভুক্তভোগী যুক্ত হয়ে ২০,০০০ টাকা নিয়ে একটি ব্যবসায়ী সমিতি সংগঠিত করেন। এর ফলে খুবই অল্প দিনে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩০ জনে দাঁড়ায়। এরপর সমবায় বিভাগ হতে ১২-০২-২০১৭ তারিখে ১৯নং মূলে নিবন্ধন নেন এবং সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করে সমাধানে উদ্যোগী হন।

আর্থসামাজিক উন্নয়ন

সমিতির মূলধন প্রায় ১,২৪,২৩৫ টাকা। সমিতি সদস্যদের মাঝে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সমিতির সদস্যরা ঋণ গ্রহণ করে কেউ মুদির দোকান, কাপড়ের দোকান, খাবার হোটেল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দোকান করে অনেক সদস্য আজ স্বাবলম্বী হয়েছে। এছাড়াও সমিতিটি নিবন্ধনের পর সমবায় বিভাগ হতে সমিতির ২ জন সদস্য আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন,রংপুর এ মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেনিং নিয়ে এসে বর্তমানে তারা এই কাজ করে নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে পেরেছে।

সমিতির মূলধন ব্যবহারের ফলে সমিতির সদস্যগণ একদিকে যেমন লাভবান হয়েছেন,অন্যদিকে সমিতির মূলধনের টাকা অল্প সুদ প্রদান করে সহজেই টাকা পরিশোধ করতে পারছে। আর এভাবেই সমিতির মাধ্যমে ঐ এলাকার ব্যবসায় উন্নয়ন ঘটেছে,যা দৃশ্যমান।

সামাজিক কর্মসূচি

- সমিতির সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সমিতির কার্যালয়ে কোচিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করা হয়;
- সমিতির দরিদ্র সদস্যদের চিকিৎসা সাহায্যের জন্য সমিতির সকল সদস্য প্রতিমাসে ১০ টাকা জমা করে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। উক্ত তহবিল হতে দরিদ্র সদস্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা বাবদ ব্যয় করা হয়;
- প্রচণ্ড শীত প্রবণ এলাকা হওয়ায় সমিতির নিজস্ব তহবিল ও স্থানীয় বিত্তবানদের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়;
- ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে গরিব সদস্যদের মাঝে বস্ত্র, চিনি ও সেমাই বিতরণ করা



হয়;

- এলাকায় অনেক অসহায় মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে সাহায্য করা হয়;
- সমিতির সদস্যদের মেধাবী ছেলেমেয়েদের খাতা,কলম,বই ইত্যাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এ পর্যন্ত সমিতিতে কোনো অসমবায়ী প্রবেশ করতে পারেনি এবং সমিতিটি দিনদিন উন্নতি করছে। এই সমিতির সফলতার কারণে উল্লিখিত বিষয়গুলো আটোয়ারী উপজেলায় অন্য সমবায় সমিতিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে।



সমিতির বর্তমান অবস্থা

সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৪৫ জন এবং সমিতির মূলধনের পরিমাণ ১২,৪৬,২৩৫ টাকা। এর মধ্যে সমিতি অফিসঘর জামানত বাবদ ৫ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ১ লক্ষ টাকা এবং সমিতির সদস্যদের কৃষি, হস্তশিল্প, গাভি পালন, মৎস্যচাষ ও ব্যবসার কাজে প্রায় ১১,৫০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান এবং সমিতির ব্যাংক হিসেবে ২০,০০০ টাকা রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সমিতির মাধ্যমে ধামোর এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন করা; শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা; চিকিৎসার জন্য ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা; নারীদের আর্থসামাজিকভাবে উন্নয়ন করা; ব্যবসায়ী কাজে পণ্য পরিবহনে ট্রাক ক্রয় করা। পরিশেষে,ব্যবসা ও এলাকার উন্নয়ন এবং শান্তি সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমবায়ের কোনো বিকল্প নেই,যার বড় উদাহরণ "আমিন বাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ"। এলাকার উন্নয়নের জন্য এই সমিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।





নিবন্ধন নং : ৩৪
তারিখ : ১৮-৪-২০১৬ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৭০ জন।
শেয়ার আমানত : ২৫,৫৪,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩৩,১৯,৩০০
মূলধনের পরিমাণ : ৫৮,৭৩,৩০০ টাকা

সোভা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড

উপজেলা : আটোয়ারী
জেলা : পঞ্চগড়

পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলা একটি প্রত্যান্ত অঞ্চল। এই উপজেলার শতকরা ৯৫ ভাগই কৃষক এবং হলুদ,মরিচ,জিরা,ধনিয়া উৎপাদনে একটি উদ্বৃত্ত উপজেলা। এই উপজেলার কৃষকগণ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখলেও তাদের কোনো ভাগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণে কৃষকগণ উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করতে পারতেন না। এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে আটোয়ারী উপজেলার "সোভা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড"।

আটোয়ারী উপজেলার কৃষকদের উক্ত সমস্যা সমাধানে জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ এগিয়ে আসেন। তিনি আটোয়ারী উপজেলার ব্যবসায়ীদের নিয়ে ২০১৬ সালে একটি সমিতি গঠন করেন। প্রথমে তিনি সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় করে মূলধন গঠন করেন। এরপর সমবায় বিভাগ হতে সোভা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড নামে একটি সমিতি নিবন্ধন নেন। যার নিবন্ধন নং : ৩৪, তারিখ : ১৮-৪-২০১৬। এরপর সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্য প্রদানের জন্য সমিতি হতে উদ্যোগ নেয়ার জন্য আহ্বান জানান। সে পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, স্থানীয় কৃষকদের নিকট হতে তাদের উৎপাদিত পণ্য সমিতির মাধ্যমে বাজারজাত করলে সমিতি এবং কৃষক উভয়ে লাভবান হবে।

প্যাকেটজাত পণ্য উৎপাদন

বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয় ২৫ জন বেকার মহিলা ও পুরুষকে হলুদ,মরিচ,জিরা,ধনিয়া প্যাকেটজাতকরণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত ২৫ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্থানীয় কৃষকদের নিকট হতে হলুদ, মরিচ, জিরা, ধনিয়া ক্রয় করেন। উক্ত পণ্য সমিতির ঘরে প্রসেসিং করে তারপর প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করা হয়। সমিতির এই প্যাকেটজাত পণ্য গুণগতমান ভালো হওয়ার কারণে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। বর্তমানে স্থানীয় কৃষকগণ ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন।

নার্সারি স্থাপন

আটোয়ারী উপজেলায় কোনো নার্সারি না থাকায় স্থানীয় জনগণ আটোয়ারী হতে ২২ কি.মি. দূর পঞ্চগড় জেলা শহর হতে তাদের প্রয়োজনীয় গাছ ক্রয় করতে হতো। এতে করে স্থানীয় জনগণের সময়,খরচ ও যাতায়াত বেশি করতে হতো। বিষয়টি অনুধাবন করে সমিতি হতে ৭০ শতক জমির উপর একটি নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত নার্সারিতে ৭০ হাজার মেহগনি, পেয়ারা, জলপাই, আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, সুপারি, বাদামি, আকাশমনি, নিম, আমলকি, হরতকি, বয়েরা, অর্জুন, তাল ও বিভিন্ন জাতের ফুলের চারা রয়েছে। উক্ত নার্সারি স্থাপনের ফলে স্থানীয় জনগণ সহজে গাছের চারা পেয়ে খুশি এবং স্থানীয়ভাবে ব্যাপক গাছ লাগানোর কারণে পরিবেশের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে,যা

দৃশ্যমান।

ধানের বীজ উৎপাদন

স্থানীয় কৃষকগণ সঠিক ধানের বীজ না পাওয়ায় প্রায় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো এবং অনেক সময় ধানের বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে খুজে পাওয়া যেত না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সমিতি হতে ১০ জন কৃষককে আইজিএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এরপর কৃষি বিভাগের বীজ প্রত্যয়ন কেন্দ্র হতে অনুমতি নিয়ে বোরো-২৮,২৮,৫৮,৮১ ও ৮৯ ধানের বীজ উৎপাদন করে। চলতি মৌসুমে ২৪,০০০ কেজি ধানের বীজ উৎপাদন করে স্বল্প মূল্যে স্থানীয় কৃষকদের নিকট বিক্রি করা হয়েছে। এতে করে স্থানীয় কৃষকগণ লাভবান হয়েছেন।



নারী উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

এলাকার বেকার মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সমিতির একটি নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ২৫ জনের একটি ব্যাচ করে এ পর্যন্ত মোট ৩৬টি ব্যাচে মোট ৯০০ জন নারীকে সেলাই, পুঁথির কাজ, ব্লক,বাটিক ও কারচুপির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের প্রদানের পর প্রশিক্ষণার্থীদের সমিতি হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হয়। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পণ্য সমিতির মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে ৯০০ জন নারী আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।



প্রতিবন্ধী স্কুল প্রতিষ্ঠা

সমিতির উদ্যোগে একটি প্রতিবন্ধী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উক্ত স্কুলে বর্তমানে ২২০ জন শিক্ষার্থী এবং ২২ জন শিক্ষক ও কর্মচারী রয়েছে। যা এলাকায় ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে।

সামাজিক কর্মসূচি

- সমিতি হতে সমিতির সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করা হয়।
- প্রচণ্ড শীত প্রবণ এলাকা হওয়ায় সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।
- গরিব অসহায় রোগীর চিকিৎসা বাবদ অনুদান প্রদান করা।
- গরিব অসহায় মেয়েদের বিয়েতে সাহায্য করা।
- স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করা।

সমিতির বর্তমান অবস্থা

সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭০ জন। শেয়ার আমানত ২৫,৫৪,০০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৩৩,১৯,৩০০ এবং সমিতির মূলধনের পরিমাণ ৫৮,৭৩,৩০০ টাকা। যা সমিতির বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

"সোভা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড"-এর উদ্যোগে স্থানীয় কৃষকদের হলুদ, মরিচ, জিরা, ধনিয়া প্যাকেটজাত করার ফলে একদিকে তারা ন্যায্যমূল্য পেয়েছেন, অন্যদিকে স্বল্পমূল্যে ধানের বীজ সরবরাহ করায় কৃষকদের উন্নয়ন, নার্সারি স্থাপনের ফলে পরিবেশ উন্নয়ন, প্রতিবন্ধী স্কুল প্রতিষ্ঠা, নারী উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের ফলে আটোয়ারী উপজেলার আর্থসামাজিক ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। এতে করে স্থানীয়ভাবে সমবায় বিভাগের ব্যাপক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।



নিবন্ধন নং :
সদস্য সংখ্যা : ৪২০ জন
শেয়ার মূলধন : ৩৫,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৯,৯০,০০০ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ১০,০৫,০০০ টাকা।

পল্লি কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : বোদা
জেলা : পঞ্চগড়

'আমরা টেকসই উন্নয়নে বিশ্বাসী" এই স্লোগানকে মনে ধারণ করে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় পল্লি কৃষি সমবায় সমিতির কিছু দরিদ্র ব্যক্তিদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠনভিত্তিক পরিকল্পিত জীবন লক্ষ্যে সমিতির সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে সদস্যের এবং সমষ্টিগতভাবে সমিতিকে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলে সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

পল্লি কৃষি সমবায় সমিতির লিঃ এর মাধ্যমে ৬০ জন সদস্যকে একটি করে বৃক্ষরোপণ করার জন্য প্রদান করা হয়। প্রতি বছর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহটি বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ হিসেবে উদযাপিত হয়। তাছাড়া, ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০-০৬-২০১৯ তারিখ সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর অর্থাৎ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তার বক্তব্যে দেশের প্রত্যেককে কর্মস্থল ও বাসস্থানের আশেপাশে গাছ লাগানোর আহব্বান জানিয়ে প্রত্যেকের সন্তানদের পরিবেশবাদী কাজ শেখানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য বৃক্ষরোপণ সুরক্ষা ও বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক পড়েছে। তাই বৃক্ষারাজি তথা বনভূমির যথাযথ সংরক্ষণের জন্য আমাদের সকলেরই সচেতন হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই পেক্ষাপটে বৃক্ষের চারা সংগ্রহ ও রোপণের অভিযান চালিয়ে বাড়ির আঙিনায় স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের চারপাশে গাছ লাগিয়ে বনায়ন কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য সকলকেই একযোগে এগিয়ে আসার কোনো বিকল্প নেই। আর এর ফলে সকল স্তরের মানুষের জীবন হবে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ। তাই সকলের মুখে ধ্বনিত হোক-"লাগাব বৃক্ষ, তাড়াব দুঃখ।" "চলো সবাই গাছ লাগাই, নইলে জীবন রক্ষা নাই।"

পঙ্গু ও দুস্থ অসহায় মানুষের পাশে আমরা

বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম অধিকার ও সম মর্যাদা প্রদানে বদ্ধপরিকর। ২০০১ সালে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানে ১৫,১৭,২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম সুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তাই আমরা দুই জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা প্রদান করি। (১) মোঃ আমিনুর ইসলাম, (২) মোছাঃ সুমাইয়া বেগম। সমিতির মাধ্যমে ১৫০ জন দরিদ্র সদস্যদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

সমিতির আর্থিক অবস্থা

পল্লি কৃষি সমবায় সমিতির লিঃ এর শেয়ার এর পরিমাণ ৩৫,০০০ টাকা, সঞ্চয়

আমানতের পরিমাণ ৯,৯০,০০০ টাকা। কার্যকরী মূলধন ১০,০৫,০০০ টাকা। ঋণ বিতরণ ১৩,৭০,০০০ টাকা। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৪২০ জন। নারী ৩১০ জন ও পুরুষ ১১০ জন।

গ্রামীণ মসজিদ ও মন্দিরের উন্নয়নমূলক কাজ
সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামীণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। যেমন : ক) গিদাল পাড়া জামে মসজিদ (দুই বানটিন),খ) দেবীগঞ্জ চর ঢাকাইয়া পাড়া জামে মসজিদ (এক বানটিন),গ) সাকোয়া কেন্দ্রীয় সর্বজনীন দুর্গা মন্দির (সিমেন্ট ৩ বস্তা),ঘ) শ্রী শ্রী হর মহেশ্বরী শ্মশান মন্দির (দুই বস্তা সিমেন্ট) ও রাস্তাঘাট সংস্কার।

সামাজিক কর্মসূচি

- সদস্যগণের স্বার্থে সমাজকল্যাণমূলক, শিক্ষামূলক, জনহিতকর ও অন্যান্য কার্যক্রম সমবায় সমিতি আইন ও বিধি আলোকে গ্রহণ করা হয়।
- সদস্যগণকে সঞ্চয় করার অভ্যাস ও সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করতে এবং স্বাবলম্বী হতে উৎসাহ দেওয়া এবং সঞ্চয় এর মাধ্যমে তহবিল গঠন করা হয়।
- সদস্যগণকে সমবায় নীতি আদর্শবিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠনভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
- ব্যক্তিগতভাবে সদস্যগণকে এবং সমষ্টিগতভাবে সংগঠনকে অর্থনীতি ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে মূলধন সংগঠিত করা ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- সদস্যগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়ন ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- উৎপাদনশীল কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, ক্ষুদ্র ও বৃহত্তর শিল্পকারখানা স্থাপন এবং জাতীয় শিল্পায়ন ও পুঁজি বিনিয়োগে ভূমিকা রাখা।
- বেকারত্ব দূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পেশাভিত্তিক অর্থকরী বাণিজ্যিক ও উৎপাদনমুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
- মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ী কার্যে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমে ও প্রকল্পের বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে মূলধন সংগ্রহ করা।



- সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষা স্বাস্থ্য রক্ষা নিশ্চিত করা এবং আবাসিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- স্থানীয় সরকার আধা-সরকারি,বে-সরকারি সমাজকল্যাণ শিক্ষা ও জনহিতকর সংগঠন বা অন্য কোনো সমবায় সমিতির সহযোগিতায় কিংবা স্ব উদ্যোগে নিরক্ষতা দূরীকরণ, পরিকল্পিত পরিবার গঠন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সাধন জাতীয় পশু সম্পদে উন্নয়ন সংরক্ষণ সম্পদের এবং পরিবেশ গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং এতদউদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
- জাতীয় আঞ্চলিক পর্যায়ে শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় সমবায় সংগঠনের সাথে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন করে জাতীয় সমবায় আন্দোলন সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।
- অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে সমবায় আদর্শ ভিত্তিক স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সাহয্য সহযোগিতার উৎসাহ দেওয়া ও সুষ্ঠ পরিবেশ গড়ে তোলা।
- সদস্যগণের মধ্যে সমবায় শিক্ষা ও সমবায় নেতৃত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রচারণা ও সম্প্রসারণ কাজ চালু করা।
- সরকারি পতিত জমি মজা পুকুর ইত্যাদি লিজ, ইজারা বা বন্দোবস্ত গ্রহণের মাধ্যমে গৃহায়ন কর্মসূচি গ্রহণ উন্নতর পদ্ধতিতে চাষাবাদ, মৎস্যচাষ ও হ্যাচারি স্থাপন করা।

উপসংহার
পরিশেষে বলা যায় সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য সমিতির কার্যালয়ে স্থানীয়ভাবে কালেকশন পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। সমিতির সদস্যগণদের উৎপাদিত ফসলাদি উক্ত কালেকশন পয়েন্টে নিয়ে আসে। সমিতির নিয়োগকৃত কর্মচারী উক্ত পণ্য বহন করে দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করেন। এই ব্যবস্থার ফলে সমিতির সদস্যগণ ফসলের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন। আমি সমিতির উত্তরোত্তর ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনা করি।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- চা-বাগান স্থাপন করা।
- পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজ করা।
- নারী-পুরুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।
- সেবা, স্বাস্থ্য ও ক্লিনিক স্থাপন করা।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করা।



নিবন্ধন নং : ০২
তারিখ : ০১-৭-২০১৯
সদস্য সংখ্যা : ১৫১ জন
শেয়ার মূলধন : ৩৫,০০০ টাকা
সঞ্চয় মূলধন : ৯,৯০,০০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১০,০৫,০০০ টাকা
বিনিয়োগের পরিমাণ : ১৩,৭০,০০০ টাকা
কর্মসংস্থান : ৩০ জন

সাঁকো ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : বোদা
জেলা : পঞ্চগড়

"আমরা টেকসই উন্নয়নে বিশ্বাসী" এই স্লোগানকে মনে ধারণ করে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় সাঁকো ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির কিছু দরিদ্র ব্যক্তিদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠনভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনের লক্ষ্যে সমিতির সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে সদস্যের এবং সমষ্টিগতভাবে সমিতিকে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলে সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উভয় পরিবেশের জন্য অণুজীব ও জীব প্রতিটি উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভৌতরাসায়নিক ও ভৌগোলিক কারণে এ উপাদানগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির ব্যাপক পরিবতন ঘটলে মাত্রাতিরিক্ত পরিবেশের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং পরিবেশ দূষণ হয়।

পরিবেশ রক্ষায় গাছপালার ভূমিকা যে সর্বাধিক তা বলাই বাহুল্য। জীবন জগতে খাদ্য বা শক্তির যোগান উদ্ভিদ, নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে, অন্য কোনো প্রাণী নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না। সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ কার্বোহাইড্রেট বা গ্লুকোজ নামক মৌলিক খাদ্য উপাদান প্রস্তুত করে। তারপর পর্যায়ক্রমে তার রূপান্তর ঘটে এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে স্থানান্তরিত হয়ে শক্তির যোগান দেয়। প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শক্তির জন্য উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল, তা সে মাংসাশী হোক বা নিরামিষাশিই হোক। তাই উদ্ভিদ হলো উৎপাদক আর বাকি সব প্রাণীই ভক্ষক। এককথায় উদ্ভিদ ছাড়া এ পৃথিবীতে জীবন অকল্পনীয়।

মুজিববর্ষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে-"সবুজে বাঁচি,সবুজ বাঁচাই,নগর-প্রাণ-প্রকৃতি সাজাই" স্লোগানকে বুকে ধারণ করে সাঁকো ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ বোদা শাখার উদ্যোগে সমিতির সদস্যদের মাঝে চারা বিতরণ, রোপণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ২০২০ এর শুভ সূচনা করা হয়।

পরিবেশ দূষণ রোধে আমাদের করণীয়

বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ রোধ ও সুরক্ষায় অনেক উন্নত দেশের চেয়েও ভালো আইনকানুন আছে, এমনকি পরিবেশ আদালতও রয়েছে। সংবিধানেও পরিবেশ সুরক্ষার কথা বলা আছে। এখন যেটা সবচেয়ে জরুরি দরকার,সেটা হলো জনসচেতনতা। যার-যার আচরণে পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিবেশ রক্ষায় কেবল আইনকানুনই যথেষ্ট নয়। মানুষকে সচেতন ও তাদের উদ্বুদ্ধ করা না গেলে সরকারের একার পক্ষে পরিবেশ দূষণ রোধ তথা রক্ষা করা যাবে না।

পরিবেশ দূষণ রোধ করা অত্যন্ত জরুরি। পরিবেশ দূষণ প্রতীকার করার জন্য সাঁকো ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলো হচ্ছে গণমাধ্যমে বিপন্ন পরিবেশের ভয়াবহতা সম্পর্কে বেশি বেশি

প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে,গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে,কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে,বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে,পশুপাখির মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে,ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে,প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদান ও সম্পদের সংরক্ষণ, সঠিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে,পলিথিন ব্যবহার বন্ধ করতে হবে,জ্বালানি হিসেবে কাঠ কয়লা তেল ব্যবহার বন্ধ করতে হবে,জনবসতিপূর্ণ স্থানে ইটভাটা বন্ধ করতে হবে ও ইটভাটা অবশ্যই পরিবেশ বান্ধব হতে হবে,পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে ইত্যাদি।

পরিবেশ দূষণ রোধ করার দায়িত্ব সকলের। যারা পরিবেশ দূষণে যুক্ত হচ্ছেন,তাদেরকে শাস্তির কাঠগড়ায় নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিবেশ দূষণ মুক্ত করা সম্ভব।

আলোকিত মানুষের প্রত্যাশায়

"আলোকিত মানুষের প্রত্যাশায়" স্লোগান নিয়ে সামাজিক সংগঠন সাঁকো ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর পক্ষ থেকে সমিতির সদস্য হতদরিদ্র সন্তানদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। গত ০২/০৯/২০২০ খ্রি. তারিখে রোজ বুধবার সাঁকো ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির অফিস কক্ষ্ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা মোতাবেক সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। সাঁকো ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি শিক্ষা বৃত্তি ২০২০ সালের এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় জিপিএ ৫ উত্তীর্ণ মোট ১০ জন গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ১,০০০ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

এ সময় সাঁকো ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর পক্ষ থেকে সংগঠনের সভাপতি ও ম্যানেজার বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির নগদ টাকা প্রদান করেন।

কোভিড-১৯ এ আমাদের অর্থিক সহযোগিতা

বাংলাদেশে সমবায় সমিতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমবায় সমিতি কাজ করে থাকে। বাংলাদেশের অনেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ঈর্ষণীয় সাফল্যের সাথে সমবায় সমিতির ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে দেশকে পুনর্গঠনেও সমবায় সমিতির কাজ সারা বিশ্বে প্রশংসা পেয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগেও সাফল্যের সাথে ভূমিকা রেখেছে। সমবায় সমিতি তথা বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে



তুলেছেন। যাই হোক,যেকোনোও ধরনের মানবিক বিপর্যয়ে সমবায় সমিতি এগিয়ে আসবে তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে এটাই স্বাভাবিক।

একজন সমাজকর্মী সমবায় সমিতি বর্তমান কাজের ক্ষেত্রে সচেতনতার কাজের ব্যাপারে বেশ গুরত্ব দেওয়ার কথা বলে।

"সমবায় সমিতি প্রথমে যে কাজটি ভালোভাবে করতে পারে সেটি হলো জনগণকে সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে সচেতন করে তোলা। সমবায় সমিতির বিশাল কর্মী বাহিনী একেবারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে।"ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহক বিশেষ করে যারা গরিব তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা।

করোনাভাইরাস পরবর্তী প্রভাব মোকাবিলায় সমবায় সমিতির একটা বড় ভূমিকা থাকবে বিশেষ করে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে। যে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মন্দার দিকে আমরা যাচ্ছি সেটা মোকাবিলার জন্য আত্মকর্মসংস্থানের কোনো বিকল্প থাকবে না। সমবায় সমিতি করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় দরিদ্র মানুষের ক্ষুধা নিবারণে অনেক কাজ করতে হয়েছে। সাঁকো ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি তাদের কর্মী বাহিনী নিয়ে এলাকার হতদরিদ্র মানুষেরে মাঝে এবং সমিতির সদস্যদের মাঝে ৫ কেজি চাল, ১ কেজি আলু ও ১ লিটার সোয়াবিন তেল এবং যারা করোনায় আক্রান্ত তাদের মাঝে মাস্ক, লেবু বিতরণ করে।

নারীনির্যাতন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয়

পুরুষ শাসিত এ সমাজের একটি বিশাল ব্যাধি 'নারীনির্যাতন'। সমাজ ও সভ্যতা যত এগিয়ে যাচ্ছে,ততই যেন এ প্রবণতা বেড়ে চলেছে। মানুষ যতই সচেতন হচ্ছে,ততই নারীনির্যাতনের ক্ষেত্রে তাদের অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাচ্ছে; বৃদ্ধি পাচ্ছে উদাসীনতা।

দারিদ্র্য,বেকারত্ব ও অশিক্ষাসহ নানা কারণে নির্যাতিত হচ্ছে নারীরা। যৌতুকের দাবি মেটাতে না পেরে অসংখ্য নারীর জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, তালাকসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদ্যমান আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগ নেই। তাছাড়া এসব আইন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ সচেতনও নয়।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, পৃথিবীব্যাপী এসব সহিংসতার শিকার হয়ে প্রতি বছর অসংখ্য নারীর মৃত্যু হচ্ছে। কারণ তারা মুখ ফুটে কথা বলতে পারে না,তাদের কথা বলতে দেওয়া হয় না। নির্যাতিত হওয়ার পর তাদের থাকতে হয় চাপের মুখে।

দেখা যায় সমাজের শিক্ষিত, সচেতন ও প্রভাবশালী মানুষ দ্বারাই নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা বেশি ঘটছে। তার চিত্র সম্প্রতি আমরা দেখতে পেয়েছি। সারা বিশ্বে যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীরা একটি প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। এ নিয়ে পৃথিবীব্যাপী সৃষ্টি হয়েছিল আলোড়ন। এ আন্দোলনের নাম দেয়া হয়েছিল মি টু। কিন্তু কতখানি ফলপ্রসূ এ আন্দোলন? প্রশ্ন থেকেই যায়। সফলতা পাওয়া গেলেও তা সম্পূর্ণ কি? সঠিক উত্তর পাওয়া কষ্টসাধ্য। বরং দেখা যাচ্ছে,নির্যাতনকারীরা প্রভাব ও প্রতিপত্তির কারণে অপরাধ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে। নারীর ওপর পুরুষের অবিরাম ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে সাম্প্রতিককালে এ ধরনের নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে চলেছে।

আগামী প্রজন্মের সুস্থভাবে বেড়ে উঠা এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতেও বাল্যবিবাহ একটি বড় বাধা। বাল্যবিবাহের শিকার ছেলে ও মেয়ের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদনের মতো মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। দেশে



প্রচলিত আইন অনুযায়ী পুরুষের ক্ষেত্রে ২১ বছর পূর্ণ এবং নারীর জন্য ১৮ বছর পূর্ণ না হলে তা বাল্যবিবাহ বলে গণ্য হয়। অর্থাৎ বর-কনে উভয়ের বা একজনের বয়স বিয়ের দ্বারা নির্ধারিত বয়সের চেয়ে কম বয়সে হলে তা আইনে বাল্যবিবাহ বলে চিহ্নিত। বাল্যবিবাহ একদিকে আইন এবং সংবিধানের লংঘন। জনসংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রাপ্তবয়সে বিবাহ সুবিধা জনক। ভবিষ্যৎ সন্তানের মা যিনি হবেন,তাকে অবশ্যই পরিপূরক হতে হবে।

বাল্যবিবাহের কুফল ও প্রভাব

- নারী শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া ছাড়াও বাল্যবিবাহের কারণে মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মা হতে গিয়ে প্রতি ২০ মিনিটে একজন মা মারা যাচ্ছেন। গর্ভপাতের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়। প্রতি বছর গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবকালীন সমস্যার কারণে কমপক্ষে ৬০ হাজার বাল্যবধূ মারাও যায়।
- প্রতি ঘণ্টায় মারা যাচ্ছে একজন নবজাতক। নবজাতক বেঁচে থাকলেও অনেক সময় তাকে নানা শারীরিক ও মানসিক জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়।
- বাল্যবিবাহের প্রথম শিকার হয় শিশু, দ্বিতীয় শিকার নারী এবং তৃতীয় শিকার সমাজ। কম বয়সে মা হওয়ার কারণে মা ও গর্ভের সন্তানের শরীরে রক্তশূন্যতাসহ নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। বাল্যবিবাহের পরিণতিতে শুধু শিশু,অল্প বয়সি নারী বা তার পরিবারই আক্রান্ত হয় না, এতে দেশ হয় অপুষ্টি ও দুর্বল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উত্তরাধিকারী। অপ্রাপ্তবয়স্ক মা প্রতিবন্ধী শিশু জন্মদান করতে পারে।
- বাল্যবিবাহ শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি করে না, পারিবারিক, সামাজিক এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধনেও সহায়ক হয়। বাংলাদেশে জন্মহার হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে প্রধান দুটি অন্তরায় হলো বাল্যবিবাহ ও অল্প বয়সে সন্তানধারণ। ফলে অগ্রিম একটি জাতি জন্মগ্রহণের ফলে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বাল্যবিবাহের ফলে বিবাহবিচ্ছেদের আশঙ্কা তৈরি হওয়া ছাড়াও নানা পারিবারিক অশান্তি দেখা দেয়।
- স্কুল-কলেজ গামী ছাত্রছাত্রীদের হ্রাস করে। বাল্য বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে মেয়েরা পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।
- প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় বিবাহিত কিশোরীরা বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি মানসিক সমস্যার কবলেও পড়ে। শারীরিক গঠন পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগেই বিয়ে অতঃপর সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে বাল্যবধূরা পুষ্টিহীনতায় ভোগে। অপুষ্টির মধ্যে শারীরিক নানা উপসর্গ দেখা দেওয়া সত্ত্বেও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে গর্ভবতী হয় সে। তা ছাড়া গর্ভধারণের বয়সে উন্নীত হওয়ার আগেই অল্প বয়সি বালিকাদের বিয়ে দিলে পরবর্তী সময়ে যে গর্ভসঞ্চার হয়, তা নবজাতক ও মা উভয়ের জন্যই বিপজ্ জনক ও ক্ষতিকর হতে পারে।
- স্বামী, সংসার, শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে বুঝে উঠার আগেই সংসার এবং পরিবারের ভারে আক্রান্ত হয়। অন্যদিকে শ্বশুরবাড়ির থেকেও তার উপর চাপের সৃষ্টি হয়, শুর হয় অশান্তি,পারিবারিক কলহ এবং সর্বোপরি পারিবারিক নির্যাতন।
- অপরিণত বাড়ন্ত পুষ্টিহীন শরীরে বেরে উঠে আরেকটি অনাগত ভবিষ্যৎ অপুষ্টিগত অভিশাপের বোঝা নিয়ে। বেড়ে চলে মা ও নবাগত শিশুর জীবনের ঝুঁকি।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয়

একটু ভাবুন, আমি আপনি পরিশীলিত মূল্যবোধ নিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজের জন্য কতটুকু কাজ করছি? কতটুকু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারছি? কতজন অসহায় নারী শিশুর পাশে দাঁড়াতে পারছি? আমি আপনি যদি সবাই সচেতন হই তাহলে একটি কন্যা শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে। দেশে মা ও শিশুর অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আমাকে ও আপনাকে আমাদের সবাইকে

এগিয়ে আসতে হবে। আপনার সদিচ্ছাই পারে বাল্যবিবাহ রোধ করতে। আপনার লিখিত বা মৌখিক আবেদন অথবা সংবাদের ভিত্তিতে একজন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার অফিসার ইনচার্জ,কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি বাল্যবিবাহ বন্ধ সহ আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বাল্যবিবাহ রোধকল্পে ১০৯ কিংবা ৯৯৯ ফোন করে যেকোনো বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত তথ্য আপনার পরিচয় গোপন রেখে আপনি প্রশাসনকে প্রদান করতে পারেন।

বাল্যবিবাহ সংকুচিত করে দেয় নারীর পৃথিবী। উঠান বৈঠক এবং সামাজিক সচেতনতা আর সম্মিলিত প্রচেষ্টাই কেবল বাল্যবিবাহ রোধ করে একটি কন্যাশিশুকে অধিকারসচেতন নারী কিংবা দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নারী নিজেই সচেতন হয়ে উঠেছেন। নারী নিজেই যখন বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন,তখন এ ঘৃণ্য অভিশাপ থেকে নিশ্চিতভাবে কন্যাশিশুরা মুক্তি লাভ করবে। যখন দেশ,জাতি,রাষ্ট্র ও সমাজ এ বিষয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে,তখন বাল্যবিবাহের আড়ষ্টতা থেকে নারীরা বেরিয়ে আসবেন এ প্রত্যাশায় বাল্যবিবাহ রোধে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। একজন নারীর সদিচ্ছাই পারে বাল্যবিবাহ রোধ করতে। বাল্যবিবাহ রোধে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে সচেতনতা ও শিক্ষা। কেননা যখন সবাই সচেতন হবে তখন বাল্যবিবাহ রোধে সবাই ভূমিকা রাখতে পারবে। এছাড়া শিক্ষা হলো নারীদের জন্য অপরিহার্য। শিক্ষিত নারী-ই পারে সমাজের সকল অনিয়মেয় বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। নারীরা যখন তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেতন হবে তখন আশেপাশের মানুষগুলো নড়েচড়ে বসবে। কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে তারা ভাববে। এখন সময় এসেছে নারীদের নিজেদের অধিকার বুঝে নেয়ার। বাল্যবিবাহ রোধে নারীদেরকেই কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। পরিবারে বোঝা না হয়ে নিজেকে শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করতে হবে। সর্বোপরি বাল্যবিবাহ রোধে নারীদেরকেই কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। পরিবারে বোঝা না হয়ে নিজেকে শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হতে হবে। মোটকথা বাল্যবিবাহ বন্ধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সচেতন করতে হবে পিতামাতাকে তাহলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা যাবে।

আত্মকর্মসংস্থান

কোনো দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মূল শক্তি হচ্ছে সেই দেশের দক্ষ কর্মক্ষম ও সুশৃঙ্খল জনশক্তি। আর এ জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো দেশের যুব সমাজ। বাংলাদেশ একটি জনবহুল ও দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ। এদেশে যুব বেকারত্বের হার প্রকট এর অন্যতম কারণসমূহের মধ্যে কর্মমুখী শিক্ষার অভাব,কারিগরি জ্ঞানের অভাব,বিনিয়োগের অভাব,যেকোনো পেশা গ্রহণে অনীহা উল্লেখযোগ্য। যুব জনগোষ্ঠীর এ সমস্যা নিরসনকল্পে সাঁকো ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ প্রশিক্ষণ, ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি, ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বেকার ও পশ্চাদপদ যুব জনবলকে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরিতে যুব প্রশিক্ষণ ও ঋণ কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে।

- কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন,সময় : ৩০ দিন, স্থান : ডটনেট কম্পিউটার সেন্টার
- পারিবারিক হাঁস-মুরগি পালন, সময় : ৭ দিন, স্থান : সাঁকো ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি
- ছাগল পালন, সময় : ৭ দিন, স্থান : সাঁকো ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি
- সেলাই প্রশিক্ষণ, সময় : ৩০ দিন, স্থান : ডটনেট কম্পিউটার সেন্টার
- মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদন, সময় : ৭ দিন, স্থান : ডটনেট কম্পিউটার সেন্টার

ভিশন এবং মিশন

"সাঁকো ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ কে একটি টেকসই সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলা"

- ২০২০ সালের মধ্যে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় প্রতিটি গ্রামে একটি করে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি নিবন্ধন করা ও গ্রামভিত্তিক আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।
- ২০২১ সালের মধ্যে বোদা উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়নে একটি সমবায় বাজার সমিতি প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা এবং কৃষকের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও জনগণের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী ন্যায্যমূল্যে সাধারণ জনগণের হাতে পৌঁছে দেওয়া।
- কৃষকের উৎপাদিত ভোগ্যপণ্য সরাসরি বাজারজাত করা এবং মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল, মুনাফাখোর ব্যতিরেকে দ্রব্যমূল্যে ন্যায্যমূল্যে জনগণের হাতে পৌঁছে দেওয়া।
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে জনসাধারণ অধ্যুষিত এলাকায় সমবায় স্টল নির্মাণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সমবায়ের মাধ্যমে সমাজে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ও বেকারত্ব দূরীকরণে ভূমিকা রাখা।
- উদ্যোক্তা সৃষ্টি।
- শিল্প স্থাপন।
- সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।
- কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি।
- দেশের লুপ্তপ্রায় কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে পুনরুজ্জিবিত করে উক্ত শিল্পসমূহকে সক্রিয় করা ও জনগণের মাঝে জাতীয়ভাবে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিত করা।



মূল নিবন্ধন নং : ১৯
তারিখ : ২৮/০৩/২০১১ খ্রি.
সংশোধিত নিবন্ধন নং : ১৮
তারিখ : ০২/০৬/২০১৫
সদস্য সংখ্যা : ১৫০
কর্মসংস্থান : ৮৯ জন।
শেয়ার মূলধন : ৪০,৮০০ টাকা
সঞ্চয় মূলধন : ৩,৫২,০৫,১১৯ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৩,৬৪,০০,০০০ টাকা
বিনিয়োগের পরিমাণ : ৩,৬০,০০,০০০ টাকা

করতোয়া বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : দেবীগঞ্জ
জেলা : পঞ্চগড়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পঞ্চগড় জেলার সর্বত্রই সমতল ভূমিতে চা-চাষ হচ্ছে। এক্ষেত্রে পঞ্চগড় জেলার সমবায় সমিতিগুলোও পিছিয়ে নেই। তেমনই চা-চাষে সফল একটি সমবায় সমিতির নাম "করতোয়া বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ"।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট

পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার সোনাপোতা একটি অবহেলিত গ্রাম। ঐ গ্রামের জনাব মোঃ কাজিম উদ্দীন ঢাকায় চতুর্থ শ্রেণির সরকারি চাকরি (গাড়ি চালক পদে) করতেন। কিন্তু পারিবারিক সমস্যা জনিত কারণে ঢাকায় চাকরি করা সম্ভব হয়নি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে এসে একটি "ইট ভাটা" স্থাপন করার জন্য তিনি স্থানীয় ২৫ জনকে নিয়ে মূলধন গঠন করে ২০১১ সালের ২৮/০৩/২০১১ তারিখের ১৯ নং আদেশ মূলে "করতোয়া বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ" নিবন্ধন নেন এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে "ইট ভাটা" স্থাপন করেন। কিন্তু কয়েক বছর ইট ভাটায় কাঙ্ক্ষিত লাভ না হওয়ায় সমিতির সদস্যগণ সমিতির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এই সময় "সমবায় বিভাগ" হতে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের "ইট ভাটা" বিক্রি করে সমিতির মাধ্যমে অনাবাদি ও পতিত জমিতে চা চাষ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

সমবায় চা-বাগান, চা-নার্সারি ও বৃক্ষরোপণ

সমিতির ২৫ জন সদস্য চা-চাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে শুরুতেই সোনাপোতা এলাকায় ৪ একর অনাবাদি জমি লিজ নিয়ে বিভিন্ন প্রকার ১৫,০০০ বৃক্ষরোপণ, চা নার্সারি ও চা-বাগান শুরু করেন। এখান থেকে চা-চারা এবং কাঁচা চা-পাতা স্থানীয় চা-কারখানায় বিক্রি করে সমিতি অনেক লাভবান হয়। এতে করে সমিতির সদস্যগণ সমিতির প্রতি আগ্রহবোধ করেন এবং সমিতির সদস্য ২৫ জন হতে ১৫০ জন সদস্যে উন্নীত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে এলাকার প্রায় ৩০০ একর অনাবাদি ও পতিত জমি লিজ নিয়ে চা-বাগান করা হয়। উক্ত চা-বাগান হতে ব্যাপকভাবে কাঁচা চা-পাতা স্থানীয় চা-কারখানায় বিক্রি করে সমিতি লাভবান হন।

সমবায় চা কারখানা স্থাপন

পরবর্তীতে পঞ্চগড় জেলায় ব্যাপক চা-চাষ হলে স্থানীয় পর্যায়ে চা-কারখানার মালিকগণ একটি সিন্ডিকেট করে কাঁচা চা পাতা ক্রয়ের ক্ষেত্রে একদিনে যেমন ৬০ কেজি কাঁচা চা-পাতা নিয়ে গেলে ৪০ কেজির দাম দেয়া হয় অন্যদিকে বাজার দরের চেয়ে দাম কম দেয়া হয়। এতে করে সমিতি হতে উৎপাদিত কাঁচা-পাতার সঠিক ও ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় সমিতি কম লাভবান হতে শুরু করে। বিষয়টি নিয়ে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হলে সমবায় বিভাগের সরাসরি সহযোগিতায় হতে চা-কারখানা স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে চা-কারখানার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে এবং কারখানা



যন্ত্রাংশ বিদেশ হতে আনার প্রক্রিয়া রয়েছে। আশা করা যায় আগামী ৪/৫ মাসের মধ্যে চা-কারখানা চালু করা সম্ভব হবে।

সমিতির বর্তমান কার্যক্রম

বর্তমানে সমিতির মূল কার্যক্রম শেয়ার, সঞ্চয় আদায় করে মূলধন সৃষ্টি করা। গঠিত মূলধন দিয়ে সমবায় চা বাগানে বিনিয়োগের মাধ্যমে সভ্যগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করা। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫০ জন এবং চা চাষ করে এই ১৫০ জন সদস্যের আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন হয়েছে। সমিতির বর্তমানে কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৭ কোটি টাকা। অনাবাদি জমিতে চা-চাষ এর মাধ্যমে বর্তমানে সমিতির প্রায় ১০০ একর জমিতে চা-চাষ করে ১৫০ জন সমবায়ী সফল হয়েছেন। এছাড়া, সমিতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চা-বাগানে ৪০০ জন শ্রমিকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যার অধিকাংশই নারী শ্রমিক। উল্লিখিত কার্যক্রমে অত্র সমিতি সরকার/ব্যক্তি/অন্য কোনো বেসরকারি সংস্থা হতে কোনো প্রকার আর্থিক সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত সদস্যদের নিজস্ব পুঁজি,বিনিয়োগ, মেধা ও শ্রমের দ্বারা বর্তমান অবস্থানে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া সমিতি ২.৪২ একর জমি ক্রয় করে চা-কারখানা স্থাপন করার কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে কারখানার অবকাঠামো গঠিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

যেকোনো উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো যথাযথ প্রশিক্ষণ। এই উপলব্ধি থেকে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ সমিতির আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ও সকল সদস্যদের কর্ম ও উৎপাদনমুখী করার লক্ষ্যে এ সমিতির একাধিক সদস্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ চা বোর্ড,পঞ্চগড়,আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন,রংপুর ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ) হতে একাধিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যেমন :

- চা-চাষ ও বৃক্ষরোপণ
- হাঁস-মুরগি পালন
- গরু মোটাতাজাকরণ
- মৎস্যচাষ, ইত্যাদি।



ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সমিতিতে বর্তমানে আরো ৩০০ একর জমিতে চা বাগান করার পরিকল্পনা রয়েছে। ময়নামতি চা বাগান ঘেঁষে একটি লেক,ইকোট্যুরিজম পার্ক, ডেইরি-ফার্ম এবং করতোয়া নদীর উপর একটি ঝুলন্ত রেস্তোঁরা করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া,ভবিষ্যৎ তাদের নিজস্ব জায়গায় স্কুল,কলেজ,মেডিক্যাল কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

"বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-২০১৮" প্রাপ্তি

সমিতির লিজ নেয়া জমিতে বিভিন্ন প্রকার ১৫,০০০ বৃক্ষরোপণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০-৬-২০১৯ খ্রি. তারিখে "ঙ" শ্রেণি ক্যাটাগরিতে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-২০১৮" করতোয়া বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ কে প্রথম পুরস্কার প্রদান করা হয়।

উপসংহার

পরিশেষে,সমিতিটি চা চাষের মাধ্যমে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় সমবায় বিভাগের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, যুগ্ম-নিবন্ধক, উপ-নিবন্ধকসহ একাধিক উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ মাঠপর্যায়ে সমিতির কার্যক্রম সরাসরি পরিদর্শন করে গেছেন ও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে এই সমিতি আরো উন্নয়ন করবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যাক্ত করেন। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যৎ সমিতি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। সমিতির সদস্যরা শ্রম,মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে 'করতোয়া বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ' স্ব-নির্ভরতা,কর্মসংস্থান,কর্ম সম্পাদন, এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা আনয়ন ও সাধারণ মানুষকে সমবায় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা দেশের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। বর্তমানে এই সমিতিটি অনাবাদি,পতিত ও সমতল ভূমিতে চা-চাষ ও বৃক্ষরোপণে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।



নিবন্ধন নং : ০৯
তারিখ : ১৭/০৯/২০১৭ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১০১ জন
কর্মসংস্থান : ৩ জন।
শেয়ার মূলধন : ৪৩,০০০ টাকা
সঞ্চয় মূলধন : ১৩,০০,০০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১৫,০০,০০০ টাকা

সুন্দরদিঘী দাড়ারপাড় নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : দেবীগঞ্জ
জেলা : পঞ্চগড়

বর্তমান সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার সমবায় বিভাগও পিছিয়ে নেই। বর্তমান সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেমন, নারীর ক্ষমতায়ন,নারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বালম্বীকরণ, নারী নেতৃত্বের বিকাশ ও স্থানীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে দুগ্ধ উৎপাদন করে সুন্দরদিঘী দাড়ারপাড় নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ অত্র এলাকায় ব্যাপক অলোড়ন সৃষ্টি করেছে যা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট

পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার সুন্দরদিঘী ইউনিয়নের সুন্দরদিঘী দাড়ারপাড় একটি অবহেলিত গ্রাম। ঐ গ্রামের কিছু মহিলা সদস্য (১৫/২০) নিয়ে অর্চনা রানী রায়, মোছাঃ সুলতানা বেগম ও স্বর্গীয় শেফালী রানী রায় এর উদ্যোগে ২০১২ সালে ৩০০ টাকা মূলধন নিয়ে একটি মহিলা সমিতি গঠিত হয়। তারা প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি সদস্যের কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে ২০ টাকা হারে সঞ্চয় জমা করে মূলধন গঠন করতো এবং এই টাকা দিয়ে মুরগি থেকে শুরু করে ছাগল,গরু পরবর্তীতে সমিতি আবাদি জমি লিজ নেওয়া শুরু করে। পরবর্তীতে উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প দেবীগঞ্জ উপজেলায় চালু হলে এই সুযোগ সমিতি গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে সমিতিটি ঐ প্রকল্পের আওতায় নিবন্ধিত হয় এবং ১৭/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে রেজি নং : ০৯ মূলে সুন্দরদিঘী দাড়ারপাড় নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ নামে সরকারিভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে সমিতিটি অত্র এলাকায় নারীর ক্ষমতায়ন,নারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বীকরণ, নারী নেতৃত্বের বিকাশ ও স্থানীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণের ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

সমিতির কার্যক্রম

সমিতিটি প্রাথমিক অবস্থায় ১৫/২০ জন সদস্য নিয়ে শুরু হলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে/ সরকারিভাবে ২৫ জন সদস্য নিয়ে সমিতির যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০১ জন। প্রথমদিকে সমিতি সাপ্তাহিকভাবে সঞ্চয় আদায় করলেও বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় মাসেক হারে ১ জন আদায়কারীর মাধ্যমে সঞ্চয় আদায় করছে। বর্তমান সমিতির মোট মূলধন প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা।

সমিতির প্রকল্প : বর্তমান সমিতিতে ০২ উন্নয়ন প্রকল্প চলমান এবং একটি ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প, যথা-

আবাদি জমি লিজ গ্রহণ প্রকল্প

সমিতির আয়ের একটি অন্যতম উৎস/প্রকল্প হলো আবাদি জমি লিজ গ্রহণ। সমিতি আদায়কৃত শেয়ার, সঞ্চয় ও লিজকৃত জমি



থেকে আয়ের টাকা দিয়ে প্রতি বছর আবাদি জমি লিজ গ্রহণ করে। আবাদি জমি লিজ নেওয়ার সময় জমি লিজ প্রদানকারীর কাছ থেকে ৩০০ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প লিখিত আকারে জমি লিজ গ্রহণ করা হয় এবং স্থানীয় লোকজনের সাক্ষী গ্রহণ করা হয়। এই আবাদি জমি ১২ হাজার টাকা বছর চুক্তিতে সমিতির সদস্যদের মাঝে চাষাবাদ করার জন্য প্রদান করা হয়। এতে একদিকে যেমন সমিতি অর্থনৈতিকভবে লাভবান হয় অপরদিকে সদস্যরাও দু'এক কাঠা জমি আবাদ করতে পেরে খুশিতে ভরে উঠে এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। এখানে সমিতি ত্রিমুখী কল্যাণ করে থাকে যেমন, ১) জমি লিজ দাতার তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান,২) সমিতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ৩) জমি যে চাষাবাদ করে তার রুজি তথা সংসারের আয়ের উৎস বর্ধন। এই প্রকল্পে সমিতি ১৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে। প্রতি বিঘা(৩৩ শতক) ১ লক্ষ টাকা হারে মোট ১৭ বিঘা জমি লিজ/বন্ধক গ্রহণ করা আছে।

সামাজিক বনায়ন প্রকল্প

সমিতির আর একটি উন্নয়ন প্রকল্প হলো সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি। সমিতি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার পাশাপাশি প্রাকৃতি ভারসাম্য রক্ষা,প্রাকৃতি দুর্যোগ থেকে স্থানীয় মানুষসহ প্রাণীকুলকে রক্ষা,সবুজায়ন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে স্থানীয় চেয়ারম্যান এর কাছ থেকে এলাকার কয়েকটি রাস্তা লিজ নিয়ে সামাজিক বনায়ন করেছে। এই সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতে সমিতির রাস্তার দৈর্ঘ্য ৫.৫ কিমি এবং গাছের পরিমাণ ৭ হাজার। বেশি ভাগই মেহগনি কাঠের গাছ। এছাড়া রাস্তার মাঝে মাঝে কিছু ফলজ গাছ যেমন আম, জলপাই,জাম ও পেয়ারা গাছ লাগানো আছে। যার মাধ্যমে ছোট ছোট ছেলেমেয়েসহ স্থানীয় লোকজনের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করবে। এই প্রকল্পে সমিতি ৩ লক্ষ(প্রায়) টাকা বিনিয়োগ করেছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সমিতিতে সীমিত হারে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। কোনো সদস্য তাৎক্ষণিক কোনো অর্থ সংকটে পড়লে সমিতি থেকে সীমিত হারে মাসিক কিস্তিতে ১০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। সার্ভিস চার্জের হার ১৬%। এই ক্ষেত্রে সমিতি প্রায় ৩.৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে।

উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প

এই সমিতির সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। প্রকল্পের আওতায় সমিতির সদস্যগণ ঋণ গ্রহণ ও প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তারা ছোট ছোট উন্নত জাতের বকনা গরু ক্রয় করে। বয়স হলে সেই গরুকে উন্নত জাতের বীজ প্রদান করে দুগ্ধবর্তী গাভিতে পরিণত করে। এই দুগ্ধবর্তী গাভির দুধ বিক্রয় করে অনেক সদস্য অনেক লাভবান হয়েছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মোছাঃ নাজমা বেগম, মোছাঃ সবুজা বেগম, মোছাঃ মনোয়ারা বেগম, মোছাঃ রেজিয়া বেগম, মোছাঃ সাজেদা বেগম, মোছাঃ সুলতানা বেগম, অর্চনা রানী,লতা রানী,সুমি রানীসহ আরও অনেকে। এদের মধ্যে সফল সমবায়ী হিসেবে মোছাঃ নাজমা বেগম পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। এই সমবায়ীরাই এখন বেশির ভাগ পরিবারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং পরিবারের আয়ের সিংহভাগ যোগান দিচ্ছেন। ফলে একদিকে যেমন নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে অপরদিকে নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটছে। এই সমিতির আওতায় বর্তমানে ২ থেকে ২.৫ হাজার লিটার দুধ উৎপাদন হয়। এই দুধ স্থানীয় চাহিদা পূরণ করেও পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন, উপজেলা বা জেলার কিছুটা হলেও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে আসছে। এখানে অনেক দূরদূরান্ত থেকে দুধ নেয়ার জন্য গোয়াল ছুটে আসে। এছাড়াও এই ছোট ছোট খামারগুলোতে অনেক লোকের স্থায়ী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, যার মাধ্যমে খামারীসহ কর্মীর পরিবার ভালোভাবেই দিন অতিবাহিত করে। সমিতির এসব কার্যক্রম দেখার জন্য বিভিন্ন সময় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এসে পরিদর্শন করেছেন এবং এখানকার উন্নয়ন দেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বেশ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

প্রশিক্ষণ

যেকোনো উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল যথাযথ প্রশিক্ষণ। এই উপলব্ধি থেকে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ সমিতির আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ও সকল সদস্যদের কর্ম ও উৎপাদনমুখী করার লক্ষ্যে এ সমিতির একাধিক সদস্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান (আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন,রংপুর,যুব উন্নয়ন দপ্তর,মৎস্য দপ্তর,কৃষি দপ্তর ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ) হতে একাধিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যেমন :

- বৃক্ষরোপণ
- হাঁস-মুরগি পালন
- ক্ষুদ্র আকারে দুগ্ধবর্তী খামার স্থাপন
- মৎস্যচাষ
- বাড়ির আশেপাশে ও ছাদে শাকসবজি, ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সমিতি ভবিষ্যৎ একটি দুগ্ধ শীতলীকরণ কারখানা স্থাপন, সমস্ত পতিত খাসজমি/ফাঁকা রাস্তায় বৃক্ষরোপণ করে গ্রীন সুন্দরদিঘী/ইউনিয়নে প্রস্তুতকরণ এবং আধুনিকতার আদলে পরিকল্পিতভাবে গ্রামটিকে সুসজ্জিত করণ, একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন, স্থানীয় যে নালা আছে সেটির সংস্কার করে সেখানে মাছ ও হাঁস পালন এবং দুই ধারে সামাজিক বনায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

উপসংহার

পরিশেষে,সমিতিটি আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় সমবায় বিভাগের যুগ্ম-নিবন্ধক, উপ-নিবন্ধকসহ একাধিক উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ মাঠপর্যায়ে সমিতির কার্যক্রম সরাসরি পরিদর্শন করেছেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে এই সমিতি আরও উন্নয়ন করবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যৎ সমিতি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। সমিতির সদস্যরা শ্রম,মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে সুন্দরদিঘী দাড়ারপাড় নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ নারীর ক্ষমতায়ন,নারী নেতৃত্বের বিকাশ,জেন্ডার সমতা,অর্থনৈতিক মুক্তি,স্ব-নির্ভরতা,কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা আনয়ন ও সাধারণ মানুষকে সমবায় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা দেশের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।



নিবন্ধন নং : ৪৬
তারিখ : ১৮-৪-২০১৭
সদস্য সংখ্যা : ৩৫২ জন
কর্মসংস্থান : ৩ জন
আত্মকর্মসংস্থান ৫৫ জন।
শেয়ার মূলধন : ২৫,২৩,০০০ টাকা
সঞ্চয় মূলধন : ৫১,৩৯,৮০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৭৬,৬২,৮০০ টাকা
বিনিয়োগের পরিমাণ : ৫১,০০,০০০ টাকা

জিয়াবাড়ি সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : পঞ্চগড় সদর
জেলা : পঞ্চগড়

পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার প্রত্যন্ত একটি গ্রামের নাম জিয়াবাড়ি। গ্রামটি বিলুপ্ত ছিটমহলের সংলগ্ন হওয়ায় ঐ গ্রামের অধিকাংশ জনগণের মধ্যে অশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং কর্মসংস্থানের অভাবে চুরি, ডাকাতি,ছিনতাই, খুন,ধর্ষণ,জমি দখল,বাল্যবিবাহ, মাদকসহ বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে আন্তঃকলহের কারণে মানুষ সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হতে ভয় পেত। এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে "জিয়াবাড়ি সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ" এর অবদানে।

যেভাবে শুরু

জিয়াবাড়ি এলাকার সামাজিক এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য ভুক্তভোগী জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং জনাব মোঃ মোজাহার হোসেন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাদের উদ্যোগের সাথে আরো ১১ জন ভুক্তভোগী যুক্ত হয়ে প্রথম সপ্তাহে ৬৫০ টাকা নিয়ে একটি কৃষক সমিতি সংগঠিত করেন। শুরুতে উক্ত ১৩ জন প্রতি সপ্তাহে ৫০ টাকা জমা করেন। প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থা থেকে আধুনিক ও বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থাতে রূপান্তর করার জন্য প্রশিক্ষণ নিয়ে কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদের বিষয়ে সাহায্য করেন। এর ফলে খুবই অল্প দিনে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫৫ জনে দাঁড়ায়। এরপর সমবায় বিভাগ হতে ১৮-৪-২০১৭ তারিখে ৪৬নং মূলে নিবন্ধন নেন এবং সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে ০.৬ শতক জায়গা ক্রয় করে একটি অফিস ঘর নির্মাণ করা হয়। ঐ অফিস ঘরে সমিতির সকল সদস্য প্রতি সপ্তাহে একত্রিত হয়ে তাদের এলাকার চুরি, ডাকাতি,ছিনতাই, খুন,ধর্ষণ,জমি দখল,বাল্যবিবাহ, মাদকসহ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সমাধানে উদ্যোগী হন। এভাবে সময়ের বির্বতনে সকল সমস্যার সমাধান হয় "জিয়াবাড়ি সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ"-এর মাধ্যমে।

কৃষি উন্নয়ন

প্রত্যন্ত এলাকা হওয়ায় স্থানীয় কৃষকগণ আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। সমিতিটি নিবন্ধনের পর সমবায় বিভাগ হতে সমিতির কার্যালয়ে ৪টি "ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে কৃষি বিষয়ে আরো ৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর ফলে সমিতির ৩৫২ জন সদস্য আধুনিক কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে ঐ এলাকার কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসেন। এলাকার কৃষকদের উন্নয়নের জন্য সমিতির উদ্যোগে ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে ৫টি আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি কেনা হয়, যা দিয়ে :

- ফসলের বীজ বপন করা যায়;
- ধান চারা লাগানো যায়;
- একই সাথে ধান কাটা থেকে বস্তা করা যায়;
- ধানমাড়াই করা যায়;

সমিতির উল্লিখিত কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে সমিতির সদস্যগণ একদিকে



যেমন লাভবান হয়েছেন,অন্যদিকে উক্ত যন্ত্রপাতি ভাড়ায় ব্যবহার করে সমিতি এবং অন্য কৃষকগণ লাভবান হচ্ছেন। এছাড়া সমিতির সদস্যদের কৃষিকাজের জন্য টাকার প্রয়োজন হলে সমিতির মূলধন হতে বিনা সুদে টাকা প্রদান করা হয় এবং সদস্যদের ফসল উঠলে তারা উক্ত টাকা পরিশোধ করেন। আর এভাবেই সমিতির মাধ্যমে ঐ এলাকার কৃষকদের উন্নয়ন ঘটেছে,যা দৃশ্যমান।

নারী উন্নয়ন

সমিতির ৯১ জন নারী সদস্য রয়েছেন। এর মধ্যে সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত ২৫ জন নারী সদস্যদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর হতে ৫ দিনের আইজিএ সেলাই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়া আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন,রংপুর এবং সমবায় একাডেমি,কুমিল্লা হতে আরো ৮ জন মহিলাকে ক্রিস্টাল,ব্লক-বাটিক ও কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩২ জন নারী এলাকায় কাজ শুরু করেন এবং তাদের মধ্যে ২ জন সমিতির অন্যান্য নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মোট ৫৩ জন নারী সদস্য স্বাবলম্বী হয়েছেন। নারীদের সদস্যদের সেলাই মেশিন ও পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিনা সুদে সমিতি হতে প্রদান করা হয়। এছাড়া নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর এবং সমিতি হতে গাভি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে গাভির খামার করে সমিতির নারীরা স্বাবলম্বী হয়েছেন।

বাজারজাতকরণ

সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য,হ্যান্ডিক্রাফট ও দুগ্ধ বাজারজাতকরণের জন্য সমিতির কার্যালয়ে কালেকশন পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। সমিতির সদস্যগণ তাদের উৎপাদিত পণ্য উক্ত কালেকশন পয়েন্টে নিয়ে আসেন। সমিতির নিয়োগকৃত কর্মচারী উক্ত পণ্য গ্রহণ করে ঢাকা, টাঙ্গাইলসহ বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করেন। এই ব্যবস্থার ফলে সমিতির সদস্যগণ ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন।

সামাজিক কর্মসূচি

- সমিতির সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সমিতির কার্যালয়ে কোচিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করা হয়;
- সমিতির দরিদ্র সদস্যদের চিকিৎসা সাহায্যের জন্য সমিতির সকল সদস্য প্রতিমাসে ১০ টাকা জমা করে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। উক্ত তহবিল হতে দরিদ্র সদস্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা বাবদ ব্যয় করা হয়;
- প্রচণ্ড শীত প্রবণ এলাকা হওয়ায় সমিতির নিজস্ব তহবিল ও স্থানীয় বিত্তবানদের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়;
- ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে গরিব সদস্যদের মাঝে বস্ত্র, চিনি ও সেমাই বিতরণ করা হয়;
- পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে সমিতির পক্ষ থেকে গ্রামের সকলকে বিনা পয়সায় পান্তাভাত এবং বিভিন্ন প্রকার ভর্তা দিয়ে আপ্যায়নের আয়োজন করা হয়;
- এলাকার রাস্তাঘাট,বাঁশের সাকো এবং যেকোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সমিতির সকল সদস্য স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করে থাকেন;
- ব্রিটিশ কাউন্সিল,রংপুর শাখা অফিস থেকে সমিতির ২৫ জন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকার জনগণকে নাগরিক সেবা, অভিযোগ ও প্রতিকার এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করছে;
- জিয়াবাড়ি এলাকায় কোনো বিরোধ সমিতির মাধ্যমে সমাধান করা হয়;
- এলাকার চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ, জমি দখল, বাল্যবিবাহ, মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধ বন্ধ করার জন্য সমিতির সকল সদস্য একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ করার ফলে বর্তমানে জিয়াবাড়ি এলাকায় সকলেই নির্ভয়ে জীবনযাপন করছে এবং এলাকায় শান্তি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ

- একটি সমবায় সমিতি ভালো অবস্থানে যাওয়ার পর শুধুমাত্র অসমবায়ী প্রবেশের কারণে সমিতিটি একপর্যায়ে অকার্যকর হয়ে পড়ে। এই সমস্যা সমাধানে সমিতি হতে একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ :

- এই সমিতির কেউ সদস্য হিসেবে আবেদন করলে সমিতির মোট সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যদের তার পক্ষে ভোট পেতে হবে;
- সমিতির পূর্বের সদস্যদের জমাকৃত সমপরিমাণ অর্থ সমিতিতে দিতে হবে;
- প্রতিমাসের ১ তারিখে রাত ৮.৩০ মিনিটে সমিতির সভায় উপস্থিত হতে হবে। উপর্যুক্ত কারণ ব্যতীত যদি কেউ উপস্থিত না হয় তা হলে ৫০ টাকা জরিমানা দিতে হবে এবং পর পর ০৩টি সভায় উপস্থিত না হলে তার সদস্যপদ বাতিল করা হবে;
- সমিতির সভার সিদ্ধান্ত সকলকে মানতে এবং বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করতে হবে;

উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এ পর্যন্ত সমিতিতে কোনো অসমবায়ী প্রবেশ করতে পারেনি এবং সমিতিটি দিনদিন উন্নতি করছে। এই সমিতির সফলতার কারণে উল্লিখিত বিষয়গুলো পঞ্চগড় সদর উপজেলা সমবায় সমিতিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

সমিতির বর্তমান অবস্থা

সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৫২ জন এবং সমিতির মূলধনের পরিমাণ ৭৬ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে সমিতি অফিসঘর ১০ লক্ষ টাকা, কৃষি যন্ত্রপাতি ৩০ লক্ষ টাকা, আসবাবপত্র ২ লক্ষ টাকা এবং সমিতির সদস্যদের কৃষি, হস্তশিল্প, গাভি পালন, মৎস্যচাষ ও ব্যবসার কাজে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান এবং সমিতির ব্যাংক হিসেবে ১৩ লক্ষ টাকা রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সমিতির মাধ্যমে জিয়াবাড়ি এলাকায় (১) দারিদ্র্য বিমোচন করা; (২) শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা; (৩) চিকিৎসার জন্য ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা; (৪) নারীদের আর্থসামাজিকভাবে উন্নয়ন করা; (৫) সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য পঞ্চগড় জেলায় শহরে একটি আউটলেট নেয়া; (৬) চা-বাগান স্থাপন করা : (৭) পণ্য পরিবহনে ট্রাক ক্রয় করা;

উপসংহার

পরিশেষে, কৃষক ও এলাকার উন্নয়ন এবং শান্তি সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমবায়ের কোনো বিকল্প নেই,যার বড় উদাহরণ "জিয়াবাড়ি সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ"। এলাকার উন্নয়নের কারণে সমিতির দুই জন সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এলাকার যেকোনো প্রয়োজনে সমিতির সদস্যগণ ১ ঘণ্টার নোটিশে সকলেই উপস্থিত হন। সমবায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় সমবায় বিভাগের যুগ্ম-নিবন্ধক, উপ-নিবন্ধক, ডেনিস রাষ্ট্রদূত, জেলা প্রশাসক, কৃষি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ একাধিক উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ মাঠপর্যায়ে সমিতির কার্যক্রম সরাসরি পরিদর্শন করে গেছেন ও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে এই সমিতি আরো উন্নয়ন করবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। এছাড়া আগামিতে সমিতির মাধ্যমে জিয়াবাড়ি এলাকায় "এসডিজি" বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।





নিবন্ধন নং : ০২
তারিখ : ১৬/০৯/২০০৯ খ্রি.
শেয়ার মূলধন : ১,৪৮,৫৮৫ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৭,০১,২৪৭ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ৪৪,৭৩২ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৯,২৩,৮৯৬ টাকা।

জামাদারগছ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : তেঁতুলিয়া
জেলা : পঞ্চগড়

জেলের ঘরে জন্ম যেন একটি অভিশাপ। তাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। তাই তারা নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সংগঠিত হয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে এবং তারা আর্থসামাজিকভাবে স্বাবলম্বী হয়। বাংলাদেশের সর্বউত্তরের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম জামাদারগছ। সেই গ্রামে বাস করে ৩৫টি জেলে পরিবার এবং তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় মহানন্দা নদীতে মাছ শিকারকরণ। কিন্তু প্রায় ৫ মাস নদীতে পানি না থাকার কারণে তাদেরকে অনেক কষ্টে দিনযাপন করতে হয়। তাদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে এবং সমবায় বিভাগ হতে গত ১৬/০৯/২০০৯ খ্রি. তারিখের ০২নং মূলে নিবন্ধন লাভ করে। নিবন্ধন লাভের পর তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও শেয়ারের মাধ্যমে মূলধন গঠন করে।

গঠিত মূলধন দিয়ে তাদের গ্রামের আশেপাশে অবস্থিত ব্যক্তিমালিকানাধীন ২ একর পুকুর লিজ নিয়ে মাছের পোনা উৎপাদন শুরু করেন। এছাড়াও সমিতির সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সমিতি হতে ঋণ প্রদান করা হয়। সমিতির সদস্যগণ উক্ত ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, বসতভিটায় সবজি চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদের মাধ্যমে ৩২ জন সদস্যের আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে।

সমিতি তার নিজস্ব অর্থায়নে ইতোমধ্যে ৩৬ শতক জায়গায় উপর ১ কক্ষ বিশিষ্ট অফিস ভবন স্থাপন করেছে। উল্লিখিত কার্যক্রমে অত্র সমিতি সরকার/ব্যক্তি/অন্য কোনো বেসরকারি সংস্থা হতে কোনো প্রকার আর্থিক সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত সদস্যদের নিজস্ব পুঁজি, বিনিয়োগ, মেধা ও শ্রমের দ্বারা বর্তমান অবস্থানে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে।

যেকোনো উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো যথাযথ প্রশিক্ষণ। এই উপলব্ধি থেকে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ সমিতির আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ও সকল সদস্যদের কর্ম ও উৎপাদনমুখী করার লক্ষ্যে এ সমিতির একাধিক সদস্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান (আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন,রংপুর ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ) হতে একাধিক বিষয়ের (হাঁস-মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, বসত ভিটায় সবজি চাষ, মৎস্যচাষ ও মাছের পোনা উৎপাদন ইত্যাদি) উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

নিজস্ব অর্থায়নে সদস্যগণে স্বাস্থ্যসেবা পরামর্শ,টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সমিতির যে সমস্ত সদস্য নিজের চিকিৎসা করতে পারে না তাদেরকে চিকিৎসার সহায়তা প্রদান করে আসছে। কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিবারকে এককালীন ৩০,০০০ টাকা সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ, নারীনির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ রোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, যৌতুক ও ইভটিজিং ও মাদক প্রতিরোধ ইত্যাদি ।

সমিতিতে বর্তমানে পুকুর হতে মাছের পোনা উৎপাদান করে বছরে প্রায় ৫,০০,০০০ টাকা উপার্জন করে। ইতোমধ্যে মাছের পোনা উৎপাদনের জন্য একটি হেচারি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।



নিবন্ধন নং : ১০১০
তারিখ : ২২/০৫/১৯৭৫ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা ৭২ জন
শেয়ার মূলধন : ১,৬৩,৪৮৫ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩,০৪,৬২৫ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ৫৪,২০৮ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৫,৩১,৯০২ টাকা।

মাঝিপাড়া কৃষি খামার ক্ষুদ্র চা-চাষি সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : তেঁতুলিয়া
জেলা : পঞ্চগড়

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পঞ্চগড় জেলার সর্বত্রই সমতলভূমিতে চা-চাষ হচ্ছে। এক্ষেত্রে পঞ্চগড় জেলার সমবায় সমিতিগুলোও পিছিয়ে নেই। তেমনই চা-চাষে সফল একটি সমবায় সমিতির নাম 'মাঝিপাড়া কৃষি খামার ক্ষুদ্র চা-চাষি সমবায় সমিতি লিঃ'।

সমিতি গঠনের প্রেক্ষাপট

পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার মাঝিপাড়া গ্রাম একটি সীমান্তঘেঁষা এলাকা। ঐ গ্রামের অধিকাংশ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করতো। তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সমিতি গঠন করে এবং সমবায় বিভাগ হতে ২২/০৫/১৯৭৫ খ্রি. তারিখের ১০১০ নং মূলে নিবন্ধন লাভ করে। নিবন্ধন লাভের পরে গ্রামের পাশে ২১৪ একর অনাবাদি খাসজমি সরকারের কাছ থেকে সমিতিটির নামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে গ্রহণ করে।

ইনোভেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমবায় চা বাগান স্থাপন

২১৪ একর জমি সমিতির নামে বন্দোবস্ত নেয়ার পর অধিকাংশ জায়গা ছিল অনাবাদি। ফলে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছিল না। বিষয়টি অনুধাবন করে বর্তমান উপজেলা সমবায় অফিসার, তেঁতুলিয়া,পঞ্চগড় জনাব মোঃ ফারুক হোসেন 'অনাবাদি জমিতে চা চাষের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন' এর জন্য একটি ইনোভেশন প্রকল্প গ্রহণ করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সদস্যদের চা-বাগান করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ২০০ একর জমিতে 'সমবায় চা বাগান' স্থাপন করা হয়, যা বর্তমানে দৃশ্যমান।

সমিতির বর্তমান কার্যক্রম

বর্তমানে সমিতির মূল কার্যক্রম শেয়ার, সঞ্চয় আদায় করে মূলধন সৃষ্টি করা। গঠিত মূলধন দিয়ে সমবায় চা বাগানে বিনিয়োগের মাধ্যমে সভ্যগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করা। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭২ জন এবং চা-চাষ করে এই ৭২ জন সদস্যের আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। সমিতির শেয়ার মূলধন এর পরিমাণ ১,৬৩,৪৮৫ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৩,০৪,৬২৫ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৫৪,২০৮ টাকা। সমিতির মূলধনের পরিমাণ ৫,৩১,৯০২ টাকা। ২০০ একর অনাবাদি জমিতে চা-চাষ করে ৭২ জন সমবায়ী সফল হয়েছেন। এছাড়া, সমিতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চা-বাগানে ৪৫০ জন শ্রমিকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যার অধিকাংশই নারী শ্রমিক। সমিতি তার নিজস্ব জায়গায় ও অর্থায়নে ইতোমধ্যে ২ কক্ষ বিশিষ্ট অফিস ভবন এবং একটি মসজিদ স্থাপন করেছে। উল্লিখিত কার্যক্রমে অত্র সমিতি সরকার/ব্যক্তি/অন্য কোনো বেসরকারি সংস্থা হতে কোনো প্রকার আর্থিক সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত সদস্যদের নিজস্ব পুঁজি,বিনিয়োগ, মেধা ও শ্রমের দ্বারা বর্তমান অবস্থানে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে।



প্রশিক্ষণ

যেকোনো উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো যথাযথ প্রশিক্ষণ। এই উপলব্ধি থেকে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ সমিতির আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ও সকল সদস্যদের কর্ম ও উৎপাদনমুখী করার লক্ষ্যে এ সমিতির একাধিক সদস্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান (আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন,রংপুর ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ) হতে একাধিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। যেমন: চা-চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, মৎস্যচাষ ইত্যাদি।

সামাজিক কর্মসূচি

সমিতি শুধুমাত্র নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনে কাজ করছে না,বরং এ সমিতির কার্যক্রমের বাহিরে ব্যবস্থাপনা কমিটির আন্তরিকতায় নানামুখী উদ্যোগে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমসহ জনসচেতনতা সৃষ্টিতে নিরলস ভূমিকা রেখে চলেছে। যেমন : প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পরামর্শ ও টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সমিতির এলাকায় কৃষিকাজ ও চলাচলের সুবিধার্থে নিজেস্ব অর্থায়নে কাঁচা রাস্তা নির্মাণ করা, মানবিক সহায়তা প্রদান। সচেতনতামূলক : পরিবার পরিকল্পনা, নারীনির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ রোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, যৌতুক ও ইভটিজিং ও মাদক প্রতিরোধ ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সমিতিতে বর্তমানে ২০০ একর চা বাগান হতে পয়তাল্লিশ দিন অন্তর অন্তর প্রতি একরে গড়ে ৪,০০০ কেজি করে চা-পাতা আহরণ করা হচ্ছে। উৎপাদিত কাঁচা চা পাতা স্থানীয় বিভিন্ন চা কারখানায় ১৫-২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হচ্ছে। এতে সমিতির সদস্যগণ আর্থিকভাবে কিছুটা লাভবান হলেও লাভের সিংহভাগই চা-কারখানার মালিকের পকেটে চলে যাচ্ছে। এতে তাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। তাদের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য তারা একটি চা-কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, ভবিষ্যত তাদের নিজস্ব জায়গায় স্কুল/কলেজ/ হাসপাতাল, আবাসিক হোটেলসহ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

পরিশেষে,সমিতিটি চা চাষের মাধ্যমে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ মাঠপর্যায়ে এ সমিতির কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। সমিতির সদস্যরা শ্রম,মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে 'মাঝিপাড়া কৃষি খামার ক্ষুদ্র চা চাষি সমবায় সমিতি লিঃ' স্বনির্ভরতা, কর্মসংস্থান, কর্মসম্পাদন, এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা আনয়ন ও সাধারণ মানুষকে সমবায় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা দেশের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।



মূল নিবন্ধন নং : ২১/২০০৩
তারিখ : ২৭/০২/০৩ খ্রি.।
সংশোধিত নিবন্ধন নং : ১৩/২০০৭
তারিখ ০৪/০৩/০৭ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা : ৬২১ জন
শেয়ার মূলধন : ৭৭,৭৩,১৮০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৭,০৯,০৬,৩০৭ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল : ১,৮০,৭৫,৬৮৮ টাকা।

বোচাগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক কো-অপারেটিভ ক্রেটিড ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : বোচাগঞ্জ
জেলা : দিনাজপুর

কৃ-ঋণ তহবিল : ১৯,৩৬,৬৯৭ টাকা।
শিক্ষা তহবিল : ৪,৬১,০৩১ টাকা।
কল্যাণ তহবিল : ৫,৩২,৩১০ টাকা।
বিল্ডিং তহবিল : ৮৫,৪৪,০৩৫ টাকা।
২০১৮-১৯ সমবায় বর্ষে নিট মুনাফা : ১৭,৫৪,৯৫১ টাকা।
০৩/০৬/১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত নিট মুনাফা : ১১,০৪,৮০৫ টাকা।
সিডিএফ ধার্য ও প্রদান : (ক) ২০১৮-১৯ খ্রি. সমবায় বর্ষে সিডিএফ প্রদান ৫০,৪৪২ টাকা। (খ) ২০১৯-২০ খ্রি. সমবায় বর্ষে সিডিএফ প্রদান ৫২,৬৪৯ টাকা।
সমিতির কার্যকরী মূলধন : ১০,৯০,৭৭,৮৯১ টাকা।

সামাজিক কার্যক্রম

সমিতির ২০১৯-২০ খ্রি. অর্থবছরের সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে যেমন, বিদ্যমান করোনা মহামারির দুর্যোগকালীন সময়ে ৫০০ জন দরিদ্র মানুষকে ২,০০,০০০ টাকার পণ্যসামগ্রী সাহায্য দেন,৭ জন দরিদ্র কন্যা দায়গ্রস্ত ব্যাক্তিকে বিবাহ উপলক্ষে ৩৩,০০০ টাকা, ৫ জন দরিদ্র রোগ আক্রান্ত ব্যাক্তিকে চিকিৎসার জন্য ৮৫,০০০ টাকা, এবং ২টি মসজিদের নির্মাণ কাজে ১,৩০,০০০ টাকা অনুদান প্রদানসহ মোট ৪৪৮০০০ টাকা সাহায্য ও অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন

সমিতি জাতীয় সমবায় দিবস এবং মহান স্বাধীনতা দিবস, মহান বিজয় দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

স্থায়ী সম্পদ

বোচাগঞ্জ উপজেলা সদরে সমিতির নিজস্ব ৪ শতক জমির উপরে একটি ৫ তলা বিশিষ্ট ভবন রয়েছে। যার বর্তমান বাজারমূল্য ১,২৫,০০,০০০ টাকা।

কর্মী সংক্রান্ত

আলোচ্য সমিতিতে বর্তমানে দৈনন্দিন কার্যক্রমের জন্য ৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।

আলোচ্য সমিতি নিয়মিতভাবে মাসিক সভা, সাধারণ সভা ও যথাসময়ে নির্বাচন করে থাকে। তাছাড়া প্রতি বছর অডিট সম্পাদন কাজে যাথাযথভাবে সহযোগিতা করে থাকে।



নিবন্ধন নং : ২৯
তারিখ : ১৩.০৫.২০০৮ খ্রি.
সংশোধিত নিবন্ধন নং : ০৫
তারিখ : ০৫.০৬.২০১৩খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৮,৬৮৮ জন
শেয়ার মূলধন : ৫৯,১৮,৪০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩৫,৬৩,২৯,৫০০ টাকা।

গণউন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : বালিয়াডাঙ্গী
জেলা : ঠাকুরগাঁও

নিজেদের ভাগ্য বদলানোসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও জেলাধীন বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার বালিয়াডাঙ্গী গ্রামের ২০ জন সদস্যকে নিয়ে একটি সমবায় সংগঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরবর্তীতে জেলা সমবায় কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও হতে নিবন্ধন গ্রহণ করা হয়, যার নিবন্ধন নং : ২৯, তারিখ : ১৩.০৫.২০০৮ খ্রি.,এর সভ্য নির্বাচনি ও কর্মএলাকা বালিয়াডাঙ্গী উপজেলাব্যাপী ছিল এখন বর্তমান সংশোধিত নিবন্ধন নং : ০৫, তারিখ : ০৫.০৬.২০১৩ খ্রি. এবং এর সভ্য নির্বাচনি ও কর্ম এলাকা ঠাকুরগাঁও জেলাব্যাপী করা হয়। নিবন্ধন পরবর্তী সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতিটিকে সুচারুভাবে পরিচালনা করার ফলে সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকায় ঠাকুরগাঁও জেলার সমবায় অঙ্গনকে তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ডের দ্বারা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে স্থান করে নিয়েছে।

সমিতির সদস্য সংখ্যা

সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্নে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিলো ২০ জন, বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৭,২৩৮ জন (পুরুষ) ও ১,৪৫০ জন (মহিলা) মোট ৮,৬৮৮ জন সদস্য। যা ক্রমান্বয়ে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির ১২ বছরের বিজ্ঞ অভিজ্ঞতার সুফল।

শেয়ার মূলধন

সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ৮০,০০,০০০ টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ৫০ টাকা। এ পর্যন্ত পরিশোধিত শেয়ারের পরিমাণ ৫৯,১৮,৪০০ টাকা। এক্ষেত্রে সমিতির মূলধন গঠনে সংগঠনটি অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

সঞ্চয় আমানত

নিবন্ধনকালে সমিতির সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ছিল ২০,০০০ টাকা। বর্তমানে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৩৫,৬৩,২৯,৫০০ টাকা। নিয়মিত সঞ্চয় আদায়ের ফলে অর্জিত সাফল্যই সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

কর্জ দাদন

সমিতি থেকে সদস্যদের মাঝে গাভি পালন, কৃষি চাষাবাদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসাখাতে কর্জদাদন করা হয়। সমিতি বর্তমানে কর্জ স্থিতির পরিমাণ ৩৫,৪২,০৭,৭৪১ টাকা এবং সমিতি থেকে কর্জ গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২,০০০ পরিবার উপকৃত হয়েছে।কর্জ দাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সুবিধাবঞ্চিত যুবক বেকার ছেলে ও নারীদের ভাগ্য উন্নয়নের চাবিকাঠি হাতে তুলে দিয়েছেন। তাছাড়াও সমিতির কর্জদাদন হতে গৃহীত সার্ভিস ফির ১% হারে কেটে রেখে প্রতিষ্ঠানের একটি এতিমখানা পরিচালনা



কাজে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। বর্তমানে এতিম খানায় মোট ৫৭৪ জন ছাত্র এবং এদের মধ্যে ১৫ জন গরিব এতিম ছাত্রের লালন পালনসহ পড়াশুনার পাশাপাশি তাদের সার্বিক দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানে মোট ১৪ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। উক্ত এতিম খানাটি বর্তমানে ১০০ শতক জমির উপর দুটি স্থায়ী ভবনের নির্মাণ কাজ অব্যাহত আছে। যা গণউন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ তথা অত্র এলাকার গৌরবোজ্জল সাক্ষ্য।

সমিতির নিয়োজিত কর্মচারী

সমিতির সমবায় বিভাগের অনুমোদিত কর্মচারী নিয়োগের সার্ভিসরুল এর ভিত্তিতে অত্র উপজেলার শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মোট ৩৮ জন বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।ফলে সমিতির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

ব্যবস্থাপনা কমিটি

৯ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সমিতিটি পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রতি মাসে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বিগত মাসের আয়-ব্যয় অনুমোদন, সদস্য ভর্তি, কর্জ দাদন, কর্জ আদায় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতঃ পরিকল্পনা মোতাবেক সমিতি উৎপাদনমুখী ও টেকসই প্রকল্প গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সমিতিটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

বার্ষিক সাধারণ সভা

সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্যের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও স্থানীয় প্রসাশনসহ সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতে সমবায় সমিতি আইন/২০১৩ এর ২১ ধারা মোতাবেক প্রতিনিধির মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা হয়। গত ১২.০১.২০১৯খ্রি. তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভায় কোরাম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিল। উক্ত উপস্থিতি সমিতির জবাবদিহিতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণক।

সমিতির অন্যান্য কর্মকাণ্ড

সমিতিটি বর্তমান সরকারের অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সমবায় কনসোটিয়াম লিঃ এর সদস্য ভুক্ত হয়ে একটি সমবায় বাজার পরিচালনা করে আসছে এছাড়াও গণউন্নয়ন ট্রেডার্স নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। বর্তমান সময়ের বিশ্বের মহামারি প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ এর হাত হতে সকল জনগণকে রক্ষা করার জন্য সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণসহ প্রচারনা কাজে সহায়তা ও গরিব দুস্থ সদস্যদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করে আসছে।

সমিতির অফিস

সমিতির অফিস বালিয়াডাঙ্গী উপজেলাস্থ বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ এর ২ কক্ষ বিশিষ্ট রুমে ভাড়ায় পরিচালনা হয়ে আসছে। ভবিষ্যতে সমিতির কার্যক্রম বৃদ্ধির সম্ভাবনায় সমিতির নামে ইতোমধ্যে জমি ক্রয় করে সমিতির বহুতল অফিসঘর নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উপসংহার

আমরা গণউন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০৪১ সাল বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে সমিতির সভাপতি, সম্পাদকসহ ব্যবস্থাপনা কমিটি বিশেষ অবদান রাখছেন। সমিতিটি আগামী ৫ বছরের মধ্যে ১,০০,০০,০০,০০০ টাকার কার্যকরী মূলধন গঠনের লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। কাজেই সমিতিটি যেহেতু কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে সেই মোতাবেক সমিতিটি একদিন উত্তরোত্তোর সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এগিয়ে যাবে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।



নিবন্ধন নং : ২৬
তারিখ : ০৪/১০/১৭ ইং
সদস্য সংখ্যা : ১০০ জন

পাচঁগাছী ইউনিয়ন নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : পীরগঞ্জ
জেলা : রংপুর

উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে "সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় পীরগঞ্জ উপজেলাধীন ১১ নং পাছঁগাছী ইউনিয়নের অন্তর্গত দশমৈজা সাহাপুর গ্রামে পাচঁগাছী ইউনিয়ন নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ যার রেজি নংঃ ২৬ তারিখ : ০৪/১০/১৭ ইং সালে জেলা সমবায় দপ্তর কতৃক নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়।

কার্যক্রমের বর্ণনা : দুগ্ধ উৎপাদন, ঘাস উৎপাদন ও দুগ্ধ পাস্তুরিতকরণ এবং বিক্রয়।

কীভাবে সফল হলো

পীরগঞ্জ উপজেলাধীন উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে "সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলা পীরগঞ্জ উপজেলায় দুটি সমিতি গঠন করা হয়। যার একটি ১১ নং পাছঁগাছী ইউনিয়নে পাচঁগাছী ইউনিয়ন নারী উন্নয়ন



সমবায় সমিতি লিঃ। উক্ত সমিতিতে ১০০ জন সদস্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রকল্পের মাধ্যমে ১,২০,০০০ টাকা করে প্রত্যেক সদস্যকে উন্নত জাতের গাভি ক্রয় করার জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি এক বছর যেতে না যেতেই নারী উদ্যোক্তা জীবনে আলোর সন্ধান পায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ প্রকল্পের অধীনে গাভি কেনার টাকা পেয়ে গাভি লালন পালন করে এখন তারা স্বাবলম্বী। নারী উদ্যোক্তারা জানান দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে কিস্তির টাকা পরিশোধ করছে। সুবিধাভোগী মোছাঃ মাহমুদা বেগম জানান তার একটি গাভি হতে ৯ লিটার করে দুধ পাচ্ছে।অপর আরেক নারী উদ্যোক্তা মোছাঃ হাসিনা বেগম জানান গাভি লালনপালন তার এখন দুধ ভাতে আছেন। ঋণের টাকা পরিশোধের পর তারা সঞ্চয় করছে। প্রকল্পটি দেখভাল করার জন্য একটি মনিটরিং কমিটি রয়েছে। কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদাধিকার বলে সভাপতি। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা কমিটির সদস্য সচিব। সদস্যরা হলেন উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ও সমিতির সভাপতি। কমিটি তিন মাস অন্তর অন্তর মনিটরিং সভা করে নারী উদ্যোক্তাদের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।ঋণের টাকা পরিশোধ করা ছাড়াও উদ্যোক্তাদের সঞ্চয়মুখী করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। সভাপতি আরো জানান সবকিছু নিয়মমাফিক চললে এ প্রকল্পটি পীরগঞ্জ উপজেলায় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।



নিবন্ধন নং : ২৪
তারিখ : ১০/১১/১৯৯৭ ইং
সদস্য সংখ্যা : ৪৮৭ জন
শেয়ার মূলধন : ৬৬,৮৭,৬৯৬ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ২,৮৫,১৪,৭৬৬ টাকা

প্রাথমিক শিক্ষক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : পীরগাছা
জেলা : রংপুর

নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর ৩০ জন সদস্য মিলে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে ও পরবর্তীতে সমবায় বিভাগ হতে রেজিঃ নং : ২৪ তারিখ : ১০/১১/১৯৯৭ ইং, সংশোধিত রেজিঃ নং ৪৫ তারিখ : ২৪/০৭/২০০৮ ইং নিবন্ধন লাভ করে এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে পীরগাছা উপজেলায় মডেল সমিতি হিসেবে পরিণত হয়েছে এবং উপজেলায় সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্থান করে নিয়েছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সমিতির নিবন্ধন কালে সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০ জন। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪৮৭ জন মোট ৪৮৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২২১ জন মহিলা ২৬৬ জন । সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আছে। সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচি সমিতির কর্তৃপক্ষ উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ, স্বল্প আয়ের মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ, সমিতির সকল সদস্যসহ, স্বল্প আয়ের মানুষের মাঝে গাছ বিতরণ, কৃত ছাত্রছাত্রী পুরস্কার, সাহায্য সহোযোগিতা ও ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি।

কার্যক্রমের বর্ণনা

ক) সমিতির মূলধন সৃষ্টি।
খ) সভ্যের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।
গ) সমিতির কর্ম এলাকার আগ্রহী শিক্ষক কর্মচারীকে সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, সভ্যের মাঝে ঋণ বিতরণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ, সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম, শিক্ষা ও নিরক্ষরতা, দূরীকরণ, বৃক্ষরোপণ, শীতবস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি।

বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সভ্যের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন। সমিতির কর্ম এলাকার আগ্রহী শিক্ষক কর্মচারীকে সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, সভ্যের মাঝে ঋণ বিতরণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ, সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম, শিক্ষা ও নিরক্ষরতা, দূরীকরণ, বৃক্ষরোপণ, শীতবস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি।

কীভাবে সফল হলো

স্বচ্ছ নেতৃত্বের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচিভিত্তিক শক্তিশালী ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করে এলাকার প্রাথমিক শিক্ষক ও কর্মচারীর আর্থিক কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

২০১৮-২০১৯ অডিট বর্ষে সমিতির নিট লাভের পরিমাণ ১৪৮১২৭৫ টাকা। সমিতি হালসনে সিডিএফ প্রদান করে ৪৪,৪৩৮ টাকা, শেয়ার, সঞ্চয় ও মেয়াদি আমানতের মুনাফা প্রদান করে মোট ৩১,৯৬,২২৭ টাকা যা প্রশংসনীয় অবদান রাখে।



নিবন্ধন নং : ১৭৭
তারিখ : ২১/৬/২০১২

মায়াবাজার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : কাউনিয়া
জেলা : রংপুর

আমি এলাকার কয়েকজনকে হারাগাছে সাংস্কৃতিকে জাগ্রত রাখার লক্ষ্যে আমরা ২০০২ ইং সালে স্থাপন করি হারাগাছ সংগীত বিদ্যালয়। কাউনিয়া উপজেলা বড়ুয়াহাট হাই স্কুল মাঠে আমাদের সংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় পিটা উৎসব,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন রাকুর সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক উপভোগ করেন। অনুষ্ঠান শেষে আমি রাকুর চেয়ারম্যান স্যারের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রদান করলে আমাদের সংগীত বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে উৎসাহ প্রদান করেন এবং স্যার আমাকে রংপুর জেলা কো—অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (রাকু) এর অফিস কার্যালয়ে সময় করে দেখা করতে বলেন। বেশ কয়েকদিন পর স্যারের সঙ্গে অফিস কার্যালয়ে দেখা করলে আমার বিভিন্ন কাজের তদারকির পর সমবায় সমিতি সম্পর্কে অনেক কিছু বুঝানো হয় এবং স্যারের নিজ উদ্দোগে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ কাল্‌ব এ কো-অপারেটিভ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তাব রাখেন। আমি স্যারের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানালে ঢাকায় কালেব ২৩/৯/২০১০ইং থেকে ২৫/৯/২০১০ইং পর্যন্ত ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রোডাক্ট উন্নয়ন ও বিপণন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের পর আমি বুঝতে পারলাম কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন কি? চাকরীজীবি, ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমিক আমরা যাই হইনা কেন এই জীবিকার পাশাপাশি যদি আমরা নিজের বা আমাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করি তাহলে সঞ্চয়ের বিকল্প নেই। প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট নিয়ে হারাগাছ সংগীত বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অত্র এলাকার কিছু লোকদের নিয়ে ১৯/১০/২০১০ইং তারিখে জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্যারের সভাপতিত্বে অনেক আলোচনার মাধ্যমে একটি ক্রেডিট ইউনিয়নের ৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়। আর আমাকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই দিনেই আমাদের সমিতির নামকরণ করা হয় মায়াবাজার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (মাকু)। এরপর আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ২১/৬/২০১২ইং তারিখে সরকার অনুমোদিত সমবায় সমিতির নিবন্ধন (১৭৭) এবং ২৭/৬/২০১৩ ইং তারিখে কাল্‌ব এর পূর্ণাঙ্গ সদস্য পদ লাভ করি যার সদস্য নং : ৪৯১।

আমাদের ক্রেডিট ইউনিয়নের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সদস্যদের মাঝে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলে মূলধন সৃষ্টি করা এবং মূলধন থেকে সদস্যদের মাঝে ঋণ আদান-প্রদান করে সদস্যদের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করা। ক্রেডিট ইউনিয়নের সঠিক নেতৃত্বে ত্যাগী কর্মী সৃষ্টি ও স্বনির্ভরতা অর্জনে সহযোগিতা করা।

হারাগাছ একটি মঙ্গাপীড়িত ও শ্রমিক এলাকা,আর এ এলাকার লোকের অভাবের মূল কারণ শিক্ষা ও সঞ্চয়ী মনোভাবের অভাব। এখানে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের বিড়ি শ্রমিকদের বসবাস। তারা খুব কষ্ট করে



সংসার চালায়,জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পদে পদে বাধার সৃষ্টি হয়। অত্র এলাকার শ্রমিকদের আর্থিক লেনদেনের প্রয়োজন মেটাতে এবং মঙ্গাপীড়িত মানুষদের সঞ্চয়ীমুখী করতে এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মায়াবাজার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ মাকু।

গ্রামে জর্জরিত মানুষ ও সাধারণ ব্যবসায়ীগণ বিভিন্ন সমস্যায় পড়লে কতিপয় মানুষদের দালালদের হাত থেকে চড়া সুদে অর্থ নিতে হতো এবং সেই অর্থ যথাসময়ে ফেরত দিতে না পারলে বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হতো। তাই ব্যবস্থাপনা পরিষদ দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করেছিল ঐ সকল মানুষদের দালালদের হাত থেকে রক্ষার জন্য। আজ পর্যন্ত প্রায় ৮০% সেই জর্জরিত মানুষকে দাদন ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা করে তাদেরকে আমরা সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরি করতে পেরেছি। ৩১শে অক্টোবর ২০১৯ইং পর্যন্ত সদস্যের মধ্যে প্রায় ৬৫% সদস্যকে সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরি করতে পেরেছি। মাকুতে সদস্য হয়ে প্রায় ৫০০ সদস্য বেকারত্বের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে।

অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত রিস্ক ফান্ড প্রায় ২২ লক্ষ টাকা, কল্যাণ ফান্ড প্রায় ৭ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, ও অন্যান্য তহবিল ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা আমরা করতে পেরেছি। এ ছাড়া রিস্ক ফান্ড থেকে উত্তোলন করে বেশ কিছু মৃত্যু সদস্যদের ঋণ সমন্বয় করা হয় এবং কল্যাণ ফান্ড থেকে অর্থ উত্তোলন করে সদস্যদের মাঝে ও কাউনিয়া উপজেলার বিভিন্ন স্থানে সেবামূলক কাজ করা হয়। এর মধ্যে প্রতি বছরে কম্বল বিতরণ, অসুস্থ সদস্যদের সেবা দান করা, বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসায় দান করা, গরিব সদস্যদের যুবতি মেয়েদের বিবাহে অর্থ সহায়তা করা, গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করা, বাঁশের সাঁকো পুল নির্মাণে সহায়তা করা, বিভিন্ন দিবস যেমন ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২৬ শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর ইত্যাদি পালন করা এবং অত্র উপজেলার বিভিন্ন সংগঠনকে অর্থ সহায়তা করাসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপ পরিচালনা করা হয়।

আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে, যে মহুর্তে আমরা মাকু দ্বারা স্কুল পরিকল্পনা করার সিদ্ধান্ত এর প্রস্তাব ছিলো, ঠিক সেই সময়ে কাউনিয়া উপজেলা সমবায় অফিসার জনাব,মাহবুবুল ইসলাম রানা সাহেব হারাগাছ পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ড চর গুচ্ছ গ্রামে একটি ঝরে পরে ভাঙ্গা পলাতক এনজিও স্কুল পরিচালনা করার প্রস্তাব দেন এবং সেই দিনে আমাকে নিয়ে স্কুলটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন শেষে সমবায় অফিসার সাহেবকে উক্ত প্রস্তাবটি আমি আমার মাসিক সভায় সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা জানাই।

আমি সেই সময়ে সেক্রেটারি সাহেব এর সাথে স্কুল বিষয়ে বিভিন্ন আলোকপাত করে একটি বিশেষ বোর্ড সভা আগামী ১৫/৫/২০১৭ইং তারিখে করার জন্য সিদ্ধান্ত হলে, অদ্য তারিখে বিশেষ বোর্ড সভায় সবার উপস্থিতিতে সেক্রেটারি সাহেব স্কুল পরিচালনা করার বিষয়টি সবার সামনে উপাস্থাপন করলে তা অনুমোদিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪৮ হাত স্কুলটি নতুনভাবে তৈরি করে, চর চতুরা গুচ্ছগ্রাম আর্দশ বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামকরণ করে, ২৫জন ছাত্রছাত্রী ও একজন শিক্ষিকা নিয়ে ০১/০৬/২০১৭ইং রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় শুভ উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে স্কুলটি আরো মেরামত করে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে, ৩১শে অক্টোবর২০১৯ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮০ জন, শিক্ষক/শিক্ষিকা ২ জন।

অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত মাকুর সর্বমোট মূলধন ৬,০৯,৭৮,৬৬০ টাকা। বর্তমানে মাসিক মূলধন বৃদ্ধির গড় ২০,০০,০০০ টাকারও বেশি। উক্ত সমিতির বাইরে থেকে ঋণ গ্রহণ থেকে আমরা এখনো বিরত আছি। আমরা আজ পর্যন্ত সম্পদ করতে পেরেছি যা মধ্যবিত্ত ও গরিব সদস্যদের কাছ থেকে শেয়ার ক্রয়, দৈনিক সঞ্চয়, সাপ্তাহিক সঞ্চয়, মাসিক সঞ্চয়, সাধাঃ সঞ্চয় ও অন্যান্য তহবিল থেকে। বর্তমানে উপজেলা সমবায় অফিসার ও জেলা সমবায় অফিসারের সহযোগিতায় কর্ম এলাকা কাউনিয়া উপজেলা থেকে বাড়িয়ে রংপুর সদর উপজেলা ও গংগাচড়া উপজেলা বৃদ্ধি করণ করা হয়েছে।



নিবন্ধন নং : ১৬
তারিখ : ১৮/০৯/২০১৮ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৬১ জন
আদায়কৃত শেয়ার : ৩০,৫০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৫,১৪,৬০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৫,৫১,৩৯৫ টাকা।

ধনতোলা আইসিএম কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : বদরগঞ্জ
জেলা : রংপুর

বদরগঞ্জ উপজেলাধীন মধুপুর ইউনিয়নের রাজারামপুর ধনতোলা গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের স্বাবলম্বী ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে "ধনতোলা আইসিএম কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ " নামে জেলা সমবায় দপ্তর,রংপুর হতে গত ১৮/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখে ১৬ নং : নিবন্ধন লাভ করে। সমিতির নিবন্ধিত ঠিকানা- গ্রাম : রাজারামপুর ধনতোলা, ডাকঘর : কাজীরহাট, উপজেলা : বদরগঞ্জ, জেলা : রংপুর। নিবন্ধন পরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

নিবন্ধনকালে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৪ জন। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬১ জন। ২ বছরে সদস্য বৃদ্ধিতে সাফল্য অর্জন করেছে।

সমিতির সদস্যগণ উপজেলা সমবায় দপ্তর বদরগঞ্জ, রংপুর এর পরামর্শে উপজেলা কৃষি অফিসের কৃষি যন্ত্রপাতি সহায়তা পেয়ে এবং সমিতির নিজস্ব তহবিল ও সদস্যের শ্রম দিয়ে কৃষি পণ্য উৎপাদন করেন। সমিতির সদস্যগণ তাদের নিজস্ব জমিতে সমিতির মাধ্যমে আলু, ভুট্টা, পেঁপে, বেগুন, ধান ও ভার্মি কম্পোষ্ট সার, কেঁচো সার ও দুগ্ধ উৎপাদন করেন এবং সমিতির মাধ্যমে তা বিতরণ করেন। সদস্যেদের বাহিরেও সমিতির আয় বৃদ্ধির জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া দিয়ে থাকেন। ফলে সমিতি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। সমিতির মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যদের মধ্যে কৃষিঋণ বিতরণ করেন। সমিতির কার্যকরী এলাকার মধ্যে সমিতির মাধ্যমে কৃষি তথ্যসেবা প্রদান করেন। সরকারি/বেসরকারি কৃষিজ উপকরণ সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে বিতরণ করে থাকেন। এছাড়াও সমিতি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

সমিতির শুরু হতে কৃষিপণ্য উৎপাদন যেমন- ভার্মি কম্পোষ্ট, কেঁচো সার ও সবজি উৎপাদন করেন।

সমিতিটি নিবন্ধনের পর হতে উপজেলা কৃষি অফিসার ও উপজেলা সমবায় অফিসারের পরামর্শ ও সহযোগিতায় সমিতির নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে ধান কাটার মেশিন, স্প্রে মেশিন, ট্রাক্টর ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সমিতির সদস্য ও ভাড়ায় অন্যান্য কৃষকদের কৃষিকাজে সহযোগিতা করে এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। যা সমিতির সফলতা প্রমাণ করে।

সমিতিটি নিবন্ধনের পর ২০১৮-২০১৯ খ্রি. বার্ষিক অডিট গত ০৯/১০/২০১৯ খ্রি. তারিখে সম্পাদিত হয়। হালসনে অর্থাৎ ২০১৯-২০২০ সনের বার্ষিক অডিট কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সমিতিটি নিবন্ধন পরবর্তী সময় হতে কৃষকদের অর্থাৎ সদস্যগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে। সমিতি হতে কৃষিজ প্রশিক্ষণ, কৃষি তথ্য ও পরামর্শ প্রদানসহ কৃষি পণ্য উৎপাদনে অবদান অপরিসীম।



নিবন্ধন নং : ৯৯
তারিখ : ০৭/০৮/২০১৩
সদস্য সংখ্যা : ৩৬৩ জন।
সঞ্চয় আমানত : ৬৯,৭৪,১৫০ টাকা,
শেয়ার মূলধন : ৩০,৪২,৭৫০ টাকা
অন্যান্য মূলধন : ১০,৯৫০,০০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ২১,৩,৬৩,০৩৪ টাকা।

কনফিডেন্স সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : রংপুর সদর
জেলা : রংপুর

রংপুর জেলায় সিটি কর্পোরেশন এলাকার কোতয়ালী থানার উপশহরে বাসিন্দা ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্যগণ মিলে ২০১৩ সনে ২০ জন সদস্য নিয়ে কনফিডেন্স সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ নামে একটি সমিতি নিবন্ধন করে। উক্ত সমবায় সমিতিটি জেলা সমবায় অফিসার, রংপুর মহোদয় কর্তৃক নিবন্ধন নং : ৯৯, তারিখ : ০৭/০৮/২০১৩ মূলে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়।

সমিতির সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য
সমিতির সদস্যদের শেয়ার মূলধন ও সঞ্চয় আমানতের মাধ্যমে মূলধন গঠনপূর্বক তাঁদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধনসহ স্থানীয় সদস্যদের আবাসনের ব্যবস্থা করা, কৃষি পণ্য উৎপাদন ও চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করাই সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য।

সমিতির সদস্যদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহণ করে অনেক সদস্য স্বাবলম্বী হয়েছে।

দোকান/শোরুম
সমিতির অর্থায়নে রংপুর সদর উপজেলার নজিরের হাট এলাকায় একটি শোরুম রয়েছে। সেখানে টিভি, ফ্রিজ, ফ্যান,প্রেসার কুকার, কারিকুকার, গ্যাসের চুলা, বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক্স পণ্য পাওয়া যায়। নগদ অর্থে অথবা সহজ কিস্তিতে পণ্য বিক্রয় করা হয়।

কনফিডেন্স টাওয়ার
সমিতির অর্থায়নে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট এর ০৩ নং চেক পোস্ট সংলগ্ন উপশহর এলাকায় ১৮ শতাংশ জায়গায় ০৫ তলা বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

খামার প্রকল্প
সমিতির উদ্যোগে ১০ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়েছে। সেখানে গরু এবং ছাগলের খামার প্রস্তুত করা হবে (কার্যক্রম চলমান)।

ব্যবস্থাপনা
৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক মাসিক সভাসহ অন্যান্য সভায় মিলিত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ
সমিতির ৩ জন সদস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে রংপুর আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। এছাড়া রংপুর সদর উপজেলায় অনুষ্ঠিত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণে একাধিক সদস্য অংশগ্রহণ করেছে।

সামাজিক ও সেবামূলক কার্যক্রম

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সামাজিক কার্যক্রম যেমন বৃক্ষরোপণ, সদস্যদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি, বিবাহের সময় বোনাস প্রদান, বাল্যবিবাহ নিরোধে বিভিন্ন সেমিনার, ঈদের সময় দুস্থ সদস্যদের মাঝে সেমাই ও চিনি বিতরণ, বিভিন্ন দুর্যোগের সময় অনুদান প্রদান করে থাকে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ রেজাউল আহসান মহোদয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বুলবুল মহোদয় রংপুরের ত্রাণ কার্যক্রম ও রংপুর জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কোভিড-১৯ এর সার্বিক বিষয়ে মতবিনিময় সভা করেন। সভা শেষে রংপুর সদর উপজেলা কর্তৃক উদ্বুদ্ধ করা কনফিডেন্স সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর নিজস্ব অর্থায়নে দুস্থ অসহায় কর্মহীন ৫০০ মানুষের মাঝে প্রতি পরিবারের ৭ দিন চলার জন্য ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। প্রতি প্যাকেটে ছিল চাল ৫ কেজি, ডাল ৫ কেজি, আলু ৫ কেজি, তেল ১ কেজি, সাবান ১টি, লবণ ১ কেজি। সেই সাথে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার জন্য উপজেলা সদরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পিপি প্রদান করেন।

কর্মকর্তা কর্মচারী

সমিতির নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগপূর্বক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পে মোট ১৫ জন সদস্য বহির্ভূত কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। যার ফলে সমিতিটি বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

অফিসঘর

কনফিডেন্স সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর উপশহর এলাকায় নজিরের হাটে ভাড়াকৃত অফিস ঘর রয়েছে। তবে অতি শীঘ্রই কনফিডেন্স টাওয়ারের কাজ শেষ হলে সেখানে অফিসঘর স্থাপন করা হবে।

উপসংহার

সমিতির সাংগঠনিক, আর্থিক ও সামাজিক কার্যক্রম এবং সমবায় আদর্শ ও মূলনীতি অনুসরণ করে কাজ করার ফলে ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ঘটেছে। সমবায় আদর্শ ও মূলনীতি অনুসরণ করে কনফিডেন্স সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ নামে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।



নিবন্ধন নং : ৩৪/০৫
তারিখ : ০৬/১২/২০০৫ ইং।
সদস্য সংখ্যা ১২০ জন
শেয়ার মূলধন : ১,৬৬,৯০,০০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ১৪,১১,৮০০ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ১,৮৩,২৭,৫৬৭ টাকা।

কান্ডারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

জেলা : রংপুর

কান্ডারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ একটি নির্দিষ্ট আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে এর সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উপার্জনমূলক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে অঙ্গীকারবদ্ধ। দেশের প্রচলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংকটে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সাধারণ মানুষকে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদানে বেসরকারি খাতে কান্ডারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ একটি আদর্শ চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির সদস্যরা মিলে প্রতিষ্ঠা করেন গুড হেলথ হসপিটাল। এই হসপিটালের ভিত্তি হলো মেডিক্যাল ইথিকস বা নৈতিকতার যথার্থ প্রয়োগ। এই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্প পরিসরে হলেও বর্তমানে তা নির্ভরযোগ্য রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপ নিয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে রোগীর স্বার্থ বিরোধী বা চিকিৎসার নামে অনৈতিক মুনাফা অর্জনের বিরুদ্ধে একটি সেবাধর্মী অথচ লাভজনক প্রতিষ্ঠানের প্রতীক বা উদাহরণ সৃষ্টির এই হসপিটালের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই প্রয়াসকে বাস্তব ও স্বার্থক করার লক্ষ্যে শুরুতেই প্রচলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত হসপিটালের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়।

লক্ষ্য

গণমুখী, উন্নত, চাহিদাভিত্তিক, গুণমান সম্পন্ন, দক্ষ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতামূলক স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা।

উদ্দেশ্য

- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সকল ধরনের অমানবিকতা, দূর্নীতি, অসাধুতার বদলে মান, নৈতিকতা, স্বচ্ছতা,
- দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।
- রোগ নির্ণয়,চিকিৎসা পরামর্শ ও অপারেশনসহ সকল প্রকার চিকিৎসা ব্যয় সহজলভ্য করে সর্বস্তরের মানুষের আয়ত্তে আনা।
- নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য চিকিৎসা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ব্যয় সাশ্রয়ী উদ্যোগের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস করা।
- নানা প্রকার গণপ্রচারণার মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের স্বাস্থ্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা।

গুড হেলথ হসপিটালের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- নুতন ১০ তলা ভবন।
- আধুনিক লিফট।
- অটো জেনারেটরের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ।
- আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত এক্সরে, ইসিজি, ইকো, প্যাথলজি ও আল্ট্রাসনোগ্রাম।
- মান সম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আগত সুযোগ্য চিকিৎসক ও নার্স।

- নবজাতকের জন্য ইনকিউবেটর।
- বেবী ওয়ার্মার।
- ফটোথেরাপি সার্ভিস।
- গুরুতর রোগীর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের জন্য পেশেন্ট মনিটর।
- ৪টি আধুনিক সরঞ্জাম সজ্জিত স্বতন্ত্র অপারেশন থিয়েটার কমপ্লেক্স ও পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ড।
- আধুনিক ও সুসজ্জিত সাধারণ ও বিশেষ ডিলাক্স কেবিন এবং আলাদা পুরুষ ও মহিলা জেনারেল ওয়ার্ড।
- ওয়ার্ড কেবিন সহ সর্বত্র ইন্টারকম টেলিফোন।
- সার্বক্ষণিক সিসিটিভি ক্যামেরা আওতাধীন।
- হসপিটালটিতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার, আউট ডোর, ডায়াগনষ্টিক সার্ভিস, ৪টি অপারেশন থিয়েটার ও ৫০টি সজ্জা আছে।

গুড হেলথ এর নীতি ও মূল্যবোধ

- কঠোর ও দৃঢ়তার সাথে সার্বজনীন চিকিৎসা আইন-কানুন-বিধিমালা-আচরণবিধি অনুসরণ।
- রোগীর স্বাস্থ্য অধিকার ও রোগ সংক্রান্ত তথ্য জানার অধিকার এবং তার গোপনীয়তা সংরক্ষণ।
- কমিশন ও রেফারেল ফি গ্রহণ, দালাল প্রথা, বকশিস প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণ ও দন্ডনীয় অপরাধরূপে গণ্যকরণ।

কান্ডারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর আওতাধীন গুড হেলথ হসপিটাল এর কার্যক্রমের বর্ণনা

- আউটডোর সার্ভিসসহ ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিতকরণ।
- সকল প্রকার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান।
- বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ।
- সকল ধরনের অপারেশনের আধুনিক ব্যবস্থা।
- শ্রমজীবী ও দরিদ্র মানুষের জন্য কম মূল্যে চিকিৎসা প্রদান।
- রোগ প্রতিরোধে টিকাদান কর্মসূচি চালানো।
- দুর্যোগকালে বিশেষ চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- জনগণের মধ্যে নানা স্বাস্থ্য তথ্য এবং রোগ প্রতিরোধমূলক শিক্ষা প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ।
- নারীদের প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যসেবাসহ মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
- মুক্তিযোদ্ধাসহ দেশ ও জনগণের জন্য নিবেদিত প্রাণ নেতা,কর্মীদের জন্য বিশেষ চিকিৎসা সেবার উদ্যোগ গ্রহণ।
- স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা বিষয়ক সেমিনার, কর্মশালা, আলোচনা সভার আয়োজন করা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পুস্তক, বুলেটিন, পোস্টার, লিফলেট প্রকাশ করা।
- স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সেবা প্রদান।
- পরিবেশ দূষণ রোধে একক ও যৌথভাবে নানা কার্যক্রম গ্রহণ।
- হেলথ কার্ড সার্ভিস প্রবর্তনের মাধ্যমে পারিবারিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করা।
- টেলি-মেডিসিন ও রেফারেল ক্লিনিকের মাধ্যমে দেশি/বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।
- ঢাকাসহ দেশের বাইরে প্রয়োজনীয় উন্নত চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা প্রদান।
- দেশি বিদেশি সুযোগ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে যৌথভাবে স্থানীয় পর্যায়ে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানসহ জটিল অপারেশনের ব্যবস্থা করা।
- সাধারণ ও এক্সিকিউটিভ হেলথ চেকআপ প্যাকেজ এর সুব্যবস্থা।
- মেডিক্যাল ক্যাম্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে ঠোঁট কাটা, তালু ফাটা, শিশুর অপারেশনসহ নানা ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান।
- মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

- এ যাবৎ প্রায় ১০ হাজার সফল অপারেশন সম্পন্নকরণ।
- হাঁটু ও কোমর জোড় সফলভাবে প্রতিস্থাপন।
- ২,০০০টি মেডিক্যাল ক্যাম্প পরিচালনা।
- ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প এর মাধ্যমে অপারেশন করে প্রায় ২ হাজার ঠোঁট কাটা, তালু ফাটা শিশুর মুখমন্ডলের স্বাভাবিক আকৃতি প্রদান।
- ১৫ বছরে মুক্তিযোদ্ধাসহ দেশ ও জনগণের জন্য নিবেদিত প্রাণ নেতা,কর্মীদের জন্য বিশেষ চিকিৎসা সেবা।

সুস্বাস্থ্য প্রতিটি মানুষের মূল্যবান সম্পদ। স্বাস্থ্যবান ও নিরোগ মানুষ একটি দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি। আর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি প্রতিটি নাগরিকের সুযোগ নয় বরং অধিকার। বেশিরভাগ বেসরকারি বা প্রাইভেট ক্লিনিক ও হসপিটালগুলি মানুষের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ। কারণ গুণমান, সততা, পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করার বদলে বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতে অতিমুনাফার তাড়নাই মুখ্য। সেই সঙ্গে প্রতারণা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা,অনৈতিকতা চিকিৎসা সেবার মানকে ব্যাহত করছে। বেসরকারি চিকিৎসা ব্যয়বহুল হওয়ায় তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। নিরুপায় মানুষ তাই সুচিকিৎসার আশায় পাড়ি জমাচ্ছে বিদেশে। এই প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবায় মান নৈতিকতা সাশ্রয় নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে কান্ডারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যরা ২০০৬ সালের মার্চ মাসে রংপুরে গড়ে তোলে "গুড হেলথ হসপিটাল"। কান্ডারী বহুমুখী সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই গুড হেলথ হসপিটাল দেশের প্রথম ও একমাত্র সমবায় হসপিটাল।

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশে বৈশ্বিক মহামারি করোনা কারণে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হলেও গুড হেলথ হসপিটাল মানুষের সেবার কার্যক্রম চলমান রেখেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসা সেবা যাতে সহজীকরণ করা যায় গুড হেলথ হসপিটাল সেজন্য টেলিমেডিসিন সেবা চালু করেছে।

হসপিটালটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য হারে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করছে। অত্র হাসপাতালে ৮ জন ডাক্তার, ২২ জন কর্মকর্তা, ২১ জন নার্স, ৬ জন মেডিক্যাল টেকনিসিয়ান, ১১ জন ব্রাদার্স, ১৩ জন আয়া, অন্যান্য ৩ জন সর্বমোট ৮৪ জন স্টাফ রয়েছে।

গুড হেলথ হসপিটাল চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং কর্মসংস্থান তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কীভাবে সফল হলো

সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের আলোচ্য সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমিতিটির সদস্যরা উপ-আইনে বর্ণিত বিধান অনুসারে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করেছে। সমিতির সদস্যদের নিয়মিত মুনাফা প্রদান করায় শেয়ার ও সঞ্চয় জমার ধারা অব্যাহত থাকায় সমিতির মূলধন দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সকল ধরনের অমানবিকতা, দুর্নীতি, অসাধুতার বদলে মান, নৈতিকতা, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় সমিতির কার্যক্রমকে আরো বেগবান করছে।

সমিতিটির আওতাধীন গুড হেলথ হসপিটাল এর চিকিৎসা ব্যবস্থা আধুনীকায়ন ও সহজলভ্য করায় দিনদিন সাধারণ মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যা সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতির সদস্যদের মাঝে নিয়মিত লভ্যাংশ



প্রদান করে আসছে। আলোচ্য সনে সমিতি সদস্যদের মাঝে ৩,২৬,০০০ টাকা শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদান করেছে। সমিতি ২০১৭-২০১৮ সনে ৪০,০০০ টাকা সিডিএফ প্রদান করেছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য
সমিতিতে নিয়মিত অডিটকার্য সম্পাদিত হয়। সমিতির ২০১৮-২০১৯ সনের বিধিবদ্ধ অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য
সমিতির নামে পূবালী ব্যাংক, ধাপ শাখা, জেল রোড, রংপুর এ একটি চলতি হিসাব রয়েছে, যার নম্বর ৪৬৬৪৯০১০০০৫৪১। সমিতির হিসেবের স্বচ্ছতার জন্য সকল লেনদেন ব্যাংক হিসাব নম্বরের মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে। সমিতির আওতাধীন হাসপাতালের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ১,১৬,২৪,০১১ টাকা মূল্যমানের আসবাবপত্র ও যন্ত্রাংশ রয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়ন
সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সমিতি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

সদস্যদের আর্থিক উন্নয়ন
সমিতির সদস্যদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়, হসপিটাল পরিচালনা করা হচ্ছে।

সমিতির সামাজিক উন্নয়ন
ক) ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প এর মাধ্যমে অপারেশন করে প্রায় ২ হাজার ঠোঁট কাটা তালু ফাটা শিশুর মুখমন্ডলের স্বাভাবিক আকৃতি প্রদান।
খ) ১৫ বছরে মুক্তিযোদ্ধাসহ দেশ ও জনগণের জন্য নিবেদিত প্রাণ নেতা,কর্মীদের জন্য বিশেষ চিকিৎসা সেবা।
গ) চিকিৎসা সেবা যাতে সহজীকরণ করা যায় গুড হেলথ হসপিটাল সেজন্যে টেলিমেডিসিন সেবা চালু করেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
মুমূর্ষ ও জটিল রোগীদের জন্য :
- ইনসেন্টটিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) স্থাপন।
- করনারী কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ) স্থাপন।
- নবজাতকের জন্য নিওনেটাল ইনসেন্টটিভ কেয়ার ইউনিট (এনআইসিইউ) স্থাপন।
- কিডনি রোগীদের ডায়ালাইসিস ইউনিট স্থাপন।

মানসিক রোগীদের জন্য :
- আলাদা ওয়ার্ড গঠন।
- মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং কাউন্সিলিং।
- দক্ষ ও যোগ্য নার্স গড়ে তোলার জন্য নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ স্থাপন।
- আল্ট্রাসনোগ্রাম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন।



নিবন্ধন নং : ০৪
তারিখ : ১০/০১/১৯৯৬
সদস্য সংখ্যা : ৯৮৮ জন।
সঞ্চয় আমানত : ১৭,৭৩,৮৪২ টাকা
শেয়ার মূলধন : ৫৫,৮৪,৮২৫ টাকা
অনান্য মূলধন : ১,৯৫,৫২,০৮৮ টাকা
কার্যকরী মূলধন ৩,২৪,৩১,৪৯৭ টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : রংপুর সদর
জেলা : রংপুর

রংপুর জেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ মিলে ১৯৯৬ খ্রি. সনে কিছু সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ নামে একটি সমিতি নিবন্ধন করে। উক্ত সমবায় সমিতিটি জেলা সমবায় অফিসার, রংপুর মহোদয় কর্তৃক নিবন্ধন নং : ০৪, তারিখ : ১০/০১/১৯৯৬ মূলে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়।

সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য
সমিতির সদস্যদের শেয়ার মূলধন ও সঞ্চয় আমানতের মাধ্যমে মূলধন গঠনপূর্বক তাঁদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন সদস্যদের আবাসানের ব্যবস্থা করা, চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করাই সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য।

ঋণ কার্যক্রম
সমিতির সদস্যদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহণ করে অনেক সদস্য স্বাবলম্বী হয়েছে।

রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট প্রদান
সমিতির সদস্যদের বেতন হতে ৮০ টাকা করে আর.বি ফান্ড আদায় করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এ খাতে আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৪৪৯০ টাক এবং এ বছর ৩১৭৬৮৮ টাকা অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণকে প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থ অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের আর্থিক সচ্ছলতার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। প্রতিটি সদস্যকে এককালীন ৩৫০০০ টাকা প্রদান করা হয়। এ খাতে তার জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করা হয়।

ডেথ বেনিফিট প্রদান
সমিতির সদস্যদের বেতন হতে ৬০ টাকা করে ডি.বি ফান্ড আদায় করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এ খাতে আদায়ের পরিমাণ ৮৩১৮০২০ টাক এবং এ বছর ২৩৬২২৪ টাকা মৃত সদস্যগণকে প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থ অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের পরিবারের সচ্ছলতার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। প্রতিটি সদস্যকে এককালীন ৩৫০০০ টাকা প্রদান করা হয়। এ খাতে তার জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করা হয়।

আবাসন প্রকল্প
সমিতির অর্থায়নে রংপুর ধাপ শিমুলবাগ এলাকায় ২৪ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়। ঐ জমিতে একটি ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে।

ব্যবস্থাপনা
৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক মাসিক সভাসহ অনান্য সভায় মিলিত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ
সমিতির ২ জন সদস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে রংপুর আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। এছাড়া রংপুর সদর উপজেলায় অনুষ্ঠিত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণে একাধিক সদস্য অংশগ্রহণ করেছে।

সামাজিক ও সেবামূলক কার্যক্রম
সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সামাজিক কার্যক্রম যেমন বৃক্ষরোপণ, সদস্যদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি, বিবাহের সময় বোনাস প্রদান, বাল্যবিবাহ প্রদানে বিভিন্ন সেমিনার, ঈদের সময় দুস্থ সদস্যদের মাঝে সেমাই ও চিনি বিতরণ, বিভিন্ন দুর্যোগের সময় অনুদান প্রদান করে থাকে।

অডিট এবং অডিট ফি ও সিডিএফ
সমিতিটি নিয়মিত অডিট সম্পাদন করে থাকে। ২০১৮-২০১৯ বর্ষে অডিট ফি পরিশোধ করা হয়েছে ১০,০০০ টাক এবং ভ্যাট পরিশোধ করা হয়েছে ১,৫০০ টাকা। সিডিএফ বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে ৪৮,৭৬৮ টাকা। সমিতিটি বিগত ০৫ বছর যাবৎ ১০,০০০ টাকা হারে অডিট ফি প্রদান করে আসছে।

লভ্যাংশ বিতরণ
সমিতিতে প্রতিবছর লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়। সমিতিতে ২০১৮-২০১৯ সনে সদস্যগণের মাঝে ১৩,০৬,৩৮৮ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে।

ব্যাংক হিসাব
সমিতির শিরোনামে সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, ধাপ শাখা, রংপুরে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা আছে। সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে এ হিসাব পরিচালিত হয়। নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখে ব্যাংক হিসেবের স্থিতি ১৬,৫১,৬৩৮ টাকা। সমিতির লেনদেন ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

কর্মকর্তা কর্মচারী
সমিতিতে ২ জন সদস্য বহির্ভূত কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। যার ফলে সমিতিটি বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

অফিসঘর
বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন, রংপুর এর ৪র্থ তলায় একটি রুমে সমিতির অফিসঘর অবস্থিত। সেখানে সমিতির সার্বিক কাজ সম্পন্ন করা হয়।

উপসংহার
সমিতির সংগঠনিক,আর্থিক ও সামাজিক কার্যক্রম এবং সমবায় আদর্শ ও মূলনীতি অনুসরণ করে কাজ করার ফলে সদস্যদের উন্নয়ন ঘটছে। সমবায় আদর্শ ও মূলনীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ নামে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।



নিবন্ধন নং : ১৩৬
তারিখ : ০৪/০৩/২০১২ইং
সদস্য সংখ্যা : ৪৮ জন।
শেয়ার মূলধন : ৮,৫৭,৬০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৩৯,১০০ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ২,১৩,৮৭,৫৮১ টাকা

মোহনা হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : রংপুর সদর
জেলা : রংপুর

সমিতির সভ্যগণের সমবায় নীতি ও আদর্শ বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠনভিত্তিক পরিকল্পিত জীবন ও সংগ্রামে সংঘবদ্ধ থেকে নিয়মিত সঞ্চয় ও সীমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদ সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে মূলধন গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার করে সভ্যগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও গৃহায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে ২০১২ খ্রি. মোহনা হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গঠিত হয়। সমিতিটি গঠনের পর থেকে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য

সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার মূলধন ও সঞ্চয় আমানতের মাধ্যমে মূলধন গঠনপূর্বক তাঁদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধনসহ আবাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করারই সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন কর্মসূচি

সমিতিতে বর্তমানে ৩টি হাউজিং প্রকল্প চলমান আছে।
ক) মোহনা গার্ডেন সিটি।
খ) মোহনা এনএস টাওয়ার।
গ) ড্রীমল্যান্ড স্কীম।

কার্যক্রম

সমিতি সদস্যগণের নিকট থেকে নিয়মিত শেয়ার, সঞ্চয় ও হাউজিং প্রকল্প থেকে অগ্রিম আদায়ের মাধ্যমে হাউজিং প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমিতিটি নিবন্ধনের পর থেকে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সমিতিতে বর্তমানে ৮ জন বেতনভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছে। সমিতিটির বেকারত্ব দূরীকরণে অবদান রাখছে। সমিতিটি তাদের আবাসন প্রকল্পের ফ্ল্যাট বিক্রয়ের নিমিত্তে কমিশন প্রদান করায় সমিতিতে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। সমিতি থেকে অফিসের জন্য ফ্লোর ক্রয় করেছে ফলে সমিতিতে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে। চলমান কার্যক্রম সমবায় বিভাগের সুনাম বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

কীভাবে সফল হলো

সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের আলোচ্য সমবায় সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমিতিটির সদস্যরা উপ-আইনে বর্ণিত বিধান অনুসারে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করেছে। সমিতির সদস্যদেও নিয়মিত মুনাফা প্রদান করায় শেয়ার ও সঞ্চয় জমার ধারা অব্যাহত থাকায় সমিতির মূলধন

দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা সমিতির কার্যক্রমকে আরো বেগবান করছে।

সমিতিটির আওতাধীন আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতিতে দিনদিন কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ সমিতি আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।যা সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতির সদস্যদের মাঝে নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে। আলোচ্য সনে সমিতি সদস্যদের মাঝে ২৮৩৩৭ টাকা শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদান করেছে। সমিতি ২০১৮-২০১৯ সনে ১৪৪১২ টাকা সিডিএফ প্রদান করেছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতিতে নিয়মিত অডিটকার্য সম্পাদিত হয়। সমিতির ২০১৮-২০১৯ সনের বিধিবদ্ধ অডিট সম্পন্ন হয়েছে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সমিতির নামে ব্যাংক হিসাব খোলা আছে। সমিতির হিসেবের স্বচ্ছতার জন্য সকল লেনদেন ব্যাংক হিসাব নম্বরের মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে।

সমিতি স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ৭,২২,৯২৮ টাকা মূল্যমানের আসবাবপত্র ও যন্ত্রাংশ রয়েছে।

আর্থসামাজিকউন্নয়ন

সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সমিতি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

সদস্যদের আর্থিক উন্নয়ন

সমিতির সদস্যদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়, হাউজিং প্রকল্প পরিচালনা করা হচ্ছে।

সমিতির সামাজিক উন্নয়ন

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সামাজিক কার্যক্রম যেমন সদস্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান, বৃক্ষরোপণ, সদস্যদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি, শীতের সময় শীত বস্ত্র বিতরণ, বিভিন্ন দুর্যোগের সময় অনুদান প্রদান করে থাকে।





নিবন্ধন নং : ২৭
তারিখ : ১৩/০৩/২০১৪ইং
সদস্য সংখ্যা : ৩,৩১৫ জন

মিঠাপুকুর স্ব-নির্ভর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : মিঠাপুকুর
জেলা : রংপুর

মিঠাপুকুর স্ব-নির্ভর মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ সমিতিটি ২০১৪ সালে নিবন্ধিত। সমিতিটি নিবন্ধনের পর থেকে কর্ম এলাকায় গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় মহিলাদের একত্রিত করে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে আসছে।

সমিতির সদস্য
সমিতির নিবন্ধন প্রাক্কালে সদস্য ছিল ২০ জন। এই সমিতিতে ক্রমান্বয়ে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে ৩,৩১৫ জন সদস্য রয়েছে। সমিতির নিজস্ব তহবিল ও ইসলামী রিলিফ এর অর্থায়নের মাধ্যমে মহিলাদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

কার্যক্রমের বর্ণনা
সমিতিতে নির্বাচিত ১২ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যমান রয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত হয়ে থাকে এবং বছরে ১ বার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা সমিতিতে ২২/০৩/২০২০খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড
সমিতি বিগত বছরগুলোতে গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ, স্বল্প সুদে সদস্যদের ঋণ প্রদান ও নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে।

কেস স্টাডি
এই সমিতিটি সূচনা লগ্ন থেকেই সুবিধাবঞ্চিত মহিলা সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। সমিতির সদস্যদের গবাদি পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষের জন্য ট্রেডভিত্তিক ঋণ প্রদান করে থাকে।

কীভাবে সফল হলো
এই সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৩১৫ জন অর্থাৎ এই বিপুল সংখ্যক নারী সদস্যদেরকে সমবায় পতাকাতলে একত্র করতে পেরেছে। সমিতিটি সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক পরিচালিত হয়ে থাকে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডএফ আদায়
বিগত বছরে ৫১,০০০ টাকা মুনাফা বিতরণ করেছে এবং সিডিএফ ১,৫৫৬ টাকা সিডিএফ প্রদান করেছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা
বিগত বছরগুলোতে গ্রাম দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ, স্বল্প সুদে সদস্যদের ঋণ প্রদান ও নারীর ক্ষমতায়ন।



নিবন্ধন নং : ১১
তারিখ : ১৭/০১/১৯৯২ইং।
সংশোধিত নিবন্ধন নং : ৩১/১৪
তারিখ :৩০/১২/২০১৪ইং
সদস্য সংখ্যা : ৪,১০২ জন
শেয়ার : ২৪,০৭,৮৪০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৯৭,৭৭,৮০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১৯,১২,১৩,৫৯৬ টাকা

চৌধুরী গোপালপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : মিঠাপুকুর
জেলা : রংপুর

গোপালপুর এলাকার হতদরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে চৌধুরী গোপালপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ নামকরণ করে পুনরায় নতুন করে ০৮ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি. তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে চৌধুরী গোপালপুর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর যাত্রা শুরু হয়।

সমিতির সদস্য সংখ্যা

আস্তে আস্তে অত্র সমিতি এলাকার মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে থাকে। অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে সদস্য সংখ্যা। যার ফলশ্রুতিতে সর্বশেষ অডিট নোট অনুযায়ী (২০১৮-২০১৯) বর্তমানে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৪,১০২ জন।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতিতে হালনাগাদ রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ, নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা, ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন, সমবায় আইন ও বিধির আলোকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ, নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। সর্বসাধারণের স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদে যাতায়াতের জন্য ক্রেডিট ইউনিয়নের নিজস্ব ৪টি মাইক্রোবাস সর্বদা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সমিতির কার্যক্রম সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক পরিচালিত হয়। সম্প্রতি করোনা দুর্যোগ মোকাবিলায় উপজেলা সমবায় অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এর উপস্থিতিতে সমিতিটির নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ১,০০০ জন কর্মহীন মানুষের মাঝে ৩,০০,০০০ মূল্যের খাদ্য সামগ্রী সমিতির ক্রয়কৃত ০৪টি মাইক্রোবাসের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

কেস স্টাডি

অত্র সমিতিটি অত্র এলাকার নানান আর্থসামাজিক কার্যকলাপের সহিত সম্পৃক্ত। সমিতির কার্যকরী মূলধন : ১৯,১২,১৩,৫৯৬ টাকা, শেয়ার : ২৪,০৭,৮৪০ সাধারণ সঞ্চয় : ৩,১৬,৫৮,৯৬৮ টাকা, স্থায়ী আমানত : ১২,০০,৫৭,০০০ টাকা, ডি,পি এস সঞ্চয় আমানত : ৯৭,৭৭,৮০০ টাকা, শিশু কিশোর সঞ্চয় আমানত : ৫,২৫,৬৫২ টাকা, বিভিন্ন তহবিল : ৭৬,৩১,৯৫৮ টাকা, আমানতের সুদ সঞ্চিতি : ১,৮৯,৯৫,১৪২ টাকা, ঋণ বিনিয়োগ : ১০,২৪,৬৪,২৯৯ টাকা, কাল্‌ব লিঃ এ স্থায়ী বিনিয়োগ : ৭,০০,০০,০০০ টাকা, কাল্‌ব লিঃ এ শেয়ার/সঞ্চয় : ১৭,৪৫,২৯৮ টাকা, পরিবহন খাতে বিনিয়োগ : ৭১,৯৮,৫৫১ টাকা, জমিতে বিনিয়োগ : ৫৩,৩৯,৫০০ টাকা।

কীভাবে সফল হলো

উদার সমবায় নীতি, যোগ্য নেতৃত্ব, হালনাগাদ তথ্য, সততা এবং একনিষ্ঠতা সমিতির সফলতার অন্যতম কারণ।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

চলতি বছরে সমবায় উন্নয়ন তহবিল ৪০,২৬৩



টাকা পরিশোধ করেছে। সমিতি প্রতি বছর মুনাফা হতে সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ করে থাকে। সমিতির সর্বশেষ ২০১৮-২০১৯ বর্ষের ১৩,৪২,০০০ টাকা, সাধারণ সদস্যের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতির নিয়মিত বার্ষিক অডিট সম্পাদন হয়ে থাকে এবং অডিট প্রতিবেদনে অডিট অফিসারের মতামত ও পরামর্শসমূহ সমিতি কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সমিতির যাবতীয় আর্থিক লেনদেন ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হয়।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

আর্থসামাজিক কার্যক্রমের পাশাপাশি অত্র সমিতিটি এই অঞ্চলের বেকারত্ব দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। অত্র সমিতিতে মোট ৩৮ জন লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সততা, অভিজ্ঞতা এবং আন্তরিকতা দিয়ে ক্রেডিট ইউনিয়ন পরিচালনা করে বর্তমানে রংপুর বিভাগ তথা 'ক' অঞ্চলের কাল্‌ব ভুক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোর মধ্যে গুণগত মান বজায় রেখে মূলধনের দিক থেকে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।



নিবন্ধন নং : ১২
তারিখ : ০৪/০৯/১৯৯৭ইং।
সংশোধিত নিবন্ধন নং : ১২৪
তারিখ :৩১/০১/২০১২
সদস্য সংখ্যা : ৮,৫৭৮ জন
শেয়ার মূলধন : ১,৬৬,৪৯,৮০৭ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১২,৩২,৩৯,০৮৭ টাকা
কার্যকারী মূলধন : ৪,৯৩,৩৫,৪১৬ টাকা

মিলনপুর আদর্শ-কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : মিঠাপুকুর
জেলা : রংপুর

মিলনপুর এলাকার হতদরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে ২৫ জন সদস্যকে সাথে নিয়ে অত্র সমিতির জনাব তরুণ কুমার রায় চৌধুরীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থানীয় জনমানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকল্পে মিলনপুর আদর্শ-কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ যাত্রা শুরু করে।

সমিতির সদস্য সংখ্যা

সমিতিটি গঠনের পর এলাকা অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে জনাব তরুণ কুমার রায় চৌধুরী এর নেতৃত্বে সভাপতি জনাব অধির চন্দ্র মহন্ত এবং কোষাধ্যক্ষ জনাব মধুসুদন সরকার মহাশয় এবং আরো কিছু প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যসহ মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে সমিতির প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে,অনেক ক্ষেত্রে অনুরোধকরে অত্র সমিতির সদস্য বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠার প্রথম অর্থ বছরে অর্থাৎ ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থবছর শেষে সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৭ জন, যাহার মধ্যে পুরুষ ৬২ জন ও মহিলা ৫ জন। ৩০ জুন ১৯৯৫ ইং এ আদায়কৃত শেয়ার মূলধন দাঁড়ায় ৮,৭৯০ টাকা এবং আদায়কৃত সঞ্চয় এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫০। তারপর ২০০৮ সালে পর থেকে সমিতিটিকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আস্তে আস্তে অত্র সমিতি এলাকার মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে থাকে। অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে সদস্য সংখ্যা। যার ফল শ্রুতিতে সর্বশেষ অডিট নোট অনুযায়ী (২০১৮-২০১৯) বর্তমানে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৮,৫৭৮ জন (পুরুষ ১২৫৯ এবং মহিলা ৭৩১৯ জন)।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতিতে হালনাগাদ রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ, নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা, ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন, সমবায় আইন ও বিধির আলোকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ, নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। সমিতিটি জেলা শহর থেকে প্রায় ৪৫ কি.মি. দুরে অবস্থিত হওয়ায় এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবার জন্য ২০১৪ সালে ১টি অ্যামবুলেন্স ক্রয় করা হয়। স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ২০১৬ সাল থেকে এলাকার ২১০ জন ছাত্রছাত্রীকে আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করতে ম্যাক প্রি-ক্যাডেট স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সমিতির কার্যক্রম সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক পরিচালিত হয়। সম্প্রতি করোনা দুর্যোগ মোকাবিলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা সমবায় অফিসার এর উপস্থিতিতে সমিতিটির নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ১,৩০০ জন কর্মহীন মানুষের মাঝে ৪,২৫,০০০ টাকা মূল্যের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়াও করোনা দুর্যোগ মোকাবিলায় সমিতির পক্ষ থেকে উপজেলা সমবায় দপ্তর, মিঠাপুকুর, রংপুরে কর্মরত কর্মকর্তাদের পিপিই, স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লোভস এবং মাস্ক প্রদান করা হয়।



কেস স্টাডি

বর্তমানে সমিতিটি প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেছে নিজস্ব দ্বিতল অফিস ভবন, নির্মাণাধীন স্কুলভবন এবং সমিতির নামীয় মোট ৬২ শতাংশ জমি। এই এলাকার বর্তমানে একটি আস্থার নাম 'মিলনপুর আর্দশ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ'। ২০১৮-২০১৯ বর্ষের এই সমিতির আদায়কৃত মোট শেয়ার মূলধন ১,৬৬,৪৯,৮০৭ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ১২,৩২,৩৯,০৮৭ টাকা বর্তমানে কার্যকারী মূলধন ৪,৯৩,৩৫,৪১৬ টাকায় উন্নীত হয়েছে। অত্র সমিতিটি অত্র এলাকার নানান আর্থসামাজিক কার্যকলাপের সাথে সম্পৃক্ত।

কীভাবে সফল হলো

উদার সমবায় নীতি, যোগ্য নেতৃত্ব, হালনাগাদ তথ্য, সততা এবং একনিষ্ঠতা সমিতির সফলতার অন্যতম কারণ।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

অডিট নোটদৃষ্টে সমিতিটির ২০১৮-২০১৯ বর্ষে নিট লাভের পরিমাণ ১১,১৮,৮১৯ টাকা। সে অনুযায়ী সরকারি কোষাগারে অডিট ফি বাবদ ১,১১,৮৯০ টাকা এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিল ৩৩,৫৬৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। শুধু এই অর্থবছরে মুনাফা হতে সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণের পরিমাণ ৮,৯০,০০০ টাকা।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতির নিয়মিত বার্ষিক অডিট সম্পাদন হয়ে থাকে এবং অডিট প্রতিবেদনে অডিট অফিসারের মতামত ও পরামর্শসমূহ সমিতি কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

আর্থসামাজিক কার্যক্রমের পাশাপাশি অত্র সমিতিটি এই অঞ্চলের বেকারত্ব দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। অত্র সমিতিতে মোট ৩৮ জন লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।



নিবন্ধন নং : ৪১
তারিখ : ০৮-০৫-২০১২
সদস্য সংখ্যা : ১,৩৪১ জন
শেয়ার মূলধন : ৭৬০,২০০ টাকা
সঞ্চয় মূলধন- ৭০,৬৩,৭৮৮ টাকা

গুড নেইবারস্ পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : পীরগঞ্জ
জেলা : ঠাকুরগাঁও

গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এ প্রতি মাসে লোন ও আইজি সাব-কমিটির মাসিক মিটিং করা হয়। লোন ও আইজি কমিটির সদস্যবৃন্দকে মাসের কয়টি লোন সদস্যদের মাঝে যায় তা লোন কমিটিকে যাচাই-বাছাই করার জন্য দেয়া হয় এবং আইজি কমিটির সদস্যবৃন্দ সদস্যগণ যে কাজে লোন নিচ্ছে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাচ্ছে কি না তা পরিদর্শন করে সমবায় সমিতিতে মাসিক মিটিংয়ে অবগত করেন।

এক নজরে গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর তথ্য

এ পর্যন্ত সদস্য ভর্তি সংখ্যা : ১,৩৪১ জন
ঋণ বিতরণকারীর সংখ্যা : ৬৬১ জন
শেয়ার জমা : ৭৬০,২০০ টাকা
সঞ্চয় জমা : ৭০,৬৩,৭৮৮ টাকা
একক ঋণ বিতরণ : ১২৮,৯১,২৩৪ টাকা
এফ ডি আর- ৫,০০,০০০ টাকা
আইজি গ্রুপ ঋণ বিতরণ : ৯০,৩৪,০৩২ টাকা
বর্তমান ব্যাংক ব্যালেন্স : ৪১,৯৬,৩৭০ টাকা

গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর সি এম সি কমিটির সদস্য সমবায় সমিতির ঋণী সদস্যদের বাড়ি পরিদর্শন করেন তারা ঋণ নিয়ে কি উন্নতি করেছে তা খতিয়ে দেখা হয়। এছাড়াও আইজি অফিসার আইজি গ্রুপ সদস্যদের বাড়ি নিয়মিত পরিদর্শন করেন।

সি. এম. সি মাসিক মিটিং

গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এ প্রতি মাসে সিএসসি মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সিডিসি মাসিক মিটিংয়ে উপস্থিত থাকেন সমবায় সমিতি এর সদস্যবৃন্দ ছাড়াও নন স্পন্সর দুজন মহিলা সদস্য। প্রতি মাসে তাদের নিয়ে মাসিক মিটিং করা হয়। মাসিক মিটিংয়ে তাদের গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করা হয়। এছাড়াও সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য আহব্বান করা হয় যেমন: বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম রোধ, পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ, নারী ক্ষমতায়েন সহযোগিতা, সামাজিক মর্যাদায় নারী মর্যাদা দান ইত্যাদি।

ভিডিসি মাসিক মিটিং

ভিডিসি মাসিক মিটিং ভিডিসি সদস্যদের নিয়ে প্রতিমাসে মাসিক মিটিং করা হয়। গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ যেসব সদস্যদের লোন দেয়া হয় তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় সমিতির সদস্যদের লোন প্রদান করা হয়। ভিডিসি সদস্যদের মাধ্যমে আইজি সদস্য ও জরিপ করা হয়। এছাড়াও খেলাপি সদস্যদের লোনের টাকা উত্তোলনে সহযোগিতা করে থাকেন। তাছাড়া ভিডিসি সদস্যবৃন্দ গ্রাম ভিত্তিক উঠান বৈঠক সভায় গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর সি এম সি কমিটির সদস্যবৃন্দকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন। ভিডিসি সদস্যবৃন্দ গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ সিডিপি আয়োজিত বিভিন্ন

দিবসে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

সমবায় সমিতি গুড বাজার তথ্য

গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি কর্তৃক পীরগঞ্জ উপজেলার ৫নং সৈয়দপুর ইউনিয়ন মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গুড বাজার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গুড বাজারে ৮৫০টি পরিবারের মাঝে শাড়ি, লুঙ্গি, টি-শার্ট, মেহেদি এবং হেয়ার ব্যান্ড এবং ১৭০ জন পরিবারের মাঝে চাল, মসুর ডাল, সয়াবিন তেল, লবণ, পিঁয়াজ, আলু এবং সাবান বিতরণ করা হয়। উক্ত গুড বাজার অনুষ্ঠানে পীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান এবং এসিল্যাণ্ড উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ৭৫০ জন পরিবার পোলাও চাল, চিনি, সেমাই এবং দুধ পেয়েছেন।

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন

গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ "The power of act for a sustainable future" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন করা হয়। গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি মিসেস : সুমারজান বেগম আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ সিডিপি এর এস এস অফিসার মি: বিধান মন্ডল আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। এছাড়াও গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ সিডিপি এর আইজি অফিসার নারায়ণ কুমার রায় আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসে বলেন, সমবায় মানুষকে আশার আলো দেখাবে একমাত্র সমবায় মানুষ, সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে।

বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক, রংপুর কর্তৃক গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি পরিদর্শন করেন। সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভা করেন। গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি মিসেস : সুমারজান বেগম সমবায় সমিতির কার্যক্রম পি পিটির মাধ্যমে উপস্থাপনা করেন। তিনি পিপিটির মাধ্যমে সমবায় সমিতির শেয়ার, সঞ্চয়, এফডিআর এবং গুড নেইবার্স এর অনুদান সম্পর্কে অবগত করেন। তিনি ৫নং সৈয়দপুর উইনিয়নবাসীর অবস্থার কথা তুলে ধরে বলেন এখানকার মানুষ অতি দরিদ্র। গুড নেইবার্স আসার পর এলাকার স্পন্সর শিশুর মায়েদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে আমরা একত্রিত হই এবং আমি আমার বাড়িতে সংসারে কাজ করতাম। গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ সিডিপি আমাকে সমবায়ের মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন আমি আমার সাধ্যমতো সমিতির উন্নয়ন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক, রংপুর

মি : আহসান হাবীর গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর পরিদর্শন করে আবেগপ্লুত হয়ে বলেন যে, এ রকম জায়গায় সমবায় সমিতি আছে আমি কল্পনা করতে পারিনি।

ব্যাঙ্গল বীফ ফ্যাটেনিং আইজি গ্রুপের লভ্যাংশ সদস্যদের প্রদান :

ব্যাঙ্গল বীফ ফ্যাটেনিং আইজি গ্রুপ-০১ এর আগষ্ট -২০১৬ মাসের সমস্ত গরু বিক্রয় করা হয়েছে। বেঙ্গল বীফ ফ্যাটেনিং আইজি গ্রুপ-০১ এর ২২/০৯/২০১৬ ইং তারিখে সকল সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভা করা হয় এবং সেখানে পীরগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ও সিডিপি ব্যবস্থাপক এবং এস ও ডি ডিপার্টমেন্টের আইজি অফিসারসহ উপস্থিত থেকে বেঙ্গল বীফ ফ্যাটেনিং আইজি গ্রুপ-০১ এর সকল সদস্যদের মাঝে লভাংশ বিতরণ করা হয়।

আইজিজির কার্যক্রমের অগ্রগতি

১০টি আইজি গ্রুপ আছে। মোট আইজি গ্রুপ ১০টির মধ্যে মোট সদস্য হলো ২০৯ জন। এর মূলধন ৯০,৩৪,০৩২ টাকা এবং লভাংশ পুঁজি করা হয় ১৫,৫০,২২০ টাকা ভালোভাবে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন এবং অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছলতা লাঘব করছে। আমাদের আইজি গ্রুপের কার্যক্রম ভালমত চলছে। সমবায় সমিতিতে এর আইজি গ্রুপের সকল সদস্যবৃন্দ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। বর্তমানে গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতিতে সোস্যাল এন্টারপ্রাইজ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে যা পরিবারের মায়েরা এই কার্যক্রমের সাথে জড়িত থেকে বাড়ির কাজের পাশাপাশি বাড়তি আয় করতে পারবে বলে বিশ্বাস করি।

গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর উদ্যোগে গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ সিডিপি এর সহযোগিতায় ৭৫০ জন পরিবারকে সবজির বীজ মূল-১০০ গ্রাম, কলমি শাক-১০০ গ্রাম, গাজর-২০ গ্রাম, মিষ্টি কুমড়া-৪ গ্রাম এবং বেগুন বীজ-৪ গ্রাম প্রদান করা হয় যেন বসতবাড়িতে পতিত জমির সদ্ব্যবহার হয় এবং পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মিটাতে পারে। উক্ত সবজি বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলো উপজেলা কৃষি অফিসার এবং এসিল্যান্ড এবং অফিস স্টাফবৃন্দ।

বীফ ফ্যাটেনিং আইজি গ্রুপে-০১ এর গরু বিক্রয় প্রক্রিয়ায় আইজি গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট কমিটি আইজি গ্রুপের সদস্যদের বাড়িতে গিয়ে গরুর ব্যাপারির সাথে সরাসরি কথা বলার পর আইজি সদস্যসহ টাকা নেয়া হয় এবং সেই টাকা ম্যানেজমেন্ট কমিটি সভাপতি ব্যাংকে জমা করেন এভাবে আইজি গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট কমিটি বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ সমবায় সমিতি লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা

গুড নেইবার্স পীরগঞ্জ সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রতি বছর অডিটের পর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত হয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ার, সঞ্চয়, ঋণ বিতরণ, সমিতি এর আয়-ব্যয় হিসাব উপস্থাপন করা হয় এবং নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয় এবং সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সমবায় সমিতি কার্যক্রম পরবর্তীতে নির্ধারন করা হয়।



নিবন্ধন নং : ২৩
তরিখ : ২ জানুয়ারি ২০১২
সদস্যের সংখ্যা : ৭১০ জন
শেয়ার মূলধন : ৮,৩০,৯০০ টাকা
সঞ্চয়ের আমানত : ৪১,৫৯,৩২১ টাকা।

পি এস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : পীরগঞ্জ
জেলা : ঠাকুরগাঁও

২০১৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখে রোজ সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকায় খিরোদ চন্দ্র অধিকারীর উদ্দ্যোগে একটি সংগঠন করার উদ্দেশ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং উক্ত আলোচনা সভায় সংগঠনের সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা শেষে সবার সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমাদের বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের মানুষ বেশির ভাগই দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে এমন অবস্থায় প্রাকৃতিক ও যেকোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে মানুষ খাদ্য ও বস্ত্রের এবং শিক্ষা হতে বঞ্চিত হয় সেদিন এই বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রায় ৪০ জন ব্যক্তি একমত হয়ে সাহায্যের হাত বাড়ানোর আগ্রহ দেখালাম। সবাই সমবেত হয়ে উক্ত সাহায্য করবো এই অঙ্গিকার করে প্রত্যেক সপ্তাহে জন প্রতি ১০০ টাকা করে জমা প্রদান করবো এবং তা সামাজিক কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত বলবত ও চলমান রইলো। যাদের খাবার নাই তাদের ১০ কেজি হতে ৪০ কেজি পর্যন্ত অবস্থান ভেদে প্রদান করি ও যাদের চিকিৎসার অভাব তাদের অর্থনৈতিকভাবে ২,০০০ টাকা হতে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রদান করা শুরু করিলাম। এই ভাবে ২০১০ সন পর্যন্ত চলমান রইল এবং আমাদের ৪০ জনের অধিক সদস্য বৃদ্ধি হলো না। বরং আসতে আসতে কমতে শুরু করলো। আবার এইদিকে সামাজিকভাবে অভাবগ্রস্ত মানুষ দলে দলে আমাদের কাছে আসতে লাগলো। এমন একসময় হলো একজন মানুষকে একশত টাকা দিয়ে স্বান্তনা দেওয়ার মত পুঁজি রইলো না। এক সপ্তাহে যে টাকা জমা হবে তার চাইতে অনেক বেশি আবেদন আসে ১০ টাকা করে দেওয়ার মত সাধ্য রইলো না ২০১১ সনের প্রায় জুন মাসের দিকে ৪০ জনের মধ্যে শুধু ১২ জন রইলাম। এই বিষয়ে উক্ত ১২ জন মিলে আবারো আলোচনার জন্য ডাকা হলো। এই আলোচনায় দর্শন চন্দ্র রায় প্রস্তাব রাখেন যে আমরা এই পি এস সৎ সংঘ টিকিয়ে রাখতে বেসামাল হয়েছি এই ভাবে সমাজের কোনো কিছু উপকারে আসিতে পারবো না। তাই আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে একটি সমবায় সমিতি গঠন করি এবং এই উদ্দেশ্যে আবারো সকলের একমত হয়ে একটি সভার আহ্বান করলাম। সর্বসাকুল্যে ২০ জন একমত করে সমবায় সমিতি গঠন করি। এইভাবে প্রথম থেকে ২০১১ সনের শেষের দিকে শেয়ার ২০,০০০ টাকা ও সঞ্চয় পরিমাণ ৩০,০০০ টাকা নিয়ে ২০১২ সনে পদার্পন করি এবং ২০১২ সনের জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে পিএস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ নামে সমিতি নিবন্ধন পাই, যার নিবন্ধন নং : ২৩। তারপর উপজেলা সমবায় অফিসে সর্বদায় যোগাযোগ রাখি। উপজেলা সমবায় অফিসারের সাথে কথা বলে, সমবায়ের উদ্দেশ্য ও তার ব্যবহারসহ যাবতীয় বিষয়ে তারা আমাদের বোঝান ও সহযোগিতা প্রদান করেন। এবার প্রথম আমরা ৫০০টাকা ঋণ হিসেবে সদস্যকে পদান করি। এইভাবে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানসহ সমবায় সদস্য বৃদ্ধি করার প্রবল চেষ্টা অব্যাহত রাখি। এই থেকে সবাই সারাদিন নিজ নিজ কাজ করে সন্ধ্যা বেলায় সমিতির কার্যক্রম তৎপরতার

সহিত চলমান রাখি এবং ২০১৩ সনের মধ্যে আমাদের শেয়ার ৪০,৭০০ টাকা ও সঞ্চয় ২,১৭,৮৮০ টাকাসহ মোট ২,৫৮,৫৮০ টাকা কার্যকরী মূলধনে এসে দাড়াঁয়। এই অর্থ দ্বারা আমরা কিছু প্রকল্প হাতে নেয়ার চেষ্টা করি।

সমিতির সদস্য

সমিতি নিবন্ধনকালীন সদস্য ছিল ২০ জন, বর্তমানে চলমান সদস্যের ৭১০ জন।

কৃষি প্রকল্প

২০১৩ সনের শেষের দিকে সমবায় সমিতি থেকে আমরা চুক্তিভিক্তিক জমি ক্রয় করে বিভিন্ন ধরনের কৃষি আবাদ শুরু করি। এক্ষেত্রে, সর্বপ্রথম পাঁচ একর জমি চুক্তি ভিক্তিতে নিয়ে আমরা উক্ত জমিতে আলুর চাষ করি। উক্ত চাষাবাদের খাতে সমিতি খেকে ব্যয় হিসেবে ৫০,০০০ টাকা বহন করে। যার মধ্যে প্রায় ৩০,০০০ টাকা দৈনিক মুজুরি খাতে ব্যবহার করা হয়, যেখানে এলাকার গরিব দুখি জনগণ কাজের সুযোগ লাভে সমর্থ হয়। উক্ত মৌসুমে আলুর বাজারজাত চাহিদা যথেষ্ট থাকায় বেশ চড়া দামে আমরা আলু বিক্রয় করি এবং অর্থগত দিক থেকে আমাদের সমবায় সমিতিতে আমরা প্রায় ২,০০,০০০ টাকা মুনাফা লাভ করি। এই ধারাবাহিকতায় আমরা আখ চাষ, ভুট্টা চাষ, গম চাষ, ধান চাষ, সরিষা চাষ ও তিল চাষ সহ বিভিন্ন শাকসবজির বীজ উৎপাদনের চাষাবাদ অব্যাহত রাখি। উক্ত কৃষি প্রকল্পটি দেখভাল করার জন্য আমরা একটি নিদিষ্ট বেতনের আয়তায় একজন কর্মী নিযুক্ত করি। উক্ত ফসল বাজারজাতকরণ শেষে সমিতি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে থাকে। এই ধারায় ২০১৪-২০১৫ সনের অর্থবছরে পি এস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ নিজের জন্য এবং এলাকার উন্নয়নের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১৫ সনের ৪৪ তম জাতীয় সমবায় দিবসে সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন গৌরব উজ্জ্বল অবদানের জন্য উপজেলা সমবায় অফিসার সমিতির উদ্যোক্তাগণকে বিশেষ সম্মাননা সনদ পত্র প্রদান করেন।

জুয়েলার্স প্রকল্প

২০১৫ সনের মাঝামাঝি সময়ে পি এস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ আরো নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। সেটি হলো জুয়েলার্স



প্রকল্প। এই প্রকল্পটির মূল বৈশিষ্ট্য হলো দক্ষকারিগরের মাধ্যমে সর্বপ্রকার অলংকার মানসম্মত এবং গ্রাহকের পছন্দনীয় করে প্রস্তুত করানো হয়। অপর আরেক একটি বৈশিষ্ট্য হলো সকল গ্রাহক সর্বদায় ন্যায্যমূল্যে অলংকার ক্রয় এবং প্রয়োজনবোধে বিক্রয় করতে পারেন। এই প্রকল্পটি পরিচালনা করার জন্য একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়। তিন জন দক্ষ কারিগরের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। উক্ত প্রকল্প থেকে সমিতি লাভোবান হতে থাকে।

আম বাগান প্রকল্প

২০১৭ সনের দিকে সমিতির নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং সেটি হলো আম বাগান প্রকল্প। পাঁচ একর জমিতে ১২ বছর চুক্তিভিত্তিক ক্রয় করে আম গাছ রোপণ করে একটি উপযুক্ত বাগান তৈরি করা হয়। বাগানটির সঠিক পরিচর্যার জন্য মজুরি বাবদ প্রতি বছরে প্রায় ২,০০,০০০ টাকা সমিতি থেকে ব্যয় করা হয়। যেখানে এলাকার জনগণ কাজের সুযোগ লাভ করে উপকৃত হয়ে থাকেন।

দুগ্ধবতী গাভি খামার প্রকল্প

২০১৮ সনের শুরুর দিকে দুগ্ধবতী গাভির খামার প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। খামারটিতে ৬টি দুগ্ধবতী গাভিসহ সর্বমোট ১৪টি গরু রয়েছে। বর্তমানে দৈনিক ৩০লিটার দুধ ব্রাক চিলিং সেন্টারে প্রদান করা হচ্ছে। যার দৈনিক বাজার মূল্য প্রায় ১,৩০০ টাকা মাত্র।

ঋণ প্রদান প্রকল্প

সমিতি প্রারম্ভিক অবস্থায় ঋণ প্রদানের পরিমাণ ছিল ৫০০ থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত। ঋণ প্রদানের পরিমাণ সমিতির অর্থ নৈতিক অবস্থা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই যাবৎ ১৯৩ জন সদস্যের মধ্যে ৪৪৭৬,৮৩৮ টাকা ঋণ প্রদান করা রয়েছে। উল্লেখ্য যে বিপদের সময়ে এলাকার জনগণ তথা সদস্য সকল ঋণ গ্রহণ করে যেমন উপকৃত হচ্ছে তেমনি ঋণের টাকায় মুনাফা আদায়ের মাধ্যমে সমিতি ও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এই প্রকল্পে দুইজন উন্নয়ন কর্মী নিযুক্ত করা হয়।

সামাজিক উন্নয়নে সমিতির ভূমিকা

এলাকার জনগণ তথা দরিদ্র জনগণের সাহায্যার্থে উক্ত সমিতি যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকে। যেমন শীতবস্ত্র প্রদান, কন্যা বিবাহের অর্থ প্রদান, অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সার্বিক সহায়তা প্রদান। এছাড়াও সামাজিক উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ যুবক যুবতিদের মাঝে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান। এসকল ক্ষেত্রে সমিতির সকল উদ্যোক্তাগণ সর্বদা সৎ ও ঐক্যের সাথে কাজ করে।



নিবন্ধন নং : ১৮
তারিখ : ২৩/০৩/২০১৪ ইং
সদস্য সংখ্যা : ৩,০৫৭ জন
শেয়ার মূলধন ৪,২৯,৫০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত ১,০২,৭১,১২৫ টাকা

রাসা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড

উপজেলা : লালমনিরহাট সদর
জেলা : লালমনিরহাট

লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলার সাতপাটকী মহেন্দ্র নগর এলাকার কিছু সংখ্যক বেকার যুবক, বেকার যুব মহিলা, ভূমিহীন, দুস্থ বিধবা, প্রান্তিক কৃষক ও তালাকপ্রাপ্ত নারীসমাজের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম ওয়াকিল কৃষিবিদ এর উদ্যোগে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় শুরুতে ৩০ জন সদস্যের সমন্বয়ে ২০১৪ইং সালে রাসা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিডেট এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে অত্র সমবায় সমিতিটি ২৩/০৩/২০১৪ ইং তারিখে ১৮ নং মূলে জেলা সমবায় কার্যালয়, লালমনিরহাট কর্তৃক নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। কার্যক্রমের সুবাদে ২০১৬ ইং সালের ০১/০৩/২০১৬ ইং তারিখে সমিতিটির সংশোধনী রেজিঃ নং : ১১ মূলে উহার উপ-আইন সংশোধন করা হয়। রাসা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিডেট এর কার্যক্রম সমগ্র লালমনিরহাট সদর উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

রাসা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেডের বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৩,০৫৭ জন। এর মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত এবং অল্প সংখ্যক স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বিভিন্ন পেশাভিত্তিক ব্যক্তিবর্গ। সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে প্রধানত কর্ম হলো সদস্যগণের শেয়ার ও সঞ্চয় গ্রহণের মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি করা এবং সদস্যগণকে স্ব-কর্মমুখী গড়ে তোলার জন্য সমিতির মূলধন থেকে ঋণ প্রদান। এছাড়াও অত্র সমিতি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যেগুলো নিয়ে তাদের কার্যক্রম বজায় রেখেছে।

সভ্যগণকে সমবায় নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠন ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

সমষ্টিগতভাবে সংগঠনকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সভ্যগণকে নিয়মিত সঞ্চয় ও সীমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠিত করে মূলধন গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার।

বেকারত্ব দূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধির জন্য সদস্যদের পেশাভিত্তিক অর্থকরী বাণিজ্যিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

সভ্যগণের মাঝে কৃষির বিভিন্ন বিষয় যেমন মাঠফসল, গৃহপালিত পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন, হস্তশিল্পসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়।

সমিতির লভ্যাংশ থেকে কিছু অর্থ দুস্থ মানুষের সেবায় ব্যয় করা যেমন- শীতবস্ত্র বিতরণ, সদস্যগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বিনামূল্যে ঔষধ পত্র বিতরণ, ফলজ ও ঔষধী গাছের চারা বিতরণসহ ইত্যাদি জনকল্যাণ মূলক কাজ করা।

কার্যক্রমের বর্ণনা

ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা করে আসছে। গত বছরে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে ১,৪৫,৪২,১০০ টাকা বিতরণ

করে ঋণের আসল ১,১৭,৮৭,৪৫৯ টাকা আদায় করে। সমিতির মূল কার্যক্রম শেয়ার, সঞ্চয় আমানত আদায়ের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি এবং তা ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমিতিটি শুরু থেকে বিগত ২০১৯ সন পর্যন্ত শেয়ার, সঞ্চয় আমানত আদায় এবং মূলধন বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে ১,০৯,৬৯,৪৭৯ টাকা মূলধন সৃষ্টি করে। শুরুতে সমিতির সদস্য সংখ্যা বেশি না হলেও বিগত বছরগুলোতে সমিতি ব্যাপক জনকল্যাণকর কার্যক্রমের সুবাদে কর্মএলাকার লোকজনের মধ্যে সমিতিতে অন্তর্ভুক্তিরির অধিক আগ্রহের ফলে সমিতির সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। সমিতি কর্তৃপক্ষ সদস্যদের স্বার্থে উৎপাদনমুখী প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং শীতবস্ত্র বিতরণ, সদস্যগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বিনামূল্যে ঔষধপত্র বিতরণ করে।

কেস স্টাডি

- সদস্য সংখ্যা : শুরুতে সমিতির সদস্য সংখ্যা বেশি না হলেও বিগত বছরগুলোতে সমিতি ব্যাপক জনকল্যাণকর কর্যক্রমের সুবাদে কর্মএলাকার লোকজনের মধ্যে সমিতিতে অন্তর্ভুক্তিরির অধিক আগ্রহের ফলে বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩,০৫৭ জন।
- শেয়ার মূলধন : শুরুতে সমিতির শেয়ার মূলধন ৩০,০০০ টাকা হলেও বিগত বছরগুলোতে সমিতি ব্যাপক জনকল্যাণকর কর্যক্রমের সুবাদে কর্মএলাকার লোকজনের মধ্যে সমিতিতে অন্তর্ভুক্তিরির অধিক আগ্রহের ফলে বর্তমানে সমিতির শেয়ার মূলধন ৪,২৯,৫০০ টাকা।
- সঞ্চয় আমানত : শুরুতে সমিতির সঞ্চয় আমানত ৪৫,০০০ টাকা হলে ও বিগত বছরগুলোতে সমিতি ব্যপক জন কল্যাণকর কার্যক্রমের সুবাদে কর্ম এলাকার লোকজনের মধ্যে সমিতিতে অন্তর্ভুক্তিরির অধিক আগ্রহের ফলে বর্তমানে সমিতির সঞ্চয় আমানত ১,০২,৭১,১২৫ টাকা।
- ঋণ কার্যক্রম : বর্তমানে নিজস্ব মূলধন হতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিগত বছরে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে ১,৪৫,৪২,১০০ টাকা বিতরণ করে ঋণের আসল ১,১৭,৮৭,৪৫৯ টাকা আদায় করে। উক্ত কার্যক্রমে সমিতি ৪৫,০০০ টাকা নিট লাভ অর্জন করে।
- বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম চলমান।

(১) সঞ্চয় ও ঋণদান কর্মসূচি (২) নিজস্ব ফার্নিচার তৈরি কারখানা (৩) হস্তশিল্প বিষয়ক কার্যক্রম (৪) দর্জি প্রশিক্ষণ সেলাই মেশিন কিস্তিতে প্রদান (৫) কম্পিউটার ও মোবাইল সার্ভিসিং (৬) সমবায় বাজার (৭) মৌমাছি চাষ (৮) মাছচাষ (৯) গবাদি পশুপালন।



কীভাবে সফল হলো

রাসা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিডেট ২০১৪ সালে মাত্র ৩০ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও ব্যবস্থাপনা কমিটির একান্ত প্রচেষ্টা, সমবায় সমিতির আইন, বিধি ও উপ আইন এর বাস্তব প্রতিফলন, স্থানীয় প্রশাসন, উপজেলা সমবায় কার্যালয় ও জেলা সমবায় অফিসার, লালমনিরহাট এর বাস্তবমুখী দিকনির্দেশনায় বর্তমানে এলাকায় রাসা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিডেট একটি সফল সমবায় সমিতিতে পরিণত হয়েছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতিটি নিবন্ধন পরবর্তী সময় হতে ২০১৮-২০১৯ সন পর্যন্ত সদস্যদের মাঝে সর্বমোট ১,২১,২৫০ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করেছে। অপরদিকে ২০১৮-২০১৯ সনে ২৮৬৮ টাকা সিডিএফ পরিশোধ করেছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতিটি নিবন্ধন পরবর্তী সময় থেকে যথাসময়ে অডিট সম্পাদন করা হচ্ছে এবং অডিট প্রতিবেদনে উল্লিখিত সংশোধনী সমূহের যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সমিতির সর্বশেষ ২০১৮-২০১৯ সনের অডিট জনাব কামরুননেছা সীথি উপজেলা সমবায় অফিসার, সদর লালমনিরহাট কর্তৃক গত ১৯/১২/২০১৯খ্রি. তারিখে সম্পাদিত হয়। অডিট প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ সমিতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

রাসা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিডেট এর আর্থিক লেনদেন ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এবং অন্যান্য হিসাব সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

রাসা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিডেট সদস্যদের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপজেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সমিতিতে ৫৭ জন সদস্য স্থায়ী ভাবে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ২,৫০০ সদস্যের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অপরদিকে সমিতিটি আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে দরিদ্র, অতি দরিদ্র রোগাক্রান্ত সদস্যের তথা সমাজের অন্যান্য গরিব দুঃখী,মেধাবী ছাত্রছাত্রী এবং মৃতব্যক্তির সৎকারে আর্থিক সাহায্য প্রদান, এলাকায় যৌতুক ও বাল্যবিবাহ বন্ধে সদস্যদের পরামর্শ প্রদান, স্যানিটেশন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ, শীতার্তদের শীত বস্ত্র বিতরণ ও বন্যার্তদের সাধ্যমতো সহায়তা। এছাড়াও সমিতির সদস্যগণের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য হাঁস-মুরগি ও ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধ উৎপাদন, মাছচাষ, হস্তশিল্প, বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা এবং সদস্যদের বসত বাড়িতে ফলজ ঔষধি বৃক্ষরোপণে পরামর্শ প্রদানে সমিতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।



নিবন্ধন নং : ২৬
তারিখ : ২৭/১২/২০০৪ ইং
সদস্য সংখ্যা : ৫,২১২ জন
কর্মসংস্থান : ১৯ জন
স্বকর্মসংস্থান : ২,০০০ জন
শেয়ার মূলধন ১৪,৫৮,৪০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৬,৪৩,৮২,৬২১ টাকা।

আদিতমারী শাপলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : আদিতমারী
জেলা : লালমনিরহাট

লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার কেন্দ্রস্থলে বহুল পরিচিত আরাজী দেওডোবা গ্রামের কিছু সংখ্যক বেকার যুবক, বেকার যুব মহিলা, ভূমিহীন, দুস্থ বিধবা, প্রান্তিক কৃষক ও তালাকপ্রাপ্ত নারীসমাজের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জনাব মোঃ শামসুল আলম অবসর প্রাপ্ত এনজিও কর্মী (আর ডি আর এস) এর উদ্যোগে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় শুরুতে ২৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে ২০০৪ ইং সালে আদিতমারী শাপলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে অত্র সমবায় সমিতিটি ২৭/১২/২০০৪ ইং তারিখে ২৬ নং মূলে জেলা সমবায় কার্যালয়, লালমনিরহাট কর্তৃক নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। কার্যক্রমের সুবাদে ২০০৯ ইং সালের ২৪/০৮/২০০৯ ইং তারিখে সমিতিটির সংশোধনী রেজিঃ নং : ০৬ মূলে এবং ২০১১ ইং সালের ২০/০৯/২০১১ ইং তারিখে সমিতিটির সংশোধনী রেজিঃ নং : ০৫ মূলে উহার উপ-আইন সংশোধন করা হয়। বর্তমানে আদিতমারী শাপলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যক্রম সমগ্র লালমনিরহাট জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

আদিতমারী শাপলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৫,২১২ জন। এর মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত এবং অল্প সংখ্যক স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বিভিন্ন পেশাভিত্তিক ব্যক্তিবর্গ। সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে প্রধানত কর্ম হলো সদস্যগণের শেয়ার ও সঞ্চয় গ্রহণের মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি করা এবং সদস্যগণকে স্ব-কর্মমুখী গড়ে তোলার জন্য সমিতির মূলধন থেকে ঋণ প্রদান। এছাড়াও অত্র সমিতি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে গুলো নিয়ে তাদের কার্যক্রম বজায় রেখেছে।

- সভ্যগণকে সমবায় নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠন ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।
- সমষ্টিগতভাবে সংগঠনকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সভ্যগণকে নিয়মিত সঞ্চয় ও সীমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠিত করে মূলধন গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার।
- বেকারত্ব দূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও সদস্যদের পেশাভিত্তিক অর্থকরী বাণিজ্যিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- সভ্যগণের মাঝে কৃষির বিভিন্ন বিষয় যেমন মাঠফসল, গৃহপালিত পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন, হস্তশিল্প সহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়।
- সমিতির লভ্যাংশ থেকে কিছু অর্থ দুস্থ মানুষের সেবায় ব্যয় করা যেমন- শীতবস্ত্র বিতরণ, আজিম হেল্থ কেয়ার সেন্টার এর মাধ্যমে সদস্যগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বিনামূল্যে ঔষধপত্র বিতরণ, ফলজ ও

ঔষধী গাছের চারা বিতরণসহ ইত্যাদি জন কল্যাণমূলক কাজ করা।

কার্যক্রমের বর্ণনা

ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা করে আসছে। গত বছরে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে ৪,০৯,২৬,০০০ টাকা বিতরণ করে ঋণের আসল ৩,৫৯,২৫,৪২ টাকা এবং সার্ভিস ফি ৫৩,৮৮,৮১৯ টাকা আদায় করে। সমিতির মূল কার্যক্রম শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত আদায়ের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি এবং তা ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমিতিটি শুরু থেকে বিগত ২০১৯ সন পর্যন্ত শেয়ার, সঞ্চয় আমানত আদায় এবং মূলধন বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে ৬,৭২,৭৬,০৯০ টাকা মূলধন সৃষ্টি করে।
শুরুতে সমিতির সদস্য সংখ্যা বেশি না হলেও বিগত বছরগুলোতে সমিতি ব্যাপক জনকল্যাণকর কর্যক্রমের সুবাদে কর্ম এলাকার লোকজনের মধ্যে সমিতিতে অন্তর্ভুক্তিরির অধিক আগ্রহের ফলে সমিতির সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকায় সমিতি কর্তৃপক্ষ সদস্যদের স্বার্থে উৎপাদনমুখী প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং শীতবস্ত্র বিতরণ, আজিম হেল্থ কেয়ার সেন্টার এর মাধ্যমে সদস্যগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বিনামূল্যে ঔষধপত্র বিতরণ করে।

কেস স্টাডি

- সদস্য সংখ্যা : শুরুতে সমিতির সদস্য সংখ্যা বেশি না হলেও বিগত বছরগুলোতে সমিতি ব্যাপক জনকল্যাণকর কার্যক্রমের সুবাদে কর্ম এলাকার লোকজনের মধ্যে সমিতিতে অন্তর্ভুক্তিরির অধিক আগ্রহের ফলে বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫,২১২ জন।
- শেয়ার মূলধন : শুরুতে সমিতির শেয়ার মূলধন ২,৫০০ টাকা হলেও বিগত বছরগুলোতে সমিতি ব্যাপক জনকল্যাণ কর কার্যক্রমের সুবাদে কর্ম এলাকার লোকজনের মধ্যে সমিতিতে অন্তর্ভুক্তিরির অধিক আগ্রহের ফলে বর্তমানে সমিতির শেয়ার মূলধন ১৪,৫৮,৪০০ টাকা।
- সঞ্চয় আমানত : শুরুতে সমিতির সঞ্চয় আমানত ৩,০০০ টাকা হলেও বিগত বছরগুলোতে সমিতি ব্যাপক জনকল্যাণকর কর্যক্রমের সুবাদে কর্ম এলাকার লোকজনের মধ্যে সমিতিতে অন্তর্ভুক্তিরির অধিক আগ্রহের ফলে বর্তমানে সমিতির সঞ্চয় আমানত ৬,৪৩,৮২,৬২১ টাকা।
- ঋণ কার্যক্রম-বর্তমানে নিজস্ব মূলধন হতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে



আসছে। বিগত বছরে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে ৪,০৯,২৬,০০০ টাকা বিতরণ করে ঋণের আসল ৩,৫৯,২৫,৪২২ টাকা এবং সার্ভিস ফি ৫৩,৮৮,৮১৯ টাকা আদায় করে। উক্ত কার্যক্রমে সমিতি ৩,৮০,১৩৯ টাকা নিট লাভ অর্জন করে।

কীভাবে সফল হলো

আদিতমারী শাপলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ২০০৪ সালে মাত্র ২৫ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও ব্যবস্থাপনা কমিটির একান্ত প্রচেষ্টা, সমবায় সমিতির আইন, বিধি ও উপ আইন এর বাস্তব প্রতিফলন, স্থানীয় প্রশাসন, উপজেলা সমবায় কার্যালয় ও জেলা সমবায় অফিসার, লালমনিরহাট এর বাস্তবমুখী দিক নির্দেশনায় বর্তমানে এলাকায় আদিতমারী শাপলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ একটি সফল সমবায় সমিতিতে পরিণত হয়েছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতিটি নিবন্ধন পরবর্তী সময় হতে ২০১৮-২০১৯ সন পর্যন্ত সদস্যদের মাঝে সর্বমোট ১,৫৫,৯১,২২১ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করেছেন। অপরদিকে ২০১৮-২০১৯ সন পর্যন্ত সর্বমোট ৬৮,৬৩৫ টাকা সিডিএফ পরিশোধ করেছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতিটি নিবন্ধন পরবর্তী সময় থেকে যথাসময়ে অডিট সম্পাদন করা হচ্ছে এবং অডিট প্রতিবেদনে উল্লিখিত সংশোধনী সমূহের যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সমিতির সর্বশেষ ২০১৮-২০১৯ সনের অডিট জনাব উত্তম কুমার রায়, সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, আদিতমারী লালমনিরহাট কর্তৃক গত ১০/১০/২০১৯খ্রি. তারিখে সম্পাদিত হয়। অডিট প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ সমিতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

আদিতমারী শাপলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর আর্থিক লেনদেন রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, আদিতমারী শাখায় পরিচালিত হিসেবের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে এবং অন্যান্য হিসাব সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

আদিতমারী শাপলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ সদস্যদের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপজেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সমিতিতে ১৯ জন সদস্য স্থায়ীভাবে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ২,০০০ সদস্যের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অপরদিকে সমিতিটি আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে দরিদ্র,অতি দরিদ্র, রোগাক্রান্ত সদস্যের তথা সমাজের অন্যান্য গরিব দুঃখী,মেধাবী ছাত্রছাত্রী এবং মৃতব্যক্তির সৎকারে আর্থিক সাহায্য প্রদান, এলাকায় যৌতুক ও বাল্যবিবাহ বন্ধে সদস্যদের পরামর্শ প্রদান, স্যানিটেশন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ, শীতার্তদের শীত বস্ত্র বিতরণ ও বন্যার্তদের সাধ্যমতো সহায়তা। এছাড়াও সমিতির সদস্যগণের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য হাঁস-মুরগি ও ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, দুগ্ধ উৎপাদন, মাছচাষ, হস্তশিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা এবং সদস্যদের বসত বাড়িতে ফলজ ঔষধি বৃক্ষরোপণে পরামর্শ প্রদানে সমিতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।



নিবন্ধন নং : ৪২
তারিখ : ০৩/০৫/২০১১ ইং
সদস্য সংখ্যা : ১,০৯৮ জন
কর্মসংস্থান : ৩ জন
স্বকর্মসংস্থান : ৫০০ জন
শেয়ার মূলধন ৯,৬৬,৬০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত ৫৭,৯৭,২৫৬ টাকা

ছায়াপথ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

জেলা : লালমনিরহাট
উপজেলা : কালীগঞ্জ

লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার তুষভান্ডার বন্দরে আর এম পি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সংলগ্ন গ্রামের কিছু সংখ্যক বেকার যুবক, বেকার যুব মহিলা, ভূমিহীন, দুস্থ, বিধবা, প্রান্তিক কৃষক ও তালাক প্রাপ্ত নারীসমাজের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জনাব মোঃ গোলাম মারুফ হাসান প্রভাষক এর উদ্যোগে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় শুরুতে ২০ জন সদস্যের সমন্বয়ে ২০১১ ইং সালে ছায়াপথ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে অত্র সমবায় সমিতিটি ০৩/০৫/২০১১ ইং তারিখে ৪২ নং মূলে জেলা সমবায় কার্যালয়, লালমনিরহাট কর্তৃক নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। কার্যক্রমের সুবাদে ২০১৫ ইং সালের ২৪/০২/২০১৫ইং তারিখে সমিতিটির সংশোধনী রেজিঃ নং : ০৬ মূলে উহার উপ-আইন সংশোধন করা হয়। বর্তমানে আদিতমারী শাপলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যক্রম সমগ্র লালমনিরহাট জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

ছায়াপথ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১০৯৮ জন। এর মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত এবং অল্প সংখ্যক স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বিভিন্ন পেশাভিত্তিক ব্যক্তিবর্গ। সমিতির বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে প্রধান কর্ম হলো সদস্যগণের শেয়ার ও সঞ্চয় গ্রহণের মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি করা এবং সদস্যগণকে স্ব-কর্মমুখী করে গড়ে তোলার জন্য সমিতির মূলধন থেকে ঋণ প্রদান। এছাড়াও অত্র সমিতি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যেগুলো নিয়ে তাদের কার্যক্রম বজায় রেখেছে।

সভ্যগণকে সমবায় নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠনভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

সমষ্টিগতভাবে সংগঠনকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সভ্যগণকে নিয়মিত সঞ্চয় ও সীমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠিত করে মূলধন গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার।

বেকারত্ব দূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও সদস্যদের পেশাভিত্তিক অর্থকরী বাণিজ্যিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

সভ্যগণের মাঝে কৃষির বিভিন্ন বিষয় যেমন মাঠফসল, গৃহপালিত পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন, হস্তশিল্পসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়।

সমিতির লভ্যাংশ থেকে কিছু অর্থ দুস্থ মানুষের সেবায় ব্যয় করা যেমন- শীতবস্ত্র বিতরণ, সদস্যগণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বিনামূল্যে ঔষধ পত্র বিতরণ, ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ সহ ইত্যাদি জনকল্যাণ মূলক কাজ করা।

কার্যক্রমের বর্ণনা

ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে



ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা করে আসছে। গত বছরে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে ৬৭,২৮,০০০ টাকা বিতরণ করে ঋণের আসল ৮০,৫৫,২৪৫ টাকা এবং সার্ভিস ফি ১২,০৮,১৩৭ টাকা আদায় করে। সমিতির মূল কার্যক্রম শেয়ার, সঞ্চয় আমানত আদায়ের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি এবং তা ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমিতিটি শুরু থেকে বিগত ২০১৯ সন পর্যন্ত শেয়ার, সঞ্চয় আমানত আদায় এবং মূলধন বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে ৭৪,৯০,৮১৫ টাকা মূলধন সৃষ্টি করে। শুরুতে সমিতির সদস্য সংখ্যা বেশি না হলে ও বিগত বছরগুলোতে সমিতি ব্যপক জনকল্যাণকর কার্যক্রমের সুবাদে কর্ম এলাকার লোকজনের মধ্যে সমিতিতে অন্তর্ভুক্তিরির অধিক আগ্রহের ফলে সমিতির সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকায় সমিতি কর্তৃপক্ষ সদস্যদের স্বার্থে উৎপাদনমুখী প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

কেস স্টাডি

- সদস্য সংখ্যা : শুরুতে সমিতির সদস্য সংখ্যা বেশি না হলে ও বিগত বছরগুলোতে সমিতি ব্যাপক জনকল্যাণকর কার্যক্রমের সুবাদে কর্ম এলাকার লোকজনের মধ্যে সমিতিতে অন্তর্ভুক্তিরির অধিক আগ্রহের ফলে বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,০৯৮ জন।
- শেয়ার মূলধন : শুরুতে সমিতির শেয়ার মূলধন ২০,০০০ টাকা হলেও বিগত বছরগুলোতে সমিতি ব্যপক জনকল্যাণকর কার্যক্রমের সুবাদে কর্ম এলাকার লোকজনের মধ্যে সমিতিতে অন্তর্ভুক্তিরির অধিক আগ্রহের ফলে বর্তমানে সমিতির শেয়ার মূলধন ৯,৬৬,৬০০ টাকা।
- সঞ্চয় আমানত : শুরুতে সমিতির সঞ্চয় আমানত ২০,০০০ টাকা হলেও বিগত বছরগুলোতে সমিতি ব্যাপক জনকল্যাণকর কার্যক্রমের সুবাদে কর্ম এলাকার লোকজনের মধ্যে সমিতিতে অন্তর্ভুক্তিরির অধিক আগ্রহের ফলে বর্তমানে সমিতির সঞ্চয় আমানত ৫৭,৯৭,২৫৬ টাকা।
- ঋণ কার্যক্রম : বর্তমানে নিজস্ব মূলধন হতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিগত বছরে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে ৬৭,২৮,০০০ টাকা বিতরণ করে ঋণের আসল ৮০,৫৫,২৪৫ টাকা এবং সার্ভিস ফি ১২,০৮,১৩৭ টাকা আদায় করে। উক্ত কার্যক্রমে সমিতি ৫৯,৫৪৪ টাকা নিট লাভ অর্জন করে।

কীভাবে সফল হলো

ছায়াপথ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ২০১১ সালে মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও ব্যবস্থাপনা কমিটির একান্ত প্রচেষ্টা, সমবায় সমিতির আইন, বিধি ও উপ আইন এর বাস্তব প্রতিফলন, স্থানীয় প্রশাসন, উপজেলা সমবায় কার্যালয় ও জেলা সমবায় অফিসার, লালমনিরহাট এর বাস্তবমুখী দিকনির্দেশনায় বর্তমানে এলাকায় ছায়াপথ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ একটি সফল সমবায় সমিতিতে পরিণত হয়েছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতিটি নিবন্ধন পরবর্তী সময় হতে ২০১৮-২০১৯ সন পর্যন্ত সদস্যদের মাঝে সর্বমোট ১০,২০,০০০ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করেছেন। অপরদিকে ২০১৮-২০১৯ সনে ১,৭১৭ টাকা সিডিএফ পরিশোধ করেছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতিটি নিবন্ধন পরবর্তী সময় থেকে যথাসময়ে অডিট সম্পাদন করা হচ্ছে এবং অডিট প্রতিবেদনে উল্লিখিত সংশোধনী সমূহের যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সমিতির সর্বশেষ ২০১৮-২০১৯ সনের অডিট জনাব মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, কালীগঞ্জ লালমনিরহাট কর্তৃক গত ২২/১২/২০১৯খ্রি. তারিখে সম্পাদিত হয়। অডিট প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ সমিতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

ছায়াপথ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর আর্থিক লেনদেন পূবালী ব্যাংক, তুষভান্ডার শাখায় পরিচালিত হিসেবের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে এবং অন্যান্য হিসাব সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

ছায়াপথ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ সদস্যদের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপজেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সমিতিতে ৩ জন সদস্য স্থায়ীভাবে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ৫০০ সদস্যের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অপর দিকে সমিতিটি আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে দরিদ্র, অতি দরিদ্র রোগাক্রান্ত সদস্যের তথা সমাজের অন্যান্য গরিব দুঃখী, মেধাবী ছাত্রছাত্রী এবং মৃতব্যক্তির সৎকারে আর্থিক সাহায্য প্রদান, এলাকায় যৌতুক ও বাল্যবিবাহ বন্ধে সদস্যদের পরামর্শ প্রদান, স্যানিটেশন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ, শীতার্তদের শীত বস্ত্র বিতরণ ও বন্যার্তদের সাধ্যমতো সহায়তা। এছাড়াও সমিতির সদস্যগণের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য হাঁস-মুরগি ও ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ ও দুগ্ধ উৎপাদন, মাছচাষ, হস্তশিল্প, বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা এবং সদস্যদের বসত বাড়িতে ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণে পরামর্শ প্রদানে সমিতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।



নিবন্ধন নং : ৪৭/১৫
তারিখ :২৯/১২/২০১৫ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ২২ জন
সঞ্চয় আমানত : ৪২,০০০ টাকা
শেয়ার মূলধনে : ২০,০০০ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ১,৪৬,২০০ টাকা।

শতদল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড

উপজেলা : পার্বতীপুর
জেলা : দিনাজপুর

পার্বতীপুর উপজেলার ০১ নং বেলাইচন্ডি ইউনিয়ন এর দেউল গ্রামের কতিপয় উৎসাহী মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করার পরিকল্পনা করেন জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ। সকলকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমে আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সহ জীবনমানের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। তাই প্রাথমিক অবস্থায় ২০ জন সদস্য নিয়ে ২০১৫ সালে উপজেলা সমবায় দপ্তর পার্বতীপুর এর সহযোগিতায় জেলা সমবায় দপ্তর দিনাজপুর হতে শতদল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড নামে একটি সমবায় সমিতির নিবন্ধন গ্রহণ করে বর্তমান পর্যন্ত সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

প্রাথমিক পর্যায়ে ২০ জন সদস্যের সমন্বয়ে সমিতিটি নিবন্ধনপ্রাপ্ত হলেও বর্তমানে সমিতির মোট সদস্য ২২ জন।

সমিতির সদস্যগণকে মৎস্যচাষ পেশায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের মৎস্যহ্যাচারীতে উৎপাদিত মাছের রেণু পোনা উৎপাদন করে স্থানীয়ভাবে বাজারজাত করে মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর ব্যাপক স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে।

উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

সমবায় সমিতিটি বৃহৎ পরিসরে একটি উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি হিসেবে আত্মপ্রকাশে বদ্ধপরিকর। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মৎস্যজীবীদের স্বাবলম্বী করার জন্য সমিতি একটি উদ্ভাবনী আইডিয়া গ্রহণ করেছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমবায় সমিতিটি আর্থিক কার্যক্রমের পাশাপাশি কল্যাণ তহবিল হতে নিম্নরূপ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

সমিতির মাধ্যমে ২২ জনের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে সদস্যদের উৎপাদিত এসব পণ্য সমিতি সংগ্রহ করে বাজারজাত করছে। সমিতির এ উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সফলতার ফলে উক্ত এলাকার পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীর ব্যাপক স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতির মাধ্যমে আর্থিকভাবে অসচ্ছল কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট দুর্যোগকালীন সময়ে সদস্যদের খাদ্য সামগ্রী, চিকিৎসা সেবা, শীতবস্ত্র বিতরণ, দুস্থদের মাঝে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে।

সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের মধ্যে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও অন্যান্য বিভাগে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রয়েছে।



নিবন্ধন নং : ১২/০৯
তারিখ : ১৪/০৯/২০০৯ ইং
সদস্য সংখ্যা : ১,৯০২ জন
শেয়ার মূলধন ১,২৫,২৭,০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত ২,৪৩,০৫,১১১ টাকা

ঝলঝলী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড

উপজেলা : বীরগঞ্জ
জেলা : দিনাজপুর

সমাজ এবং সংগঠন একই সূত্রে গাঁথা। সমাজকে সুন্দর সুশৃঙ্খলের নির্মল মালা দিয়ে বরণ করতে পারে একমাত্র সংগঠন। পৃথিবীর সমস্ত সংগঠনের সুতিকাগার হলো পরিবার। পৃথিবীর সমস্ত দেশ ও জাতির উত্থানের মূল চাবিকাঠি থাকে একটি সংগঠনের হাতে। আমাদের বাংলাদেশ এই তৃতীয়বিশ্বের জনবসতি পূর্ণ, বন্যা, খড়া, নদী মাতৃক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ দেশ। এই দেশের অধিকাংশ জনগণ বেকার, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, বিত্তহীন, ছিন্নমূল। এই অশিক্ষিত বিত্তহীন ছিন্নমূল মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত টিউবওয়েলের পানি পান, পায়খানা ব্যবহার অজ্ঞতা থাকার কারণে দিনদিন বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হলে অত্যন্ত কষ্টের সাথে দিনাতিপাত করছেন। অত্র এলাকায় অশিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত, শিক্ষিত ভূমিহীন ছিন্নমূল মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কৃষি সম্পদ ও গবাদি পশুপালন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান দান এবং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য অত্র এলাকার কোনো সংগঠন বা সমিতি না থাকায় এলাকাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। অবহেলিত পল্লীর জনগণের সচেতনতা ও আত্মনির্ভরশীলতা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অত্র এলাকায় একটি সমিতি সৃষ্টি করা আবশ্যক।

আমরা তৈরি করি ঝলঝলী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড। এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা মানবতার ও ন্যায়ের পূঁজারী হিসেবে এই সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত। সমাজের অবহেলিত নারী-পুরুষের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নসহ তাদের সকল প্রকার সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের সার্বিক প্রয়াসের লক্ষ্যে এবং মানবিক,সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণ হিসেবে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইহা একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। আর্থসামাজিক অবস্থার মান উন্নয়নে ঝলঝলী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ হতে নিবন্ধন নেওয়ার পূর্বে ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি রোজ মঙ্গলবার সাংগঠনিক কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে সদস্যদের সাথে আলোচনা করে সমবায় দপ্তর থেকে নিবন্ধন নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে ১৪/০৯/২০০৯ ইং সনে জেলা সমবায় কার্যালয়ে দিনাজপুর থেকে নং : ১২/০৯ নিবন্ধন নেওয়া হয়। সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দিনাজপুর জেলা বীরগঞ্জ উপজেলা, পলাশবাড়ী ইউনিয়নের ঝলঝলী নামক একটি গ্রামে মাত্র ৪৪ জন সদস্য নিয়ে সাপ্তাহিক ৩ টাকা সঞ্চয়ের



মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি করে, ঝলঝলী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ তার কর্মকাণ্ড শুরু করেন। বর্তমানে ৩০/০৬/২০২০ ইং পর্যন্ত সমিতির সদস্য ১,৯০২ জন সদস্যেদের মধ্যে শেয়ার মূলধন ১,২৫,২৭,০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ২,৪৩,০৫,১১১ টাকা আছে। সদস্যদের জীবন ধারার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধি মূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যেমন, প্রশিক্ষণ, ও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়াও সমিতির ২৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে। সমিতির নিজেস্ব মূলধন দ্বারা ক্রয়কৃত ০,৩৭ শতাংশ জমি, ৩টি মটর সাইকেল ও ১২টি পাকা ঘর আছে এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন বিষয়ভিত্তিক উদ্বুদ্ধকরণ শিক্ষা কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

ঝলঝলী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য সংখ্যা ১,৯০২ জন। বিগত বছরগুলোতে সমিতির নিজেস্ব ফান্ড হতে গরিব ও দুস্থ মানুষ এবং সদস্যদের মধ্যে ঈদ ও পূজায় সেমাই, চিনি, দুধ ও সাবান বিতরণ করে থাকে। এছাড়াও গরিব ও অসহায় মেয়েদের বিয়ের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা, খরা, শীত, বাড়ি পোড়া ও রাস্তা মেরামতসহ খাল খন্দক সমিতির মাধ্যমে নির্মাণ ও আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। বাল্যবিবাহ, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

কার্যক্রমের বর্ণনা

ঝলঝলী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে তার মধ্যে অন্যতম কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায়ভিত্তিক সদস্যদের উপকারের জন্য ন্যায্যমূল্যে সমবায় বাজার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন যেমন- গরু মোটাতাজাকরণ খামার, সার-কীটনাশক, মুদি দোকান, ফার্মেসী, প্লাষ্টিক দোকান, ও শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দোয়েল সমবায় কিন্ডার গার্টেন এন্ড প্রি-ক্যাডেট স্কুল স্থাপন করে থাকেন। সদস্যার আর্থসামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদান করা হয় এবং এই সমিতির মাধ্যমে দিনাজপুর জেলায় প্রথম চা বাগন করা হয়।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের মাঝে আর্থিক সহযোগিতার জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ, পশুপালন, দর্জি প্রশিক্ষণ, গর্ভবতী মায়েদের ঔষধ সহায়তা, অবিবাহিত গরিব মেয়েদের আর্থিক সহায়তা, করোনা মহামারিতে বিনামূল্যে চাল, ডাল, তেল, চিনি, লবণ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

কেস স্টাডি

২০০২ সালের ১লা জানুয়ারিতে মাত্র ৪৪

জন সদস্য নিয়ে সাপ্তাহিক ৩ টাকা করে সঞ্চয় আমানতের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি করে, ঝলঝলী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ তার কর্মকাণ্ড শুরু করেন। সমিতির সদস্যদের সাথে আলোচনা করে সমবায় দপ্তর থেকে নিবন্ধন নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তত পরিপ্রেক্ষিতে ১৪/০৯/২০০৯ ইং সনে জেলা সমবায় কার্যালয়ে দিনাজপুর থেকে নিবন্ধন নং ১২/০৯ নেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে দিনাজপুর জেলা বীরগঞ্জ উপজেলা পলাশবাড়ী ইউনিয়নে ঝলঝলী গ্রামে সমবায় সমিতি লিঃ তার কর্মকাণ্ড শুরু করেন।

কীভাবে সফল হলো

ঝলঝলী গ্রামে পলাশবাড়ী ইউনিয়নের ঝলঝলী নামক একটি গ্রামে মাত্র ৪৪ জন সদস্য নিয়ে সাপ্তাহিক ৩ টাকা সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি করে, ঝলঝলী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ তার কর্মকাণ্ড শুরু করে। বর্তমানে ৩০/০৬/২০২০ ইং পর্যন্ত সমিতির সদস্য ১৯০২ জন সদস্যেদের মধ্যে শেয়ার মূলধন ১,২৫,২৭,০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ২,৪৩,০৫,১১১ টাকা আছে। সদস্যদের জীবন ধারার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি সৃষ্টি করেন। এরকম আরো অনেক সফল হয়ে উঠার গল্প রয়েছে, যারা ঝলঝলী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ মাধ্যমে নিজের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করেছেন। সমিতির সদস্যর সফলতার উপর আমাদের একটি নাটক রয়েছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সমিতির সদস্যদের মধ্যে ৬,৮৭,৫৬৭ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়। ডিডি মাধ্যমে সি,ডি,এফ ২৭,৫২৩ টাকা জমা প্রদান করা হয়।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

প্রতি অর্থবছর শেষ হওয়ার পর অডিট অফিসার অডিট সম্পাদন করে থাকেন।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

বর্তমানে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক শিবরামপুর শাখা হিসাব নং : ৪১০৩ ও গড়েয়া ইসলামী ব্যাংক শাখা হিসাব নং ১৮৮২৯৫ মোট জমা ২৮,৮৪,৮০৯ টাকা এবং বীরগঞ্জ অগ্রণী ব্যাংক শাখায় এফ,ডি,আর,রয়েছে ১৫,০০০ টাকা জমা আছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা

ঝলঝলী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ধারাবহিকতায় প্রায় ৭৬৭ জন সদস্যদের মধ্যে আর্থসামাজিকভাবে ব্যাপক উন্নতি লাভ করেন। দিনাজপুরে প্রথম চা বাগান যা সমিতির সহায়তায় গড়ে উঠে এবং দেশের বড় বড়টিভি চ্যানেল সহ জাতীয় সকল পত্রিকায় খবরটি প্রকাশ করেন। সমিতির সদস্যরা ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে গরু মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে খামার তৈরি করেন। এছাড়া নার্সারী ১টি, অটোভ্যান ৯৭টি, ইজি বাইক ২৫টি, মুরগির খামার ১০টি, হাসের খামার ২টি, ক্ষুদ্র ব্যবসা ১২৫টি, নারী দর্জি ৫৫টি, বীজ উৎপাদন ৩৫টি, শস্য উৎপাদন ৭৬টি ও ৫টি ধানের ব্যবসা করে আর্থিকভাবে উন্নয়ন লাভ করেছেন।



নিবন্ধন নং : ১৮
তারিখ ১৯/০৮/২০১৫ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩৮৬ জন।
শেয়ার মূলধন : ৮,৮৪,৪০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৪২,৩০,৭৩৩ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৫২,৬৬,৯৩৫ টাকা

ধর্মপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায়

উপজেলা : বিরল
জেলা : দিনাজপুর

ধর্মপুর ইউনিয়নের নিরক্ষর এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদেরকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিরল উপজেলায় ০৮ নং ধর্মপুর ইউনিয়নের ২০ জন সদস্য মিলে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন নেয়। নিবন্ধন নং : ১৮, তারিখ ১৯/০৮/২০১৫ খ্রি.। নিবন্ধন পরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং বিরল উপজেলা সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্থান করে নিয়েছে।

সমিতির সদস্য সংখ্যা

নিবন্ধনকালে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিলো ২০ জন, বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা পুরুষ ৫২ জন এবং নারী ৩৩৪ জন; মোট সদস্য ৩৮৬ জন। ৫ বছরে সদস্য বৃদ্ধিতে সাফল্য অর্জন করেছে।

শেয়ার মূলধন : সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। এ পর্যন্ত পরিশোধিত শেয়ারের পরিমাণ ৮,৮৪,৪০০ টাকা, এক্ষেত্রেও অর্জিত সাফল্য উল্লেখ্যযোগ্য।

সঞ্চয় আমানত : নিবন্ধনকালে সমিতির সঞ্চয় আমানত ছিল ২০,০০০ টাকা। বর্তমানে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৪২,৩০,৭৩৩ টাকা। সঞ্চয় আদায়ের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যই সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মূলধন গঠনে অত্র সমিতির সাফল্য উল্লেখযোগ্য এবং সন্তোষজনক।

সমিতির গঠিত তহবিল : ৩০-০৬-২০২০ তারিখের উদ্বৃত্তপত্র অনুযায়ী আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত তহবিল ৯১,০২৩ টাকা, কুঋণ তহবিল ৬০,৭৭৯.৪০ টাকা রয়েছে। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন ৫২,৬৬,৯৩৫ টাকা যা সম্পূর্ণ সদস্যদের অবদান।

অডিট ফি পরিশোধ

সমিতি যথাসময়ে প্রতি বছর ধার্যকৃত অডিট ফি পরিশোধ করে থাকে। সমিতি নিবন্ধনের পর থেকে এ পর্যন্ত ৩৩,৭৬০ টাকা অডিট ফি পরিশোধ করেছে। আলোচ্য ২০১৯-২০ সালের নিট লাভের উপর ১০,০০০ টাকা অডিট ফি ধার্য হবে।

সিডিএফ পরিশোধ

সমিতি যথাসময়ে প্রতি বছর পাওনা সিডিএফ পরিশোধ করে থাকে। সমিতি নিবন্ধনের পর থেকে এ পর্যন্ত ১২,৯০২ টাকা সিডিএফ পরিশোধ করেছে। আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের কাছে ৩০-০৬-২০২০ তারিখ পর্যন্ত কোনো সিডিএফ পাওনা নাই। ২০১৯-২০ সালের নিট লাভের উপর ৫,৩৩২ টাকা সিডিএফ ধার্য হয়েছে, যা বিধি মোতাবেক ৩০-০৬-২১ তারিখের পর আদায়যোগ্য।

কর্জ দাদন

সমিতিতে ঋণ কার্যক্রম চালু আছে। সমিতি থেকে সদস্যদের মাঝে গাভি পালন, ছাগল

পালন, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই শিক্ষা ও ব্লক বাটিক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা, গৃহনির্মাণ এবং কৃষিকাজের জন্য ঋণ সহায়তা করা হয়। ৩০-৬-২০১৯ তারিখে ১৮,২৫,১৩৫ টাকা ঋণ পাওনা ছিল। ২০১৯-২০ বর্ষে ২৪,১৩,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং ২০,৮৭,৬৫৫ টাকা ঋণ আদায় হয়েছে। মাঠে ২১,৫০,৪৮০ টাকা ঋণ পাওনা রয়েছে। সমিতি থেকে কর্জ গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১০০টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। কর্জ দাদনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে অগ্নিশিখা হিসেবে কাজ করছে।

সমিতির নিয়োজিত কর্মচারী

আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে বেতনভুক্ত ১ জন কর্মচারীকে নিয়োগদান করেছেন। ফলে সমিতির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

ব্যবস্থাপনা কমিটি

১২ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সমিতি পরিচালিত হচ্ছে। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সভাপতি, সহ-সভাপতি সহ ৯ জন নির্বাচিত নারী সদস্য। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদের মধ্যে পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের তফসীল মোতাবেক নির্বাচনি কার্যক্রম চলছে। আগামী ১৯-১০-২০২০ তারিখে ব্যস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি মাসে নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বিগত মাসের আয়-ব্যয় অনুমোদন, সদস্য ভর্তি, কর্জ দাদন, কর্জ আদায় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী সমিতি পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে।

বার্ষিক সাধারণ সভা

বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা করা হয়। গত বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্য সংখ্যা ৩৮৪ জনের মধ্যে ৩০১ জন উপস্থিত ছিল। উক্ত উপস্থিতি সমিতির জবাবদিহিতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণক।

নিট লাভ হতে সৃষ্ট তহবিল

২০১৯-২০ সনে সিমিতর নিট লাভের পরিমাণ ১,৭৭,৭৫৪ টাকা। গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে সদস্যদের মধ্যে ৬৯,৭৯৪ টাকা লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়েছে। ৩০-০৬-২০২০ খ্রি. তারিখের উদ্বৃত্তপত্র অনুযায়ী অবন্টিত লাভ রয়েছে ১২৭৯৮২ টাকা। যা বণ্টনের জন্য পরবর্তী সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। নিবন্ধনের পর থেকে এ পর্যন্ত সদস্যদের মধ্যে ৯,১২,২৪০ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করেছে যা প্রতিষ্ঠানের ও সদস্যদের আর্থিক সচ্ছলতার প্রধান নিয়ামক ও একটি প্রশংসনীয় অবদান।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড

উপ-আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সব সময় সচেষ্ট থাকে। সমিতির উদ্দেশ্য বহিভুত কার্য পরিচালনা করে না। মূলধন অবক্ষয় করে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করে না। সমিতির সদস্যদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য এখন পর্যন্ত গাভিপালন, মৎস্যচাষ, ভ্যান গাড়ি, অটোরিক্সা, সেলাই প্রশিক্ষণ, কৃষি কজে আর্থিক সহযোগিতা করেছে।

সদস্যদের ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতে সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করে তার বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উক্ত পণ্য গুদামজাত করার জন্য একটি সুন্দর গোডাউন রয়েছে। ২০১৯-২০ বছরে গোডাউনের পণ্যের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

১. কাঠারী ধান ২৪৯ মন
২. রনজিত ধান ১০১ মন
৩. আঠাশ ধান ৬৫ মন
৪. ভূট্টা ২৫৫ মনএছাড়া অতি সম্প্রতি সদস্যদের জীবন মান অধুনিক ও গতিময় করার জন্য পরিবারের ব্যহায্য বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ও যন্ত্রাংশ পণ্য ঋণ হিসেবে প্রদান করছে। যার মধ্যে রয়েছে- ফ্রিজ, টিভি, আলমারী, শোকেজ, বিল্ডারি মেশিন, ফ্যান ইত্যাদি দ্রব্য।

সমিতির কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এলাকায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ রোধ, নারী স্বাস্থ্য শিক্ষা, শিক্ষা, স্যানিটেশন, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালত, পারিবারিক কোহল বা বিবাদ নিস্পত্তি, যৌতুকবিরোধী আন্দোলনে সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

প্রশিক্ষণ

সমিতির সদস্যদের সন্তানদেরকে প্রত্যেক বছর পি এস পি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করায় তাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য ৫ জনকে কলম, খাতা, স্কেল এবং ডিকশনারী প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

সেলাই প্রশিক্ষণ ৪৫ জন কিশোরী মেয়ে ও গৃহিনীকে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩০ জনের অধিক শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে পেশা হিসেবে দর্জি কাজ গ্রহণ করেছে। বর্তমান প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

জনহিতকর কর্মকাণ্ড

রাস্তা নির্মাণ : সমিতির অর্থায়নে গ্রামের মানুষের চালচলের দুর্ভোগ লাগবের জন্য নিম্নোক্ত মাটির রাস্তাগুলি তৈরি করেছে।

- মেরাগাঁও চোটেনের বাড়ি থেকে ওঠালুর বাড়ি পর্যন্ত ৩০০গজ কাঁচা রাস্তা নির্মাণ।
- মেরাগাঁও দুলালের বাড়ি থেকে নরেনের ভিটা পর্যন্ত ৩০০গজ কাঁচা রাস্তা নির্মাণ।
- গোবিন্দপুর বিজিবি ক্যাম্প থেকে বসেনের বাড়ি পর্যন্ত ৮০০গজ কাঁচা রাস্তা নির্মাণ। যা পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগ কারপেটিং করেছে।
- রামপুর গোবিন্দের বাড়ি থেকে ঝর্ণা রানীর বাড়ি পর্যন্ত ২০০ গজ কাঁচা রাস্তা নির্মাণ।

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা

সমিতির কর্ম এলাকায় ২০১৬ সালে ২টি কেন্দ্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচাল না করে। এক একটি কেন্দ্রে ২০ জন করে মোট ৪০ জন শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

বয়স্ক শিক্ষা

সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশ সদস্য নিরক্ষর ছিল। শিক্ষার আলো পৌছিয়ে দেওয়ার জন্য বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচাল না করা হয়। ফলে এ সমিতির সকল সদস্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন এবং অধিকাংশ সদস্য পড়তে সক্ষম। যা নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সহায়তা করেছে।

সমিতির অফিস

সমিতির অফিস ধর্মপুর বাজারস্থ ৩টি কক্ষ বিশিষ্ট বাসায় অবস্থিত। ভবিষ্যতে সমিতির কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্ভাবনায় সমিতির নামে জমি ক্রয় করে অফিস ঘর নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

উপসংহার

ধর্মপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০৪১ সাল বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যচ্ছে। এক্ষেত্রে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক সহ ব্যবস্থাপনা কমিটি সকল সদস্য বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। ভবিষ্যতে সমিতিটি উত্তর উত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।



নিবন্ধন নং :
তারিখ : ২৭ মে ২০১৩ সাল
সদস্য সংখ্যা : ১,০৮৬ জন

বীরগঞ্জ সু-প্রতিবেশী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : বীরগঞ্জ
জেলা : দিনাজপুর

সমবায় সমিতি গঠনের আসল উদ্দেশ্যই হলোসমাজের উন্নয়ন করা। তাই গরিব মায়েদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত করা হয় সমবায় সমিতি যা সমাজের নিচুস্তরের পরিবারের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। আর এরকম একটি সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরণের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে আসছে বীরগঞ্জ সু-প্রতিবেশী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

বীরগঞ্জ সু-প্রতিবেশী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ২০১৩ সালের ২৭ মে ২০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। বীরগঞ্জ সু-প্রতিবেশী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ মাহানপুর গ্রামের বীরগঞ্জ উপজেলার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। বীরগঞ্জ সু-প্রতিবেশী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য সংখ্যা ৩০ সেপ্টেম্বর-২০২০ পর্যন্ত ১,০৮৬ জন। এটি গরিব ও অসহায় পরিবারের মায়েদের নিয়ে গঠিত একটি সমবায় সমিতি। সমিতিটি সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। অনেক অসহায় পরিবার সমিতিতে ভর্তি হয়ে নিজেদের ভাগ্য যেমন পরিবর্তন করেছে, তেমনি তাদের অনুসরণ করে প্রতিবেশী পরিবারগুলো উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমিতির কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য গ্রামভিত্তিক দলনেতা রয়েছে। যাদের নেতৃত্বের মাধ্যমে গ্রামের সদস্য তৈরি ও সমিতির কার্যক্রমে সহায়তাসহ গ্রামের আর্থিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে। সমিতি ২০২০ সালের কেভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য অসহায় ও গরিব মায়েদের মাঝে খাদ্য সামগ্রীসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিভিন্ন উপকরণ সমিতির মাধ্যমে বিতরণ করেছি। বিগত মাসে সমিতির উদ্যেগে সমাজের গরিব ও দুস্থ পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তাদেরকে ৫৬০টি হাঁসের বাচ্চা ১০টি পরিবারে ও ১০টি পরিবারের মাঝে শাক-সবজির বীজ বিতরণ করা হয়। গরিব পরিবারের আর্থিক সংকট দূর হয় সেই সাথে পুষ্টি ঘাটতি পূরণ হয়ে থাকে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমবায় সমিতিতে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। এদের মধ্যে সভাপতি সহ মোট ৬ জন কর্মী রয়েছে যারা ঋণী সদস্যদের নিকট থেকে শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত ও ঋণ আদায় এর কার্যক্রম করে আসছে। উল্লেখ্য যে সমিতি থেকে কোনো সদস্য বেতন গ্রহণ করে না। শুধুমাত্র খরচ বহনের জন্য নাম মাত্র সম্মানী প্রদান করা হয়ে থাকে। এখান থেকে কৃষি, গবাদিপশুপালন, মুরগি পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়,হস্তশিল্পের উপর কর্মসংস্থান ভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হয়। এখানে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি হল আমাদের সমিতির সকল প্রকার তথ্য ভালভাবে সংরক্ষণ করার জন্য ডাটাবেজ



সফট্ওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। সেখানে অনলাইন তথ্য ইনপুট করা হয়। এছাড়াও সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ও অডিট প্রতিবছরের ন্যায় সম্পাদন করা হয়।

কেস স্টাডি

লিলি কর্মকার, স্বামী গজেন কর্মকার সমিতির সদস্য নং ২৯৪ গ্রাম মাহানপুর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। ২০১৩ সালের আগস্ট মাসে বীরগঞ্জ সু-প্রতিবেশী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এ ভর্তি হয়। অসহায় ও দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে সদস্যটি জীবনযাপন করত। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে বর্তমানে সচ্ছলভাবে দিন যাপন করছে। তার পাশাপাশি এখন অনেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সমিতির অনেক সদস্য সফল হয়েছে। পাশাপাশি সমিতির সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করেছে।

সফলতার বর্ণনা

লিলি কর্মকার সমিতি থেকে মোট ৫ বার ঋণ গ্রহণ করে। প্রথম বার ঋণ গ্রহণ করে ১০,০০০ টাকা। কৃষিকাজ করে স্বাবলম্বী হলে ২০,০০০ নিয়ে গরু পালন করে। তিনি বারবার ঋণ নিয়ে বিভিন্নভাবে বিনিয়োগ করে লাভবান হয়ে থাকে। সর্বশেষ ৫০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে চা এর দোকানে বিনিয়োগ করে সফলতার মুখ দেখেন। লাভের টাকা দিয়ে তিনি বাড়ির কাজ করেন এবং ২টি ছেলে কে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্য জীবনযাপন করে। পূর্বে তার বাঁশের তৈরি ২টি ঘর ছিল। বর্তমানে ইটের তৈরি ৩টি ঘর প্রস্তুত করেছে।

লভ্যাংশ ও সিডিএফ ফান্ড

বীরগঞ্জ সু-প্রতিবেশী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু হলেও ৫টি অর্থবছের মোট ১১,০৯,৪১৫ টাকা। গত অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৩,৬১,১০৯ টাকা প্রতিটি সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়। সমিতি সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ মোট ৫২,২৫২ টাকা জমা প্রদান করা হয়।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

প্রতি অডিট বর্ষে বীরগঞ্জ উপজেলা সমবায় অফিস এর অডিট অফিসার কর্তৃক সমিতির অডিট এর মাধ্যমে সকল প্রকার অডিট সংক্রান্ত খাতাপত্র যাচাই-বাছাই করে অডিট নোট প্রস্তুত করা থাকে।। বিগত অর্থবছর ২০১৮-২০১৯ এ ১৯,৩৪৫ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ প্রদান করা হয়

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ব্যাংকে জমা আছে ২৭,৪৪,৯৩৫ টাকা। ব্যাংক এ এফডিআর আছে ২৫,০০,০০০ টাকা যা সেপ্টেম্বর ২০২০ এ খোলা হয়েছে। বীরগঞ্জ সু-প্রতিবেশী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর নামে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে জমি ক্রয় করা হয়েছে ৫৬ শতাংশ। যার ক্রয়মূল্য ২৫,৬৫,০০০ টাকা।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে

বীরগঞ্জ সু-প্রতিবেশী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে সমাজের অনেক উন্নয়ন সাধিত করে আসছে। এটি বেসরকারি সংস্থা হলেও সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা অনেক। সুবিধাবঞ্চিত শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুর মায়ের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা, এছাড়াও পারিবারের উন্নয়ন সমিতির অবদান অপরিসীম।



নিবন্ধন নং : ০৭
তারিখ : ২৯/০৭/২০০১ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১,৮৩৮ জন

সিংগার ডাবড়ী হাট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : রাজারহাট
জেলা : কুড়িগ্রাম

বাংলাদেশের উত্তর জনপদের একটি জেলা কুড়িগ্রাম। এ জেলার ৯টি উপজেলার একটি রাজারহাট। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ এ উপজেলার কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যখন আর্থিক টানাপোড়েনে মহাজনদেও নিকট থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে আরো নিষ্পেষিত তখন কয়েকজন সমমনা সচেতন মানুষ কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে কায়েমী স্বার্থবাদী মহাজনদের হাত থেকে বাঁচাবার তাগিদে একটি সমবায় সংগঠন গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। জনগণ তাদের এ প্রচেষ্টার ফসল আজকের সিংগার ডাবড়ীর হাট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ। ২০০১ সালের ২৯, জুলাই তারিখ সমিতিটি নিবন্ধন হয়। যার নিবন্ধন নং : ০৭, পরবর্তীতে ২১/০৬/২০০৭ খ্রি. তারিখে সমিতির উপ-আইন সংশোধন করা হয়। যার সংশোধিত নিবন্ধন নং : ১১, তারিখ : ২১/০৬/২০০৭ খ্রি.।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটির কার্যক্রম শুরু হলেও ২০১৯-২০২০ সালে এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৮৩৮ জনে। উপ- আইন সংশোধনের মাধ্যমে এর কর্মএলাকা সমগ্র রাজারহাট উপজেলাব্যাপী এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য সংখ্যা ৯ জন নির্ধারণ করে। সমিতিটি এলাকার দারিদ্র্য পীড়িত জনগণের আশার বাতিঘর হওয়ায় দিনদিন এর সদস্য সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

সমিতিটি মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে যেখানে দারিদ্র্য, "সেখানেই সিংগার ডাবড়ী হাট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ"-এ স্লোগানকে সামনে রেখে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

কার্যক্রম

সমিতিটি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম করে থাকে।

- সদস্যগণকে সমবায় নীতি ও আদর্শ শিক্ষা দেয়া, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ও সমঝোতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং পরিকল্পিতভাবে উন্নত জীবনযাপনের জন্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- সদস্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয় মনোভাব গড়ে তোলা।
- ক্ষুদ্রঋণদাদনের মাধ্যমে মৌসুমী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদের সাহায্য করা।
- সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রসারের এককালীন বৃত্তি প্রদান।
- দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে দুগ্ধ খামারি সৃষ্টি করা ও ঋণ প্রদান করা।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
- পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যানবাহন ঋণ প্রদান করা।
- পরিবেশ ও জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষাকল্পে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ।
- দুর্যোগকালে দুর্গত মানুষের পাশে দাড়ানো।

বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

- করোনা মহামারিতে কর্মহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৩৫০ জনের মধ্যে চাল, তেল,



ডাল, লবণ, পিঁয়াজ, রসুন, আলু, সাবান ও মাস্ক বিতরণে প্রায় ৯০,০০০ টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে।

- উপবৃত্তি প্রদান: সমিতির সদস্যগণের মেধাবী ছেলেমেয়েদেও মধ্যে এককালীন উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া সদস্য বহিভূত কার্যকরী এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।
- সমিতির সদস্যগণের আপদকালীন সময়ে সমিতির মাইক্রোবাসে রোগী আনা-নেয়ার জন্য বিনামূল্যে হাসপাতালে প্রেরণ।

কেস স্টাডি

মোঃ সোলাইমান মিয়া একজন দরিদ্র রিক্সা চালক। তার তিন মেয়ে। অভাবের সংসার। তার বড় মেয়ের বিয়ের বরযাত্রীর (প্রায় ৫০ জন) খাবার ও জামাইকে একটি যান্ত্রিক রিক্সা প্রদান। এতে সমিতির সামাজিক দায়বদ্ধতা পরিচয় ফুটে উঠেছে।

সফল হওয়ার কারণ

সমিতিটি প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাড়িয়ে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগী করে মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। এলাকার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন ও সৎ নেতৃত্ব এবং সমিতির অভ্যান্তরীণ জবাবদিহিতার কারণে এলাকার মানুষের কাছে একটি মডেল হিসেবে গড়ে উঠেছে। মানুষ বিভিন্ন এনজিও ও ফড়িয়া মহাজনদের পাস কাটিয়ে অত্র সমিতিকে আপন করে নিয়েছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন ২,৩৬,৭৯,৪৫৪ টাকা। ২০১৮-২০১৯ সনে নিট লাভ করেছে ৮২,৩২৮ টাকা। শতকরা ৬০% লভ্যাংশ বিতরণ করেছে। সিডিএফ বাবদ ৩,৬৬৭ টাকা প্রদান করেছে। সমিতিটি এর সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে বিধায় লাভ প্রতিবছরে কম হয়ে থাকে।

সমিতির যাবতীয় আর্থিক লেনদেন ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, সিংগার ডাবড়ী হাট শাখায় ৪২৫৪ নম্বর সঞ্চয়ী হিসেবে বর্তমান স্থিতি ১৩,৩২,৮৪১ টাকা।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতিটি রাজারহাট উপজেলার আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখছে। সমিতির সফল কর্মকাণ্ডের ফলে এলাকার মানুষ এনজিও ও ফড়িয়া মহাজনদের চড়া সুদে ও ঋণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে সমিতির পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। সমিতির কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজারহাট উপজেলার আরো অনেক সমবায় সমিতি অত্র সমিতিটিকে একটি আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

সমবায় সমিতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান



পল্লী কৃষি উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ



নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

টাকার পরিমাণ লক্ষ টাকায়

বিবরণ	সংখ্যা
মোট সমিতি	৩১,৪৪২টি
মোট সদস্য	১৫,৭৩,৪২৯ জন
পুরুষ	১১,৮৩,১২৮ জন
মহিলা	৩,৯০,৩০১ জন
কার্যকরী মূলধন	৮০,৭৭৪.৬৬
ভৌত সম্পদ	১৯,২৬৩.৭৯
আর্থিক সম্পদ	১৭,৫০৬.২৫

রাজশাহী বিভাগ



সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ



নিবন্ধন নং : ১৬৪
তারিখ : ১৫.০৪.২০০৮ খ্রি.
সংশোধিত ৫৩ রাজশাহী
তারিখ : ০২.০৫.২০১১
সদস্য সংখ্যা : ১১,১৭৬ জন।

নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

জেলা : নওগাঁ

দেশের প্রচলিত সমবায় আইন ও বিধিমালার আওতায় সমাজের স্বল্প আয়ের,মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, কম সুবিধাভোগী, কর্মোদ্যম শিক্ষিত বেকার যুবসমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা করতে কৃষি উন্নয়নে কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে পুঁজি যোগান দিয়ে তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে স্বাবলম্বীকরণ। জাতির অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব নিরসনে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নানাবিধ সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন ও সদস্যদের মধ্যে বিনিয়োগের মাধ্যমে সমবায় বিধি মোতাবেক বিনিয়োগ করে 'নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ' সমবায়ী সদস্যদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্বল্প কথায় সঞ্চয় আমানতের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, ঋণ কার্যক্রম, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সমাজসেবামূলক কার্যক্রম এই ৪টি কর্মসূচির মাধ্যমে সমিতির সদস্য কর্ম এলাকার জনসাধারণকে সমবায়ের পতাকা তলে একত্রিত করে উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে সমিতি কাজ করে যাচ্ছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ যেসকল কর্মসূচি পরিচালনা করে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- সঞ্চয় ও আমানত
- ক্ষুদ্রঋণ
- স্বল্পমেয়াদি ঋণ
- সমবায় ইলেকট্রনিক্স ও ফার্নিচার শো-রুম
- গবাদি পশুপালন
- মৎস্যচাষ
- কৃষি উৎপাদন
- উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থান
- নওগাঁ হস্ত ও কুটিরশিল্প কর্মসূচি
- বাল্যবিবাহ ও যৌতুকবিরোধী কার্যক্রম
- স্বাস্থ্যসেবা
- শিক্ষা বৃত্তি কার্যক্রম
- ত্রাণ ও পুণর্বাসন
- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি
- দুস্থ ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা বিতরণ
- মাদক বিরোধী কর্মসূচি
- নারী নেতৃত্ব বিকাশ
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- পরিবর্তনে ভবানীপুর (আদর্শ গ্রাম তৈরি)
- রাস্তাঘাট সংস্কার
- সরকারি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি

কার্যক্রমের বর্ণনা

নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

সমিতির মূলধন সংগ্রহ : নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর সদস্যদের শেয়ার সঞ্চয়ের মাধ্যমে সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি সহ সঞ্চয়ে উৎসাহিত করণের মাধ্যমে ব্যবসার পুঁজি সৃষ্টি, ভবিষ্যৎ আর্থিক সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং সহজ বিনিয়োগ প্রকল্প এর মাধ্যমে এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানতকারী, চাকরিজীবি, অবসরপ্রাপ্তদের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

সমিতির বিনিয়োগ

নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ শেয়ার, সঞ্চয় সংগ্রহের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুঁজি বৃদ্ধি ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করণের লক্ষ্যে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব দূরীকরণে সদস্যদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে পারিবারিক এবং সামাজিক ভাবে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্নে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে ৫ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং সদস্যদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ৩০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছিল। বর্তমানে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমিতিতে সরাসরি ২২১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানে ৪৩ জন সহ সর্বমোট ২৬৪ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ৬ হাজার জন সদস্যের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ঋণগ্রহীতা সদস্যগণ তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ২,৫০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সামাজিক কার্যক্রম

নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ সমাজের চাহিদা অনুযায়ী সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, বিধবা ভাতা প্রদান, বাল্যবিবাহমুক্ত ও যৌতুক বিরোধ কর্মসূচি, পরিবর্তনে ভবানীপুর প্রকল্প, বৃক্ষরোপণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমিতির মূলধন সংগ্রহ : নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ২০০৮ সালে মাত্র ৫১,৫৮০ টাকা মূলধন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। বিগত বছরগুলোতে সদস্যদের শেয়ার সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্তমানে মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৫,০১,৮১,৬২৯ টাকা।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি : সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্নে মাত্র ৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে সমিতির যাত্রা শুরু হলেও বিগত বছরগুলোতে পর্যায়ক্রমে মূলধন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং নতুন নতুন উৎপাদনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করায় ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। সমিতিতে বর্তমানে ২৬৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়াও প্রায় ৬ হাজার জন সদস্যকে ঋণ সহায়তার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ঋণগ্রহীতা সদস্যগণ তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ২,৫০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সমিতির বিনিয়োগ : নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ প্রতিষ্ঠালগ্নে মাত্র ৪৪,০০০ টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী প্রকল্পসহ কৃষি খাতে ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে প্রায় ৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

সামাজিক কার্যক্রম : নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তার মধ্যে বিগত বছরে যেগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

বাল্যবিবাহ মুক্ত ও যৌতুকবিরোধী কর্মসূচি

বর্তমানে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথা সমাজের এক ভয়াবহ ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ভয়াবহ এই ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে সরকারসহ দেশের বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগে বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হতে শুরু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সমাজের এক পবিত্র দায়িত্বের অংশ হিসেবে নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপা : সোসাইটির সামাজিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে নওগাঁ সদর উপজেলাকে বাল্যবিবাহ এবং যৌতুকের বিরুদ্ধে শতভাগ মানুষকে সচেতন করার এক দৃষ্টান্তমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সদর উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভার ২১৯টি গ্রামে মোট ১০২২টি পাড়ায় পরিচালিত এই কার্যক্রমের আওতায় পাড়াভিত্তিক দুজন করে মোট ২ হাজার ৪৪ জন স্বেচ্ছাসেবক মনোনীত করা হয়েছে। তারা নিজ নিজ পাড়া/গ্রামে বাল্যবিবাহ মুক্ত ও যৌতুকবিরোধী কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

পরিবর্তনে ভবানীপুর প্রকল্প

নওগাঁ পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের ভবানীপুর গ্রামকে পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সমিতির সহযোগিতায় 'পরিবর্তনে ভবানীপুর' নামে এ কার্যক্রমের আওতায় গ্রামকে নিরক্ষরমুক্ত ও স্ব-শিক্ষিত করে তোলা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা,জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নিশ্চিত করা। বেকার সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে সকলকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা, ভিক্ষুকমুক্ত,বাল্যবিবাহ ও যৌতুকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা। মাদকমুক্ত ও যেকোনো ধরনের জুয়া বন্ধ করা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা। ব্যাপক বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন করে তোলা। সকলের জন্য কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধান এবং দারিদ্র্য দূর করে একটি মর্যাদাশীল ভবানীপুর গ্রাম গড়ে তুলতে এসব কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ভবানীপুর গ্রামবাসীর সহযোগিতায় নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম মাসুদ রানা এ পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম

নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর উদ্যোগে ৩টি জেলার ৩৬টি বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। নওগাঁ ও জয়পুরহাট জেলার এসব বিদ্যালয়ে সোসাইটির প্রধান কার্যালয়সহ মোট ১৩টি সুপারভাইজিং অফিসের মাধ্যমে এসব পুরস্কার প্রদান করা হয়। এসব স্কুলের প্রতিটি শ্রেণির প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ শিক্ষা সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় নওগাঁ জেলার ২৯টি, জয়পুরহাট জেলার ৩টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এসব পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যেই মূলত নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের এই উদ্দীপক পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে।

কেস স্টাডি

ক) নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি'র পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়ামতপুরের কৃষিবিদ কামরুজ্জামান মাল্টা চাষ করে এখন তার সোনালি স্বপ্নের দ্বারপ্রান্তে

কামরুজ্জামান রুবেল একজন কৃষিবিদ। হতে পারতেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন বড় কর্মকর্তা। কিন্তু তিনি তা হননি। কৃষিতে মনোনিবেশ করে তার একাডেমিক শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে একদিকে যেমন নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছেন অন্যদিকে স্থানীয় কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে আদর্শ হতে চেয়েছেন। তার সে স্বপ্ন সফলের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। কৃষিবিদ কামরুজ্জামানের বাড়ি নিয়ামতপুরে। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেছেন। ছোট বেলা থেকেই কৃষিক্ষেত্রে তার সফলতা পাওয়ার অদম্য বাসনা। তাই সরকারি কোনো চাকরিতে যোগদান করেন নি। মনোযোগ দিয়েছেন কৃষিতে। প্রথমে তিনি



উদ্যোগ নিয়েছিলেন আলু বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণে। কিন্তু হিমাগার কর্তৃপক্ষের দেউলিয়াপনায় সেই খাতে তাকে প্রায় কোটি টাকা লোকসান গুণতে হয়। উন্নত জাতের আলুবীজ উৎপাদন করে একটি হিমাগারে সংরক্ষণ করেছিলেন। তার মূল্য প্রায় কোটি টাকা। কিন্তু ঐ হিমাগার কর্তৃপক্ষ লোকসানের কবলে পড়েন। দিশেহারা হয়ে অনৈতিকতার আশ্রয় নেয় ঐ হিমাগার কর্তৃপক্ষ। অন্যগুলোর সাথে তার এই কোটি টাকার বীজ বিক্রি করে দিয়ে লাপাত্তা হয়ে যায়। সাথে সাথে দিশেহারা হয়ে পড়েন কামরুজ্জামানও। কি করবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছিলেন না। টেলিভিশনে বাংলাদেশে মাল্টা চাষের অপার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা লাভজনক এমন সংবাদ তাকে কিছুটা আগ্রহী করে তোলে। রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এ সম্পর্কিত একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের নিকট অনুপ্রাণীত হয়ে তিনি মাল্টা চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটির নিয়ামতপুর সুপারভাইজিং অফিসের সদস্যভুক্ত হন। পরবর্তীতে তার এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটির তহবিল থেকে তার সদস্য পদের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করেন। নিয়ামতপুর উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে প্রত্যন্ত গ্রামে তার নিজস্ব আড়াইবিঘা জমির পাশেই ৫৪ বিঘা জমি ১২ বছরের জন্য লিজ গ্রহণ করেন। মনামিনা কৃষি খামার থেকে বারী-১ জাতের ৬ হাজার মাল্টা চারা কিনে এনে রোপণ করেন। মাল্টা চাষে কতটুকু সফল হবেন বা হবেন না সেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় মাল্টা চারার পাশাপাশি প্রায় সাড়ে ৫ হাজার আমের চারাও রোপণ করেছেন। এর সবগুলোই আমরুপালি। এ বছর দ্বিতীয়বার মাল্টাগাছে ফল এসেছে। প্রথমবারে ভালো না হলেও দ্বিতীয়বার বেশ ভালো মাল্টা ধরেছে। তার দেয়া হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি গাছে কমপক্ষে ৩০টি করে মাল্টা ফল ধরেছে। বাস্তবে কোনো কোনো গাছে শতাধিক মাল্টাও দেখা গেছে। তার হিসেব অনুযায়ী এ মওসুমে ৬ হাজার গাছে ৩০টি করে মোট ফল ধরেছে ১ লাখ ৮০ হাজারটি। বর্তমান বাজার অনুযায়ী সর্বনিম্ন প্রতিটি মাল্টা ২০ টাকা হিসেবে বিক্রি হবে। সেই হিসেবে চলতি বছর সবকিছু ঠিক থাকলে তিনি ৩৬ লক্ষ টাকার মাল্টা বিক্রি করতে পারবেন। প্রতি বছর দুই বার করে মাল্টা উৎপাদিত হবে। অন্যদিকে পরের বছরগুলোতে আরও বেশি বেশি মাল্টা উৎপাদিত হবে। এ থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যাচ্ছে মাল্টা চাষ কতটা লাভজনক। পাশাপাশি তিনি সেখানে গড়ে তুলেছেন একটি গরুর খামার এবং পৃথক ৪টি বৃহৎ আকারের পুকুর। সেই পুকুরে মাছ চাষ করেও আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। তার সোনালি স্বপ্ন পূরণ হতে আর বেশি দেরি নেই।

খ) নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি'র সংস্পর্শে এসে ব্যাগের কারখানায় সান্তারের শফিকুল ইসলামের দিন বদলেছে

নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি'র সদস্যভুক্তি হয়ে এবং এই প্রতিষ্ঠানের আর্থিকভাবে সাপোর্ট নিয়ে অত্যন্ত সফলভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী এক ব্যক্তির নাম মোঃ শফিকুল ইসলাম। সান্তার পৌরসভার সাঁতার মহল্লার অধিবাসী মোঃ শফিকুল ইসলাম স্কুল ব্যাগসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ তৈরি করে আর্থিকভাবে এই সাফল্য অর্জন করেছেন। অত্যন্ত ছোট পরিসর থেকে এখন তার ব্যবসা সাফল্যের চূড়ায় আরোহন করেছে। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য। ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া শিখিয়ে তাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরির এক সু-নিশ্চিত পথ নির্মাণ করেছেন। মোঃ শফিকুল ইসলাম ১৯৯৪ ও ৯৫ সালে খুবই স্বল্প পরিসরে ব্যাগ তৈরির কাজ শুরু করেন। তেমন পুঁজি ছিলনা। নিজস্ব মাত্র ২০ হতে ২৫ হাজার টাকা দিয়ে তিনি এই ব্যবসা শুরু করেছিলেন। স্বল্প পুঁজি,স্বল্প সংখ্যক ব্যাগ দিয়ে লভ্যাংশও তেমন আসত না। তখন সপ্তাহে মাত্র ২০/২৫টি ব্যাগ তৈরি করতে পারতেন। নিজে নিজে যে পরিমাণ ব্যাগ তৈরি করতেন সান্তারে একটি মাত্র দোকান থেকে বিক্রি করতেন। কোনো রকমে চলতে পারতেন। ২০১১ সালে তিনি যুক্ত হন নওগাঁ মাল্টি : কো-অপারেটিভ সোসাইটির সাথে। সদস্যভুক্তির মাধ্যমে প্রথমে তিনি ২ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সম্প্রসারিত আকারে ব্যবসা শুরু করেন। ঢাকা থেকে কাঁচামাল হিসেবে চেইন, ফিতা, কাপড়, টিস্যু, ফাইবার, দানা কাপড়, মংলাকাপড়. উইল পাওয়ার ইত্যাদি কাঁচা মাল নিয়ে আসেন। এখন তার এই কারখানায় মোট ১৩ জন কারিগর ও কর্মচারী নিয়মিত কাজ করছে। তারা সপ্তাহে ৩ হাজার টাকা থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত মজুরি পেয়ে থাকেন এবং এই ১৩ পরিবারেও এসেছে সচ্ছলতা। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে স্কুল ব্যাগ ছাড়াও ট্র্যাভেলস ব্যাগ, অফিসিয়াল ব্যাগ, ক্যামেরা ব্যাগ, ভিডিও ক্যামেরা ব্যাগ ইত্যাদি ব্যাগ তৈরি হচ্ছে। সপ্তাহে এখন ৫শ'রও অধিক ব্যাগ তৈরি হচ্ছে এই কারখানায়। প্রতিটি ব্যাগ তৈরি করতে গড়ে খরচ হয় ২৫০ টাকা। আর বিক্রি হচ্ছে তিন থেকে সাড়ে তিন টাকায়। সপ্তাহে তৈরি সবগুলো ব্যাগই বিক্রি হয়ে যায়। বর্তমানে সান্তার বাজারে শফিকুল ইসলামের ৫টি দোকান হয়েছে। এসব দোকান থেকে বিক্রি ছাড়াও নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলার বাজারসমূহে, রাজশাহী জেলার তাহেরপুর, ভবানীগঞ্জ, বগুড়া জেলার আদমদিঘী, দুপচাঁচিয়া, জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর ইত্যাদি স্থানে খুবই জনপ্রিয়। তার ব্যবসায় পুঁজি অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমানে কেবলমাত্র নওগাঁ মাল্টি : কো-অপা : সোসাইটি থেকে ২২ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা গ্রহণ করেছেন। তিনি,তার ৫ ভাই,ভাইদের স্ত্রী,তাদের ছেলেমেয়েসহ ১৭ জনের একটি বিশাল পরিবারের সংসার খরচের আর্থিক সংকুলান এখান থেকেই চলছে। পুরাতন বাড়ির পাশেই একটি দোতলা বাড়ি বানিয়েছেন। নিয়োজিত শ্রমিকদের বেতন,কাঁচামালের ক্রয়মূল্য ইত্যাদি সব খরচ বাদ দিয়ে কমপক্ষে বর্তমানে মাসে ১ লক্ষ টাকা নিট মুনাফা অর্জন করছেন বলে তিনি জানান। শফিকুলের বড় ছেলে



নওগাঁ সরকারি কলেজে এবং ছোটটি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছে। তার এখন একমাত্র ইচ্ছা ব্যবসাকে আরও বড় করা আর ছেলেদের মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলা। নওগাঁ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি পাশে থাকলে তার সে স্বপ্ন পূরণ সম্ভব হবে বলে শফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন।

কীভাবে সফল হলো

নিজে বেকার জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আশপাশের যুবকদেরও এ কাজে সঙ্গী করতে হবে। এমন চিন্তা মাথায় খেলছিল যুবক মাসুদ রানার। মনে মনে পরিকল্পনা আঁটতে থাকেন কীভাবে কি করা যায়? ২০০৫ সালের কথা। একদিন সুযোগমতো এলাকার কয়েকজনকে নিয়ে বসলেন এম মাসুদ রানা তার পরিকল্পনার কথা বলার জন্য। এম মাসুদ রানার সব কথা শুনে সকলেই উৎসাহী হয়ে উঠলো। হাত মিলালো একসাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। মাত্র ৩০ জনকে সাথে নিয়ে শুরু হলো পথ চলা। আজ স্বচ্ছতা আর জবাবদিহিতায় সকলেই মুগ্ধ। সদস্য যুবক-যুবতি প্রত্যেকে একশত টাকা শেয়ার ও সপ্তাহে কুড়ি টাকা করে সঞ্চয় শুরু করে। সঞ্চয়ের টাকা থেকে স্বল্প মুনাফায় ঋণ বিতরণ শুরু করা হয়। এভাবে সমিতির সদস্য সংখ্যা দিনদিন বাড়তে থাকে। বেকারত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে যে যার সুবিধামতো কাজে লাগাতে থাকে টাকা। ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে সরতে থাকে এলাকায় দারিদ্র্যতা ও বেকারত্ব। সমিতির সদস্য বাড়তে থাকলে এক পর্যায়ে এর নাম দেওয়া হয় নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপা : সোসাইটি লিমিটেড। স্থানীয় সমবায় অফিস থেকে রেজিস্ট্রেশন করানো হয়। যার নিবন্ধন নং : ১৬৪ নওগাঁ, তাং-১৫.০৪.২০০৮, সংশোধিত ৫৩ রাজশাহী, তাং-০২.০৫.২০১১। ভবানীপুর, পার নওগাঁ, নওগাঁ। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১১ হাজার ১৭৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৪ হাজার ৮৩ জন ও নারী সদস্য ৭ হাজার ৯৩ জন। সমিতির কর্ম পরিধি বেড়ে এখন নওগাঁ সংলগ্ন জেলা ও জয়পুরহাটেও চলছে কার্যক্রম। এই ৩টি জেলার মোট ২৯টি উপজেলায় এই সমিতির কর্মকাণ্ড বিস্তৃত রয়েছে। বেকারদের কর্মসংস্থানও কম নয়। ঋণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান হয়েছে ১১ হাজার ১৭৬ অধিক। সমিতিতে চাকরি করছেন পুরুষ-নারী মিলে ২২১ জন ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আরো ৪৩ জন। সমবায়ের মাধ্যমে সুখী—সমৃদ্ধ এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ কে বহুমুখী সমবায় শ্রেণিতে দেশের শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে ২০১৫ সালের জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া ২০১১ সালে জেলায় শ্রেষ্ঠ ও ২০১৩ সালে রাজশাহী বিভাগের শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কারটি তুলে নিয়ে আসে এই সমিতি। সমিতির উদ্যোগে 'এনএমসিএসএল সংবাদ' নামে প্রতিমাসে একটি বুলেটিন বের করা হয়। যা সমিতির প্রত্যেক সদস্যদের হাতে তুলে দেয়া হয়। সরজমিনে নওগাঁ সদর উপজেলার পৌরসভার নির্জন বৃক্ষ ছায়াঘেরা গ্রাম ভবানীপুরে গিয়ে দেখা যায়, বাউন্ডারি ওয়ালের মধ্যে তিনতলা একটি ভবন নওগাঁ মাল্টি : কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রধান কার্যালয়। একসময় টিন সেড দেওয়া ছোট্ট অফিসটিই এখন দালান ভবনে বিশাল কার্যালয়। নিস্তব্ধ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। সরকারি-বেসরকারি প্রায় ৩৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে কাজ করছে এই সমিতি। এছাড়াও নানান রকম সামাজিক সেবামূলক কাজ করে থাকে সমিতি। যার মধ্যে রয়েছে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, দরিদ্র পিতামাতার কন্যার বিবাহ সম্পাদনে অনুদান, বিধবা ভাতা প্রদান, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকবিরোধী কর্মসূচি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, স্বল্প মূল্যে হাইব্রিড বিতরণ, সেলাই মেশিন বিতরণ, হুইল চেয়ার প্রদান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ড্রেস ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান, রাস্তাঘাট মেরামত, বৃক্ষরোপণ, গরীব ও অসহায় জনগণের চিকিৎসায় সাহায্য প্রদানসহ সহিহ্ নামাজ শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে সমিতির নিজস্ব সম্পদের আর্থিক পরিমাণ প্রায় ৮ কোটি টাকা। সদস্যদের মাঝে বিনিয়োগ করেছে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। এই ভাবেই নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ৫১ হাজার হতে ৫৫ কোটি টাকার মূলধনের সমিতিতে পরিণত হয়েছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয়ের বার্ষিক লভ্যাংশ নিয়মিত বণ্টন করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সদস্যদের মধ্যে ১৬,৩২,৩৬২ টাকা শেয়ারের লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত সমবায় উন্নয়ন তহবিলে সর্বমোট ২৮,২৩,৯৬৯ টাকা প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অডিট সেস ভ্যাটসহ ১১৫০০ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিলে নির্ধারিত ৭,০১,৮২৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর নিজস্ব অভ্যন্তরীণ অডিট ব্যবস্থা চালু রয়েছে মোঃ মাইনুল ইসলামকে দলনেতা করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সেল ১৮/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। মোঃ হোসেন শহিদ উপ-সহকারী নিবন্ধক জেলা সমবায় কার্যালয় নওগাঁ ও মোঃ ছারোয়ার কবীর পরিদর্শক জেলা সমবায় কার্যালয় নওগাঁ কর্তৃক ২০১৮-১৯ খ্রি. অর্থবছরের অডিট যথাসময়ে সম্পাদন হয়েছে এবং অডিট নোট মোতাবেক অডিট সংশোধনী প্রেরণ এবং পরামর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন অব্যাহত রয়েছে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

নওগাঁ মাল্টিপারপাস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ সকল ধরনের লেনদেন



ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। এই জন্যে সমিতির ১৩টি সুপারভাইজিং অফিসের জন্য ১৩টি এবং প্রধান কার্যালয়ের জন্য ৫টি ব্যাংকে হিসাব খোলা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ খ্রি. তারিখে ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ৪৬ লক্ষ ৪০ হাজার ১৩ টাকা মাত্র এবং ব্যাংক এফডিআর এর পরিমাণ ১৪ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্নে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সমিতির সামর্থ্য না থাকায় সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধি পাওয়া এবং নিট মুনাফা সন্তোষ জনক অর্জন করায় সামাজিক কাজে অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়। বর্তমানে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমিতি যে সকল সামাজিক কার্যক্রম করে আসছে তার তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।



অর্থনৈতিক কার্যক্রম

- সঞ্চয় ও আমানত
- ক্ষুদ্রঋণ
- স্বল্পমেয়াদি ঋণ
- সমবায় ইলেকট্রনিক্স ও ফার্নিচার শো-রুম
- গবাদি পশুপালন
- মৎস্যচাষ
- কৃষি উৎপাদন
- উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থান
- হস্ত ও কুটিরশিল্প কর্মসূচি

সামাজিক কার্যক্রম

- বাল্যবিবাহ ও যৌতুকবিরোধী কার্যক্রম
- স্বাস্থ্যসেবা
- শিক্ষা বৃত্তি কার্যক্রম
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি
- দুস্থ ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা বিতরণ
- মাদক বিরোধী কর্মসূচি
- নারী নেতৃত্ব বিকাশ



নিবন্ধন নং : ০১
তারিখ : ০৯/০৫/১৯৯৬ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ২,২৫৩ জন
কর্মসংস্থান : ২২ জন
স্বকর্মসংস্থান : ৫০ জন
শেয়ার মূলধন : ২১,০২,০৫০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৫,৩৫,১০,৩৩৩ টাকা

অগ্রণী সেচ প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সমবায় শক্তি, সমবায়ই মুক্তি এই স্লোগানকে সামনে রেখে দারিদ্র্য বিমোচন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে অগ্রণী সেচ প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। অগ্রণী সেচ প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরের গণকা গ্রামে অবস্থিত। সমিতিটির নিবন্ধন নং : ০১, তারিখ :০৯/০৫/১৯৯৬ খ্রি., সংশোধিত নিবন্ধন নং : ০২, তারিখ ০১/০৭/২০১৩ খ্রি.। চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন অগ্রণী সেচ প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের কৃষি ক্যাটাগরিতে ২০১৪ সনে জাতীয় সমবায় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ৪০ জন। কালের বিবর্তনে আজ তা ২,২৫৩ জনে এসে ঠেকেছে। সমিতির সদস্যরা অত্যন্ত সচেতন। তারা নিয়মিত শেয়ার সঞ্চয় জমার পাশাপাশি সমিতির উন্নয়নের জন্য সবসময় সচেষ্ট। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় সমিতির সভ্য নির্বাচনি এলাকার আঠারো বছরের উপরে সকলকে এই সমিতির অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নিয়েছে।

সমিতিটি প্রতি মাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা করে থাকে। প্রতি বছর অডিট তারিখে ৬০ দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। সমিতির সদস্যদের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করে থাকে। সদস্যদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে। সদস্যদের বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়া নানান সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতিটি সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। সমিতিটি পুঁজিগঠন, বিনিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় কর্ম এলাকার দারিদ্র্য হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সমিতির সদস্যদের নিকট হতে সঞ্চয় আমানত গ্রহণ, শেয়ার বিক্রয় করে পুঁজি গঠন এবং উক্ত পুঁজি সদস্যদের আয়বর্ধক কর্মসূচিতে বিনিয়োগ ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ সদস্যদের আবাদযোগ্য জমিতে পাকা নালা ও কাঁচা নালার মাধ্যমে সেচ দিয়ে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করাই সমিতির প্রধান লক্ষ্য। নিম্নে সমিতিটির পুঁজির পরিমাণ,বিনিয়োগের অবস্থা তুলে ধরা হলো :

- সমিতির স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৪৯,৪১৫ টাকা (নিজস্ব অফিস)।
- বর্তমান বাজার মূল্য ২০ লক্ষ টাকার অধিক।
- সমিতির অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২০,২৪,৯৫৯ টাকা।
- সমিতির সেচ যন্ত্রের মূল্য ১,৭০,৭২৮ টাকা।
- সমিতির ক্যানেলের মূল্য ১,৭১,০৫৮ টাকা।
- সমিতির অন্যান্য সামগ্রী ও আসবাবপত্রের মূল্য ৫,৯৫,৮৪২ টাকা।





বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমিতির বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমিতির আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধনের জন্য সেচ প্রকল্পের আওতাভুক্ত চাষিদের সেচের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন একটি বড় সাফল্য। সমিতিটির মাধ্যমে সর্বমোট ৫৩৫ হেক্টর জমিতে সেচ চাষ করে থাকে। সমিতিটি আলোচ্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ইরি সেচ চার্জ বাবদ ২০,৫৮,৯৫১ টাকা, টি-আমন সেচ চার্জ বাবদ ১২,০০,৬৬৪ টাকা, আমফল বিক্রয় বাবদ ৪,৮০,০০০ টাকা ও সেচে পানি প্রদান বাবদ ৮০,৩৩৪ টাকা ও বিবিধ বাবদ আরো ১,৭১,৫৬৩ টাকা, সর্বমোট ৩৯,৯১,৫১২ টাকা আয় করেছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড হলো সদস্যদের স্বল্প মুনাফায় ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। সমিতি কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কিংবা সরকার থেকে কিংবা কোনো বিদেশি সংস্থা থেকে কিংবা কোনো অসদস্যদের নিকট থেকে কোনো রূপ ঋণ গ্রহণ ব্যতিরেকে সমিতির নিজস্ব মূলধন থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৯,৩০,০৫,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং সদস্যদের নিকট থেকে ৭,৮৮,০৮,০০০ টাকা আদায় করেছে। অবশিষ্ট ১,৪১,৯৭,০০০ টাকা সদস্যদের নিকট ঋণ পাওনা রয়েছে। সদস্য প্রায় ৫০০ জন, সদস্যদের ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

কেস স্টাডি

অগ্রণী সেচ প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর কর্ম এলাকা কৃষিপ্রধান এলাকা। এই সমিতির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মহানন্দা নদী। শুধু মাত্র নদীর পানি সঠিক ভাবে উত্তোলন করে জমিতে সেচের কাজে দিতে পারলেই অত্র সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব। সেচ প্রকল্প গ্রহণ সদস্যদের আবাদযোগ্য জমিতে পাকা নালা ও কাঁচা নালার মাধ্যমে সেচ দিয়ে ফসল উৎপাদন করলে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমিতিটি সামনে এগিয়ে চলেছে।

সমিতির সফলতার বর্ণনা

গণতান্ত্রিক চর্চা : সমিতির মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা রয়েছে। নিয়মিত শেয়ার, সঞ্চয় অর্থাৎ পুঁজিগঠনে সদস্যরা অন্যতম ভূমিকা পালন করে। সমবায় আইন ও বিধি অনুযায়ী নিয়মিত মাসিক সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করে সদস্যদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়।

সমবায় আইন ও বিধি অনুসরণ : সমবায় আইন ও বিধি মেনে চলার কারণে সমিতিতে কোনো বিশৃঙ্খলা নাই। সঠিক সময়ে সবকিছু সুচারুরূপে পরিচালিত হয়।

সেচ ব্যবস্থাপনা : এলজিইডি এর সহযোগিতা নিয়ে ক্যানাল নির্মাণ করে নামমাত্র সার্ভিস চার্জ উত্তোলন করে সদস্যদের জমিতে মৌসুম ভিত্তিক পানি সরবরাহ করে সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করে চলেছে।

ক্ষুদ্রঋণ প্রদান : জমাকৃত শেয়ার সঞ্চয়ের টাকা থেকে স্বল্প সার্ভিস চার্জে সদস্যদের মাঝে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা হয়।

সামাজিক কার্যক্রম : সদস্যদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা ও সদস্যদের মৃত্যুভাতা, মহিলাদের সেলাই মেশিন বিতরণ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজ সমিতি করে থাকে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ প্রদান

সমিতিটি নিয়মিত অডিট ফি ও সিডিএফ প্রদান করে থাকে। সমিতি প্রতি বছর মুনাফার অংশ হিসেবে লভ্যাংশ প্রদান করে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে অত্র সমিতি ১০,০০০ টাকা অডিট ফি, ১৫০০ টাকা ভ্যাট ও ১৬,৩৭৬ টাকা সিডিএফ প্রদান করেছে। এছাড়াও ৬৩,০৬,৭২৫ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করেছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতিতে নিয়মিত বার্ষিক অডিট সম্পাদন করা হয়। যেহেতু সমিতির মূলধন ০১ কোটি টাকার উপরে সেহেতু সমবায় আইন ও বিধি অনুযায়ী অভ্যান্তরীণ অডিটও করা হয়। সমিতির ২০১৮-১৯ সনের অডিট সম্পাদিত হয়েছে ২৯/১১/২০১৯ তারিখে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সমিতির যাবতীয় লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সমিতির নামে ৫টি ব্যাংক হিসাব খোলা রয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতিতে এই বিশ্ব মহামারি করোনাকালে ৩৫০ জন অসচ্ছল ও দরিদ্র সদস্যদের মাঝে গত ২৪/০৪/২০২০ খ্রি. তারিখে ১,২০,৪০০ টাকা মূল্যের চাল, ডাল, আলু ও সাবান বিতরণ করেছে। সমিতির দরিদ্র সদস্যদের সন্তানদের বিনামূল্যে ২৪,০০০ টাকা মূল্যের শিক্ষা সামগ্রী যেমন-বই, খাতা, কলম বিতরণ করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আলোচ্যবছরে সমিতিটি সদস্যদের জন্য মৃত্যুকালীন ১০,০০০ টাকা করে ভাতা চালু করেছে। আলোচ্য সনে এই খাতে ১,১০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সমিতিটি সঠিক সেচ প্রকল্প গ্রহণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করে সদস্যদের স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে ও স্বল্পমাত্রার সুদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। যাতে করে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

সমিতিতে ২২ জন কর্মচারী রয়েছে। তার মধ্যে-হিসাবরক্ষক ১ জন, যার সাকুল্য মাসিক বেতন ১৭,০০০ টাকা, আদায় কারী ১ জন, যার সাকুল্যে মাসিক বেতন ১২,০০০ টাকা ও পিওন কাম আদায়কারী ১ জন, যার সাকুল্যে মাসিক বেতন ১১,৮০০ টাকা। আর ১৯ জন মাঠকর্মী রয়েছে যাদের সাকুল্যে মাসিক বেতন ৬,৫০০ টাকা করে। এছাড়াও ৫০ জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থান হয়েছে।

পরিশেষে সকল সমবায়ী প্রতিনিধি,বিভিন্ন পেশাজীবী যেকোনো সংস্থা/সংগঠনকে সমিতির সভাপতি সাহেব অত্র সমবায় সমিতিটি পরিদর্শনের আহ্বান জানান এবং তাদের সুচিন্তিত মতামত ও সু পরামর্শ কামনা করেন। ফলশ্রুতিতে সমিতিটি টেকসইকরণে ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখতে পারে।



নিবন্ধন নং : ০৯
তারিখ : ০৪/১২/২০০৭ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১,৬৭৮ জন।
শেয়ার মূলধন : ৮৭,৬৯,৫০১ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৭,৭৪,৯৫,০০১ টাকা।
স্থাবর সম্পত্তি : ১,৪২,০৮,৪৫০ টাকা।

দ্বারিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
জেলা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সমবায় শক্তি,সমবায়ই মুক্তি এই স্লোগানকে সামনে রেখে দারিদ্র্য বিমোচন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৭ সালে দ্বারিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দ্বারিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের কৃষি ক্যাটাগরিতে ২০১৩ ও ২০১৭ সনে জাতীয় সমবায় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল। সমিতিটি সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। সমিতিটি পুঁজিগঠন, বিনিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় কর্ম এলাকার দারিদ্র্য হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সমিতির অর্থনৈতিক কাঠামো

সমিতির সদস্যদের নিকট হতে সঞ্চয় আমানত গ্রহণ, শেয়ার বিক্রয় করে পুঁজি গঠন এবং উক্ত পুঁজি সদস্যদের আয়বর্ধক কর্মসূচিতে বিনিয়োগ ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ সদস্যদের আবাদযোগ্য জমিতে পাকা নালা ও কাঁচা নালার মাধ্যমে সেচ দিয়ে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করাই সমিতির প্রধান লক্ষ্য। নিম্নে সমিতিটির পুঁজির পরিমাণ,বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরা হলো :

সমিতির স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১,৪২,০৮,৪৫০ টাকা। সমিতির অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১,১২,২৯৩ টাকা। সমিতির সেচ যন্ত্রের মূল্য ২,৩৩,৩৯৮ টাকা।

এছাড়াও সমিতি কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কিংবা সরকার থেকে কিংবা কোনো বিদেশি সংস্থা থেকে কিংবা কোনো অসদস্যদের নিকট থেকে কোনো রূপ ঋণগ্রহণ ব্যতিরেকে সমিতির নিজস্ব মূলধন থেকে ক্রমপুঞ্জীভূত ৩৫,২৭,৯৫,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এবং ক্রমপুঞ্জীভূত সদস্যদের নিকট থেকে ৩০,৩৪,২৯,৪০০ টাকা আদায় করেছে। অবশিষ্ট ৪৭০ জনের নিকট হতে ৪,৯৩,৬৫,৬০০ টাকা সদস্যদের নিকট ঋণ পাওনা রয়েছে।

সমিতির সেচ প্রকল্প ও কর্মসংস্থান

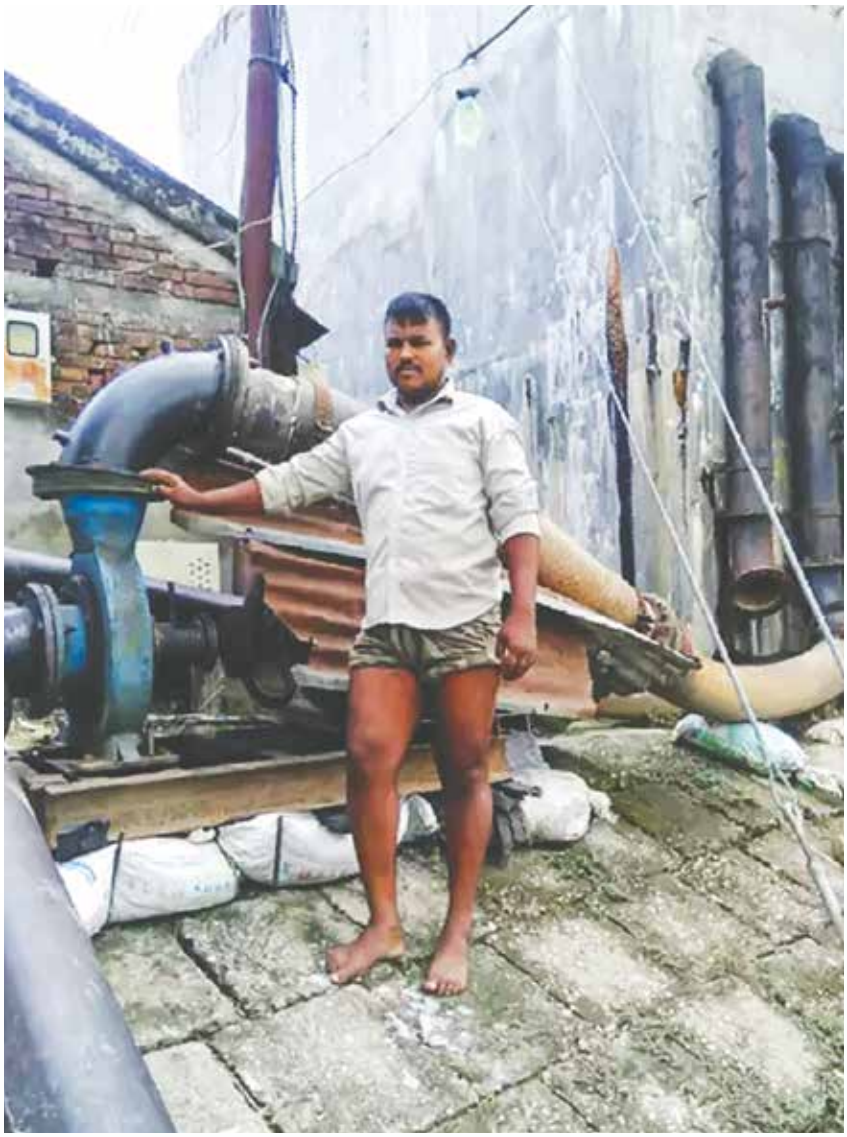
সমিতির আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধনের জন্য সেচ প্রকল্পরে মাধ্যমে,সেচ প্রকল্পের আওতাভুক্ত চাষিদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সমিতিটি তাদের অর্থনেতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। সমিতিটি সর্বমোট ৫৩৫ হেক্টর জমিতে সেচ চাষ করা হয়। সমিতিটি আলোচ্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বোরো সেচ চার্জ বাবদ ৮,২২,৫২৭ টাকা, আমন সেচ চার্জ বাবদ ৩,৮৪,৫০৮ টাকা ও পানি প্রদান বাবদ ৭০০ টাকা। সর্বমোট ১২,০৭,৭৩৫ টাকা আয় করেছে। সমিতিতে ৫ জন কর্মচারী রয়েছে। তার মধ্যে-সচিব ১ জন, যার সাকুল্য মাসিক বেতন ১০,৮০০ টাকা হিসাবরক্ষক ১ জন, যার সাকুল্য মাসিক বেতন ৯,১৫০ টাকা, সহকারী হিসাবরক্ষক ১ জন, যার সাকুল্য মাসিক বেতন ৮,১০০

টাকা, কম্পিউটার অপারেটর ১ জন, যার সাকুল্যে মাসিক বেতন ৮,৬০০ টাকা ও অফিস সহায়ক ১ জন, যার সাকুল্যে মাসিক বেতন ১,৮০০ টাকা। এছাড়াও ৭০ জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থান হয়েছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে সমিতির ভূমিকা

সমিতিতে এই বিশ্ব মহামারি করোনাকালে সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে ১৫০ জন দরিদ্র সদস্যদের মাঝে ৯১,০০০ টাকা ব্যয়ে চাল, ডাল ও আলু বিতরণ করা হয়েছে। অত্র সমিতির সম্পাদক জনাব কামাল আহমেদ রাজুর উদ্যোগে আরো অসচ্ছল ও দরিদ্র ৮০০ জন সদস্য ও অসদস্যদের মাঝে ৩,২০,০০০ টাকা মূল্যের লুঙ্গি,কাপড়,চাল, ডাল, আলু গত ২৯/০৩/২০২০ খ্রি.,০৮/০৪/২০২০ খ্রি. এবং ২০/০৪/২০২০ খ্রি. তারিখে বিতরণ করেছে। এছাড়াও সমিতির দরিদ্র সদস্যদের মাঝে ৪৫,৯৪০ টাকা মূল্যের শীত বস্ত্র বিতরণ করেছে। এছাড়াও সমিতিটি সঠিক সেচ প্রকল্প গ্রহণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করে সদস্যদের স্বকর্মসংস্থানে ব্যবস্থা করেছে ও স্বল্পমাত্রার সুদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। যাতে করে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে সকল সমবায়ী প্রতিনিধি,বিভিন্ন পেশাজীবী যেকোনো সংস্থা/সংগঠনকে সমিতির সভাপতি সাহেব অত্র সমবায় সমিতিটি পরিদর্শনের আহ্বান জানান এবং তাদের সুচিন্তিত মতামত ও সু পরামর্শ কামনা করেন। ফলশ্রুতিতে সমিতিটি টেকসই করণে ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখতে পারে।





নিবন্ধন নং :
তারিখ : ১৯১৭ খ্রি.

গাঁজা উৎপাদনকারী পুনর্বাসন সমবায় সমিতি লিমিটেড

উপজেলা : নওগাঁ সদর
জেলা : নওগাঁ

উত্তর বঙ্গের খাদ্য ভান্ডার হিসেবে খ্যাত শষ্য শ্যামলা সবুজ নওগাঁয় ধান পাটের পাশাপাশি গাঁজা চাষ করা হতো। গাঁজা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম। জনশ্রুতি আছে ১৭২২ সাল নাগাদ এই এলাকায় প্রথম গাঁজার চাষ শুরু হয় নওগাঁ সদর উপজেলার মুরাদপুর গ্রামে। আবার অনেকেই বলেন, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে গাঁজা চাষ শুরু হয়। যাই হোক, অধিক লাভজনক হওয়ায় ১৮৭৭ সাল নাগাদ এই অঞ্চলে গাঁজাচাষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গাঁজা চাষকে কেন্দ্র করে নওগাঁ শহরে রূপান্তরিত হয়। শহরের প্রাচীন ভবন বলতে নওগাঁ গাঁজা উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ এর ভবনগুলোকে চিহ্নিত করা হয়। বহু উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে এখনো কোনোভাবে টিকে আছে সমিতিটি।

জানা যায় যে, প্রথম দিকে গাঁজা চাষিরা উৎপাদিত গাঁজা দালাল এর মাধ্যমে বিক্রয় করতেন। সরাসরি তা বিক্রয় করার সুযোগ ছিল না। তাই প্রাপ্য মূল্য থেকে কৃষকেরা বঞ্চিত হতেন। আর এর প্রকৃত মুনাফা ভোগ করতেন মধ্যস্বত্বভোগী দালালরা। কৃষিকরা যেন তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃত মূল্য পায় সেজন্যই কতিপয় উদার ও সমাজ চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিদের নিরলস প্রচেষ্টায় ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে নওগাঁ গাঁজা কালটিভেটরস সমবায় সমিতি লিঃ নামের এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। জানা যায় সমিতির জন্মলগ্নের প্রতিষ্ঠা সদস্য ছিল ১৮ জন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির আগে উপমহাদেশে এত বড় দ্বিতীয় কোনো সমবায় সমিতি ছিল না। ১৯৮৭ সালে গাঁজা চাষ বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত সোসাইটির সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় সাত হাজার। সে সময় বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, চেন্নাই, বার্মা, নেপাল এবং সুদূর ইংল্যান্ডসহ ইউরোপের একাধিক দেশে নওগাঁর গাঁজা রপ্তানি হতো। ১৯১৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫৫ হাজার মণ গাঁজা উৎপাদন হতো। সরকার গাঁজা চাষ ও বিদেশে রপ্তানি থেকে প্রচুর রাজস্ব পেতো। সে কারণে গাঁজার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি সহযোগিতা প্রদান শুরু করে। সহায়তার আওতায় সরকারের বোর্ড অব রেভিন্যিউ'তে সমিতির বাজেট পাশ করা হতো। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে গাঁজা চাষ, গাঁজা উৎপাদন বৃদ্ধি পেল, বৃদ্ধি পেল সরকারের রাজস্বও। রাজস্ব আদায়ের জন্য এক্সসাইজ অফিস স্থাপিত হলো, এ অফিসের জন্য সমিতির টাকায় সমিতির জায়গায় ব্যারাক নির্মাণ করা হলো। সমিতির আর্থিক সহায়তায় মসজিদ, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল স্থাপিত হলো। দিনে দিনে সমিতিটি এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম সমবায় সমিতি হিসেবে পরিচিতি পেল। পরবর্তীতে ১৯৬৫ খ্রি. সালে সমিতির নাম সংশোধন করে 'গাঁজা উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ' নামকরণ করা হয়।

গাঁজা সোসাইটির সার্বিক তদারকির জন্য নওগাঁর মহকুমা প্রশাসক পালন করতেন প্রশাসিনক দায়িত্ব। পদাধিকার বলে তিনি গাঁজা মহলের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট-এর দায়িত্ব পালন করতেন। গাঁজা সোসাইটির প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণের জন্য ছিল একজন পরিদর্শক, তিনজন উপ-পরিদর্শক এবং একজন সুপারভাইজার তত্ত্বাবধায়ক। পরবর্তীতে একজন শুল্ক ও আবগারি কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি হলে সমস্ত কাজের

দায়ভার আবগারি কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত হয়। এছাড়াও নওগাঁর এস.ডি.ও ছিলেন ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং রাজশাহীর ডেপুটি কমিশনার ছিলেন এই সোসাইটির চেয়ারম্যান।

দেশ বিভাগের পূর্বে নওগাঁয় কোনো ব্যাংক ছিল না। তখন কলকাতার ষ্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের সমস্ত লেনদেন পরিচালনা করা হতো। সেই সময় এই গাঁজা উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি নওগাঁ এলাকাবাসীদের জন্য ব্যাংকের লেনদেনের কাজ পরিচালনা করতো। এই সমিতির অফিসের প্রধান ভবনের একটি ঘর ষ্ট্রং রুম হিসেবে ব্যবহার করা হতো। নওগাঁ মহকুমার বিভিন্ন অফিস আদালত এবং প্রতিষ্ঠানের টাকা এখানে রাখা হতো। নওগাঁ কো-অপারেটিভ সমবায় ব্যাংক ছাড়া জেলা বোর্ড ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই গাঁজা সমবায় সমিতি হতে টাকা ঋণ নিত। তখন ভবনটিতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনে সশস্ত্র পাহারা ছিল। এখানে ঘণ্টা ছিল, যার সংকেত ধ্বনি নওগাঁ শহরবাসীকে সচেতন করে রাখতো।

নওগাঁর গাঁজা সোসইটি দেশ বিভাগোত্তর কালপর্বের একটি বৃহত্তর উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। দেশবিভাগ পূর্বকালে সরকার বাৎসরিক ৬৬ লক্ষ টাকা গাঁজার চাষ থেকে রাজস্ব পেতেন। তৎকালীন রাজশাহী জেলার সমবায় দপ্তরের প্রদান কার্যালয়টি নওগাঁ মহকুমাতে স্থাপন করা হয়। আর এর অন্যতম কারণ ছিল নওগাঁর গাঁজা সোসাইটি। নওগাঁয় স্থাপিত সমবায় বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে খান বাহাদুর আতাউর রহমান সাহেব প্রথম যোগদান করেছিলেন। খান বাহাদুর সাহেবের সময়কালে প্রায় আড়াই একর জমির উপর ১৯২৯ খ্রি. সমবায় বিভাগের বিভাগীয় অফিস এবং একটি দোতলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছিল। এছাড়াও এই সোসাইটির ছিল ৪০ একর জমি, ৪০টি দালান/বিল্ডিং, ৭টি পুকুর, ১টি লেক, ১১টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩টি মসজিদ, ১টি মন্দির, বেশ কিছু রাস্তা, ৪টি গোডাউন, ১টি সরাইখানা, কো-অপারেটিভ ক্লাব, লাইব্রেরি, ১টি টেনিস মাঠ, হাসপাতাল, ৩টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ১টি পশু চিকিৎসালয়, ১টি হিমাগারসহ বহু সম্পত্তি জেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। এই সোসাইটির প্রধান ভবনটি কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং এর ডিজাইনে সুরম্যভাবে নির্মিত। নেপাল থেকে শালকাঠ এনে এর কারুকার্য তৈরি করা হয়েছিল। নির্মাণ শেষে ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১ খৃ: সমিতির কার্যালয় উদ্বোধন করেন তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী, সি.আই.ই, খান বাহাদুর। ১৯২৩ খ্রি. নওগাঁতে যে লিটন ব্রীজ তৈরি করা হয়েছিল সেটির জন্য গাঁজা সোসাইটি সিংহভাগ অর্থ প্রদান করেছিল। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষেও এই সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার জন্য তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক আখতার হামিদ খান সাহেব দুই লক্ষ টাকার চাউল ক্রয় করে তা জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করেছিলেন। ফলে নওগাঁয় দুর্ভিক্ষেও মৃত্যু হার ছিল খুবই কম। তাই দেখা যায় আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষে এই সোসাইটির অবদান ছিল অপরিসীম।

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গাঁজা সোসাইটির ভূমিকা অনন্য। এই সোসাইটি কর্তৃক ১৯১৬ খ্রি. চাকলা, ১৯২১খ্রি. কীর্ত্তিপুর ও চকআতিথা এবং ১৯৩৬ খ্রি. পাহাড়পুর হাইস্কুল স্থাপন করা হয়। সরকারি বিএমসি মহিলা কলেজের যে সুরম্য স্থাপনা সেটিও এই সোসাইটির অবদান। তৎকালীন গাঁজা সোসাইটির প্রবীন ডিরেক্টর খান বাহাদুর বছির উদ্দিনের চেষ্টায় গাঁজা সোসাইটি মাদ্রাসার জন্য ১.৮০ একর জমি দান করেন। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি হাই মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর সাথে আই.এ শ্রেণির ক্লাস সংযোজিত। তখন ছাত্রের সংখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় পরবর্তীতে গাঁজা সোসাইটির প্রবীন ডিরেক্টর কান বাহাদুর বছির উদ্দিন সাহেবের নামে সংক্ষেপে বি.এম.সি কলেজ নামকরণ করা হয়। স্কুল সেকশনটির জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়। পৃথক নামকরণ করা হয় ইউনাইটেড হাইস্কুল । বর্তমানে ইউনাইটেড স্কুলটি সরকারি জেলা স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সোসাইটি কর্তৃক প্রায় ২২/২৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো। নওগাঁ শহরের মূল অধিবাসীদের বর্তমান প্রজন্মের এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যার উপর গাঁজা সমিতির অনুদান ছিল না। এভাবে সমবায়ের ভিত্তিতে সুখ-সমৃদ্ধিকে ভাগ করে সুখ-শান্তির সমাজই চলছিল নওগাঁয়।

১৯৮৮ সাল। United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances শীর্ষক জাতি সংঘের মাদক সংক্রান্ত সনদে ১৯ ডিসেম্বর,১৯৮৮ স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। বিনা মেঘে বর্জপাত হলো এশিয়া মহাদেশের বৃহৎ এ সমিতির উপর। সরকারিভাবে গাঁজা চাষ, উৎপাদন, বিপণন নিষিদ্ধ হলো। বন্ধ হলো সমিতিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। গাঁজা চাষিদের নিকট থেকে নিয়মিতভাবে সংগৃহীত গাঁজা সরকারের নারকোটিক ডিপার্টমেন্ট এ আটকা পড়ল। সমিতির পক্ষ থেকে চাষিদের গাঁজার মূল্য পরিশোধ করা হলেও সরকারের জব্দকৃত ২২৬ মণ, ৭ সের ৯ ছটাক গাঁজার মূল্য তৎকালীন ৩৮,৬১,০৪৭ টাকা অদ্যাবধি সমিতিকে পরিশোধ করা হয় নাই। জব্দকৃত গাঁজা এখনো নওগাঁর গাঁজা গোলায় রক্ষিত রয়েছে। গাঁজা চাষ বন্ধ হওয়ায় গাঁজা চাষিরা হতাশ হলো। বন্ধ হলো সমিতির সাহায্য সহযোগিতা, ফুরিয়ে গেল সমিতির সাথে সমিতির প্রাণরূপ গাঁজা চাষিদের সম্পর্ক।

সমবায় আইন অনুযায়ী সমিতিকে গুটানোর লক্ষ্যে অবসায়নে ন্যস্ত করা হয়। অবসায়ক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সমিতির দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গাঁজা চাষি সদস্যদের সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত সাধারণ সভায় সমিতি বিলুপ্ত না করে ক্ষতিগ্রস্ত গাঁজা চাষি সদস্যদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমিতির উপ-আইন সংশোধন করার এবং অবসায়ন আদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সাধারণ সভার এ সিদ্ধান্ত ও আগ্রহের প্রেক্ষিতে সমিতির অবসায়ন আদেশ প্রত্যাহার করা হয় এবং সমিতির নতুন নামকরণ করে উপ-আইন সংশোধনী নিবন্ধন করা হয়। এতে সমিতির বাংলায় নামকরণ করা হয়। সমিতির নাম "নওগাঁ গাঁজা উৎপাদনকারী (অংশিদার) পুণর্বাসন সমবায় সমিতি লিঃ" নামে নিবন্ধিত হয়। সমিতির উপ-আইন সংশোধনী নিবন্ধন নং ০১ তারিখ ০৭/১২/১৯৯৩। এ নামেই সমিতির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গাঁজা চাষিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অবসায়ন থেকে ফিরিয়ে আনা হয় গাঁজা সোসাইটিকে। ১৯৯৩ সালে গঠিত হয় নির্বাচিত কমিটি। কিন্তু সে কমিটি কেবল ভাড়া আদায় ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। পুনর্বাসনের লক্ষ্য নিয়ে কোনো প্রকল্প বা বৃহৎ কোনো পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় না। বেহাত হতে থাকে সমিতির জমি ও সম্পদ। পরবর্তীতে ২০০৬ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং নির্বাচনের উপর স্থগিতাদেশ চলমান রয়েছে। ফলে এখন সমিতিটির ব্যবস্থপনায় রয়েছে একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি। ২০০৭ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ১৮ বার কমিটি গঠন করা হয়েছে। গাঁজা মহলের সেই স্বর্ণালী দিনগুলো এখন শুধুই যেন এক স্মৃতি। একসময় যে গাঁজা সোসাইটিকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠে শহরের জৌলুস, যে সমিতির কারনের দুর্ভিক্ষের করাল থাবা গ্রাস করতে পারেনি নওগাঁকে, যে সমিতি ছিল সমবায়ের সোনালি অধ্যায় এবং আর্থসামাজিক আন্দোলনের আঁতুড়ঘর, সেই সমিতি আজ মৃতপ্রায়। একে এখনো বাঁচানো যায় কেবল সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে। গাঁজা চাষের বিকল্প চাষ, কারখানা স্থাপন, সমবায় কমপ্লেক্স, সমবায় বাজার, পরিকল্পিত সমবায় নগর ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করে সমিতির অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনা যাবে বলে বিশেষজ্ঞগণের বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র : লেখাটি মূলত একটি সংকলন। এতে যাবতীয় তথ্য উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে 'কালান্তরে নওগাঁ' শীর্ষক গ্রন্থ এবং জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, যুগ্মনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর এর অগ্রন্থিত রিপোর্ট থেকে।



নিবন্ধন নং :
তারিখ : ২০০৮ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ২৩১ জন

জীনিয়াস মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : বগুড়া সদর
জেলা : বগুড়া

আমাদের দেশ বর্তমানে বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দাঁড়ানোর জন্য ক্রমান্বয়ে একটি সমৃদ্ধ উন্নত রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।এটি আমাদের দেশের জনগণের লালিত স্বপ্ন। আর দেশের মনুষের এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান সরকার নানাবিধ উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা বাস্তবায়িত হলে এ দেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশের বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন হচ্ছে। সেই রূপ একটি খাত জনস্বাস্থ্য খাত।এই খাতে তথা জনস্বাস্থ্য চিকিৎসা খাতে সরকারকে বহু ব্যয় বরাদ্দ দিতে হয়। তথাপিও প্রতিদিন অগণিত মানুষ নানাবিধ জটিল রোগ যেমন: ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্ত চাপ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ স্ট্রোক করে মারা যাচ্ছে। গবেষণায় প্রমাণিত এই সকল রোগের অন্যতম কারণ প্রতিনিয়ত রাসায়নিক পদার্থ তথা বিষ মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ। যদি আমরা বিষমুক্ত নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করতে পারি তবে আমাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি যেমন কমে যাবে তেমনি আমাদের চিকিৎসা ব্যয় কমে যাবে ফলে আমরা দেশের উন্নয়নে অপরিহার্য অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হব। জীনিয়াস মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ কর্তৃক জন স্বাস্থ্যের জন্য অতীব জরুরি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে একদিকে যেমন সমিতির সদস্য তথা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি দেশের জনগণ বিষমুক্ত নিরাপদ খাবার পাচ্ছে, অপরদিকে সমিতির সদস্যদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমিতির টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সদস্য সংখ্যা ২৩১ জন, ঋণ কার্যক্রম, সামাজিক উন্নয়ন, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতি বর্তমানে ঋণ কার্যক্রমকে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে রেখে ২০১৯ খ্রি. সাল থেকে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক ইনোভেশন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে জীনিয়াস সেফ ফুড ব্র্যান্ডে নিত্যপ্রয়োজনীয় হাইব্রিড উৎপাদন করা হচ্ছে যা সম্পূর্ণ কেমিকেল মুক্ত ও ১০০% ভেজালমুক্ত এবং উৎপাদিত হাইব্রিড দেশের বিভিন্ন জেলায় বাজারজাত করা হচ্ছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

২০০৮ সালে সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ঋণ কার্যক্রম ছাড়াও সমিতি কর্তৃক শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য মসজিদভিত্তিক ২টি প্রি-স্কুল প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন দুর্যোগে সমিতি মানবতার পাশে সর্বদা দাঁড়ায় যেমন- বন্যার্তদের সাহায্য, রমজান মাসে অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ এমনকি বর্তমানে দেশে বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতিতে সমিতির কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও দুস্থ ৪০০ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ ও ৪ টন চাল বিতরণ করেছে।



যেভাবে সফল হলো

সমিতি কর্তৃক সরাসরি ৪ জনের কর্মসংস্থান করা হয়েছে এছাড়াও সমিতি কর্তৃক গৃহীত নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন প্রকল্পে ২৫ জন দুস্থ ও অসহায় মহিলার এবং উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ খাতে ৪৭ জন পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। একই সাথে এই প্রকল্পে ভবিষ্যতে আরও অনেক নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে জীনিয়াস সেফ ফুড এন্ড কনজ্যুমার প্রোডাক্টস নামে ট্রেড লাইসেন্স করা হয়েছে।
- প্রকল্পটির একটি সুন্দর লোগো তৈরি করে তা শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ট্রেড মার্কের জন্য আবেদন সহ তা নিবন্ধিত হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় যেসকল খাদ্য পণ্য বাজারজাত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে যেগুলোর জন্য বিএসটিআই লাইসেন্স প্রয়োজন সেগুলোর বিএসটিআই লাইসেন্স গ্রহণ করা হয়েছে।
- জীনিয়াস সেফ ফুড বর্তমানে নিজ কারখানায় সরিষার তেল, মধু, মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, ধনে গুঁড়া, চাকি আটা, লাচ্চি সেমাই, মুড়ি তৈরি করে বাজারজাত করছে। এছাড়াও চিনি, বিভিন্ন ধরনের চাল, আটা, ময়দা, সুজি ও বিভিন্ন ধরনের মসলা প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করা হচ্ছে।
- নিরাপদ খাদ্য-সুনিশ্চিত করার জন্য নিজস্ব মিল স্থাপন করা হয়েছে।
- সকল খাদ্য পণ্য সুন্দরভাবে প্যাকেজিং করার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ কক্ষ সহ প্যাকিং এর সকল পলিপ্যাক ও প্যাকিং করার মেশিন ইতোমধ্যে ক্রয় করা হয়েছে এবং আধুনিক যন্ত্রাংশের মাধ্যমে প্যাকিং করা হচ্ছে।

উপকারভোগীর সংখ্যা ও ধরন

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সমিতির প্রায় ৩০০ পরিবার সরাসরি উপকৃত হচ্ছে পাশাপাশি জেলার জনসাধারণ তথা ভোক্তাশ্রেণিও এর সুফল ভোগ করছে।

প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে সমিতির সদস্য পরিবার সহ ভোক্তাশ্রেণি বিষমুক্ত খাবার গ্রহণের সুফল পাচ্ছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ পরিশোধ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৬৩,৮৭৬ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয় এবং সিডিএফ পরিশোধ হয় ২৬৬২ টাকা।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য : ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অডিট গত ২৪/০৩/২০১৯ খ্রি. তারিখে সম্পাদিত হয়েছে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য : সমিতির ব্যাংক হিসাব সোনালি ব্যাংক করপোরেট শাখার ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোতে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ঋণ কার্যক্রম ছাড়াও সমিতি কর্তৃক শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য মসজিদ ভিত্তিক ২টি প্রি-স্কুল প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন দুর্যোগে সমিতি মানবতার পাশে সর্বদা দাঁড়ায় যেমন- বন্যার্তদের সাহায্য, রমজান মাসে অসহায় পরিবারের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ এমনকি বর্তমানে দেশে বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতিতে সমিতির কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও দুস্থ ৪০০ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ ও ৪ টন চাল বিতরণ করেছে এবং প্রতিনিয়ত নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।



নিবন্ধন নং : ২৮
তারিখ : ২০/১০/২০০৮ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৫৫৩ জন
শেয়ার মূলধন : ২,৩১,৪০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৪৪,৬৬,৮৯৭ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ১,০০,১৩৮ টাকা

উত্তর জয়পুর চলন্ত গতি বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : জয়পুরহাট সদর
জেলা : জয়পুরহাট

আলোকিত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এবং সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও বেকারত্ব সমস্যা লাঘবের উদ্দেশ্যে আমাদের এই উত্তর জয়পুর চলন্ত গতি বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠিত হয়। রেজিঃ নং : ২৮, তারিখ : ২০/১০/২০০৮ খ্রি., ঠিকানা : গ্রাম : উত্তর জয়পুর, ডাকঘর : দরগাতলাহাট, উপজেলা : জয়পুরহাট সদর, জেলা : জয়পুরহাট।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি
বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা-৫৫৩ জন। পুরুষ : ১১৬ জন, মহিলা : ৪৩৭ জন।
বিভিন্ন কর্মসূচি : সঞ্চয়প্রকল্প, ঋণ প্রকল্প, গৃহ সামগ্রী প্রকল্প, খাবার প্রকল্প, সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প, ব্লকবাটিক প্রকল্প, গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প ও ডেকোরেটর প্রকল্প।

কার্যক্রমের বর্ণনা
সঞ্চয় প্রকল্প, ঋণ প্রকল্প, গৃহ সামগ্রী প্রকল্পে,খাবার প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে সমিতি আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়েছে এবং গরু মোটতাজাকরণ প্রকল্পে ৭৮ জন, সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্পে ১০২ জন, অ্যামব্রয়ডারি প্রকল্পে ৪৫ জন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়েছে।

বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড
অতি দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২০ জনকে এসএসসি ফরম পূরণে সহায়তা ও ৩১৬ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে এবং সদস্যদের জটিল চিকিৎসার জন্য ৪২ জনকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। ২-৪ বছরের শিশুদেরকে প্রি-স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিশুদের বিকাশ সাধনে ভূমিকা রাখা হয়েছে।

কেস স্টাডি
সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অত্র সমিতির সদস্য জনাবা মোছাঃ মমতাজ বেগম স্বাবলম্বী হয়েছে। অত্র সমিতির সদস্য জনাবা মোছাঃ সালেমা বেগম গরু মোটাতাজাকরণ ও হাঁস-মুরগির প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে। সেলাই প্রশিক্ষণ পেয়ে মোছাঃ মমতাজ বেগম নিজ বাড়িতে এখন সেলাই করে মাসে ১০,০০০ টাকা হতে ১২,০০০ টাকা উপার্জন করছে। এই সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি ও গরু ক্রয় করে তার বাড়িতে পালন করে মোছাঃ সালেমা বেগম বছরে ১,০০,০০০ টাকা থেকে ১,২০,০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেন।

লভ্যাংশ বিতরণ
চলতি বছর ৪৩৯ জন সদস্যদের মাঝে ৩,৭৩,২৮২ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়। আলোচ্য বর্ষে সমিতিতে সিডিএফ ধার্য করা হয় ১১,৮৭৭ টাকা এবং সমুদয় সিডিএফ পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য
প্রতি বছর সমিতিতে অডিট সম্পন্ন হয়। ২০১৮-২০১৯ বর্ষের অডিট প্রতিবেদন অনুযায়ী সমিতির শেয়ার মূলধন ২,৩১,৪০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৪৪,৬৬,৮৯৭ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ১,০০,১৩৮ টাকা, সদস্যদের নিকট ঋণ পাওনা ৩৮,৩৯,১৩৮







টাকা, জমির মূল্য ৪০,৩০০ টাকা, অফিস ঘরের মূল্য ৭,০৪,০৯৫ টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৬৮,৪৯,৫৫০টাকা।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

অত্র সমিতির নামীয় অগ্রণী ব্যাংক, জয়পুরহাট শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলা আছে। যার নং ০২০০০০১৬৫৯৪২৫। ৩০.০৬.২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ-১৯৩৩৭৬ টাকা।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

- কোভিড-১৯তে ৭৭৫ জনের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ।
- গরিব ছাত্রছাত্রীদের এসএসসি ফরম পূরণে আর্থিক সহযোগিতা (চলতি বছর-৪০ জন)।
- ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ।
- হতদরিদ্রের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।
- সদস্যদের ১০০% স্যানিটেশন পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- বাল্যবিবাহ / যৌতুক / মাদক নির্মূলে লিফলেট বিতরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়।
- কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে সৎকারের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- গরিব পরিবারের মেয়ের বিয়েতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- শিশুদের মানসিক বিকাশ ও চিত্তবিনোদনের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।



নিবন্ধন নং : ০৬
তারিখ : ০৯/১১/২০০৪ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা ২,৬৩৭ জন।
শেয়ার : ৬৪,৭৭,৮০০ টাকা
সঞ্চয় আমান : ১৭,৭৫,১০,৮৬০ টাকা।

জোতবাজার বণিক সমবায় সমিতি লি

উপজেলা : মান্দা
জেলা : নওগাঁ

নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মান্দা উপজেলাধীন নুরুল্যাবাদ ইউনিয়নের ২০ জন সদস্য মিলে জোতবাজার বণিক সমবায় সমিতি লিঃ এর নিবন্ধন নেয়। নিবন্ধন নং : ০৬, তারিখ : ০৯/১১/২০০৪ খ্রি.। নিবন্ধন পরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সমিতির কার্যক্রম সফল হওয়ায় পরবর্তীতে সমিতি কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা সমবায় অফিসার, নওগাঁ মহোদয় উক্ত সমিতির কর্মএলাকা সমগ্র মান্দা উপজেলা ব্যাপী অনুমোদন করেন। এর ফলে নওগাঁ জেলার সমবায় অঙ্গনে উক্ত সমিতি নিজস্ব কর্মকাণ্ডের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে।

চকশৈল্লা, নুরুল্যাবাদ, মান্দা, নওগাঁ, তার নিজস্ব অফিস স্থাপন করে, জেলা সমবায় অফিসার, নওগাঁ মহোদয় এর কার্যালয়ে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হয়। সে মোতাবেক জেলা সমবায় অফিসার, নওগাঁ, মহোদয় নিবন্ধন প্রদান করেন, নিবন্ধন নং : ০৬, তারিখ : ৯/১১/২০০৪ খ্রি.। সমিতির নিজস্ব মূলধনে ক্রয়কৃত ০৮ শতাংশ জমিতে তিনতলা ফাউন্ডেশনের একটি দ্বিতল ভবন রয়েছে, বর্তমানে উক্ত ভবনের তৃতীয় তলার কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত ভবনের নিচ তলা সমিতির অফিস হিসেবে ব্যবহার হয় এবং দ্বিতীয় তলা মাসিক ভাড়া হিসেবে দেয়া আছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

নিবন্ধন কালে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ২০ জন। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২,৬৩৭ জন। নিবন্ধন পরবর্তী মাত্র ১৬ বছরে সদস্য বৃদ্ধিতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সমিতিটিতে স্বল্প সুদে সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

কার্যক্রমের বর্ণনা

"জোতবাজার বণিক সমবায় সমিতি লিঃ" তার লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং অন্যান্য সদস্যরা তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, নিরলস পরিশ্রম, মেধা, মননশীলতা, সততা দিয়ে সমিতিতে বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষকদের স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে, বৃক্ষরোপণ, ফ্রী চক্ষু শিবির, শিক্ষাবৃত্তি, বন্যার্তদের মাঝে অনুদান, গরিব অসহায় দুস্থদের অনুদান, মসজিদ, মন্দিরে অনুদান, মৃত সদস্যদের পরিবারকে মরণোত্তর অনুদান দিয়ে সমাজে অসহায় মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখছেন। করোনাকালীন সময়েও ৫০ জন অসহায় ব্যক্তিকে চাল ৫ কেজি, ডাল ৫০০ গ্রাম, লবণ ৫০০ গ্রাম, তেল ৫০০ গ্রাম ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন। এছাড়াও ব্যাপকভাবে সহজ শর্তে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উৎপাদনমুখী ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকেন। এর ফলে মান্দা উপজেলাধীন অত্র সমিতির সদস্যবৃন্দ অত্র সমিতি হতে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে তাদের পারিবারিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

"জোতবাজার বণিক সমবায় সমিতি লিঃ" নিবন্ধন এর পর থেকে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৮০,০০০,০০ টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। এ পর্যন্ত পরিশোধিত শেয়ারের পরিমাণ ৬৪,৭৭,৮০০ টাকা, এক্ষেত্রেও অর্জিত সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

সমিতির নিবন্ধনকালে সঞ্চয় আমানত ছিল ৫,০০০ টাকা। বর্তমানে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১৭,৭৫,১০,৮৬০ টাকা। সঞ্চয় আদায়ের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মূলধন গঠনে অত্র সমিতির সাফল্য উল্লেখযোগ্য এবং সন্তোষজনক। সমিতি থেকে সদস্যদের মাঝে স্বল্প সুদে ক্ষুদ্র ব্যবসাখাতে ঋণ দাদন করা হয়ে থাকে। চলতি বছরে সদস্যদের মাঝে ১১,৭০,৫৩,৫০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ঋণ আদায় হয়েছে ৮,৭২,৯৫,০০০ টাকা। সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১,২১৫টি পরিবার উপকৃত হয়েছে।

কীভাবে সফল হলো

উক্ত সমিতিটিতে পরিপূর্ণ ভাবে গণতন্ত্র বিরাজমান, সমিতিটি সমবায় সমিতি আইন ও বিধির আলোকে চলে। সমিতিতে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যথাসময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি মাসে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির যাবতীয় হিসাবসমূহ যথাযথ রেজিষ্টারসমূহে যথাসময়ে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। সমিতি কর্তৃপক্ষ প্রতি অডিট বর্ষে যথাসময়ে অডিট সম্পন্ন করতে সহায়তা করেন। এ পর্যন্ত উক্ত সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। সমবায় সমিতিগুলো যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জোতবাজার বণিক সমবায় সমিতি লিঃ। অন্য আর দশটা সমিতির মত নয়, বরং প্রকৃত সমবায় আদর্শে ও আইন কানুনে সমিতির নির্বাচন হয়। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের মত রীতিমত রঙিন পোস্টার ছাপিয়ে ভোট বাক্স, পোলিং অফিসার ও পোলিং এজেন্ট দিয়ে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সমিতি কর্তৃপক্ষ সর্বদা সমবায় অফিসের সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখেন। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জাতীয় প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে থাকেন। সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১,২১৫টি পরিবার উপকৃত হয়েছে।



লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

"জোতবাজার বণিক সমবায় সমিতি লিঃ" চলতি বছরে সমিতি শেয়ারের উপর ৩,৮৮,৬৬৮ টাকা লভ্যাংশ্য বিতরণ করেছেন ও সঞ্চয়ের উপরে ২,০৬,৭১,৪১৯ টাকা মুনাফা প্রদান করা হয়েছে, যা একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় অবদান রাখে। সমিতি ২০১৮-১৯ অডিট বর্ষে সিডিএফ বাবদ ৬,২৪২ টাকা প্রদান করেছেন এবং ২০১৯-২০ অডিট বর্ষে ১২,৬৪৮ টাকা প্রদান করবেন।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতি কর্তৃপক্ষ প্রতি অডিট বর্ষে যথাসময়ে অডিট অফিসারকে অডিট কার্জে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন। চলতি বছরের অডিট গত ১৪/০৯/২০২০ ইং তারিখে সম্পাদিত হয়েছে। অডিট অফিসার কর্তৃক অডিট প্রতিবেদন দাখিল করলে সমবায় সমিতি আইন /০১ সংশোধিত/১৩ এবং বিধিমালা অনুযায়ী (ক) অডিট নোটের সংশোধনী, (খ) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান, (গ) বাজেট দাখিল (ঘ) অডিট অফিসার কর্তৃক ধার্যকৃত অডিট ফি, অডিট ফি এর ভ্যাট, সমবায় উন্নয়ন তহবিল প্রদানসহ যাবতীয় নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হয়।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

"জোতবাজার বণিক সমবায় সমিতি লিঃ" এর যাবতীয় আর্থিক কার্যক্রম ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সমিতি তার অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ড মান্দা উপজেলাধীন গ্রামীণ, জনতা, অগ্রণী, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ও ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা করে থাকেন। চলতি বছরে ব্যাংক জমার পরিমাণ ৬,৭৫,১৬,৯৮৩ টাকা এবং ব্যাংক হতে উত্তোলন ৮,১৮,২৬,৮৯৮ টাকা। ৩০/০৬/২০২০ ইং তারিখে ব্যাংক স্থিতি ১,৯১,১৩,৭৫১ টাকা।

কর্মসংস্থান

"জোতবাজার বণিক সমবায় সমিতি লিঃ" মান্দা উপজেলাব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনা করে। সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমানে সমিতিতে ৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। সমিতির অনুমোদিত চাকরি বিধি রয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

"জোতবাজার বণিক সমবায় সমিতি লিঃ" অত্র সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী গাভি পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই মেশিন ক্রয়, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গৃহ মেরামত ও নির্মাণ খাতে ঋণ বিতরণ করে থাকে। সমিতি হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমিতির সদস্য ও তার পরিবার উপকৃত হয় ও ভাগ্য উন্নয়নের অগ্নিশিখা হিসেবে কাজ করে থাকে। অত্র সমিতির সদস্যগণ ব্যাংকের দ্বারস্থ না হয়ে সহজ শর্তে অল্প সময়ের ভিতরে নিজ মূলধনে গড়া সমিতি হতে ঋণ পেয়ে থাকেন। প্রতি বছর বিভিন্ন সময়ে সদস্যদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ ও রোপণ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। সদস্যদের পরিবার ও ছেলেমেয়েদের চিকিৎসা, শিক্ষা খাতে অনুদানসহ মৃত সদস্যদের পরিবারকে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে আসছে অত্র সমবায় সমিতি।



নিবন্ধন নং : ২৩৯
তারিখ : ১৮/০৫/২০১১ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা ১,৩৫০ জন
শেয়ার মূলধন : ১৪,৭৪,১০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৬৬,৯০,৪২৩ টাকা

আরডা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : বদলগাছী
জেলা : নওগাঁ

নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বদলগাছী উপজেলার ভান্ডারপুর এলাকায় ২০ জন সদস্য মিলে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন নেয়। নিবন্ধন নং : ২৩৯, তারিখ : ১৮/০৫/২০১১ খ্রি.। বর্তমানে সমিতির শেয়ার মূলধন : ১৪,৭৪,১০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত : ৬৬,৯০,৪২৩ টাকা। নিবন্ধন পরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং নওগাঁ জেলার সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্থান করে নিয়েছে।

সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা

নিবন্ধন কালে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ২০ জন, বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,৩৫০ জন। ৯ বছরে সদস্য বৃদ্ধিতে সাফল্য অর্জন করেছে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সদস্যদের কর্মসংস্থান তৈরি, পাপোশ তৈরি, ভ্যান গাড়ি সরবরাহ, গাভি পালন, হাঁস-মুরগি পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পোল্ট্রি খামার, কৃষিকাজ, কুটিরশিল্প এবং স্বল্প সুদে ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সমিতির সদস্যদের প্রয়োজনে ব্যবসায়িক ঋণ প্রদান করে তাদের স্বাবলম্বী করতে সহায়তা করা হয়। ২০ জন প্রতিবন্ধীকে প্রতি মাসে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। গণশিক্ষা, বৃক্ষরোপণ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বর্তমানে আম চাষ প্রকল্প এবং আম সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে নতুন প্রকল্প গ্রহণে সচেষ্ট রয়েছে।

কেস স্টাডি

স্থানীয় প্রভাবে অত্র এলাকায় মহাজনী ব্যবসায় ঋণ গ্রহণ করে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে সমবায় সমিতি গঠন করে সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে অনেক সদস্যই স্বাবলম্বী হয়েছে। বিশেষ করে মহজনী চড়া সুদ হতে মুক্ত হতে পেরেছে।

কীভাবে সফল হলো

সমিতি থেকে সদস্যদের ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক সদস্যদের মাঝে গাভিপালন, ছাগলপালন, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই শিক্ষা ও ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে কর্জ দাদন করে প্রায় ২৬২ জন সদস্যকে ইতোমধ্যে স্বাবলম্বী করা হয়েছে। সমিতির কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এলাকায় উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে বাল্যবিবাহরোধ, নারী স্বাস্থ্যশিক্ষা, স্যানিটেশন, যৌতুকবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি। সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ, সদস্যদের ভাল কাজে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সদস্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সমিতিটি মডেল সমিতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ

অত্র সমিতিটি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সদস্যদের মাঝে ১,৬৬,৪৯৯ টাকা লভ্যাংশ



বিতরণ করেছে। অডিট ফি বাবদ ১০,০০০ টাকা ট্রেজারী চালানে ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ ৫,৭১৮ টাকা ডিডি মারফত জমা প্রদান করা হয়েছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতিটি তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনার দ্বারা নিরীক্ষা সেল গঠন করেছে। প্রতিমাসে অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট অডিট প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। এছাড়াও সমবায় বিভাগ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত অডিট অফিসার প্রতি বছর বার্ষিক অডিট কার্যক্রম করে থাকে। অডিট অফিসার কর্তৃক অডিট প্রতিবেদন দাখিল করলে সমবায় সমিতি আইন /০১ সংশোধিত/১৩ এবং বিধিমালা অনুযায়ী (ক) অডিট নোটের সংশোধনী, (খ) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান, (গ) বাজেট দাখিল (ঘ) অডিট অফিসার কর্তৃক ধার্যকৃত অডিট ফি, অডিট ফি এর ভ্যাট, সমবায় উন্নয়ন তহবিল প্রদান সহ যাবতীয় নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হয়।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

৩০/০৬/২০২০ ইং তারিখে অত্র সমিতির নামে সোনালি ব্যাংক, ভান্ডারপুর শাখায় ৪,০৫,১৭৪ টাকা জমা রয়েছে। এছাড়া ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, বদলগাছী শাখায় ৬,৮০,০০০ টাকা এফডিআর করা হয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা

অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। ইতোমধ্যে স্বল্প সুদে ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সমিতির সদস্যদের প্রয়োজনে ব্যবসায়িক ঋণ প্রদান করে তাদের স্বাবলম্বী করতে সহায়তা করা হয়েছে। ২০ প্রতিবন্ধীকে প্রতি মাসে চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হয়। গণশিক্ষা, বৃক্ষরোপণ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সদস্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সদস্যদের ছেলেমেয়েকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়।



নিবন্ধন নং : ২১৭
তারিখ : ১৮/০৫/২০১১
সদস্য সংখ্যা : ৩,০০০ জন

বরেন্দ্র মাল্টি পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : মহাদেবপুর
জেলা : নওগাঁ

বরেন্দ্র মাল্টি পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার বাগডোব গ্রামে অবস্থিত। এলাকার উদ্যমী ছেলেমেয়েদের প্রচেষ্টায় অত্র অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠা পায়। প্রথম দিকে শুধুমাত্র ভ্যান শ্রমিকদের ঋণ সহায়তা প্রদান করলেও পরবর্তীতে মহিলা সদস্যদের দল গঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম করার মধ্যে দিয়ে সমিতির কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে। ফলে সমিতির নিবন্ধন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৮/০৫/২০১১ তারিখে সমবায় অধিদপ্তর হতে নিবন্ধন লাভ করে। যাহার রেজি. নং : ২১৭ আইডি নং : ৪০৩০৪০২০৯ বর্তমানে বরেন্দ্র মাল্টি পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ নওগাঁ জেলার সকল উপজেলায় তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩,০০০ প্রাথমিক অবস্থায় শুধু সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে সমিতির কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে বরেন্দ্র কিন্ডারগার্টেন নামীয় একটি কেজি স্কুল স্থাপন এবং দারিদ্র্য বিমোচন,কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বেকারত্ব দূরীকরণ, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, পুঁজি গঠন, সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, যৌতুকবিরোধী আন্দোলন, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সেই সাথে সকল মহলের সহযোগিতা নিয়ে ভবিষ্যতে এটি একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে। পেশাভিত্তিক কর্মসংস্থানের জন্য ঘূর্ণায়মান অর্থ ভান্ডার স্থাপন করা নিয়ে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

আমানত গ্রহণ প্রকল্পসমূহ :

- শেয়ার মূলধন
- দৈনিক সঞ্চয়
- সাধারণ সঞ্চয়
- বিশেষ সঞ্চয়
- মাসিক সঞ্চয়
- মাসিক সঞ্চয় (MSP)
- মেয়াদি আমানত (EIP)

বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ

- স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রকল্প (STL)
- (ব্যবসায়ী সদস্য)
- ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প (মহিলা সদস্য)
- মাসিক ঋণ (ব্যবসায়িক সদস্য)
- প্রকল্প ঋণ (রিক্সা, ভ্যান, অটো চার্জার, সিএনজি প্রদান)

সেবা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

- স্কুল স্থাপন (শিক্ষা, প্রশিক্ষণ)
- কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ
- বেকারত্ব দূরীকরণ (মহিলাদের আত্ম উন্নয়ন)
- যৌতুকবিরোধী আন্দোলন
- স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি
- স্বাস্থ্যসেবা প্রদান
- বৃক্ষরোপণ
- সমবায়ভিত্তিক সঞ্চয় মুখী করা
- গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা প্রদান
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কর্মসূচি।



নিবন্ধন নং : ১০
তারিখ : ০৯/০৭/২০০৮।
সদস্য সংখ্যা : ১,২৮০ জন
কর্মসংস্থান : ১৫ জন
স্বকর্মসংস্থান : ৯১০ জন

সমতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : নওগাঁ সদর
জেলা : নওগাঁ

সমতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রতিষ্ঠার ভাবনা শুরু হয়েছিল ২০০২ সাল থেকে। ২১ জন সদস্য নিয়ে তখন পথ চলা শুরু হয়। পরবর্তীতে সমবায় বিভাগের নিবন্ধন নিয়ে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় যার নিবন্ধন নং : ১০, তারিখ : ০৯/০৭/২০০৮। বর্তমানে সমিতিটির সদস্য সংখ্যা ১,২৮০ জন।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,২৮০ জন। সমতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ স্বল্পমেয়াদি ঋণ, সাপ্তাহিক ক্ষুদ্রঋণ, সেবা ঋণ, মাসিক ঋণ সদস্যদের মাঝে বিনিয়োগ করে আসছে। এ পর্যন্ত সদস্যদের মাঝে ৬ কোটি টাকারও অধিক বিনিয়োগ করেছে অত্র প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও সমতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে ডেইরি ফার্ম, রাইচ মিল, সবজি উৎপাদনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সচেষ্ট ভূমিকা পালন করছে।

কর্মসংস্থানে অবদান

কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমানে সমিতিতে ১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী সরাসরি নিয়োগ দেয়া হয়েছে এর মধ্যে পুরুষ ৫ জন, মহিলা ১০ জন। তারা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া সমিতি থেকে ঋণ স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে ৯১০ জন আত্মনির্ভরশীল হয়েছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে অসহায় দুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, প্রতিবন্ধীদের মাঝে শীত বস্ত্র ও হুইল চেয়ার বিতরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে স্কুলে ড্রেস, খাতা, কলম বিতরণ, ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করে থাকে। এছাড়াও সমতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ সকল জাতীয়, আন্তর্জাতিক দিবসে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে। এছাড়া করোনা মহামারি প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ অসহায় দুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে আসছে।

কেস স্টাডি

সমিতির সদস্য জনাব নজরুল ইসলাম খলিসাকুড়ি গ্রামের গরিব কৃষক। তার সামান্য কিছু জমি ছিল কিন্তু পর্যাপ্ত পুঁজি ছিল না। সমিতিতে ভর্তি হয়ে শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত জমা করতে থাকেন। পরবর্তীতে সমিতি থেকে ১০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে কৃষিখাতে বিনিয়োগ শুরু করেন। বর্তমানে তিনি একজন আত্মনির্ভরশীল কৃষক।

পরিশেষে বলা যায়, সমতা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে একটি ভরসাস্থল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।



নিবন্ধন নং : ১৪৪
তারিখ ৬/৬/২০১৩ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১২৯ জন

আমরা লিচুতলা মানব কল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : শাজাহানপুর
জেলা : বগুড়া

নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শাজাহানপুর উপজেলার বেতগাড়ি এলাকায় ২০ জন সদস্য মিলে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন নেয়। নিবন্ধন নং : ১৪৪, তারিখ ৬/৬/২০১৩ খ্রি.। নিবন্ধন পরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং বগুড়া জেলার সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্থান করে নিয়েছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

নিবন্ধন কালে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিলো ২০ জন, বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১২৯ জন। ৬ বছরে সদস্য বৃদ্ধিতে সাফল্য অর্জন করেছে ঋণ কার্যক্রম, সামাজিক উন্নয়ন ও স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সদস্যদের সাধ্যমতো শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করা, চাহিদাভিত্তিক ঋণ বিতরণ, মৌসুমী ঋণদান, কৃষি আবাদের জন্য ঋণদান, মৎস্য খামার , হাঁস-মুরগি খামার, গরুছাগল পালন, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, ছোট দোকান প্রতিষ্ঠান এবং ছোট গণপরিবহন (ভ্যান, রিক্সা) ক্রয় বা মেরামতের জন্য ঋণদান। অন্যান্য গুলোর মধ্যে হিজড়াদের পুনর্বাসন, প্রতিবন্ধীদের স্ব-নির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন। বিশেষ করে সেলাইয়ের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

বিগত বছরগুলোর কর্মকাণ্ডের বর্ণনা

সদস্যদের সাধ্যমতো শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করা, চাহিদা ভিত্তিক ঋণ বিতরণ, মৌসুমী ঋণদান, কৃষি আবাদের জন্য ঋণদান, মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগি খামার, গরুছাগল পালন, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, ছোট দোকান প্রতিষ্ঠান এবং ছোট গণপরিবহন ক্রয় বা মেরামতের জন্য ঋণদান। অন্যান্যগুলোর মধ্যে হিজড়াদের পুনর্বাসন, প্রতিবন্ধীদের স্ব-নির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন। বিশেষ করে সেলাইয়ের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

কর্জ দাদন

সমিতি থেকে সদস্যদের মাঝে গাভি পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই শিক্ষা ও ব্লক বাটিক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসাখাতে কর্জ দাদন করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সদস্যদের মাঝে ১৬,৩৩,০০০ টাকা কর্জ দাদন করা হয়েছে। কর্জ আদায় ১২,৮৫,৯০০ টাকা। সমিতি থেকে কর্জ গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১১০টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। কর্জ দাদনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে অগ্নিশিখা হিসেবে কাজ করছে। কর্জ প্রদানের পাশাপাশি সদস্যদের উল্লিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কীভাবে সফল হলো

সমিতির শুরু থেকেই সমবায় বিধি ও আদর্শের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল। সদস্য বৃদ্ধি, শেয়ার সঞ্চয় বৃদ্ধি ও বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের এবং স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সমিতিটি সফল করা সম্ভব হয়েছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতির নিবন্ধনের পর থেকে যথাসময়ে অডিট করা হয়েছে। অডিটের সময় সফল রেজিষ্টার হালনাগাদ পাওয়া গিয়েছে। অডিটের সময়ে অডিট বিষয়ে কোনো বিরূপ মন্তব্য ছিল না।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

প্রতিবন্ধীদের স্ব-নির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সেলাইয়ের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান। কোভিড-১৯ এ গরিব, দুঃখীদের মাঝে পণ্য বিতরণ।

ব্যবস্থাপনা কমিটি

৬ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সমিতি পরিচালিত হচ্ছে। প্রতি মাসে নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বিগত মাসের আয়-ব্যয় অনুমোদন, সদস্য ভর্তি, কর্জ দাদন, কর্জ আদায় এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী সমিতি পরিচালিত হচ্ছে।

বার্ষিক সাধারণ সভা

উপজেলা কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা করা হয়। গত বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্য সংখ্যা ১৯২ জনের মধ্যে ১৮০ জন উপস্থিত ছিল। উক্ত উপস্থিতি সমিতির জবাবদিহিতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণক।

উপসংহার

আমরা লিচুতলা মানব কল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। ভবিষ্যতে সমিতিটি উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাক।



নিবন্ধন নং : ৩৫৮
তারিখ : ১২/০১/২০১১ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ২৩৫ জন
কর্মসংস্থান : ১২ জন
স্বকর্মসংস্থান : ৬৫ জন
শেয়ার মূলধন ৪,৭৮,৫০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৪৫,৬৪,৯০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৫০,৫৪,৭১১ টাকা

ইউনিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

থানা : বোয়ালিয়া
জেলা : রাজশাহী

রাজশাহী শহরের মধ্যস্থল ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহীতে ইউনিক বহুমুখী সমবায় সমিতিটি অবস্থিত। এ সমিতির নিবন্ধন নং ৩৫৮ এবং ১২/০১/২০১১ খ্রি. তারিখে এর কার্যক্রম শুরু করে। সমিতিটি শুরুতে শহরের ৩৩ জন বেকার সদস্য নিয়ে পথ চলা শুরু করে। তখন সদস্যদের মাঝ থেকে শেয়ার মূলধন হিসেবে ২০,০০০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত হিসেবে ৪,০০০ টাকা পুঁজি নিয়ে নিবন্ধিত হয়। উক্ত মূলধন থেকে সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে সদস্যদের স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এই প্রকল্প চালু করা হয় ২০১৯ ইং সালে বর্তমানে এই প্রকল্প সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পে শুরুতে ২৫ জন এবং বর্তমানে ৫২ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে এবং এই প্রকল্পে কোর্স সমূহ সম্পূর্ণ ফ্রি এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মাঝে মুনাফা বিহীন সেলাই মেশিন ক্রয়ের জন্য ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে।

শিক্ষা প্রকল্প

সমিতিতে একটি ইউনিক শিক্ষা দান সেবা প্রকল্প রয়েছে। যা অত্র এলাকার মেধাবী দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সফলতার সাথে ৫ম শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফ্রি শিক্ষা দান, শিক্ষা উপকরণ সমূহ দান করে থাকে। বর্তমানে এই প্রকল্পের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৮৩ জন। উপকরণ হিসেবে খাতা, কলম, পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

কীভাবে সফল হলো

২০১১ সাল হতে হাঁটি হাঁটি পা করে পথ চলা শুরু করে। সমিতিটি শুরুতে শহরের ৩৩ জন বেকার অসচ্ছল সদস্য নিয়ে পথ চলা শুরু করে। তখন সদস্যদের মাঝ থেকে মূলধন হিসেবে ২০,০০০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত হিসেবে ৪,০০০ টাকা পুঁজি নিয়ে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে সদস্যদের স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে সমিতির শেয়ার মূলধন ৪,৭৮,৫০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৪৫,৬৪,৯০০ টাকা, সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ১১,৮১১ টাকা। কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৫০,৫৪,৭১১ টাকা। সমিতিটি বর্তমান বছরের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ১৫ই আগস্ট ২০২০ সমিতির অফিসের সামনে মোঃ সাইদুর রহমান, জেলা সমবায় অফিসার, রাজশাহী মহোদয় বৃক্ষরোপণ করেন। সমিতির সকল সদস্য নিজ নিজ জায়গায় বৃক্ষরোপণ করবেন মর্মে অঙ্গীকার করেন।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

ইউনিক বহুমুখী সমবায় সমিতিটি প্রথমে ৩৩ জন সদস্য নিয়ে পথ চলা শুরু করে। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ২৩৫ জন। তার মধ্যে পুরুষ ১৯৬ জন এবং মহিলা ৩৯ জন। সমিতিতে বিভিন্নভাবে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চালু আছে। তার মধ্যে :

(ক) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম
(খ) হস্তশিল্প প্রকল্প
(গ) শিক্ষা দান সেবা প্রকল্প

নামে বিভিন্ন কর্মসূচি তারা গ্রহণ করে বর্তমানে কাজ করে যাচ্ছে।



বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমিতিটি সদস্যদের আর্থসামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রভাবে বিভিন্ন ট্রেডে ঋণ হিসেবে নগদ অর্থ প্রদান করে থাকে এবং স্বল্প মুনাফায় তা বিভিন্ন কিস্তিতে তা পরিশোধের সুযোগ করে দেয়।

ইউনিক হস্তশিল্প আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির এবং দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সমিতির সদস্য এবং এলাকার দরিদ্র গৃহিনী মহিলাদের নিয়ে স্ব-নির্ভর জীবন গড়ি "উন্নত বাংলাদেশ গড়ি" এই স্লোগান সামনে রেখে এই প্রকল্প চালু করা হয় ২০১৯ ইং সালে বর্তমানে এই প্রকল্প সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পে শুরুতে ২৫ জন এবং বর্তমানে ৫২ জন শিক্ষার্থী রয়েছে ও প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ করে যাচ্ছে এবং এই প্রকল্পে কোর্সসমূহ সম্পূর্ণ ফ্রি এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মাঝে মুনাফা বিহীন সুদে সেলাই মেশিন ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সমিতির নামে যমুনা ব্যাংক লিঃ রাজশাহী শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। ৩০-০৬-২০২০ ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ১০,৭৫২ টাকা ও ০৮-০৯-২০২০ তারিখ ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ১৪,১৭২ টাকা। সকল লেনদেন যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এভাবে কার্যক্রম চালানো সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতিটি শুরু হতে প্রতি বছর বার্ষিক অডিট কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ সালের বার্ষিক অডিট ০৮-০৮-২০১৯ ইং তারিখে সম্পাদন করা হয়েছে।



নিবন্ধন নং : ১০৭৯
তারিখ : ১৪/০১/১৬ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা : ১,১৫০ জন
শেয়ার : ৩,৫৩,৪০০ টাকা
সঞ্চয় : ১৮,০২,৪৭১ টাকা

ঘাসফুল মহিলা সমবায়

উপজেলা : মোহনপুর
জেলা : রাজশাহী

অত্র মোহনপুর উপজেলার মৌগাছি ইউনিয়নের মহিলাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য হেইফার ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন নামক এনজিও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছিল কিন্তু তারা সব মহিলাদের একত্রে করতে পারছিল না অবশেষে তারা উপজেলা সমবায় অফিসের সহযোগিতা কামনা করেন। তখন উপজেলা সমবায় অফিস মৌগাছি ইউনিয়নের মহিলাদের সাথে মত বিনিময় করে তাদেরকে বোঝাতে সমর্থন হন যে তারা যদি অত্র এলাকায় একটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তাহলে সব মহিলারা একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করতে পারবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬ সালে ঘাসফুল মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ নামে নিবন্ধিত হয় যার রেজি নং : ১০৭৯, তারিখ : ১৪/০১/১৬ খ্রি.।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

নিবন্ধনকালে সমিতির মোট সদস্য ছিল ২০ জন। বর্তমানে সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ১,১৫০ জন। সমিতির সদস্যরা কেচো সার তৈরি করে বিক্রয় করে থাকে। এছাড়া গরুর ফিড ক্রয় করে ঋণ হিসেবে সদস্যদের মাঝে বিক্রয় করা হয়।

শেয়ার মূলধন

সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ছিল ২৫,০০ টাকা। এ পর্যন্ত পরিশোধিত শেয়ারের পরিমাণ ৩,৫৩,৪০০ টাকা। এক্ষেত্রেও অর্জিত সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

সঞ্চয় আমানত

নিবন্ধনকালে সমিতির সঞ্চয় আমানত ছিল ৫,০০০ টাকা। বর্তমানে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১৮,০২,৪৭১ টাকা। সঞ্চয় আদায়ের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যই সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতিটি সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে থাকে। তাছাড়া সমিতির সদস্যরা কেঁচো সার তৈরি করে থাকে। এছাড়া সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগলকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া গরু মোটাতাজাকরণের জন্য ফিড সদস্যদের মাঝে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়ে থাকে। সমিতির সদস্যরা হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন করে তা বিক্রয় করে থাকে এতে করে সদস্যরা স্বাবলম্বী হচ্ছে ও দেশে আমিষের চাহিদা মিটাচ্ছে। প্রাণীজ আমিষ এর ঘাটতি পূরণ করার জন্য সমিতিটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

এগ্রো এন্টারপ্রাইজ এর কার্যক্রম অক্টোবর ২০১৭ খ্রি. হতে চালু হয়। এই কার্যক্রমে গো-ছাগল ও মুরগির ঔষধ পত্রাদি, ফিড এবং শাকসবজিসহ বিভিন্ন আবাদির প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও সার বিক্রয় করা হয়। এই দোকানে ব্যবসা মোটামুটিভাবে চলমান ছিল। তবে ২০১৯ বর্ষে সমিতির ভাড়াকৃত দোকানঘরটি সরকারি জায়গায় থাকায় রোড ডিভিশন তা ভেঙে ফেলায় সমিতির মূল অফিস ঘরে ব্যবসা স্থানান্তর করায় ব্যবসায় একবারে ভাটা পড়েছে।





সমবায় মিট নামে সমিতির একটি মাংসের দোকান রাজশাহী শহরে ঢাকা বাসষ্ট্যান্ডের দক্ষিণে সিরোইলে নভেম্বর ২০১৭ মাসে ভাড়ার মাধ্যমে স্থাপন করা হয়। এখানে বিক্রি নিতান্তই কম হওয়ায় ও ক্ষতির কারণে জুন ২০১৮ মাসে দোকানঘরটি বন্ধ করে উহার আসবাবপত্রাদি নিয়ে এসে সমিতির অফিস ঘরে সংরক্ষিত আছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতিটি সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে থাকে। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে সদস্যরা হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন করে থাকে। এছাড়া সদস্যরা ক্ষুদ্র ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়া সমিতির সদস্যরা কেঁচো সার তৈরি করে থাকে। এছাড়া সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগলকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া গরু মোটাতাজাকরণের জন্য ফিড সদস্যদের মাঝে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়ে থাকে। সমিতির সদস্যরা হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন করে তা বিক্রয় করে থাকে। এতে করে সদস্যরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে ও দেশে আমিষের চাহিদা মিটাচ্ছে। প্রাণীজ আমিষ এর ঘাটতি পূরণ করার জন্য সমিতিটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

যেভাবে সফল হলো

সমিতিটি হেইফার হতে অনুদান প্রাপ্তি ২২,২৬,২০৯ টাকা। সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৩,৫৩,৪০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ১,৮০,২৪৭১ টাকা সমিতির নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ ২,৩২,৯০৮ টাকা। সংরক্ষিত তহবিল এর পরিমাণ ১,০৩,৯৩১ টাকা, কুঋণ তহবিল এর পরিমাণ ৬৯,২৮৭ টাকা ও বীমা তহবিল ১,৪৪,৯৭০ টাকা। ফলে সমিতিটি আর্থিকভাবে সফল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সমিতিটি সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে থাকে। তাছাড়া সমিতির সদস্যরা কেঁচো সার তৈরি করে থাকে। এছাড়া সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগলকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া গরু মোটাতাজাকরণের জন্য ফিড সদস্যদের মাঝে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়ে থাকে। সমিতির সদস্যরা হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন করে তা বিক্রয় করে থাকে। এতে করে সদস্যরা স্বাবলম্বী হচ্ছে ও দেশে আমিষের চাহিদা মিটাচ্ছে। এভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা সফতার সাথে এগুচ্ছে।

ব্যাংক হিসাব ও অন্যান্য তথ্য

অত্র সমিতির নামে সোনালি ব্যাংক মৌগাছি, মোহনপুর শাখায় ২টি চলতি হিসাব চালু রয়েছে হিসাব নং যথাক্রমে ৫৩৭ ও ২১৫।গত ৩০/০৬/১৯ খ্রি. তারিখে হিসাবদ্বয়ে যথাক্রমে ১০৯৬৭৯৩ টকা ও ৪৮,৫০৯ টকা রয়েছে। সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৩,৫৩,৪০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ১৮,০২,৪৭১ টাকা, সমিতির নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ ২,৩২,৯০৮১ টাকা। সংরক্ষিত তহবিল এর পরিমাণ ১,০৩,৯৩১ টাকা ও কুঋণ তহবিল এর পরিমাণ ৬,৯২,৮৭ টাকা ও বীমা তহবিল ১,৪৪,৯৭০ টাকা। এভাবে কার্যক্রম চালানো সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।



নিবন্ধন নং : রেজি নং ০৬/১১ কাল্‌ব
তারিখ : ৩১ জুলাই ২০১১ খ্রি.
সদস্য নং ৪৭৩
সদস্য সংখ্যা : ২,৬৭৩ জন
সঞ্চয় আমানত : ২,৬৪,০৫,০৫৪ টাকা
শেয়ার মূলধন : ১,৭০,৫১,৮৮৮ টাকা

জোনাইল আদর্শ মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : বড়াইগ্রাম
জেলা : নাটোর

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতিপয় লোকের সংঘবদ্ধ হওয়ার পদ্ধতিকে 'সমবায় ব্যবস্থাপনা' বলে। সকলের তোরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তোরে মানবজীবনে সম্মিলিত প্রয়াস আনে বিপুল সম্ভাবনা। সাধারণত যেখানে একক প্রচেষ্টায় কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন সম্ভবপর হয় না সেক্ষেত্রে সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন পড়ে।সকলে সম্মিলিতভাবে যে কাজটি যত সহজে সম্পাদন করতে পারে পৃথক পৃথকভাবে তা বাস্তবায়িত করা তা সহজ নয়।সকলে মিলে কাজ করতে পারলে তাতে সাফল্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। এর ওপর ভিত্তি করেই সমবায় আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ সাধনের নিমিত্তে জনাব "মোঃ মতিউর রহমান" বড়াল নদীর তীরে গড়ে ওঠা জোনাইলের অবহেলিত গরিব দুঃখী খেটে খাওয়া মা বোন দের জন্য ২০১০ সালের ২২ এপ্রিল হতে লিপি সেলাই সেন্টার থেকে গুটি কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠন করেন 'জোনাইল আদর্শ মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ' যার সমাপনী নিবন্ধন লাভ করে ৩১ জুলাই ২০১১ সালে। জনাব মতিউর রহমানের স্বপ্ন হচ্ছে আমার এই অবহেলিত মা বোনেরা অত্র সমিতি থেকে শেয়ার সঞ্চয় গঠন করবে এবং ঋণ নিয়ে তারা স্বাবলম্বী হবে। মহিলা নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করবে। বিধবা নির্যাতিত অবহেলিত মা বোনদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবসময় পাশে থাকবে। তারই ধারাবাহিকতায় আজ জোনাইল আদর্শ মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ১১ বছরে পদার্পন করেছে।

সদস্য সংখ্যা ও কর্মসূচি

৩০ শে জুন ২০১১ পর্যন্ত সদস্য ছিল ৪৭৫ জন। বর্তমানে ১৫-০১-২০২০ পর্যন্ত মোট সদস্য দাঁড়িয়েছে ২,৬৭৩ জনে। বিভিন্ন শিক্ষা সেমিনার এর মাধ্যমে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমিতিতে ভর্তিতে উৎসাহিত করা হয় এবং উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ট্রেডে সমবায়ী সদস্যদের হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু, ব্লক বাটিক, কৃষি, সেলাই এর উপর আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট নওগাঁসহ অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কার্যক্রমের বর্ণনা

ক.সঞ্চয় আমানত : প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সঞ্চয় এর পরিমাণ ২,৬৪,০৫,০৫৪, যা পূর্বে ছিলো ৭৩,০৮৭।
খ.শেয়ার মূলধন : প্রতিষ্ঠানের বর্তমান শেয়ার এর পরিমাণ ১,৭০,৫১,৮৮৮,যা পূর্বে ছিলো ২,০৭,৮৬২।
কর্জ দাদন : কর্জ দাদন বা ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা ব্যবসা কৃষি ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে সাংসারিক উন্নয়ন করে থাকে। ঋণ গ্রহণের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানকে কিছু মুনাফা প্রদান করতে হয়। প্রতিষ্ঠনে বর্তমান ঋণ প্রদান ৩,৬৫,১৬,২৫০,যা পূর্বে ছিলো ২,৫২,৭৫০।

সমিতির নিয়জিত কর্মচারী

প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে মোট কর্মচারীর সংখ্যা ১১ জন। স্থায়ী কর্মী ৭ জন অস্থায়ী কর্মী ১ জন এবং শিক্ষানবিশ হিসেবে আছেন ৩ জন।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

- মহামারি করোনা ভাইরাসকালীন সময়ে সকল সদস্যদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
- সদস্যের অসুস্থতায় চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হয় সর্বোচ্চ ৩,০০০ টাকা।
- সদস্য মৃত্যুতে এককালীন ৩,০০০ টাকা প্রদান এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে ঋণ মওকুফ করা হয়।
- সমিতির শিক্ষা তহবিল হতে হতদরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অনুদান প্রদান করা হয়।
- এস.এস.সি. এবং এইস.এস.সি তে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও উপহার প্রদান।
- সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণে প্রতি বছর সকল সদস্যকে সৌজন্যমূলক উপহার প্রদান।

কেস স্টাডি

অত্র প্রতিষ্ঠান সদস্য হয়ে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সফল হয়েছেন :

১. মোছাঃ অনোয়ারা বেগম, সদস্য নং ৩৫, তিনি ভূমিহীন ছিলেন। বর্তমানে তার নিজস্ব ৬ শতাংশ জমিতে আধাপাকা বাড়ি আছে।

২. মোছাঃ মর্জিনা বেগম, সদস্য নং ১৫৪, তিনি ভূমিহীন ছিলেন। বর্তমানে তার নিজস্ব জমিতে টিনসেড বাড়ি করেছেন।

৩. মোছাঃ মোছিরন, সদস্য নং ৪৮১, তিনি হতদরিদ্র ছিলেন। বর্তমানে তার হাসের খামার আছে এবং গরু-ছাগল পালন করে থাকে।

যেভাবে সফল হলো

সমিতির একজন সদস্য সমষ্ঠিগত ও ব্যক্তিগতভাবে যা যা পেয়ে থাকেন তা হলো : আর্থিক সচ্ছলতা, নিজস্ব কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক সুনাম ও সম্মান, অপরের শ্রদ্ধা, মানসিক সন্তুষ্টি-আত্মতুষ্টি, সভা সমিতিতে জনগণের নিকট থেকে স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধার আসন, রাষ্ট্রিয় সম্মান। সকলের ভালোবাসা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ইত্যাদি। সমিতির কর্মএলাকার মৌলিক, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সার্বিক দিকের মানোন্নয়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ও উপভোগ্য জীবন সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

সমিতির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ

- সদস্যদের সংগঠিত ও একতাবদ্ধ রাখা।
- সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নত রাখা।
- সদস্যদের নিরক্ষতা মুক্ত করা।
- নোংরা রাজনীতি থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন করা।
- উদারতা, সহযোগিতা, কর্মতৎপরতা, স্বার্থহীনতা, নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখা।
- ধর্মীয় সু-সম্প্রীতি বজায় রাখা।
- সদস্যদের সচেতনতা।
- উন্নত অবকাঠামো এবং সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টা।

সমিতির অফিসঘর : অত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা কালে ছোট একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি সুসজ্জিত কক্ষ বিশিষ্ট।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমবায় সমিতি আইন ২০০১, সংশোধিত সমবায় সমিতি আইন ২০০২ ও ২০১৩ এবং বিধিমালা ২০০৪ অনুসারে প্রতি বছরই সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয় ৩,১৬,৩০৭ টাকা এবং সিডিএফ পরিশোধ করা হয় ১৪,৮৮৭ টাকা। অর্থাৎ ১৪,৮৮৭ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল এ প্রদান করা হয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

এই সমিতির সদস্যরা ঋণ গ্রহণ করে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করেছে এবং সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত আছে। এছাড়াও সদস্যরা বাল্যবিবাহ রোধে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, ক্রেডিট ইউনিয়নের কাজকর্ম সন্তোষজনক। অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নে প্রতি অর্থবছরের নিরীক্ষাকালে সরবরাহকৃত তথ্য ও রেকর্ডপত্রের উপর ভিত্তি করে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ক্রেডিট ইউনিয়নের রক্ষিত বহিসমূহ ও হিসাব খাতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্তি-প্রদান হিসাব, লাভ-ক্ষতি হিসাব, লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাব, নগদ অর্থ প্রবাহ বিবরণী অনুসারে উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

পরিশেষে, ক্রেডিট ইউনিয়নের বোর্ড সদস্যবৃন্দ, অন্যান্য উপকমিটির সদস্যবৃন্দ ও স্টাফগণ সকলেই নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ আন্তরিকতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনায় আরো সক্রিয় অংগ্রহণ করলে ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের আরো অধিক অর্থ সামাজিক উন্নয়ন করতে পারবে।



নিবন্ধন নং : ৮৮
তারিখ : ২৮/৪/২০১১ ইং
সদস্য সংখ্যা : ২,৩৪৭ জন
কর্মসংস্থান : ১২ জন
শেয়ার মূলধন : ৮,৪৩,৪৫০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ২,০৯,২২,৫৮৮ টাকা

নতুন কুঁড়ি বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : লালপুর
জেলা : নাটোর

নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে লালপুর উপজেলার লালপুর বাজারে ২১ জন সদস্য মিলে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন নেয়। নিবন্ধন নম্বর মূল ৮৮ তারিখ ২৮/৪/২০১১ ইং। সংশোধিত নম্বর ০৬, ০৮/১/২০১৫ তারিখ সমিতির আইডি নম্বর ৬৯৪৪০১০৯০। পরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং নাটোর জেলার সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্থান করে নিয়েছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

নিবন্ধন কালে সমিতির সদস্যা সংখ্যা ছিল ২০ জন। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২,৩৪৭ জন। ৯ বছরে সদস্য বৃদ্ধিতে সাফল্য অর্জন করেছে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতির স্ব-উদ্যেগে এলাকার শিশুদের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বয়স্কদের শিক্ষাদান, শীত বস্ত্র বিতরণ, বৃক্ষরোপণ, এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার ও দুস্থদের সেবাদান কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। সমিতির সদস্যদের মধ্যে ঋণ, গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ, গৃহনির্মাণ ও ভোগ্যপণ্যসামগ্রী সরবরাহ কাজে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে। সমিতির কর্মকাণ্ড লাভজনক।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সদস্যদের মধ্যে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, শীতবস্ত্র বিতরণ, বৃক্ষরোপণ, গণশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করণ ও এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কারসহ কৃষি উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখে।

যেভাবে সফল হলো

শেয়ার মূলধন ৮,৪৩,৪৫০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ২,০৯,২২,৫৮৮ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৩,৪৩,৮৭৫ টাকা, কু-ঋণ তহবিল ১,৬২,৫৮১ টাকা, কর্মচারী জামানত তহবিল ১,৪০,০০০ সমবায় উন্নয়ন তহবিলে ১৬,৬৯৯ টাকা (পরিশোধ) সমিতি তার সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় করে পুঁজি গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প যেমন: গবাদি পশুপালন প্রকল্প, হাঁস-মুরগির খামার প্রকল্প ও মৎস্যচাষ প্রকল্প গ্রহণ করেন। এছাড়াও সমিতি বর্তমানে সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সার্বক্ষণিক তদারকির মাধ্যমে সমিতি বর্তমানে লালপুর উপজেলার একটি সফল সমিতিতে পরিণত হয়েছে।

লভ্যাংশ বিতরণ

৩০/০৬/২০১৮খ্রি. পর্যন্ত ২,৩৪৭ জন সদস্যর মাঝে ৩,০০,০০০ টাকা লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়েছে এবং ২০১৮-২০১৯ সালের সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ ১৬,৯৭৪ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল জমা প্রদান করা



হয়েছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

জেলা সমবায় অফিসার নাটোর মহোদয়ের আদেশ নং : ৪২৬(৩২), তারিখ :২৬/০৬/২০১৯খ্রি. আদেশ মূলে গত ০৭/১০/২০১৯খ্রি. তারিখে ২০১৮-২০১৯ সালের বার্ষিক অডিট সম্পাদন করা হয়েছে। অডিট প্রতিবেদন অনুযায়ী নিট লাভের পরিমাণ ৫,৫৬,৬০৭ টাকা।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সমিতির দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনার জন্য উত্তরা ব্যাংক লালপুর শাখা নাটোর সঞ্চয়ী হিসেবে ১১,২৭,৯৭৪ টাকা স্থিতি রয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতি কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসায়িক কার্যক্রমে সরাসরি ১২ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। সদস্যদের মধ্যে-

- প্রাথমিক শিক্ষা
- বাল্যবিবাহ রোধ
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার
- বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সৌর প্যাকেজ সরবরাহ
- বৃক্ষরোপণ
- এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে উদ্বুদ্ধকরণ।
- এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কারসহ কৃষি উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখে।



নিবন্ধন নং : ১৪২
তারিখ : ২৮/১০/২০০৯ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা ৪,২৫৭ জন
কর্মসংস্থান : ৪৬ জন
শেয়ার মূলধন : ২১৮১৪০০ টাকা
সঞ্চয় আদায়ঃ ৮১৫০১৮০৮ টাকা

পল্লী কৃষি উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : নওগাঁ সদর
জেলা : নওগাঁ

পল্লী কৃষি উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ২৮/১০/২০০৯ সালে ২০ জন সদস্য নিয়ে এলাকার সমমনা ব্যক্তি এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সমিতিটি গঠন করা হয়। মারমা-মল্লিকপুর, বর্ষাইল, নওগাঁ সদর, নওগাঁয় তার নিজস্ব অফিস স্থাপন করে, জেলা সমবায় অফিসার, নওগাঁ মহোদয় এর কার্যালয়ে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হয়, সে মোতাবেক জেলা সমবায় অফিসার, নওগাঁ, মহোদয় নিবন্ধন প্রদান করেন, নিবন্ধন নং : ১৪২, তারিখ : ২৮/১০/২০০৯ খ্রি.। সংশোধিত রেজি নং ৪৬, তারিখ : ০৪-১১-২০১৫ খ্রি.।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

পল্লী কৃষি উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতিটি ২০ জন সদস্য নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে এবং সমবায় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ৪,২৩৭ জন সদস্য নতুন করে ভর্তি হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪,২৫৭ জন। সমিতিটি তার কর্ম এলাকার মধ্যে নিবন্ধন এর পর থেকে বিভিন্ন ধরনের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে যেমন, শেয়ার মূলধন : ২১৮১৪০০ টাকা, সঞ্চয় আদায়ঃ ৮১৫০১৮০৮ টাকা, পরোক্ষভাবে ২৭৪৬ জন সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাঝে ঋণ সহায়তা প্রদান, (ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ : ৭,১২,৯৬,৪৮৪ টাকা, মৌসুমী ঋণ বিনিয়োগ : ৯৫,৯১,০০০ টাকা, এবং ষ্টাফ ঋণ বিনিয়োগ : ২৮৬,৫০০ টাকা) উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ, কৃষি নির্ভর এলাকা হওয়ার ফলে এলাকার কৃষকদের মাঝে কৃষি খাতে ঋণ বিনিয়োগ : ১৫,৬২,০০০ টাকা।

কার্যক্রমের বর্ণনা

প্রত্যক্ষভাবে ৪৬ জন বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে জৈব পদ্ধতিতে গবাদিপশুপালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে গরু, ছাগল ও টারকি মুরগি পালনের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন সময় সমিতির সদস্য এবং অসহায়, শ্রমজীবী, দুস্থ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদান, ঝড়ে পড়া শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শিক্ষা উপকরণ প্রদান করে আসছে। বিভিন্ন দুর্যোগ মুহূর্তে জনগণের পাশে থেকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান, মহামারি করোনাকালীন সময় গণসচেতনতা গড়ে তোলা এবং ত্রাণ সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। জেলা পর্যায়ে সমিতিটি সমবায় অঙ্গনে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য সম্মাননা লাভ করেছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি খামার পরিচালনায় কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা,
- উপজেলা কৃষি অফিসের সহায়তায় উন্নত জাতের বীজ ধান উৎপাদনে কৃষকদের সমন্বয় স্থাপন।
- জৈব পদ্ধতিতে গবাদি পশুপালন (মোটাতাজাকরণ)-এ কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।
- দরিদ্র ও ঝড়ে পরা শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কিন্ডারগার্ডেন স্কুল পরিচালনা।



- করোনাকালীন দুস্থ্য ও অসহায়দের মাঝে সহায়তা প্রদান।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের (প্রতিবন্ধী) শীতবস্ত্র ও সহায়ক উপকরণ প্রদান।

কেস স্টাডি

সমিতির সদস্য জনাবা মোছাঃ আজমিন আরা সদস্য নং ৫১০৯ তিনি ভর্তি হন। তখন তাঁর শেয়ার ৫০০ টাকা, সঞ্চয় ২১০০ টাকা। আজমিন আরা তার কোনো মূলধন ছিল না। তিনি টেইলারিং কাজে দক্ষ একজন কর্মী। সমিতি তাঁকে একটি সেলাই মেশিন এককালীন অনুদান হিসেবে প্রদান করে। সাংসারিক কাজের পাশাপাশি টেইলারিং কাজ করে তিনি মাসে, ২,০০০ থেকে ৩,০০০ টাকা আয় করে থাকেন। ফলে স্বামীর সঙ্গে তিনিও সংসারে অবদান রেখে চলেছেন এবং সাংসারিক অন্যান্য অভাব অভিযোগ মিটানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

যেভাবে সফল হলো

বিভিন্ন দুর্যোগ মুহূর্তে জনগণের পাশে থেকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান, মহামারি করোনাকালীন সময় গণসচেতনতা গড়ে তোলা এবং ত্রাণ সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড ইত্যাদি।এবং উপজেলা পর্যায়ে সমিতিটি সমবায় অঙ্গনে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য সম্মাননা লাভ করেছেন। করোনাকালে সমিতিটি সদস্যদের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেছে। সমিতির নিজস্ব জায়গার পরিমাণ ২.৩৩ শতাংশ যার মূল্য ৪,৮৮,০০০ টাকা। ৮ একর জমিতে বছরে প্রায় ৫৭ টন উন্নত জাতের ধান বীজ উৎপাদন এবং প্রতি ব্যাচে ৫০টি করে বছরে ১০০টি গরু জৈব পদ্ধতিতে মোটতাজা করে বাজারজাত করা হয়।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ পরিশোধ

সমিতিটি তার সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে,বিগত বছরের টাকা নিরীক্ষা পরবর্তী লভ্যাংশ ধার্য করা হয় এবং উক্ত লভ্যাংশ হালসনে বিতরণ করা হয়, এবং বিগত ২০১৭-২০১৮ খ্রি. সনের ১৮৪৪৭ টাকা, এবং ২০১৮-২০১৯ সনের ২০০৯৭ টাকা সিডিএফ ধার্য করা হয় সমুদয় পরিশোধ করা হয়েছে। নিয়মিত সরকারি ফি পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সমিতির তার নিজস্ব ব্যাংক হিসাব মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, নওগাঁ শাখা, হিসাব নং : ০০৭০-০২১১০০১৪৩৭ এ জমা সহ যাবতীয় লেনদেন পরিচালনা করা হয়। উক্ত শাখায় ৩০/০৬/২০২০ খ্রি, তারিখে স্থিতির পরিমাণ ৮১৫৯৫৪ টাকা সমিতির কার্যকরী মূলধন ৮৪১৪৩৯৭৫ টাকা।

কর্মসংস্থান

প্রত্যক্ষভাবে ৪৬ জন বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে জৈব পদ্ধতিতে গবাদিপশুপালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে গরু, ছাগল ও টারকি মুরগি পালনের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

প্রায় ৫৭ টন উন্নত জাতের ধান বীজ উৎপাদন এবং প্রতি ব্যাচে ৫০টি করে বছরে ১০০টি গরু জৈব পদ্ধতিতে মোটতাজা করে বাজারজাত করা হয়। ক্ষুদ্র পুঁজি গঠনের মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্ম-সংস্থানের লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সমিতির লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সমিতি কাজ করে উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন, গরু মোটাতাজাকরণ, সমিতির সরাসরি প্রকল্প। এ প্রকল্পে ৫ জন কর্মী নিয়োজিত আছে। এছাড়া কৃষি উৎপাদন, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ বিনিয়োগ করে শতশত বেকার যুবকের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ফলে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ বর্ষে সমিতিটি ৬,৬৯,৯২৫ টাকা নিট লাভ করেছে। বর্তমানে সমিতিটি একটি মডেল সমিতিতে রূপান্তর হয়েছে।



নিবন্ধন নং : ৮৯৮
তারিখ : ২০/০১/২০১৫ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩৮৯ জন
শেয়ার মূলধন : ৫,০১,৮০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ১৪,০৭,০০৩ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৪৫,৯৫,৭৯১ টাকা।
ঋণ বিতরণ ২,৭৮,৯৬,০০০ টাকা।

বড়গাছি মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড

উপজেলা : পবা
জেলা : রাজশাহী

২০১৫ সালের ২০ জানুয়ারি মাসে পবা উপজেলা সমবায় অফিস হতে ২০ জন সদস্য নিয়ে বড়গাছী মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড নামে রেজিস্টেশন নিয়ে বড়গাছী মহিলা সমবায় সমিতির যাত্রা শুরু। ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও হেইফার ইন্টারন্যাশনাল এর আর্থিক সহায়তায় এবং সদস্যদের সঞ্চয় ও শেয়ার নিয়ে মূলধন শুরু হয়। শুরুতে যার পরিমাণ ছিল ২৮,৪০০ টাকা। ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও হেইফার ইন্টারন্যাশনাল এর আর্থিক সহায়তায় মূলধন হয় ২৩,৫৬,২০৭ টাকা। এই মূলধন সদস্যদের মধ্যে ১৫% লাভে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধনমূলক কাজে ঋণ সহায়তা প্রদান করে মূলধনের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সমিতি মূলত নিম্ন বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে :

- উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে আর্থিক সেবাদান।
- উপকারভোগীর মধ্যে ছাগল ও গরুর নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের টিকা প্রদান করা।
- উপকারভোগীর মধ্যে উন্নত পদ্ধতিতে ছাগল পালনে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- উপকারভোগীর মধ্যে উন্নত পদ্ধতিতে গরু পালনে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- গরুর গোবরকে কেচোঁর মাধ্যমে জৈব সার (ভার্মি কম্পোস্ট) তৈরিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- বিভিন্ন উৎপাদন প্রকল্পে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়।
- সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য (বিশেষ করে গরু ও ছাগল) মার্কেট লিংকের মাধ্যমে বাজারজাত করতে সহায়তা করা।
- অর্জিত মুনাফা সমবায় আইন-বিধির আলোকে সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয়ের ভিত্তিতে বণ্টন করা।
- সজিনা কাটিং ও ফলদ গাছ বিতরণ ও বনজ গাছ রোপণে উদ্বুদ্ধকরণ।
- সদস্য ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সমিতির পক্ষ থেকে সহযোগিতা প্রদান করা।
- সদস্যদেরকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করা এবং বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, যৌতুক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সমিতির শুরুতে সদস্য সংখ্যা ছিল ২০ জন। সদস্য সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৮৯ জন। সমিতির বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সদস্যগণ সম্পৃক্ত রয়েছে। দুই কক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়ি সমিতির অফিস হিসেবে ভাড়া নেয়া হয়েছে। সমিতি সদস্যদের কাছে শেয়ার বিক্রি ও সঞ্চয় আমানত গ্রহণের মাধ্যমে পুঁজি গঠন পূর্বক নিজস্ব মূলধন থেকে সদস্যদের উৎপাদনমুখী বিভিন্ন ট্রেডে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের স্বাবলম্বী করা সমিতির উল্লেখযোগ্য একটি কর্মসূচি। তাছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, সামাজিক বিভিন্ন বিধি-নিষেধ মেনে চলা ইত্যাদি সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

বড়গাছী মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড সদস্যদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের



ব্যবস্থা করে থাকে। যেমন: উন্নত প্রাণী ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মূল্যবোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কারিগরি প্রশিক্ষণ (যেমন বুটিক, কুটিরশিল্প)। তাছাড়া এই সমিতি মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, কেঁচো কমপোস্ট সার তৈরির জন্য বিনা লাভে ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে। এ পর্যন্ত মূল্যবোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২৪০ জন, উন্নত প্রাণী ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ১৩০ জনকে, কেঁচো কমপোস্ট সার তৈরির প্রশিক্ষণ ৩০ জনকে, বুটিক প্রশিক্ষণ ৫ জনকে, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ৮ জনকে, দ্বন্দ্ব নিরসন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ১০ জনকে দেওয়া হয়েছে। কর্ম এলাকায় ৮৩ জন সদস্য কেঁচোর মাধ্যমে জৈব সার তৈরি করে নিজেদের জমিতে প্রয়োগ ও বিক্রয় করছে। ছাগলের পিপিআর ৯৫০টি ও গরুর ক্ষুরা, তড়কা, বাদলা ২৫০টি প্রাণী টিকা প্রদান করা হয়েছে। সদস্যদের আর্থিকভাবে উন্নত করার জন্য এ পর্যন্ত গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে ১,১৬,৭৯,০০০ টাকা ৪১৪ জনকে, ছাগল পালন প্রকল্পে ২৮,৯৬,০০০ টাকা ১৫৩ জনকে ও সবজি চাষ প্রকল্পে ১,৩৪,১১,০০০ টাকা ৫১০ জনকে ঋণ সহায়তা করা হয়। করোনা মহামারিতে বিভিন্ন সময়ে ১৩৫ জন অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে মোট ৬৬,১৩৫ টাকার ত্রাণ বিতরণ করেছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতি প্রতি অর্থবছর শেষ হওয়ার সাথে সাথে হিসাব বিবরণী ও শেয়ার, সঞ্চয় ও পাওনা কর্জের বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত পূর্বক অডিট অফিসারের সাথে যোগাযোগ পূর্বক সমিতির অডিট করে নেয়। অডিট সম্পাদনের ষাট দিনের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট নোটের সংশোধনী দাখিল করা হয়ে থাকে। ফলে সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

যেভাবে সফল হলো

বড়গাছী মহিলা সমবায় সমিতি লিমিটেড সদস্যদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে যেমন- উন্নত প্রাণী ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মূল্যবোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কারিগরি প্রশিক্ষণ (যেমন বুটিক, কুটিরশিল্প)। তাছাড়া এই সমিতি মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, কেঁচো কমপোস্ট সার তৈরির জন্য বিনা লাভে ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে। এ পর্যন্ত মূল্যবোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২৪০ জন, উন্নত প্রাণী ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ১৩০ জনকে, কেঁচো কমপোস্ট সার তৈরির প্রশিক্ষণ ৩০ জনকে বুটিক প্রশিক্ষণ ৫ জন আর্থিক ব্যবস্থাপনা ৮ জন দ্বন্দ্ব নিরসন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ১০ জনকে দেওয়া হয়েছে। সমিতির কর্ম এলাকায় ৮৩ জন সদস্য কেচোরঁ মাধ্যমে জৈব সার তৈরি করে নিজেদের জমিতে প্রয়োগ ও বিক্রয় করছে। ছাগলের পিপিআর ৯৫০টি ও গরুর ক্ষুরা, তড়কা, বাদলা ২৫০টি প্রাণীটিকা প্রদান করা হয়েছে। সদস্যদের আর্থিকভাবে উন্নত করার জন্য ২০১৫-১৬ হতে ২০১৮-২০১৯ ইং অর্থবছর পর্যন্ত গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পে- মোট ৪১৪ জনকে ১,১৬,৭৯,০০০ টাকা, ছাগল পালন প্রকল্পে ২৮৯৬০০০ টাকা ১৫৩ জনকে ও সবজি চাষ প্রকল্পে ১,৩৪,১১,০০০ টাকা ৫১০ জনকে ঋণ সহায়তা করা হয়।

বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে সাথে ঋণ সহায়তা করা হয়। ফলে সমিতির সদস্যগণের স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এতে সমিতির এলাকায় জনগণের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে বিপ্লব ঘটেছে। এছাড়া সমিতির সদস্য এবং তাদের পরিবারের মা ও শিশুর জন্য স্থানীয় ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি হিসেবে প্রত্যেক সদস্যকে দুইটি করে লেবু গাছের চারা ও সজিনা কাটিং সমিতির খরচে প্রদান করা হয়েছে। গরিব অসহায় মেয়েদের বিয়েতে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। করোনাকালীন কর্মহীন ১৩৫টি পরিবারে মোট ৬৬,১৫০ টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য ত্রাণ হিসেবে বিতরণ করেছে। সমিতির আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ড সমিতির এলাকায় প্রসংশিত হচ্ছে।



নিবন্ধন নং : ১৫
তারিখ : ০৩/০১/১৯৪৯খ্রি.,
সংশোধীত রেজিঃ নং ০১
তারিখ : ০৩/০১/২০০৬ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১,৭৭৩ জন।
স্থায়ী সম্পদ : প্রায় ১০০ কোটি টাকা

বালিঘাটা (পাঁচবিবি) বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : পাঁচবিবি
জেলা : জয়পুরহাট

বালিঘাটা (পাঁচবিবি) বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ মরহুম নাছির উদ্দিন মন্ডল,প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ, জনদরদী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলায় এ সমিতিটি ১৯৪৯ সনে বগুড়া জেলা থেকে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। পাঁচবিবি উপজেলার বিশিষ্ট ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ সমিতিটি বর্তমানে একটি মডেল সমিতি হিসেবে সমহিমায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্নে এতৎ অঞ্চলের সাধারণ জনগণের ন্যায্যমূল্যে ভোগ্যপণ্য এবং কৃষি উপকরণ সরবরাহ করাই ছিল এ সমিতি গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমানে সমিতিটি শিক্ষা স্বাস্থসেবা, স্থাপনা, বাসাবাড়ি ও ৫টি সমবায় মার্কেটের মালিকানা নিয়ে পাঁচবিবি বাসীদের একটি গর্বের প্রতিষ্ঠান হিসেবে সকলের কল্যাণ সাধন করে চলেছে। সমিতির সকল কার্যক্রম সমবায় আইন, বিধিমালা ও উপ-আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে আসছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১,৭৭৩ জন। সদস্য ভর্তি রেজিঃ সমবায় সমিতি বিধিমালা/২০০৪ এর বিধি-৬২(খ) মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা আছে। সমিতিটি প্রতি বছর অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সমবায় দিবস পালন করে থাকে। এছাড়া বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস সমূহ পালন করে থাকে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতিটি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বাসাবাড়ি ও অফিস ভবন নির্মাণ ও বাজারের প্রাণকেন্দ্রে ৬০টি দোকানঘর বিশিষ্ট ৫টি সমবায় মার্কেট নির্মাণ করেছে। সমিতির সদস্যদের স্বাবলম্বী করার লক্ষে দোকানঘরগুলো অত্যন্ত সহজ শর্তে ভাড়া প্রদান করেছে। অফিস ভবনের ২য় তলায় মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখ্যযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমিতি গত বছর নিজস্ব সম্পদের উপর নিজস্ব অর্থায়নে তিনতলা বিশিষ্ট ১টি মার্কেট নির্মাণ করেছে। উক্ত মার্কেটের ২য় তলায় ১টি বেসরকারি ব্যাংক (মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক) কে ভাড়া দেয়া হয়েছে। উক্ত মার্কেটের নিচ তলায় মোট ২০টি দোকানঘর জামানত গ্রহণের মাধ্যমে সহজ শর্তে ভাড়া প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে প্রতি মাসে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ভাড়া হিসেবে আসে। এতে সমিতি ও সদস্যদের মাঝে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাছাড়াও সমিতি সদস্যদের ব্যবসায়িক উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষে বার্ষিক ১০% হারে মুনাফায় ঋণ প্রদান করে, এতেও সদস্যগণ ও সমিতি উভয়েই লাভবান হচ্ছে।

যেভাবে সফল হলো

ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঁচবিবি বাজারের কেন্দ্রস্থলে সমিতিটির স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ১.০৯ একর যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সম্পদ অত্যন্ত উপযোগী। সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অফিস ভবন ও সমবায় মার্কেট নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণের সাথে সাথে সদস্যগণ

পছন্দ অনুযায়ী দোকানঘর লাভের আশায় জামানত নিয়ে এগিয়ে এসেছে।তাই কোনো ঋণ গ্রহণ না করেই তিন তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন ও ৬০টি দোকানঘর বিশিষ্ট ৫টি সমবায় মার্কেট নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।সমিতির দোকান ভাড়া থেকে প্রতিমাসে প্রায় ৬১,০০০ টাকা আয় হয়।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতিটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতি বছর সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ করে থাকে। প্রতি বছর নিট লাভের ভিত্তিতে ধার্যকৃত সিডিএফ প্রদান করে থাকে। হালসনে মোট ৪,৪২৫ টাকা সিডিএফ, ১০,০০০ টাকা অডিট ফি, সঞ্চয়ের উপর মুনাফা ১,১০,০০০ টাকা, শেয়ারের উপর ১,০৩,৫৮০ টাকা ডিভিডেন্ট প্রদান করেছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতিটি প্রতি বছর নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে অডিট সম্পাদন হয়ে থাকে। সর্বশেষ ২০১৮-২০১৯ সনের অডিট সম্পাদিত হয়েছে। অডিট শেষে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভা ও কার্য নির্বাহী কমিটির নির্বাচনের দিনে সমিতি যেন সমবায়ীদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। সমিতির জন্য বাজেট প্রণয়ন অনুমোদন ও অন্যান্য আলোচনা উৎসব মুখর পরিবেশে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

অত্র সমিতির নামে পাঁচবিবি উপজেলা জনতা ব্যাংক শাখায় ১টি হিসাব ও মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক শাখায় ১টি আলাদা হিসাব চালু আছে। সমিতির সকল লেনদেন উক্ত দুটি হিসাব হতে সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ১২,৬৭,৪০৩ টাকা মাত্র।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ সমিতির ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। অত্র সমিতির সদস্যদের মাঝে বাৎসরিক মাত্র ১০% মুনাফায় ঋণ প্রদান করে থাকে। এতে সদস্যগণ নিজ ব্যবসার প্রসার ঘটাতে পারে। সমিতির দোকানঘর সদস্যদের মাঝে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এভাবে সদস্যগণ যেমন সমিতির দ্বারা উপকৃত হচ্ছে-তেমনি সমিতি সদস্যদের নিকট হতে জামানত নিয়ে নতুন নতুন ব্যবসায়িক অবকাঠামো নির্মাণ করছে এবং তা থেকে ভাড়া সুবিধা পাচ্ছে। ঘর থেকে সমিতি প্রতি মাসে ৬১,০০০ টাকা ভাড়া পেয়ে থাকে। এভাবে সদস্য ও সমিতির পারস্পরিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ঘর থেকে সমিতি প্রতি মাসে অনেক ভাড়া পেয়ে থাকে। পক্ষান্তরে এ থেকে সদস্যগণও উপকৃত হচ্ছে। ফলে আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমিতিটি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।



নিবন্ধন নং : ১০৯৫,
তারিখ : ১১/০৪/২০১৬ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা : ৫৩১ জন।
ঋণী সদস্য সংখ্যা : ৩৭২ জন
সঞ্চয় : ২৯,৮৮,৬১৫ টাকা।
শেয়ার : ৪,৪১,৫০০ টাকা।
ঋণ স্থিতি : ৪১,৬৩,১৮৬ টাকা।
পুঁজির পরিমাণ : ৫২,৯৯,৪১৬ টাকা।

মুন্ডুমালা মহিলা সমবায় সমিতি

উপজেলা : তানোর
জেলা : রাজশাহী

সমিতির ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কার্যকরী পরিচালনা কমিটি রয়েছে। এই কমিটি গত বছর মোট ১২টি মাসিক সভা অনুষ্ঠান করেছেন।সমিতি সদস্যদের আদায়কৃত শেয়ার ও সঞ্চয়ের টাকা সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন ট্রেডে ১০% লাভে ঋণ বিতরণ করে এবং অফিস পর্যায়ে সকল কাজ বাস্তবায়ন তদারকির জন্য ২ জন কর্মী কাজ করছেন ১ জন ব্যবস্থাপক ও ১ জন কমিউনিটি অর্গানাইজার। বর্তমানে মুন্ডুমালা মহিলা সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫৩১ জন।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতি তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থপনা কমিটি নিয়মিতভাবে সভা বাস্তবায়ন করে। সমিতি নিজস্ব মাধ্যমে ২০ জন সদস্যর ছেলেকে ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এছাড়া ১০ জন সদস্য ও সদস্যের ছেলে ও মেয়েকে ঝুঁকি ভাতা প্রদান করা হয়েছে এবং সমিতি থেকে ৬৯ জন সদস্যকে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সদস্যদের আর্থিকভাবে লাভবানের জন্য ৩১ পরিবারকে ৬ মাস মেয়াদে বিনা লাভে গরু পালনের জন্য ৬০,০০০ টাকা এবং ছাগল বা ভেড়া পালনের জন্য ২৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

যেভাবে সফল হলো

গৃহিণী ও পরিবারের অন্যান্য মহিলাদেরকে সমবায় নীতি ও আদর্শ বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় সংগঠন ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে সেলাইয়ের কাজ, পাটের চটের কাজ, এম্ব্রয়ডারির কাজ, নকশীকাথার কাজ, থ্রিপিজের উপর কারুকাজ, কেঁচো কম্পোস্ট সার তৈরি সহ উৎপাদনমুখী কার্যাদি সম্পাদনের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করেছে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তর এবং উপজেলা সমবায় কার্যালয়, তানোর, রাজশাহীর নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তদারকীতে সমিতিটি একটি মডেল, স্বনির্ভর সমবায় সমিতি হিসেবে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করছে।

লাভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

অত্র সমিতির লাভ্যাংশ বিতরণ এর পরিমাণ সঞ্চয়ে : ১,০৬,০৭৮ টাকা, শেয়ারে : ৭৩,৩৫০ টাকা, এবং পরিশোধকৃত সিডিএফ এর পরিমাণ : ৮,৮৮৭ টাকা।



নিবন্ধন নং ০৪
তারিখ : ০৬/০৭/২০০৯ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা ৬,৪৮২ জন
কর্মসংস্থান : ২৪৪ জন
শেয়ার মূলধন : ৬৩,০৫,৫০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১,৬৫,০৮,৭৩৬ টাকা

সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : নওগাঁ সদর
জেলা : নওগাঁ

সমবায় নীতিমালায় উজ্জীবিত হয়ে সমবায়ের আদর্শকে মনে-প্রাণে ধারণ করে "সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" সমাজের বিত্তহীন, মধ্যবিত্ত ও ক্ষুদ্র পুঁজির মালিক, কর্মদ্যোমী বেকার যুবসমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে পুঁজির যোগান দিয়ে তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে স্বাবলম্বীকরণের উদ্যোগসহ জাতীয় অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ করে যাচ্ছে। আমানতের উত্তম বিনিয়োগের মাধ্যমে সমিতির নিয়ম অনুযায়ী আদায় ভিত্তিক "আয় থেকে দায় শোধ" ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। সমবায় বান্ধব ও গণমানুষের প্রিয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে "সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" সমবায়ী সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি "সুরমা কঞ্জুমার এন্ড ফুড প্রোডাক্টস" নামে উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ গুণগত মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে নওগাঁ জেলায় সর্ব প্রথম সমবায়ভিত্তিক উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের সূচনা করেছে।

এলাকার সমমনা ব্যক্তি এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং বেকার ও যুবকদের কর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০ জন সদস্য নিয়ে ০২/০১/২০০৯ তারিখে "সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" গঠন করা হয় এবং রজাকপুর, পার-নওগাঁ, নওগাঁ সদর, নওগাঁ, তার নিজস্ব অফিস স্থাপন করে, জেলা সমবায় অফিসার, নওগাঁ মহোদয় এর কার্যালয়ে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হয়। সে মোতাবেক জেলা সমবায় অফিসার, নওগাঁ, মহোদয় নিবন্ধন প্রদান করেন, নিবন্ধন নং : মূল- ০৪; তারিখ : ০৬/০৭/২০০৯ খ্রি. সংশোধিত নিবন্ধন নং : ১৪, তারিখ : ১২/০৮/২০১২ খ্রি. সংশোধিত-৬৪, তারিখ : ১৭/০২/২০১৯ খ্রি.

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

"সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" ২০০৯ সালে ২০ জন সদস্য নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। সমিতির সার্বিক কার্যক্রমে অনুপ্রাণীত হয়ে বিগত ১০ বছরে ৬৪৬২ জন সদস্য নতুন করে ভর্তি হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬,৪৮২ জন। সমিতিটি তার কর্ম এলাকার মধ্যে সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋণ কর্মসূচি, মৎস্যচাষ, সুরমা ডেইরি ফার্ম, গরু মোটাতাজাকরণ ও সুরমা কঞ্জুমার এন্ড ফুড প্রোডাক্টস সহ আরও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

"সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" তার লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং অন্যান্য সদস্যরা তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, নিরলস পরিশ্রম, মেধা, মননশীলতা, সততা দিয়ে সমিতিতে বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষকদের স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে, এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে যেমন, বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতন করা, সামাজিক



অবক্ষয় রোধ কল্পে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, বিভিন্ন দুর্যোগ মুহূর্তে জনগণের পাশে থেকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান, মহামারি করোনাকালীন সময় গণসচেতনতা গড়ে তোলা এবং ত্রাণ সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। জেলা পর্যায়ে সমিতিটি সমবায় অঙ্গনে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য সম্মাননা লাভ করেছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

"সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" নিবন্ধন এর পর থেকে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। সমিতির বর্তমান শেয়ার মূলধন ৬৩,০৫,৫০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ১,৬৫,০৮,৭৩৬ টাকা, মেয়াদি সঞ্চয় ২,৪৪,৭৬,৮০০ টাকা, লাখপতি সঞ্চয় ১,৪৬,৭৪,৬০০ টাকা। তিন হাজার সদস্যর মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১৩,৮৫,২৩,৭৭৩ টাকা এবং সমিতির কর্মচারীদের মাঝে ঋণ বিনিয়োগ: ৮,৬৭,১৮০ টাকা। উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে ৩,৬৫,৯৬,০৪৬, প্রকল্প ঋণ: ১,২৯,০৫,৩৩০ টাকা, ক্ষুদ্রঋণ: ২,১৮,৩১,০৪৭ টাকা, স্বল্পমেয়াদি ঋণ: ১১,৫৮,৪৩,৫২০ টাকা। এলাকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে জৈব পদ্ধতিতে গবাদিপশুপালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে গরু, ছাগল ও টারকি মুরগি পালনের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান বাবদ ২২,০৯,৫০০ টাকা এবং বিভিন্ন সময় সমিতির সদস্য এবং অসহায়, শ্রমজীবী, দুস্থ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদান, ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শিক্ষা উপকরণ প্রদান করে আসছে।

কেস স্টাডি

সমিতির সদস্য জনাব মোঃ আখের আলী (সদস্য নং ৫৫২) এ সমিতিতে ভর্তি হন ২০/০৫/২০১৩ খ্রি. তারিখে এবং সমিতিতে ভর্তির সময় তাঁর শেয়ার ছিল ২০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ছিল ২০০০ টাকা। কিন্তু সমিতি থেকে মূলধন গঠনের সুযোগ পেয়ে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি., তারিখে উক্ত সদস্যের শেয়ার মূলধন ২৫,০০০, সঞ্চয় আমানত ২৩,০২৫ টাকা এবং এককালীন সঞ্চয় ২,৫০,০০০ টাকা। তিনি আজ সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

যেভাবে সফল হলো

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরে সমবায় নীতিমালার আলোকে বহু সমবায় সমিতি গড়ে উঠলেও সমবায় ব্যবস্থাপনায় সচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কিন্তু সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, রজাকপুর, নওগাঁ একটি ব্যতিক্রম ধর্মী প্রতিষ্ঠান যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে সমষ্টিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ থাকা, দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, সততা, জবাবদিহিতা সহ স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার দ্বার উন্মোচিত রাখা। যার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি উৎপাদনমুখী কর্যক্রম করে আসছে। ইতোমধ্যে সমিতির নিজেস্ব ৪ তলা ভবন সহ প্রায় ২৪৪ জনের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ সফল সমিতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

"সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" ২০০৯ ইং সালে যাত্রা শুরু করে। একটি সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় প্রতিষ্ঠান প্রথমেই সিডিএফ বা লভ্যাংশ প্রদানের অবস্থা ছিল না। আস্তে আস্তে সময়ের পরিক্রমায় ও দক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগের পর প্রতিষ্ঠানটি ২০১৪ ইং সালে সিডিএফ প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করে। ঐ বছর সমিতির সিডিএফ প্রদানের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮৪৯



টাকা যা পরের বছর গিয়ে দাঁড়ায় ২৫,৯৭৬ টাকা। গত অর্থবছরে সমিতি ১,১০,৪১৩ টাকা সিডিএফ প্রদান করে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতিটি তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনার দ্বারা নিরীক্ষা সেল গঠন করেছে। প্রতিমাসে অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট অডিট প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। এছাড়াও সমবায় বিভাগ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত অডিট অফিসার প্রতি বছর বার্ষিক অডিট কার্যক্রম করে থাকে। অডিট অফিসার কর্তৃক অডিট প্রতিবেদন দাখিল করলে সমবায় সমিতি আইন /০১ সংশোধিত/১৩ এবং বিধিমালা অনুযায়ী (ক) অডিট নোটের সংশোধনী, (খ) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান, (গ) বাজেট দাখিল (ঘ) অডিট অফিসার কর্তৃক ধার্যকৃত অডিট ফি, অডিট ফি এর ভ্যাট, সমবায় উন্নয়ন তহবিল প্রদান সহ যাবতীয় নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হয়।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

"সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" এর যাবতীয় আর্থিক কার্যক্রম ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সমিতি তার আদায়কৃত মূলধন গঠন করে বিভিন্ন খাত হতে আয় করে নিজস্ব ব্যাংক হিসাব ইসলামী ব্যাংক লিঃ, নওগাঁ শাখা, হিসাব নং : ২০৫০১৪৪০১২২৩৩০২০৪ এ জমা সহ যাবতীয় লেনদেন করে থাকে।

কর্মসংস্থান

"সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ নওগাঁ জেলাব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনা করে। সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমিতিটির রয়েছে একঝাক দক্ষ কর্মী বাহিনী। বর্তমানে সমিতিতে ১৪২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। তাছাড়াও "সুরমা কঞ্জুমার এন্ড ফুড প্রোডাক্টস' কারখানা, সুরমা মৎস্য খামার, সুরমা ডেইরি এন্ড পোল্ট্রি ফার্মে ১০২ জন পুরুষ ও মহিলা কাজ করছেন। মোট ২৪৪ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

"সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" তার সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সদা তৎপর। সমিতির সদস্য ছাড়াও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে নওগাঁর বিভিন্ন এলাকার মানুষের সুখে দুঃখে সমিতি পাশে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুদ্র পুঁজি গঠনের মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্ম-সংস্থানের লক্ষ্যে অনানুষ্ঠানিকভাবে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং কর্মসংস্থানের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে এলাকার অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ৩,৬৫,৯৬,০৪৬ টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এই উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে এলাকার গরিব জনগোষ্ঠীর তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা, অসহায় মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে "সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ"। বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালীন দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে প্রায় ৫,০০,০০০ টাকার ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও সে সমিতি নিয়মিতভাবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষদের (প্রতিবন্ধী) শীতবস্ত্র ও সহায়ক উপকরণ প্রদান, সাধারণ দান, মসজিদ নির্মাণ, অসহায় পিতার কন্যার বিয়ে, ঈদের সময় সেমাই-চিনি বিতরণ করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড যেমন মাদকমুক্ত যুব সমাজ, বাল্যবিবাহ রোধ ও শিশুশ্রম রোধ কার্যক্রমে "সুরমা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ" সব সময় এক ধাপ এগিয়ে।



নিবন্ধন নং : ৩৩
তারিখ : ০৮/০২/২০০৭ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা : ৪,০২৬ জন
শেয়ার : ১,১৫,৩১,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১,৬৫,৭৪,৫২৫ টাকা

সুরশুনীপাড়া আদিবাসী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : গোদাগাড়ি
জেলা : রাজশাহী

নিবন্ধনকালে সমিতির সঞ্চয় আমানত ছিল ৩,০০০ টাকা। বর্তমানে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,৬৫,৭৪,৫২৫ টাকা। নিয়মিতভাবে তাদের সঞ্চয় আদায়ের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যই সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

যেভাবে সফল হলো
সমবায় আইন ও বিধিমালা মোতাবেক সমিতিটি পরিচালিত হয়। নিয়মিত মাসিকসভা, বার্ষিক সাধারণ সভা, অডিট সংশোধনী, নির্বাচন, রেজিঃগুলি আইন ও বিধি মোতাবেক সংরক্ষণ ইত্যাদি।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়
২০১৮-২০১৯ সালে লভ্যাংশ বিতরণ করেছে ৪,০৭,০৪৯ টাকা, ২০১৮-২০১৯ সালে নিট লাভের পরিমাণ ১০,০২,৬০৮ টাকা এবং সিডিএফ পরিশোধ করেছে ৩০,০৭৮ টাকা।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য
নিয়মিত অডিট সম্পাদন করে থাকে। অডিট সম্পর্কিত হিসাব বিবরণী নিয়মিতই দাখিল করেন। সর্বশেষ অডিটের তারিখ :১৭.০৯.২০১৯ খ্রি.।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য
গ্রামীণ ব্যাংক, পাকড়ী, গোদাগাড়ি, রাজশাহী শাখায় হিসাব নং : ১০০৫১২ তে ৩৭,৮৮,৮৮৬ টাকা জমা আছে। এছাড়া স্থায়ী আমানত হিসেবে আছে ৫,৭৫,০০০ টাকা।

ঋণ দাদন
সমিতির বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে কৃষি, গাভি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শিক্ষা, হাঁস-মুরগি পালন, সবজী চাষ, মনোহারী দোকান ইত্যাদি খাতে সহজ শর্তে ৪,৭৯,৪৭,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ২,৮৭,৮৮,০০০ টাকা কর্জ আদায় করা হয়েছে।

মূলত ক্রেডিট ইউনিয়নেরে মাধ্যমে খ্রিষ্টান ভক্তদের মধ্যে খ্রীষ্ঠায় মিলন, একতা, সমতা, ভাতৃত্ব স্থাপন এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে সহযোগিতা করা। সাথে সাথে আর্থসামাজিক উন্নয়নে যেকোনো প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অর্থায়ন এবং টেকসই সমবায় সংগঠন গঠনের লক্ষে একক ও যৌথভাবে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষে ২০০৭ সালে সুরশুনিপাড়া আদিবাসী খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ নামে নিবন্ধিত হয় যার রেজি নং : নং : ৩৩, তারিখ : ০৮/০২/২০০৭ খ্রি.।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি
সমিতিটি ২০ জন সদস্য নিয়ে নিবন্ধিত হলেও বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা পুরুষ ২,২৯২ জন ও মহিলা ১,৭৩৪ জন মোট ৪,০২৬ জন।





উক্ত সদস্যদের নিকট হতে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় করে গঠিত মূলধন দ্বারা সদস্যদের বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করা হয় এবং উক্ত ঋণ গ্রহণ করে অনেক সদস্যই এখন স্বাবলম্বী।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সঞ্চয় আদায়, শেয়ার বিক্রি, ঋণ কার্যক্রম, সদস্যদের সন্তানদের মাঝে বিভিন্ন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ও সদস্য বা তার পরিবারের কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে চিকিৎসা সাহায্যে প্রদান সহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম করে থাকে।

শেয়ার মূলধন

সমিতিটি ২০ জন আদিবাসী মিলে ২০,০০০ টাকা শেয়ার নিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত পরিশোধিত শেয়ারের পরিমাণ ১,১৫,৩১,০০০ টাকা, এক্ষেত্রেও অর্জিত সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখ্যযাগ্য কর্মকাণ্ড

সদস্যদের উন্নয়নমূলক শিক্ষা ও সমবায় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ধর্মীয় ভাতৃত্ব স্থাপন ও পারস্পরিক সম্পর্ক করতে সহযোগিতা করা। সদস্যগণকে চাষাবাদ ও ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যেমে সদস্যদের আয় বৃদ্ধি ও উৎসাহিত করা হচ্ছে। সদস্যদের সন্তানদের মাঝে বিভিন্ন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ও সদস্য বা তার পরিবারের কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে চিকিৎসা সাহায্যে প্রদান সহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম করে থাকে।

সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়ন দেখে অত্র এলাকার জনগণকে সমবায়ে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করা হচ্ছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতির সদস্যগণ আদিবাসী। তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বৃত্তি, তাদের ছেলেমেয়েদের বিবাহে সহযোগিতা করা হয় ইত্যাদি। সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির ফলে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমবায় সমিতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান



ড্রীমস্ আনলিমিটেড বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ



কালাগাং রোয়ার হাওর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ

টাকার পরিমাণ লক্ষ টাকায়

বিবরণ	সংখ্যা
মোট সমিতি	১২,৬৭২টি
মোট সদস্য	৪,১৪,২৩২ জন
পুরুষ	২,৯৭,৯৫৩ জন
মহিলা	১,১৬,২৭৯ জন
কার্যকরী মূলধন	২৫,৪৫১.৭২
ভৌত সম্পদ	৩,৮২৯.৯৬
আর্থিক সম্পদ	২,৪৮৬.৬৪

সিলেট বিভাগ



সানরাইজ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ



নিবন্ধন নং : সিল-৯৬/০৭-০৮
তারিখ : ২৮/০৪/২০০৮
সদস্য সংখ্যা : ১০২১ জন
শেয়ার মূলধন : ৪,৬৩,০০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ১০,৫৮,২৫০ টাকা।
সম্পদ : ২১ শতক জমি (আবাসন প্রকল্প)

সানরাইজ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : কানাইঘাট
জেলা : সিলেট

বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টিসহ সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পুঁজি সংগ্রহ ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এলাকার জনসাধারণকে হায় হায় কোম্পানি থেকে রক্ষা, শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক ব্যাধিসমূহ দূর, এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ২৪ জন ভিন্ন পেশার ব্যক্তি মাত্র ২৪,০০০ টাকা শেয়ার ও ২৪,০০০ টাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করে সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলাধীন সানরাইজ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ২০০৮ সালে গঠিত হয়।

সৎ, উদ্যোগী, দায়িত্ববান ও মেধাবী ব্যবস্থাপনা কমিটির ৯ জন সদস্যের আন্তরিকতা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নিয়মিত শেয়ার বিক্রি ও সঞ্চয় আদায় করে প্রথম চার বছরে ৪,৬৩,০০০ টাকার শেয়ার বিক্রি ও ১০,৫৮,২৫০ টাকা সঞ্চয় আদায় করতে সক্ষম হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির সঠিক নেতৃত্ব তিলে তিলে সংগৃহীত পুঁজি বিভিন্ন লাভজনক বৈধ ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রথম চার বছরে মোট ৮,২৩,৮৯০ টাকা নিট লাভ হয়। পরবর্তীতে ক্রমবর্ধমান হারে সমিতি নিট লাভ অর্জন করতে থাকে।

সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১০২১ জন। এর মধ্যে ৭০৮ জন পুরুষ এবং ৩১৩ জন মহিলা। সদস্যরা নানা শ্রেণি পেশার মানুষ। রিক্সা চালক থেকে শুরু করে শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রবাসী, শিক্ষক, ব্যাংকার, সরকারি চাকরিজীবী, রাজনীতিবিদ সমহারে সমিতি হতে সুযোগ পেয়ে থাকেন।

সমিতির ৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটিতে রয়েছে সকল শ্রেণির সদস্যের প্রতিনিধিত্ব। এতে রয়েছেন শিক্ষক, ব্যবসায়ী, কৃষক শ্রমিক। প্রতি প্রকল্পের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা প্রকল্প বাস্তবায়ন উপকমিটি। হিসাব নিকাশের স্বচ্ছতা যাচাইয়ের জন্য রয়েছেন হিসাব রক্ষণে দক্ষ অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি।

সমিতিতে নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সমিতির সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ১৬/০৮/২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির ৩৭৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সমিতির নিজ অফিসের জন্য ও প্রকল্পসমূহ তদারকির জন্য মোট ৯ জন লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে। তা ছাড়া সমিতির বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ট্রেডে সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান করে যাচ্ছে। সমিতির সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ব্যবসায়িক ঋণ, পরিবহন ঋণ, জনশক্তি রপ্তানিখাতে ঋণ, কৃষিঋণ, গবাদি পশুপালন ঋণ, মৎস্যচাষে ঋণ প্রদান করে থাকে।

শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার লাভ

২০১৮ সনের বহুমুখী পর্যায়ে দেশ সেরা শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে ৪৮ তম জাতীয় সমবায় দিবসে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে সানরাইজ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর



সভাপতি- জনাব মোঃ মখলিছুর রহমান পুরস্কার গ্রহণ করেন ০২-১১-২০১৯ খ্রি. তারিখে।

সমিতির বর্তমান প্রকল্পসমূহ

সানরাইজ ট্রেডিং
এটি একটি মেগাশপের ন্যায় প্রতিষ্ঠান। ইলেক্ট্রনিক্স এবং ইলেক্ট্রিক জাতীয় পণ্যসহ বিভিন্ন গৃহ সজ্জার পণ্য এখান থেকে সদস্যরা সহজে/ন্যায্যমূল্যে/কিস্তিতে ক্রয় করার সুযোগ পায়। যেমন : টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, এসি, মোটরসাইকেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী।

সানরাইজ পোল্ট্রি ফার্ম
এটি একটি লাভজনক উৎপাদনমুখী প্রকল্প। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দুই জন সদস্যের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে।

সানরাইজ অ্যাম্বুলেন্স
সমিতির সদস্যদের ও এলাকার হতদরিদ্রদের সহজে অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদানের জন্য সমিতি ২২,৮৩,৩৮৩ টাকা মূল্যে একটি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করেছে। যাহাতে জরুরি রোগীদের জন্য অক্সিজেনের ব্যবস্থাও রয়েছে। এর দ্বারা দরিদ্রদের বিনা ভাড়ায় সেবা প্রদান করা হয়।

সানরাইজ আবাসন প্রকল্প স্থাপন
২১ শতাংশ জমি নিয়ে বাজার সংলগ্ন এলাকায় সানরাইজ এর আবাসন প্রকল্পের নির্মাণাধীন কাজ অব্যাহত আছে।

সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
বেকার যুবক যুবতিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

জনকল্যাণমূলক কাজ
বছরে বিভিন্ন সময়ে ঈদ, রোজা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে অসহায় দরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে থাকে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রাক্কালে সানরাইজ এর পক্ষ থেকে অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান (বিভিন্ন দিবস উদযাপন) ও সরকারি কার্যক্রম যেমনটিকাদান কর্মসূচি, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বাল্যবিবাহ, যৌতুকবিরোধী আন্দোলন, মাদকবিরোধী আন্দোলন ও সামাজিক বনায়ন ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

সানরাইজ ভোগ্যপণ্য শিল্প
ন্যায্যমূল্যে ভেজালমুক্ত পণ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে সানরাইজ ভোগ্যপণ্য শিল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৩০ শতক জমি ক্রয় করা হয়েছে।

সানরাইজ ডেইরি ফার্ম
আমিষ ও প্রোটিনের ঘাটতি পূরণের জন্য সানরাইজ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ সানরাইজ ডেইরি ফার্ম নামে একটি দুগ্ধ খামার স্থাপন করে।



নিবন্ধন নং-৫৮৩
তারিখ :০৯/০৭/১৯৭৯খ্রি :
সদস্য সংখ্যা : ৫৮ জন
শেয়ার মূলধন : ৩৪,৮০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১৩,৬৮,৩০০ টাকা।

লাল বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : সিলেট সদর
জেলা : সিলেট

মৎস্য ব্যবসায়ী মানুষের বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টিসহ সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পুজি সংগ্রহ ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এলাকার মৎস্য ব্যবসায়ী জনসাধারণকে শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক ব্যাধিসমূহ দূর, এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে ২০ জন মৎস্য ব্যবসায়ী কে নিয়ে শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত সংগ্রহনের মাধ্যমে সিলেট সদর উপজেলায় 'লাল বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ' গঠিত হয়েছে। সমিতির নিবন্ধন নং-৫৮৩, তারিখ :০৯/০৭/১৯৭৯খ্রি :। পরবর্তীতে সমিতির উপ আইন সংশোধন করা হয়েছে সংশোধিত নিবন্ধন নং- ৫৮৩(১), তারিখ :১৯/১২/২০০৭খ্রি.।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা- ৫৮ জন। সৎ, উদ্যোগী, দায়ীত্ববান ও মেধাবী ব্যবস্থাপনা কমিটির ৬ জন সদস্যের আন্তরিকতা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নিয়মিত শেয়ার বিক্রি ও সঞ্চয় আদায় করতে সক্ষম হয়। সমিতির ৬ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির ছাড়া ও আলাদা আলাদা প্রকল্প বাস্তবায়ন উপকমিটি জন্য রয়েছে। সমিতিতে নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সমিতির সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ১৫/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যক্রমের বর্ণনা

উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্যে বাজারে ফলমালিনমুক্ত মাছ বিক্রির নিশ্চিয়তা প্রদান। অসাধু মৎস্য ব্যবসায়ীদের কে আইনের আওতায় আনা, বাজারে নিসিদ্ধ মাছ বিক্রি বন্ধ রাখা। সমিতির নিজ অফিসের জন্য ও প্রকল্পসমূহ তদারকির জন্য মোট ২ জন লোকের সরাসরি ও ১৩ জন সদস্যের পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। তা ছাড়া সমিতির বিভিন্ন উৎপাদনমূখী ট্রেডে সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান করে যাচ্ছে। সমিতির সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ব্যবসায়িক ঋণ, পরিবহন ঋণ, জনশক্তি রপ্তানিখাতে ঋণ, কৃষিঋণ, গবাদি পশুপালন ঋণ, মৎস্যচাষে ঋণ প্রদান করে থাকে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সরকারের মৎস্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, গ্রাম্য সালিশ, বাল্যবিবাহ ও যৌতক বিরোধী আন্দোলন, ধূমপান ও মাদক প্রতিরোধ ব্যবস্থায় এবং জাতীগঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সেবা মূলক কার্যক্রমের মধ্যে সদস্যদের বিভিন্ন মৎস্যচাষ বিপনন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার স্যানিটেশন ব্যবস্থান উন্নয়ন, মৎস্য আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, হাট- বাজার এ শৃঙ্খলা রক্ষা ও পরিষ্কার পরিচ্ছনতা রাখার বিষয়ে সচেতনতা করা। সকল সামাজিক কাজে সার্বিক অবদান আছে, সমিতির এলাকার মৃত ব্যক্তির দাফন/ সৎকার ও পরিবারকে এককালীন নগদ অর্থ



সহায়তা প্রদান করে থাকে। সমিতির নিজস্ব উদ্যোগে মৎস্য মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত মেলার উদ্বোধন করেন মেয়র বদর উদ্দিন কামরান।

কেস স্টাডি

সমবায়ী হিসেবে পর্যায়ে দেশ সেরা শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে ৪৫ তম জাতীয় সমবায় দিবসে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে "লাল বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ" এর সম্পাদক- জনাব গোলজার হোসেন জগলু পুরস্কার গ্রহণ করেন।

কীভাবে সফল হলো

১৯৭৯ সালে ২০ জন মৎস্য ব্যবসায়ী কে নিয়ে "লাল বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ" গঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে সমিতির উপ আইন সংশোধন করা হয়েছে ২০০৭ সালে। সত্, উদ্যোগী, দায়ীত্ববান ও মেধাবী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যের আন্তরিকতা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নিয়মিত শেয়ার বিক্রি ও সঞ্চয় আদায় এ মাধ্যমে নতুন সদস্য ভর্তি করা, সদস্যদের ব্যবসায় উদ্দোগী করা, ফরমালিন মুক্ত মাছ বিক্রির নিশ্চিয়তা প্রদানের জন্য এলাকার অন্যান্য বাজারের তুলনায় সমিতির বাজারের প্রতি ক্রেতার আকর্ষণ বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্ত সামাজিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে। মাছের ফরমালিন পরিক্ষা করার জন্য সমিতিতে একটি মেশিন রয়েছে যা সরকারি ভাবে অনুমোদিত। সমিতির নিয়মিত শেয়ার, সঞ্চয় আদায়, ব্যবসায় উন্নয়ন এর ফলে সমিতির আর্থিক উন্নয়নসহ সামাজিকভাবে গ্রহন যোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

ব্যবস্থাপনা কমিটির সঠিক নেতৃত্বে তিলে তিলে সংগৃহীত পুঁজি বিভিন্ন লাভজনক বৈধ ব্যবসায়ের বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রথম প্রথম সমিতির নিট লাভ হয়। পরবর্তীতে ক্রমবর্ধমান হারে সমিতি নিট লাভ অর্জন করতে থাকে। ২০১৮-২০১৯ সালে সমিতির নিট লাভের পরিমাণ ৪,৯৬,৬৪৪ টাকা। সমিতি যথাসময়ে ধার্যকৃত অডিট ফি ১০৮০ টাকা এবং ভ্যাট ১৬২ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল ৯০,৫৬৬ টাকা পরিশোধ করেছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমবায় আইন ও বিধিমতে যথাসময়ে সমিতির বার্ষিক অডিট কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে। নিকাশের স্বচ্ছতা যাচাইয়ের জন্য রয়েছেন হিসাব রক্ষণে দক্ষ অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি। বর্তমানে সমিতির শেয়ার ৩৪,৮০০ টাকার ও সঞ্চয় আমানত ১৩,৬৮,৩০০ টাকা।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সমিতির ব্যাংক হিসেবে জমা ১১,৬৮,৭০৫ টাকা। সমিতির নামে এফডিআর হিসেবে জমা ৮,৯২,৬২৫ টাকা। সমিতির সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৪,৪৩,৩২৫ টাকা।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যের আন্তরিকতা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সমিতির ১টি দোকান রয়েছে যার বর্তমান মূল্য ১৩,৩৬,৬৫০ টাকা। সমিতির আসবাবপত্রের মূল্য ১৮,৩৯০ টাকা, সমিতির সদস্যদের ব্যবসার সুবিধার জন্য ১৩,৪৪৬ টাকা ব্যয় করে ১টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে।



নিবন্ধন নং : ১৫৩১
তারিখ : ২৫/০৫/২০ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৫১ জন
শেয়ার মূলধন : ১০,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১,১৭,২৪০ টাকা

কালিগজিয়া আদিবাসী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : বাহুবল
জেলা : হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ জেলাধীন বাহুবল উপজেলার মধুপুর চা বাগানের পার্শ্ববর্তী গ্রাম পাহাড়ি অঞ্চল কালিগজিয়া আদিবাসী গ্রামের গুটিকয়েক অবহেলিত নারীদের আর্থিক অভাব অনটন লেগেই থাকত। তাদের কোনো ব্যক্তিগত পুঁজি ছিল না। উক্ত কারণে নিয়মিত সংসার চালাতে তাদের হিমশিম খেতে হতো। এই সমস্যা সমাধান কল্পে তাদের মনে একটি সমিতি করার চিন্তা এলো এবং তারা ভাবলো যে সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও শেয়ার সংগ্রহ করে আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা সম্ভব। তাই তারা পরবর্তীতে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সমবায় সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং কালিগজিয়া আদিবাসী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ নামে হবিগঞ্জ জেলা সমবায় কার্যালয় হতে ২৫ মে ২০১৫ সালে ১৫৩১ নম্বরে নিবন্ধিত হয়। এই সমিতির কর্ম এলাকা সমগ্র বাহুবল উপজেলাব্যাপী। বর্তমানে সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমিতির কর্মকাণ্ড বাহুবল উপজেলার সমবায় অঙ্গনে এবং আদিবাসীদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫১ জন। শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১০,০০০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,১৭,২৪০ টাকা।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫১ জন। ভবিষ্যতে আরো সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার চেষ্টা অব্যাহত আছে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

- কাপড় বুনন কার্যক্রম।
- বাড়ির খালি জায়গায় শাকসবজি চাষ।
- বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম।
- লেবু চাষ, আনারস চাষ।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

- নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত আদায়।
- গৃহীত কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।
- উপজেলা উন্নয়ন মেলায় সমিতির ব্যানারে স্টল প্রদর্শন।
- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।

কেস স্টাডি

কালিগজিয়া আদিবাসী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যগণের আর্থিক অভাব অনটন লেগেই থাকত। তাদের কোনো ব্যক্তিগত পুঁজি ছিল না। এ কারণে নিয়মিত সংসার চালাতে তাদের হিমশিম খেতে হতো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও শেয়ার জমা করে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে লেবু চাষ, আনারস চাষ, বসত বাড়ির খালি জায়গায় সবজি বাগান, হাসঁ-মুরগি ও গরু ছাগল পালন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। সমিতির সদস্যরা পারস্পরিক সহায়তা করার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করে সমবায় আদর্শ ও নীতিমালা অনুসরণপূর্বক সমিতিটিকে উৎপাদনমুখী ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।



কীভাবে সফল হলো

- সদস্য বৃদ্ধি করা;
- শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত বৃদ্ধি করা;
- বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা;
- বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা;

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

লভ্যাংশ বিতরণ করা হয় নাই এবং সিডিএফ আদায় করা হয়েছে ৪৫ টাকা।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সমিতির নামে সোনালি ব্যাংক বাহুবল,হবিগঞ্জ শাখায় সঞ্চয়ী হিসাব নং ৩৪০৮৪৪৮৮ মূলে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। বর্তমানে ৪০,০০০ টাকা জমা রয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

লেবু চাষ, আনারস চাষ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বসত বাড়িতে বাগান, হাসঁ-মুরগি ও গরু ছাগল পালন, বাল্যবিবাহ রোধ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়ে সমিতির সদস্যদের সহায়তা করার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা, যাতে তারা পারিবারিকভাবে সচ্ছলতা আনতে পারে। বর্তমানে তারা আদিবাসী তাঁতের মাধ্যমে বিভিন্ন কাপড় তৈরি করে বাজারজাত করছে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন। বিভিন্ন উন্নয়ন মেলায় সমিতির ব্যানারে স্টল দিয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য উপস্থাপন করে এলাকার মানুষদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ-আইন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির আদেশ নিষেধ প্রতিপালন করে যাচ্ছে। সমবায় আদর্শ ও নীতিমালা অনুসরণপূর্বক সমিতিটিকে উৎপাদনমুখী ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।



নিবন্ধন নং : ১৫৩
তারিখ : ১৬/০৬/১৯৬১ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩৯৯ জন
শেয়ার মূলধন : ৩৯,৯০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ২,৩৮,২০০ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ৭৪,৩৫৩ টাকা
সিডিএফ প্রদান : ২,২৬৩ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ২৭,৭৩,৮১১ টাকা

আড়িয়ামুগুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : বানিয়াচং
জেলা : হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার আড়িয়ামুগুর গ্রাম একটি প্রাচীন ও প্রত্যন্ত জনপদ। এই জনপদে রয়েছে হাওড়,বাওড় এলাকা। এই হাওড় সংলগ্ন জনবসতির বেশিরভাগ লোকজনই ছিল একসময় দরিদ্র শ্রেণির মৎস্যজীবী। যাদের জীবনজীবিকার মূল উৎস প্রকৃতি থেকে মৎস্য আহরণ। তারা ছিল সমাজে অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার। দারিদ্র্যতা, শিক্ষার অভাব,অনুন্নত যোগাযোগ সবকিছুই যেন এই গ্রামের দৈনন্দিন বিষয়। কিছুসংখ্যক মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে লেখাপড়া করেছে। যারা এই অবহেলিত জনপদটিকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসার জন্য নিরলস চেষ্টা করেছেন তাদের মধ্যে বাবু রথীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস,বাবু রবীন্দ্র লাল দাস অন্যতম। বাবু রথীন্দ্র বিশ্বাস ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার/২০১০ পেয়েছেন।

বৈষম্য ও দারিদ্র্য থেকে এ হাওড় সংলগ্ন জনবসতির মুক্তির লক্ষ্যে তারা সমবায় সমিতি গঠনের দৃঢ় প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত নেন। সেই লক্ষ্যে তিনি স্থানীয় মৎস্যজীবীদেরকে সমবায় দর্শনে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি দিকে ২০ জন মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে আড়িয়ামুগুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করেন। যা সমবায় বিভাগ হতে ১৬/০৬/১৯৬১ খ্রি. তারিখে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। যার নিবন্ধন নং ১৫৩, তারিখ: ১৬/০৬/১৯৬১ খ্রি.। পরবর্তীতে জেলা সমবায় অফিসার, হবিগঞ্জ মহোদয় কর্তৃক উক্ত সমিতির উপআইন পুনঃনিবন্ধিত হয় যার সংশোধিত নিবন্ধন নং সংশোধিত হবি-০৫/১৩, তারিখ: ২৬/০৯/২০১৩ খ্রি.। নিবন্ধিত ঠিকানা : গ্রাম : আড়িয়ামুগুর,ডাক : পাহাড়পুর, উপজেলা : বানিয়াচং, জেলা : হবিগঞ্জ। বর্তমানে এ গ্রামে বসবাসকারী সকল পরিবার এ সমবায়ের এক এক সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির। এ সমিতির বর্তমান কর্ম ও সভ্য নির্বাচনি এলাকা আড়িয়ামুগুর গ্রাম।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সভ্যগণকে সমবায় নীতি ও আদর্শ শিক্ষা দেওয়া,তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ও সমঝোতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং পরিকল্পিতভাবে উন্নত জীবনযাপনের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- নিজেদের আর্থিক উন্নতি অর্জনের লক্ষ্যে আয় বৃদ্ধির জন্য সভ্যগণকে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা।
- সভ্যগণকে মৎস্য সংরক্ষণ আইন, বন্যা জনিত পানি সংরক্ষণ আইন, পরিবেশ আইন ও বন সংরক্ষণ আইন মেনে চলা ও প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করা।
- মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি এবং শুষ্ক মৌসুমে এদের জন্য মৌসুমি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা।
- সরকারি বা বেসরকারি জলাশয় ক্রয় অথবা ইজারা নিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে মাছ চাষ করা।

- মৎস্যচাষ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন, মানবৃদ্ধিসহ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাত করা এবং বাজারজাত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- মাছ ধরার, মাছ সংরক্ষণের বা শুল্ক ও লবণাক্ত করার সরঞ্জাম, নৌকা তৈরি ও মজুত করা এবং সমিতির সভ্যদের নিকট এগুলো বিক্রয় করা, ভাড়া দেওয়া অথবা অন্যভাবে তাদেরকে মাছ ধরার সরঞ্জাম ও নৌকা ন্যায্যমূল্যে সংগ্রহ করতে সাহায্য করা।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

এ প্রাচীন জনপদে রয়েছে অনেক খাল-বিল, বাওড় ও জলাশয়। এগুলোকে ব্যবহার করে এ সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক টেকসই উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সে লক্ষ্যেই সমিতির সদস্যগণ সমিতির নামে খাল-বিল, বাওড় ও জলাশয় ইজারা গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ও রেনু পোনা উৎপাদন করে। সমিতির শুরু থেকে বিভিন্ন মেয়াদে স্থানীয় বাওড় অর্থ্যাৎ ১৪৭ একর বিশিষ্ট বড় একুয়া ও ছোট একুয়া বদ্ধ জলমহাল সরকারিভাবে ইজারা নিয়ে মৎস্যচাষ ও রেনু পোনা উৎপাদনপূর্বক তা স্থানীয় বাজারসহ বিভিন্ন জেলা শহরে বাজারজাত করে থাকে। বিক্রয়কৃত অর্থ সদস্যদের মধ্যে সমবায়ভিত্তিক লাভ বণ্টনপূর্বক সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সমিতির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে ঘের, বাওড়, পুকুর, ডোবা, নালা, জলাশয় ইত্যাদিতে সমিতির সদস্যগণকে পাহারাদার হিসেবে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। সমিতির ৩৯৯ জন সদস্য বাওড়ে কমিশনভিত্তিক মৎস্য আহরণসহ মৎস্যচাষে সম্পৃক্ত থেকে স্ব-কর্ম সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও সমিতির হিসাবাদি সংরক্ষণসহ অন্যান্য কাজে নিয়মিত ও খণ্ডকালীন প্রায় ৫৯ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড

- সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের সন্তানদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ, স্যানিটেশন ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ যথাযথ ভূমিকা পালন।
- সদস্যদের কন্যা বিবাহদানে সহায়তাসহ স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক



এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণপূর্বক সহায়তাকরণ।
- এছাড়াও হাওড় বাওড়সহ বিভিন্ন জলাধারের পাশে বৃক্ষরোপণ ও বনায়নে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তাকরণ।
- আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষে অন্যান্য সমবায় সমিতিসহ মৎস্যচাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রশিক্ষণ প্রদান।

জাতীয় সমবায় পুরস্কার গ্রহণ

সমবায়ভিত্তিক এ সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিভিন্ন সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সমবায়ের ব্যবহার এবং স্থানীয় মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সমিতিকে ২০১০ সনে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ক্যাটাগরিতে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং স্বর্ণপদক প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন।

সমিতির কার্যক্রমের তথ্যাবলি

- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ৫৯ জন
- অস্থায়ী আমানত গ্রহণ ২,১৫,৫,০০০ টাকা।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

দীর্ঘদিন যাবৎ সমিতিটি সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত। ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এ গ্রামে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রতি বছর আর্থিক অনুদান দেয়া হয় এবং ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানও সমিতির অর্থায়নে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

দাতব্য তহবিল

দুর্যোগকালীন সময়ে দাতব্য তহবিলের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতা করা হয়।

পরিশেষ

আড়িয়ামুণ্ডর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ দীর্ঘ ৫৯ বছর ধরে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। ৬০ এর দশকে এ সমিতির সদস্যরা ছিল দারিদ্র্যপীড়িত। মৎস্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ গ্রামের মানুষ এখন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত আছেন। সৎ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এ সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল ও বেগবান হবে এবং সদস্য ছাড়াও এলাকার সাধারণ মানুষের জীবনমানের ও উন্নয়ন সাধিত হবে। আর এভাবেই সমিতিটি একদিন সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাবে।



নিবন্ধন নং : ১৫৩৪
তারিখ : ০২/০৭/১৫ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩৩ জন
শেয়ার মূলধন : ৫৫,১০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৮২,৫০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৮৭,৬০০ টাকা

ফুলবাড়িয়া কম্প্রিহেনসিভ ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : লাখাই
জেলা : হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার ফুলবাড়িয়া গ্রাম একটি প্রাচীন ও প্রত্যন্ত জনপদ। এই জনপদে রয়েছে হাওড়,বাওড় এলাকা। এই হাওড় সংলগ্ন জনবসতির বেশিরভাগ লোকজনই ছিল একসময় দরিদ্র শ্রেণির কৃষিজীবী। যাদের জীবন জীবিকার মূল উৎস কৃষিকাজ। তারা ছিল সমাজে অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার। দারিদ্র্যতা, শিক্ষার অভাব,অনুন্নত যোগাযোগ সবকিছুই যেন এই গ্রামের দৈনন্দিন বিষয়। কিছুসংখ্যক মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে লেখাপড়া করেছে। যারা এই অবহেলিত জনপদটিকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসার জন্য নিরলস চেষ্টা করেছেন বৈষম্য ও দারিদ্র্য থেকে এ হাওড় সংলগ্ন জনবসতির মুক্তির লক্ষ্যে তারা সমবায় সমিতি গঠনের দৃঢ় প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত নেন। সেই লক্ষ্যে তারা স্থানীয় জনগণকে সমবায় দর্শনে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মাঝামাঝি দিকে ৫১ জনসাধারণ যুবক ও মধ্যবয়সি সমন্বয়ে ফুলবাড়িয়া গ্রামে ফুলবাড়িয়া কম্প্রিহেনসিভ ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ সমিতি গঠন করেন। যা সমবায় বিভাগ হতে ০২/০৭/১৫ খ্রি. তারিখে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। যার নিবন্ধন নং ১৫৩৪, তারিখ : ০২/০৭/১৫ খ্রি.। নিবন্ধিত ঠিকানা : গ্রাম : ফুলবাড়িয়া, ডাক : মানপুর, উপজেলা : লাখাই, জেলা : হবিগঞ্জ। বর্তমানে এ গ্রামে বসবাসকারী সকল পরিবার এ সমবায়ের এক এক সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির। এ সমিতির বর্তমান কর্ম ও সভ্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র লাখাই উপজেলা ও মোড়াকড়ি ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সদস্য সংখ্যা

২০১৫ খ্রি. সালে সমিতিটি মাত্র ৫১ জন সদস্য নিয়ে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৩ জন।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী কার্যক্রম যেমন-শাকসবজি উৎপাদন, হাঁস-মুরগি পালন, মৌমাছি চাষ এবং গরু মোটতাজাকরণ, সেলাই ও ব্লক বাটিক এবং ক্রিস্টালের কাজ করে সমিতির সদস্যরা আর্থিক উন্নতি করে। স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যথাযথ ভূমিকা পালন করে এগিয়ে চলেছে। সমিতিটির মাধ্যমে গ্রামের স্কুলের যাতায়াতের রাস্তায় বাঁশের সাঁকো ও পরবর্তীতে সেখানে পাকা ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও সমিতিটি রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমেএগিয়ে চলেছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

এ প্রাচীন জনপদে রয়েছে অনেক খাল-বিল, বাওড় ও কৃষিজমি। এগুলোকে ব্যবহার করে এ সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিকভাবে টেকসই উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।



সে লক্ষ্যেই সমিতির সদস্যগণ সমিতির নামে খাল-বিল ও সরকারি খাসজমি বন্দোবস্ত গ্রহণের মাধ্যমে শাকসবজি উৎপাদন করে। স্থানীয় বাজারসহ বিভিন্ন জেলা শহরে বাজারজাত করে থাকে। বিক্রয়কৃত অর্থ সদস্যদের মধ্যে সমবায়ভিত্তিক লাভ বণ্টনপূর্বক সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সমিতির মাধ্যমে গ্রামের রাস্তায় বাঁশের সাঁকো নির্মাণ করা হয়েছে। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে। সমিতির উদ্যোগে এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা প্রশাসন এর সহায়তায় গ্রামের স্কুলের যাতায়াতের রাস্তায় পাকা ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তরের সহায়তায় গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নারীনির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। যৌতুক বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে গ্রামবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

কেস স্টাডি

সমিতিটি অতিঅল্প সময়ের মধ্যে সমিতির আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। সমিতির মাধ্যমে অনেকেই স্থানীয়ভাবে যুব উন্নয়ন থেকে সেলাই-এর ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে সেলাই মেশিন দিয়ে স্ব-কর্ম সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছে। বিভাগীয়ভাবে ব্লক-বাটিক ও ক্রিস্টালে এবং হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন প্রশিক্ষণ নিয়ে স্ব-কর্ম সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছে। সমিতিটি সদস্যদের সন্তানদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ, স্যানিটেশন ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যথাযথ ভূমিকা পালন করে এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও বিভিন্ন রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে। উল্লেখ্য যে অত্র সমিতি সমবায় সমিতি আইন ও সমবায় সমিতি বিধিমালার আলোকে পরিচালিত হয়।

কীভাবে সফল হলো

বিভিন্ন কারণে অন্যান্য পেশাজীবী সমবায় সমিতির থেকে সমিতিটিকে সফল বলা যায়। সমিতিটি সদস্যদের নিকট থেকে সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের দ্বারা আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক এবং সচেতনতামূলক কাজে নিয়োজিত আছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

দীর্ঘদিন যাবৎ সমিতিটি সামাজিক কর্মকাণ্ডে সাথে সম্পৃক্ত। গরিব অসহায় মেয়েদের বিবাহের সময় আর্থিক অনুদান দেয়া হয় এবং ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সমিতির অর্থায়নে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সমিতিটি নিজ উদ্যোগে গ্রামের রাস্তায় বাঁশের সাঁকো নির্মাণ করেছে, যার ফলে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করা গেছে। পরবর্তীতে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে বাঁশের সাঁকোর পরিবর্তে পাকা ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তরের সহায়তায় গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নারীনির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। যৌতুক ও বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে গ্রামবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। ফুলবাড়িয়া কম্প্রিহেনসিভ ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ দীর্ঘ ৫ বছর ধরে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতির সদস্যরা ছিল দারিদ্র্যপীড়িত। সমবায়ের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ গ্রামের মানুষ এখন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত আছেন।

ফুলবাড়িয়া কম্প্রিহেনসিভ ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ দীর্ঘ ৫ বছর ধরে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতির সদস্যরা ছিল দারিদ্র্যপীড়িত। সমবায়ের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ গ্রামের মানুষ এখন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত আছেন। সৎ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এ সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল ও বেগবান হবে এবং সদস্য ছাড়াও এলাকার সাধারণ মানুষের জীবনমানের ও উন্নয়ন সাধিত হবে। আর এভাবেই আলোচ্য সমিতি একদিন সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাবে।



নিবন্ধন নং : ১৪৭৭
তারিখ :১৫/০৫/২০১৪ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৪১৩ জন
শেয়ার মূলধন : ১,৬৩,২০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৬১,৬২,৫৫৫ টাকা।

জনকল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : মাধবপুর
জেলা : হবিগঞ্জ

৩৬০ আউলিয়ার পুণ্যভূমি সিলেট বিভাগ। ঢাকা সিলেট মহাসড়কের পাশ ঘেঁষে চা বাগান বেষ্টিত সোনাই নদীর পাড় ঘেঁষে হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার অবস্থান। একদিকে চা বাগান এবং অন্য দিকে মহাসড়কের দুই পাশ ঘিরে আধুনিক শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার কারণে অত্র এলাকার অন্যান্য পেশাজীবীর চেয়ে আদিবাসী শ্রমিক এবং শিল্পকারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সংখ্যা বেশি।

২০১৫ খ্রি. সালে সমিতিটি মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪১৩ জন। সমিতির সদস্যগণ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটিরশিল্প, শাকসবজি চাষ, গরু ছাগল ভেড়া পালন, হাঁস- মুরগি পালন, বিউটি পার্লার পরিচালনা ও মৌমাছি চাষ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

অত্র সমিতি তার সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে যেমন-ক্ষুদ্র ব্যবসা, শাকসবজি উৎপাদন, হাঁস-মুরগি পালন, মৌমাছি চাষ এবং গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদি। এতে দেখা যায় সমিতি নিবন্ধন লাভের পর থেকে ক্রমপুঞ্জীভূত মোট ২৬২ জনকে সর্বমোট ১,৩০,১৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করেছে। সদস্যগণ ঋণ গ্রহণ ও ঋণের যথাযথ ব্যবহার করে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও নানারূপ কর্ম সংস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ সমিতির ঋণ আদায়ের হার সন্তোষ জনক। মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে সমিতির যাত্রা শুরু করে সমিতিটি বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪১৩ জন। সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১,৬৩,২০০ টাকা ও আদায়কৃত সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৬১,৬২,৫৫৫ টাকা। প্রতি বছর সদস্যদের সঞ্চয় আমানতের উপর ৯% হারে সুদ প্রদান করা হয়।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমিতি শুরু থেকে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটিরশিল্প, শাকসবজি চাষ, গরু ছাগল ভেড়া পালন, হাঁস-মুরগি পালন ও মৌমাছি চাষের মাধ্যমে মধু উৎপাদন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। তাছাড়া সমিতিটি বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সদস্যগণ সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করে নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাদের নিজেদের জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

কেস স্টাডি

অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। ইতোমধ্যে সমিতি তার সদস্যদের সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত মৌমাছি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে মৌমাছি চাষ ও মধু উৎপাদন বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ

করেছে এবং বর্তমানে উক্ত প্রকল্প এগিয়ে চলেছে। তাছাড়া মহামারি কোভিড-১৯ সময়ে সমিতি স্থানীয় দরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত করেছে। যা প্রশংসার দাবি রাখে। উল্লেখ্য যে, অত্র সমিতি সমবায় সমিতি আইন ও সমবায় সমিতি বিধিমালার আলোকে পরিচালিত হয়।

কীভাবে সফল হলো তার বর্ণনা

সংগত কারণেই অন্যান্য পেশাজীবী সমবায় সমিতির চাইতে অত্র উপজেলায় মাল্টিপারপাস কিংবা সঞ্চয় ঋণদান সমবায় সমিতি গঠন এবং নিবন্ধনের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণির কাছ থেকে সঞ্চয় আদায় এবং বিভিন্ন আর্থসামাজিক উন্নয়ন এ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা কিংবা ছোট ছোট হাঁস-মুরগির খামার কিংবা শাকসবজি উৎপাদনের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় বেশি। এ সকল সমবায় সমিতি সরাসরি উৎপাদন কার্যক্রমে জড়িত না থাকলেও উক্ত সমিতি থেকে যারা ঋণ গ্রহণ করেন তারা বিভিন্ন উৎপাদনমুখী প্রকল্পে এবং কার্যক্রমে গৃহীত ঋণ বিনিয়োগ করে থাকেন। মাধবপুর উপজেলার জনকল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ, রেজি: নং ১৪৭৭, তারিখ :১৫/০৫/২০১৪ খ্রি. গ্রাম : নোয়াপাড়া বাজার, পো: সায়হামনগর, উপজেলা: মাধবপুর, জেলা: হবিগঞ্জ তেমনিই একটি সমিতি যে সমিতি বিভিন্ন কার্য্য কলাপের দিক থেকে অত্র উপজেলার সফল সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

২০১৮-২০১৯ খ্রি. সনে সমিতিটি ৪,৫২,৯৭৫ টাকা সঞ্চয়ের উপর লভ্যাংশ বিতরণ করেন এবং ১৩,৩৪৭ টাকা সিডিএফ জমা করেন।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতির শুরু থেকে অদ্যাবধি অর্থাৎ ২০১৮-২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত সমিতিটি নিয়মিত অডিট করিয়ে যাচ্ছে। অডিটকালে সমিতির কোনো ধরনের অনিয়ম দেখা যায়নি।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতির সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় দ্বারা গঠিত তহবিল সদস্যদের প্রয়োজনে উন্নয়ন খাতে ঋণ হিসেবে বিতরণ করে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা। বাল্যবিবাহ রোধের জন্য প্রচার, ছেলেমেয়েদেরে স্কুলে পাঠানারে জন্য অভভিাকদরে সচতেন করা,



সামাজিক বনায়নের জন্য সকলকে উৎসাহিত করা যৌতুকবিরোধী প্রচারণায় সমিতিটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। করোনা মাহামারী কালে সমিতির গরিব ও দুস্থ সদস্যদের মধ্যে প্রায় ১০০ জনকে জন প্রতি ৪০০ টাকা মূল্যমানের ত্রাণ সমগ্রী বিতরণ করা হয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, জনকল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ যে ভাবে সমিতির সদস্যগণকে সাথে নিয়ে সমিতি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করছে তাতে একদিকে যেমন সমিতির সদস্যগণ উপকৃত হচ্ছেন অন্যদিকে এতদঅঞ্চলের বেকার যুবকরা বিভিন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়াতে অলসভাবে বসে না থেকে আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে।



নিবন্ধন নং : ১৬২৮
তারিখ : ২১/০৩/২০১৭ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৫৯ জন
শেয়ার মূলধন : ৯৩,৭০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১,৮০,৪৫০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১৩,১৮,৩৯৬ টাকা

কসবা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : নবীগঞ্জ
জেলা : হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলায় কসবা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ একটি নিবন্ধিত প্রাথমিক সমবায় সমিতি যার নিবন্ধন নং ১৬২৮, তারিখ ২১/০৩/২০১৭ খ্রি.। সমিতির নিজস্ব অফিস রয়েছে। বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড-এর অনেক সাধারণ শ্রমিকের চাকরি চলে গেলে কৃষক যখন হতাশ তখন গ্রামের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সমিতির সভাপতি জনাব গোলাম হুসাইন রব্বানীর নের্তৃত্বে সমিতিটি ২০০৬ সালে সংগঠিত হয়। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে নিবন্ধনের জন্য সমিতি কর্তৃপক্ষ আবেদন করলে ২১/০৩/২০১৭ খ্রি. সনে জেলা সমবায় অফিসার, হবিগঞ্জ মহোদয় সমিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করে নিবন্ধন প্রদান করেন। সমিতিটি বর্তমানে নবীগঞ্জ উপজেলায় একটি সফল ও সম্ভাবনাময় সমিতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

সমিতির সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫৯ জন। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, কৃষি খামার, মৎস্যচাষ প্রকল্প ও গবাদি পশুর খামার প্রকল্প, ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন

সমিতি সংগঠিত হওয়ার পর হতে কৃষি উৎপাদন ও বিপণনের প্রতি সদস্যদের আগ্রহ বেশি ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় ব্যক্তি ও সমিতির যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১৮-২০১৯ খ্রি. সনে ৩ জন সদস্য জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন, জনাব মোঃ আমির উদ্দিন এবং জনাব মোঃ আলিম উদ্দিন কর্তৃক নবীগঞ্জ এর কুশিয়ারা নদীর অববাহিকায় ৬.৬০ একর জায়গা জুড়ে বিশাল সবজি উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পে সমিতির তহবিল হতে বার্ষিক ১০% মুনাফায় (লাভবান হওয়ার শর্তে) ১,৮০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। হাল সনে উক্ত প্রকল্প হতে প্রায় ২,১০,০০০ টাকা আয় হয় এবং সমিতির শর্ত হিসেবে ১৮,০০০ টাকা সমিতিতে লাভ হিসেবে জমা হয়। সমিতির উৎপাদিত প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উৎপাদন ছিল মালচিং পদ্ধতিতে সবজি চাষ এবং গ্রাফটিং পদ্ধতিতে সারা বছর টমেটো চাষ। গ্রাফটিং পদ্ধতি এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

কৃষি বিপণন সেন্টার

সমিতির উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষকের উৎপাদিত সবজি নায্যমূল্যে বিক্রির জন্য সমিতির উদ্যোগে একটি কৃষি বিপণন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে যেখানে দূরদূরান্ত হতে পাইকারি আড়তদারগণ সবজি ক্রয় করতে আসেন, এতে কৃষকের নায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম

নিবন্ধনের পর হতে সদস্যদেরকে এক বছর মেয়াদি বিভিন্ন ট্রেডে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। সমিতি কর্তৃক সবজি উৎপাদনের

পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পে ৩৭ জন সদস্যকে নিম্নোক্ত ট্রেডে যথা গরু মোটাতাজাকরণে ২১ জন, ধান চাষে ৩ জন, গাভি পালনে ১ জন, ছাগল পালনে ২ জন, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ৪ জন, দর্জি ব্যবসায় ২ জন, হাঁস পালনে ৪ জন সদস্যকে ১১,২৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয় বর্তমানে সদস্যদের নিকট পাওনা ১০,৬৩,৫৩৭ টাকা। সার্বিক ভাবে সমিতির মাধ্যমে প্রায় ৫০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ঋণ উপ কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই করে ঋণ প্রদান করার ফলে কোনো ঋণখেলাপি হয় না। তাছাড়া প্রশিক্ষণ ছাড়া ঋণ প্রদান করা হয় না বিধায় কুঋণের ঝুঁকি অনেক কম থাকে।

প্রশিক্ষণ

ঋণ প্রদানের পূর্বে সেসব ব্যাক্তিদের সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া সদস্যদেরকে আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট মৌলভীবাজার এবং সময়ে সময়ে উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নবীগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়।

সামাজিক ও সেবামূলক কার্যক্রম

কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমিতির সভাপতির নের্তৃত্বে গ্রামে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসন বিষয়ে সভা, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সভা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সভা প্রতি মাসে অনুষ্ঠিতহ য়।

বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বিগত বছরগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে গ্রাফটিং পদ্ধতিতে টমেটো চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ এবং সমিতি ও ব্যক্তির যৌথ প্রচেষ্টায় মালচিং পদ্ধতিতে ৬.৬০ একর জমিতে সবজি চাষ প্রকল্পের মাধ্যমে নবীগঞ্জ উপজেলায় উক্ত সমিতিটির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

কেস স্টাডি

সমিতি অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। নিবন্ধনের পর হতে সদস্যদেরকে এক বছর মেয়াদি বিভিন্ন ট্রেডে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। সমিতি কর্তৃক সবজি উৎপাদনের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পে ৩৭ জন সদস্যকে নিম্নোক্ত ট্রেডে যথা গরু মোটাতাজাকরণে ২১ জন, ধান চাষে ৩ জন, গাভি পালনে ১ জন, ছাগল পালনে ২ জন, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ৪ জন, দর্জি ব্যবসায় ২ জন,



হাঁস পালনে ৪ জন সদস্যকে ১১,২৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয় বর্তমানে সদস্যদের নিকট পাওনা ১০,৬৩,৫৩৭ টাকা। সার্বিক ভাবে সমিতির মাধ্যমে প্রায় ৫০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অত্র সমিতি সমবায় সমিতি আইন ও সমবায় সমিতি বিধিমালার আলোকে পরিচালিত হয়।

যেভাবে সফল হলো তার বর্ণনা

প্রতিষ্ঠার পূর্বে সদস্যগণ অনেক আর্থিক সংকটে নিমজ্জিত ছিল। বিবিয়ানার গ্যাস উত্তোলন কম্পানী শেভরন প্রাথমিকভাবে স্থানীয় ব্যক্তিদের কোম্পানিতে সাধারণ শ্রমিকের চাকরি দিয়েছিল। কয়েক বছর পর যখন শ্রমিকের চাকরি চলে যায় তখন স্থানীয় লোকজন হতাশ হয়ে পড়ে এবং কাজের জন্য আন্দোলন করতে থাকে। পরবর্তীতে সমিতি করার জন্য তাদেরকে আর্থিক অনুদান দেওয়ার শর্ত দিলে উক্ত সমিতির সভাপতি এগিয়ে আসেন এবং কসবা গ্রামের লোকজনকে নিয়ে সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সভাপতি নিজে সমিতির নামে অফিসের জায়গা প্রদান করেন। সমিতি কর্তৃক গৃহীত সবজি উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণ ও বিপণন কেন্দ্র গড়ে তোলা ও গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের জন্য সমিতিটি একটি সফল সমিতি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

অডিট সংক্রান্ত তথ্য

নিবন্ধনে পর হতে সমিতির কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে সমিতির অডিট কার্যক্রম করিয়ে থাকেন। অডিটে কোনো ধরনের অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়নি। অডিট ও হিসাব সংরক্ষণে ব্যবস্থাপনা কমিটি খুবই আন্তরিক।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সমিতির নামে ইনাতগঞ্জ শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে হিসাব নং ১৯২৫০১০০০৭৪০৩। ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখে স্থিতি ২,৯৩,২৭০ টাকা। যাবতীয় লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট নগদ কোনো টাকা রাখা হয় না যা অডিটে পরিলক্ষিত হয়।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

অডিট সেস,সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিশোধ, পুঁজি গঠন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায়ের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন তথা সমবায়ের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে কসবা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি একটি রোল মডেল হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমিতিটি সমবায় আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস।



নিবন্ধন নং : ১৩৭০
তারিখ : ২৫/০৩/২০১৩ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ২৮ জন
শেয়ার মূলধন : ৩৪,৯০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ২৩,৪০০ টাকা।
সংরক্ষিত তহবিল : ৩,০৭০ টাকা।

ঘাটিয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : হবিগঞ্জ সদর
জেলা : হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জ জেলাধীন হবিগঞ্জ সদর উপজেলার টংগীরঘাট গ্রাম একটি প্রত্যন্ত জনপদ। এই জনপদে রয়েছে হাওড়, বাওড় এলাকা। এই হাওড় সংলগ্ন জনবসতির বেশি ভাগ লোকজনই দরিদ্র শ্রেণির মৎস্যজীবী। যাদের জীবনজীবিকার মূল উৎস প্রকৃতি থেকে মৎস্য আহরণ। দারিদ্র্যতা, শিক্ষার অভাব, অনুন্নত যোগাযোগ সবকিছুই যেন এই গ্রামের দৈনন্দিন বিষয়। কিছুসংখ্যক মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে লেখাপড়া করেছে। যারা এই অবহেলিত জনপদটিকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসার জন্য নিরলস চেষ্টা করেছেন তাদের মধ্যে জনাব আ : হেকিম,জনাব আতাবুর আলী অন্যতম। বৈষম্য ও দারিদ্র্য থেকে এ হাওড় সংলগ্ন জনবসতির মুক্তির লক্ষ্যে তারা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠনের দৃঢ় প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত নেন। তিনি গ্রামের মৎস্যজীবীদেরকে সমবায় দর্শনে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালের মার্চ মাসে ২০ জন মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে ঘাটিয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। যা সমবায় বিভাগ হতে ২৫/০৩/২০১৩ খ্রি. তারিখে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। যার নিবন্ধন নং ১৩৭০, তারিখ : ২৫/০৩/২০১৩ খ্রি.। নিবন্ধিত ঠিকানা : গ্রাম : টংগীরঘাট, ডাক : হবিগঞ্জ, উপজেলা : হবিগঞ্জ সদর, জেলা : হবিগঞ্জ। এ সমিতির বর্তমান কর্ম ও সভ্য নির্বাচনি এলাকা সমগ্র হবিগঞ্জ সদর উপজেলা।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৮ জন। সমিতিটি সভ্যগণকে সমবায় নীতি ও আদর্শ শিক্ষা দেওয়া,তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ও সমঝোতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং পরিকল্পিতভাবে উন্নত জীবনযাপনের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। নিজেদের আর্থিক উন্নতি অর্জনের লক্ষ্যে আয় বৃদ্ধির জন্য সভ্যগণকে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা। সভ্যগণকে মৎস্য সংরক্ষণ আইন, বন্যা জনিত পানি সংরক্ষণ আইন, পরিবেশ আইন ও বন সংরক্ষণ আইন মেনে চলা ও প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করা। মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি এবং শুষ্ক মৌসুমে এদের জন্য মৌসুমি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। সরকারি বা বেসরকারি জলাশয় ক্রয় অথবা ইজারা নিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে মাছ চাষ করে। মৎস্যচাষ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন, মানবৃদ্ধিসহ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাত করা এবং বাজারজাত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। মাছ ধরার, মাছ সংরক্ষণের বা শুল্ক ও লবণাক্ত করার সরঞ্জাম, নৌকা তৈরি ও মজুত করা এবং সমিতির সভ্যদের নিকট এগুলো বিক্রয় করা, ভাড়া দেওয়া অথবা অন্যভাবে তাদেরকে মাছ ধরার সরঞ্জাম ও নৌকা ন্যায্যমূল্যে সংগ্রহ করতে সাহায্য করা।

কার্যক্রমের বর্ণনা

আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ৩৪,৯০০ টাকা।
আদায়কৃত সঞ্চয় আমানত ২৩,৪০০ টাকা।

সংরক্ষিত তহবিল ৩,০৭০ টাকা।
সিডিএফ প্রদান ১৯১ টাকা(২০১৮-২০১৯)।
অডিট ফি প্রদান ৬৪০ টাকা (২০১৮-২০১৯)।
কার্যকরী মূলধন ৩,৪১,৩৬৯ টাকা।
কর্মসংস্থান সৃষ্টি ২৮ জন।
অস্থায়ী আমানত গ্রহণ ২,৮০,০০০ টাকা।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

বিগত বছরগুলোতে সমিতির নামে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বিভিন্ন সরকারি জলমহাল ইজারা নেওয়া হয়। বর্তমানে পিলুয়া বিল জলমহালটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৪২৫-১৪৩০ সন মেয়াদে ইজারা নেওয়া হয়। জলমহালটির সর্বশেষ ৪২৭ বাংলা সনের ইজারা মূল্য ২,৭৬,১৪৯,ভ্যাট ১৫% হারে ১৩,৮০৮,আয়কর ৫% হারে ২,৮৭৭ টাকা সর্বমোট ২,৯২,৮৩৪ টাকা প্রদান করেছে।

বিগত বছরগুলোতে সমিতির নামে হবিগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বিভিন্ন সরকারি জলমহাল ইজারা নেওয়া হয়। বর্তমানে এ সমিতির নামে হবিগঞ্জ সদর উপজেলাধীন কৈয়ার চাপরি গ্রুপ ফেনাই জলমহালটি ১৪২৫-১৪২৭ সন মেয়াদে ইজারা প্রাপ্ত। জলমহালটির ১৪২৭ বাংলা সনের ইজারা মূল্য ৬,৮৩৪ টাকা, ভ্যাট ১৫% হারে ১,০২৬ টাকা, আয়কর ৫% হারে ৩৪২ টাকা সর্বমোট ৮,২০৪ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

কেস স্টাডি

সমিতিটি হবিগঞ্জ সদর উপজেলাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারাপ্রাপ্ত জলমহাল ও উপজেলা প্রশাসন হতে প্রাপ্ত জলমহালে পাহারাদার হিসেবে জনবল নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতির ২৮ জন সদস্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারাপ্রাপ্ত জলমহাল ও উপজেলা প্রশাসন হতে প্রাপ্ত জলমহালে মাছধরা ও মৎস্যচাষে সম্পৃক্ত থাকায় তাদের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

কীভাবে সফল হলো

সমিতির বর্তমান সভাপতি জনাব আঃ হেকিম ও বর্তমান সম্পাদক জনাব আতাবুর আলী সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথমদিকে সমিতিটি গঠন করেন। সে লক্ষ্যেই তারা সমিতির সদস্যগণকে নিয়ে সমিতির নামে বিভিন্ন সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ও মৎস্য উৎপাদন শুরু করেন। সমিতিটি শুরু থেকে বিভিন্ন



মেয়াদে সরকারি জলমহাল সরকারিভাবে ইজারা নিয়ে মৎস্যচাষ ও মৎস্য উৎপাদনপূর্বক তা স্থানীয় বাজারসহ হবিগঞ্জ জেলা শহরে বাজারজাত করতে থাকেন। বিক্রয়কৃত অর্থ সদস্যদের মধ্যে শেয়ার ভিত্তিক লাভ বণ্টনপূর্বক সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমিতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। মৎস্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এ সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল ও বেগবান হবে এবং সদস্য ছাড়াও এলাকার সাধারণ মানুষের জীবনমানেরও উন্নয়ন সাধিত হবে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতিটি সদস্যদের মধ্যে প্রতি বছর শেয়ার ভিত্তিক লভ্যাংশ বণ্টন করে থাকে। লাভ বণ্টনপূর্বক সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সমিতিটি প্রতি বছর ধার্যকৃত সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিশোধ করে থাকে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

- সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের সন্তানদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ, স্যানিটেশন ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যথাযথ ভূমিকা পালন।
- সদস্যদের কন্যা বিবাহদানে সহায়তাসহ স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ড অংশগ্রহণপূর্বক সহায়তাকরণ।
- এছাড়াও বাওড়সহ বিভিন্ন জলাধারের পাশে বৃক্ষরোপণ ও বনায়নে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তাকরণ।
- আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষে অন্যান্য সমবায় সমিতিসহ মৎস্যচাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং ক্ষেত্র বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সমিতির অর্থায়নে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।



নিবন্ধন নং : ৯৯৫
তারিখ : ০১/০৪/২০০৯ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩১ জন
সঞ্চয় আমানত : ৫,০১,৯২,০০০ টাকা
শেয়ার মূলধন : ২,০৪,০০,০০০ টাকা,
কার্যকরী মূলধন : ৩,৬৯,৪২,৬৯৯ টাকা।
সম্পদ : ৪৩ একর জমি

ড্রীমস্ আনলিমিটেড বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : মৌলভীবাজার সদর
জেলা : মৌলভীবাজার

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে এককভাবে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে উন্নয়ন করা, দেশ এবং জাতির জন্য সামাজিক ও কল্যাণকর কাজ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। একমাত্র সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। এই মানসিকতা এবং "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে " সমবায়ের এ আদর্শ ও নীতির উপর ভিত্তি করে এখন থেকে ১১ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ড্রীমস আনলিমিটেড বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, মৌলভীবাজার। মৌলভীবাজার জেলাধীন মনু নদীর সুইচ গেইট এলাকায় অধিগ্রহণকৃত পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ৪৩ একর জমি জনাব মেজর (অবঃ) মোঃ খালিদুর রহমান সমন্বিত মৎস্যচাষ, কৃষিকাজ ও গবাদি পশু মোটাতাজাকরণ উন্নয়ন প্রকল্পে ১৯৯০ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ইজারা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে আরো ৫ বছর অর্থাৎ ২০১০ সাল পর্যন্ত ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। তিনি মৌলভীবাজার জেলাধীন সদর উপজেলা, পৌরসভা ও বিভিন্ন ইউনিয়নে বসবাসরত শিক্ষিত ও বেকার যুবকের সমবায়ী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে ২০ জন সদস্য নিয়ে ড্রীমস্ আনলিমিটেড নামে একটি সংগঠন গঠন করেন। পরবর্তীতে জেলা সমবায় কর্মকর্তা, মৌলভীবাজার মহোদয়ের কার্যালয় হতে বিগত ০১/০৪/২০০৯ খ্রি. তারিখে ড্রীমস্ আনলিমিটেড বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ নামে নিবন্ধন নং : ৯৯৫ প্রাপ্ত হয়ে মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য

সমিতির সস্যদের নিকট হতে আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ও সঞ্চয় আমানতের মাধ্যমে মূলধন গঠনপূর্বক তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধনসহ স্থানীয় জনসাধারণের পাশাপাশি দেশ ও বিদেশ থেকে আসা বিনোদন পিপাসুদের বিনোদনের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই সমিতির সদস্যদের মূল উদ্দেশ্য।

জিমনেসিয়াম প্রকল্প

সমিতিটি নিবন্ধনপ্রাপ্তির পর মৌলভীবাজার জেলা শহরের প্রাণ কেন্দ্র কোর্ট রোডে সমিতির নিজস্ব মূলধন বিনিয়োগ পূর্বক একটি জিমনেসিয়াম প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত জিমনেসিয়ামে স্থানীয় লোকজন শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখার জন্য নিয়মিতভাবে শরীর চর্চা করে থাকেন। উক্ত প্রকল্পে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ ১৪,১২,০২৭ টাকা।

বিলিয়ার্ড সেন্টার

মৌলভীবাজার জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র ড্রীমস্ আনলিমিটেড বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যালয় সংলগ্ন আহমদ ম্যানশন, ৩য় তলা, এম.সাইফুর রহমান রোড, চৌমুহনা, মৌলভীবাজার এ সমিতির অর্থায়নে বিলিয়ার্ড সেন্টার স্থাপন করা হয়। উক্ত বিলিয়ার্ড সেন্টারে বিনোদন পিপাসু লোকজন

নিয়মিতভাবে ভ্রমণ করে থাকেন। যার ফলে উক্ত বিলিয়ার্ড সেন্টার মৌলভীবাজার শহরে অন্যতম বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ করা হয় ৫,৯৯,৫৬৬ টাকা।

মৎস্যচাষ প্রকল্প

মৌলভীবাজার শহরে অদূরে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক স্থাপিত মনু ব্যারেজ এলাকায় অর্থাৎ রায়শ্রী,ধনাশ্রী ও মাতারকাপন মৌজায় ও তৎসংলগ্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধের পাশে মোট ৪৩ একর জায়গার মধ্যে ৩৬ একর জায়গায় মৎস্যচাষ প্রকল্প রয়েছে। ৭ একর জায়গায় কৃষিজমি রয়েছে। জলাশয় ও কৃষিজমি নিবাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড,মৌলভীবাজার এর স্মারক নং : এল-২/৭৬৫, তারিখ :২৪/০২/২০১৫ খ্রি. মূলে ড্রীমস্ আনলিমিটেড বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর কর্তৃপক্ষের নিকট ইজারা প্রদান করা হয়। ইজারা গ্রহণকৃত বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষসহ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খাঁচায় মৎষ্যচাষ করা হচ্ছে। যার ফলে উক্ত সমবায় সমিতিটি স্থানীয়ভাবে মাছের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। উক্ত প্রকল্পে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ করা হয় ৯,৯২,০১০ টাকা।

স্পীড বোট প্রকল্প

সমিতি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিজ গ্রহণকৃত ফিসারিতে স্পীড বোট প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বর্তমানে ২টি স্পীড বোট, ১টি ইঞ্জিন চালিত বোট,১টি পেডেল বোট রয়েছে। বিনোদন পিপাসু লোকজন সমিতি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত স্পীড বোট, ইঞ্জিন চালিত বোট, ১টি পেডেল বোটে ভ্রমণ করে আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। যা স্থানীয় লোকজনের মধ্যে সমাদৃত ও প্রশংসনীয় হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ করা হয় ৫,৮২,৩১২ টাকা।

রিসোর্ট প্রকল্প

মৌলভীবাজার জেলা শহরে অদূরে ধনাশ্রী এলাকায় ফিসারী প্রকল্প সংলগ্ন সমিতির নিজস্ব জমিতে রিসোর্ট প্রকল্প রয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি রাঙ্গাউটি রিসোর্ট প্রকল্প নামে সুপরিচিত। উক্ত প্রকল্পটি স্থানীয়ভাবে সমাদৃত। দেশি-বিদেশি পর্যটকগণ সহ বিনোদন পিপাসু লোকজনের থাকার জন্য বর্তমানে ১৪টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ রয়েছে। তার মধ্যে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভাসমান কক্ষ রয়েছে। দেশি বিদেশি পর্যটকগণ উক্ত সমবায় সমিতির বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে





থাকেন। উক্ত প্রকল্পে অবকাঠামো খাতে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ করা হয় ২,৩৩,২৮,৭৩০ টাকা এবং রিসোর্টের জমির মূল্য বাবদ বিনিয়োগ করা হয় ৫,৮১,০০০ টাকা।

পার্কে বিনিয়োগ

রাঙ্গাউটি রিসোর্ট প্রকল্প এর দক্ষিণ পাশে স্থানীয় জনগণের বিনোদনের জন্য সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে দর্শনীয় পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি পর্যটকগণ সহ স্থানীয় বিনোদন পিপাসু লোকজন প্রতিদিন নির্ধারিত প্রবেশ মূল্য পরিশোধ করে আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। উক্ত প্রকল্পে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ করা হয় ৩,৭৮,৪৬৬ টাকা।

কেন্টিন প্রকল্প

রাঙ্গাউটি রিসোর্ট এ সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে একটি আকর্ষণীয় কেন্টিন স্থাপন করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি পর্যটকগণ সহ স্থানীয় বিনোদন পিপাসু লোকজনের খাবারের সুব্যবস্থা রয়েছে। উক্ত প্রকল্পে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ করা হয় ৩,১৯,৬১৭ টাকা।

সুইমিংপুল প্রকল্প

সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে রাঙ্গাউটি রিসোর্ট ও পার্ক সংলগ্ন একটি আকর্ষণীয় সুইমিংপুল স্থাপন করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি পর্যটকগণ সহ স্থানীয় বিনোদন পিপাসু লোকজন এর মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। উক্ত প্রকল্পে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ করা হয় ২,৯১,১১৫ টাকা।

বৃক্ষরোপণ প্রকল্প

রাঙ্গাউটি রিসোর্ট ও পার্ক সংলগ্ন অব্যবহৃত জায়গায় সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। যার ফলে প্রকল্প এলাকায় সবুজায়ন নিশ্চিত হয়েছে।উক্ত প্রকল্পে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ করা হয় ৮৫,৭৬৬ টাকা।





পরিচালনা পর্ষদ

সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি বিগত ৩০/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে নির্বাচিত হয়ে ৩১/০১/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রথম সভা আহ্বান করে দায়িত্ব গ্রহণ পূর্বক সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

বিগত বছরগুলোর কর্মকাণ্ডের বর্ণনা

সমিতির নিজস্ব মূলধন বিনিয়োগ পূর্বক ইজারা গ্রহণকৃত বদ্ধ জলাশয় এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে খাঁচায় মৎস্যচাষ করে মৎস্য উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সরকার ঘোষিত সামাজিক কার্যক্রম সমূহ বিশেষ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কমর্সূচী,সমিতির সদস্যভুক্ত পরিবারের সকল সদস্যসহ স্থানীয় জনগণের সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিত কল্পে বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সু-রক্ষা এবং এইচ.ভি এইডস্ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। তাছাড়া সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, বাল্যবিবাহ রোধ এবং যৌতুক প্রথা রোধে সমিতির সদস্যগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

কর্মকর্তা-কর্মচারী সংক্রান্ত তথ্য

সমিতির নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগ পূর্বক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পে মোট ৩৬ জন সদস্য বহির্ভূত কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া পরোক্ষভাবে আরোও ৩০ জন কর্মচারী বিভিন্ন সময়ে উক্ত সমবায় সমিতির বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। যার ফলে উক্ত সমবায় সমিতিটি বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।উল্লেখ্য যে, কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাব জনিত কারণে পর্যটকগণের আগমন সীমিত থাকার কারণে সমিতির আয় কমে যাওয়ায় কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাময়িকভাবে চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। তবে সমিতি কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় তাদের কর্মক্ষেত্রে যোগদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।



নিবন্ধন নং :
তারিখ : ০২/১২/২০০২
সদস্য সংখ্যা : ২,২৯২ জন
শেয়ার মূলধন : ৬২,৪১,৯৪৪ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৩,৭৯,৯৩,০০৭ টাকা।

সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

উপজেলা : শ্রীমঙ্গল
জেলা : মৌলভীবাজার

সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলাধীন সেন্ট যোসেফ চার্চের কর্মক্ষেত্রের অধীনে সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ অবস্থিত। এ চার্চের অধীনে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার অধীন মোট ৭২টি গ্রাম, চা বাগান ও খাসিয়া পুঞ্জীতে বসবাসরত প্রায় ১২,০০০ হাজার খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বসবাস। সেন্ট যোসেফ চার্চের ফাদারগণ ধর্মপল্লির ফাদার, সিস্টার, শিক্ষকগণ, বাগানের মাতব্বরগণ, খাসিয়া পুঞ্জীর রাংবাবালাং (ধর্ম পরিচালক) ও কয়েকজন যুবাদের নিয়ে ২ ডিসম্বর ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে একটি সভা আহ্বান করেন। সভার উদ্দেশ্য ছিল একটি ক্রেডিট ইউনিয়ন সমবায় সমিতি গঠন করা এবং সকলের সম্মতিতে ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ক্যাথলিক মিশনের ছোট একটি কক্ষ অফিসঘর হিসেবে ব্যবহার করে সমিতির কার্যক্রম শুরু করা হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন সহকারী পাল-পুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার লিটন এইচ গমেজ, সিএসসি (বর্তমানে ড. ফাদার লিটন এইচ. গমেজ, সিএসসি,প্রভাষক,নটর ডেম কলেজ) ও তৎকালীন সেন্ট মার্থাস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মনিকা গমেজ, আরনেডিএম। তাদের পর্যবেক্ষণ,গবেষণা,জরিপ ও সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে হাঁটি হাঁটি পা পা করে সমবায় সমিতিটি গড়ে উঠে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

ক্রেডিট ইউনিয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে এই ক্রেডিট ইউনিয়নে ১২ জন কর্মী নিষ্ঠা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বর্তমানে এই সমিতির সদস্য সংখ্যা ২,২৯২ জন এবং মোট মূলধনের পরিমাণ ১৩,৮৫,৪২,২১৩ টাকা। সদস্যদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হওয়ায় তাদের সঞ্চয় আমানত ও শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা ঋণ গ্রহণ করে উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করে আর্থিকভাবে দৃষ্টান্তমূলকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। শ্রীমঙ্গল উপজেলায় খ্রিস্টধর্মাবলম্বী বিভিন্ন গোত্রের ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর বসবাস। যেমন-খাসিয়া, গারো, উড়াও, খাড়িয়া, সাওতাঁল, কন্দ, মুন্ডা, অ্যাংলো ইত্যাদি। পূর্বে তাদের সঞ্চয়ী মনোভাব ছিল না এবং তারা ব্যাংকেও সঞ্চয় জমা দিতে আগ্রহী ছিল না এবং যারা চা বাগানবাসী তাদের দৈনিক মজুরি ছিল মাত্র ২৮ টাকা। এ টাকা পরিবারের সংসার চালানোর পর সঞ্চয় করা ছিল খুবই কষ্টকর। তাই তাদের বাড়িতে গিয়ে গিয়ে ও উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়, মিতব্যয়িতার মাধ্যমে সঞ্চয় করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়। আস্তে আস্তে অল্প অল্প টাকা সঞ্চয় করার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। খাসিয়া জনগোষ্ঠী পান চাষ করা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। বছরে তিন মাস তারা পান তুলে না ঐ সময় তারা পান গাছ পরিচর্যা করে তখন তাদের সার কিনতে হয়, সাফাই কাজের জন্য শ্রমিক নিতে হয়, তখন অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। পূর্বে তারা মহাজনের কাছ চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করে দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। বর্তমানে



তারা সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন হতে ঋণ নিয়ে স্বল্প সুদ দিয়ে কাজ করছে। ফলে তারা আর্থিকভাবে খুবই উপকৃত হচ্ছে। অনেকে আছে ঋণ নিয়ে জুম ক্রয় করে পান চাষ করছেন। চা বাগানের অনেক বেকার যুবক ঋণ নিয়ে মুদি দোকান, সিএনজি ক্রয়, পাওয়ারটিলার,ধানমাড়াই কল,সবজি চাষ, পশুপালন করে দিনদিন আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা এবং সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩ অনুসরণে পরিচালিত হয়ে আসছে। সঞ্চয় করে উৎপাদনমূলক কাজের জন্য ঋণ নিয়ে যখন কয়েকজন সদস্য আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকে, তখন দেখে অন্যরাও উৎসাহিত হয়েছে। সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ২৬/০৬/২০১১ খ্রি. তারিখে মৌলভীবাজার জেলা সমবায় কার্যালয় হতে নিবন্ধন লাভ করে। যার নিবন্ধিত নং : ৬৮ (সংশোধিত ৪৪০, তারিখ :২৫/০৫/২০০১৫ খ্রি.)। সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয় "দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ" (কাল্‌ব) এর সদস্য। যার সদস্য নং : ৪৭৮। ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যালয়টি শ্রীমঙ্গল কাথলিক চার্চে ভিতরেই অবস্থিত।

কার্যক্রমের বর্ণনা

শিক্ষা তহবিল : সমবায় বিধিমালা অনুযায়ী অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ প্রতি বছর শিক্ষা তহবিলে প্রকৃত লাভের ০৫% জমা রাখে। এ শিক্ষা তহবিল হতে সদস্যদের জন্য সমবায় সমিতি বিষয়ক শিক্ষা সেমিনার এর আয়োজন করা হয়।

বিল্ডিং তহবিল : ভবিষ্যৎ অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নিজস্ব বিল্ডিং তৈরির জন্য সমিতি বিল্ডিং তহবিলে প্রকৃত লাভের ০৪% জমা রাখে।

হাউজিং প্রকল্প : সদস্যরা ছিল ভূমিহীন শ্রমিক। সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সদস্যরা বিভিন্ন চা বাগান ও পুঞ্জীতে বসবাস করে। যাদের প্রায় সকলেরই নিজস্ব কোনো ভূমি নেই। তাই অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ হাউজিং প্রকল্প চালু করে নিষ্কণ্টক জমি ক্রয় করে। এবং তা মাটি ভরাট করে সরক্ষিত করে সদস্যদের বরাদ্দ করেন। সদস্যগণ জমির মূল্য কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করে যাচ্ছেন। কিস্তি পরিশোধ করা শেষ হলে তাদেরকে রেজিস্ট্রি করে দেয়া হবে। বর্তমানে সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ২টি হাউজিং প্রকল্প আছে। সাইটুলা মৌজায় ৪৬৮ শতক এবং ইছবপুর মৌজায় ৯৫.২৫ শতক।

দক্ষতা শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ : সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ সদস্য, বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ ও স্টাফদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সরকারের বিভিন্ন শিক্ষা সেমিনার প্রশিক্ষণে এবং বাংলাদেশ ক্রেডিট ইউনিয়নের শীর্ষ সংগঠন কাল্‌ব এর বিভিন্ন প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়।

সদস্যদের শিক্ষণ প্রশিক্ষণ ক্রেডিট ইউনিয়ের আরম্ভ থেকেই মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি বছর এসএসসি উত্তর ছাত্রছাত্রীদের জন্য "আর্থিক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা" এই মূলভাবের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যাতে করে তাদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে ওঠে। ভবিষ্যতে তাদের কর্মজীবনে যেন তারা সমবায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে।

বার্ষিক সাধারণ সভা : সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ প্রতি বছর আর্থিক বছর শেষে সমবায় বিধিমালা অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করে। এতে সাধারণ সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। কোরাম গঠন হওয়ার পর সেক্রেটারির বিনীত অনুরোধে এবং চেয়ারম্যানের অনুমোদনে সভা আরম্ভ হয়। উক্ত সভায় অতিথি হিসেবে জেলা, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন। সভায় সকল হিসাব-নিকাশ ও বাজেট পেশ করা হয়। সদস্যরা তাদের প্রশ্ন বা মতামত তুলে ধরেন।

বিশেষ সাধারণ সভা : সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ সমবায় বিধিমালা এবং অত্র সমিতির উপআইন অনুযায়ী প্রতি ৩ বছর অন্তর অন্তর যথানিয়মে প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সাধারণ সভার আয়োজন করে। যাতে জেলা সমবায় কর্তৃক নিয়োজিত নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে সাধারণ সদস্যরা তাদের যোগ্য প্রার্থীকে ভোট প্রদানের মাধ্যমে নতুন বোর্ড নির্বাচিত করতে পারে।

পরিচালনা পর্ষদ : সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী ও সমিতির উপ-আইন অনুসারে প্রতি ৩ বছর অন্তর বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনের মাধ্যমে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন। চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি, ট্রেজারার ও ৫ জন ডিরেক্টর। প্রতি মাসে বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ মাসিক বোর্ড সভা করেন। বোর্ড সভায় ডিরেক্টরগণ বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়ে অফিস কর্মীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেন এবং প্রতি সভায় ঋণ অনুমোদন, সদস্য ভর্তি অনুমোদন এবং অফিস কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও বিগত মাসের হিসাব-নিকাশ নেয়া হয়।

মাসিক বোর্ড সভা : সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে একবার করে সভা বসে। সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়, এবং তা সংশোধন,গ্রহণ ও পর্যালোচনা করা হয়। প্রতি মাসের হিসাব অফিস ম্যানেজার হতে বুঝে নেয়া হয়।

পর্যবেক্ষণ কমিটির সভা : অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর আর্থিক লেনদেন স্বচ্ছতার জন্য পরিচালনা পরিষদ ৩ সদস্য বিশিষ্ট পর্যবেক্ষণ কমিটি নিয়োগ দিয়ে থাকেন। প্রতি মাসে পর্যবেক্ষণ কমিটি প্রতিষ্ঠানের রসিদ, কালেকশনসীট, খরচের ভাউচার, ব্যাংক জমা-উত্তোলন,ঋণ ফর্ম,ক্যাশ খাতা,সাধারণ খতিয়ান, ব্যক্তিগত খতিয়ানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে থাকে এবং পরিচালনা পরিষদের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। প্রতি মাসে পর্যবেক্ষণ কমিটির সভা রেজুলেশনে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে।

ঋণদান কমিটির সভা : অত্র ক্রেডিট

ইউনিয়ন লিঃ এর সদস্যদের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিচালনা পরিষদ ৩ সদস্য বিশিষ্ট ঋণদান কমিটি নিয়োগ দিয়ে থাকেন। প্রতি মাসে ১০ তারিখ ও ২৫ তারিখ ২ বার ঋণদান কমিটি মিটিং করে সদস্যদের ঋণ আবেদন পত্র ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করে ঋণ অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন। ঋণদান কমিটির সুপারিশ এর পর বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর চেয়ারম্যান ঋণ অনুমোদন করেন। পরিচালনা পরিষদের কাছে প্রতি মাসে তাদের রিপোর্ট পেশ করে এবং ঋণদান কমিটির সভা রেজুলেশনে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে।

অডিট কার্যক্রম: প্রতি বছর সরকার অনুমোদিত দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্‌ব) কর্তৃক বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পাদিত হয়ে থাকে। অডিট রিপোর্ট প্রতি বছর জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়। এবং প্রতি ত্রৈমাসিক ক্রেডিট ইউনিয়নের হিসাব জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে দাখিল করা হয়ে থাকে।

দক্ষ কর্মী দ্বারা অফিস পরিচালনা : সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কর্মী নিয়োগ দিয়ে থাকে। ফলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বার্থে কর্মীদের শিক্ষা সেমিনার বা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে মোট ১১ জন দক্ষ কর্মী অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নে কর্মরত আছেন। পদগুলো হলো-ম্যানেজার, একাউন্টস্ অফিসার, অফিসার, ক্যাশ অফিসার, জুনিয়র অফিসার, অফিস পিয়ন ও গার্ড।

ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার

জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এবং সদস্যদের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ম্যানুয়াল হিসাব সংরক্ষণের পাশাপাশি সফটওয়্যার বেইজ হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে। এতে করে সদস্যরা তাদের জমাকৃত অর্থ মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে জানতে পারে। এবং সদস্যদের হিসাব স্ট্যাটমেন্টের মাধ্যমে দেয়া যায়।

বিগত বছরগুলোর কর্মকাণ্ডের বর্ণনা

ক্রেডিট ইউনিয়নটি খ্রিষ্টান সমাজের নিকট,আদিবাসী সমাজের নিকট,পিছিয়ে থাকা সমাজের নিকট একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। অনেক ক্রেডিট ইউনিয়ন পরিচালনা পর্ষদ এখানে আসে এক্সপোজার করতে। এখানকার আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকে শ্রমিকদের উন্নয়নে ক্রেডিট



ইউনিয়নের সফলতা ও কৌশল অনেক ক্রেডিট ইউনিয়নরে নিকট অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে।

সমবায় দিবস উদযাপন: সমবায় আন্দোলন জোরদারের লক্ষ্যে সারা দেশের সমবায়ীদের সাথে একাত্ম হয়ে প্রতি বছর সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ শ্রীমঙ্গল উপজেলায় জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন করে থাকে।

২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ হাঁটি হাঁটি পা পা করে শৈশব কাল পেরিয়ে এখন কৈশোরে পা দিয়েছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে আজ অনেক সদস্য আর্থিকভাবে সাবলম্বি হয়েছে। সমবায়ের শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। আজকের শিশুরা যে আগামী দিনে ভবিষ্যৎ তা তারা উপলব্ধি করছে, এবং তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন। পূর্বে ছেলেমেয়েদের জন্য সঞ্চয় করতে উৎসাহিত ছিল না। এখন তারা ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাদের নামে সঞ্চয় করছে। পূর্বে সদস্যরা যা আয় করত তাই খরচ করে ফেলত কিন্তু এখন মিতব্যয়িতার ফলে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে উঠেছে। সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ একটি সমবায়ী প্রতিষ্ঠান। "সমবায়ই শক্তি,সমবায়ই মুক্তি ও সমবায়ই সমৃদ্ধি"। সমবায় হচ্ছে আর্থসামাজিক উন্নয়নে সম্মিলিত একটি আন্দোলন।

সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ তার সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন উৎপাদনমূলক ঋণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: পশুপালন, গাড়ি ক্রয়, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস চাষ, লেবু বাগান, গৃহনির্মাণ, পানি পাম্প,পাওয়ারটিলার,ধান ভাঙানো কল,জমি বা জুম পরিচর্যা, জুম বা জমি ক্রয়, উচ্চশিক্ষা বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করা হয়। সাধারণ ঋণ-১০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ টাকা, প্রকল্প ঋণ-১,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত বিশেষ ঋণ-৫,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ও হাউজিং ঋণ জমির মূল্য অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা হয়। ৩০ জুন ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সদস্যদের কাছে পাওনা ঋণের মোট পরিমাণ ৮,২৫,৩৬,৪১৭ টাকা।

কেস স্টাডি

ক্রেডিটের ঋণে ভাগ্য পরিবর্তন সিএনজির চাকায়

হেমারসন চিছাম (৪০) হরিণছড়া চা বাগানের স্থায়ী বাসিন্দা। সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের একজন নিয়মিত সদস্য। সদস্য হিসাব নং: ৪০৪। ১৩/০৩/২০১০ তারিকে অত্র ইউনিয়ন হতে ৩,৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করার পর তিনি তা নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করেন। এরপর আবারও পরপর ২ বার ঋণ গ্রহণ করে পরিবারের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করেন। হেমারসন চিছাম সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নিকট খুবই কৃতজ্ঞ। হেমারসন চিছাম এর অনুপ্রেরণায় হরিণছড়া সিএনজি চালান এবং ক্রেডিট ইউনিয়নের ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করে যাচ্ছেন। আমরা তাদের উন্নতি কামনা করছি।

সঠিক কাজে ঋণ বিনিয়োগ সন্তানদের পড়াশুনায় সহায়তা দেয়

বিমল মূ (৫২) হরিণছড়া গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। সদস্য হিসাব নং: ১০৪। সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন হতে তার নামে ও তার স্ত্রীর নামে মোট ৭০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ২টি গরু ও ৫টি



শুকর কিনেছেন। তিনি জানান পশুপালনের মাধ্যমে তিনি পারিবারিকভাবে খুবই উপকৃত হয়েছেন। কারণ এর পূর্বে শুকর বিক্রয় করে তার সন্তানদের পড়াশুনার খরচ বহন করতে পেরেছেন এবং যে ২টি গরু আছে এটাও ভবিষ্যৎ বিক্রয় করে লাভবান হতে পারবেন বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নিকট খুবই কৃতজ্ঞ এবং ঋণ নিয়ে সে তার খামারকে আরো বড় করতে পারেন সেটাই তার প্রত্যাশা। ক্ষুদ্র উদ্যোগ যেন বৃহৎ কোনো খামারির জন্ম দিতে পারেন এমনটা আমাদের আশা।

সেলাই মেশিনে স্বাবলম্বনের স্বপ্ন দেখি

বেলী বোনার্জী (২৮) (স্বামী বিপুল বোনার্জী) হরিণছড়া গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। সদস্য হিসাব নং: ১১৯১। তিনি সেলাই কাজে খুবই পারদর্শী, কিন্তু তার নিজের সেলাই মেশিন ছিল না। ক্রেডিট ইউনিয়ন হতে তিনি ৫/২/২০১৯ তারিখে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ২টি সেলাই মেশিন ক্রয় করে নিজ বাড়িতেই কাপরের ছোট ব্যবসা শুরু করেন। এখন তিনি নিয়মিত কাজের অর্ডাও পাচ্ছেন এবং পরিশ্রম দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। বর্তমানে বেলী বোনার্জীর পরিবার আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। বর্তমান ঋণ পরিশোধ করার পর বেলী বোনার্জীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আরো বড় ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সেলাই দোকানটাকে আরো বড় করবেন এবং তার সেলাই সেন্টারে আরো অনেক জন মহিলার কর্মসংস্থান হবে বলে তার প্রত্যাশা।

ডেকোরেটার্স ও সাউন্ড সিস্টেম আয়ের চাকা

রুবেন ইক্কা (৬২) তেলিয়াপাড়া চা বাগানের স্থায়ী বাসিন্দা। তার হিসাব নং: ১১৫৫। তার বড় ছেলে পড়াশুনার পাশাপাশি চাকরি করেন এবং ছোট ছেলের জন্য ক্রেডিট ইউনিয়ন হতে মোট ৩,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে সাউন্ড সিস্টেম ও ডেকোরেটার্স সামগ্রী ক্রয় করে ব্যবসা শুরু করেন। পূর্বে বাগানবাসীগণ মাধবপুর হতে সাউন্ড সিস্টেম ও ডেকোরেটার্স সামগ্রী ভাড়া করে আনত এবং ভাড়ার পরিমাণও বেশি লাগত,কিন্তু এখন নিজ বাগানে থাকায় কেউ বাইরে থেকে ভাড়া করে না এবং আর্থিকভাবে কমে পাওয়া বাগানের ধর্মীয়,সামাজিক, পারিবারিক কারণে তার নিকট হতে সাউন্ড সিস্টেম ও ডেকোরেটার্স সামগ্রী ভাড়া করছেন। প্রায় সময় বাগানে কোনো না কোনো অনুষ্ঠান থাকায়,ডেকোরেটার্স ব্যবসায় আর্থিকভাবে তিনি লাভবান হচ্ছেন এবং এখন কিস্তি চালাতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। ভবিষ্যৎ ডেকোরেটার্স ব্যবসাটা আরো বড় করার পরিকল্পনা রয়েছে।

মুদি দোকানে অবলম্বন সৃষ্টি

ফ্রান্সিস নানোয়ার (৬০) বর্মাছড়া খ্রিষ্টান পাড়ার একজন স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি পূর্বে শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লির আওতায় ক্যাটেখ্রিষ্ট মাষ্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ক্যাটেখ্রিষ্ট হতে অবসর জীবনে আছেন। ক্রেডিট ইউনিয়নে তার সদস্য নং: ৩৩৩। তিনি তার ছেলেদেও সহযোগিতায় ও পারিবারিক মতামতের ভিত্তিতে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন হতে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে, নিজ গ্রামে মুদির দোকান দিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে এই ক্ষুদ্র ব্যবসা বেশ ভালোই চলছে। পূর্বে পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যে অর্থ ব্যয় হতো সেটা এখন এই মুদি দোকান থেকে নির্বাহ করতে পারছেন। এতে করে পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে এসেছে এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ভবিষ্যৎ তার ব্যবসা আরো বড় হোক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের যেন ভালো সেবা দিয়ে যেতে পারেন এটাই তার প্রত্যাশা।

কীভাবে সফল হলো

বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন: ৪৮ তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে সঞ্চয় ঋণদান/ক্রেডিট সমবায় ক্যাটাগরিতে বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার অর্জন করে। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অত্র সমিতিকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। ক্রেডিট ইউনিয়নটি খ্রিষ্টান সমাজের নিকট,আদিবাসী সমাজের নিকট,পিছিয়ে থাকা সমাজের নিকট একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। অনেক ক্রেডিট ইউনিয়ন পরিচালনা পর্ষদ এখানে আসে এক্সপোজার করতে। এখানকার আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকে শ্রমিকদের উন্নয়নে ক্রেডিট ইউনিয়নের সফলতা ও কৌশল অনেক ক্রেডিট ইউনিয়নের নিকট অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে।



ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড, ক্যাথলিক মিশন, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার এর নামে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক ও স্ট্যান্ডার্ডস ব্যাংক, শ্রীমঙ্গল শাখায় নিম্নলিখিত সঞ্চয় আমানত জমা রয়েছে।

শেয়ার মূলধন : প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ২৫,০০,০০,০০০ টাকা প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের মোট ২,৫০,০০,০০০টি শেয়ারে বিভক্ত। ৩০ জুন ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট শেয়ার ক্রয়ের পরিমাণ ৬২,৪১,৯৪৪ টাকা। দিনদিন সদস্যদের মধ্যে শেয়ার ক্রয়ের মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্থায়ী সঞ্চয় : ৩০ জুন ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মোট স্থায়ী সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩,৭৯,৯৩,০০৭ টাকা।

অন্যান্য সঞ্চয় : প্রতিষ্ঠানের মূলধন সৃষ্টি এবং সদস্যদের মাঝে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সঞ্চয় আমানত হিসাব খোলা হয়। অন্যান্য সঞ্চয়সমূহ হলো :

সাধারণ সঞ্চয় : সঞ্চয়ধারী সদস্যগণ যেকোনো পরিমাণে সঞ্চয় জমা রাখে,যখন প্রয়োজন তখন চেকের মাধ্যমে যেকোনো সময় উত্তোলন করে তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন।

হাউজিং সঞ্চয় : শ্রীমঙ্গল এলাকার আদিবাসী খ্রিস্টভক্তগণ বেশির ভাগই ভূমিহীন তাই তারা ভবিষতে নিজস্ব ভূমি ক্রয় করার জন্য হাউজিং সঞ্চয় করে থাকেন।

শিশুদের জন্য শিশু-কিশোর স্কীম : শিশুরা প্রতিমাসে ৫০, ১০০, ২০০, ৩০০ ও ৫০০ টাকা পর্যন্ত ৫ ও ১০ বছর মেয়াদি সঞ্চয় করছেন।

সদস্য স্থায়ী আমানত : সদস্যদের সুবিধার্থে ১০,০০০ থেকে যেকোনো পরিমাণের টাকা স্থায়ী আমানত হিসেবে রাখতে পারেন। মেয়াদ ১/৩/৫ বছর।

ডিপোজিট পেনশন স্কীম

সদস্যদের সুবিধার্থে আরো একটি প্রোডাক্ট এসজেডিপিএস নামে প্রতিমাসে জমা দিতে পারেন। ৫ ও ১০ বছর মেয়াদি।

উৎসব সঞ্চয় : সদস্যদের সুবিধার্থে উৎসব সঞ্চয় নামে আরো একটি সঞ্চয় আছে। এ সঞ্চয় জমা করে তারা বড়দিন, ইষ্টার সানডে,বিবাহ উৎসব,জন্ম উৎসব ইত্যাদি পালন করার জন্য উত্তোলন করে থাকেন। ৩০ জুন ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত অন্যান্য সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ ৮,৪১,৮৪,৬৩২ টাকা।

ঋণসংক্রান্ত

সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ তার সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন উৎপাদনমূলক ঋণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : পশুপালন, গাড়ি ক্রয়, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস চাষ, লেবু বাগান, গৃহনির্মাণ, পানি পাম্প,পাওয়ারটিলার,ধান ভাঙানো কল,জমি বা জুম পরিচর্যা, জুম বা জমি ক্রয়, উচ্চশিক্ষা বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করা হয়। সাধারণ ঋণ-১০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ টাকা, প্রকল্প ঋণ-১,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত বিশেষ ঋণ-৫,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ও হাউজিং ঋণ জমির মূল্য অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা হয়। ৩০ জুন ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত সদস্যদের কাছে পাওনা ঋণের মোট পরিমাণ ৮,২৫,৩৬,৪১৭ টাকা।

সংরক্ষিত তহবিল : সমবায় বিধিমালা অনুযায়ী অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ প্রতি বছর সংরক্ষিত তহবিলে প্রকৃত লাভের ১৫% জমা রাখে।

বিল্ডিং তহবিল : ভবিষ্যৎ অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নিজস্ব বিল্ডিং তৈরির জন্য সমিতি বিল্ডিং তহবিলে প্রকৃত লাভের ০৪% জমা রাখে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

শিক্ষা তহবিল : সমবায় বিধিমালা অনুযায়ী অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ প্রতি বছর শিক্ষা তহবিলে প্রকৃত লাভের ০৫% জমা রাখে। এ শিক্ষা তহবিল হতে সদস্যদের জন্য সমবায় সমিতি বিষয়ক শিক্ষা সেমিনার এর আয়োজন করা হয়।

হাউজিং প্রকল্প : সদস্যরা ছিল ভূমিহীন শ্রমিক। সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সদস্যরা বিভিন্ন চা বাগান ও পুঞ্জীতে বসবাস করে। যাদের প্রায় সকলেরই নিজস্ব কোনো ভূমি নেই। তাই অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ হাউজিং প্রকল্প চালু করে নিষ্কণ্টক জমি ক্রয় করে। এবং তা মাটি ভরাট করে সরক্ষিত করে সদস্যদের বরাদ্দ করেন। সদস্যগণ জমির মূল্য কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করে যাচ্ছেন। কিস্তি পরিশোধ করা শেষ হলে তাদেরকে রেজিস্ট্রি করে দেয়া হবে। বর্তমানে সেন্ট যোসেফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ২টি হাউজিং প্রকল্প আছে। সাইটুলা মৌজায় ৪৬৮ শতক এবং ইছবপুর মৌজায় ৯৫.২৫ শতক।

ত্রাণ বিতরণ : কোভিড-১৯ মহামারিতে অত্র সমিতির মোট ৪৫০ জন সদস্যদের মাঝে করোনা বিষয়ক শিক্ষা (স্বাস্থ বিধি মানা) ও ত্রাণ বিতরণ করা হয়। এতে গরিব সদস্যগণ খুবই উপকৃত হয়।



নিবন্ধন নং. ৫৫৭
তারিখ : ২৭/০১/২০০৪ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১,৩৬৬ জন
মূলধন : ২৫,২৭,৮৩৮ টাকা
শেয়ার, সঞ্চয় আমানত আদায় ও
সংরক্ষিত তহবিল : ৪৬,৩৪,১৩৩ টাকা
বিনিয়োগ : ৪৪,৬৬,৫০০ টাকা

বড়ছড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : শ্রীমঙ্গল
জেলা : মৌলভীবাজার

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে এককভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে উন্নয়ন করা ও দেশ-জাতির জন্য সামাজিক কল্যাণকর কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। এই মানসিকতা এবং "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" সমবায়ের এ আদর্শ ও নীতির ওপর ভিত্তি করে এবং 'সমবায় শক্তি,সমবায়ে মুক্তি" এই স্লোগানকে ধারণ করে এখন থেকে ১৬ বছর পূর্বে গঠিত হয় বড়ছড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ। বাংলাদেশে সমবায় সমিতির ইতিহাস বেশ পুরোনো। মৌলভীবাজার জেলাধীন শ্রীমঙ্গল উপজেলার শহরশ্রী বাজার এলাকায় ও বিভিন্ন ইউনিয়নে বসবাসরত শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের সমবায়ী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জেলা সমবায় কার্যালয়, মৌলভীবাজার হতে বিগত ২৭/০১/২০০৪ খ্রি. তারিখে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ নামে নিবন্ধন নং: ৫৫৭ মূলে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়ে এবং পরবর্তী সংশোধিত নিবন্ধন নং: ৬৭৪, তারিখ: ২৭/০৫/২০১৯ খ্রি. গ্রাম: শহরশ্রী বাজার, ডাকঘর: মির্জাপুর, উপজেলা: শ্রীমঙ্গল, জেলা: মৌলভীবাজার মূলে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়ে শ্রীমঙ্গল উপজেলায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

উদ্দেশ্য

সমিতির সদস্যদের নিকট হতে আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ও সঞ্চয় আমানত আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি-র আর্থিক সহায়তায় কালভার্ট ও স্লুইচগেইট নির্মাণ করে ভূ-উপরিভাগের পানি সরংক্ষণ করে কম খরচে আবাদি জমিতে সেচ প্রদান করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জলাশয়ে মাছ চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করাই সমিতির সদস্যদের মূল উদ্দেশ্য।

প্রাথমিক তথ্য

বর্তমানে অত্র সমিতিতে ১,৩৬৬ জন সদস্য রয়েছে। সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩), সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪, সমিতির উপ-আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন/ অনুসরণ করে আসছে। প্রতি বছর যথাসময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা ও নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা জাইকার অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য গঠিত প্রকল্পের আওতায় সমবায় অধিদপ্তর এর আওতাধীন জেলা সমবায় কার্যালয়, মৌলভীবাজার এ নিবন্ধিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে বড়ছড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ শ্রীমঙ্গল একটি অনন্য উদাহরণ। ২০১৮ সনে সমবায় সমিতিটি শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার অর্জন করে।



অর্থনৈতিক অবস্থা/দৃশ্যমান অবদান

বড়ছড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ ২৫,২৭,৮৩৮ টাকা, স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ-২,২০,১৯৭ টাকা, শেয়ার, সঞ্চয় আমানত আদায় ও সংরক্ষিত তহবিলসহ অন্যান্য তহবিলের পরিমাণ ৪৬,৩৪,১৩৩ টাকা। সরকার বা বিদেশি সংস্থা বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট হতে কোনো প্রকার ঋণ নাই। সদস্যদের মধ্যে বার্ষিক লভ্যাংশ বণ্টন ৪,৭৯,৫৭১ টাকা, অডিটসেস (ভ্যাটসহ) ১১,৫০০ টাকা, সমবায় উন্নয়ন তহবিল প্রদান-২৫,৮৪১ টাকা।

আইনকানুন প্রতিপালন পরিস্থিতি

সমবায় আইন বিধিমালা, উপ-আইন অনুযায়ী নিয়মিত অডিট সম্পাদন, বার্ষিক সাধারণ সভা, মাসিক সভা ও নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান ও বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ নির্দেশ প্রতিপালনে সচেষ্ট ও সক্রিয়।

বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠানসংক্রান্ত বিষয় নিয়মিত সকল সভা অনুষ্ঠান করে থাকে বার্ষিক সাধারণ সভা : ১টি মাসিক সভা-১২টি। নিয়মিত সঞ্চয় জমা, কর্জ পরিশোধ ও সর্বোচ্চ শেয়ার ক্রয়কারী সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্বাচনের তারিখ :২১/০৯/২০১৭ খ্রি.। অভ্যন্তরীণ ও বার্ষিক অডিট সম্পাদনের অবস্থা সমিতিতে অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি রয়েছে। সমিতির ২০১৮-২০১৯ খ্রি. সনের বার্ষিক অডিট সম্পাদনের তারিখ :২৪/০৯/২০১৮ খ্রি.।

উন্নয়ন/সম্প্রসারণ কার্যক্রম

ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে অসচ্ছল সদস্যদেরকে ঋণ বিতরণ করে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম যথা-গবাদি পশু ক্রয় ঋণ, মৌসুমি ধান বীজ ঋণ, সবজি চাষ ঋণ, পান বরজ মেরামত ঋণ, মৎস্যচাষ ঋণ, নার্সারি ঋণ, হাঁস-মুরগি খামার ঋণ, মুদি-দোকানি ঋণ, পানির মেশিন ঋণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্পসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মোট বিনিয়োগ ৪৪,৬৬,৫০০ টাকা, ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১৭৮ জন।

সেবামূলক উন্নয়ন কার্যক্রম

সমিতির কর্ম এলাকায় সদস্য ও অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানদের মেধাভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা বৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ, কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান, স্যানিটেশন সামগ্রী বিতরণ, শীতবস্ত্র বিতরণ, মসজিদ ও মন্দিরে সাহায্য প্রদান ইত্যাদি সহ মোট-৯৪,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। যৌতুকবিরোধী আন্দোলন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন।

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সমিতিটি বাণিজ্যিকভাবে পরিবহন কৃষিকাজে পানিবণ্টন, কৃষিঋণ ও সিএনজি চালিত অটোরিক্সা সদস্যদের মধ্যে বিতরণের মাধ্যমে গাভি পালন প্রকল্প, সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ, সবজি চাষ প্রকল্পে, পোল্ট্রি ফার্ম প্রকল্পে সদস্যদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে লাভজনক বাণিজ্যিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সমিতির মূলধনের ১০০ ভাগই সদস্যদের নিজস্ব মূলধন।

হিসাব সংরক্ষণ

সমিতির সকল হিসাবপত্র যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়। সদস্যদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিশ্বের সমবায় আন্দোলনের কর্মকাণ্ড সকল সদস্যদের নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। সমিতির কার্যক্রম সামাজিক মাধ্যমে ফেইসবুক আপলোড করা হয়।

কর্মসংস্থান

কর্মসংস্থানের সৃষ্টি : সিএনজি চালিত অটো রিক্সা প্রকল্প খাতে-১১ জন, গবাদি পশু ক্রয় খাতে ৫ জন, মৌসুমি ধান বীজ খাতে ৪০ জন, সবজি চাষ খাতে ২৮ জন, পান বরজ খাতে ৯ জন, মৎস্যচাষ খাতে ১২ জন, নার্সারী খাতে ১৫ জন, হাঁস-মুরগি খামার খাতে ১৬ জন, মুদিদোকানি খাতে ১৮ জন, পানির মেশিন খাতে ৯ জন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে ১৫ জন। দর্জি বিষয়ক খাতে ২০ জন সহ মোট ১৯৮ জন সদস্যের সরাসরি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের পারিবারিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্র সমিতিতে ২



জন কর্মচারী সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। সমিতির কর্মচারীদের জন্য নিজস্ব চাকরি বিধি রয়েছে বিধায় কর্মচারী নিয়োগে স্বচ্ছতা রয়েছে। তাছাড়া অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সমিতি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দোকান প্রতিষ্ঠা ও কৃষি আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়করে সদস্যদের নিকট ভাড়া প্রদান সহ পরিবহন,জলবায়ু পরিবর্তনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, মৎস্য প্রকল্প, লাভজনক কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড

সমিতির কর্ম এলাকার মধ্যে পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতীয় অর্থনীতিতে সহায়ক অংশগ্রহণ সহ সমিতিতে সদস্যদেরকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্যানিটেশন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, যৌতুকবিরোধী আন্দোলন, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন ও ব্যক্তিজীবনে স্বাবলম্বী হওয়ার দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

সমবায় আন্দোলনকে বেগবান বা গতিশীল

জাতীয় সমবায় দিবস, সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতির প্রতিটি নেতৃত্ব বিকাশে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দূরীকরণে সমবায়ভিত্তিক আন্দোলন গতিশীল রয়েছে।

প্রচার ও প্রকাশনা

সদস্যদের ব্যাপক ও আনন্দঘন উপস্থিতির মাধ্যমে সমিতি তার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করে থাকে। বার্ষিক সাধারণ সভায় লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে সমিতির স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সামাজিক দায়িত্ব বোধ সম্পর্কে অবগত করে থাকে। মাসিক সভায় সদস্যদেরকে সমবায় বিষয়ক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সমিতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড জাতীয়,স্থানীয় পত্রিকায় ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেইসবুক এ প্রচার ও প্রকাশ করা হয়।

সামাজিক কার্যক্রম

সমিতিটি শীতার্তদের মধ্যে ত্রাণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ, সমিতির কর্ম এলাকার যুবকদের সুস্থ বিনোদনমূলক খেলাধুলার আয়োজন করে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। এছাড়া সমিতির মাধ্যমে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজন করে সমিতির সদস্য ও এলাকাবাসীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মসজিদ মন্দিরে সাহায্য করে থাকে।

উপসংহার

সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বে যুব/বিশেষ শ্রেণি/তাঁতিসহ জাতীয় সমবায় পুরস্কার -২০১৮ অর্জন করে সীমিত পরিসরে হলেও বড়ছড়া পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া সমিতির নিজস্ব মূলধনের পরিকল্পিত ব্যবহার ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড প্রসারিত করে সমিতিটি ইতোমধ্যেই সফলতা লাভ করেছে। সাফল্যের এ ধারা ক্রমাগত অব্যাহত রেখে "টেকসই উন্নয়নে সমবায়" আদর্শ পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি হিসেবে সমিতির কর্ম এলাকায় বসবাসরত সদস্যগণের পাশাপাশি দেশ ও জাতির আর্থসামাজিক উন্নয়নে আগামী দিনে আরো ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে সকলের বিশ্বাস।



নিবন্ধন নম্বর ০৬৭/১৩ (সুনাম)
তারিখ : ০৫/৬/২০১৩ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৯৪ জন
শেয়ার মূলধন : ৫০,৬৯,২৭০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১৮,২৩,৫৬২ টাকা।
সম্পদ : ৯৪.৩০ শতাংশ জমি

এসসিবিআরএমপি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুফলভোগী কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : সুনামগঞ্জ সদর
জেলা : সুনামগঞ্জ

মরমি কবি হাছন রাজা, লোককবি রাধারমন দত্ত, বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম ও জ্ঞানের দুর্বিণ শাহ এর স্মৃতিধন্য সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার অন্তর্গত সুনামগঞ্জ পৌরসভাধীন সুরমা নদীর তীরবর্তী মল্লিকপুর গ্রামে অবস্থিত এসসিবিআরএমপি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুফলভোগী কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ। যার নিবন্ধন নম্বর ০৬৭/১৩ (সুনাম), তারিখ : ০৫/৬/২০১৩ খ্রি. সংশোধিত নিবন্ধন নম্বর-০৬৭/১৩(সুনাম)/০১/১৪(সুনাম), তারিখ : ০৮/৫/২০১৪ খ্রি.। স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিইডি) কতিপয় উদ্যমী, স্বপ্নবিলাসী, কর্মঠ ও প্রগতিশীল ধ্যানধারণা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্ব-উদ্যোগী প্রয়াস ও আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ সমিতির সভ্য নির্বাচনি এলাকার প্রেক্ষাপট এবং বসবাসকারীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত হয় এই সফল সমবায় সমিতি। ইতোমধ্যে সমিতিটি বিভিন্ন লাভজনক ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের উজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করেছে। সমিতিটি এর কার্যক্রমের সফলতা হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৯ এ বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে মনোনীত হয়েছে। সমিতিটি বিভিন্ন বাস্তবমুখী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে সফলতার মুখ দেখেছে এবং এভাবেই সমিতিটি একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এগিয়ে যাচ্ছে।

সদস্য সংখ্যা

সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৯৪ জন। সকল সদস্যই নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় প্রদান করে থাকেন। সমিতির অধিকাংশ সদস্যগণই সমিতি হতে আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত

সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ২,০০,০০,০০০ টাকা। সমিতির বর্তমান শেয়ার মূলধন ৫০,৬৯,২৭০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ১৮,২৩,৫৬২ টাকা। নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত আদায়ের মাধ্যমে সমিতির কার্যকরী মূলধন প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কার্যক্রম

কৃষি ও প্রাণীসম্পদ সংক্রান্ত কার্যক্রম : সমিতিটি উৎপাদনশীল নতুন খামার তৈরি ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সমিতির সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে অংশীদারিত্বমূলক খামার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ভ্যাকসিনেটদের কারিগরি সহায়তা প্রদান, কৃষিকাজের জন্য বারিড পাইপ, ব্যক্তিগত/বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সমিতির সাথে চুক্তিভিত্তিক আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে আসছে।

মৎস্য সম্পদ সংক্রান্ত কার্যক্রম



সমিতিটি গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টি ও আমিষের অভাব পূরণে অত্যন্ত উপকারী শুটকি মাছের আচার তৈরি ও বিপণন করে থাকেন। এখাতে ১৫,৯১,৩৩৪ টাকা বিনিয়োগ করে বিগত বছর ৫,৩৩,৬৭৯ টাকা আয় করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতির সাথে অংশীদারিত্বমূলক ও আয়বর্ধক কার্যক্রম, বিল ও পুকুর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে।

ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন/পরিবহন সংক্রান্ত কার্যক্রম

বর্তমানে সমিতিটি চুক্তিভিত্তিক জব সেন্টার পরিচালনা, এলসিএস এর সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন, জমি ক্রয় করে সদস্যদের প্লট,বাসা,ফ্ল্যাট,আবাসস্থল,জমি ক্রয় করে প্লট/ফ্ল্যাট নির্মাণ ও বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়া সমিতিটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সার্ভে/ অডিট/কনসালটেন্সি,পিপিআর অনুযায়ী বিভিন্ন দপ্তরে কন্ডাকটর হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা,স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবেশ সুরক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

পর্যটন সংক্রান্ত কার্যক্রম

সমিতিটি ট্যুরিজম স্থান উন্নয়নের জন্য ট্যুরিজম প্যাকেজ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সমিতির সদস্যদের কল্যাণার্থে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি/ বেসরকারি উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সংযুক্তি হয়ে যৌথভাবে কাজ করা এবং টেকসই উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণ ও সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা। তৎপরিপ্রেক্ষিতে গেস্ট হাউজ ও হাওর ট্যুরিজম সেক্টরের আওতায় জনগণের সেবাদানের লক্ষ্যে সমিতির অফিস ভবনে পর্যটকদের আবাসনের সুবিধার্থে ২টি এসি ও ৩টি নন-এসি কক্ষ ভাড়া নেয়া হয়। এ খাতে ২০১৮-২০১৯ খ্রি. সনে ৩,১৬,২৬৭ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বার্ষিক সাধারণ সভা

প্রতি বছর অডিট সম্পাদনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। সমিতির সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ১২/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় কোরাম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির বার্ষিক আয়ব্যয় হিসাব/বাজেটসহ লভ্যাংশ বিতরণ অনুমোদন হয়ে থাকে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সমিতির দৈনন্দিন হিসাব পরিচালনার জন্য ইসলামী ব্যাংক লিঃসুনামগঞ্জ শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। ২০১৮-২০১৯ সনে সমিতির ব্যাংক জমা ১৭,৬৩,৫৫৮ টাকা, উত্তোলন ১৭,৬৪,৩০৭ টাকা, মুনাফা প্রাপ্তি ২,৭০৪.৩৪ টাকা এবং ব্যাংক চার্জ কর্তন ১,৮৭১.৬৩ টাকা হওয়ায় ৩০/৬/২০১৯ তারিখে ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২,১০,৩১৬.৫১ টাকা।

জমি সংক্রান্ত তথ্য

সমিতির নামে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলায় ৭৩.৯৪ শতাংশ এবং তাহিরপুর উপজেলায় ২০.৩৬ শতাংশসহ মোট ৯৪.৩০ শতাংশ জমি রয়েছে। যার ক্রয় মূল্য ৫৮,৬১,৫৪০ টাকা।

পোল্ট্রি সেড নির্মাণসংক্রান্ত

পুষ্টি ও আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান দিতে সমিতির উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের আওতায় তাহিরপুর উপজেলার আনোয়ারপুর গ্রামে সমিতির ক্রয়কৃত নিজস্ব জমির উপর ১৮,৮৮,৩৩৯ টাকা ব্যয়ে দুইস্তর বিশিষ্ট ২,৫৫০ বর্গফুটের পোল্ট্রি সেড নির্মাণ করা হয়েছে।

এসসিবিআরএমপি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুফলভোগী কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ তথা রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের সহযোগী অংশীদার হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমিতির সকল কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চেতনায় বিশ্বাসী বলে প্রতিমাসে নিয়মিত মাসিক সভানুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন টেকসই ও লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ পূর্বক দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নসহ সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে সফলতার দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। সমিতির এসকল কার্যক্রমের সফলতা হিসেবে সমিতিটিকে সফল সমবায় সমিতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।



নিবন্ধন নং : ০৫৫/১৮(সুনাম)
তারিখ : ০৮/০৪/২০১৮ খ্রি.।
শেয়ার : ৪৮,৪০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৫,৭২,২০০ টাকা
সদস্য সংখ্যা : ২২৮ জন
কর্মসংস্থান : ২০ জন
বিনিয়োগের পরিমাণ : ৬,২৩,০০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৬,৪৬,৭৮০ টাকা

সেবা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

জেলা : সুনামগঞ্জ
উপজেলা : দক্ষিণ সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র শ্রেণির এবং মৎস্যজীবী তারা সমিতি বলতে বুঝত মৎস্য সমিতি, তারা ছিল সমাজে অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার। বৈষম্য ও দারিদ্র্য থেকে এই জনবসতির মুক্তির লক্ষ্যে এলাকার কতিপয় উদ্যোমী যুবক সেবা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি সমিতি গঠনের দৃঢ় প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত নেন। সেই লক্ষ্যে তারা স্থানীয় ব্যক্তিদের সমবায় দর্শনে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে তাদের জীবনযাত্রার মান ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে মাত্র ২০ জন সমবায়ীদের সমন্বয়ে সেবা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ নামে একটি সমবায় সমিতি গঠন করেন যা সমবায় বিভাগ হতে নিবন্ধিত হয় নিবন্ধন নং : ০৫৫/১৮(সুনাম), তারিখ ০৮/০৪/২০১৮ খ্রি.।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৮৮ জন, সমিতির সভ্য নির্বাচনি ও কর্ম এলাকায় সমগ্র দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমিতির সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত মাসিক সভা করা হয়, নিয়মিত সঞ্চয় আদায় করা, খাতাপত্র লিপিবদ্ধ করা, সদস্যদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

কার্যক্রমের বর্ণনা

গ্রামের সকল পেশা ও শ্রেণিভুক্ত মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করা; ব্যক্তিগতভাবে সভ্যগণকে এবং সমষ্টিগতভাবে সংগঠনকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সভ্যগণের নিয়মিত সঞ্চয় ও সীমিত ক্ষুদ্র সম্পদ সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে মূলধন গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার করে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প চালুকরণ; আধুনিক উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ,সরবরাহ ও ব্যবহার বিষয়ে সভ্যগণকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান; সভ্যগণের এবং সংগঠনের স্বার্থে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, কৃষি, কুটিরশিল্প স্থাপন, হস্তশিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড এবং এন্টারপ্রাইজ তৈরিতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; সভ্যগণের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য লাভজনকভাবে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা এবং বাজার ব্যবস্থায় উৎসাহের পাশাপাশি উন্নত বাজার সংযোগ ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করে স্থায়িত্বশীল জীবিকা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা; খাদ্য,শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের মতো মৌলিক সেবাসমূহে প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করা।

বিগত ব্যছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

বিগত বছরগুলোতে সদস্যদের মাধ্যে নিয়মিত সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা হয়েছে, বিভিন্ন ট্রেড এ প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশেষ করে ২০ জন মহিলা সদস্য কে সেলাই প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে সেলাই মেশিন বিতরণ করে স্বাবলম্বী করা হয়েছে।





হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, কৃষি, কুটিরশিল্প স্থাপন, হস্তশিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড উপরে প্রশিক্ষণ দেয়া ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে ও তাদেরকে নিয়মিতভাবে তদারকি করা হয়ে থাকে। এইছাড়া সদস্যদের মাঝে সোলার প্যানেল, টিভি, ফ্যান বিভিন্ন পণ্য ঋণ দেওয়া হয়েছে। সহায় ও হতদরিদ্র মানুষের মাঝে হাইব্রিড, শীতবস্ত্র বিতরণ সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে কৃষি বীজ বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে।

কেস স্টাডি

সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার সফল সমিতি মাত্র ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সদস্যদের জীবনযাত্রার মানে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, সমিতির সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির। সঞ্চয় পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগ মানুষ উৎসায়ী হয়ে উঠেছে। সদস্যদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরতা ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

কীভাবে সফল হলো তার বর্ণনা

সেবা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় এবং সকল সভায় জবাবদিহিতা করতে হয় যার ফলে ব্যবস্থাপনা কমিটি দক্ষতার সাথে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করে। সমিতির সকল সদস্য নিয়মিতভাবে সঞ্চয় জমা করে সঞ্চয়ের উপরে ঋণ নিয়ে থাকে এবং নিয়মিতভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে থাকে। সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সমবায় আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করে রেকর্ড রক্ষাণাবেক্ষণ, সুষ্ঠু হিসাব নিকাশ সংরক্ষণ করা সমিতির সাফল্যের অন্যতম কারণ।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ

সমিতি নিয়মিতভাবে প্রতি বছরে সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ করে থাকে, প্রতি বছর নিয়মিতভাবে সিডিএফ প্রদান করে থাকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ৮১০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

ব্যাংক ও অন্যান্য

সমিতির নামে পূবালী ব্যাংক লিঃ, পাগলা বাজার শাখায় একটি চলতি হিসাব রয়েছে যার নং : ১২৮৪০। অডিটকালে স্টেইটমেন্ট উপস্থান করা হয় এবং ৩০/৬/২০১৯তারিখে স্থিতি ২,১৭৯ টাকা রয়েছে মর্মে দেখা যায়। সমিতির সকল লেনদেন ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে পরিচালনা সহ আর্থিক বর্ষ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সমিতির ব্যাংক স্থিতি সংগ্রহ করা হয়। সমিতির শেয়ার ও সঞ্চয় আমানত বৃদ্ধির মাধ্যমে সমিতির পুঁজি গঠন করতঃ তা বিনিয়োগ এবং সদস্যদেরকে শেয়ার সার্টিফিকেট ও সঞ্চয় আমানতের পাশ বহি প্রদান করা হয়ে থাকে।

আর্থসামাজিক উন্নয়ন

সমিতির সদস্য ও সদস্য ব্যতীত গরিব অসহায় মানুষের মাঝে হাইব্রিড, শীতবস্ত্র বিতরণ, বিনামূল্যে শস্য বীজ বিতরণ, দৈনন্দিন চাহিদা মিটানোর জন্য সদস্যদের মাঝে পণ্য ঋণ বিতরণ, ও সদস্যদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ঋণ দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত আছে।



নিবন্ধন নং : ০১৭/১৫(সুনাম)
তারিখ : ০৮/১১/২০১৫ খ্রি.
শেয়ার : ৫,২৪,৭৫০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১৯৯,৪১০ টাকা
সদস্য সংখ্যা : ৬৮ জন
কর্মসংস্থান : ১২ জন
বিনিয়োগের পরিমাণ : ১৮,১২,২৪০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ২৫,৮৫,৯৩১ টাকা

দোয়ারাবাজার সনাতন শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : দোয়ারাবাজার
জেলা : সুনামগঞ্জ

বাংলাদেশ হলো মধ্যম আয়ের দেশ। এককভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর পক্ষে জীবনমান উন্নয়ন অত্যন্ত কঠিন। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। এই মানসিকতায় সমিতিটি 'দোয়ারাবাজার সনাতন শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড' নামে জেলা সমবায় কার্যালয়, সুনামগঞ্জ এর বিগত ০৮/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে ০১৭/১৫(সুনাম) আদেশে নিবন্ধিত হয়। কোনো দাতাগোষ্ঠীর আর্থিক সহায়তা ছাড়া সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত মূলধনে সমিতিটি পরিচালিত হচ্ছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬৮ জন। সমিতির কর্মবৃদ্ধি ও আয়বর্ধক কার্যক্রমের মধ্যে নানামুখী ক্ষুদ্র প্রকল্প রয়েছে। আয়বর্ধক কার্যক্রমের মধ্যে ঋণ কার্যক্রমই বৃহৎ। সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয়ের টাকাই সদস্যদের মধ্যে স্বল্প মুনাফায় বিতরণ করায় একদিকে যেমন সদস্যদের উন্নয়ন হচ্ছে অন্যদিকে সমিতিরও উন্নয়ন হচ্ছে। সমিতি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ট্রেডের উপর সদস্যদের ঋণ বিতরণ করে। যেমন হাঁস-মুরগি পালন, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প, ছাগল পালন, টেইলারিং ও ক্ষুদ্র ব্যবসা।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতির কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ট্রেডের উপর সদস্যদের ঋণ বিতরণ করে। যেমন হাঁস-মুরগি পালন, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প, ছাগল পালন, টেইলারিং ও ক্ষুদ্র ব্যবসা। তাছাড়া সমিতির নিজস্ব মূলধনে সমিতির নামে একটি মোবাইল গ্যালারি পারিচালিত হচ্ছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

দোয়ারাবাজার সনাতন শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর নিজস্ব মূলধনে একটি মোবাইল গ্যালারি পরিচালিত হচ্ছে। সমিতিটি বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক এবং প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজ করছে। তন্মধ্যে দরিদ্র শিশুদের সমিতির সহোযোগিতায় পাঠদান, সমিতির অর্থায়নে মুদ্রিত বর্ষপঞ্জি কর্ম এলাকায় বিতরণ। আনুষ্ঠানিকভাবে বার্ষিক সাধারণ অনুষ্ঠান এবং সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ।

কীভাবে সফল হলো

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যদি থাকে তাহলে সমিতি পরিচালনায় কোনো বাধা থাকে না। সমিতিটি নিবন্ধনের পর থেকেই ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্মঠ ও সুগঠিত ছিল। প্রত্যেকটি কাজ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পরিচালিত হচ্ছে। এমনকি সমিতির প্রত্যেক সদস্যের সাথে ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্পর্ক নিবিড়। এই ধারাবাহিকতায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।

লভ্যাংশ বিবরণ ও সিডিএফ আদায়

প্রতি বছর সমিতি সদস্যদের লভ্যাংশ বিতরণ করে। ২০১৯-২০২০ খ্রি. অর্থবছরে সমিতি ৯০,৬০০ টাকা ৬৮ জন সদস্যের মধ্যে বিতরণ করে এবং সিডিএফ ৩,০৭৮ টাকা





নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করেছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমিতির অডিট কার্যক্রম নিয়মিত। আলোচ্য সনে অর্থাৎ ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সমিতির শেয়ার মূধলন ৫,২৪,৭৫০ টাকা সঞ্চয় আমানত ১,৯৯,৪১০ টাকা। সংরক্ষিত তহবিল ৫৫,৪৬৮ টাকা। সমিতির ধার্যকৃত অডিট সেস ১০,০০০ টাকা ও অডিট সেস এর ১৫% ভ্যাট ১,৫০০ টাকা সমিতি কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে পরিশোধ করেছে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সমিতির যাবতীয় লেনদেন ব্যাংক হিসেবের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সমিতির নামে 'সোনালি ব্যাংক' দোয়ারাবাজার শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। হিসাব নং ৫৯০৫১

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতিটি নিজস্ব মূলধন বিনিয়োগ করে আজকের অবস্থান আছে। সমিতিটি বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক এবং প্রচার প্রকাশনামূলক কাজ করছে। তার মধ্যে দরিদ্র শিশুদের সমিতির সহযোগিতায় পাঠদান, সমিতির অর্থায়নে মুদ্রিত বর্ষপঞ্জি কর্ম এলাকায় বিবরণ। সরকারের সহোযোগিতা পেলে সমিতিটি স্থানীয়ভাবে জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।



নিবন্ধন নং : ১৩০/১২(সুনাম)
তারিখ : ৩১/১২/২০১২ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩৬২ জন
শেয়ার মূলধন : ১০,৯২,৯০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৯,৪৬,৭৫০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৩০,০২,৫৯৪ টাকা।

কালাগাং রোয়ার হাওর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ

জেলা : জামালগঞ্জ
জেলা : সুনামগঞ্জ

কালাগাং রোয়ার হাওর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ সমিতিটি এলজিইডি (প্রকৌশল অধিদপ্তর) পানি উন্নয়ন অর্থাৎ উপজেলা প্রকৌশল অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর গড়ে উঠে। এলজিইডি (পানি উন্নয়ন সেক্টর) সমিতির এলাকায় খালখনন কমসূচী স্লুইজগেট নির্মাণ করে, মাটি খনন করে বোরোধান উৎপাদনে ও অন্যান্য কৃষি ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে। এর ফলশ্রুতিতে অত্র হাওর এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনের জন্য এলজিইডি কর্তৃপক্ষ উদ্বুদ্ধ করেন। এর সূত্রধরে বিগত ৩০/০৯/২০১২ খ্রি. তারিখে সমিতির সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বিগত ৩১/১২/২০১২ খ্রি. তারিখে জেলা সমবায় কার্যালয়, সুনামগঞ্জ হতে কালাগাং রোয়ার হাওর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ নামে নিবন্ধন হয়। যার নিবন্ধন নং ১৩০/১২(সুনাম), তারিখ : ৩১/১২/২০১২ খ্রি.।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

- অত্র সমবায় সমিতির নিবন্ধনকালীন সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫ জন। ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. তারিখে সদস্য সংখ্যা পুরুষ ২২৯,মহিলা ১৩৩ সর্বমোট ৩৬২ জন।
- ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প
- হাওরের ছোট ছোট বাঁধ নির্মাণ
- রেগুলেটর স্থানে মাটি ভরাট।
- গরিব ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সহযোগিতা।
- মেধাবী ও গরিব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা, দুস্থ মানুষদের অর্থ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসৃষ্টি।
- স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার নিশ্চিত করা
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও যৌতুকবিরোধী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ গরিব সন্তানদের বিবাহে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান এবং সেলাই মেশিন প্রদান।

কার্যক্রমের বর্ণনা

অত্র সমিতির সদস্যদের মধ্যে হাঁস-মুরগি পালন, গরু ছাগল পালন, শাকসবজি উৎপাদন ও অন্যান্য কৃষিকাজে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে। এতে করে সদস্যদের স্ব কর্ম সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বোরো ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাওরের ছোট ছোট বাঁধ নির্মাণ ও রেগুলেটর স্থানে মাটিভরাট করে থাকে। গরিব ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সহযোগিতা, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার নিশ্চিত করা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুকবিরোধী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ, গরিব সন্তানদের বিবাহে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। সমবায় আইন ও বিধি অনুযায়ী প্রতি মাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ও নিয়মিতভাবে সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করে থাকে।

বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমিতিটি বিগত ৩১/১২/২০১২ খ্রি. তারিখে



নিবন্ধিত হয়। নিবন্ধনকালে আদায়কৃত শেয়ার মূল্যধন ২,৫০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত আদায় ২,৫০০ টাকা ছিল। বর্তমানে শেয়ার মূলধন ১০,৯২,৯০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৯,৪৬,৭৫০ টাকা ও ওনেএম ফান্ড ৪,৭৯,৪২৫ টাকা। প্রতি বছরেই নিজস্ব মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ১,১৯,৫৬,০০০ টাকা ঋণ আদায় ৯৮,৩৩,০০০ টাকা ঋণ পাওনা ২১,২৩,০০০ টাকা, কার্যকরী মূলধন ৩০,০২,৫৯৪ টাকা। সদস্য সংখ্যা ২৫ থেকে বর্তমানে ৩৬২ জনে উন্নীত হয়েছে। সমিতির নিজস্ব অফিস ঘর আছে। নিজস্ব ১০ শতাংশ ভূমি আছে।

সমিতিটি উপজেলা কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলা, জাতীয় সমবায় দিবসে ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

কেস স্টাডি

অত্র সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে প্রায় ১২ জন স্বাবলম্বী হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে সেলাই মেশিনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে সমিতির মাধ্যমে জাইকা হতে সেলাই মেশিন গ্রহণ করে কাপড় তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

কীভাবে সফল হলো তার বর্ণনা

সমিতিটি বিগত ৩১/১২/২০১২ তারিখে নিবন্ধিত হয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ২৫ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি শুরু করে বর্তমানে ৩৬২ জন সদস্য দাঁড়িয়েছে। শেয়ার মূলধন ২,৫০০ টাকা হতে বর্তমানে ১,০৯২,৯০০ টাকা, সঞ্চয় আমানত ২,৫০০ টাকা শুরু করে বর্তমানে ৯,৪৬,৭৫০ টাকা উন্নীত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, সাধারণ সভা, নির্বাচন, সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমিতির শুরু হতে মোট (নিট) লাভ ১০,০৯,৯০৯ টাকা মোট অডিট ফি ৪৪,১৪০ ও মোট সমবায় উন্নয়ন তহবিল ৩০,২৯৬ টাকা পরিশোধ করে। জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪ ও ২০১৮ সুনামগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে নির্বাচিত হয় এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৯ এ সিলেট বিভাগে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। সমিতিটি প্রতি সদস্য সঞ্চয় আমানত আদায় করে নিজস্ব মূলধন বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত আছে। জামালগঞ্জ উপজেলার এটি একটি সফল সমবায় সমিতি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতিটি বিগত ০১/১০/২০১৮ তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জামালগঞ্জ মহোদয়ের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ৬,০০,০০০ টাকা লভ্যাংশ বণ্টন করে এবং ১,৪৩,৩০০ টাকা সঞ্চয়ের সুদ প্রদান করে। ২০১২-২০১৩ হতে ২০১৮-২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট ৩০,২৯৬ টাকা সিডিএফ পরিশোধ করে।

অডিট সম্পার্কিত তথ্য

সমিতির প্রতি বছর নিয়মিতভাবে অডিট সম্পাদিত হয়ে থাকে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

অত্র সমিতির নামে জনতা ব্যাংক লিঃ সাচনা বাজার শাখায় ৫টি হিসাব খুলা আছে। যাতে সর্বমোট ৯,৭০,৩২০ টাকা।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতি সকল সদস্য তথা গরিব সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প চালু করে ঋণ বিতরণ করে। সেলাই মেশিন প্রদান করে। এতে করে সদস্যগণ হাঁস-মুরগি পালন সবজি চাষ, গরু ছাগল পালন, সেলাই মেশিনের মাধ্যমে কাপড় প্রস্তুত করে আয় উপার্জন করে। গরিব সদস্যদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া, গরিব সদস্যদের বিবাহে সাহায্য করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ইত্যাদি আর্থসামাজিক কাজ করে থাকে।



নিবন্ধন নং : ৩৯
তারিখ : ২৫/০৩/২০০৯ খ্রি.
শেয়ার : ২,৪১,৯০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩,৮২,৭০০ টাকা
সদস্য সংখ্যা : ৩০৭ জন
কর্মসংস্থান : ৬২ জন
বিনিয়োগের পরিমাণ : ৩০,৮৬,০০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৩৬,৫৯,৫৮৮ টাকা

কলাগাঁও চারাগাঁও ট্রলি পরিবহন মালিক সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : তাহিরপুর
জেলা : সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলা হতে ১৫ কিলোমিটার দূরে কলাগাঁও চারাগাঁও ট্রলি পরিবহন মালিক সমবায় সমিতি লিঃ সমিতিটির অবস্থান। এখানে নিম্ন আয়ের লোকের বসবাস। এলাকাটি সুনামগঞ্জ জেলার অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এককভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর পক্ষে জীবনমান উন্নয়ন অত্যন্ত কঠিন। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি
সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩০৭ জন। স্কুল প্রতিষ্ঠা, রাস্তা তৈরি ও রাস্তা মেরামত, অনুদান প্রদান।

কার্যক্রমের বর্ণনা
সমিতির কর্তৃপক্ষ কলাগাঁও চারাগাঁও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল পরিচালিত করে। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস পরিচালিত হয়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৮১ জন। সমিতির সদস্যদের ট্রলি চলাচলের জন্য বিভিন্ন সময় রাস্তা তৈরি ও রাস্তা মেরামত করে থাকে। সাধারণ দরিদ্র জনগণকে বিভিন্ন অনুদান প্রদান করে থাকে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড
পূর্বে সমিতির স্কুলটি ভাড়া জায়গায় ছিল পরবর্তীতে স্কুলের নামে জায়গা ক্রয় করে ঐ জায়গায় কলাগাঁও চারাগাঁও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি স্থানান্তর করে পরিচালনা করছে। প্রতি বছর সাধারণ দরিদ্র মানুষদেরকে বিভিন্ন অনুদান প্রদান করে থাকে।

কেস স্টাডি
স্থানীয় দরিদ্র সাধারণ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া তথা শিক্ষিত করার স্বার্থে সমিতির নামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

কীভাবে সফল হলো তার বর্ণনা
সমিতিতে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, নিয়মিত শেয়ার মূধলন,সঞ্চয় আমানত ও বিবিধ আদায় করে, উন্নয়নমূলক চিন্তাভাবনা থেকে স্কুল প্রতিষ্ঠা।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য
সমিতির নামে সোনালি ব্যাংক তাহিরপুর শাখায় এবং ইসলামী ব্যাংক সুনামগঞ্জ শাখায় হিসাব খোলা আছে। সমিতি নামীয় স্কুলের জন্য জমি ক্রয় করা আছে। সমিতির অফিস ঘর সমিতির নিজস্ব জায়গায়।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা
সমিতির সকল সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য শেয়ার সঞ্চয় আদায় করে থাকে এবং সমিতির সদস্যদের ট্রলি চলাচলের জন্য বিভিন্ন রাস্তা মেরামত করে থাকে।



নিবন্ধন নং : ২৯
তারিখ : ২০/০৪/২০১৫ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩৫৪ জন
শেয়ার : ৫২,৮২০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১৫,৪৮,৬৬২ টাকা
সদস্য সংখ্যা : ৩৫৪ জন
কর্মসংস্থান : ২১ জন
বিনিয়োগের ধরন : ক্ষুদ্রঋণ
বিনিয়োগের পরিমাণ : ১,৬৬,৯০৬ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ২,১১,৪৮২ টাকা

বলাকা কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড

উপজেলা : দিরাই
জেলা : সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলা হতে ১ কিলোমিটার দূরে সমিতিটির অবস্থান। এখানে নিম্ন আয়ের লোকের বসবাস। এলাকাটি সুনামগঞ্জ জেলার অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সমিতিটির অধিকাংশ সদস্যই মুসলিম ও সনাতন ধর্মাবলম্বী। এককভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর পক্ষে জীবনমান উন্নয়ন অত্যন্ত কঠিন। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। এই মানসিকতায় বিগত ২০/০৪/২০১৫ খ্রি. তারিখে সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। কোনো দাতাগোষ্ঠীর আর্থিক সহায়তা ছাড়া সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত মূলধনে সমিতিটি পরিচালিত হচ্ছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৫৪ জন। সমিতিতে ৩৩ জন পুরুষ সদস্য এবং ৩২১ জন মহিলা সদস্য রয়েছে। সমিতির মাধ্যমে সদস্যগণ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। যেমন হাঁস-মুরগি পালন, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প, কেচুঁ সার উৎপাদন ও সবজি চাষ।

কার্যক্রমের বর্ণনা

আয়বর্ধক কার্যক্রমের মধ্যে ঋণ কার্যক্রমই বৃহৎ। সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয়ের টাকাই সদস্যদের মধ্যে স্বল্প মুনাফায় বিতরণ করায় একদিকে যেমন সদস্যের উন্নয়ন হচ্ছে অন্যদিকে সমিতিরও উন্নয়ন হচ্ছে। সমিতি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ট্রেডের উপর সদস্যদের ঋণ বিতরণ করে। সমিতির সদস্যরা হাঁস-মুরগি পালনের প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। হাঁস-মুরগির বাচ্চা পালন করে তা বাজারে বিক্রি করা ও হাঁস-মুরগির ডিম বাজারে বিক্রি করে সদস্যরা লাভবান হচ্ছেন। সমিতির সদস্যরা বাঁশ ও বেতের কাজ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। গ্রাম থেকে স্বল্প মূল্যে বাঁশ ও বেত কিনে,তা দিয়ে মানুষের ব্যবহৃত দৈনন্দিন জিনিসপত্র তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে সদস্যরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। সমিতির সদস্যরা তাদের নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার দ্বারা কেঁচু সার উৎপাদন করছেন। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে সমিতির সদস্যরা এই সার উৎপাদন করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। সমিতির সদস্যদের নিজের জমিতে সবজি চাষ করছেন। স্থানীয় কৃষি অফিসের সাথে যোগাযোগ রেখে তারা আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষ করে সমিতির সদস্যরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। সমিতির সদস্যরা প্রত্যেক জাতীয় সমবায় দিবস ও বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে নিয়মিত সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সমিতির সদস্যদের নিকট ঋণ বিতরণ করে ও সময়মতো ঋণ পরিশোধ করে সমিতিটি আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। হাঁস-মুরগি পালন, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প, কেচুঁ সার উৎপাদন ও সবজি চাষ করে একদিকে যেমন সমিতির সদস্যরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে, অপরদিকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য অবদান রাখছে।









নিবন্ধন নং ৬৩
তাং—২৭/১০/২০০৫ইং
সদস্য সংখ্যা : ২,৫৩১
শেয়ার আমানত : ৩,৪৮,২০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১,০৫,২৯,০৬৬ টাকা
অস্থায়ী আমানত ২,২৫৪,৪৮২ টাকা
সম্পত্তি : ৬ শতাংশ জমি

রূপালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

জেলা : মৌলভীবাজার
উপজেলা : জুড়ী

মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলাধীন কৃষ্ণনগর গ্রামের কতিপয় ২০ জন লোকের ২০,০০০ টাকা শেয়ার ও ২০,০০০ টাকার সঞ্চয় আমানত নিয়ে গঠিত রূপালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমিতির সভ্য নির্বাচনি এলাকা ও কর্মএলাকা সমগ্র মৌলভীবাজার জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমিতির সদস্য সংখ্যা পুরুষ ১,১০৭ জন মহিলা ১,৪২৪ জন সর্বমোট ২,৫৩১ জন। বিভিন্ন কর্মসুচীর মধ্যে রয়েছে : ক্ষুদ্রঋণ, মাঝারি ঋণ, বৃক্ষরোপণ, মাছ চাষ, তাঁত প্রকল্প, বিতরণ, করোনাকালে সাহায্য প্রদান।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমিতি তার কর্মএলাকায় অসহায় গরিব কৃষকদের মধ্যে কৃষিঋণ, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশুপালনে জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান সহ নৃ-তাত্তিক জনগোষ্ঠীদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মণিপুরী শাড়ি, গামছা, ওড়না, দু-পাট্টা, মাফলার ও চাদরসহ বিভিন্ন কাপড় উৎপাদন করে থাকে। তাছাড়া ও সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ৯ জন সদস্যের এবং পরোক্ষভাবে প্রায় ১,৪০০ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কীভাবে সফল হলো

রূপালী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর সভ্য নির্বাচনি এলাকার ও সমাজের সকল শ্রেণির মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের লোকজনকে নিয়ে গঠিত সমিতিটি প্রতিষ্ঠাকাল হতে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে আসছে। সমিতিটির শুরুকালীন সদস্য সংখ্যা ছিল ২০ জন। যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২৫৩১ জন। শুরুকালীন শেয়ার আমানত ছিল ২০,০০০ টাকা। যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৩,৪৮,২০০ টাকা। শুরুকালীন সঞ্চয় আমানত ছিল ২০,০০০ টাকা। যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১,০৫,২৯,০৬৬ টাকা। তাহা ছাড়াও সংরক্ষিত তহবিল ৮,০০,০২৭ টাকা। কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ড ২,৯২,৫২৫ টাকা সদস্যদের অস্থায়ী আমানত ২,২৫৪,৪৮২ কুঋণ তহবিল ৫,২৪,৩১৬ টাকা, কল্যাণ তহবিল-৮৬৫৬ টাকা ঋণ বীমা তহবিল ২,২১,৬৩৫ সমিতির স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ৬.০০ শতাংশ ভূমি সমিতির নামে ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত ভূমির দলিল মূল্য ৪৫১৯১০ টাকা। অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে কম্পিউটার ১টি, চেয়ার ১২টি, ক্যাশ ৩টি, লম্বা টেবিল ১টি, আলমারি ১টি, ফ্যান ২টি যার বর্তমান মূল্য ১,৫৫,০০০ টাকা। সমিতির প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালু কনা বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল' এই অভিসংবাদিত পাঠ্যকে সামনে রেখে গ্রামের ভূমিহীন কিংবা শহরের বস্তির লোকদেরও সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলে। সরকারি বা বিদেশী সংস্থা বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হতে কোনো ধরনের ঋণ গ্রহণ করা হয়নি। সমিতির সকল কার্যক্রমে সমবায় আইন,বিধিমালা, উপ-আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ-নির্দেশ সঠিকভাবে প্রতিপালন হচ্ছে। নিয়মিত বার্ষিক অডিট সম্পাদন ও এজিএম অনুষ্ঠিত হয়। এভাবেই সমিতিটি সফলতা লাভ করে আসছে।



নিবন্ধন নং ২৩৯
তারিখ : ১০-১০-২০২০ইং
সদস্য সংখ্যা : ১,১৪০ জন
কার্যকরী মূলধন : ১৪,৯৩৭,৪১১ টাকা।
শেয়ার : ৪৩৩,৫০০ টাকা
সঞ্চয় অনুদান ৪,৬৭৫,২৯৪ টাকা
কর্মসংস্থান ১,০৩০ জন।

কমলগঞ্জ গুড নেইবারস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : কমলগঞ্জ
জেলা : মৌলভীবাজার

নারীর ক্ষমতায়নে কমলগঞ্জ গুড নেইবারস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া নারী জনগোষ্ঠীকে শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত জীবন উপহার দেয় সমবায়। সমবায় সমিতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রগতিতে অবদান রাখা। কমলগঞ্জ গুড নেইবারস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং সর্বোপরি টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা। সমবায়ে মহিলাদের অবদান উল্লেখযোগ্য, তাদের বিচরণ অবারিত ও দৃশ্যমান, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত সমিতির তালিকায়।

গ্রামঃ তেতইগাঁও, ডাকঘর- আদমপুরবাজার, উপজেলা : কমলগঞ্জ, জেলা : মৌলভীবাজার। রোজি নং : ১৭৩ তারিখ : ১২/০৬/২০১২ইং, কর্ম এলাকা : সমগ্র কমলগঞ্জ উপজেলা। সদস্য সংখ্যা ১,১৪০ জন। সদস্য প্রকৃতি মহিলা (মায়েরা), কার্যকরী মূলধন ১৪,৯৩৭,৪১১ টাকা। শেয়ার : ৪৩৩,৫০০ টাকা সঞ্চয় অনুদান ৪,৬৭৫,২৯৪ টাকা কর্মসংস্থান ১,০৩০ জন। বার্ষিক বিক্রীত পণ্যমূল্য ১৫,৩০,০০০ হাজার টাকা।

সমবায় সমিতির অন্যান্য কার্যক্রমের তথ্য

মোট মূলধন ১৪,৯৩৭,৪১১, মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৪০০ জন। ঋণগ্রহীতার হার ৪৫%, ঋণ বিতরণের হারঃ ৮৫%, ঋণ সংগ্রহের হার ৮০%, শেয়ার সংগ্রহের হারঃ ৫৫%, সঞ্চয় গ্রহণের হার ৭০%, ব্যবস্থাপনা খরচের হার ৭০% ক্রয়কৃত জমির পরিমাণঃ ১৮ শতক, ব্যবস্থাপনা কমিটি ৬ জন।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

কমলগঞ্জ গুড নেইবারস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যরা আত্মবিশ্বাসের সাথে সমিতির মাধ্যমে তাদের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। সদস্যদের পরিবর্তনের সারাংকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হলো :

- আগের তুলনায় সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আই.জি.জি এবং সোস্যাল এন্টারপ্রাইজ গ্রুপের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে গবাদি পশুপালন, মৎস্যচাষ হস্তচালিত তাঁত ইত্যাদি এবং একক ঋণের মাধ্যমে এসব কাজ করছে সদস্যরা।
- সমিতির সদস্য ও সদস্য পরিবারের এবং সমাজের বেকার যুবক/যুবতিদের মাঝে কম্পিউটার ট্রেনিং প্রদান।
- মায়েরদের মাধ্যমে শিশুদের /সদস্যদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রমের ফলে নারীদের পুষ্টিসম্পর্কে ধারণা।
- বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ প্রকল্পের ফলে উন্নতি।
- মহিলাদের মাথা উচু করে দাঁড়ানোর প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টি হচ্ছে।
- সদস্যদের আয় বৃদ্ধি হচ্ছে।



- তাদের নিজেদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পারিবারিক ও সমিতি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষসমতা/সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- পরিবার ও সমাজকে সহায়তা করা ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে পেয়েছে পরিবারের সম্পদের উপর অধিকার হয়েছে এবং নিজের আয়ের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি হয়েছে।
- পরিবারের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখতে পারছেন।
- চলাফেরায় স্বাধীনভাবে ও নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারছেন।
- নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেই স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারছেন।

সমিতির সফলতার বর্ণনা

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধরন, প্রকৃতি, ও সাধারণ মূল্যের অংশগ্রহণ : ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে অসচ্ছল সদস্যদের ঋণবিতরণ করে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম যথা গবাদি পশুক্রয়, মৌসুমী ধান বীজ ঋণ, সবজি চাষ ঋণ, পারবরজ মেরামত ঋণ, মৎস্যচাষ ঋণ, নার্সারি ঋণ, হাঁস-মুরগি খামার ঋণ, মুদিদোকানি ঋণ, পানির মেশিন ঋণ ও ক্ষুদ্র প্রকল্পসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মোট বিনিয়োগ ৬৫,৬৭,২৫১, ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৪০০ জন।

সেবামূলক উন্নয়ন কার্যক্রম হলে সেবার ধরন, প্রকৃতি ও অবদান : সমিতির কর্ম এলাকার সদস্য ও অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা, ঔষধ বিতরণ, আইডিভুক্ত শিশুদের খাতা কলম প্রদান, ব্যাগ, স্কুল ড্রেস, ছাতা, পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হয়। আরও অন্যান্য সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা হয়।

বিনিয়োজিত অর্থে নিজস্ব মূলধন ও ধারকৃত মূলধনের অনুপাত : সমিতির মূলধনের ১০০ ভাগই সদস্যদের মূলধন।

আধুনিক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার/ রপ্তানি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ : সমিতির সকল হিসাব পত্র ও যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়। সদস্যদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিশ্বের সমবায় আন্দোলনের কর্মকাণ্ড সদস্যদের নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। সমিতির কার্যক্রম সামাজিক মাধ্যম ফেইজবুকে আপলোড করা হয়।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি : গবাদি পশু ক্রয় খাতে ২৬৫ জন, তাঁত খাতে ২৩৫ জন, পান বরজ খাতে ৩০ জন, মৎস্যচাষ খাতে ৪০ জন, হাঁস-মুরগি খামার খাতে ১৪৫ জন, মুদি দোকানি খাতে ৬৫ জন, কৃষিকাজে ১৬৫ জন, কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ৩০ জন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে ৪৫ জন, দর্জি বিষয়ক খাতে ১০ জন সহ মোট ১,০৩০ জন সদস্যের সরাসরি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের পারিবারিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মসংস্থানের সংখ্যা ও নিয়োগে স্বচ্ছতা : অত্র সমিতিতে ২ জন কর্মচারী সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। কর্মচারী নিয়োগে স্বচ্ছতা রয়েছে।

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ : অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সমিতি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের দোকান প্রতিষ্ঠা ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে সদস্যদের নিকট ভাড়া প্রদান সহ পরিবহন, জলবায়ু পরিবর্তনে বৃক্ষরোপণ কর্মসুচি, মৎস্য প্রকল্প কর্মসুচি, লাভজনক কৃষি জাত পণ্যের উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য

সমিতির নামে পূবালী ব্যাংক লিঃ, আদমপুর শাখা, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার শাখায় ৩০,০০,০০০ টাকা এফডিআর করা হয়েছে এবং সঞ্চয় হিসেবে ৫,০০,০০ টাকা জমা আছে।

উপসংহার

কমলগঞ্জ গুড নেইবারস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এলাকার সদস্য তথা জনগণের মাঝে প্রচনণ্ড ইতিবাচক ভাবমূর্তি নিয়ে বিরাজ করছে। সদস্যরা তাদের আত্মবিশ্বাসী ও সচেতন জ্ঞানগর্ভ মতামত সর্ব ক্ষেত্রে উপস্থাপন করে আসছে। নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে তাদের ধারণাও পরিষ্কার রূপ পেয়েছে। কমলগঞ্জ গুড নেইবারস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি সফল মহিলা সমবায় সমিতি হিসেবে বলেছেন, জনাব হরিদাস ঠাকুর, গবেষণা পরিচালক কর্তৃক ফোকাস দলীয় আলোচনায়।





নিবন্ধন নং : ২৫৯৬
তারিখ : ০৪/০৫/১৯৭৬ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ২১ জন।
শেয়ার মূলধন : ৭৭,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৭৮,৩০০ টাকা
জলমহালে বিনিয়োগ : ৪৫,১৩,৫৭২ টাকা।

সুনই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : ধর্মপাশা
জেলা : সুনামগঞ্জ

হাওরের জনপদ সুনামগঞ্জ জেলার মেঘালয়ের পাদদেশ ঘেষে ধর্মপাশা উপজেলা। সেই উপজেলায় সুনীল হাওরের বুকে মাঝে মাঝেই রয়েছে সবুজ পান্নার মতো ছোট ছোট গ্রাম। এই গ্রামগুলোতে বংশ পরম্পরায় জলপুত্রদের নিবাস। তাঁরা হাওর, বিল, নদীর বুক সেচে তুলে আনে রুপালি মাছ। এই মাছ হাটে বিক্রয় করে তাদের পরিবারের ক্ষুধা নিবারণ হয়, পড়নে বসন উঠে। হাওরের উদ্দাম ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করে একবার পরাস্ত হয়, আবার ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠে দুর্দমনীয় এই জলপুত্রেরা। কিন্তু যে জলশস্যে তাদের জীবিকানির্বাহ হয়, সেই শস্যে ভাগ বসায় প্রভাবশালী মহাজনেরা। তাঁরা অধিকার হারিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই জলপুত্রদের বাঁচাতে সদাশয় বাংলাদেশ সরকার প্রণয়ন করে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯। নীতিমালা অনুসারে শুধুমাত্র মৎস্যজীবীরাই সমবায় সংগঠন নিবন্ধন করে সরকারি জলমহাল ইজারা নিতে পারবে। এই নীতির ফলে আশার সূর্য উঁকি দেয় জেলে পল্লিগুলোতে। আশায় বুক বাঁধে তাঁরা। মৎস্যজীবীরা একত্রিত হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমবায় সংগঠন গঠন করে ও জলমহাল ইজারা নিতে তৎপড় হয়। বাদ পড়েনি সুনই গ্রামের মৎস্যজীবীরাও।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ধর্মপাশার সুনই গ্রামের মৎস্যজীবীরা সুনই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গঠন করে এবং জেলা সমবায় কার্যালয়, সুনামগঞ্জ হতে নিবন্ধন লাভ করে।

সরকারি নিয়মানুসারে সুনই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যরা তাদের গাঁ ঘেষা "মনাই নদী প্রকাশিত সুনই নদী" জলমহালটি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৪২২-১৪২৭ বাংলা সন মেয়াদে ইজারা নিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। বহু ঘাতপ্রতিঘাতের পথ পেড়িয়ে অবশেষে তাঁরা জলমহালটি ইজারা লাভ করে। জলমহালটি ইজারা নিয়ে তাঁরা জলমহালটির উন্নয়নে তাঁরা দলকাটাবাশ স্থাপন করে, মা ও পোনা মাছের আবাস তৈরি করে, জলমহালটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাহারাদার নিয়োগ করে, নিয়মিত জলমহালটির খাজনা পরিশোধ করে। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে জলমহালটি তাঁরা ফিসিং করেছে। ফিসিং লব্দ অর্থ দিয়ে সমিতির সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়েছে, সঞ্চয়ের সুদ পরিশোধ করা হয়েছে। জলমহালটির রক্ষণাবেক্ষণ ও ফিসিং খাতে সমিতির সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামের মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। সমিতির তহবিল হতে সমিতির সদস্যদের জন্য গ্রামের উপসনালয় সংস্কার হয়েছে। সমিতিটি নিয়মিত মাসিক সভা, বার্ষিক অডিট সম্পাদন করায়, বার্ষিক সাধারণ সভানুষ্ঠান করে এবং নিয়মিত নির্বাচন সম্পন্ন করে। এই কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি আসে ২০১৮ খ্রি. । বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৮ পদকে ভূষিত হয় সমিতিটি। জেলেপল্লিতে একটি উৎসবের উপলক্ষ তৈরি হয়। নিরানন্দ জেলে জীবনে এ এক অসামান্য পাওয়া। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে স্বর্ণপদক গ্রহণ করে সমিতির প্রতিনিধি। সদস্যরা আনন্দে আপ্লুত হয়ে সমবায় বিভাগের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন অকুণ্ঠচিত্তে।



নিবন্ধন নং : ০৪৭/১৮ (সুনাম)
তারিখ : ২১/০৩/২০১৮খ্রি
সদস্য সংখ্যা ৬১৪ জন
শেয়ার মূলধন ৭৭,৯০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত ৩,৫৬,৫০০ টাকা
বিনিয়েগের পরিমাণ ৪,২১,০০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন ৪,৩৪,৪০০ টাকা।

দিশারী সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : বিশ্বম্ভরপুর
জেলা : সুনামগঞ্জ

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি
সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬১৪ জন। সমিতির সদস্যবৃন্দ নিজেদের সঞ্চয়ের টাকার মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি করে এবং সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ করে। মূলধন সৃষ্টির লক্ষ্যে সমিতির সদস্যবৃন্দ বালু সংগ্রহ ও উত্তোলন, কৃষিকাজ, গাভিপালন ও স্যানিটেশন হিসেবে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে।

সমিতির কার্যক্রম
সমিতিটি নিবন্ধন লাভের পর থেকে নিয়মিত মাসিক সভা, বার্ষিক সভা ও বার্ষিক অডিট সম্পাদন করে আসছে। সমিতির সকল সদস্য নিয়মিতভাবে সঞ্চয় জমা রাখে এবং শেয়ার ক্রয় করে সমিতর সদস্যবৃন্দ নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতি (আইন ২০০১, সমবায় সমিতি / সংশোধন) ২০০২ ও ২০১৩ সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ মোতাবেক সমিতিটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড
সমিতির সদস্যবৃন্দ গরু মোটা-তাজাকরণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে গাভি পালন, সবজি চাষ করছে। তাছাড়া সরকারি হাজামজা এবং মালিকানা পুকুর লিজ নিয়ে মৎস্যচাষ করে। এই মৎস্যচাষের ফলে নিজেদের আমিষের চাহিদা মিটিয়ে মৎস্য বাজারজাত করে আসছে।

কেস স্টাডি
সমিতির সদস্যরা স্যানিটেশনের মাধ্যমে তাদের পরিবারের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে পরিবেশ কে বায়ুদুষণের হাত থেকে রক্ষা করছে। সমিতির প্রত্যেক সদস্যগণের ছেলেমেয়েরা যেন স্কুলে গমন করে শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে দেশ ও জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে তাদের একটি জরীপ করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

কীভাবে সফল হলো
সমিতির সদস্যবৃন্দ নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে মূলধন গঠন করে। মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে যেমন- ঋণ কার্যক্রম, গরু মোটাতাজাকরণ, সবজি চাষ, স্যানিটেশন ও মৎস্যচাষ করে সমিতিটি সফলতার দিকে এগিয়ে আসছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা
সমিতির সদস্যবৃন্দ সমিতির লভ্যাংশ পাওয়ার পর নিজেদের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। সমিতি সমাজের গরিব অসহায় মানুসদের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করে থাকে। করোনাকালে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার জন্য সমাজের প্রত্যেক নাগরিককে সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করে আসছে এবং সদস্যদের মধ্যে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করেন।

কর্মসংস্থান
সমিতির বিভিন্ন ক্ষুদ্র প্রকল্পে পরোক্ষভাবে ৩০ জন সদস্যের কর্মসংস্থান হয়েছে।



নিবন্ধন নং-সিল-২৮/১৩-১৪
তারিখ :২৪/০৯/২০১৩ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা ১৫৬ জন
শেয়ার আমানত : ৫৫,৩০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৮,২২,৫৩১ টাকা

গোলাপগঞ্জ কাঁচা বাজার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : গোলাপগঞ্জ
জেলা : সিলেট

একক প্রচেষ্টা যেখানে ব্যর্থ, সমবেত প্রচেষ্টা সেখানে সফল। যাদের জীবন জীবিকার মূল উৎস ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসা (কাঁচামাল) থেকে আয়। পুঁজির অভাবে তারা ছিল বিভিন্ন এনজিও ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে জিম্মি । সেই অবস্থান থেকে উত্তরণের কথা খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব সেবুল আহমদ। বিভিন্ন এনজিও ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের উচ্চহারে সুদের হার থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তিনি গোলাপগঞ্জ বাজারের কিছু স্থানীয় কাঁচা বাজার ব্যবসায়ীদেরকে সমবায় দর্শনে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমাকরণের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে স্বাবলম্বী হওয়া। স্বাবলম্বী ও ভাগ্য উন্নয়নে দৃঢ় প্রত্যয়ের লক্ষ্যে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখ হতে ৩১ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (কাঁচামাল) নিয়ে 'গোলাপগঞ্জ কাঁচা বাজার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ' এর যাত্রা এবং পথচলা। যার নিবন্ধন নং-সিল-২৮/১৩-১৪, তারিখ :২৪/০৯/২০১৩ খ্রি.।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সৎ, দায়িত্বশীল, নির্ভীক এবং মেধাবী ব্যবস্থাপনা কমিটির ১২ জন সদস্যের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নিয়মিত সমিতির সদস্যদের শেয়ার বিক্রি ও সঞ্চয় আদায় করা হয়। সমিতির মূলধন গঠনে তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। সমিতি নিবন্ধন পরবর্তীতে ১১/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখের ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন পূর্ববর্তী পর্যন্ত সদস্য ৮১ জন এবং মূলধন ছিল সর্বসাকুল্যে প্রায় ২ লক্ষ টাকা মাত্র। নির্বাচন পরবর্তীতে ২৮/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখের বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সকল সদস্য ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত বলে দৈনিক ১০/২০/৩০/৫০ টাকা করে সঞ্চয় আদায়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে তা পাস হয়। এ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বর্তমানে সমিতির শেয়ার ও সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৫,৩০০ ও ৮২২,৫৩১ টাকা এবং বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৫৬ জন। সমিতির পুঁজি গঠন ও সম্পদ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রায় সকল সদস্য উক্ত ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কার্যক্রমের বর্ণনা

উক্ত সমিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশকিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে তন্মধ্যে কিছু চলমান প্রকল্প সমুহ যেমন : (ক) সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ দাদন প্রকল্প, (খ) সদস্যদের দোকানে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প, (গ) দোকানে পানি সরবরাহ প্রকল্প।

(ক) ক্ষুদ্রঋণ দাদন প্রকল্প : ২০১৮ সালের ২৬ নভেম্বর স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উপস্থিতিতে ১০ জন সদস্যের মাঝে ১০,০০০ টাকা করে ১,০০,০০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ দাদন প্রকল্পের যাত্র শুরু। বর্তমানে সমিতির ১৪৩ জন সদস্যের মাঝে ৩০,৬৫,০০০ টাকা (ক্রমপুঞ্জীভূত) ক্ষুদ্রঋণ দাদন করা



হয়। আদায়ের হার ১০০%। সমিতি থেকে সদস্যগণ নিয়মিত ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করায় ইতপূর্বে উক্ত বাজারে দাদন ব্যবসায় নিয়োজিত অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমুহ তাদের দাদন ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে। বর্তমানে উক্ত কাঁচাবাজার এলাকায় অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে।

(খ) বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প : ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে সদস্যদের চাহিদার ভিত্তিতে সবজি দোকানে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ৬২ জন সদস্যের দোকানে বাল্ব প্রতি দৈনিক ১০ হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। মাস শেষে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধান্তে একটি অংশ লাভ হিসেবে থাকে, যা সমিতির হিসেবে জমা করা হয়।

(গ) পানি সরবরাহ প্রকল্প : সমিতির অধিকাংশ সবজি ব্যবসায়ী। কাঁচামালে পারন ব্যবহারের জন্য স্থানীয় নলকূপ/নদী হতে পানি আনয়ন পূর্বক তা ব্যবহার করা হতো। এতে অর্থ এবং পরিশ্রম উভয়ই হতো। সমিতির সদস্যদের চাহিদার ভিত্তিতে সমিতির সিদ্ধান্তের আলোকে স্থানীয় পৌরসভার মাননীয় মেয়র মহোদয়ের আন্তরিক সহযোগিতায় প্রতি দোকানে (সবজি দোকান) পানি সরবরাহের নিমিত্তে ৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে সবজি (কাঁচা বাজার) বাজারে সাবমারসিন পানির মেশিন বসানো হয় এবং প্রত্যেক দোকানে পানির লাইন সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, সাবমারসিন বসানো বাবদ খরচের একটি অংশ ২৫,০০০ টাকা পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত। বর্তমানে দোকান প্রতি (সবজি দোকান/পান-সুপারি) দৈনিক ৫ টাকা হিসেবে সমিতিতে চার্জ হিসেবে জমা দেয়।

বিগত বছরগুলোর উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

সমিতির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতির কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এলাকায় উলেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ রোধ, নারী স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, যৌতুক বিরোধী আন্দোলনে সদস্যদের ভূমিকা বিষয়ে সদস্যদের মাঝে বৈঠক করে থাকে। এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদক যৌতুক বিরোধী আন্দোলন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে সমিতির কিছু সদস্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সমিতির ১৩ জন নিরক্ষর সদস্য স্বাক্ষরতাদান শিখান।

কেস স্টাডি

সঞ্চয় ও ঋণদান ক্যাটাগরিতে ৪৮ তম জাতীয় সমবায় দিবসে সিলেট বিভাগে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে উক্ত সমিতির সভাপতি জনাব সেবুল আহমদ বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মহোদয়ের নিকট হতে শ্রেষ্ঠ সমবায়ীর পুরস্কার গ্রহণ করেন।

কীভাবে সফল হলো

২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখ হতে ৩১ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (কাঁচামাল) নিয়ে 'গোলাপগঞ্জ কাঁচা বাজার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ' এর যাত্রা শুরু। দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা কমিটির ১২ জন সদস্যের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নিয়মিত শেয়ার বিক্রি ও সঞ্চয় আদায় এর মাধ্যমে নতুন সদস্য ভর্তি করা, সদস্যদের বাজার ব্যবসার উন্নয়নে উদ্যোগী করা এবং সতেজ ও বিষ মুক্ত সবজি বিক্রির নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য এলাকার অন্যান্য বাজারের তুলনায় সমিতির বাজারের প্রতি ক্রেতার আকর্ষন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নের ধারা অব্যহত আছে। ভবিষ্যতে সমিতিটি উত্তর উত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

সমিতির শেয়ার-সঞ্চয় ও ঋণ আদায় এবং সদস্যদের দোকানে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের বিল আদায় ও সমিতির হিসাবপত্র সংরক্ষণের জন্য ০২ জন নিয়োগকৃত কর্মচারী রয়েছে। ২০১৮-১৯ সনের অডিটে সমিতির নিটলাভ হয়েছে ৯৮,৬৬৫ টাকা (প্রথম বারের মতো)। নিটলাভের ভিত্তিতে ৯,৯০০ টাকা সরকারি রাজস্ব (অডিট ফি ভ্যাট ১৪৮৫ টাকাসহ) এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিল ২,৯৬৯ টাকা পরিশোধ করা হয়।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য

সমবায় আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী যথাসময়ে সমিতির বার্ষিক অডিট কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে। হিসাব-নিকাশের স্বচ্ছতা যাচাইয়ের জন্য রয়েছেন হিসাব রক্ষণে দক্ষ অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি। বর্তমানে সমিতির শেয়ার ও সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৫,৩০০ ও ৮২২,৫৩১ টাকা।

৯. ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য : সমিতির ব্যাংক হিসেবে জমা (৩০/০৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত) ২০০,০০০ টাকা। সমিতির ১৫৬ জন সদস্যের মধ্যে ১৪৩ জনকে ৩৩,৬৫,০০০ টাকা ঋণ দাদন করা হয়েছে এবং সার্ভিস চার্জ ৩৬,৫০০ ।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

১২ জন সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় আইন সংক্রান্ত সরকারি আদেশ ও নির্দেশসমূহের যথারীতি প্রতিপালনে সদা তৎপর। তাছাড়া বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে অন্যান্য সমবায়ীকে সমবায় আইনবিষয়ক আদেশ, নির্দেশ, সার্কুলার ও পরিপত্র মেনে চলতে উৎসাহিত করেন। সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা, সমিতির নিবন্ধনকৃত উপ-আইন, সার্কুলার অনুসরণে প্রতিটি বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সমিতির কর্ম এলাকায় (গোলাপগঞ্জ কাঁচাবাজার) কোনো বিরোধ দেখা দিলে সমিতির সভাপতি সাহেব ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে নিয়ে আন্তরিক ও যথাযথভাবে বিরোধ মীমাংসা করে থাকেন। সদস্যগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগে উৎসাহিত করছেন।



নিবন্ধন নং
তারিখ :২০০৭ খ্রি.।
সদস্য সংখ্যা ৫৬ জন
শেয়ার আমানত : ১৩,৩৮,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৫২,৭৫,৮১৬ টাকা

রাইজিংসান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : জকিগঞ্জ
জেলা : সিলেট

'এসো করি সমবায়, দূর হবে সব অন্তরায়' এ স্লোগানকে সামনে রেখে একদল শিক্ষিত লোকদের নিয়ে ২০০৭ সালের দিকে সমিতিটি নিবন্ধন লাভ করে, সমিতির সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, একতা সৃষ্টি, পুজিঁ গঠন, বিনিয়োগ, সামাজিক উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসেবা ও সমবায়ী মননশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৬ জন। এর মধ্যে ৫৩ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা। সমিতির নিজ কার্যালয়, স্কুল প্রকল্প, সৌরশক্তি প্রকল্প ও জমি ক্রয়-বিক্রয় প্রকল্প ইত্যাদি প্রকল্পসমূহ তদারকির জন্য মোট ১৭ জন লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে। তাছাড়া সমিতির বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ট্রেডে সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান করে যাচ্ছে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টিসহ সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পুঁজি সংগ্রহ ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এলাকার জনসাধারণকে হায় হায় কোম্পানি থেকে রক্ষা, শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক ব্যাধিসমূহ দূর, এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ২৫ জন ভিন্ন পেশার ব্যক্তি মাত্র ২৫,০০০ টাকা শেয়ার ও ২৫,০০০ টাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করে সৎ, উদ্যোগী, দায়িত্ববান ও মেধাবী ব্যবস্থাপনা কমিটির ৯ জন সদস্যের আন্তরিকতা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নিয়মিত শেয়ার বিক্রি ও সঞ্চয় আদায় করে কয়েক বছরে ১৩,৩৮,০০০ টাকার শেয়ার বিক্রি ও ৫২,৭৫,৮১৬ টাকা সঞ্চয় আদায় করতে সক্ষম হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির সঠিক নেতৃত্বে তিলে তিলে সংগৃহীত পুঁজি বিভিন্ন লাভজনক বৈধ ব্যবসায়ের বিনিয়োগের মাধ্যমে কয়েক বছরের মধ্যে ১৮,১১,৫৩৫ টাকা নিট লাভ হয়। পরবর্তীতে ক্রমাগতভাবে সমিতি সাফল্য অর্জনের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৬ জন। এর মধ্যে ৫৩ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা। সদস্যরা নানা শ্রেণি পেশার মানুষ। সুশিক্ষিত কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রবাসী, শিক্ষক, ব্যাংকার, সরকারি চাকরিজীবী, অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী, আইনজীবী, আলেম-উলামা ও রাজনীতিবিদসহ সকল স্তরের জনসাধারণ সমিতিতে অবাধ-স্বতস্ফূর্তভাবে সদস্যপদ লাভের সুযোগ পেয়ে থাকেন। সমিতির ৯ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটিতে রয়েছে সকল শ্রেণির সদস্যের প্রতিনিধিত্ব। প্রতি প্রকল্পের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা প্রকল্প বাস্তবায়ন উপকমিটি। হিসাব নিকাশের স্বচ্ছতা যাচাইয়ের জন্য রয়েছে হিসাবরক্ষণে দক্ষ অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি। সমিতিতে নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।



সমিতির সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ২০/০৪/২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির ৫১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সমিতির নিজ কার্যালয়, স্কুল প্রকল্প, সৌরশক্তি প্রকল্প ও জমি ক্রয়-বিক্রয় প্রকল্প ইত্যাদি প্রকল্পসমূহ তদারকির জন্য মোট ১৭ জন লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে। তাছাড়া সমিতির বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ট্রেডে সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান করে যাচ্ছে।

বিগত বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

রাইজিংসানের পক্ষ থেকে অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান (বিভিন্ন দিবস উদযাপন) ও সরকারি কার্যক্রম যেমন : টিকাদান কর্মসূচি, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বাল্যবিবাহ, যৌতুকবিরোধী আন্দোলন, মাদকবিরোধী আন্দোলন ও সামাজিক বনায়ন ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

কেস স্টাডি

সমিতির সকল সদস্য পেশাজীবী এই পেশাজীবী সদস্যরাই তাদের জীবনমান উন্নয়নকল্পে সদস্যদের নিকট হতে শেয়ার, সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে নানামুখী কর্মসূচি চালুর মধ্য দিয়ে সমিতির লাভের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

যেভাবে সফল হলো

সমিতির সকল সদস্য পেশাজীবী, সু-শিক্ষিত হওয়ায় তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাবের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণতার সহিত বিবেচনা করে নিয়মিত মাসিক সভা, সাধারণ সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে স্বচ্ছ আর্থিক সমবায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আস্থা অর্জনে অন্যতম ভূমিকা রাখায় সমিতিটি সফলতার পথে।

লভ্যাংশ বিতরণ ও সিডিএফ আদায়

উক্ত সমিতি শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৪৫৪,৭৪৩ টাকা সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ করেছে এবং সমিতিটি সমবায় উন্নয়ন তহবিল খাতে ৪৮,৪৩৫ টাকা পরিশোধ করেছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

রাইজিংসান স্কুল প্রকল্প : সমিতি কর্তৃক স্কুলবিহীন এলাকায় একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে বিগত ২০০৯ খ্রি. হতে শিক্ষা বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১০-১২জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং সকল স্কুলের সকল ব্যয় বাদে অবশিষ্ট অর্থ সমিতি মুনাফা হিসেবে গ্রহণ করছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ২০১১ সাল হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতঃ শতভাগ ফলাফল অর্জন এবং মেধা তালিকায় স্থান করে নিচ্ছে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং মহান বিজয় দিবসের উপজেলা পর্যায়ের কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য করে যাচ্ছে। রাইজিংসান সৌর প্রকল্প : সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে সৌর শক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ বিক্রয়/বিতরণের ব্যবস্থা করে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এটি একটি লাভজনক উৎপাদনমুখী প্রকল্প। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২ জন সদস্যের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে। রাইজিংসান জমি প্রকল্প : সমিতির অর্থায়নে প্রায় ১ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত ভূমিতে লাভজনক কোনো প্রকল্প স্থাপনের অথবা আবাসন প্রকল্প নির্মাণের চিন্তা ধারা অব্যাহত রয়েছে। সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম : উক্ত সমিতি শুরু থেকেই সমবায় বাজার কনসোর্টিয়ামের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির হয়েছে এবং ২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছে।

সামাজিক কার্যক্রম

এলাকার শিক্ষার উন্নয়নের জন্য স্কুল তৈরি, গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, অসহায় দুর্ঘটনা কবলিতদের আর্থিক সহযোগিতা, দারিদ্রদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান এবং শীতবস্ত্র বিতরণ করে থাকে। জনকল্যাণমূলক কাজ : বছরে বিভিন্ন সময়ে ঈদ, রমজান ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে অসহায় দরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে থাকে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

রাইজিংসান ভোগ্যপণ্য শিল্প : ন্যায্যমূল্যে ভেজালমুক্ত পণ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে রাইজিংসান ভোগ্য পণ্য শিল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জমি ক্রয় করা হয়েছে।

রাইজিংসান ডেইরি ফার্ম : আমিষ ও প্রোটিনের ঘাটতি পূরণের জন্য রাইজিংসান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, রাইজিংসান ডেইরি ফার্ম নামে একটি দুগ্ধ খামার স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সমিতির সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ব্যবসায়িক ঋণ, পরিবহন ঋণ, জনশক্তি রপ্তানিখাতে ঋণ, কৃষিঋণ, গবাদি পশুপালন ঋণ, মৎস্যচাষে ঋণ প্রদান চালুর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : বেকার যুবক যুবতিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।



নিবন্ধন নং : ১৫১৯
তারিখ : ০১/০২/১৯৭৩ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা ১০৯ জন
শেয়ার মূলধন : ২০,৩৯০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৬,১৪,৬৬৮ টাকা

শানবাড়ি আজমিরীগঞ্জ কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : আজমিরীগঞ্জ
জেলা : হবিগঞ্জ

ভাটি বাংলার প্রাচীন ও প্রত্যন্ত অঞ্চল আজমিরীগঞ্জ উপজেলা। এ উপজেলার জনপদে রয়েছে হাওড়, বাওড় ও নদীবেষ্টিত এলাকা। এই হাওড় সংলগ্ন জনবসতির বেশির ভাগ লোকজনই দরিদ্র শ্রেণির। যাদের জীবন-জীবিকার মূল উৎস কৃষিকাজ। তারা ছিল সমাজে অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সালে শানবাড়ি আজমিরীগঞ্জ কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ নামে সমিতিটি নিবন্ধন লাভ করে। নিবন্ধন নং : ১৫১৯, তারিখ : ০১/০২/১৯৭৩ খ্রি., গ্রাম : জগতপুর, পো : আজমিরীগঞ্জ, উপজেলা : আজমিরীগঞ্জ, জেলা : হবিগঞ্জ।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

শানবাড়ি আজমিরীগঞ্জ কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য সংখ্যা ১০৯ জন। সমিতিটি প্রতি বছর জাতীয় সমবায় দিবসে অংশগ্রহণ করে থাকে।

সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্ণনা

সমিতি তার নিজস্ব জমিতে ধান উৎপাদন, পুকুর খনন করে মাছ চাষ, জমিতে বাজার ভিটি তৈরি করে ভাড়া আদায় করে সদস্যদের আর্থিক উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী করে তুলছে। সমিতির নিজস্ব জায়গা সরকারে দান করে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক করা হয়েছে। সমিতির নিজস্ব জায়গায় ২টি মন্দিরের জায়গা দান ও ১টি মসজিদ স্থাপন করা হয়েছে। সমিতির উন্নয়ন কার্যক্রম প্রসারের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচার ও প্রকাশনা অব্যাহত আছে।

সমিতির আর্থিক চিত্র

সমিতির শেয়ার ২০,৩৯০ টাকা, সঞ্চয় আদায় ৬,১৪,৬৬৮ টাকা, কুঋণ তহবিল ৭,৮৪৩ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৯,৯৩৬ টাকা। স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৩৮.৬৮ একর জমি। উক্ত জমিতে ধান চাষ ও পুকুরে মাছ চাষ করে। সমিতি সরকারি বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কোনোপ্রকার ঋণ গ্রহণ করে নাই। সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালন অনুসরণসংক্রান্ত বিষয় সমিতির সমবায় আইন নিয়মাবলি, উপবিধি, বিভাগীয় সার্কুলারসহ সকল আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন করে আসছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে পুকুর খনন করে পুকুরে মাছ চাষ ও বাজার ভিটি তৈরি। সমিতির নিজস্ব জায়গা সরকারে দান করে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক করা হয়েছে এবং সমিতির নিজস্ব জায়গায় ২টি মন্দিরে জায়গা দান ও ১টি মসজিদ স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া সমিতির উন্নয়ন কার্যক্রম প্রসারের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচার ও প্রকাশনা অব্যাহত আছে।



রথখোলা কামারবাড়ী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ



মুক্তাগাছা থানা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

টাকার পরিমাণ লক্ষ টাকায়

বিবরণ	সংখ্যা
মোট সমিতি	১৫,৯০৪টি
মোট সদস্য	৬,৯০,১৪০ জন
পুরুষ	৫,৫৭,৮১৯ জন
মহিলা	১,৩২,৩২১ জন
কার্যকরী মূলধন	৫৩,৪৮৮.৬৫
ভৌত সম্পদ	২,৯৬১.৮৪
আর্থিক সম্পদ	৩,৬৬৫.১৭

ময়মনসিংহ বিভাগ



মাছের সংসার মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ



নিবন্ধন নং : ১১৬
তারিখ : ২৮.১০.২০১৩ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১৬১ জন।
কর্মসংস্থান : ১৬৩ জন
শেয়ার মূলধন : ১,৩২,০০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ২৪,৩৬,৪৬৪ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৩৮,৮৫,৮৯৫ টাকা

মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : মেলান্দহ
জেলা : জামালপুর

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক জামালপুর জেলার অন্তর্গত মেলান্দহ উপজেলাধীন মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ বিগত ২৮.১০.২০১৩ খ্রি. তারিখে ১১৬ মূলে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়।

জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার ষ্টেশন রোড এলাকায় সমিতিটির অবস্থান। অন্যান্য উপজেলার যে সামাজিক চিত্র শিক্ষার হার কম, উন্নয়নে স্থবিরতা, ভাগ্যোন্নয়নে ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যোগহীনতা, অসচেতনতা, জনস্বাস্থ্য সমস্যা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যা,পরিবার পরিকল্পনা সমস্যা, প্রজনন সমস্যা, বৃক্ষরোপণে অনাগ্রহ, পুষ্টি সমস্যা, সেনিটেশন সমস্যা, বাল্যবিবাহ রোধে বাঁধা এবং সর্বোপরি বিভিন্ন পল্লিমঙ্গল কাজে নানাবিধ সমস্যা মেলান্দহ উপজেলা তার ব্যতিক্রম নয়। এহেন নানাবিধ কাজে সভ্যদের উদ্বুদ্ধকরণ ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে সমিতির সভানেত্রী সবনম মোস্তারী কাকলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ ও বসবাস করেও কীভাবে নিজের ভাগ্যের চাকা ঘুরানো যায় সব প্রতিকূলতা জয় করে সুন্দর ভবিষ্যৎ এর স্বপ্ন বোনা যায় এমনই এক সংগ্রামী নারীর সাফল্য বর্ণনা করব।

মেলান্দহ উপজেলার ২০ জন মহিলার সমন্বয়ে মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতিটি গঠিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সমবায় ও সমবায় আইনকানুন সম্পর্কে তাদের ধারণা প্রদান করা হয়। সমবায়ের মাধ্যমে অসচ্ছল পরিবারকে কীভাবে সচ্ছল পরিবারের দিকে ধাপিত করা যায় মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে সভ্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা, সদস্যদের সামগ্রীক কল্যাণ নিশ্চিত করা, সদস্যদের উৎপাদন কাজে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা, হস্তশিল্প ও পাট শিল্প ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমবায়ী মনোভাব গড়ে তোলা, দারিদ্র্য বিমোচনে সমিতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যেকোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা, যৌতুক প্রথা নিবারণের আন্দোলন করে তোলা, সভ্যদের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া, সভ্যদের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় এবং সভ্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন করতঃ উহা সমবায় আইন, বিধিমালা এবং উপ-আইন মোতাবেক যথাযথ ব্যবহার করে সমিতিকে একটি লাভজনক এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

আধুনিক পদ্ধতিতে হস্তশিল্প ও পাটজাত শিল্প উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দালাল, মহাজন, মধ্যস্বত্বভোগী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের কবল থেকে সদস্যদের সুরক্ষা প্রদান, সদস্যদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি সমিতির মাধ্যমে সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা, ভোক্তা যাতে প্রতারিত না হয় সে লক্ষ্যে কাজ করা, উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্যগণকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত মৎস্যচাষ, মৎস্য আহরণ ও মৎস্য ব্যবসায় পদ্ধতির শিক্ষা দেয়া এবং উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় উপকরণ যথাসময়ে সংগ্রহ ও ন্যায্যমূল্যে বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করা, সমিতির মাধ্যমে আধুনিক উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ সরবরাহ



ও ব্যবহারের বিষয়ে সভ্যগণকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান করা, সভ্যগণের উৎপাদিত কাঁচামাল ব্যবহার উপযোগী দ্রব্যাদিতে রূপান্তর করা এবং লাভজনক উপায়ে বিক্রির ব্যবস্থা করা, পারিবারিক পর্যায়ে সভ্যগণকে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, গাভির কৃত্রিম প্রজনন দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির ব্যবসা, মৎস্য চাষ, শাকসবজি চাষ, ফলফলাদির আবাদ ও সভ্যগণের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য পেশার কাজে উৎসাহ প্রদান ও সহায়তা ইত্যাদি কাজে সহযোগিতা করা এই সমিতির উদ্দেশ্য।

জামালপুরের নকশিকাঁথা ও হাতের কাজের বাহারী পোশাক সারাদেশে প্রশংসিত ছিল। বর্তমানে তা আরও উন্নত হয়ে দেশে ও দেশের বাইরেও সবনম মোস্তারীর হাত ধরে সমাদৃত হচ্ছে। তিনি হস্তশিল্পজাত পণ্যের মধ্যে নকশিকাঁথা, বেডসীট, বেডকভার, অ্যামব্রয়ডারি, ফতুয়া, থ্রি-পিছ, টু-পিছ, ওয়ান পিছ, শপিং ব্যাগ, টিফিনব্যাগ, বিভিন্ন সাইজের ব্যাগ তৈরি করে থাকেন। জামালপুরের প্রায় সবগুলো উপজেলাতেই কাঁথা শিল্পের কমবেশি উৎপাদন হয় তবে মেলান্দহ উপজেলার মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের হাতে উৎপাদিত



নকশিকাঁথা অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সমাদৃত।

সোনালি আঁশের দেশ বাংলাদেশ। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের জামালপুর জেলায় প্রচুর পাট উৎপাদন হয়। এখানকার পাট খুবই উন্নত জাতের। মেলান্দহ জাগরণ মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ বিভিন্ন পাটজাত পণ্য উৎপাদন করে বাজারজাত করে আসছে।

সমিতির সার্বিক চিত্র

- কর্মকর্তা-কর্মচারীসংক্রান্ত : ব্যবস্থাপনা কমিটির পাশাপাশি সমিতির সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অত্র সমিতিতে ১৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছে।

সবশেষে শবনম মোস্তারীর প্রতীতি জন্মেছে যে, এই অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ মহিলাদের ভাগ্যোন্নয়নে একমাত্র সংগঠিত প্রচেষ্টা সমবায়ের কোনো বিকল্প নাই। সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েই গ্রামের অনগ্রসর মানুষ তাদের ভাগ্যের উন্নয়নের চাকা ঘুরাতে পারে।



নিবন্ধন নং : ২৫
তারিখ : ২৫/০৪/২০০০ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৩৬১ জন
কর্মসংস্থান : ৩০৩ জন
শেয়ার মূলধন : ৮,২৬,২০৬ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১৩,৫৭,৫৭১ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ২৩,৭৪,৫৫৯ টাকা
নিজস্ব মূলধন : ১০,১৬,৯৮৮ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ১,২১,০৭৬ টাকা

পাটগুদাম দুলদুল ক্যাম্প ভূমিহীন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : ময়মনসিংহ সদর
জেলা : ময়মনসিংহ

সমিতির গঠন ও মূলধন

পাটগুদাম দুলদুল ক্যাম্প ভূমিহীন সমবায় সমিতি লিঃ, ময়মনসিংহ সদর উপজেলাধীন ভূমিহীন ক্যাটাগরিতে দুইবার জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রাপ্ত একটি সফল সমবায় সমিতি। সমিতিটি জেলা সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ হতে রেজি : নং : ২৫, তারিখ : ২৫/০৪/২০০০ খ্রি. মূলে নিবন্ধন লাভ করেন। পরবর্তীতে সমবায় সমিতি আইন সংশোধন হলে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উপ-আইন সংশোধন করা হয়।

বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ

সমিতিটি ময়মনসিংহ সদর উপজেলার অন্যতম একটি সফল সমবায় সমিতি। এই সমিতির সদস্যগণ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে নিজস্ব তহবিল দিয়ে সমিতি সদস্যদের মাঝে সীমিত সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করাই সমিতির মূল লক্ষ্য।

পাটগুদাম দুলদুল ক্যাম্প ভূমিহীন সমবায় সমিতি লিঃ এর যাত্রা শুরু হয় ২০০০ খ্রি. সাল থেকে। সে সময় সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৫ জন। প্রথমে প্রতি সদস্য প্রতি মাসে সঞ্চয় জমা দিতেন ৫ টাকা এবং শেয়ারের মূল্য বাবদ জমা দিতেন ১০ টাকা। তৎকালীন সময়ে শেয়ার মূলধন ছিল ৭০০ টাকা। এর ধারাবাহিকতায় ৩ বছর পরে শেয়ার দাঁড়ায় ২,০০০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ১৬,০০০ টাকা। প্রাথমিকভাবে ৫ জন সদস্যকে ৩,০০০ টাকা করে ঋণ প্রদান করেন এবং সকলে যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করেন। বর্তমানে ২০০ সদস্যের মধ্যে ১০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা করে মোট ২৮,০০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

উক্ত সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সমিতির সদস্যদের মধ্যে কেও অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বিনা লাভে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। সমিতির সদস্যদের মধ্যে কারো বিবাহযোগ্য কন্যা থাকলে বিয়ের সময় সমিতির পক্ষ থেকে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। সমিতির অর্থায়নে ১টি প্রি-প্রাইমারি স্কুল, ১ টি মসজিদ এবং ১ টি মাদ্রাসা পরিচালনা করা হচ্ছে।

পাটগুদাম দুলদুল ক্যাম্প ভূমিহীন সমবায় সমিতি লিঃ প্রথম জাতীয় সমবায় পুরস্কার স্বর্ণপদক পায় ২০১৪ খ্রি. সালে এবং পরবর্তীতে ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে ভূমিহীন ক্যাটাগরিতে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে সমিতিতে প্রত্যক্ষভাবে ৩ জন কর্মচারীর কর্মসংস্থান হয়েছে এবং সমিতি হতে স্বল্প লাভে ঋণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমের দ্বারা ৩০০ জনের পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৩৬১ জন।



নিবন্ধন নং ৩৬৬
তারিখ : ০১.০৬.২০০৯ খ্রি।
সদস্য সংখ্যা : ১৩৮ জন
কর্মসংস্থান : ৮ জন
শেয়ার মূলধন : ১১,৫১,৫০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ১,০৯,৫৭,৪৫৫ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ১,৪৬,৪৮,৯১৯ টাকা।

সেভ দ্যা লাইফ উইম্যান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

উপজেলা : ভালুকা
জেলা : ময়মনসিংহ

সাফল্যের ইতিবৃত্ত

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ২০০৯ সালের শুরুতে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা পৌরসভায় সমিতির মূল উদ্যোক্তা ড. সেলিনা রশিদের নিজস্ব বাসায় দুস্থ ও বেকার বিশেষ করে মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী শিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে এলাকার আগ্রহী উদ্যমী ২০ জন মহিলার সমন্বয়ে সামান্য মূলধন নিয়ে সেভ দ্যা ওম্যান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ নামে একটি সংগঠন করে। একই বছরের জুলাই মাসে সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে "সেভ দ্যা ওম্যান বহুমুখী সমবায় সমিতি লি." নামে নিবন্ধন লাভ করে। পরবর্তীতে শুধু নারীদের নিয়ে কাজ করার উদ্দেশ্যে সমিতির উপ-আইন সংশোধন করে নতুন নামকরণ করা হয় সেভ দ্যা লাইফ উইম্যান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন।
- শিক্ষা ও পুষ্টি কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর সঠিক বিকাশ ঘটানো
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূরীকরণ।
- সদস্যগণের সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তহবিল সৃষ্টি করা ও তহবিলের সঠিক ব্যবহার করে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা।
- এলাকার নারীদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করা।

সমিতির কার্যক্রম

- সদস্যদের মাঝে উৎপাদনমুখী খাতে ঋণ প্রদান।
- শিক্ষা কার্যক্রম।
- হস্তশিল্প কার্যক্রম।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও যৌতুক বিহীন বিবাহ।

কর্জ দাদন

সমিতি থেকে সদস্যদের মাঝে গাভি পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই শিক্ষা ও ব্লক বাটিক এবং মহিলাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে কর্জ দাদন করা হয়। ২০১৮-২০১৯ খ্রি. সনের ১,৬০,৯০,০০০ টাকা কর্জ দাদন করা হয়েছে। কর্জ আদায় ৮৭,৮৩,৮০০ টাকা। সমিতি থেকে কর্জ গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৪০০টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। কর্জ দাদনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে অগ্নিশিখা হিসেবে কাজ করছে। কর্জ দাদনের পাশাপাশি সদস্যদের উল্লিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ভ্যাকসিন সরবরাহ করা হয়।

ব্যবস্থাপনা কমিটি

৬ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির দ্বারা সমিতি পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিমাসে নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বিগত সভার আয়-ব্যয় অনুমোদন, সদস্য ভর্তি, কর্জ দাদন, কর্জ



আদায় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করতঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী সমিতি পরিচালিত হচ্ছে।

নিট লাভ হতে সৃষ্ট তহবিল

২০১৮-২০১৯ সনের সমিতির নিট লাভের পরিমাণ ৪৮,১৪৮ টাকা। যা সদস্যদের মাঝে বণ্টন করা হয়েছে।

কর্মমুখী প্রশিক্ষণ

প্রতিটি সদস্যদের আর্থিক উন্নয়নে সদস্য এবং তাদের পোষ্যদের কম্পিউটার, বিউটি পার্লার, টেইলারিং, ব্লক বাটিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলাকার মহিলাদের এবং তাদের পোষ্যদের কর্মমুখী করা হয়। এ সমিতির সদস্যদের এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সামাজিক ও সেবামূলক কার্যক্রম

অত্র সমিতির সদস্য ড. সেলিনা রশিদ এর আন্তরিকতা, উদ্যোগ ও মানবিকতার কারণে সমিতিটি সমাজে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমসহ জনসচেনতা সৃষ্টিতে নিরলস ভূমিকা রেখে চলেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন করে সদস্যদের দেশ, সমাজ ও জাতি গঠনে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। এলাকার বিভিন্ন দুর্যোগ ও অগ্নিকাণ্ডে সমিতির পক্ষ থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়।

ফলজ ও মশলা জাতীয় চারা বিতরণ

অত্র সমিতির সদস্য ড. সেলিনা রশিদ এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিবছর সদস্যসহ স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে বাড়িবাড়ি গিয়ে উচ্চ ফলনশীল জাতের টমেটো ও মরিচের চারা এ সমিতি বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। সদস্যদের মধ্যে ২,০০০টি ফলজ বৃক্ষ প্রদান এবং রোপণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া বাসাবাড়িতে সবজি চাষে সাফল্য অর্জন করেছে।

স্বীকৃতি

সমিতিটি তাদের কর্যক্রমের ফসল হিসেবে ২০১৮ খ্রি. সনে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত হয়েছে। সমিতিটি অত্র এলাকার অবহেলিত মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে জনসচেতনামূলক কর্মকাণ্ড, কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অনগ্রসর মহিলা ও তাদের পোষ্যদের আর্থিক, সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রেখে আসছে।

পরিশেষে

সমবায় বিভাগসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে সমিতির পুরুষদের মতো নারীদের কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড ছাড়া এলাকার সাধারণ নারীদের জীবনমানেরও উন্নয়ন সাধিত হবে। এর ফলে আলোচ্য সমিতি একদিন সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছবে। সে সাথে আমরা সমন্বয়ে বলি, "ফলায় যারা ক্ষুধার অন্ন, আমরা আছি তাদের জন্য।"



নিবন্ধন নং : ১১৫
তারিখ : ১৫/৭/২০০৯ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ২০ জন
কর্মসংস্থান : ৮০ জন
শেয়ার মূলধন : ৩৪,৪০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১,৬৯,০০০ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৩,২০,০০০ টাকা

মাছের সংসার মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : খালিয়াজুরী
জেলা : নেত্রকোণা

কথিত আছে খালিয়াজুরীতে এক সময় কামরূপের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জিতারী নামক জনৈক সন্ন্যাসী কর্তৃক অধিকৃত হলে এ অঞ্চল কামরূপের শাসনচ্যুত হয়। পরবর্তীকালে খালিয়াজুরী পরগনা ভাটি অঞ্চলের অধীশ্বর ঈশা খাঁর শাসনে ছিল। এ ভাটি মহাল তৎকালে সরকার বাজুহা জলকর মহালের অন্তর্গত ছিল। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর এ পরগনা তার পরিষদ মজলিসদের হস্তগত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ পরগনা মজলিশদের হাত থেকে হোম বংশীয়দের শাসনাধীন হয়ে পড়ে। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলা বন্দোবস্তের সময় রামশংকর চৌধুরী, জয় প্রসাদ চৌধুরী, অনুপ নারায়ণ চৌধুরী, রুশন ও মুহাম্মদ রঞ্জিত এই কয় জন এ পরগনার মালিক ছিল। ১২০৪ বঙ্গাব্দে মালিকগণ ঋণগ্রস্ত হয়ে পরগনার আট আনা হিস্যা খাজে ওয়াসাল নামক এক আম্মানীর কাছে ৫,০০১ টাকায় বিক্রি করে দেয়। বাকি আট আনা ঐ ব্যক্তির নিকট ৯ বছর মেয়াদে ইজারা পত্তন দেয়। ১২১৫ বঙ্গাব্দে মালিকগণ এই আঁট আনা জমিদারি ধানকুড়ার রামকৃষ্ণ রামের কাছে বিক্রি করে দেয়।

খালিয়াজুরী ভাটি বাংলার হাওরদ্বীপ হিসেবে পরিচিত। খালিয়াজুরীর প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যের সৌন্দর্যের অসাধারণ। খালিয়াজুরী উপজেলার বার্ষিক একমাত্র বিনোদন নৌকা বাইচ। বছরের শ্রাবণ মাসের শেষ দিকে মনষাপূজা উপলক্ষে সে নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়। যা আয়োজন করা দীর্ঘ বছর ধরে আয়োজন করে আসছে।

অর্থনীতি

নৌকা তৈরি এ অঞ্চলের অন্যতম কারুশিল্প। তাছাড়া খালিয়াজুরীর প্রধান কৃষিপণ্য ধান। মাছ ধরা খালিয়াজুরী অঞ্চলের অন্যতম আয়ের উৎস্য। ১২,১২৮টি জেলে পরিবারের ৩৬,৩৫৪ জন মানুষ মাছধরার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ উপজেলায় প্রতি বছর ২,৪৬০ মেট্রিকটন মাছ উৎপাদন হয়। স্থানীয় চাহিদা পূরণের পর বাকি মাছ দেশের বিভিন্ন স্থানে চলে যায়।

ভাটি বাংলার পাদদেশে অবস্থিত নেত্রকোণা জেলার খালিয়াজুরী উপজেলা। এ উপজেলায় মূলত পানিবেষ্টিত উপজেলা। মাছে ভাতে বাঙালি হিসেবে খ্যাত এ খালিয়াজুরী উপজেলা।

সমবায়ের কার্যক্রম

এ উপজেলার পল্লি গ্রামের কিছুসংখ্যক গরিব অসহায় জেলে সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত মাছের সংসার মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ নামে সমিতিটি জেলা সমবায় অফিসার নেত্রকোণা মহোদয় কর্তৃক বিগত ১৫/৭/২০০৯ খ্রি. তারিখে নিবন্ধন নং ১১৫ মূলে নিবন্ধন লাভ করে। সমিতিটি নিবন্ধন লাভের পর সমবায় সমিতি আইন, সমবায় সমিতি বিধিও সমিতির উপ-আইন মোতাবেক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এতে করে সমিতির আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ৩৪,৪০০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ১,৬৯,০০০ টাকা। সমিতির সদস্য সংখ্যা ২০ জন।

সমিতির মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ

জেলেদের তথা সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে





সমিতির মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৪২২-১৪২৭ বাংলা সনের জন্য ধলিমাটি জলমহালটি ৬ বছরের জন্য ইজারা প্রাপ্ত হয় যার প্রতি বছর ইজারা মূল্য ২৮,০০,০০০ টাকা।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সমিতিতে প্রাপ্ত ৬ বছরের জন্য সরকারি জলমহালটি রক্ষণাবেক্ষণ যেমন-মাছধরা, পাহারাদার, কাটাবাঁশ, মাছ পরিবহন বাজারজাতকরণসহ ইত্যাদি কাজের জন্য প্রায় ৭০-৮০ জন সদস্য ও অসদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

সবুজ বনায়ন কার্যক্রম

সমিতির মাধ্যমে প্রাপ্ত জলাশয়ের তীরে বনায়ন কার্যক্রম করে জলাশয়কে নদী ভাঙন রোধ করা এবং উক্ত বনায়নে অতিথি পাখির আবাসস্থলের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি সহ অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ করা হচ্ছে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে।

গবাদি পশুপালন

সমিতির সদস্যরা জলমহালের তীরে গবাদি পশু বিচরণের মাধ্যমে দেশের গো-সম্পদ উৎপাদনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

কৃষি উৎপাদন

সমিতির নামে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত জলাশয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাহারাদার থাকার আবাসস্থল তৈরির করে তথাপি খলা তৈরি করে খাসজমিতে ধান চাষ ও সবজি চাষের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

জাতীয় পর্যায়ে অবদান

প্রকল্পের মাধ্যমে অভয় আশ্রম তৈরির মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের আমিষের ঘাটতি পূরণসহ দেশের সামগ্রীক মৎস্য উৎপাদনের সাথে যোগ হচ্ছে।

পরিশেষে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মানুষের আমিষের ঘাটতি পূরণে ও মাছ রপ্তানি করে বৈদেশি মুদ্রা অর্জনে সফলতা লাভ করবে।



নিবন্ধন নং : ০৬
তারিখ : ৩০/০৮/১৯৯৬ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৪,১০০ জন
কর্মসংস্থান : ২,১৫০ জন
শেয়ার মূলধন : ২,২৩,২২,০০৯ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১,৩০,২৭,৪১৭ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১৬,১৭,৮০,৯০৮ টাকা

আদর্শ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : ঝিনাইগাতী
জেলা : শেরপুর

"তুলশী মালার সুগন্ধে পর্যটনের আনন্দে" শেরপুর জেলা সর্বউত্তরে গারো পাহাড়ের পাদদেশে ঝিনাইগাতী উপজেলায় গারো, কোচ, হদি, বানাই, ঢালু, বর্মন আদিবাসী অধ্যুষিত সীমান্তবর্তী পাহাড়, ঝর্ণা, ছড়ার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, অনগ্রসর ও হতদরিদ্রদের বসবাসের এই উপজেলা। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থসামাজিক দিক বিবেচনায় পিছিয়ে পড়া এই উপজেলাটি। এই উপজেলায় গজারি, সেগুন, অন্যান্য পাহাড়ি গাছপালা ও লেক সমৃদ্ধ গজনী অবকাশ পর্যটন কেন্দ্র। এই অবকাশ কেন্দ্রটি বর্তমানে সারা দেশের পর্যটন পিপাসুদের কেন্দ্র বিন্দু। এই উপজেলা সদরে স্থানীয়ভাবে বসবাসকারী সমবায় মনোভাবাপন্ন, সমবায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৯৫ সালে ৩ নভেম্বর ২০ জন ব্যক্তি সংগঠিত হয়ে মাত্র ২৪০ টাকা শেয়ার মূলধন ও সঞ্চয় আমানত পুঁজি নিয়ে গোড়াপত্তন করে জেলা সমবায় কার্যালয় শেরপুর হতে "ঝিনাইগাতী মধ্য বাজার আদর্শ সমবায় সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি লিঃ" নিবন্ধন নং ০৬, তারিখ: ৩০/০৮/১৯৯৬,ঝিনাইগাতী শেরপুর মূলে নিবন্ধন লাভ করে। সমিতির সদস্য, সমিতির নাম ও সমিতির কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে নিবন্ধিত উপবিধি সমিতির কর্ম এলাকা, সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন বৃদ্ধির বিষয়ে একাধিক বার উপবিধিটি সংশোধন করে সর্বশেষ "আদর্শ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড" এই নামে সমিতির কার্যক্রম দীর্ঘ ২৫ বছর সমিতির কার্যক্রম চালু আছে। ক্রেডিট ইউনিয়নটি বিগত ১৯৯৮ সালে "দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিমিটেড (কাল্‌ব) এর নিবন্ধন নং : ২৮৬ মূলে পূর্ণ সদস্য পদ লাভ করে।

সমিতির উদ্দেশ্য

- সদস্যদের ঋণ এবং তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা, লাভজনক কৃষিকার্য ও শিল্প দ্রব্য উৎপাদন সহায়তা করা।
- শিল্পবিষয়ক, কৃষিবিষয়ক বা সদস্যগণের উপযোগি অন্য কোনো পেশা অবলম্বনে উৎসাহ দেয়া, সহায়তা করা।
- মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয় কার্যে উৎসাহ দেয়া ও সহায়তা করা এবং সর্ব প্রকার ক্ষতিকর ব্যয় সংকোচন শিক্ষা দেয়া, সাধারণত-সদস্যগণের মধ্যে স্বাবলম্বী ও পারস্পরিক সাহায্যের উৎসাহ দেয়া।
- সমিতির উদ্যোগে, সমবায় বিভাগ বা কেন্দ্রীয় সমিতির সহায়তায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদেরকে স্বকর্মসংস্থানে সহায়তা করা।
- সদস্যদেরকে সমবায়ের আদর্শে শিক্ষা দান এবং সমবায় প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা।

সমিতির মূলধন গঠন ও বৃদ্ধি কার্যক্রম

সমিতির মূলধন ও সদস্য বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি বিভিন্ন সময়ে উপ-আইন সংশোধন করে শেয়ারের অভিহিত মূল্য বৃদ্ধিসহ, সঞ্চয় আমানত বৃদ্ধির জন্য পর্যায়ক্রমে সদস্যদের জন্য বিভিন্ন আকর্ষণীয় নামে ১২টি সঞ্চয় প্রকল্প কার্যক্রম চালু করে এবং উক্ত সঞ্চয় প্রকল্পসমূহে সদস্যদের সম্পৃক্ত করার জন্য নিয়মিত সভা, সেমিনার

এবং সমবায় প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। বর্তমানে সমিতিটি সম্পূর্ণ নিজস্ব মূলধন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং বর্তমানে সমিতিটি একটি লাভজনক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে।

সমিতির উন্নয়ন কার্যক্রম

সমিতির সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ, পরিবহন ঋণ, কৃষি খাতে ঋণ, সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ঋণ, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ খাতে ঋণ প্রদানের ফলে সমিতির সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আয় বৃদ্ধিসহ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে। সমিতির এ সকল পদক্ষেপ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সেবামূলক কার্যক্রম

- এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ছোটখাটো মেরামত;
- গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান;
- অসহায়, দুর্ঘটনা কবলিতদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান;
- দরিদ্রদের বিবাহ অনুষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতাসহ অন্নহীন দরিদ্রদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান;
- দরিদ্র, আর্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করে থাকে।
- তাছাড়া পবিত্র ঈদ উৎসবে দরিদ্রদের মধ্যে উপহারসামগ্রী বিতরণ;
- করোনাকালীন সময়ে প্রায় ৩০০ পরিবারকে খাদ্যসহায়তা প্রদান করেছেন।

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সমিতির অর্থায়নে সদস্যরা পোল্ট্রি খামার ও গরুর খামার, মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠা করে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোক সমিতিতে অন্তর্ভুক্তির থাকার কারণে তারা তাদের নিজ নিজ মেধা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করছে। তাই সমিতিটি এলাকার উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

সমিতিটি সততার সাথে বৈধ ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে বিগত ২২ বছর যাবৎ ধারাবাহিক উল্লেখযোগ্য হারে মুনাফা অর্জন করেছে। সদস্যদের সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের ফলে এলাকায় সমিতিটি আস্থার প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আধুনিক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার

সমিতির সকল রেকর্ডপত্র সমিতির নিজস্ব কম্পিউটারে সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। সফটওয়্যারের মাধ্যমে হিসাব



সংরক্ষণ করায় সদস্যরা কম সময়ে তাদের শেয়ার, সঞ্চয়, মুনাফা,ঋণ ও দেনার পরিমাণ জানতে পারছে। সমিতির নিজস্ব ওয়েব সাইট www.adarsho.com ও ফেইস বুক পেইজ www.facebook.com/adarsho.coop রয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমিতির ভূমিকা

সমিতিতে সরাসরি নিয়োগকৃত ১ জন নির্বাহী কর্মকর্তাসহ ২৫ জন কর্মী কর্মরত আছেন।

স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমিতির ভূমিকা

ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে ৭,০৭৫ জন সদস্যের/ পরিবারের সদস্যের আত্মকর্মসংস্থান হয়েছে। বেড়েছে তাদের আয়-রোজগার।উন্নত হয়েছে তাদের জীবনযাত্রার মান। পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির কারণে তারা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় এগিয়ে এসেছেন। এছাড়াও পরিবহন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ১২০ জন অটোরিক্সা ক্রয় করে আত্মকর্মসংস্থান, সমিতির ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা গ্রহণ করে স্থানীয় বাজারে প্রায় ২,০০০ জন ব্যক্তি বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যবসা পরিচালনা করছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গৃহীত পদক্ষেপ

ঝিনাইগাতী উপজেলা পর্যটন এলাকা হওয়ায় আগত পর্যটকদের থাকা খাওয়া ও বিনোদনের ব্যবস্থা করার নিমিত্তে রিসোর্ট সেন্টার ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে ১২৫ শতক/এক একর পঁচিশ শতক জমি ক্রয় করা হয়েছে।

কল্যাণকর ও জনহিতকর কাজ

সমিতির কর্ম এলাকায় প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির লক্ষ্যে ১টি ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে শেরপুর হতে গজনি অবকাশ কেন্দ্রে যাওয়ার প্রধান সড়কের পাশে জমি ক্রয় করা হয়েছে। যার মূল্য ৫৯,৭৫,৯১০ টাকা।

সমিতি প্রচার ও প্রকাশনা

- সমবায় সমিতিবিষয়ক লিফলেট প্রকাশ;
- বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষে সভা সেমিনারের আয়োজন;
- বার্ষিক সাধারণ সভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানসংক্রান্ত প্রচারের ক্ষেত্রে মাইকিং এর ব্যবস্থা
- কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণকে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে মাইকিং করা।

সামিতির সামাজিক কর্মকাণ্ড

- সামাজিক বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণসহ আর্থিক সহযোগিতা করা হয়ে থাকে।
- তদুপরি, এলাকায় যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারীনির্যাতন, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

সমিতির বর্তমান কার্যক্রমের গতিধারা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যৎ এ জেলার আদর্শ সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সকল সমবায় সমিতির নিকট অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।



নিবন্ধন নং : ০১
তারিখ : ৩০/০৬/২০১০ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১,১৭৫ জন
কর্মসংস্থান : ৪৮ জন
শেয়ার মূলধন : ১,০০,০০,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৪,৬০,২১২ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৭২,৩৪,৭২৬ টাকা

রথখোলা কামারবাড়ী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি

উপজেলা : সরিষাবাড়ী
জেলা : জামালপুর

স্বল্পবিত্ত, বিত্তহীন মানুষের সংঘবদ্ধ ও সামাজিক মুক্তির অন্যতম হাতিয়ার সমবায়। আর এ ধারণা থেকে নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরিষাবাড়ী উপজেলার রথখোলা কামারবাড়ী এলাকায় ৩৯ জন সদস্য মিলে এলজিইডি জামালপুর কর্তৃক একটি সমবায় সমিতি গঠন করে সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন নেয়। মূল নিবন্ধন নং : ০১, তারিখ :৩০/০৬/২০১০ খ্রি. সংশোধিত নিবন্ধন নং : ০৪, তারিখ : ২৬/১১/২০১৮ খ্রি.। নিবন্ধন পরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং জামালপুর জেলার সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কর্মকাণ্ড দ্বারা স্থান করে নিয়েছে। এলজিইডি কর্তৃক সমিতিতে বিল্ডিং নির্মাণ রেগুলেটর ব্রিজ, খাল খনন ও বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে।

সমবায় সমিতির কর্ম এলাকায় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী কৃষি, মৎস্য ও পশুপালনসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পরবর্তীতে সমবায় সমিতির জায়গায় বেড়িবাঁধ ও রাস্তাঘাট সংস্কার বিভিন্ন জাতের গাছের চারা রোপণ করে আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নিবন্ধনকালে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৯ জন, বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,১৭৫ জন। ১০ বছরে সদস্য বৃদ্ধিতে সাফল্য অর্জন করেছে। সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ১,০০,০০,০০০ টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। এ পর্যন্ত পরিশোধিত শেয়ারের পরিমাণ ১২,১৫,৯৭০ টাকা, এক্ষেত্রেও অর্জিত সাফল্য উল্লেখযোগ্য। নিবন্ধনকালে সমিতির সঞ্চয় আমানত ছিল ৯,৮৪৫ টাকা। বর্তমানে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৪,৬০,২১২ টাকা। সঞ্চয় আদায়ের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যই সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মূলধন গঠনে অত্র সমিতির সাফল্য উল্লেখযোগ্য এবং সন্তোষজনক। সমিতি থেকে সদস্যদের মাঝে মৎস্য চাষ, গাভি পালন, ছাগল-পালন, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই শিক্ষা ও ব্লক বাটিক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক কর্জ দাদন করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সদস্যদের মাঝে ৮,৭৪,০০০ টাকা কর্জ দাদন করা হয়েছে। সমিতি থেকে কর্জ গ্রহণের মাধ্যমে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে ২২৫টি পরিবার স্বাবলম্বী হয়েছে। কর্জ দাদনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের ভাগ্যোন্নয়নের বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সদস্যদের উল্লিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বাড়িতে সবজি চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট সার তৈরি করে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে গেছে। আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে ৪ জন কর্মচারীকে নিয়োগ দান করে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ফলে সমিতির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতিটি ১২ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সমিতি পরিচালিত হচ্ছে। প্রতি মাসে নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় বিগত মাসের আয়ব্যয় অনুমোদন, সদস্য ভর্তি, কর্জ দাদন, কর্জ আদায় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা



গ্রহণ করে পরিকল্পনা অনুযায়ী সমিতি পরিচালিত হচ্ছে। বিভাগীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা করা হয়। গত বার্ষিক সাধারণ সভায় কোরাম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিল। উক্ত উপস্থিতি সমিতির জবাবদিহিতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণক। ২০১৮-২০১৯ সনে সমিতির নিট লাভের পরিমাণ ১৪,৩৬৯ টাকা।

সমিতির কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এলাকায় ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর স্বাস্থ্য শিক্ষা, স্যানিটেশন ও যৌতুকবিরোধী আন্দোলনে সদস্যদের ভূমিকা বিষয়ে সদস্যদের মাঝে বৈঠক করে থাকে। জনহিতকর কর্মকাণ্ড সমিতির অর্থায়নে অসহায় মানুষদের চিকিৎসা সহায়তা ও জটিল রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জৈব কম্পোস্ট সার তৈরি করে বেশকিছু পরিবার উপকৃত হয়েছে। সমিতির অফিস রথখোলা কামারবাড়ী চাপারকোনোয় ৫ শতাংশ নিজস্ব জমিতে অফিস ঘর থাকায় সমিতির কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের ভূমিতে বধ্য পানি নিষ্কাশন করত জমিতে সারা বছর ফল, সবজি, ফসল, মাছ চাষ করার মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

রথখোলা কামারবাড়ী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।





নিবন্ধন নং : ০১
তারিখ : ০৫/০১/২০১৬ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ২৩ জন
কর্মসংস্থান : ৩০০ জন
শেয়ার মূলধন : ২৩,০০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৩,৬৪,০০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৩,৮৭,০০০ টাকা

কেন্দুয়া উপজেলা নার্সারি মালিক সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : কেন্দুয়া
জেলা : নেত্রকোণা

আবহমানকাল থেকে নদনদী বিধৌত নদীমাতৃক বঙ্গীয় বদ্বীপ ভাটি বাংলার বৃহত্তর ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকোণা জেলার বৃহৎ অথচ পিছিয়ে পড়া উপজেলা কেন্দুয়া। সমগ্র পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ক্ষুদ্র পরিসরে সুমহান প্রয়াস চালাচ্ছে কতিপয় অবহেলিত, দরিদ্র,উদ্যমী উদ্যোক্তার সমন্বয়ে কেন্দুয়া উপজেলাব্যাপী কর্ম ও সভ্য নির্বাচনি এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে একটি সমবায় সমিতি যার নাম কেন্দুয়া উপজেলা নার্সারি মালিক সমবায় সমিতি লিঃ। ইহা এই অঞ্চলে বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ভিশন ২০৪১ এর প্রকৃতির অংশ সবুজ বিপ্লব অর্থাৎ বনায়ন তথা বৃক্ষরোপণের সহায়ক হিসেবে অজান্তেই সক্রিয়ভাবে অতুলনীয় অনন্য অবদান রাখছে। এই উপজেলার ৩০৩ বর্গ কি.মি. আয়তনের প্রায় সবটাই সমতল ভূমি কেন্দুয়া উপজেলা নার্সারি মালিক সমবায় সমিতি লিঃ এর আওতাধীন ক্ষুদ্র ও মাঝারি নার্সারি রয়েছে যেগুলো নিয়মিত ফলজ, বনজ, ভেষজ, সবজিসহ প্রায় সব ধরনের গাছের চারা এককভাবে ক্ষেত্রভেদে সমবায় সমিতিটির মাধ্যমে যৌথভাবে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করছে যদিও এরা দেশ ও পরিবেশ রক্ষায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে কিন্তু তাদের অজ্ঞতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে অসামান্য কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি অথবা প্রচার পাচ্ছে না অথচ এই উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করা, প্রেরণা দেয়া ও তাদেরকে বৃহৎ পরিসরে কাজ করার জন্য দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা সক্ষম ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির নজরে আনা সংশ্লিষ্টগণের আবশ্যকীয় কর্তব্য তথা দেশাত্মবোধক কাজের অংশ হিসেবে কেন্দুয়া উপজেলা নার্সারি মালিক সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রাতিষ্ঠানিক, সাংগঠনিক ও দাতব্যমূলক ক্রিয়াকলাপ তুলে ধরা হলো।

সমিতির উপকারভোগী ও কর্মসংস্থান

কেন্দুয়া উপজেলার ৫৫টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি নার্সারি মালিক উক্ত সমিতিতে সদস্য থাকায় আপাতদৃষ্টিতে সমিতিই তাদের পরিবারের আয়ের একটি বড় উৎস হিসেবে দৃশ্যমান হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩০০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় নেত্রকোণা জেলার সকল উপজেলা ও পার্শ্ববর্তী ময়মনসিংহ এবং কিশোরগঞ্জ জেলার কয়েক লক্ষ পরিবারে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করছে।

সমিতির অর্জন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯ উপলক্ষে কেন্দুয়া উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক সম্মাননা স্মারক অর্জন করে। তাছাড়া সমিতির অফিস ঘরটি উপজেলা পরিষদের চত্বরে অবস্থিত যা উপজেলা পরিষদ তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করে।



নিবন্ধন নং ১৭১
তারিখ : ২৯.১০.২০১৫খ্রি
সদস্য সংখ্যা : ১,০২৬ জন।
শেয়ার মূলধন : ২৩৪৫০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ২৪৮১৪৮৬ টাকা।
এফ ডি আর জমা : ২৪৫৯৯৭০ টাকা।
ডিপিএস জমা : ১১০০৭৬০ টাকা।

বন্ধন শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : ত্রিশাল
জেলা : ময়মনসিংহ

২০১২ সালের শুরুতে ফুড ফর দি হাংরী নামক আর্ন্তজাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্দ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিবিজরিত ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদের পাড় ঘেঁষে প্রত্যন্ত অঞ্চল কাঠাঁল ও কানিহারী ইউনিয়নের দুস্থ ও বেকার বিশেষ করে মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এলাকার আগ্রহী উদ্যমী ও সচেতন মাত্র গুটি কয়েক নারী-পুরুষের সমন্বয়ে সামান্য মূলধন নিয়ে সমবায়ের আদর্শকে ধারণ করে একটি সমিতি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে "বন্ধন শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ " নামে নিবন্ধন করা হয়। প্রাথমিকভাবে ফুড ফর দি হাংরী সংগঠনের আর্থিক সহযোগিতায় অফিস ভাড়া নিয়ে কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে সমিতির নিজস্ব তহবিলে ক্রয়কৃত জমির উপর ফুড ফর দি হাংরী সংগঠনের সহযোগিতায় দ্বিতল ভবন নিমার্ণ করে সেখানে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সমিতির নিজস্ব ভবনে ২ জন বেতনভুক্ত কর্মী ও ৫২ জন স্বেচ্ছাসেবী কর্মীর সহযোগিতা নিয়ে সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমবায় নীতি ও আদর্শ বিষয়ে শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়মিত বার্ষিক ও মাসিক সভা অনুষ্ঠান করে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায়ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা, সভ্যগণকে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয় কার্যে উৎসাহ দেওয়া ও সহায়তা করা এবং সর্বপ্রকার ক্ষতিকর ব্যয় সংকোচন বিষয়ে উৎসাহ ও শিক্ষা দেওয়া, সভ্যদের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় এবং সভ্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে উহা সমবায় আইন ও বিধিমালা এবং সমিতির উপ-আইন মোতাবেক যথাযথ ব্যবহার করে সমিতিকে একটি লাভজনক এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, সভ্যগণের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য পেশাভিত্তিক অর্থকরী, বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সামাজিক কার্যক্রম

গ্রামের মধ্যে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, ইভটিজিং, নারী পাচার ইত্যাদি প্রতিরোধ করার জন্য সমিতির পক্ষে কাজ করা। প্রতি মাসের মাসিক সভায় এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা।

সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান

সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২ জন সদস্যদের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির সহযোগিতায় কর্মসংস্থানমূলক বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সময়ে সময়ে সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণ, ব্লক বাটিক ও আইজিএ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রায় ৪৫০ জন সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থান ৬৭০ জন সদস্যের স্বকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।



নিবন্ধন নং : ৫১৪
তারিখ : ২৫/০২/২০০৯ খ্রি.
সদস্য : ৫৪৫ জন।
কর্মসংস্থান : ৩৫০ জন।
শেয়ার মূলধন : ১৪,৪৭,৯০০ টাকা।
সঞ্চয় আমানত : ৩১,০৬,৭২১ টাকা।
কার্যকরী মূলধন : ৪৩,০৩,১৮০ টাকা।

শতদল বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : কলমাকান্দা
জেলা : নেত্রকোণা

একটি সমবায় সমিতি বদলে দিতে পারে একটি জনপদের জীবনচিত্র। এমনই একটি স্বপ্ন নিয়ে ২০০৯ সালে একদল তরুণ-তরুণীর উদ্যোগে নেত্রকোণা জেলাধীন কলমাকান্দা উপজেলায় যাত্রা শুরু করে শতদল বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ। প্রতিষ্ঠাকালীন সমিতির কর্ম এলাকার মানুষের জীবন জীবিকা ছিল খুবই কষ্টের। বর্তমানে এ সমিতির অগ্রযাত্রায় কর্ম এলাকার মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কর্ম এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য নিয়ে সমিতির যাত্রা শুরু হয়েছিল সমিতির বাস্তবসম্মত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বদলে যাচ্ছে কর্ম এলাকার মানুষের জীবনমান। সমিতির ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প হতে ঋণ গ্রহণ করে বসতবাড়িতে সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশুপালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা গ্রহণের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও প্রতি বছর সদস্যদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমিতির কার্যকরী মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্যদের মধ্যে শেয়ার বিক্রয়, সঞ্চয় আদায় ও উহা লাভজনক খাতে বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা সমিতিতে চলমান।

ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প

ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ : সমিতি ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে বর্তমানে ১৫০ জন সদস্যকে ঋণ প্রদান করেছে। ঋণগ্রহীতা সদস্যগণ ঋণ নিয়ে স্থানীয় বাজারে মুদির দোকানসহ অন্যান্য ব্যবসা পরিচালনা করছে। এ খাতে সমিতির বর্তমানে মোট বিনিয়োগ ৩৫,০০,০০০ টাকা।

কৃষি খাতে বিনিয়োগ : সমিতি কৃষিঋণ খাতে বর্তমানে ৭৫ জন সদস্যকে ঋণ প্রদান করেছে। সদস্যগণ সমিতি হতে ঋণ গ্রহণ করে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করছে। এ খাতে সমিতির বর্তমানে মোট বিনিয়োগ ১২,৮৯,৩৩২ টাকা।

শিক্ষা কার্যক্রম

সমিতিটি প্রতি বছর তার সদস্যদের পরিবারসমূহে স্কুলগামী সকল শিশুই যেন স্কুলে যায় সে বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, প্রতি বছর সদস্যদের ও কর্ম এলাকার শিশুদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মেধাবী বাচ্চাদের শিক্ষা বৃত্তি ও সকল বাচ্চাদের শিক্ষা উপকরণ দিয়ে আসছে।

গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প

সমিতিটি নিজস্ব উদ্যোগে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বর্তমানে এ প্রকল্পে গরুর সংখ্যা ৩টি। এ প্রল্পে বিনিয়োগ ১,০৫,০০০ টাকা। পর্যায়ক্রমে এ প্রকল্পটি সম্প্রসারণ করা হবে মর্মে ব্যবস্থাপনা কমিটি জানায়।

জমি ক্রয়

সমিতি নিজ নামে ৩.২ শতক জমি ক্রয় করেছে। জমির ক্রয়মূল্য খরচসহ ১,০৩,০০০ টাকা।

সমিতির অফিস ঘর

১টি স্থায়ী অফিস ঘর রয়েছে। অফিস ঘরে বিনিয়োগ ৫,০৫,৫৯০ টাকা। এছাড়া সমিতিতে কম্পিউটার ১টি, ২টি আলমীরা, ১টি ফ্রিজ, জেনারেটর ১টি, সেলো মেশিন



১টি, ৩৫টি প্লাস্টিক চেয়ার,২টি টেবিল ইত্যাদি আসবাব রয়েছে।

সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

কৃষিতে সচেতনতা বৃদ্ধি

গ্রামের কৃষিকাজে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও জৈব সার ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা সমিতিটির অন্যতম লক্ষ্য। এ বিষয়ে তারা উপজেলা কৃষি দপ্তরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে আধুনিক কৃষিনির্ভর অর্থনীতি গড়ার চেষ্টায় লিপ্ত।

শিক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি

সমিতির সদস্যগণ গ্রামের সাধারণ জনগণকে শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। কোনো পরিবারের বাচ্চা যদি স্কুলে না যায় তাহলে সদস্যগণ সেই বাড়িতে গিয়ে বাবা-মাকে বুঝিয়ে বাচ্চাকে স্কুলে পাঠান। সমিতির শিক্ষিত সদস্যগণ নিরক্ষর সদস্যদেরকে হাতে কলমে স্বাক্ষরজ্ঞান দান করে থাকেন।

এছাড়াও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আইনগত অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ জনগণকে সচেতন করে থাকে। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন করিয়ে দেয়।

জনস্বাস্থ্য

সমিতিটি জনসাধারণকে বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে থাকে। পাশাপাশি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জনপ্রতিনিধিদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা পাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে।

সাহায্য ও অনুদান

বর্তমানে করোনার প্রাদুর্ভাবে ও পর পর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে এই সমিতিটি। ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের তালিকা করে স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতিক্রমে ৩০০ সদসস্যের মাঝে বিতরণ করে বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী। এসব ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, চিনি, লবণ, তেল, সাবান ও হ্যান্ডওয়াশ।



নিবন্ধন নং : জাম-০২
তারিখ : ১৩/০৯/২০১৭ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১০০ জন
কর্মসংস্থান : ১০০ জন
শেয়ার মূলধন : ১,৫২,৫০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৫১,৮০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ২,০৪,৩০০ টাকা।

দিগপাইত ইউনিয়ন নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : জামালপুর সদর
জেলা : জামালপুর

দুগ্ধ মানব সম্পদ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষের দৈনিক ২৫০ গ্রাম দুধ পান করা আবশ্যক। এই লক্ষ্যে একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সমবায় অধিদপ্তর। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক জামালপুর জেলার অন্তর্গত জামালপুর সদর উপজেলাধীন দিগপাইত ইউনিয়ন নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ বিগত ১৩/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে জাম-০২ মূলে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। সমিতির সুবিধাবঞ্চিত একশত মহিলা সদস্যদের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১,৫২,৫০০ ও সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৫১,৮০০ টাকা। সমিতির সভ্য নির্বাচনি এলাকা জামালপুর জেলার দিগপাইত ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

জামালপুর শহরে দিগপাইত ইউনিয়নের একটি গ্রাম মাতারপাড়া। অন্যান্য গ্রামীণ সমাজের যে চিত্র শিক্ষার হার কম, উন্নয়নে স্থবিরতা ভাগ্যোন্নয়নে ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যোগহীনতা, অসচেতনতা, ইত্যাদি মাতারপাড়া গ্রামটিও তার বাইরে নয়। এমন এক গ্রামে বসবাস করেও কীভাবে নিজের ভাগ্যের চাকা ঘুরানো যায় সব প্রতিকূলতা জয় করে সুন্দর ভবিষ্যৎ এর স্বপ্ন বোনা যায় আমারা আজ এমনই এক গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের ভাগ্যোন্নয়নের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করব।

উক্ত গ্রামে দুগ্ধ উৎপাদনের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ১০০ পরিবারের ১০০ মহিলার সমন্বয়ে নারী উন্নয়ন সমবায় প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সমবায় আইনকানুন সম্পর্কে তাদের ধারণা প্রদান করা হয়। সমবায়ের মাধ্যমে অসচ্ছল পরিবারকে কীভাবে সচ্ছল পরিবারের দিকে ধাবিত করা যায় দিগপাইত ইউনিয়ন নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

দিগপাইত ইউনিয়ন নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতির একশত জন সদস্যকে এক লক্ষ টাকা করে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দুইটি করে উন্নত জাতের বকনা ক্রয় করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে তাদেরকে বিশ হাজার টাকা গাভি লালনপালন ও খাদ্য ক্রয়ের জন্য প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে সদস্যগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ের দিকে ধাবিত হতে থাকে। ইতোমধ্যেই সকল সদস্যই তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজ নিজ বকনাগুলোকে গাভিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। এদের উৎপাদিত দুগ্ধ স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে চাহিত অভাব পূরণে সক্ষম হয়েছে। উক্ত গ্রামের মহিলাদের উদ্যোগে গাভি পালনের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে পুরো গ্রামের চিত্রটিই যেন পালটে ফেলেছে। এ গ্রামের চিত্র দেখে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো যেন অনেকটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের অনেকেই সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। তন্মধ্যে আমরা মর্জিনা খাতুনের উত্থানের কাহিনিটি বর্ণনা করা হলো :

দারিদ্র্যের কারণে প্রাথমিকের পর আর মর্জিনা পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারেন নি। তারপর মাত্র ১৫ বছর বয়সেই মাতারপাড়া গ্রামের ছানোয়ার নামে এক শ্রমিকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জড়িত হয়ে নানা শোষণ ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করলেও শৈশবের দেখা সেই স্বপ্নটা (নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার)



তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতি তাকে আরও বেশি করে ভাবিয়ে তোলে।

নিজে কিছু একটা করে সংসারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তাটা তিনি আরও তীব্রভাবে অনুভব করেন। ইতোমধ্যে তিনি নিজে কিছু করে সংসার সচ্ছলতা ফিরিয়ে এনে সন্তানদের একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার স্বপ্ন দেখেন। অবশেষে তার এই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেয় সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত উন্নতজাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প। এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমেই আজ তিনি একজন স্বপ্নজয়ী নারী।

একটি সুখী ও সুন্দর জীবনের স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে ওঠা মর্জিনাকে শ্বশুর বাড়িতে এসে নানা অবহেলা ও বঞ্চনা সহ্য করতে হয় এবং নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। এই অবস্থা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে স্বাবলম্বের পথ খুঁজে। তিন ছেলের পড়ালেখার খরচ চালাতে না পেরে যখন খুবই দুর্দশাগ্রস্ত জীবন পার করছিলেন ঠিক তখনই সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নতজাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পটি তাকে আশার আলো দেখালো। উক্ত প্রকল্পের আওতায় গঠিত দিগপাইত ইউনিয়ন নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতিতে সদস্য হন। সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে এখান থেকে উন্নত জাতের বকনা ক্রয় করার জন্য ১,২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১,০০,০০০ টাকা দিয়ে ৫০,০০০ করে দুটি বকনা ক্রয় করেন এবং বাকি ২০,০০০ টাকা দিয়ে বকনার খাবার ক্রয় ও



অন্যান্য খরচ বহন করা হয়। তারপর এক বছর পর এই বকনা দুটি আর ও দুটি বাছুর দেয়। এই গাভি দুটির মধ্যে একটি প্রায় ২৫ লিটার ও অন্যটি প্রায় ২০ লিটার (দৈনিক) দুধ দেয়। এই দুধ বিক্রি করে দৈনিক প্রায় ২,৩৫০ টাকা আয় করেন। এই টাকা দিয়ে এখন তার সংসারের নিত্যপ্রয়োজনগুলো পূরণ করতে পারেন। আগে টাকার অভাবে তার বড় ছেলে মনিরের পড়ালেখা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন তাকে আবার স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। সে এখন দশম শ্রেণিতে পড়ে এবং ছোট দুই ছেলেকেও ভালোভাবে পড়ালেখার সুযোগ করে দিতে পেরেছেন। এখন তার আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন হওয়ার কারণে সংসার সচ্ছলতার পাশাপাশি শান্তিও ফিরে এসেছে। আগে যেখানে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাকে অবমূল্যায়ন করতো আজ সেখানে তার সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন পাচ্ছে। আজ তার এই আয় থেকে সংসারের খরচ মিটানোর পরও সঞ্চয় করতে পারছেন এবং উত্তোলিত ঋণের টাকা কিস্তি আকারে পরিশোধ করতে পারছেন। তাছাড়া এখন তিনি তার নিজস্ব গাভির দুধ থেকে বিক্রির পাশাপাশি পরিবারের দৈনিক) পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে পারছেন। এখন তিনি তার তিন ছেলে ও স্বামীকে নিয়ে সামনে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ এর নিশ্চয়তা পাচ্ছেন। কিছুদিন আগেও যেটা তার স্বপ্ন ছিল। দুধ বিক্রির টাকা থেকে যে টাকা তিনি সঞ্চয় করেছে তা দিয়ে এখন আরও একটি গাভি কি নার পরিকল্পনা করছেন। তার স্বপ্ন একটি গরুর খামারের মালিক হবেন। ঋণ উত্তোলনের পর থেকে আজ পর্যন্ত তার যে সফলতা তাতে তিনি আশাবাদী যে খুব শীঘ্রই তার সেই খামারি হওয়ার ইচ্ছা পূরণ হবে। তবে তিনি এইটুকু বুঝতে পেরেছেন যে, কেউ যদি কোনোকিছু করার জন্য দৃঢ় ভাবে সংকল্পবদ্ধ করে থাকে তবে তার সফলতা তার কাছে ধরা দেবেই। সবশেষে তার প্রপ্রীতি জন্মেছে যে, এই অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে একমাত্র সংগঠিত প্রচেষ্টা সমবায়ের কোনো বিকল্প নাই। সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েই গ্রামের অনুন্নত মানুষ তাদের ভাগ্যের উন্নয়নের চাকা ঘুরাতে পারে। আজ এই মাতাড়পাড়া গ্রামটি দুগ্ধ উৎপাদনের গ্রাম হিসেবে এলাকায় সুনাম কুড়িয়েছে।



নিবন্ধন নং : ২৩৬৬
তারিখ : ০৫/০১/১৯৭১ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ২১৬ জন
শেয়ার মূলধন ৫,৭২,৫০০ টাকা
সঞ্চয় আমানত ৩৯,৮৩,৯১২ টাকা

মুক্তাগাছা থানা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : মুক্তাগাছা
জেলা : ময়মনসিংহ

সফল্যের ইতিবৃত্ত ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে মুক্তাগাছা পৌর এলাকাধীন দুস্থ ও বেকার মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এলাকার সচেতন মহিলাগণ ১৩ জন সদস্যের সমন্বয়ে মাত্র ২৬ টাকা মূলধন নিয়ে একটি মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন মধ্যহিস্যা এলাকার সমাজসেবী মহিলা জনাব বসিরন নেসা ও মলিনা রাণী দত্ত।

পরবর্তী এক মাসের আরও ৫৭ জন্য সদস্য অন্তর্ভুক্তিরির মধ্যে সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০ জনে। সদস্যগণের আগ্রহের ভিত্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ে সভাপতি মহোদয়ের বাসার একটি কক্ষে দুইটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে একজন প্রশিক্ষক নিয়োগ করে সেলাই প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ শুরু হয়।

অল্প কয়েকদিন পরে স্থানীয় আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট এর তৎকালীন প্রশিক্ষক জনাব মানছুরুর রহমান খান ও থানা সমবায় সমবায় অফিসার জনাব মোজাম্মেল হক সাহেবের সঙ্গে সভাপতি ও সম্পাদকের আলাপ-আলোচনা হয়। যার মধ্যস্থতা করেন স্থানীয় সমাজসেবী ডা : হাসান আলী খান।

তাদের পরামর্শ ও সহায়তায় ১৯৭১ সালের ৫ জানুয়ারি ২৩৬৬ নম্বরে মুক্তাগাছা থানা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ নামে সমিতিটি নিবন্ধন লাভ করে এবং মুক্তাগাছা আটানী জমিদার বাড়িতে চলমান আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট এর একটি কক্ষে সাময়িকভাবে সমিতির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম করার অনুমতি প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যখন প্রায় শেষের পথে এরই মধ্যে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সদস্যগণ আত্মরক্ষার্থে ভিন্ন ভিন্ন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে।

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীন দেশে ধীরে ধীরে সকল সদস্য নিজ নিজ বাসতবাড়িতে ফিরে আসে। আবার সমিতির কার্যক্রম চালু করতে পুনঃসংগঠিত হতে গিয়ে দেখা গেল যুদ্ধকালীন সময়ে সমিতির আসবাবপত্র, তৈরি পোশাকাদি, সেলাই মেশিনসহ প্রায় সবই লুট হয়ে গেছে। মনোবল না হারিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অসহায় নিঃস্ব সদস্যদের নিয়ে পুনরায় স্বল্প মূলধন গঠন করে কার্যক্রম শুরু করে। অল্প কিছুদিন পরেই আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

এমতাবস্থায় সম্পাদক মলিনা রাণী দত্ত তৎকালীন জাতীয় পরিষদ সদস্য ভাষা সৈনিক জনাব খন্দকার আব্দুল মালেক শহিদুল্লাহর শরণাপন্ন হন। বিস্তারিত শোনার পর তিনি নারী উন্নয়নের সোপানে সমিতির কার্যক্রম চলমান রাখার লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক স্বউদ্যোগে সমিতির আসবাবপত্রসহ উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে মহারাজা রোডে অবস্থিত জমিদারদের পরিত্যাক্ত একটি দ্বিতল বাড়িতে উঠিয়ে দেন। সেখানেই চলতে থাকে সমিতির কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে সেই সাথে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার মহিলারা সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করে।

সমিতির কার্যক্রম সেলাই প্রশিক্ষণ বিভাগ থেকে শুরু করে বাঁশবেত বিভাগ, তাঁত বিভাগ, জালবুনন বিভাগ চালু হয়। প্রতিটি বিভাগে সদস্যগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থানের পথ খুঁজে নেয়। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট থেকে মুক্তাগাছা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সদস্যরা আরও পারদর্শী হয়।



সৃষ্টিলগ্ন থেকে অদ্যাবধি সমবায় বিভাগীয় সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, এলাকাবাসী, সকল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সুধীজনসহ সকলের সহযোগিতায় সমিতিটি আজ ধন্য।

সমিতিতে কোনো প্রকার ঋণ কার্যক্রম ছাড়া শুধু মাত্র সদস্যদের শেয়ার, সঞ্চয় ও দোকান ভাড়া থেকে আয়ের মাধ্যমেই সমিতির তহবিল গঠিত হয়েছে।

সমবায় আইন ও বিধির প্রতি অবিচল থাকার কারণে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব মলিনা রাণী দত্ত ১৯৮৪ সালে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। এরপর ১৯৮৯ সালে সমিতিটি শ্রেষ্ঠ মহিলা সমিতি হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। বর্তমানেও উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সমবায়ী অথবা সমিতি বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার পেয়ে থাকে।

সমিতির কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত বাড়িটি অর্পিত সম্পত্তির আওতাভুক্ত থাকায় তৎকালীন জেলা প্রশাসক মহোদয় সরকারি বিধি মোতাবেক সাফকাবলা মূলে বাড়িটি সমিতির নামে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৯ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ১,১৭,২২৭ টাকা মূল্য পরিশোধ করে মুক্তাগাছা থানা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ উক্ত জমির মালিকানা লাভ করে।

উক্ত জায়গায় অবস্থিত বাড়িটি পৌর কর্তৃপক্ষ পরিত্যক্ত ঘোষণা করলে ভবনটি ভেঙে নতুন বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরপর একাধিক বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর পুরাতন ভবন বিক্রয় ও নতুন ভবন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করে।

আধুনিক বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন তৈরির জন্য বিভিন্ন কমিটি, ডিজাইন, ইষ্টিমেট, বাজেট বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের পর সমবায় বিভাগীয় অনুমোদন সাপেক্ষে ৫ তলা ভবনের কাজ আরম্ভ করে। সমিতির সদস্যদের মাঝে জামানতের ভিত্তিতে দোকান বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে তহবিল গঠন করে নিজস্ব অর্থায়নে ভবনের দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দোকানঘরগুলো বরাদ্দ নেয়ার মাধ্যমে সমিতির ১৫ জন্য সদস্যের স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরো অন্যান্য সদস্যদের কর্মসংস্থানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সমিতিটি বর্তমান অবস্থানে আসার ব্যাপারে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বিশেষ করে বর্তমান সভাপতি ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব নাজমুন নাহার নতুন ভবন নির্মাণের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

সমিতির বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতার জন্য সমবায় বিভাগীয় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ।



নিবন্ধন নং : ১৬৩
তারিখ : ১০.০৬.১৯৯৮ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১,৮৯৪ জন
কর্মসংস্থান : ৭ জন
শেয়ার মূলধন : ৩,২২,৪৮,৫৯৩ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৯,৭৫,১২,০৯৮ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১২,৯৭,৬০,৬৯১ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ২২,৯০,৩৭০ টাকা।

আশার আলো কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

উপজেলা : হালুয়াঘাট
জেলা : ময়মনসিংহ

বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম

সমিতির নামে সাড়ে ৪ শতাংশ জমি আছে। যার মধ্যে তিনতলা একটি ভবন একটি সভাকক্ষ ও অফিস রয়েছে এবং ৪টি দোকানসহ ভবন। তৃতীয় তলা ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। উক্ত জমির বর্তমান বাজার মূল্য ২০,০০,০০০ টাকা। সমিতির সদস্যদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম বিদ্যমান রয়েছে। মূলধন বৃদ্ধিকরণ, সদস্যদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের সহযোগিতা, শেয়ার বিক্রয়, সঞ্চয় আদায়, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বাবলম্বী হওয়ার বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে এবং সমিতিতে ৭ জন কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও প্রায় তিন হাজার সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্যানিটেশন ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের জন্য সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। অত্র সমিতির তহবিল হতে প্রতি বছর জনহিতকর কাজ করা হয়। ইতোমধ্যে ৩০ জন গরিব কৃষককে আর্থিক সাহায্য, অসহায় দরিদ্র ৪০ জন কৃষক সন্তানকে শিক্ষার জন্য সাহায্য প্রদান করা হয়। এছাড়াও দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুহূর্তে সদস্যদের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক সহযোগিতা দেওয়া হয়ে থাকে, বাল্যবিবাহ রোধ ও যৌতুকবিরোধী আন্দোলন এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক এবং করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বিভিন্ন সেমিনারের মাধ্যমে ও জঙ্গি তৎপরতা নিরসনে,অত্র সমিতি ভূমিকা রাখছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ ১,৫০,৮৫০ টাকা জমা প্রদান করেছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম

সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানত রাখার ব্যবস্থা, নতুন করে ঋণ বীমা তহবিল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ কাজে সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। উন্নয়নমূলক কাজে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। এর সকল সদস্য কৃষি/মৎস্য ও ব্যবসার সহিত সম্পৃক্ত এবং সকল সদস্যই লাভবান হচ্ছে। অত্র সমিতিটি সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সকল প্রকার কার্যাদি কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ১৪,০০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ অনুমোদন গ্রহণ করেছে। সমিতির সদস্য সংখ্যা পুরুষ ১,৪৪৭ জন এবং মহিলা ৪৪৭ জন সর্বমোট ১,৮৯৪ জন।



নিবন্ধন নং :
তারিখ : ১৮/১১/২০০৭ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ৯,১৫১ জন
কর্মসংস্থান : ৫,১৩২ জন
শেয়ার মূলধন : ৭৩,৫১,১৪০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ২,৮৭,৪৪,৮৪৫ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ৬,৯২,৪৪,০২৭ টাকা
নিজস্ব মূলধন : ৭৩,৫১,১৪০ টাকা
সংরক্ষিত তহবিল : ২৪,০৬,৮০৮ টাকা।

রূপসী-বাংলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : ময়মনসিংহ সদর
জেলা : ময়মনসিংহ

১৮.১১.২০০৭ খ্রি. তারিখে ২০ জন সদস্য নিয়ে ময়মনসিংহ শহরের কাঁচিঝুলি এলাকায় একটি ৪,০০০ টাকা মাসিক ভাড়ায় সমিতির অফিস নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে সমবায় নীতি ও আদর্শকে বিষয়ে শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায়ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা, সভ্যগণকে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয় কার্যে উৎসাহ দেওয়া ও সহায়তা করা এবং সর্বপ্রকার ক্ষতিকর ব্যয় সংকোচন বিষয়ে উৎসাহ ও শিক্ষা দেওয়া, সভ্যদের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে উহা সমবায় আইন ও বিধিমালা এবং সমিতির উপ-আইন মোতাবেক যথাযথ ব্যবহার করে সমিতিকে একটি লাভজনক এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, সভ্যগণের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য পেশাভিত্তিক অর্থকরী, বাণিজ্যিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বর্তমানে সমিতির স্থায়ী সম্পদ (সিটি কর্পোরেশনের ভিতর) ৮৩ শতাংশ যার দালিলিক মূল্য ৮০,২৬,০০০ টাকা। বর্তমান বাজার মূল্য ১,৩২,৯২,৭২৩ টাকা। উক্ত জমির উপর বহুতল ভবন নির্মাণ করে সদস্যদের আবাসন ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে সমিতির নিজস্ব ভবনে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে।

বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ

সমিতিটি ময়মনসিংহ সদর উপজেলার অন্যতম একটি সফল সমবায় সমিতি। এই সমিতির সদস্যগণ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। যৌতুক, নারীনির্যাতন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ রোধ, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, দারিদ্র্যতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, স্যানিটেশন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, ইভটিজিং প্রতিরোধ ও সচেতনতা, ডেঙ্গু সচেতনতা এবং করোনা প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি অব্যাহত আছে। সম্প্রতি করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সমিতিটি সদস্যদের মাঝে ত্রাণ,মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ এবং জনগণের মাঝে সচেতনতা তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৯,১৫১ জন। বর্তমানে সমিতিতে প্রত্যক্ষভাবে ১৩২ জন কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে। উক্ত সমিতির মাধ্যমে ৫,০০০ হাজার সদস্য ঋণ সহায়তা গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হয়েছে। সমিতির নামে রূপসী-বাংলা ফ্যাশন নামে ময়মনসিংহ শহরে একটি কাপরের শোরুম রয়েছে। যাহাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ২২,২৫,২১,৬৬২ টাকা। ইহা একটি লাভজনক অঙ্গ প্রতিষ্ঠান।



নিবন্ধন নং : ১৭৯
তারিখ : ২০/০২/২০০৬ খ্রি.
সদস্য সংখ্যা : ১১৮ জন
কর্মসংস্থান : ১৬০ জন
শেয়ার মূলধন : ২০ লক্ষ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ১৫,৯২,৭১০ টাকা
কার্যকরী মূলধন : ১,৬৭,০০,৬৫ টাকা

দূর্বার বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : নকলা
জেলা : শেরপুর

নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নকলা উপজেলার কায়দা গ্রামে সাহা পাড়া বাজার এলাকায় ২০ জন বেকার যুবক সদস্য বিগত ২০০৫ সালে একটি সমিতি গঠন করে সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন নেয়া হয়। যার নিবন্ধন নং : ১৭৯, তারিখ : ২০/০২/২০০৬ খ্রি.। নিবন্ধন পরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে এ জেলায় একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং শেরপুর জেলার সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কর্মকাণ্ড দ্বারা স্থান করে নিয়েছে।

সমিতির সদস্য সংখ্যা : নিবন্ধনকালে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ২০ জন বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১১৮ জন।

শেয়ার মূলধন
সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। এ পর্যন্ত পরিশোধিত শেয়ারের পরিমাণ ৭৭,৩৫৫ টাকা, এক্ষেত্রে সমিতি অর্জিত সাফল্য উল্লেখ্যযোগ্য।

সঞ্চয় আমানত
নিবন্ধনকালে সমিতির সঞ্চয় আমানত ছিল ২০,০০০ টাকা। বর্তমানে সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১৫,৯২,৭১০ টাকা। সঞ্চয় আদায়ের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যই সমিতির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মূলধন গঠনে অত্র সমিতির সাফল্য উল্লেখযোগ্য এবং সন্তোষজনক। উল্লেখ্য কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে সমিতির অধিকাংশ সদস্য কর্মহীন হয়ে পড়ায় চলতি বছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সঞ্চয় ফেরত নেয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ পূর্বক সমিতির সঞ্চয় আমানত বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে মর্মে জানা যায়।

সমিতি থেকে সদস্যদের চাহিদামাফিক গাভি পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই শিক্ষা, রিকশা ও ভ্যান, স্যানিটেশন ব্যবসা, পুকুর লিজ, মনিহারি দোকান এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে কর্জদাদন করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সদস্যদের মাঝে ১৪,৭৫,৬৬০ টাকা কর্জ দাদন করা হয়েছে। দাদনকৃত ঋণ শর্ত মোতাবেক আদায় করা হচ্ছে। সমিতি থকে কর্জ গ্রহণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়নে অগ্নিশিখা হিসেবে কাজ করছে। কর্জ প্রদানের পাশাপাশি সদস্যদের উল্লিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সমিতির মাধ্যমে পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের মাঝে সবজি চাষ ও কম্পোস্ট সার তৈরির ক্ষেত্রে অত্র সমিতি ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

সমিতির নিয়োজিত কর্মচারী
আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে বেতনভুক্ত ৫ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ফলে সমিতির মাধ্যমে একদিকে বেকারত্ব দূরীকরণে পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।



নিবন্ধন নং ৩৩২
সদস্য সংখ্যা : ১,১৭০ জন
তারিখ : ০২.০৪.২০০৯খ্রি.
শেয়ার মূলধন : ২১,৩৩,০১০ টাকা
সঞ্চয় আমানত : ৫১,৮১,৯৩৪ টাকা

মানব বন্ধন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

উপজেলা : ময়মনসিংহ সদর
জেলা : ময়মনসিংহ

আর্থসামাজিক উন্নয়নে অন্যতম চালিকা শক্তি হচ্ছে সমবায়। দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির হাতিয়ার। সমবায় দারিদ্র্য পীড়িত, বিত্তহীন ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের সংগঠন। এর লক্ষ্য শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করা। বাংলাদেশে সমবায়ের সুদীর্ঘ একশ বছরের বেশি বর্ণাঢ্য ইতিহাস রয়েছে। আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায়ের কোনো বিকল্প নেই। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে সম্পদের মালিকানায় সমবায়কে একটি পৃথক ও দ্বিতীয় খাত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনগণের একারপক্ষে অনেক কিছু করা সম্ভব হয়ে উঠে না, সেখানে প্রয়োজন হয় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার। সমাজের বিত্তহীন ও নিম্ন আয়ের মানুষদের শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বনির্ভরতা অর্জন করাই সমবায়ের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বেশ কয়েকজন নারী উদ্যোক্তা মিলে একটি সংগঠন তৈরি করেন। পরবর্তীতে যার নাম দেন মানব বন্ধন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ। ২০০৯ খ্রি. সালে জেলা সমবায় কার্যালয়, ময়মনসিংহ হতে নিবন্ধনের মাধ্যমে শুরু হয় তাদের নতুন পথ চলা। শুরুতে ময়মনসিংহ পৌরসভার গোহাইলকান্দি এলাকাধীন দুস্থ ও বেকার বিশেষ করে মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এলাকার আগ্রহী উদ্যোমী ও সচেতন ২১ জন নারী-পুরুষের সমন্বয়ে সামান্য মূলধন নিয়ে একটি সমিতি গঠন করে।

পরবর্তীতে একই বছরের এপ্রিল মাসে সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে "মানব বন্ধন বহুমুখী সমবায় সমিতি লি." নামে নিবন্ধন লাভ করে। এক রুম বিশিষ্ট একটি অফিস ভাড়া নিয়ে স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে সমিতির কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে জমি ক্রয় করা হয় এবং হ্যাবিট্যাট (এনজিও) এর অর্থায়নে সমিতির দো'তলা অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়। সমিতির নিজস্ব ভবনে ১ জন ম্যানেজার, ১ জন হিসাব রক্ষক ও ৬ জন বেতনভুক্ত কর্মচারী নিয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন। এই সমবায় সমিতি থেকে অনেক সদস্য ক্ষুদ্রঋণ এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করেছেন।
- শিক্ষা ও পুষ্টি কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর সঠিক বিকাশ ঘটানো
- সমিতির নামে বিদ্যালয় স্থাপন।
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূরীকরণ করেছেন। প্রশিক্ষণের মধ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, ব্লকবাটিক, জড়ি-চুমকির কাজ, পিঠা তৈরি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।
- সদস্যগণের সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তহবিল সৃষ্টি করা।
- তহবিলের সঠিক ব্যবহার করে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা।
- এলাকার নারীদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করা।



নিবন্ধন নং ১৩
৩১ ডিসেম্বর ১৯৬০
নিজস্ব মূলধন : ১৭,৩২,৭৯৩ টাকা
ধারকৃত মূলধন : ১,৫৭,৬৮,৪৮৬ টাকা

ময়মনসিংহ সদর উত্তর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ

উপজেলা : ময়মনসিংহ সদর
জেলা : ময়মনসিংহ

উত্তর ময়মনসিংহের একসময়ের সাড়া জাগানো ও সমবায়ীদের আস্থার সংগঠন। সংগঠনটি ছিল ময়মনসিংহ সদর উত্তর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ। সমবায়ীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণের ফসল যা ১৯৬০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ময়মনসিংহ জেলার বর্তমান ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাশের ধোবাউড়া, হালুয়াঘাট, ফুলপুর, গৌরীপুর, ঈশ্বরগঞ্জ ও নান্দাইলের সমবায়ীদের নিয়ে এটি গঠিত হয়। সংগঠনটির সদস্যভুক্ত সমিতিগুলোর শত শত কৃষক, শ্রমিক ও নানান পেশার মানুষের অংশগ্রহণ ছিল যাত্রাপথ থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় ধরে, ৯০ এর দশক থেকে নানান জটিলতার কারণে ধীরে ধীরে সংগঠনটি তার গতিশীলতা হারাতে থাকে।

ময়মনসিংহ শহরের প্রাণকেন্দ্র মহারাজা রোডে সংগঠনটির কার্যালয় সেই সূচনালগ্ন থেকে প্রায় ১৮ শতক জায়গার উপর নির্মিত আংশিক ভবন ও সুসজ্জিত আঙিনা ছিল। পুরনো ভবনটি মূলত ৯০ এর দশকের শুরু থেকেই জরাজীর্ণ হতে থাকে। তবুও এখানেই চলে অফিসিয়াল কার্যক্রম। তখন অফিসের সামনে খালি জায়গায় অস্থায়ী সেড নির্মাণ করে পর পর কয়েকটি কমিটি স্থানীয়দের কাছে ভাড়া দেয় সংগঠনের আর্থিক মুনাফার চিন্তা করে।

একের পর এক সদস্য সমিতিগুলো অকার্যকর ও নিষ্ক্রিয় হওয়ার কারণে এক পর্যায়ে সংগঠনটি হুমকির মুখে পড়ে যায়। সংগঠনের কোনো আর্থিক সঞ্জিবনী শক্তি না থাকার কারণে বিভিন্ন দুর্বলতা গ্রাস করতে থাকে। এমতাবস্থায় ২০১৭ সালে কার্যকরী কমিটি ব্যাংকের সামনের ০৭ শতক জায়গায় একটি ০৬ তলা ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু কার্যত তখন নামমাত্র ভাড়ায় থাকা স্থানীয় ভাড়াটিয়াগণ তাদের দখলে থাকা জায়গা ছাড়তে নারাজি প্রকাশ করে এবং শুরু হয় নানান জটিলতা।

২০১৮ সালে বর্তমান কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করে। জেলা ও বিভাগীয় সমবায় দপ্তরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় প্রায় দখলকৃত জায়গা উদ্ধার করে পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও আর্থিক কারণে আবারও পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়, কারণ ইতোমধ্যেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের বিষয়টি খারিজ করে দেয়া হয়। সমবায় দপ্তরের সাথে পরামর্শ করে ভবন নির্মাণকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে এবং দুটি ফ্লোরকে বাণিজ্যিক এবং বাকি ৪টি ফ্লোরে ফ্ল্যাট নির্মাণ করার অগ্রিম গ্রহণ করে ভবন নির্মাণ করা হবে এমন পরিকল্পনায় এগুতে থাকে বর্তমান কমিটি।

নানান জটিলতা ও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সমবায় বিভাগের সহযোগিতায় বর্তমান কমিটি প্ল্যান ডিজাইন ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করে মোট জায়গার ৭ শতক জায়গা দখলমুক্ত করতে সক্ষম হয় এবং ৬ তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করে বর্তমানে ৯৯% সম্পন্ন করেছে এবং আগামী নভেম্বর ২০২০ তারিখে পুরো ভবনের কাজ সমাপ্ত হবে। বাণিজ্যিক দুটি ফ্লোরের মোট ৩১টি দোকান ও ০৮ টি ফ্ল্যাট সম্পন্ন করে ভাড়াটিয়াগণের নিকট হস্তান্তর করতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমান কমিটি বাকি ১০ শতক জায়গা দখলমুক্ত করে সেখানে একটি ৯ তলা ভবনের



পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটিও প্রায় বাস্তবায়নের কাছাকাছি। ইতোমধ্যেই জায়গাটি খালি করা হয়েছে এবং সকল প্রকার নিয়মনীতি মেনে ভবন নির্মাণ এখন সূচনার অপেক্ষায়। আশা করা যাচ্ছে আগামী নভেম্বর, ২০২০ খ্রি. নাগাদ ০৯ তলা ভবনের কাজ শুরু করা যাবে এবং আগামী ২০২২ সালের ডিসেম্বর সেটিও সম্পন্ন করা সম্ভব।

যে জায়গা দখল ছিল অশুভ শক্তির হাতে, ব্যাংকের আয় ছিলো নামমাত্র ভাড়া থেকে আয়কৃত কিছু টাকা- সেই জায়গা দখলমুক্ত করে প্রতি মাসে ৬০ হাজার টাকা আয় শুরু হয়েছে, আগামী ২০২২ সাল থেকে প্রতি বছর প্রায় ২০ লক্ষ টাকা আয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এই অর্জনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের মৌলিক চাহিদা পূরণপূর্বক স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধন ও প্রতিষ্ঠাকাল

৩১ ডিসেম্বর ১৯৬০ সালে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে সমবায় অধিদপ্তর থেকে দেয়া ব্যাংকের নিবন্ধন নং ১৩। পরবর্তী সময়ে ২৪ জানুয়ারি ১৯৮০ খ্রি. ব্যাংকটি সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় পুনঃ নিবন্ধিত হয়। সে মোতাবেক সংশোধিত নিবন্ধন নং : ২৭; তারিখ ঃ ২৪/০১/১৯৮০ খ্রি.।

ব্যাংকের জায়গাসংক্রান্ত

ব্যাংকের মোট জায়গা ১৮.৪৮ শতাংশ। ৭ শতক জায়গায় বহুতল (৬ তলা) ভবন নির্মাণ চলমান রয়েছে। বাকি ১১.৪৮ এর মধ্যে ১০ শতক জায়গায় গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত ঘোষিত এক ভবন ছিল। উক্ত স্থানে ০৯ তলা ভবন নির্মাণের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

ব্যাংকের বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাংকের সম্মুখের ৭ শতক জায়গায় বহুতল ভবন (৬ তলা) নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয় এবং এ ব্যাপারে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। উক্ত এলাকার চাহিদা বিবেচনা করে ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্মাণাধীন ভবনকে দুইভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ব্যাংকের বর্তমান কার্যকরী মূলধন :
নিজস্ব মূলধন : ১৭,৩২,৭৯৩ টাকা
ধারকৃত মূলধন : ১,৫৭,৬৮,৪৮৬ টাকা
অত্র ব্যাংকের আওতাধীন সমিতিসমূহের শেয়ার ও সঞ্চয়ের পরিমাণ :
শেয়ার : ৬৭৭,৯৭৭ টাকা
সঞ্চয় : ৩,৩৬,৮৪০ টাকা
মোট : ১০,১৪,৮১৭ টাকা



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ৪৮ তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ ও জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৮ বিতরণ। ছবি : পিআইডি





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ৪৮ তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ সমবায়ীদের বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। ছবি : পিআইডি

সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডের ছবি



দি কো অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্‌ব) কক্সবাজারে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ক্রেডিট ইউনিয়ন ফোরাম-২০১৯'-এর অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি ও সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।



৪৫ তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালির একাংশ।

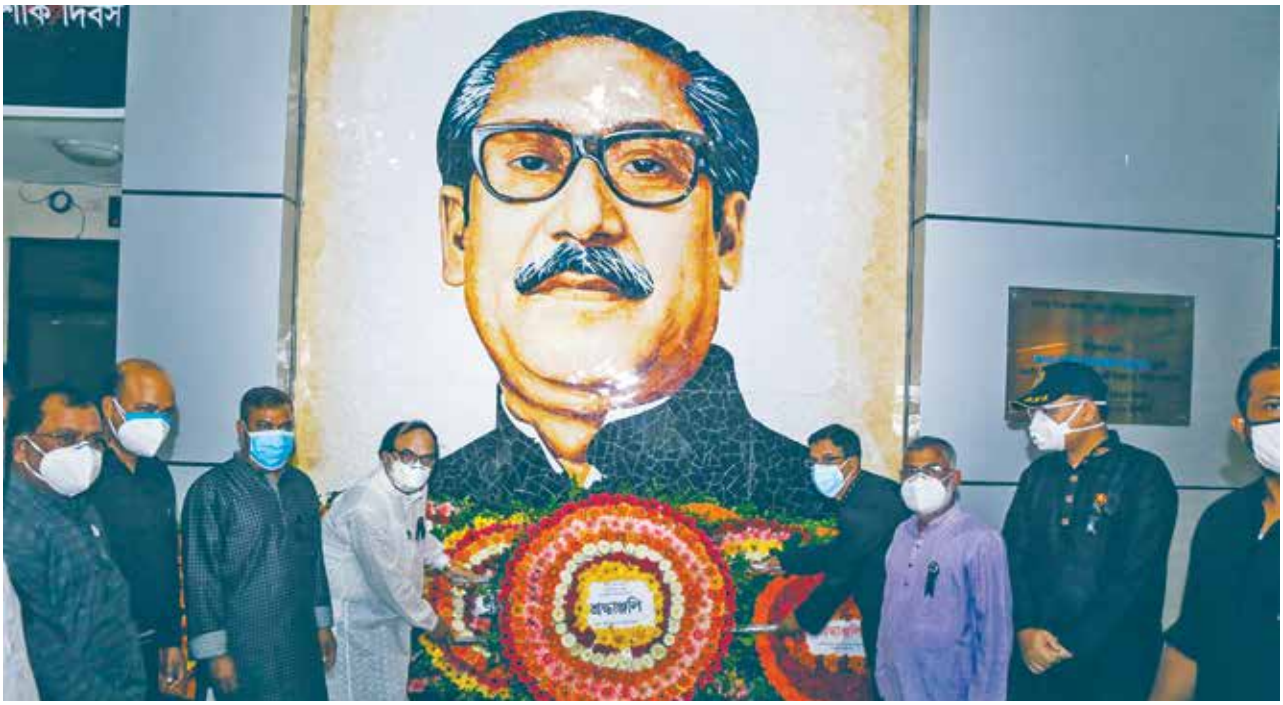


সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম কর্তৃক চান্দ্রা শিক্ষিত বেকার যুবক সমবায় সমিতি পরিদর্শন।



সমবায় অধিদপ্তরে শত প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও একশ পাউন্ডের কেক কেটে বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মদিন উদযাপন। সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক





১৫ আগস্ট ২০২০ জাতীয় শোক দিবসে সমবায় অধিদপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের নেতৃত্বে বিসিএস (সমবায়) ক্যাডার এসোসিয়েশনের শ্রদ্ধা নিবেদন।



১৭ মার্চ ২০২০ খ্রি. তারিখে সমবায় অধিদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক।



সমবায় অধিদপ্তরে 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় : অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।


মিল্ক ভিটা
খাঁটি দুধের নিশ্চয়তা
Cambrian School & College
DEPARTMENT OF CO-OPERATIVES
বাদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতি